প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ১৯৬৪

অনুবাদ

গীতা মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক

মণি সান্যাল

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৫৪এ, হরি ঘোষ স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

মুদ্রক

মৃণালকান্তি রায়

রাজলক্ষ্মী প্রেস

৩৮সি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

মেজর জেনারেল

ইভান পারোতকিন

এম. এস. সি *

ভূমিকা

যুদ্ধের সময়ের আগের দু'বছরের মত ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসেও সারা পৃথিবীর নজর ছিল সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের উপর। সেখানে কুরস্ক বালজ-এর এলাকায় ভয়ঙ্কর ঘোর যুদ্ধের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণ এক ঐতিহাসিক জয়লাভ করেছিল। সে জয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী গতিধারা নির্ধারণ করে দিয়েছিল এবং হিটলার বিরোধী ফ্রন্টের অনুকূলেই যে যুদ্ধের ফলাফল যাবে তা জানা কথায় পরিণত করেছিল। তখনকার দিনে ভেরমাখট-এর সেরা ডিভিশনগুলিকে নিয়ে এক জবরদস্ত নাৎসী জার্মান সৈন্য-সমাহারকে সোভিয়েত ফৌজ ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল। যুদ্ধের স্রোতকে পাল্টানর জন্য নাৎসী রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের শেষ আশা ও চেষ্টা লজ্জাকর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। নাৎসী জার্মানি দেখেছিল এবার সে পরাজয়ের সম্ভাবনার সম্মুখীন, তার হঠকারী নীতি ও মানবসমাজের বিরুদ্ধে তার অপরাধের শাস্তি এবার এগিয়ে আসছে।

কুরস্কের লড়াই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেকার এক বৃহত্তম যুদ্ধ, এ যুদ্ধে জড়ো হয়েছিল বিপুল সংখ্যক সৈন্য, বিচিত্র রণসম্ভার। এ কথা বললেই যথেষ্ট যে এই যুদ্ধে দুপক্ষ মিলে জড়িত ছিল ৪০ লক্ষেরও বেশি সৈন্য, ৬৯০০০-এর বেশি রণাঙ্গনের কামান ও মর্টার, ১৩২০০ ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান এবং ১১০০০-এর বেশি বিমান। এই ঘটনায় লড়াইয়ের উপর এর একটা ছাপ পড়েছিল, কুরস্ক বালজে যে ট্যাঙ্ক যুদ্ধ ও বিমান যুদ্ধ হয়েছিল তত বড় পরিসরে যুদ্ধ তখনকার দিনে অজানা ছিল।

যুদ্ধের গতিপথে সোভিয়েত ফৌজ শত্রুপক্ষের সাতটি প্যানৎসার ডিভিশনসহ তিরিশটি ডিভিশনকে চূর্ণ করেছিল। জার্মান বাহিনী হারিয়েছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ

১ মেজর জেনারেল পারোতকিন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সামরিক ইতিহাসের ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর।

অফিসার ও সৈন্য, ১৫০০ ট্যাঙ্ক, ৩০০০ রণাঙ্গনের কামান এবং ৩৭০০-র বেশি বিমান। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ব্রেঝনেভ বলেছিলেন "১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মে ওরেল-কুরস্ক বালজের বিশাল যুদ্ধ নাৎসী জার্মানির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল, তার সেরা সাঁজোয়া বাহিনীগুলিকে ভস্মে পরিণত করেছিল। লড়াইয়ের কৌশলে, অস্ত্রেশস্ত্রে, রণনীতিগত পরিচালনায় আমাদের সৈন্যবাহিনীর শ্রেষ্ঠতা সারা পৃথিবীতে প্রতিভাত হয়েছিল।"[১]

নাৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধের স্রোতকে ঘোরানর যে সংগ্রাম মস্কোর দ্বারদেশের যুদ্ধে শুরু হয়েছিল ও স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে অতি তীব্র হয়ে চলেছিল, সেই সংগ্রামে কুরস্কের যুদ্ধ এক নতুন পর্যায়ের সূচনা করেছিল। এই মোড় ঘুরেছিল রণাঙ্গনে ও পশ্চাদভাগে কমিউনিস্ট পার্টির বিরাট সাংগঠনিক প্রয়াস, সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্ব, সেনানায়কদের ক্রমবর্ধমান পরিচালন কুশলতা এবং পশ্চাদভাগে সোভিয়েত জনগণের অভূতপূর্ব শ্রমকীর্তির যুক্তিসম্মত ফললাভের দরুণ।

সোভিয়েত সেনাবাহিনী রণনৈতিক উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ত করেছিল এই কুরস্কেই। নাৎসী হাই কম্যাণ্ডের আক্রমণাত্মক রণনীতি এখানে পর্যুদস্ত হয়েছিল আর তার সঙ্গেই বিলীন হয়েছিল তাদের পৃথিবী জয়ের আশা। ভেরমাখট হাইকম্যাণ্ড-এর চিফ অব দা অপারেশন স্টাফ (ও.কে. ডব্লিউ) জেনারেল জোডল ১৯৪৩ সালের নভেম্বরে স্বীকার করেছিল যে জার্মান বাহিনী রণনৈতিক উদ্যোগ হারিয়ে ফেলেছে, তার পুনরুদ্ধারের আর কোনও সম্ভাবনা নেই।[২]

কুরস্কের যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী অনুরণন সৃষ্টি করেছিল। এ কথা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সব জয় নাৎসী জার্মানিকে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন করেছে।

এই সব জয় হিটলার-বিরোধী জোটকে শক্তিশালী করেছিল। এই জোটে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল নিয়ামক শক্তি। সোভিয়েত ইউনিয়ন মিত্রশক্তিদের

১ এল, আই. ব্রেঝনেভ, দা সোভিয়েত পিপলস্ গ্রেট ভিক্টরি। মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের বিজয়ের বিশ বছরের জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৯৬৫ সালের ৮ই মে মস্কোর প্যালেস অব কংগ্রেসে রিপোর্ট; মস্কো, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ১৩ (রুশ সংস্করণ)।

২ ১৯৪৩ সালের শেষে জার্মানির রণনৈতিক পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণের জন্য জার্নাল অব মিলিটারি হিস্ট্রি, ১০নং, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ৭৫-৯২ (রুশ সংস্করণ) দেখুন।

সাহায্য ছাড়াই নাৎসী জার্মানিকে পর্যুদস্ত করবে এই ভয়ে ব্রিটিশ ও মার্কিন শাসকেরা ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার প্রস্তুতিতে আন্তরিকভাবে লেগে পড়তে বাধ্য হয়েছিল।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড আঘাত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িত দেশগুলির সরকারের শীর্ষস্থানীয় অনেক লোকের মাথা খানিকটা ঠাণ্ডা করেছিল, তারা পড়ি কি মরি করে যুদ্ধ থেকে বেরোনর, সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গন থেকে তাদের ডিভিশনগুলিকে সরিয়ে নেওয়ার একটা পথ খুঁজতে শুরু করেছিল। গুরুতর সামরিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে ফ্যাশিস্ট রাষ্ট্রগুলির জোট ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছিল। তথাকথিত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি তাদের পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছিল।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর এই সব বিজয় নাৎসী-কবলিত দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। এই সব দেশের দেশপ্রেমিকরা শত্রুকে যে আঘাত দিচ্ছিল তা দিনে দিনে প্রবল হচ্ছিল। পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতি, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একটার পর একটা যুদ্ধে জয়ী তার জনগণের প্রতি সারা পৃথিবীর মানুষের সহানুভূতিও তেমনি বাড়ছিল।

কুরস্কের যুদ্ধের সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া যদিও সুবিপুল হয়েছিল, তবু তার বহু বিচিত্র ও জটিল দিকগুলি এখনও যথেষ্ট অনুশীলিত ও যথাযোগ্য ভাবে উদ্ঘাটিত হয়নি, এর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কুরস্কের লড়াইয়ের ভূমিকা যে খাটো করে দেখা হয়েছিল তা কিছুটা বোঝা যায়।

এই যুদ্ধে সোভিয়েত বাহিনীর জয়গুলির মূল্যায়ন সম্বন্ধেও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আছে। তার মধ্যে একটি হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতিপথ ও ফলাফলের উপর কুরস্কে সোভিয়েত জনগণের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য জয়গুলির ফলাফল বুর্জোয়া পণ্ডিতদের ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করা।

ইতিহাসের বুর্জোয়া বিকৃতিকারীরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর চমৎকার জয়গুলির আসল কারণগুলিকে যত প্রকারে সম্ভব ভুলভাবে উপস্থিত করতে চায়, যেখানে সম্ভব নাৎসী জার্মান বাহিনীর ইতিহাসের ভয়ঙ্কর পৃষ্ঠাগুলিকে এবং নাৎসী হাইকম্যাণ্ডের হঠকারী রণনীতিকে নীরবে পার করে দিতে চায়। সেই কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লড়াইগুলি সম্বন্ধে লিখিত বুর্জোয়া বইয়ে কুরস্কের লড়াইয়ের স্থান হয় না। কিন্তু এতে করে সোভিয়েত

সশস্ত্র বাহিনীর বিজয় কিছু কম গৌরবময় হয় না।

কুরস্কের লড়াই একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছিল যে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং তার সশস্ত্র বাহিনী নাৎসীবাদের ও তার লুঠেরা-বাহিনীর চেয়ে অনেক উঁচুদরের। এই যুদ্ধে সোভিয়েত সৈন্যরা তাদের সুউচ্চ নৈতিকবল ও রণ কৌশল দেখিয়েছিল, দেখিয়েছিল দেশের ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি অসীম ভক্তি, আর সোভিয়েত সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব সোভিয়েত যুদ্ধকলার শ্রেষ্ঠত্বের চমৎকার প্রমাণ দিয়েছিল। সোভিয়েত যুদ্ধকলা তার বিকাশের এক নতুন ধাপে উঠেছিল। অপরাপর বিজয়গুলির সঙ্গে কুরস্কের বিজয় মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের কীর্তিগাথায় সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর যুদ্ধকলার ও শৌর্যের, সোভিয়েত সেনাদের দৃঢ়তার ও সাহসের এক প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এই লড়াই যুদ্ধ পরিচালনার বহু জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব করেছিল। সোভিয়েত জেনারেল হেড-কোয়ার্টার্স, জেনারেল স্টাফ ও রণাঙ্গনের সেনাপতিরা শত্রুর বিরুদ্ধে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক অভিযান পরিকল্পনা ও পরিচালনা করার সময়ে এই অভিজ্ঞতা সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করেছিলেন।

কুরস্কের লড়াইতে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের আয়ত্তে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য রণ-সম্ভার ছিল। জটিল পরিস্থিতিতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়োগে এবং লড়াইগুলির পরিচালনায় যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল তার তাৎপর্য কিছুই ম্লান হয়নি।

ট্যাঙ্ক ও বিমান বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম অনেক গভীরে পর্যন্ত সংগঠিত শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ঘাঁটি তৈরি করায়, বিপুল সংখ্যক ট্যাঙ্ক ও প্রবল বিমান সমর্থন সহ শত্রুর আক্রমণকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ সংগঠিত করায় এবং বিশেষ ছেদ না দিয়েই প্রতি-আক্রমণে চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে কুরস্কের লড়াই সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা যুগিয়েছিল।

চলতি লড়াইয়ের ও রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিকে প্রশিক্ষণদান ও কাজে লাগানয় এবং লড়াই চালানর সময়ে সেগুলিকে নিয়ে নিপুণ চাল দেওয়ার ক্ষেত্রে কুরস্কের লড়াই অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ অভিজ্ঞতা যুগিয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে যুদ্ধ চালানর তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করার দিক থেকে এই অভিজ্ঞতা অমূল্য।

লড়াইয়ের ঠিক আগে নতুন ধারা ধরে সংগঠিত সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক বাহিনী

আত্মরক্ষায় ও আক্রমণে সকল রকম পরীক্ষার ভিতর দিয়ে পার হয়েছিল। এই যুদ্ধে সাঁজোয়া বাহিনীকে লাগানর যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

বিমানযুদ্ধে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের সংগ্রামে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল তাও বিশেষ মূল্যবান ও শিক্ষাপ্রদ। শত্রুর বিমানবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন রণাঙ্গনে উপস্থিত বিমানবাহিনীগুলির দেশের বিমান প্রতিরক্ষার এবং দূরপাল্লার বিমান চলাচলের পারস্পরিক ক্রিয়াকে সুকৌশলে সংগঠনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতির সৃজনশীল ব্যবহারই এই সমস্যার সমাধানকে বহুল পরিমাণে পূর্বনির্ধারিত করে দিয়েছিল।

কুরস্কের লড়াইয়ের প্রস্তুতির ভিতর দিয়ে আমাদের বিমান বাহিনী তার প্রথম স্বাধীন রণনৈতিক লড়াই করল যা লুফৎওয়াফের পরাজয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

সুকৌশলে সৈন্য চালাচালির ক্ষেত্রে, বিপুল সংখ্যক সাঁজোয়া, গোলন্দাজ, বিমান, ইঞ্জিনিয়ার ও অপরাপর বাহিনীকে জড়িয়ে যুদ্ধের ক্ষেত্রে এখানকার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কুরস্কের লড়াই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে প্রতি-প্রস্তুতি বোমাবর্ষণ সংগঠিত করার ও চালানর পদ্ধতিগুলির আরও বিকাশের একটা সুযোগ করে দিয়েছিল।

কুরস্কের লড়াই লড়তে হয়েছিল এক জটিল, দ্রুত ও অপ্রত্যাশিতভাবে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির মধ্যে। এতে সেনানায়ক ও স্টাফ অফিসারদের কাছ থেকে বিপুল কৌশল ও আশু যুদ্ধ পরিচালন দক্ষতার দরকার ছিল। সৈন্যদের দৃঢ়ভাবে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালনা করা, তাদের দ্রুত নির্দিষ্ট যুদ্ধকর্ম ঠিক করে দেওয়া, যুদ্ধের গতিপথে যে সব পরিবর্তন ঘটছে তার সম্পর্কে সেনানায়কদের সময়মত প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারা—এই সমস্তর জন্যই ওই দক্ষতা অত্যাবশ্যক ছিল। আমার মতে সেই সময়কার বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে কম্যাণ্ডার ও স্টাফ অফিসারেরা যে কাজ করেছিলেন তা বর্তমানকালের প্রয়োজনের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলনের যোগ্য।

সৈন্য ও রণসম্ভার চলাচলের ও সরবরাহের ক্ষেত্রে কুরস্কের যুদ্ধ এক মৌলিক সমাধান যুগিয়েছিল। এখানে প্রয়োজন হয়েছিল এক অতি বিশাল আত্মরক্ষা-মূলক যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু যোগাড় করা, আবার সেই সঙ্গে যুদ্ধ

সশস্ত্র বাহিনীর বিজয় কিছু কম গৌরবময় হয় না।

কুরস্কের লড়াই একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছিল যে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং তার সশস্ত্র বাহিনী নাৎসীবাদের ও তার লুঠেরা-বাহিনীর চেয়ে অনেক উঁচুদরের। এই যুদ্ধে সোভিয়েত সৈন্যরা তাদের সুউচ্চ নৈতিকবল ও রণ কৌশল দেখিয়েছিল, দেখিয়েছিল দেশের ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি অসীম ভক্তি, আর সোভিয়েত সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব সোভিয়েত যুদ্ধকলার শ্রেষ্ঠত্বের চমৎকার প্রমাণ দিয়েছিল। সোভিয়েত যুদ্ধকলা তার বিকাশের এক নতুন ধাপে উঠেছিল। অপরাপর বিজয়গুলির সঙ্গে কুরস্কের বিজয় মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের কীর্তিগাথায় সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর যুদ্ধকলার ও শৌর্যের, সোভিয়েত সেনাদের দৃঢ়তার ও সাহসের এক প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এই লড়াই যুদ্ধ পরিচালনার বহু জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব করেছিল। সোভিয়েত জেনারেল হেড-কোয়ার্টার্স, জেনারেল স্টাফ ও রণাঙ্গনের সেনাপতিরা শত্রুর বিরুদ্ধে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক অভিযান পরিকল্পনা ও পরিচালনা করার সময়ে এই অভিজ্ঞতা সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করেছিলেন।

কুরস্কের লড়াইতে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের আয়ত্তে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য রণ-সম্ভার ছিল। জটিল পরিস্থিতিতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়োগে এবং লড়াইগুলির পরিচালনায় যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল তার তাৎপর্য কিছুই ম্লান হয়নি।

ট্যাঙ্ক ও বিমান বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম অনেক গভীরে পর্যন্ত সংগঠিত শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ঘাঁটি তৈরি করায়, বিপুল সংখ্যক ট্যাঙ্ক ও প্রবল বিমান সমর্থন সহ শত্রুর আক্রমণকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ সংগঠিত করায় এবং বিশেষ ছেদ না দিয়েই প্রতি-আক্রমণে চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে কুরস্কের লড়াই সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা যুগিয়েছিল।

চলতি লড়াইয়ের ও রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিকে প্রশিক্ষণদান ও কাজে লাগানর এবং লড়াই চালানর সময়ে সেগুলিকে নিয়ে নিপুণ চাল দেওয়ার ক্ষেত্রে কুরস্কের লড়াই অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ অভিজ্ঞতা যুগিয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে যুদ্ধ চালানর তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করার দিক থেকে এই অভিজ্ঞতা অমূল্য।

লড়াইয়ের ঠিক আগে নতুন ধারা ধরে সংগঠিত সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক বাহিনী

আত্মরক্ষায় ও আক্রমণে সকল রকম পরীক্ষার ভিতর দিয়ে পার হয়েছিল। এই যুদ্ধে সাঁজোয়া বাহিনীকে লাগানর যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

বিমানযুদ্ধে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের সংগ্রামে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল তাও বিশেষ মূল্যবান ও শিক্ষাপ্রদ। শত্রুর বিমানবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন রণাঙ্গনে উপস্থিত বিমানবাহিনীগুলির দেশের বিমান প্রতিরক্ষার এবং দূরপাল্লার বিমান চলাচলের পারস্পরিক ক্রিয়াকে সুকৌশলে সংগঠনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতির সৃজনশীল ব্যবহারই এই সমস্যার সমাধানকে বহুল পরিমাণে পূর্বনির্ধারিত করে দিয়েছিল।

কুরস্কের লড়াইয়ের প্রস্তুতির ভিতর দিয়ে আমাদের বিমান বাহিনী তার প্রথম স্বাধীন রণনৈতিক লড়াই করল যা লুফৎওয়াফের পরাজয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

সুকৌশলে সৈন্য চালাচালির ক্ষেত্রে, বিপুল সংখ্যক সাঁজোয়া, গোলন্দাজ, বিমান, ইঞ্জিনিয়ার ও অপরাপর বাহিনীকে জড়িয়ে যুদ্ধের ক্ষেত্রে এখানকার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কুরস্কের লড়াই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে প্রতি-প্রস্তুতি বোমাবর্ষণ সংগঠিত করার ও চালানর পদ্ধতিগুলির আরও বিকাশের একটা সুযোগ করে দিয়েছিল।

কুরস্কের লড়াই লড়তে হয়েছিল এক জটিল, দ্রুত ও অপ্রত্যাশিতভাবে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির মধ্যে। এতে সেনানায়ক ও স্টাফ অফিসারদের কাছ থেকে বিপুল কৌশল ও আশু যুদ্ধ পরিচালন দক্ষতার দরকার ছিল। সৈন্যদের দৃঢ়ভাবে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালনা করা, তাদের দ্রুত নির্দিষ্ট যুদ্ধকর্ম ঠিক করে দেওয়া, যুদ্ধের গতিপথে যে সব পরিবর্তন ঘটছে তার সম্পর্কে সেনানায়কদের সময়মত প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারা—এই সমস্তর জন্যই ওই দক্ষতা অত্যাবশ্যক ছিল। আমার মতে সেই সময়কার বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে কম্যাণ্ডার ও স্টাফ অফিসারেরা যে কাজ করেছিলেন তা বর্তমানকালের প্রয়োজনের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলনের যোগ্য।

সৈন্য ও রণসম্ভার চলাচলের ও সরবরাহের ক্ষেত্রে কুরস্কের যুদ্ধ এক মৌলিক সমাধান যুগিয়েছিল। এখানে প্রয়োজন হয়েছিল এক অতি বিশাল আত্মরক্ষা-মূলক যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু যোগাড় করা, আবার সেই সঙ্গে যুদ্ধ

প্রক্রিয়ায় প্রায় কোনও ছেদ না রেখেই প্রতি-আক্রমণ চালানর জন্য সৈন্য-বাহিনীকে প্রস্তুত করা। এটা করা হয়েছিল অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ চলাচলের ও সরবরাহের উপাদানগুলিকে রণক্ষেত্রে উপস্থিত বাহিনীগুলির যথাসম্ভব নিকটে নিয়ে আসা এবং জবড়জঙ্গ চলাচল ও সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলিকে পশ্চাদভূমিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মারফৎ।

কুরস্কের লড়াই বিপুলসংখ্যক আহত ব্যক্তিকে বিমানপথে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক চমৎকার উদাহরণ যুগিয়েছে।

যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে এবং যুদ্ধের সময়ে পার্টি সর্বাঙ্গীন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালিয়েছিল। সৈন্য ও অন্য কর্মীদের নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল যাতে ট্যাঙ্ক ও বিমানবাহিনীর কর্মীরা ভয়কে জয় করতে পারে। এই ধরনের প্রশিক্ষণ বর্তমানে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

যুদ্ধোত্তরকালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত বিকাশে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। সশস্ত্রবাহিনীতে যে সব বিপুল বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে তার ভিত্তি হল এইসব সাফল্য। রণনৈতিক রকেট শক্তির আবির্ভাবের পর থেকে সমস্ত সশস্ত্র বাহিনীতে ও সেবাব্যবস্থায় সুগভীর পরিবর্তন ঘটেছে। প্রধান ব্যাপার হয়েছে রকেট ও আণবিক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপক প্রবর্তন এবং প্রথাসিদ্ধ অস্ত্রশস্ত্রের উন্নয়ন।

অস্ত্রশস্ত্রের ক্রমাগত উন্নয়ন স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধের রূপ ও পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটায়। তাই যুদ্ধকলাও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে তারও বিকাশ ঘটে। আর এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে যুদ্ধের কলায় নতুনের সন্ধানে মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার সৃজনশীল প্রয়োগ এক বড় ভূমিকা নেয়।

আমরা জানি অন্য সব অভিজ্ঞতার মত যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও সোভিয়েত জনগণের মহত্তম সম্পদগুলির অন্যতম, এ এক বিপুল তাৎপর্যময় জাতীয় সম্পদ। আর তা যদি হয় তবে এর প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার দরকার; একে লালন করতে হয়, অনুশীলন করতে হয় এবং সৈন্যদের প্রশিক্ষণে ও শিক্ষিত করায় সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করতে হয়। অবশ্য লেনিনের সেই নির্দেশ মনে রাখা দরকার যে "ঐতিহ্যকে রক্ষা করা মানে ঐতিহ্যের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ

রাখা নয়।”[১] এ কথা ভোলা উচিত নয় যে যুদ্ধকলার ইতিহাস ফলিত বিজ্ঞান নয়। সমস্ত অবস্থার জন্য এর কোনও তৈরি সমাধান নেই। অতীতের অভিজ্ঞতাকে যান্ত্রিকভাবে বর্তমানের পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার চেষ্টায় গুরুতর ভুল হতে পারে। ইতিহাসে এর বেশ কিছু নজির আছে।

আমরা আমাদের বীরত্বময় অতীতকে লালন করি। আমাদের জনগণের উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ায় নতুন নতুন সাফল্য অর্জনে এ আমাদের উদ্দীপিত করে, উদীয়মান প্রজন্মের কমিউনিস্ট শিক্ষায় এ এক অত্যাবশ্যক উপাদান। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য এবং পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার সঙ্গে জড়িত সব কিছুকে সোভিয়েত জনগণ পবিত্র বলে গণ্য করে। আর মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধকে অবশ্যই তারা কখনও ভুলবে না।

১৯৬৮ সালের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েত জনগণ ও তাদের সশস্ত্র বাহিনী ঐতিহাসিক কুরস্কের যুদ্ধে জয়ের ২৫তম বার্ষিকী ব্যাপকভাবে পালন করেছেন। এই উপলক্ষ্যে কুরস্ক, ওরেল, বেলগোরোদ ও খারকভ-এ অভিবাদন জানিয়ে কামান দাগা হয়েছিল।

১৯৬৮ সালের ৫ই আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী কুরস্ক অঞ্চলকে দ্বিতীয়বার অর্ডার অব লেনিন দিলেন মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে তার জনগণের বীরত্বপূর্ণ শ্রম, সাহস ও দৃঢ়তার জন্য এবং তার অর্থনৈতিক পুনর্বাসন ও উন্নয়নে সাফল্য অর্জনের জন্য। ওরেল, বেলগোরোদ ও খারকভ অঞ্চলকেও অনুরূপ সম্মান দেওয়া হয়েছে। মস্কো, কুরস্ক, ওরেল, বেলগোরোদ, খারকভ এবং অন্যান্য শহরেও উৎসব পালিত হয়েছিল—সভা, সিম্পোসিয়াম এবং প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব ইত্যাদি হয়েছিল। গৌরবময় বিপ্লবী ও শ্রম ঐতিহ্যবাহী শহর ও রণক্ষেত্রগুলিতে ভ্রমণকারীদের চতুর্থ জাতীয় সম্মেলন ৪ঠা থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর কিয়েভে অনুষ্ঠিত হল। এই ভ্রমণে অংশগ্রহণকারী তরুণ পাইওনিয়ার ও তরুণ কমিউনিস্ট লীগ (কমসোমল) সদস্যদের বলা হয় রেড পাথফাইণ্ডার্স—এরা কুরস্ক বালজ-এর রণক্ষেত্রে শত শত কিলোমিটার ঘুরেছে। এরা এই অবিস্মরণীয় যুদ্ধে বীরত্বের নতুন নতুন উদাহরণ আবিষ্কার করেছে, বেশ কয়েকজন অজ্ঞাতনামা বীরের নাম খুঁজে বের করেছে,

---

১ ভি, আই, লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ২, পৃষ্ঠা ৫২৬

তাদের কবরে স্মৃতিস্তম্ভ গড়েছে, ফুলগাছ পুঁতেছে। স্বদেশের বীরত্বময় অতীত তাদের মনকে গর্বে ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ করেছে।

১৯৬৮ সালের ১৫ই আগস্ট কুরস্কের বিজয়ের ২৫তম বার্ষিকীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি সিম্পোসিয়াম মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর উদ্যোক্তা ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধ মন্ত্রকের অধীন সামরিক ইতিহাসের ইনস্টিটিউট, সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জেনারেল স্টাফ ও সেন্ট্রাল হাউজের সামরিক বিজ্ঞান বিভাগ। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন পার্টির ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা, গুরুত্বপূর্ণ সামরিক নেতারা, সামরিক ইতিহাসবিদেরা, সামরিক অ্যাকাডেমি ও স্কুলের শিক্ষকরা এবং কুরস্ক ও ওরেল অঞ্চলের প্রতিনিধিরা।

সিম্পোসিয়ামের উদ্বোধন করেছিলেন মার্শাল ইভান বাগ্রামিয়ান।

মার্শাল ইভান কোনেভ, যিনি কুরস্ক যুদ্ধের সময় স্তেপি রণাঙ্গনের পরিচালনায় ছিলেন, তিনি "কুরস্কে মহারণ ও তার তাৎপর্য" শীর্ষক বিস্তারিত রিপোর্টে কুরস্কে জার্মান সেনাবাহিনীর বিপর্যয়কে অভিহিত করেছেন নাৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জয়যাত্রা পথের এক পথচিহ্ন বলে এবং নাৎসী নেতার রণনৈতিক উদ্যোগ পুনরুদ্ধারের আশার অবলুপ্তি বলে। তিনি বিস্তারিত-ভাবে কুরস্কের যুদ্ধের প্রস্তুতি ও যুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন, সোভিয়েত ও নাৎসী পরিকল্পনাগুলির এবং নিয়োজিত বাহিনীগুলির গঠনের ও আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে ও সোভিয়েত প্রতি-আক্রমণের মধ্যে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ করেছেন, নতুন ধরনের প্রযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের চরিত্র দেখিয়েছেন এবং নাৎসী রণনীতিবিদদের ভুলগুলি উল্লেখ করেছেন, যেগুলির প্রধান ভিত্তি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তি ও সম্ভাবনা খাটো করে দেখা।

মার্শাল কোনেভ বলেছিলেন, কুরস্কের যুদ্ধ যেখানে আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণমূলক যুদ্ধের নীতিগুলির আরও বিকাশ ঘটেছিল, সেই যুদ্ধজয় ছিল সোভিয়েত যুদ্ধকলার এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। তখনকার পরিস্থিতিতে ওখানে আত্মরক্ষা করার সিদ্ধান্ত করাটাই ছিল একটা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ, সামরিক ইতিহাসে যা অভূতপূর্ব। একক রণাঙ্গন কম্যাণ্ডের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করে এবং আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক উভয় প্রকার যুদ্ধকর্মের জন্য প্রস্তুত করে রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিকে নিয়োগের প্রশ্নটি অভিনব কায়দায় উত্থাপিত করা ও সমাধান করা হয়েছিল।

রিপোর্টে আত্মরক্ষার প্রকৃতি, প্রতি-আক্রমণের সংগঠন ও পরিচালনা এবং ট্যাঙ্ক বাহিনীর নিয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

সিম্পোসিয়ামে প্রদত্ত রিপোর্টে ও কাগজপত্রে কুরস্কের যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও ঐতিহাসিক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর জেনারেল সেমিয়ন ইভানভ রণনীতি ও রণকৌশলের কলার আরও উন্নয়নে কুরস্কের যুদ্ধের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। কর্ণেল জেনারেল কনস্তান্তিন ক্রাইন্যুকভ শত্রুকে পরাস্ত করায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় ভূমিকার কথা এবং যুদ্ধরত বাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক কাজকর্মের কথা বলেন।

মার্শাল ইভান বাগ্রামিয়ান, সাঁজোয়া বাহিনীর প্রধান মার্শাল পাভেল রোতমিস্ত্রভ, মার্শাল আমাজাপ বাবাদ্‌ইয়ানিয়ান (সাঁজোয়া বাহিনী), মার্শাল রুদেঙ্কো (বিমান বাহিনী), কর্ণেল-জেনারেল আলেক্সান্দারৎসিরলিন (এঞ্জিনিয়ার্স) এবং লেফটেনান্ট জেনারেল পিওতর ভাগুরিণ তাঁদের প্রদত্ত রিপোর্টে কুরস্কের যুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের বাহিনীর নিয়োগ সম্পর্কে বলেন এবং সোভিয়েত সামরিক নেতাদের সেনাপত্যের ও সোভিয়েত অফিসার ও জওয়ানদের বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যের উজ্জ্বল ছবি তুলে ধরেন।

রিপোর্ট ও কাগজপত্রে এ কথার উপর জোর দেওয়া হয় যে কুরস্কের যুদ্ধে অর্জিত অভিজ্ঞতার অনেকটাই এখনও কাজে লাগতে পারে এবং সৈন্য প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আণবিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার হবেনা এমন সব যুদ্ধকর্মের জন্য প্রশিক্ষণে এই অভিজ্ঞতা সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগান যেতে পারে।

সিম্পোসিয়ামে উপস্থাপিত প্রধান বক্তব্যগুলি এই বইতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। যে সমস্ত খ্যাতনামা সোভিয়েত সামরিক নেতারা কুরস্কের যুদ্ধের পরিকল্পনা রচনায় প্রত্যক্ষ অংশ নিয়েছিলেন, অভিযানগুলি সংগঠিত করেছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসী সোভিয়েত সৈন্যদের পরিচালনা করেছিলেন এবং তাদের জয়ের পথে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের এবং কিছু কিছু সামরিক ইতিহাসবিদদের লেখা এ বইতে আছে।

এই বইতে পাঠকেরা বহু প্রশ্নের উত্তর পাবেন। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে শত্রুর সঙ্গে নিয়ামক সঙ্ঘর্ষের প্রস্তুতিতে রণাঙ্গনে ও তার পশ্চাদভাগে সোভিয়েত জনগণ যে সত্যিকারের প্রকাণ্ড কাজ করেছিলেন তা তাঁরা জানতে পারবেন, তাঁরা

দেখবেন যে কমিউনিস্টরা, পার্টি সংগঠনগুলি এবং কমিউনিস্ট পার্টি—সোভিয়েত সমাজের পরিচালক শক্তি—সকল সময়েই পুরোভাগে ছিল। ছোট ও বড় সব বিষয়ে, সম্মুখ রণাঙ্গনে ও শ্রমক্ষেত্রে তারা ছিল সবার আগে। পার্টিই সোভিয়েত জনগণ ও তাদের সশস্ত্র বাহিনীকে অমর কীর্তিসমূহে উদ্দীপিত করেছিল, পার্টিই সোভিয়েত জনগণ ও তাদের সকল প্রয়াসকে সমবেত ও পরিচালিত করেছিল একমাত্র লক্ষ্য সাধনে—সে লক্ষ্য শত্রুকে বিধ্বস্ত করা। সেই কারণে পার্টি জনগণের কাছ থেকে তর্কাতীত আনুগত্য পেয়েছিল। কুরস্কের যুদ্ধে গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও কমিউনিস্টদের বাহিনী ক্রমাগত বেড়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসাবে হাজার হাজার সোভিয়েত সৈন্য শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করাকে তাদের কর্তব্য হিসাবে গণ্য করেছিল।

এই বইয়ের পাঠকেরা দেখবেন কিভাবে সোভিয়েত সেনাবাহিনী তার শক্তি গড়ে তুলেছিল, কিভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি তাদের সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছিল, কিভাবে শত্রুকে পরাজিত করার জন্য যা কিছু দরকার তা ক্রমশ বেশি করে যুগিয়েছিল। এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে সোভিয়েত রাষ্ট্র ও সামাজিক ব্যবস্থার বিপুল শ্রেষ্ঠত্ব ও জীবনীশক্তি। নাৎসী দস্যুদের বিরুদ্ধে বড় যুদ্ধগুলির ঘ্রাণ পাবেন পাঠক, অনুভব করতে পারবেন নাৎসী হাইকম্যাণ্ডের পরিকল্পনা ও আশাকে যারা বিচূর্ণ করেছিল সেই সোভিয়েত সৈন্যদের অতুলনীয় বীরত্ব, দৃঢ়তা ও সাহস।

প্রবন্ধগুলির লেখকেরা একথা ছবির মত ফুটিয়ে তুলেছিল যে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স, জেনারেল স্টাফ, রণাঙ্গন ও সেনাবাহিনীর কম্যাণ্ডার ও তাঁদের কর্মীরা এবং সর্বস্তরের কম্যাণ্ডার ও রাজনৈতিক অফিসাররা অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা দেখিয়েছিলেন, নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণে অসাধারণ অধ্যবসায় দেখিয়েছিলেন এবং জটিল ও দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে সৈন্য পরিচালনায় বিপুল নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন।

কুরস্কের যুদ্ধে জয়লাভ ছিল বহু উপাদানের—লক্ষ লক্ষ লোকের প্রয়াস, তাদের নিঃস্বার্থ শ্রম এবং কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় তাদের ইচ্ছাশক্তির যুক্তিযুক্ত পরিণতি।

কাল প্রবাহ রণাঙ্গনের ক্ষতগুলিকে মিলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু জনগণকে তার বীরত্বময় অতীত ভুলিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কালের নেই। সোভিয়েত জনগণ

তাদের পুত্র কন্যাদের গৌরবময় কীর্তিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণে রাখে। ওরেল, কুরস্ক, বেলগোরোদ, সুমি ও খারকভ অঞ্চলগুলিতে অসংখ্য স্মারক রয়েছে—সাধারণ ট্যাঙ্ক, কামান ও স্মারক ফলক—১৯৪৩ সালের নিদারুণ গ্রীষ্মে যে কঠোর যুদ্ধ এখানে হয়েছিল তা নীরবে স্মরণ করাচ্ছে এই স্মারকগুলি।

সোভিয়েত সরকার কুরস্ক বালজে জয়ের সম্মানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নাৎসী সাঁজোয়া দস্যুবাহিনীর পথ যাঁরা রোধ করেছিলেন এবং তাদের এ দেশ থেকে দূর করা যাঁরা শুরু করেছিলেন এই স্মৃতিস্তম্ভ হবে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।



মার্শাল
ইভান কোনেভ*

কুরস্কে মহাযুদ্ধ ও তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য[১]

কুরস্কের যুদ্ধ—যাকে মহান বলার পূর্ণ অধিকার আমাদের আছে, সেই যুদ্ধ পরিসর, উত্তেজনা ও তিক্ততার দিক থেকে অসাধারণ ছিল। এই যুদ্ধ করা হয়েছিল বিপুল এক ক্ষেত্রের উপর—বর্তমান ওরেল, ব্রিয়ানস্ক, কুরস্ক, বেলগোরোদ, সুমি, খারকভ এবং পোলতাভা অঞ্চল নিয়ে। এই ভীষণ যুদ্ধ স্থলে ও আকাশে পঞ্চাশ দিন ধরে চলেছিল, দুই পক্ষে নিয়োজিত হয়েছিল ৪০ লাখের বেশি সৈন্য, ৬৯,০০০ এর উপর রণক্ষেত্রের কামান ও মর্টার, ১৩২০০ ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান এবং ১২০০০ বিমান পোত। ট্যাঙ্ক যুদ্ধ যে হয়েছিল তার পরিসর যুদ্ধের ইতিহাসে তুলনাহীন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এটিই ছিল বৃহত্তম ট্যাঙ্ক যুদ্ধ।

কুরস্ক বালজের লড়াইয়ের তীব্রতার অনেকগুলি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও রণনীতিগত কারণ ছিল। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকাল নাগাদ মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ মোড় ঘোরার মুখে পৌঁছেছিল। মস্কোর প্রবেশমুখের যুদ্ধে সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের আঘাতে নাৎসী ব্লিৎজক্রিগ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। এক বছর পরে নাৎসীরা স্তালিনগ্রাদে এক ভয়ঙ্কর পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে নাৎসী আক্রমণকারী ফৌজকে ব্যাপকভাবে বের

* মার্শাল কোনেভ দুবার 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর' উপাধি পেয়েছেন, কুরস্কের যুদ্ধে তিনি স্তেপি রণাঙ্গনের পরিচালনা করেছিলেন।

১ কুরস্কের যুদ্ধের পঁচিশতম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য ১৯৬৮ সালের ১৫ই আগস্ট সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সেণ্ট্রাল হাউজে যে সিম্পোসিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে মার্শাল কোনেভ এই রিপোর্টটি উপস্থিত করেন।

করে দেওয়ার জন্য মঞ্চ সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছিল। একই কালে শক্তিশালী ও যুদ্ধকলায় পারদর্শী এক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী সর্বাঙ্গীন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। আমাদের সামরিক শক্তি দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। রণাঙ্গনে সেনাবাহিনী ক্রমশ বেশি করে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ সামগ্রী পাচ্ছিল।

নাৎসী ভেরমাখট স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে যে উদ্যোগ হারিয়েছিল তার পুনরুদ্ধারের জন্য এবং যুদ্ধের মোড় ঘোরানর ভেরমাখটের শেষ প্রচেষ্টা সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল কুরস্কের প্রকাণ্ড যুদ্ধে। গোটা সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গন ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান ও নিয়ামক রণাঙ্গন—তার সমগ্রটা জুড়ে শত্রুপক্ষ রণনৈতিক আত্মরক্ষায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

কুরস্কের ঐতিহাসিক জয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপুল জীবনীশক্তির, সোভিয়েত জনগণের ও কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও নির্মিত তাঁদের সেনাবাহিনীর সাহস ও বীরত্বের আর একটি মুখর সাক্ষ্য।

* * *

১৯৪২ সালের শীতকালে সোভিয়েত আক্রমণাত্মক অভিযান কুরস্ক এলাকায় এক বিরাট কোণাকুনি বেরিয়ে থাকা স্ফীতি বা অভিক্ষেপ তৈরি করেছিল, এই অভিক্ষেপ ইতিহাসে কুরস্ক বালজ বলে পরিচিত হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসের শেষে সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যরা এই অভিক্ষেপ রক্ষার দায়িত্ব নেয়। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্ম-শরৎকালীন অভিযানের জন্য উভয় পক্ষই বসন্তকালের গোড়া থেকে প্রস্তুতি করছিল। কুরস্ক অভিক্ষেপের ও তার উত্তর ও দক্ষিণের (ওরেল, বেলগোরোদ, খারকভ এলাকা) শত্রুরা যেখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তেমন জায়গার রণকৌশল ও রণনীতিগত গুরুত্বই বহুল পরিমাণে একথা পূর্ব-নির্ধারিত করে দিয়েছিল যে উপরোক্ত গ্রীষ্ম-শরৎকালীন অভিযানের নিয়ামক ঘটনাবলী এখানেই ঘটবে।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকাল নাগাদ সোভিয়েত যুদ্ধশিল্প অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধসামগ্রীর উৎপাদন অনেকখানি বাড়িয়েছিল। এর ফলে সোভিয়েত কম্যাণ্ড যুদ্ধে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে বিবেচনা করে সশস্ত্র ফৌজের বেশ কতকগুলি বড় সাংগঠনিক পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই পরিবর্তনের মধ্যে বৃহত্তম হল নতুন নীতিতে ট্যাঙ্ক বাহিনীসমূহের গঠন এবং বিপুল অগ্নিবর্ষণ ও আঘাত

হানার ক্ষমতা ও উল্লেখযোগ্য সৈন্য চালাচালির ক্ষমতা সহ গোলন্দাজ কোর ও ডিভিশন গঠন।

কুরস্কের লড়াইয়ের আগে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে তুলনামূলকভাবে ভাটা-পড়া অবস্থা ছিল। স্তালিনগ্রাদ, আপার দন ও উত্তর ককেশাসে চমকপ্রদ অভিযানগুলি আমাদের সৈন্যবাহিনীর শক্তি অনেকটা নিংড়ে নিয়েছিল এবং পশ্চাদভাগের যোগাযোগ ব্যবস্থাকেও দীর্ঘায়িত করে দিয়েছিল।

এই অবস্থার দরুন সোভিয়েত কম্যাণ্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন গোটা সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গন জুড়ে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নেওয়ার এবং ভাটার সুযোগ নিয়ে রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তি গড়ে তোলার ও গ্রীষ্মকালীন অভিযানের জন্য প্রস্তুতি করার।

গভীর পশ্চাদভূমি থেকে সৈন্য সামন্ত, স্থানপূরণের ইউনিট, অস্ত্রশস্ত্র ও অপরাপর যুদ্ধ সামগ্রী নিয়ে ট্রেনের পর ট্রেণ রণাঙ্গনে পৌঁছতে লাগল। এই সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের বেশিরভাগকে পাঠান হচ্ছিল দক্ষিণ পশ্চিম মুখে, যেখানে প্রধান আক্রমণ চালানর পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

স্তালিনগ্রাদের বিপর্যয়ের পর শত্রু গ্রীষ্মকালীন আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য উঠে পড়ে প্রস্তুতি করছিল, উদ্দেশ্য ছিল শীতকালের পরাজয়, যা ফ্যাশিস্ট ব্লকের মধ্যে সঙ্কট ঘনীভূত করেছিল,- তার শোধ নেওয়ার। যুদ্ধ সম্পর্কে অসন্তোষ তাঁবেদার দেশগুলিতে এবং খোদ জার্মানিতেও ক্রমশ বাড়ছিল।

সামরিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট অতিক্রম করার জন্য নাৎসী জার্মানির শাসকরা "সমস্ত শক্তি জড়ো করার" (টোটাল মবিলাইজেশন) ও যুদ্ধ উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিল। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারিতে গৃহীত এই সব পদক্ষেপ নির্দিষ্ট ফল প্রসব করল। সে বছরে জার্মান যুদ্ধ শিল্প ১৯৪২ সালের তুলনায় ট্যাঙ্কের, রণাঙ্গনের কামানের ও মর্টারের উৎপাদন দ্বিগুণ করল এবং জঙ্গীবিমানের উৎপাদন ১'৭ গুণ বাড়াল। উপরন্তু তারা নতুন আরও শক্তিশালী ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান এবং নতুন ধরনের বিমান উৎপাদন করল। ১৯৪৩ সালে শত্রুপক্ষ তার সশস্ত্র বাহিনীকে ১ কোটি ৩০ লক্ষ অফিসার ও সেনায় দাঁড় করাল, ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মে যখন তাদের সংখ্যা সর্বোচ্চ ছিল এই সংখ্যা প্রায় তার কাছাকাছি গেল।

পশ্চিমে যেহেতু কোনও দ্বিতীয় রণাঙ্গন ছিলনা কাজেই নাৎসী জার্মানির

পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল তার বাহিনীর অধিকাংশকেই সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে কেন্দ্রীভূত করে রাখা। কুরস্ক যুদ্ধের প্রাক্কালে সেখানে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর মুখোমুখী হয়েছিল ১৯৬টি জার্মান ডিভিসন এবং তাঁবেদার দেশগুলি থেকে ৩২টি ডিভিশন ও ৮টি ব্রিগেড; অর্থাৎ জার্মানি যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করেছিল তার চেয়ে ৪২ ডিভিশন বেশি। শত্রুপক্ষ তাদের তাঁবেদার সৈন্য সহ প্রায় ৫২ লক্ষ সৈন্য, ৫৪,৩০০ রণাঙ্গনের কামান ও মর্টার, ৫৮৫০ ট্যাঙ্ক ও আক্রমণকালীন কামান এবং ২৯৮০ বিমান জড়ো করেছিল। সংক্ষেপে বললে ১৯৪৩ সালে গ্রীষ্মকালে নাৎসী সৈন্যবাহিনী ছিল তখনও দীর্ঘ ও তীব্র যুদ্ধ করতে সক্ষম প্রবল শক্তি।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মে অভিযানের পরিকল্পনার সময়ে জার্মান কম্যাণ্ড তার লক্ষ্য স্থির করেছিল কুরস্ক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ফৌজকে বিচূর্ণ করার এবং যে কোনও মূল্যে সেখানে নিয়ামক জয় অর্জন করার।

নাৎসী নেতারা মনে করেছিল যে পশ্চিমে বহুদূর প্রসারিত কুরস্ক অভিক্ষেপ—এই অভিক্ষেপ রক্ষাকারী সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনকে ঘিরে ফেলার ও ছত্রভঙ্গ করার পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি যোগাবে। জার্মান কম্যাণ্ডের এই পরিকল্পনার সাংকেতিক নাম ছিল 'সিটাডেল'। ১৯৪৩ সালের ১৫ই এপ্রিল হিটলারের স্বাক্ষরিত ৬নং নির্দেশে এর উদ্দেশ্য অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল এই আক্রমণাত্মক অভিযানের লক্ষ্য হল সোভিয়েত রণাঙ্গনগুলিকে ঘিরে ফেলার উদ্দেশ্য নিয়ে এক "সমকেন্দ্রিক আক্রমণাত্মক অভি-যানের" গতিপথে কুরস্কের পশ্চিমের এলাকার সোভিয়েত ফৌজকে ধ্বংস করা। এই নির্দেশে হিটলার জোর দিয়ে বলেছিল "কুরস্কে বিজয় অবশ্যই সারা পৃথিবীর কাছে আলোকবর্তিকা হবে।"[১]

পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে ফিল্ড মার্শাল ক্লুগের নেতৃত্বে আর্মি গ্রুপ সেন্টার উত্তর থেকে আঘাত হানবে। কুরস্কের উপর আঘাত হানবে ফিল্ড মার্শাল মানস্টাইন-এর নেতৃত্বে আর্মি গ্রুপ সাউথ।

সিটাডেল পরিকল্পনা যদি সফল হত তাহলে নাৎসী ফৌজ তাদের অগ্রগতি চালিয়ে নিত দোনেৎস বেসিনে আমাদের দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের পশ্চাদভাগে

১ ক্রিগসস্টাগেবুখ ডেস ওবারকমাণ্ডোস ডের ভেরমাখট, ১৯৪০--১৯৪৫, ভলুম ৩; ফ্রাঙ্কফুর্ট আম মাইন ১৯৬৩, পৃষ্ঠা ১২২৫।

এবং কার্যকর করত "প্যান্থার" সাংকেতিক নামাঙ্কিত তাদের অভিযানকে। হিটলারের জেনারেলদের কথা অনুযায়ী নাৎসী নেতারা কুরস্কে বিজয়ের পর মস্কোকে পাশ কাটিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রস্থলের গভীর পশ্চাদভাগে ঢোকার জন্য উত্তর পূর্বমুখী আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে বাদ দেয়নি।

এ কথা বোঝা কঠিন নয় যে ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালীন অভিযান পরিকল্পনা করার সময়ে নাৎসী নেতাদের একটা ব্যাপক রণাঙ্গনে অভিযান করার পক্ষে প্রয়োজনীয় শক্তির ঘাটতি ছিল, একটা একক রণনৈতিক ক্ষেত্রে অভিযানে তারা নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ করেছিল। সিটাডেল অভিযানের জন্য শত্রুপক্ষ এক শক্তিশালী আক্রমণকারী সৈন্য সমাহার কেন্দ্রীভূত করেছিল, ১৬টি প্যানৎসার ও মোটরবাহিত ডিভিশন এবং বিমান সমর্থন সহ প্রায় ৫০টি বাছাবাছা ডিভিশন তারা জড়ো করেছিল। সর্বমোট এই সমাহারে ছিল প্রায় ৯ লক্ষ সৈন্য, ১০ হাজার রণাঙ্গনের কামান ও মর্টার, প্রায় ২৭০০ ট্যাঙ্ক ও স্বয়ং-চালিত কামান এবং ২ হাজারের উপর বিমান। নতুন অস্ত্রশস্ত্রের উপর শত্রু খুব ভরসা করেছিল, এগুলি হল ভারী টাইগার ও প্যানথার ট্যাঙ্ক, ফার্ডিনাণ্ড আক্রমণকালীন কামান এবং হেনশেল ১২৯ ও ফকে-উলফ ১৯০এ বিমান। প্রধান জোর ছিল সঙ্কীর্ণ প্রবেশের এলাকায় কেন্দ্রীভূত প্যানৎসার বাহিনীর দ্বারা প্রদত্ত বিপুল আঘাতের অপ্রত্যাশিততা ও গতিবেগের উপর।

নাৎসী আক্রমণকারী সৈন্যসমাহার সত্যিই শক্তিশালী ছিল। পশ্চিম জার্মান ইতিহাসবিদ ৎসেন্তনার লিখেছেন যে জার্মানি ও অধিকৃত ইউরোপের শিল্প যা কিছু উৎপাদন করতে পারত জার্মানরা তার সমস্তই কুরস্ক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত করেছিল।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালের মধ্যে সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে সব পরিবর্তন হয়েছিল নাৎসী নেতারা তা উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়েছিল বলে বোঝা গেল। জার্মান রাজনীতিবিদ ও জেনারেলরা তাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্য ক্ষমতাকে, বিশেষত "সমস্ত শক্তি জড়ো করার" ফলাফলকে বাড়িয়ে দেখেছিল, এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনীর লড়াইয়ের দক্ষতাকে ও আমাদের অস্ত্রশিল্পের ক্ষমতাকে খাটো করে দেখেছিল। যুদ্ধের পর ফিল্ড মার্শাল কাইটেল সাক্ষ্য দিয়েছিল যে জার্মানরা আশঙ্কা করেনি যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী আক্রমণ প্রতিহত করতে প্রস্তুত থাকবে, উপরন্তু একটা শক্তিশালী প্রতি আক্রমণ করার মত যথেষ্ট সংরক্ষিত শক্তি যোগাড় করতে পারবে।

আমাদের শক্তিকে খাটো করে দেখা ও রণনীতিগত হঠকারিতা শত্রুকে সামরিক ও রাজনৈতিক উভয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই অতিশয় ভুল হিসাবে নিয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত তাদের পরাজয় ঘটাল।

গ্রীষ্মকালীন বিপুল আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত করতে গিয়ে সোভিয়েত জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স শত্রুর ক্রিয়াকলাপের প্রতি সবিশেষ নজর রাখছিলেন। আমাদের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ খবর পেয়েছিল যে নাৎসীরা কুরস্কের উত্তরে ও দক্ষিণে বিরাট পরিসরে আক্রমণ করার প্রস্তুতি করছে। শত্রুর উপর ঘনিষ্ঠ নজর তার আক্রমণের গতিমুখ বোঝা এবং তারপর আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু হওয়ার সময়টা ধরা সম্ভব করেছিল।

কুরস্ক এলাকায় যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে সোভিয়েত গোয়েন্দা সংবাদ শত্রুর পরাজয়ে অমূল্য অবদান করেছিল। এপ্রিল মাস থেকে শুরু করে সমস্ত গোয়েন্দা-বিভাগগুলি নাৎসী কম্যাণ্ডের পরিকল্পনা বের করার জন্য কাজ করছিল। তাদের মনোযোগ প্রধানত কেন্দ্রীভূত হয়েছিল সেন্ট্রাল, ভরোনেঝ এবং সাউথ ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের এলাকার উপর। চিফ অব দা জেনারেল স্টাফ মার্শাল ভ্যাসিলেভস্কির নির্দেশমত জেনারেল স্টাফের গোয়েন্দা বিভাগকে এবং গেরিলা আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সদর দফতরকে (সেন্ট্রাল হেডকোয়ার্টার্স অব দা পার্টিজান মুভমেণ্ট) ভার দেওয়া হয়েছিল শত্রুদের রণকৌশলগত পশ্চাদভাগে এবং যে সব এলাকায় পশ্চিম থেকে সৈন্য কেন্দ্রীভূত হচ্ছে সে সব জায়গায় তাদের উপস্থিতি এবং সংরক্ষিত শক্তির অবস্থান নির্ণয় করতে। প্রত্যেক রণাঙ্গন নিজ নিজ যুদ্ধ পরিচালনার এলাকায় নিয়মিত বিমান অনুসন্ধান ও যুদ্ধপ্রস্তুতির অনুসন্ধান চালিয়ে রেখেছিল।

শত্রুর পশ্চাদভাগের গভীরে সক্রিয় অনুসন্ধান চলছিল। ১৯৪৩ সালের ১২ই মে, অর্থাৎ শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রায় দুমাস আগে আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ সুপ্রীম কম্যাণ্ডের কাছে জানিয়েছিল: "কুরস্ক বেলগোরোদ এলাকায় আমাদের রণাঙ্গনের ভিতর দিয়ে ভেঙে বেরোনর উদ্দেশ্যে জার্মানরা একটা অভিযানের প্রস্তুতি করছে....এই খবরের সঙ্গে তথ্য মিলে যাচ্ছে। ওরেল-ব্রিয়ানস্ক অক্ষিক্ষেপের এলাকায় জার্মানরা যে অভিযানের পরিকল্পনা করেছে তার সাংকেতিক নাম সম্ভবত 'সিটাডেল'।

জার্মান দলিল পত্রে ও জার্মান মানচিত্রে '১৯৪৩ সালের এপ্রিলের শুরুতে

'সিটাডেল' নামটি দেখা যায়, মে মাসের গোড়াতেই তা সোভিয়েত কম্যাণ্ডের জানা হয়ে যায়। খবরা-খবর যা পাওয়া গিয়েছিল আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট তার সম্পূর্ণতা ও সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছিল।

মে'র গোড়াতেই হিটলারের সভাপতিত্বে মিউনিখে উচ্চপদস্থ অফিসারদের সম্মেলনে সিটাডেল পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছিল। আমাদের গোয়েন্দা-বিভাগ এ খবর দিয়েছিল, আর ৫ই মে তারিখেই জেনারেল স্টাফ সতর্ক করে বলেছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতেই শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা করা যাচ্ছে।

আক্রমণাত্মক অভিযানের তারিখ হিটলার বার বার পিছিয়ে দেয়, কিন্তু সোভিয়েত গোয়েন্দা বিভাগের কাছে তা গোপন থাকছিল না। সুপ্রীম কম্যাণ্ডকে সময় থাকতে খবর দেওয়া গিয়েছিল, ২রা জুলাই তাঁরা বর্তমানে সুবিদিত নির্দেশনামা জারি করেছিলেন যে শত্রুরা সম্ভবত ৩ রা ও ৬ই জুলাইয়ের মধ্যে কোনও সময়ে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করবে। সম্ভাব্য শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধ করতে এবং শত্রুর উদ্দেশ্য আবিষ্কারের জন্য অনুসন্ধান ও গোয়েন্দা কাজ তীব্রতর করতে স্থল ও বিমান বাহিনীকে প্রস্তুত থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশ সমস্ত রণাঙ্গনই সফলভাবে পালন করেছিল। লড়াই সংক্রান্ত অনুসন্ধান শত্রুর ওরেল ও বেলগোরোদ-খারকভ গোষ্ঠীগুলি কোন দিন, এমনকি কটার সময়ে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করতে চাইছে তা ঠিকমত বের করে ফেলেছিল। ৪ঠা জুলাই রাত্রে সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের ১৩-শ আর্মির ১৫-শ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের স্কাউটরা একজন জার্মানকে ধরে ফেলেছিল, সে ফাঁস করে দিয়েছিল যে ৫ই জুলাই রাত্রি ৩ টের সময় নাৎসী আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু হবে। শ্লোভেন জাতীয় এক মাইন পরিষ্কারক যে জার্মান লাইন ছাড়িয়ে বেলগোরোদ এলাকায় ঢুকে আত্মসমর্পণ করেছিল, সেও অনুরূপ খবর দেয়। ভরোনেঝ ও সেন্ট্রাল রণাঙ্গন এই সমস্ত খবরাখবরের সামান্যীকরণ করল ও সিদ্ধান্ত করল যে আক্রমণে উদ্যত শত্রুর উপর আগে পরিকল্পিত পালটা-প্রস্তুতি অনুযায়ী অগ্নিবর্ষণ শুরু করবে। নাৎসী কম্যাণ্ডের অপ্রত্যাশিত ভাবে বিদ্যুতগতিতে আঘাত দেওয়ার পরিকল্পনা এই ভাবে ব্যর্থ করে দেওয়া হল।

নাৎসী কম্যাণ্ডের ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালীন অভিযানের পরিকল্পনাগুলি

আবিষ্কারের ফলে সোভিয়েত কম্যাণ্ডের সামনে যুদ্ধের পদ্ধতি স্থির করার জটিল কর্তব্য এসে পড়ল। দুটি পদ্ধতি ছিল। একটি হল শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযান আগে থেকে বুঝে প্রথমে আঘাত করা। আরেকটা হল কিছুটা অপেক্ষা করা এবং নাৎসী কম্যাণ্ডকে প্রথমে আক্রমণাত্মক অভিযান করতে বাধ্য করা; যাতে সুরক্ষিত অবস্থান থেকে আত্মরক্ষামূলক লড়াই করে করে ওদের ক্লান্ত করে দেওয়া যায় ও রক্ত ঝরিয়ে নিরক্ত করে দেওয়া যায়, এবং তারপর প্রতি আক্রমণ করে ওদের ধ্বংস করা যায়। ১৯৪৩ সালের ৮ই এপ্রিল ডেপুটি সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন-চিফ মার্শাল জুকভ জেনারেল হেড কোয়াটার্সের কাছে যে রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন তাতে আগামী গ্রীষ্মকালীন অভিযানের, বিশেষত কুরস্ক বালজে লড়াইয়ের পরিস্থিতির সবচেয়ে সর্বাঙ্গীন মূল্যায়ণ ও করণীয় সম্বন্ধে পরামর্শ উপস্থিত করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন: "আমি মনে করি আমাদের সেনাবাহিনীর পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে শত্রুকে ঠেকানর জন্য আগে থেকে একটা আক্রমণাত্মক অভিযান করা অবিবেচনার কাজ হবে। তার চেয়ে ভাল হবে আমাদের আত্মরক্ষার সামনে ফেলে শত্রুকে পরিশ্রান্ত করা, তাদের ট্যাঙ্কগুলিকে অকর্মণ্য করে দেওয়া, তাজা সংরক্ষিত শক্তিগুলিকে নিয়ে আসা এবং একটা সামগ্রিক আক্রমণাত্মক অভিযানে ওদের প্রধান সৈন্য সমাহারগুলিকে খতম করা।"[১] ১২ই এপ্রিল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে মার্শাল স্তালিন, মার্শাল জুকভ, মার্শাল ভ্যাসিলেভস্কি এবং জেনারেল অব দা আর্মি আন্তোনভ অংশ নেন, তাতে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত হয় যে কুরস্কে ইচ্ছাকৃতভাবে আত্মরক্ষামূলক থাকা হবে। যুদ্ধকলার ক্ষেত্রে এটি সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তগুলির অন্যতম।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের রণনৈতিক পরিকল্পনায় স্থির করা হয়েছিল যে সমস্ত প্রধান রণনৈতিক ক্ষেত্রের বিশেষত কুরস্ক অভিক্ষেপ এলাকার গভীরে অনেকগুলি আত্মরক্ষামূলক লাইন তৈরী করা হবে। পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে শত্রু আক্রমণ করলে তার প্রধান শক্তিগুলিকে ক্ষয়ক্ষতিতে নিরক্ত করে ফেলা হবে। এই আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে প্রধান ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনকে, তা ছাড়া স্তেপি রণাঙ্গনকে, যেটি ছিল জেনারেল হেড

১ জি. কে. জুকভ; রেমিনিসেনসেস অ্যাণ্ড রিফলেকশনস, মস্কো, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ৪৭০ (রুশ সংস্করণ)

কোয়াটার্সের শক্তিশালী সংরক্ষিত শক্তি এবং পূর্বোক্ত রণাঙ্গনগুলির পিছনে কেন্দ্রীভূত। পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে শত্রুকে হীনবল করে দিয়ে তারপর কুরস্কের লড়াইয়ের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতি-আক্রমণে যাওয়া হবে। এই প্রতি-আক্রমণে ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের বাম পক্ষকে, ব্রিয়ানস্ক ও সেন্ট্রাল রণাঙ্গনকে এবং তারপর ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গন এবং সাউথ-ওয়েস্ট রণাঙ্গনের দক্ষিণ পক্ষকে সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগান হবে। পরিকল্পনায় লক্ষ্য স্থির করা হয় যে তারপর সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী সাধারণ আক্রমণে চলে যাবে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে, উদ্দেশ্য থাকবে নীপারের পূর্বে ইউক্রাইন থেকে এবং কুবান থেকে শত্রুকে তাড়িয়ে দেওয়া ও বেলোরুশিয়া মুক্ত করা। প্রধান আঘাত দেওয়া হবে খারকভ পোলতাভা ও কিয়েভ-এর দিকে।

রণনৈতিক উদ্যোগ হাতে নিয়ে সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড স্বভাবতই শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযান করার জন্য নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করতে পারতেন না। কাজেই জেনারেল হেড কোয়াটার্সের ওই সম্মেলনে আর একটা বিকল্পও ছকে রাখা হয়েছিল, তা হল জার্মানরা যদি অদূর ভবিষ্যতে প্রথম আক্রমণ না করে, অথবা অনির্দিষ্ট কালের জন্য আক্রমণাত্মক অভিযান পিছিয়ে দেয়, সে ক্ষেত্রে সোভিয়েত বাহিনীর আক্রমণাত্মক অভিযানে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা।

এপ্রিলের মাঝামাঝি সোভিয়েত রণাঙ্গনগুলির কর্মকর্তা ও সৈন্যরা আত্মরক্ষা-মূলক লড়াইয়ের জন্য নিবিড়ভাবে তৈরী হতে লাগলেন। মে মাসের ঘটনাবলী প্রমাণ করল যে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে থাকার সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছিল। গোয়েন্দা বিভাগ প্রতিদিন খবর দিচ্ছিল যে শত্রু বৃহৎ আকারের আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতি করছে। তাদের বাহিনীগুলির ও যুদ্ধসামগ্রীর বেশিরভাগ ওরেল, ক্রোমি, ব্রিয়ানস্ক, খারকভ ও পোলতাভা এলাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নাৎসীরা একটা আক্রমণকারী সৈন্য সমাহার তৈরি করে তুলছে।

কুরস্ক অভিক্ষেপে নিয়ামক লড়াই যখন শুরু হল তারমধ্যে স্টেট ডিফেন্স কমিটি, জেনারেল স্টাফ-এর রণাঙ্গনগুলির সামরিক পর্ষদ সাধারণভাবে গ্রীষ্ম কালীন ও হৈমন্তিক অভিযানের জন্য এবং বিশেষত কুরস্কের লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে অনেকগুলি কাজ করে ফেলেছিলেন। আমরা তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়েই কেবল আলোচনা করব।

ইচ্ছাকৃত আত্মরক্ষামূলক অবস্থানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে রণাঙ্গনগুলির হেড কোয়ার্টার্স ও সৈন্যরা এপ্রিলের দ্বিতীয়ার্ধে গভীরভাবে পরিবৃত, দুর্ভেদ্য ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী, পদাতিক-প্রতিরোধী ও বিমান-প্রতিরোধী আত্মরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণের বিরাট কাজ শুরু করেছিল।

সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের বাহিনীগুলি ব্যাপকভাবে অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থা (প্রধানত ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী) ও শক্তিশালী আত্মরক্ষা ব্যবস্থা সমন্বিত তিনটি প্রতিরক্ষা লাইন সংগঠিত করেছিল। রণাঙ্গন এলাকার গভীরে আরও তিনটি লাইন ছিল। এইভাবে সংগঠিত ভূমির গভীরতা ২৫০ কিলোমিটার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্যগণ খ্‌শেন নদী বরাবর ও তার দক্ষিণে একটি আত্মরক্ষা লাইন গড়েছিল এবং দন নদীর বাম তীরে একটি রাষ্ট্রীয় আত্মরক্ষা লাইন গড়ে তোলা হয়েছিল।

কুরস্কের লড়াইয়ের প্রস্তুতি করতে গিয়ে সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড বিশেষ জোর দিয়েছিলেন বদলি শক্তির সংস্থান এবং রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিগুলির প্রশিক্ষণ ও নিয়োগের উপর। সেন্ট্রাল, ভরোনেঝ ও স্তেপি—এই তিন রণাঙ্গনে সৈন্যসংখ্যায় নতুন ৬৮৩,০০০ যোগ দেওয়া হয়েছিল, রণক্ষেত্রের কামান ও মর্টারে ১১,০০০, ট্যাঙ্ক ও স্বয়ং চালিত কামানে প্রায় ৩৮০০, আর বিমানে ১৯০০ যোগ দেওয়া হয়েছিল। সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনে সবশুদ্ধ প্রায় ১৩ লক্ষ সৈন্য, ২০,০০০ রণক্ষেত্রের কামান ও মর্টার, ৩৫০০—র বেশি ট্যাঙ্ক ও স্বয়ং চালিত কামান এবং ২৬৫০টি বিমান (১৭-শ এয়ার আর্মি সহ) ছিল। উপরন্তু তাদের পিছনে বিরাট রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তি ছিল।

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সোভিয়েত দিককার আক্রমণাত্মক অভিযান গুলির সময়কার মত এবারে কিন্তু জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি পৃথক পৃথক ডিভিশন, কোর অথবা বাহিনী নিয়ে গঠিত হয়নি, গঠিত হয়েছিল সামরিক গোষ্ঠী বা টাস্ক ফোর্স নিয়ে। ১লা এপ্রিল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের হাতে সংরক্ষিত ছিল আটটি ফিল্ড আর্মি (২৪ তম, ৪৬ তম, ৫৩ তম, ৫৭তম, ৬৬তম, ৬ষ্ঠ গার্ডস, ২য় ও ৩য় ফিল্ড আর্মি), আর দুটি ট্যাঙ্ক বাহিনী (১ম ট্যাঙ্ক ও ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক বাহিনী) ছিল।

১৯৪৩ সালের এপ্রিলের শুরুতে এই সমস্ত ফৌজের অধিকাংশকে স্তেপি

রণাঙ্গনের[১] অংশীভূত করা হয়েছিল। এই রণাঙ্গন পরিচালনার সম্মান আমায় দেওয়া হয়েছিল। এই গঠন স্থায়ী ছিল না, প্রত্যেক নতুন ইউনিটের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গঠন বদলাচ্ছিল। জুলাই-এর শুরুতে এটা গঠিত ছিল ২৭তম আর্মি (কম্যাণ্ডার জেনারেল এস. জি. ত্রফিমেঙ্কো), ৪৭তম আর্মি (কম্যাণ্ডার জেনারেল এ আই রিজভ), ৫৩তম আর্মি (কম্যাণ্ডার জেনারেল আই. এম মানাগারভ), ৫ম গার্ডস আর্মি, আগেকার ৬৬ তম (কম্যাণ্ডার জেনারেল এ. এস ঝাদভ), ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মি (কম্যাণ্ডার জেনারেল পি. এ. রোতমিস্ত্রভ), ৫ম এয়ার আর্মি (কম্যাণ্ডার জেনারেল এস. কে. গোরিয়ুনভ), ৩য় গার্ডস, ৪র্থ গার্ডস এবং ১০ম ট্যাঙ্ক কোর, ১ম, ২য় ও ৩য় (গার্ডস) মেকানাইজড কোর এবং ৩য়, ৫ম ও ৭ম গার্ডস ক্যাভালরি কোর।

স্তেপি রণাঙ্গনে সৈন্যসজ্জার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল। এই ব্যাপারটা সুপ্রীম কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ স্তালিন স্বয়ং করেন। রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড ও বাহিনীগুলিকে কুরস্ক-ভরোনেঝ লাইনের উত্তরে অথবা দক্ষিণে কোথায় মোতায়েন করলে সব চেয়ে ভাল হবে সে বিষয়ে অনুশীলন করেন। গোড়ায় জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ও জেনারেল স্টাফ স্তেপি রণাঙ্গনকে আত্মরক্ষার কাজে নিয়োগ করতে চাননি, ওই রণাঙ্গনকে রাখা হয়েছিল প্রধানত প্রতি-আক্রমণের জন্য। সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফ অবশ্য নির্দেশ দিয়েছিলেন যে এই রণাঙ্গনের বাহিনীদের মধ্যভাগে, সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের পিছনে নিয়োগ করা হোক। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে আমার সঙ্গে আলোচনায় স্তালিন জোর দিয়ে বলেছিলেন যে এর মানে হল প্রয়োজন হলে স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্যদেরও আত্মরক্ষামূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে।

আত্মরক্ষার প্রস্তুতি করতে করতে আমরা দুই দিকে প্রতি-আক্রমণের পরিকল্পনা তৈরি করেছিলাম—মালোয়ারখাং গেলস-কুরস্ক এবং ওবোইয়ান-বেলগোরোদ। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল যে স্তেপি রণাঙ্গনের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল আক্রমণাত্মক অভিযানের লক্ষ্য পূরণের জন্য। বেলগোরোদ-খারকভ অভিমুখে প্রতি-আক্রমণের প্রধান শক্তি হিসাবে এই রণাঙ্গনকেই ধরা হয়েছিল।

১৯৪৩ সালের ১৩ই মার্চ রিজার্ভ রণাঙ্গন নাম দিয়ে স্তেপি রণাঙ্গন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ১৫ই এপ্রিল এর নাম বদলে করা হয়েছিল স্তেপি মিলিটারি ডিষ্ট্রিক্ট, তারপর আবার ১০ই জুলাই তার নামকরণ করা হয়েছিল স্তেপি রণাঙ্গন।

রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিকে স্তেপি রণাঙ্গনের অন্তর্ভুক্ত করার যে সিদ্ধান্ত জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স নিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে সোভিয়েত যুদ্ধ কলার বিকাশে এক পথচিহ্ন। যুদ্ধের ইতিহাসে এই প্রথম যে এমন পরাক্রান্ত রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তি গঠন করা হল এবং তা একটি একক রণাঙ্গন কম্যাণ্ডের অধীনে দেওয়া হল।

একথা বলা উচিত যে কুরস্কের যুদ্ধের আগে রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তির বিন্যাস কেবল দক্ষিণ-পশ্চিম অংশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রণাঙ্গনগুলি যখন প্রতি-আক্রমণে এগোবে তখন তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ওয়েস্টার্ণ ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের পশ্চাতে প্রবল সব শক্তিকে গড়ে তোলা হচ্ছিল।

আগেকার অভিযানগুলির সময়কার মতই নাৎসী হাইকম্যাণ্ড রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তির গুরুত্বকে খাটো করে দেখেছিল। তাদের আক্রমণকারী গোষ্ঠী-গুলির প্যানৎসার ডিভিশনগুলির চলাচল নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে নাৎসী হাইকম্যাণ্ড স্তরে স্তরে বিন্যস্ত একটি পরিসরেই সৈন্যদের কেন্দ্রীভূত করেছিল, উদ্দেশ্য ছিল প্রথম আঘাতই যাতে খুব প্রবল হয়। প্রথম আঘাতের উপর প্রধান প্রয়াসের কেন্দ্রীভবন বাহিনীগুলির একটি একক পরিসরে স্তরে স্তরে বিন্যাসকে উৎসাহিত করেছিল। কুরস্ক বালজের যুদ্ধে কিন্তু এই বিন্যাস গভীরে বিন্যস্ত সোভিয়েত আত্মরক্ষা ব্যবস্থার উপর আক্রমণে শত্রুকে কোনও সাফল্য এনে দেয়নি।

আগামী সংঘর্ষে যেখান থেকে প্রধান আঘাত আসার আশঙ্কা সেই অংশে আমাদের রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স কুরস্ক যুদ্ধের সমগ্র গতিপথকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা অর্জন করেন।

কুরস্কের যুদ্ধের যে প্রস্তুতি সোভিয়েত কম্যাণ্ড নিয়েছিলেন তারমধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল বিমান যুদ্ধে প্রাধান্য অর্জনের সংগ্রাম। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মের মধ্যে সোভিয়েত বিমান বাহিনী বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং কুরস্কের লড়াইয়ে বিমান যুদ্ধে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল।

বসন্তকালে রণাঙ্গনে যে তুলনামূলক ভাটা চলছিল তার ফলে সৈন্যদের খুব ভাল করে যুদ্ধ প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল এবং তাদের রাজনৈতিক পটভূমিকা ভাল করে বোঝানও সম্ভব হয়েছিল। মস্কো ও স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল তা আত্মস্থ করানর উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা

হয়েছিল। সৈন্যদের আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক উভয় ধরনের অভিযানের জন্যই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। জয় সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস এবং রণাঙ্গনে ও পশ্চাদভাগে বিভিন্ন সাফল্য আমাদের শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিল। সৈন্য ও অপরাপর কর্মীদের যুদ্ধ প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে এবং যুদ্ধের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের জন্য যে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন সে সম্বন্ধে যথাযথভাবে খেয়াল রেখে পার্টি সংগঠনগুলি তাদের মধ্যে এক বিরাট রাজনৈতিক কাজ করেছিল। প্রশিক্ষণের বা সৈনিক জীবনের এমন একটা দিকও ছিল না যা সৈন্যাধ্যক্ষদের, রাজনৈতিক সংস্থাগুলির নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। তাদের তৎপর ও বহুমুখী কার্যকলাপ সোভিয়েত সৈন্যদের মধ্যে অদম্য নৈতিক বল সঞ্চারিত করেছিল ও তাদের সংগ্রামী মনোভাব বাড়িয়েছিল।

আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের শুরুতে সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের বাহিনীগুলি সৈন্যবলে ১.৪ গুণ প্রাধান্য, রণাঙ্গনের কামান ও মর্টারে প্রায় দুগুণ, ট্যাঙ্ক ও স্বয়ং চালিত কামানে ১.২ গুণ এবং বিমানে ১.৩ গুণ প্রাধান্য ভোগ করছিল।

শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযানের মোকাবিলার জন্য এবং পরবর্তী প্রতি-আক্রমণের জন্য প্রস্তুতিতে রণাঙ্গনগুলির কাজকর্মের সরেজমিনে সমন্বয় করেছিলেন জেনারেল হেড কোয়ার্টারের সদস্য মার্শাল জুকভ ও মার্শাল ভ্যাসিলেভস্কি।

৫ই জুলাই শত্রু আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করল কুরস্ক অভিক্ষেপের উত্তর পক্ষে (৫০ কিলোমিটার রণাঙ্গন জুড়ে) এবং দক্ষিণ পক্ষে (৮০ কিলোমিটার রণাঙ্গন জুড়ে)। সোভিয়েত কম্যাণ্ড আগেই যা ভেবেছিলেন সেইভাবেই শত্রুদের গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি হল ও শীগগিরই তাদের রুখে দেওয়া গেল। ১০ই জুলাইয়ের মধ্যেই সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের জেনারেল রোকোসোভস্কির নেতৃত্বাধীন অংশে কুরস্ক অভিক্ষেপের উত্তরপক্ষে নাৎসী আক্রমণাত্মক অভিযান ব্যর্থ হল। প্রচণ্ড চেষ্টা ও সাংঘাতিক ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে শত্রুরা কেবল ১২ কিলোমিটার পর্যন্ত এগোতে পেরেছিল। আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রথম দুদিনে (৫ই ও ৬ই জুলাই) শত্রুদের ২৫,০০০ অফিসার ও সৈন্য হতাহত হল, তারা ২০০ ট্যাঙ্ক ও আক্রমণকারী কামান হারাল, ২০০-র বেশি বিমান হারাল এবং বহু আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধ সামগ্রী হারাল। বিপুল সাহস ও শৌর্যের পরিচয় দিল জেনারেল এন. পি. পুকোভের নেতৃত্বাধীন ১৩-শ আর্মির সৈন্যরা, যাঁরা শত্রুর ওরেল গোষ্ঠীর

প্রধান আঘাত সহ্য করেছিল এবং জেনারেল আই. ভি. গালানিনের ৭০-তম আর্মি, যা দূর প্রাচ্য, ট্রান্স-বৈকাল এলাকা ও মধ্য এশিয়া থেকে সীমান্ত রক্ষীদের নিয়ে গঠিত, তার সৈন্যরা। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে গণবীরত্ব দেখিয়েছিল কর্ণেল ভি. এন. ঝানঝগাওয়ার সেনাপতিত্বে ১৫-শ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের সৈন্যরা, জেনারেল এ বি. বারিনভ-এর সেনাপতিত্বে ৮১৩ম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের সৈন্যরা, জেনারেল এম এ. ইয়েনশিনের নেতৃত্বে ৩০৭ তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের সৈন্যরা, জেনারেল এ জি. রোদিন-এর নেতৃত্বে ২য় ট্যাঙ্ক আর্মি এবং কর্ণেল এম. এফ. আইওফের ১ম ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রিগেডের স্যাপাররা।

জেনারেল ভাতুতিন-এর সৈনাপত্যে ভরোনেঝ রণাঙ্গন যে ক্ষেত্রটা রক্ষা করছিল সেই ক্ষেত্রে দক্ষিণ দিক থেকে কুরস্কে ভেঙে বেরোনর উদ্দেশ্যে শত্রুর আর্মি গ্রুপ সাউথ-এর আক্রমণাত্মক অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। সেখানকার আত্মরক্ষা লাইনগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছিল ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মির (সেনাপতি জেনারেল আই. এম চিসতিয়াকভ) সৈন্যরা, ৭ম গার্ডস আর্মির (জেনারেল এম. এস. সুমিলভ) সৈন্যরা এবং জেনারেল এম ওয়াই কাতুকভের ১ম ট্যাঙ্ক আর্মি। সাহস ও শৌর্য দেখিয়েছিল ই এম. নেক্রাসভের সৈনাপত্যে ৫২ তম গার্ডস ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের সৈন্যরা, কর্ণেল এ. আই. বাক্সভের নেতৃত্বে ৬৭ তম গার্ডস ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের সৈন্যরা, এবং জেনারেল এ. এস বুরদেইনি ও জেনারেল এ. জি. ক্রাভশেঙ্কোর সৈনাপত্যে ২য় ও ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক কোর ও কর্ণেল এন. ডি. শেভেলোর সৈনাপত্যে ২৭ তম অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক আর্টিলারি ব্রিগেড। ১১ জুলাইয়ের দিনের শেষে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে শত্রুরা ৩৫ কিলোমিটার এগোতে এবং প্রোখোরোভকায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল। ১২ই জুলাই সকালে স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্যদের সহায়তায় ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যরা সেই এলাকায় এক প্রবল প্রতি-আক্রমণ শুরু করল। স্তেপি ফ্রন্ট থেকে দেওয়া ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মি এবং ৫ম গার্ডস আর্মি প্রধান ভূমিকা নিল। দুটি বিমান বাহিনী এই প্রতি আক্রমণকে সহায়তা দিল। প্রোখোরোভকা এলাকায় ট্যাঙ্ক যুদ্ধটি হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৃহত্তম ট্যাঙ্ক যুদ্ধ, এতে ১২০০ সোভিয়েত ও জার্মান ট্যাঙ্ক নিয়োজিত হয়েছিল।

সোভিয়েত সৈন্যরা এই সঙ্ঘর্ষে জয়লাভ করল। শত্রুকে রুখে দেওয়া হল। ২৩ শে জুলাইয়ের মধ্যে তাদের গোড়াকার লাইনে হটিয়ে দিল ভরোনেঝ

রণাঙ্গনের সৈন্যরা এবং স্তেপি রণাঙ্গনের ইউনিটগুলি। স্তেপি রণাঙ্গনকে ইতিমধ্যে যুদ্ধে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কুরস্ক অভিমুখে ধাবমান শত্রুর আক্রমণকারী সৈন্য সমাহারগুলি মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের আক্রমণ ক্ষমতা নিঃশেষ করে ফেলল। সিটাডেল পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ তখন তুঙ্গে যখন ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের বাম পক্ষ এবং ব্রিয়ানস্ক ও সেন্ট্রাল রণাঙ্গন শত্রুর ওরেলস্থ সৈন্য সমাহারের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ শুরু করল।

ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্যরা ৩রা আগস্ট খারকভ অভিমুখে প্রতি-আক্রমণ চালাল। এইভাবে "কুতুজভ" ও "রুমিয়ানৎসেভ" সাংকেতিক নামাঙ্কিত ওরেল ও বেলগোরোদ-খারকভ রণনৈতিক অভিযান সম্পাদিত হল পাঁচটি রণাঙ্গনের সৈন্যদের দ্বারা এবং ছটি বিমান বাহিনীর, দূর-পাল্লার বিমান চলাচল ও বিমান প্রতিরক্ষা ফৌজের ইউনিটগুলির সহযোগিতায়। সোভিয়েত প্রতি-আক্রমণ ঝিজদ্রা থেকে চুগুয়েভ পর্যন্ত ৬০০ কিলোমিটারের ও বেশি বিস্তৃতি লাভ করেছিল। ৫ই আগস্ট শত্রু প্রতিরক্ষার ভিতর দিয়ে ভেঙে বেরিয়ে সোভিয়েত সৈন্যরা ওরেল ও বেলগোরোদ মুক্ত করল।

ওরেল ও বেলগোরোদ মুক্তি উপলক্ষ্যে ১৯৪৩ সালের ৫ই আগস্ট গৌরবমণ্ডিত সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের সম্মানে মস্কো সেই প্রথম কামান দেগে অভিনন্দন জানাল। তখন থেকে এটি প্রথা দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

বেলগোরোদের মুক্তির পর স্তেপি রণাঙ্গন খারকভের দিকে এগোল। প্রতি-আক্রমণ ১৮ দিন চলল। শহরের প্রবেশ মুখে শত্রুরা শক্তিশালী প্রতিরক্ষা খাড়া করেছিল ও শহর ঘিরে ছড়ান বহু প্রবল প্রতিরক্ষা-বিন্দু তৈরি করেছিল, কোথাও রি-ইনফোর্সড কংক্রিট শান্ত্রী পাহারা বাক্স বা পিল-বকস দিয়ে, কোথাও বা মাটিতে ট্যাঙ্ক পুঁতে অথবা অন্যকোনও প্রতিবন্ধক দিয়ে। শহরটাও পরিসীমা প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল। নাৎসী হাইকম্যাণ্ড তাদের সব চেয়ে সেরা প্যানৎসার ডিভিশন নিয়ে এসেছিল। হিটলার মানস্টাইনকে হুকুম দিয়েছিল যে কোনও মূল্যে খারকভ ধরে রাখতে, সোভিয়েত ফৌজ খারকভ দখল করলে যে দনবাস হারাতে হবে এর উপর সে জোর দিয়েছিল।

সৈন্য পুনর্বিন্যাস কিন্তু বাঁচাতে পারল না। ঘোর যুদ্ধের ফলে শত্রুরা ২০ শে

আগস্টের মধ্যে নিজেদের সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত দেখতে পেল। শত্রুর হাতে রইল কেবল খারকভ থেকে মেরেফা ও ক্রাসনোগ্রাদ পর্যন্ত একটি রেলপথ ও একটি মোটর রাস্তা। কিন্তু সে দুটোর উপরই আবার আমাদের বিমান বাহিনীর খুব নীচু থেকে ক্রমাগত রোমাবর্ষণ চলছিল।

২৩শে আগস্টের সকাল ১১টার মধ্যে ভরোনেঝ রণাঙ্গন ও সাউথ-ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের ইউনিটগুলির সাহায্যে স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্যরা খারকভ সম্পূর্ণ মুক্ত করে ফেলল। শহর রক্ষা করেছিল যে সব শত্রু সৈন্য সমাহার তার কিছু ধ্বংস হল ও কিছু পিছু হটে গেল। খারকভ দখল কুরস্ক বালজের সুবিশাল যুদ্ধকে জয়মুকুটে অভিষিক্ত করল।

মস্কো আবার ২২৪টি কামান ২০ বার দেগে সোভিয়েত ফৌজকে অভিবাদন জানাল, এবার অভিবাদন খারকভ মুক্ত করবার জন্য।

জুলাই-এর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কুরস্কে প্রতি-আক্রমণ দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিমী রণনৈতিক ক্ষেত্রগুলি জুড়ে সাধারণ প্রতি-আক্রমণে পরিণত হল। পরবর্তী মাসগুলি এই আক্রমণ আরও ব্যাপক আকার ধারণ করল এবং ভেলিকি লুকি থেকে আজভ সাগর পর্যন্ত নাৎসী রণাঙ্গনের পতন ঘটিয়ে দিল।

এই প্রতি-আক্রমণেই ট্যাঙ্ক-বাহিনী প্রথম ব্যবহৃত হল। স্থল-বাহিনীগুলিকে সক্রিয় সাহায্য দিয়েছিল ১ম, ২য়, ৫-ম, ১৫-শ, ১৬-শ ও ১৭-শ এয়ার আর্মি, দূর-পাল্লার বিমান পরিবহণ এবং বিমান-প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলি।

কুরস্কের ঐতিহাসিক যুদ্ধ মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নিয়ামক ঘটনাবলীর অন্যতম। এই যুদ্ধের গতিপথে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী ৭টি প্যানৎসার ডিভিশনসহ ৩০টি শত্রু ডিভিশন চূর্ণ করেছিল। এই ডিভিশনগুলি তাদের কার্যকর শক্তির ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশ হারিয়েছিল। জার্মানরা ৫লক্ষ সৈন্য, প্রায় ১৫০০ ট্যাঙ্ক, ৩০০০ আগ্নেয়াস্ত্র এবং ৩৭০০-র বেশি বিমান হারিয়েছিল।

এইভাবে রণনৈতিক উদ্যোগ আবার করায়ত্ত করার জন্য নাৎসী কম্যাণ্ডের শেষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল।

কুরস্কের যুদ্ধ সোভিয়েত যুদ্ধকলা ও সামরিক বিজ্ঞানের বিকাশে বিরাট অবদান করেছিল। এই প্রশ্নটি এই বইয়ের বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। আমি কয়েকটি মন্তব্য করতে চাই বিশেষত রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তির কাজকর্ম

ও নিয়োগ সম্বন্ধে। এ কথা আমি আগেই বলেছি যে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স কুরস্ক অভিক্ষেপের এলাকায় ইচ্ছাকৃত আত্মরক্ষার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। পরিস্থিতির সঠিক পরিমাপ এবং কি ঘটনাবলী ঘটবে তা আগে থেকে বুঝে এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর করেছিল যে প্রধান ব্যাপারগুলি কুরস্ক এলাকাতেই ঘটবে। সেই জন্যই পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের ভিতর দিয়ে শত্রুকে নিরক্ত করে ফেলা হবে, তারপর প্রতি-আক্রমণের মুহূর্তটি বেছে নিয়ে নাৎসী আক্রমণকারী গোষ্ঠীগুলিকে পর্যুদস্ত করা হবে। সামরিক ইতিহাসে এইটিই সম্ভবত একমাত্র ও অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত যেখানে প্রয়োজনীয় আক্রমণাত্মক সম্ভাব্য ক্ষমতা রয়েছে এমন এক পক্ষ আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে গেল।

পরবর্তী ঘটনাবলী এই সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণ করেছে। সোভিয়েত লাইনগুলির ভিতর দিয়ে ভেঙে বেরোনর প্রয়াসে ক্লান্ত ও নিরক্ত শত্রু পক্ষ তার সমস্ত সংরক্ষিত শক্তিকে নিয়ে এসেছিল। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স, জেনারেল স্টাফ ও রণাঙ্গন হেড কোয়ার্টার্সের পক্ষ থেকে ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মের রণনৈতিক কর্তব্যগুলির সংজ্ঞা সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তটি ছিল সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গির এক অসামান্য দৃষ্টান্ত।

কুরস্কের যুদ্ধ এবং আরও অনেক অভিযানও দেখিয়ে দেয় যে বড় রণনৈতিক সাফল্য সম্ভব হয় যদি কেবল যথেষ্ট সংরক্ষিত শক্তি থাকে। গতিশীল যুদ্ধ, যাতে পরিস্থিতির এবং বিরোধী পক্ষের অবস্থানের তীব্র পরিবর্তন অনেক সময়েই ঘটে, তার বিশেষত্বের দরুণই এ রকম হয়। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স আগে থেকে সঠিক ভাবেই বুঝেছিলেন যে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ ও প্রতি-আক্রমরেণ সাফল্য বহুল পরিমাণে পূর্ব নির্ধারিত হবে কেবল নিয়োজিত রণাঙ্গনগুলির প্রয়াস দিয়েই নয়, পরাক্রান্ত সংরক্ষিত শক্তি পাওয়া যাবে কিনা তা দিয়েও।

কুরস্কের যুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছিল যে রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিকেও নামান হবে এই অঙ্গীকার শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযান দ্রুত ব্যর্থ করা এবং তারপর ছেদ না দিয়েই প্রতি-আক্রমণ শুরু করা সম্ভবপর করেছিল।

এ প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে যে রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিগুলিকে কুরস্কের যুদ্ধে সবচেয়ে ফলপ্রদভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল কিনা ?

যুদ্ধের ইতিহাস শিক্ষা দেয় যে কোন অভিযানের উদ্দেশ্য পূরণ করতে হলে

রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিকে সামগ্রিকভাবে যুদ্ধে এনে ফেলতে হয়, আনতে হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশে এবং সঠিক সময়ে। কুরস্কের যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে কিন্তু স্তেপি রণাঙ্গনকে নিয়ে গঠিত রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিকে খণ্ডে খণ্ডে ব্যবহার করা হয়েছিল। আদর্শ-স্থানীয় অবশ্য হত যদি স্তেপি রণাঙ্গনের গোটাটাই রেখে দেওয়া যেত এবং যথাসময়ে একটিই বিপুল আঘাত করা যেত। কিন্তু তৎকালীন পরিস্থিতির দরুণ প্রোখোরোভকা খণ্ডে শত্রুর আক্রমণ রুখবার জন্য সবচেয়ে কাছের সংরক্ষিত শক্তিকে ব্যবহার করতে হয়েছিল। অতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ঠিক পেছনে স্তেপি রণাঙ্গন হওয়ার দরুণ সেখান থেকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশে দুটি ট্যাঙ্ক কোর, তারপর দুটি আর্মি, আরও কিছু পরে আর দুটি আর্মিকে নেওয়া হয়েছিল।

সংরক্ষিত শক্তিগুলিকে ব্যবহার করার অঙ্গীকার আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের ও অতি-আক্রমণের অগ্রগতির উপর বিরাট প্রভাব ফেলেছিল, শত্রুর তুলনায় সংখ্যার দিক থেকে প্রয়োজনীয় প্রাধান্য নিশ্চিত করেছিল এবং অভিযানের গতিপথে উদ্ভূত নতুন নতুন কর্তব্য পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সুকৌশলী চালের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তির ব্যবহারে কুরস্কের যুদ্ধে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার তাৎপর্য আজও একটুও নষ্ট হয়নি। একথা ঠিক যে রণনৈতেক সংরক্ষিত শক্তির চরিত্র ও গুণ বর্তমানে কিছুটা বদলেছে। কিন্তু সংরক্ষিত শক্তি গড়ে তোলা এবং প্রধান আক্রমণের গতিমুখে সঠিক সময়ে তাকে কাজে লাগানর অঙ্গীকার এখনও যুদ্ধ কলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির অন্যতম।

কুরস্কে প্রতিরক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য যে শত্রুকে নিরক্ত করে ফেলার এবং প্রতি-আক্রমণ শুরুর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার অভিযান তা এখানকার আত্মরক্ষা-মূলক লড়াইয়ের সংগঠন ও পরিচালনা থেকে অসামান্য ভাবে ফুটে উঠেছিল। একথার উপরও বিশেষ করে জোর দেওয়া দরকার যে এই আত্মরক্ষা সাধারণ আত্মরক্ষা ছিলনা, উদ্দেশ্যমূলক ছিল। সেখানে সোভিয়েত শক্তিগুলিকে গড়ে তোলা হয়েছিল আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্যে, আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নয়, এর প্রভাব আত্মরক্ষার চরিত্রের উপরও পড়েছিল, যথা: বিরাটভাবে আগ্নেয়াস্ত্র জড়ো করা (উদাহরণ স্বরূপ ১৩-শ আর্মির রণাঙ্গনের সম্মুখভাগের প্রতি কিলোমিটার পিছু ৯০টিরও বেশি আগ্নেয়াস্ত্র ছিল), দুর্গ নির্মাণ, যুদ্ধের শৃঙ্খলা গভীরে বহুদূর

পর্যন্ত সম্প্রসারণ ও বিপুল সক্রিয়তা। কুরস্কে আত্মরক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল উঁচুদরের স্থিতিশীলতা ও সক্রিয়তা।

এই সক্রিয়তা প্রকাশিত হয়েছিল মূলত অগ্নিবর্ষণের জন্য শক্তিশালী প্রতি-প্রস্তুতিতে, আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত লাইনগুলিতে সময় মত এসে উপস্থিত থাকায়; জনশক্তি ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ব্যাপকভাবে কৌশল প্রয়োগে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণে।

কুরস্কে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল প্রথমত ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে। ব্যবস্থাটি খুবই কার্যকর ছিল। কার্যকর হতে পেরেছিল যার দরুণ সেগুলি হল ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী শক্ত প্রতিরক্ষা-বিন্দু ও এলাকাগুলিকে বেশির ভাগ জায়গায় পদাতিক সৈন্যবিন্যাসগুলির মধ্যে ও গভীরে স্থাপন করা, ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা বিন্দুগুলির অগ্নিবর্ষণের ঘনিষ্ঠ সমন্বয়, ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থাগুলির ব্যাপক ব্যবহার এবং ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী সংরক্ষিত গোলন্দাজ শক্তির সুনিপুণ চাল।

ব্রিয়ানস্ক ও খারকভ অভিমুখে শত্রুর উদ্দেশ্যমূলক ও গভীর পর্যন্ত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলিকে ভেদ করার অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা কুরস্কের যুদ্ধে সফলভাবে সমাধান করা হয়েছিল।

শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে ভেদ করা হয়েছিল তুলনামূলকভাবে অপরিসর রণাঙ্গন ক্ষেত্রগুলিতে, যেসব জায়গায় শত্রুর উপর প্রাধান্য লাভ করা যায় এমনভাবে জনশক্তি ও অস্ত্রশস্ত্র জড়ো করা হয়েছিল। এই কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে ১১শ গার্ডস আর্মির নেতৃত্ব করেছিলেন যে জেনারেল আই. কে. বাগ্রামিয়ান, তাঁর দায়িত্বে ন্যস্ত আক্রমণাত্মক ক্ষেত্রের ৪০ শতাংশ ছিল শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করার এলাকা, সেখানে তিনি পদাতিক ডিভিশনগুলির ও সমস্ত সহায়ক সুযোগ-সুবিধার ৯২ শতাংশ কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। জেনারেল এ. এস. ঝাদভের নেতৃত্বে ৫ম গার্ডস আর্মি এবং জেনারেল আই. এম মানাগারভের নেতৃত্বে ৫৩তম আর্মি ও তাঁদের প্রধান শক্তিকে প্রধান আক্রমণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। যুদ্ধরত সৈন্যের ঘনত্ব সেখানে ছিল প্রতি দেড় কিলোমিটারে এক ডিভিশন, আর সম্মুখ রণাঙ্গনের প্রতি কিলোমিটারে নিয়োজিত ছিল ২৩০ থেকে ৩০০ রণাঙ্গনের কামান ও মর্টার এবং ৭০টি পর্যন্ত ট্যাঙ্ক ও স্বয়ং চালিত কামান।

ভেঙে বেরোন একটা কলা। পাটিগাণিতিক অঙ্কের যোগফল নয়। ভেঙে বেরোন কত কঠিন তার বেশ কিছু উদাহরণ আমাদের জানা আছে। সাধারণ-ভাবে লড়াইয়ের মধ্যে ভেঙে বেরোনর মৌলিক উদ্দেশ্য হল ব্যূহ রচিত প্রতিরক্ষা এলাকায় শত্রুর প্রধান শক্তিকে বিচূর্ণ করা এবং যে জায়গা দিয়ে ভেঙে বেরোন হল সেই ছেদের ভিতর গতিশীল সশস্ত্র শক্তি, যথা ট্যাঙ্ক বাহিনী অথবা পিছনে আসছে রণাঙ্গনের সম্মুখস্থ যে সব স্তর তাদের ঢুকিয়ে দেওয়া।

সাফল্যকে যথাযথভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ছেদের ভিতরে ট্যাঙ্ক বাহিনী প্রথম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল কুরস্কের যুদ্ধেই ; সামনেকার গতিশীল গোষ্ঠী এখানে ট্যাঙ্কবাহিনী দিয়েই গঠিত ছিল। এই দিক দিয়ে অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ বেলগোরোদ খারকভ অভিযানে ১ম ও ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মির কাজ। ব্যূহ-রচিত প্রতিরক্ষা এলাকা ভেদ করার পর পাশাপাশি যুদ্ধরত এই দুটি আর্মি শত্রুর চলতি লড়াইয়ের এলাকার গভীরে দ্রুতগতিতে আক্রমণাত্মক অভিযান চালাল এবং ১২০-১৫০ কিলোমিটার এগিয়ে গেল। বোগোদুখভ অভিমুখে আক্রমণরত ১ম ট্যাঙ্ক আর্মি ফিল্ড আর্মিগুলি থেকে পৃথকভাবে দিনে ২০-৩০ কিলোমিটার করে এগোতে লাগল এবং নাৎসীদের চলতি লড়াইয়ের সংরক্ষিত শক্তি, পার্শ্বদেশ ও পশ্চাদভাগের উপর আঘাত করে বাধ্য করল তাদের অবস্থানগুলি ছেড়ে দিতে এবং পশ্চিমে হটে যেতে।

কুরস্কের যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য হল অভূতপূর্ব ট্যাঙ্ক সংঘর্ষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃহত্তম। একথা আমি আগেই বলেছি যে প্রোখোরোভকা এলাকায় এক বিরাট ট্যাঙ্ক যুদ্ধ হয়েছিল। তারপর এল আখতিরকা ও বোগেদুখভ এলাকায় পরপর অনেকগুলি যুদ্ধ। এই সব যুদ্ধে অর্জিত অভিজ্ঞতা অত্যন্ত মূল্যবান। এ থেকে দেখা যায় যে ফলাফল নির্ভর করেছিল ফিল্ড আর্মিগুলির ও অপরাপর ইউনিটের সঙ্গে ট্যাঙ্ক আর্মিগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া এবং সেই সঙ্গে গোলন্দাজ ও বিমানশক্তি-গুলির সহায়তার সঠিক সংগঠন, প্রধান আক্রমণের গতিমুখে শক্তিগুলিতে কেন্দ্রীভূত করা, আক্রমণের ক্ষিপ্রতা এবং নিরবচ্ছিন্ন নিয়ন্ত্রণের উপর। কুরস্কের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলি দেখিয়ে দিয়েছিল যে তারা এক পরাক্রান্ত ও গতিশীল আক্রমণকারী শক্তি।

লক্ষ্যণীয় অগ্নিবর্ষণ শক্তি সোভিয়েত গোলন্দাজবাহিনী যুদ্ধের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে শত্রুকে ঠেকিয়ে রেখে ছিল এবং আক্রমণাত্মক অভিযানের সময়ে

শক্তিশালী সহায়তা দিয়েছিল।

কুরস্কের যুদ্ধে বিমানবাহিনীর ব্যবহার যুদ্ধকলায় তত্ত্বের বিকাশে অনেকখানি অবদান করেছিল। আকাশপথে সোভিয়েত বিমানের সম্পূর্ণ প্রাধান্য ছিল। প্রতি-আক্রমণের গতিপথে যেখানে শত্রুকে পেয়েছিল সেখানেই তারা আক্রমণ করেছিল। শত্রুর সংরক্ষিত শক্তির বিরুদ্ধে কার্যকর লড়াই হয়েছিল। আত্মরক্ষা-মূলক যুদ্ধে ও প্রতি-আক্রমণের সময়ে, উভয় ক্ষেত্রেই বিমানের সুবিপুল ব্যবহার করা হয়েছিল, কতকগুলি বিমানবাহিনী এবং প্রতিরক্ষা বিমান পরিবহণ ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করেছিল।

কুরস্কের যুদ্ধে একটা বড় কাজ করেছিল সোভিয়েত বাহিনীর চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থাগুলি। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের সময়ে সেন্ট্রাল রণাঙ্গন ৭৮০টির বেশি রেল কামরা ভর্তি ও ভরোনেঝ রণাঙ্গন ৭৩০টি রেল কামরা ভর্তি গোলাবারুদ ব্যবহার করেছিল। এই একই সময়ের মধ্যে ওই দুই রণাঙ্গন ২৩,৯০০ টন জ্বালানি ব্যবহার করেছিল। চিকিৎসক ও সেবিকাদের প্রশংসায় দু' চার কথা অবশ্যই বলতে হবে, তারা সোভিয়েত সৈন্যদের জীবন বাঁচানর জন্য ও নাৎসী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যাতে তারা আবার লড়তে পারে সেই উদ্দেশ্যে সুস্থ করে তাদের নিজের নিজের ইউনিটে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য সর্বপ্রকারে প্রচেষ্টা করেছিল।

কুরস্কের যুদ্ধে রণকৌশলের বিকাশের কথা বলতে গিয়ে আমি স্থলযুদ্ধের **সংগঠন ও পরিচালনা** সম্বন্ধে দু-এক কথা বলতে চাই। এ একটা অত্যন্ত জটিল ধরনের কলা আজকেও যার গুরুত্ব রয়েছে। এই যুদ্ধে সকল রকম অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হয়, সেনাপতি ও কর্মীদের তরফ থেকে আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রস্তুতির এবং পারস্পরিক ক্রিয়া সংগঠনের প্রয়োজন হয়; কারণ সমস্ত রকমের সশস্ত্র বাহিনীর ও সেবাব্যবস্থার যৌথ প্রচেষ্টাতেই কেবল সাফল্য অর্জিত হতে পারে।

কুরস্কের যুদ্ধে লড়াইয়ের প্রধান বোঝা বহন করেছিল পদাতিক বাহিনী। ট্যাঙ্ক ও গোলন্দাজদের কামান গর্জনের সঙ্গে এবং বিমান সমর্থন নিয়ে পদাতিক ব্যাটেলিয়ানগুলি ও রেজিমেন্টগুলি আক্রমণের গতি নির্ধারণ করেছিল, যুদ্ধকে সাফল্যমণ্ডিত করেছিল এবং গোলন্দাজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিটগুলির সঙ্গে মিলে দখল করা জমি সংহত করেছিল।

একথা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই যে কুরস্কের যুদ্ধে অর্জিত অভিজ্ঞতা তার কোনও মূল্যই হারায় নি। সেনাপতিদের, স্টাফ অফিসারদের ও সৈন্যদের কাজকর্ম সম্বন্ধে অনেক সাধারণ নীতি বর্তমানে সৈন্য প্রশিক্ষণের জন্য অত্যন্ত কার্যকর।

কুরস্কের যুদ্ধের সামরিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য অতিরঞ্জিত করা শক্তি। শত্রুরা সর্বমোট ১০০-র বেশি ডিভিশন, অর্থাৎ সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে তাদের মোট ডিভিশনের প্রায় অর্ধেক নিয়োগ করেছিল। তাদের অতি বিপুলাংশ নিয়ামক আঘাতের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত হয়েছিল এবং শত্রুদের ইউনিটগুলির মধ্যে সবচেয়ে সেরা ও যুদ্ধের সবচেয়ে উপযুক্ত ছিল। ভয়ঙ্কর যুদ্ধে তাদের ভীষণ ক্ষতি হয়েছিল। জার্মান সশস্ত্র বাহিনীগুলির মর্যাদায় এমন আঘাত করা হয়েছিল যা তারা আর কাটিয়ে উঠতে পারে নি। নাৎসী সৈন্যবাহিনীর বিপর্যয় জার্মান হাই কম্যাণ্ডের আক্রমণাত্মক রণনীতিকে খতম করে দিয়েছিল। পশ্চিম জার্মান ইতিহাসবিদ রিয়েকার লিখেছেন "অপারেশন সিটাডেলের ব্যর্থতার পর সমস্ত মাথা ঠাণ্ডা লোকের কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে রাশিয়াতে ফের আক্রমণাত্মক অভিযানের পক্ষে পরিস্থিতি সৃষ্টি করার এবং ফলত, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নিয়ামক জয় করার আর কোনও প্রশ্নই থাকতে পারে না।"[১]

সবচেয়ে গুরুতর পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল শত্রুর সাঁজোয়া বাহিনীগুলিকে। এ ছিল তাদের মৃত্যুর আগে শেষ গান। কুরস্কের যুদ্ধে জয় লাভ করেছিল সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী, যারা শত্রুকে সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ ক'রে সসম্মানে তাদের কর্তব্য পালন করেছিল।

কুরস্ক এলাকায় শত্রুর গ্রীষ্মকালীন আক্রমণাত্মক অভিযানের ব্যর্থতা সোভিয়েত সৈন্যরা কেবল শীতকালেই আক্রমণ করতে সক্ষম এই মর্মে নাৎসীদের অলীক প্রচারকে সমাধিস্থ করেছিল। সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজ একথা প্রমাণ করেছিল যে তারা যে কোনও ঋতুতে, কঠোর শীতের মত গ্রীষ্মেও শত্রুকে চূর্ণ করতে সক্ষম।

কুরস্কের লড়াইয়ের সুদূরপ্রসারী আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। এই লড়াই নাৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়ামক শক্তি হিসাবে সোভিয়েত

১ কারল হাইনরিশ রিয়েকার ; আইন মান ফেরসিয়েরট আইনেন ভেলটক্রিগ ; ফ্রাঙ্কফুর্ট আম মাইন, ১৯৫৫, পৃষ্ঠা ২৯১।

ইউনিয়নের প্রামাণিক স্থান আরও ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল। এই যুদ্ধে জয় দখলীকৃত দেশগুলির মানুষদের মধ্যে এই আশা দৃঢ়তর করেছিল যে তাঁরা শীঘ্রই মুক্ত হবেন এবং নাৎসী দখলদারদের বিরুদ্ধে ক্রিয়াকলাপে তাঁদের আরও উদ্দীপিত করেছিল। কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির নেতৃত্বে নতুন নতুন শক্তি শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল।

পূর্বে ভেরমাখ্‌টের আক্রমণাত্মক রণনীতির ব্যর্থতা নাৎসী নেতাদের বাধ্য করেছিল যুদ্ধ চালনার নতুন পথ খুঁজতে। তারা সিদ্ধান্ত করল সমগ্র সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গন জুড়ে রণনৈতিক প্রতিরক্ষায় চলে যাওয়ার এবং সোভিয়েত বাহিনীর উপর স্থির অবস্থানের যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার। কিন্তু সোভিয়েত সৈন্যদের ক্রমশ বেশি বেশি শক্তিশালী আঘাত সে পরিকল্পনাকেও ব্যর্থ করে দিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নকে হতমান করার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিবিদ ও তত্ত্ববিদরা ইতিহাসকে বিকৃত করে, কুরস্কের যুদ্ধে সোভিয়েত বাহিনীর জয়কে খাটো করে দেখায় এবং এই যুদ্ধকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আর একটা ঘটনা মাত্র হিসাবে উপস্থিত করার চেষ্টা করে, এমনকি একে নীরবে এড়িয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করে।

সত্যকে এইভাবে ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি নতুনও নয় মৌলিকও নয়। এর উদ্দেশ্য কেবল বাস্তবকে উল্টে দেখান।

কুরস্কের যুদ্ধে সোভিয়েত জনগণ ও তাঁদের সশস্ত্র ফৌজ এক বিরাট নৈতিক ও রাজনৈতিক বিজয় লাভ করেছিল। দেশের প্রতি পরিপূর্ণ ভক্তি, সব চেয়ে কঠোর পরীক্ষায় টিঁকে থাকার ক্ষমতা ও বীরত্ব—এইগুলি হল সেই সব স্বাভাবিক গুণ লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত মানুষ যার পরিচয় দিয়েছিল। মুক্তি যুদ্ধের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত সোভিয়েত সৈন্যরা নিজেদের অমর গৌরবে ভূষিত করেছিল।

কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার কুরস্কের যুদ্ধে আমাদের সৈন্যদের অসাধারণ যুদ্ধকর্মের উচ্চ প্রশংসা করেছিল। বহু ইউনিট ও সংগঠন বিভিন্ন সম্মানসূচক অর্ডারে ও পদকে ভূষিত হয়েছিল এবং যে সব নগর ও শহর তারা মুক্ত করতে সাহায্য করেছিল, যথা ওরেল, বেলগোরোদ, কারাশেভ, খারকভ ইত্যাদি তাদের নাম অনুসারে এদের নামকরণ হয়েছিল। ১ লক্ষেরও বেশি অফিসার ও সৈনিক বিভিন্ন অর্ডারে ও পদকে ভূষিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে

১৮০ জন, যাঁরা সবিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তাঁদেরকে "সোভিয়েত ইউ-নিয়নের বীর" খেতাব দেওয়া হয়েছিল। সারা পৃথিবী জানে পাইলট এ. কে. গোরোভেৎস, আই. এন কোঝেদুব ও এ. পি মারেসিয়েভ-এর বীরত্ব কাহিনী, গোলন্দাজ ও ট্যাঙ্ক সৈন্য ভি এন রুকোসুয়েভ, জি. আই. ইগিশেভ, ভি. পি. জেরাসিমভ, এ আই পেত্রভ ও শালার্নদিন-এর বীর্য ও শৌর্য, পদাতিক সৈন্য ভি. এফ. শেরনেঙ্কো, এইচ. মুহুসদিয়েভ, এ. এ. বেলগিন, এস. পি জোরিন, আই ভি. ইলিয়াসভ ও আরও বহু জনের সাহসের কথা।

সোভিয়েত বিমান বাহিনীর লোকদের পাশাপাশি যুদ্ধ করেছিল ফ্রেঞ্চ নরম্যাণ্ডি স্কোয়াড্রনের পাইলটরা, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা বীরত্ব ও দৃঢ়সঙ্কল্পের পরিচয় দিয়েছিল।

কুরস্কের যুদ্ধ আর একবার প্রমাণ করেছিল যে সোভিয়েত ফৌজের প্রয়াসের সঙ্গে সমগ্র সোভিয়েত জনগণ তাদের প্রাণমন মিশিয়ে দিয়েছিল। ওখানে শত্রুকে বিচূর্ণ করায় সোভিয়েত সৈন্যদের অমূল্য সাহায্য দিয়েছিল সোভিয়েত গেরিলা যোদ্ধারা। একেবারে ঘোর যুদ্ধের মধ্যে তাঁরা একটা রীতিমত "রেল-পথে যুদ্ধ" বা "চলমান যুদ্ধ" লাগিয়ে দিয়েছিল। বাইলোরুশিয়া, ইউক্রাইন ও কুরস্ক, ওরেল ও স্মোলেনস্ক অঞ্চলের গেরিলা যোদ্ধারা আগস্টের মাঝামাঝির মধ্যে তাঁদের কাজকম অনেকখানি বাড়িয়ে ফেলেছিল।

কুরস্কের লড়াইয়ে সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের ঐতিহাসিক জয়লাভ সহজ ছিল না। বিপুল জনশক্তি ও বৈষয়িক সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে এই জয় অর্জিত হয়েছিল।

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের ফলাফল প্রত্যয়যোগ্যভাবে প্রমাণ করেছে যে পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নেই যে সমাজতন্ত্রকে চূর্ণ করার ক্ষমতা ধরে; যে সব মানুষ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি অনুরক্ত, তাদের সমাজতান্ত্রিক দেশকে ভালবাসে এবং লেনিনবাদী পার্টিকে ঘিরে সমবেত হয়েছে—তাদের দমিয়ে রাখার ক্ষমতা ধরে। এই সব ফলাফল সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের পক্ষে এক কঠিন সতর্কবাণী, ইতিহাসের এক কঠোর ও অবিস্মরণীয় শিক্ষা।

কুরস্কের যুদ্ধে রণাঙ্গন ও বাহিনীগুলির সেনাপতিরা এবং রণাঙ্গনের চিফ অব স্টাফরা সৈন্য পরিচালনায় বিপুল দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জেনারেল কে. কে রোকোসোভস্কি, এন. এফ. ভাতুতিন, ভি. ডি সোকোলো-

ভস্কি, আর. ওয়াই ম্যালিনোভস্কি, এম. এম. পোপভ, এম. ভি জাখারভ, এস. পি ইভানভ, এফ. কে কোরঝেনেভিচ, এম.এস. ম্যালিনিন, এ. পি পোকরোভস্কি এল. এম. সান্দালভ, আই কে. বাগ্রামিয়ান, পি. এ. বেলভ, ভি. এম. বাদানভ, আই. ভি. বোলদিন, এস. আই. বোগদানভ, পি. আই. বাতভ, এন. এ গাগেন, আই. ভি. গালানিন, এ.ভি. গোরবাতভ, এস. কে. গোরিয়ুনভ, এম. এম. গোরোমভ, এ. এস. ঝাদভ, এম. ওয়াই. কাতুকভ, ভি. ওয়াই. কোলোকচি, পি. পি. কোরঝুন, এস. এ. ক্রাসোভস্কি, ভি. ডি ক্রিয়ুচেনকিন, আই. এম. মানাগারভ, কে. এস মসকালেঙ্কো, এন এফ. নাউমেঙ্কো, এন. পি. পুখভ, পি. এল রোমানেঙ্কো, পি. এ রোতমিস্ত্রভ, এস. আই. রুদেঙ্কো, পি এস. রাই-বালকো, ভি. এ স্বদেৎস, এস. জি. ত্রফিমেঙ্কো, আই. আই. ফেড্যনিনস্কি, আই. ডি চের্নিয়াখভস্কি, এন. ওয়াই চিভিসভ, আই. এম. চিস্তিয়াকভ, এম, এস. স্থামলভ ও অন্যরা।

বিভিন্ন সহায়ক ব্যবস্থার ও বিভিন্ন ধরনের বাহিনীর প্রখ্যাত নেতারাও ঘটনাস্থলে অনেক সাহায্য করেছিলেন, যথা এয়ার মার্শাল এ. এ. নভিকভ, এবং জেনারেল জি. এ. ভোরোঝেইকিন ও জেনারেল এস. এ খুদিয়াকভ (বিমান বাহিনী), মার্শাল এন. এন. ভরোনভ, ও জেনারেল এম. এন. চিসতিয়াকভ (গোলন্দাজ বাহিনী)।

রণাঙ্গনের ও সেনাবাহিনীর সামরিক কাউন্সিলের সদস্যরা সৈন্যদের সামরিক ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণে একটা বিরাট কাজ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নিম্নোক্ত জেনারেলরা—এ. এস. ঝেলতভ, আই. জেড. সুসাইকভ, কে. এফ. তেলেগিন, এল. আর. কোরনিয়েৎস, আই. এস. গ্রুশেৎস্কি, এম. এম. স্তাখুরস্কি, এম. এ. কোজলভ, ভি ক্রাইন্যুকভ, এ. এ. ইয়েপিশেভ, পি. এম. লাতিশেভ, এন. কে. পোপেল, এন. এ রাদেৎস্কি, ও অন্যরা।

বিভিন্ন রণাঙ্গনের লড়াইয়ের সমন্বয় সাধনের জন্য বিপুল পরিমাণ কাজ করতে হয়েছিল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের প্রতিনিধি ডেপুটি সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফ মার্শাল জি. কে. জুকভকে এবং চিফ অব দা জেনারেল স্টাফ মার্শাল এ. এম ভ্যাসিলেভস্কিকে।

কুরস্ক বালজের গৌরবময় যুদ্ধ কালের সঙ্গে সঙ্গে দূরে সরে যাচ্ছে। লোকের মন থেকে অনেক কিছুই হয় তো মুছে গিয়েছে, কিন্তু দৃঢ়তা, সাহস ও বীর্যের

এক মহাকাব্য কুরস্কের যুদ্ধ—যা সমসাময়িক লোকেদের বিস্ময়ে অবাক ও শ্রদ্ধাপ্লুত করেছিল—সেই যুদ্ধ আমাদের মহান সমাজতান্ত্রিক দেশের দুর্ভেদ্যতার প্রতীক হিসাবে চিরকাল জেগে থাকবে।

সোভিয়েত যুদ্ধকলার বিকাশে কুরস্কের যুদ্ধ ছিল এক পথচিহ্ন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সে জাগরুক থাকবে কেবল অক্টোবর বিপ্লব থেকে জাত সমাজ-তান্ত্রিক দেশের ও তার সশস্ত্র শক্তিগুলির অনতিক্রমনীয় পরাক্রমের প্রতীক হিসাবেই নয়, সোভিয়েত যুদ্ধকলার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবেও।



মার্শাল

গেয়োর্গি জুকভ*

কুরস্ক বালজ-এ

কুরস্কের লড়াই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নিয়ামক যুদ্ধগুলির অন্যতম। এই যুদ্ধের গতিপথে হিটলারের যুদ্ধ যন্ত্রকে আর একটা বিচূর্ণকারী আঘাত দেওয়া হয়েছিল যা নাৎসী হাই কম্যাণ্ডকে আক্রমণাত্মক রণনীতি সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে ও রণনৈতিক আত্মরক্ষায় চলে যেতে বাধ্য করেছিল।

আমার কর্তব্য পালন করতে গিয়ে আমি এই যুদ্ধের পরিকল্পনায় এবং আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক লড়াইতে রণাঙ্গনগুলির ক্রিয়াকলাপের সমন্বয় সাধনেও প্রত্যক্ষ অংশ নিয়েছিলাম।

আমার স্মৃতিকথায়[১] আমি কুরস্কের যুদ্ধের আগেকার ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়েছি।

এই লেখাতে আমি কুরস্কের সোভিয়েত ফৌজের আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে ও প্রতি-আক্রমণের পরিকল্পনা, প্রস্তুতি এবং ওই লড়াইগুলির সঙ্গে জড়িত কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব।

১৯৪৩ সালের বসন্তকাল তাড়াতাড়িই এসেছিল, আর সে বসন্ত আমাকে দেখেছিল উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনে। ১৩ই অথবা ১৪ই মার্চ স্তালিন আমায় ফোন করেছিলেন ও সাউথ-ওয়েস্টার্ন ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের পরিস্থিতি

* চারবার 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর' খেতাবে ভূষিত মার্শাল জুকভ ছিলেন জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর সদস্য এবং ডেপুটি সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফ। সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফের নির্দেশে তিনি কুরস্ক বালজে বিভিন্ন রণাঙ্গনের যুদ্ধের সমন্বয় সাধন করেছিলেন।

১ জি. কে. জুকভ, পূর্বোক্ত।

আলোচনার জন্য জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এ কথা সুবিদিত যে ওই দুই রণাঙ্গনে শত্রু এক প্রতি-আক্রমণ শুরু করেছিল এবং সোভিয়েত সৈন্যদের পিছনে হটিয়ে দিয়েছিল। আমাদের রণাঙ্গনগুলি অসুবিধার মধ্যে পড়েছিল, বিশেষত পড়েছিল খারকভের দক্ষিণ-পূবে। সেখানকার অবস্থা খতিয়ে দেখার ও ঘটনাস্থলে গিয়ে সেনাপতিদের সাহায্য দেওয়ার দরকার হয়েছিল।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ও রণাঙ্গনের স্টাফদের পক্ষ থেকে সোৎসাহ পদক্ষেপের কল্যাণে শত্রুদের রুখে দেওয়া গিয়েছিল, আর এপ্রিলের গোড়ায় আমাদের সৈন্যরা সেভেরস্কি দনেৎস-এর উপরে তাদের অবস্থানকে সংহত করে ফেলেছিল।

যা অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তাতে সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ডের সামনে যে প্রশ্নটি উঠেছিল তা হল ১৯৪৩ সালের বসন্তে ও গ্রীষ্মে সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজ যে যুদ্ধ করবে তার ধরন ঠিক করা। আমরা সর্বোপরি আগ্রহশীল ছিলাম দক্ষিণ-পশ্চিম খণ্ডে, কারণ সেইখানেই নাৎসী ফৌজের বিপুলাংশকে নিয়োগ করা হয়েছিল। শত্রুরা আক্রমণাত্মক লড়াই চালিয়ে যাবে কিনা, আর গেলে কোন সময় পর্যন্ত সে কথা বের করা দরকার হয়ে পড়েছিল। অবশ্য এটা সম্ভব ছিল যে সোভিয়েত আক্রমণ ঠেকাতে হিটলারপন্থী সেনাপতিরা আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেবে। চিফ অব দা জেনারেল স্টাফ মার্শাল এ এম ভ্যাসিলেভস্কির ও রণাঙ্গনের সেনাপতিদের ঐক্যমতে সেন্ট্রাল, ভরোনেঝ ও সাউথ-ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনগুলির উল্টোদিকের এলাকাগুলিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালানর জন্য জেনারেল স্টাফ অনেকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। ভ্যাসিলেভস্কি গোয়েন্দা বিভাগকে এবং গেরিলা আন্দোলনের সদর দফতরকে নির্দেশ দিলেন শত্রুর লড়াই চালানর এলাকার গভীরে শত্রুর সংরক্ষিত শক্তিগুলির সংখ্যাগত শক্তি ও তাদের অবস্থানের স্থান এবং ফ্রান্স, জার্মানি ও অন্যান্য দেশ থেকে আনীত সৈন্যদের জড়ো করার এলাকাগুলি নির্ধারণ করতে।

রণাঙ্গনগুলিও তাদের নিজ নিজ লড়াইয়ের এলাকায় নিয়মিত বিমান ও স্থল অনুসন্ধান শুরু করেছিল। এপ্রিলের গোড়াতেই ওরেল, কুর্স্ক, বেলগোরোদ ও খারকভ এলাকাগুলিতে শত্রু ফৌজের শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট খবর যোগাড় করা হয়েছিল। সেগুলির বিশ্লেষণ করে এবং ভরোনেঝ ও সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের

সেনাপতিদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে ও তারপর প্রত্যক্ষ লাইনে ভ্যাসিলেভস্কির সঙ্গে পরামর্শ করে ৮ই এপ্রিল আমি কুরস্ক বালজে ইচ্ছাকৃত আত্মরক্ষায় থাকার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমার মতামত জানিয়ে একটি রিপোর্ট সুপ্রীম কম্যাণ্ডারকে পাঠালাম (২নং ক্রোড়পত্র দেখুন)। আমাদের সৈন্যদের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে টেক্কা দিয়ে আক্রমণাত্মক অভিযানে যাওয়া অবিবেচনার কাজ হবে বলে আমি মনে করেছিলাম।

আমার প্রস্তাব ছিল আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে শত্রুর শক্তি ক্ষয় করা, তাদের ট্যাঙ্কগুলো অকেজো করে দেওয়া, তারপর নতুন সংরক্ষিত শক্তি নিয়ে আসা, সাধারণ আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করা ও শত্রুর প্রধান গোষ্ঠীগুলিকে খতম করে দেওয়া। শিগগীরই সেন্ট্রাল ও ভরোনেজ রণাঙ্গন তাদের বিবেচনাও পাঠিয়ে দিল (৩ ও ৪ নং ক্রোড়পত্র দেখুন)।

আমাদের যুক্তিগুলি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন-চিফ্ শেষপর্যন্ত দৃঢ় সম্মতি দিলেন যে গভীরে বিন্যস্ত প্রতিরক্ষা ঘাঁটিগুলি থেকে সমস্ত রকম অস্ত্রের অগ্নিবর্ষণ দিয়ে জার্মান আক্রমণাত্মক অভিযানের মোকাবিলা করতে হবে, আকাশ থেকে শক্তিশালী আঘাত এবং যুদ্ধরত ও রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিগুলির তরফ থেকে প্রত্যাঘাত করতে হবে, তাতে করে শত্রুকে ক্লান্ত ও নিরক্ত করে ফেলে তারপর বেলগোরোদ-খারকভ ও ওরেল খণ্ডে শক্তিশালী প্রতি আক্রমণ করে তাকে খতম করতে হবে। তারপর সমস্ত প্রধান ক্ষেত্রে গভীর আক্রমণাত্মক ধাক্কা চালিয়ে যেতে হবে।

কুরস্ক বালজে জার্মানদের একবার ছত্রভঙ্গ করতে পারলে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের প্রস্তাব ছিল দনবাস, নীপারের পূর্বের সমগ্র ইউক্রাইন মুক্ত করা, তামান উপদ্বীপে শত্রুর অবতরণের তীরভূমি ধ্বংস করা, পূর্ব বাইলোরুশিয়া পুনর্দখল করা এবং আমাদের দেশ থেকে শত্রুকে দূর করে দেওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স কুরস্ক এলাকায় প্রধান জার্মান ফৌজগুলিকে ছত্রভঙ্গ করার পরিকল্পনা করেছিলেন নিম্নোক্ত ভাবে।

প্রধান জার্মান গোষ্ঠীগুলি যে সব ঘাঁটি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে সেগুলি সঠিকভাবে নির্ধারণের পর সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পিত হয়েছিল যে অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র ও মর্টার থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রবল অগ্নিবর্ষণ করা হবে এবং সমস্ত

আয়ত্তগত বিমান থেকে শত্রুকে আঘাত করা হবে। কুরস্ক বালজ এলাকায় যুদ্ধরত সৈন্যদের নির্ভরযোগ্য বিমান ছত্র যুগিয়ে এবং আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে সহায়তা করে আমাদের বিমান বাহিনী আকাশপথে নিজেদের সম্পূর্ণ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবে বলে স্থির হয়েছিল। পরিকল্পিত হয়েছিল যে এই কর্তব্য সাধনের জন্য ভরোনেঝ, সেন্ট্রাল ও আশেপাশের সমস্ত রণাঙ্গনের বিমান এবং দূর-পাল্লার বিমান পরিবহণের বিমানগুলিকে নিয়োগ করা হবে।

যখন শত্রু আক্রমণ শুরু করল তখন ভরোনেঝ ও সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের সৈন্যদের নির্দেশ দেওয়া হল প্রতিটি অবস্থান, প্রতিটি লাইনকে অগ্নিবর্ষণের সাহায্যে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করতে ও প্রতি-আক্রমণ করতে ও গভীর থেকে প্রত্যাঘাত করতে, বিপন্ন খণ্ডগুলিতে ট্যাঙ্ক কোর ও ট্যাঙ্ক বাহিনী সমেত সংরক্ষিত শক্তিগুলিকে এনে ফেলতে। যখন শত্রুকে দুর্বল করা যাবে ও রুখে দেওয়া যাবে তখন ভরোনেঝ, সেন্ট্রাল, স্তেপি ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের, ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের বামপক্ষের এবং সাউথ-ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের বাহিনীগুলিকে অবিলম্বে প্রতি-আক্রমণে চলে যেতে হবে, শত্রুদের ফৌজগুলিকে একই জায়গায় ব্যস্ত রাখতে এবং শত্রুর সংরক্ষিত শক্তি আমদানি ঠেকাতে দেশের দক্ষিণাংশে ও উত্তর-পশ্চিমাংশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

কুরস্ক এলাকার লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল এপ্রিলের দ্বিতীয়ার্ধে, অর্থাৎ জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালীন ও হৈমন্তিক অভিযান সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অব্যবহিত পরেই। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সদস্য হিসাবে আমাকে এই সমস্ত সময়টা কাটাতে হয়েছিল ভরোনেঝ ও সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের সঙ্গে, পরিস্থিতি সম্বন্ধে সরেজমিনে তদন্ত করতে হয়েছিল, আগামী লড়াইয়ের প্রস্তুতি বুঝতে হয়েছিল ও সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফকে জানাতে হয়েছিল।

২২ শে মে আমি সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফের কাছে নিম্নোক্ত রিপোর্ট পাঠিয়েছিলাম :

"কমরেড ইভানভের[১] কাছে

"২১ শে মে ১৯৪৩-এ সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের পরিস্থিতি নিম্নরূপ :

১. "২১ শে মের মধ্যে সকল রকম অনুসন্ধানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে সেন্ট্রাল

[১] স্তালিনের সাংকেতিক নাম

রণাঙ্গনের সামনে শত্রুর প্রথম লাইনে ১৫টি পদাতিক ডিভিশন ও দ্বিতীয় লাইনে তিনটি প্যানৎসার ডিভিশন সহ ১৮টি ডিভিশন আছে।

"উপরন্তু ওরেলের দক্ষিণে ২য় প্যানৎসার ডিভিশন ও ৩৬তম মোটরাইজড ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন জড়ো হওয়ারও খবর আছে। এই দুটি ডিভিশন সংক্রান্ত খবর খতিয়ে দেখা দরকার।

"শত্রুর ৪র্থ প্যানৎসার ডিভিশন যেটা আগে সেভস্ক-এর পশ্চিমে রাখা হয়েছিল তাকে কোথাও একটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাছাড়া ব্রিয়ানস্ক ও কারাচেভ এলাকায় তিনটি ডিভিশন আছে, তার মধ্যে দুটি প্যানৎসার।

"অতএব ২১ শে মে তারিখে যা অবস্থা তাতে সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের বিরুদ্ধে শত্রু ৩৩ টি ডিভিশন নিয়ে লড়তে পারে, তার মধ্যে ৬টি প্যানৎসার ডিভিশন।

"রণাঙ্গনের যন্ত্রভিত্তিক ও চোখে দেখা অনুসন্ধানে ৮০০ আগ্নেয়াস্ত্র দেখা গিয়েছে, প্রধানত ১০৫ মি. মি ও ১৫০ মি. মি কামান।

"শত্রুরা তাদের আগ্নেয়াস্ত্রের মোটা অংশ রাখছে ১৩-শ আর্মি, ৪৮ তম আর্মির বাঁ পাশ এবং ৭০তম আর্মির ডান পাশের সামনা-সামনি, অর্থাৎ ট্রজনো-পেরভয়ে-পোজদেয়েভো অংশে রেখেছে। এই প্রধান গোলন্দাজ গোষ্ঠীর পিছনে ৎস্মেয়েভকা-ক্রাজনায়া রশচা লাইনে ৬০০-৭০০ ট্যাঙ্ক রয়েছে। তার বিপুলাংশ জড়ো করা আছে ওকা নদীর পূর্বে।

"ওরেল, ব্রিয়ানস্ক ও স্মোলেনস্ক এলাকায় শত্রু ৬০০-৬৫০ জঙ্গী-বিমান জড়ো করেছে। শত্রুর প্রধান বিমান গোষ্ঠী রয়েছে ওরেল এলাকায়।

"স্থল ও আকাশ উভয় ক্ষেত্রেই শত্রু বিগত কয়েকদিন নিষ্ক্রিয় রয়েছে, খুচরো খুচরো বিমান অনুসন্ধান ও মাঝে মাঝে ছোট খাট গোলন্দাজ আক্রমণের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখছে।

"নিজেদের অগ্রবর্তী লাইনে ও নিজেদের ব্যূহ-রচিত প্রতিরক্ষা এলাকার গভীরে শত্রুরা ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে এবং ক্রাজনায়া স্লোবোদকা সেনকোভো অংশে ১৩-শ আর্মির সামনে নিজেদের অবস্থানকে তীব্রভাবে সুরক্ষিত করছে। ওই অংশে নেরুচ নদী ছাড়িয়ে শত্রুর একটা দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইন ইতিমধ্যেই রয়েছে। পর্যবেক্ষণের মারফৎ বোঝা যাচ্ছে যে এই অংশে, নেরুচের ৩-৪ কিলোমিটার দক্ষিণে শত্রু একটা তৃতীয় প্রতিরক্ষা লাইন তৈরি করছে।

"বন্দীরা বলছে যে জার্মান কম্যাণ্ড ওরেলের দক্ষিণে আমাদের জোটের কথা

ও আমাদের পরিকল্পিত আক্রমণাত্মক অভিযানের কথা জানে এবং জার্মান ইউনিটগুলিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। ধৃত বৈমানিকরা দাবি করছে যে জার্মান কম্যাণ্ড নিজেই একটা আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতি করছে এবং সেই উদ্দেশ্যে বিমান জড়ো করছে।

"আমি নিজে ১৩-শ আর্মির সামনেকার লাইনগুলিতে গিয়েছি, বিভিন্ন জায়গা থেকে শত্রু প্রতিরক্ষা লক্ষ্য করেছি, তাদের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করেছি, ৭০ তম ও ১৩-শ আর্মির ডিভিশনাল কম্যাণ্ডারদের সঙ্গে, কম্যাণ্ডার গালানিন পুকোভ ও রোমানেঙ্কোর[১] সঙ্গে আলাপ করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে সামনেকার লাইনগুলিতে শত্রু আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রত্যক্ষ প্রস্তুতি করছেনা।

"আমার ভুল হতে পারে। হতে পারে যে শত্রু তার আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতি সুকৌশলে আড়ালে আড়ালে করে যাচ্ছে। কিন্তু তার সাঁজোয়া শক্তির বিন্যাস, পদাতিক গঠনগুলির গভীরতার ঘাটতি, ভারী গোলন্দাজ গোষ্ঠীগুলির অনুপস্থিতি আর সেই সঙ্গে সংরক্ষিত শক্তিগুলিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা—এই সবের বিশ্লেষণ থেকে আমাব ধারণা হচ্ছে যে মে মাসের শেষের আগে আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য শত্রু প্রস্তুত থাকবেনা।

"২ ১৩-শ ও ৭০ তম আর্মির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সঠিকভাবে সংগঠিত হয়েছে ও গভীরে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত রয়েছে। ৪৮ তম আর্মির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক্ষীণ, তার অগ্নিবর্ষণ ক্ষমতার গভীরতা অপ্রতুল বা নীচুদরের, আর শত্রু যদি মালোয়ার-খানগেলস্ককে বাম দিক দিয়ে এড়িয়ে গিয়ে কোস্তিনের প্রধান রণসজ্জার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে রোমানেঙ্কোর বাহিনীর উপর আঘাত করে, তাহলে রোমানেঙ্কো শত্রুর আঘাতের মুখে টি'কে থাকতে পারবেন না। এই রণাঙ্গনের সংরক্ষিত শক্তি প্রধানত রয়েছে পুকোভের ও গালানিনের পিছনে, তারা সময়মত রোমানেঙ্কোর সহায়তায় আসতে পারবেনা।

"আমার মনে হয় রোমানেঙ্কোকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি থেকে দুটি পদাতিক ডিভিশন, তিনটি টি-৩৪ ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট, দুটি ট্যাঙ্ক

১ লেফটেনান্ট জেনারেল আই. ভি. গালানিন ৭০ তম আর্মির সেনাপতিত্ব করেছিলেন, লেফটেনান্ট জেনারেল এন. ভি. পুকভ ১৩-শ আর্মির এবং লেফটেনান্ট জেনারেল পি. এল. রোমানেঙ্কো ৪৮ তম আর্মির সেনাপতিত্ব করেছিলেন।

প্রতিরোধী রেজিমেন্ট এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত দুটি মর্টার বা গোলন্দাজ রেজিমেন্ট যোগান দিয়ে তাঁর শক্তি বাড়াতে হবে। যদি এইগুলির যোগান দেওয়া যায় তা হলে রোমানেঙ্কো মজুবত প্রতিরক্ষা সংগঠিত করতে পারবেন এবং যখন দরকার হবে বেশ ঘনীভূত শক্তি হিসাবে আক্রমণাত্মক অভিযানে চলে যেতে পারবেন।

"পুকোভ, গালানিন এবং রণাঙ্গনের অপরাপর বাহিনীর প্রতিরক্ষার প্রধান দুর্বলতা হল ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী গোলন্দাজ রেজিমেন্টের অনুপস্থিতি। বর্তমানে এই রণাঙ্গনের চারটি মাত্র গোলন্দাজ বাহিনী আছে, তার মধ্যে দুটি রয়েছে রণাঙ্গনের পশ্চাদভাগে, টানার কোনও ব্যবস্থা ছাড়া।

"ব্যাটেলিয়ন ও রেজিমেন্টগুলিতে ৪৫ মি. মি কামানের বিরাট অভাবের দরুন প্রথম স্তর-বিন্যাসগুলির এবং সামনের লাইনের ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা দুর্বল।

"আমার মনে হয় কোস্তিনকে চারটি ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী রেজিমেন্ট (রোমানেঙ্কোরগুলি নিয়ে ছয়) এবং স্বয়ং-চালিত ১৫২ মি. মি কামানের তিনটি রেজিমেন্ট যত শিগগীর সম্ভব দেওয়া দরকার।

"৩ আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য কোস্তিনের প্রস্তুতি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। সরেজমিনে এ প্রশ্ন আলোচনা করে কোস্তিন, পুকভ ও আমি এই সিদ্ধান্তে এলাম যে ব্যূহ ভেদ করার যে এলাকা কোস্তিন বেছেছিলেন সেখান থেকে ২-৩ কিলোমিটার পশ্চিমে সরিয়ে নেওয়া দরকার, অর্থাৎ আরখানগেলস্কোয়েও তার মধ্যে নেওয়া দরকার এবং প্রথম স্তর বিন্যাসে নতুন যোগানে বলীয়ান একটি কোর রাখা দরকার, রেলপথের পশ্চিমে একটি ট্যাঙ্ক কোর সহ।

"বর্তমানের গোলন্দাজ গোষ্ঠী নিয়ে কোস্তিন পরিকল্পিত ব্যূহভেদ করতে পারবেন না কারণ এই অংশে শত্রু তার প্রতিরক্ষাকে উল্লেখযোগ্য ভাবে শক্তি-শালী ও গভীর করেছে।

"ব্যূহভেদ যদি নিশ্চিত করতে হয় তাহলে কোস্তিনকে আর একটি আক্রমণকারী গোলন্দাজ কোর দিতে হবে।

"এই রণাঙ্গনে গড়ে দেড় অগ্নিবর্ষণ ইউনিট করে গোলাবারুদ আছে।

"অনুগ্রহ করে এই রণাঙ্গনকে দুই সপ্তাহের মধ্যে মৌলিক গুণসম্পন্ন তিনটি

১ রোকোসোভস্কির সাংকোতক নাম—সম্পাদক

অগ্নিবর্ষণ ইউনিট সরবরাহ করতে ইয়াকোলেভকে[1] অবশ্য পালনীয় নির্দেশ দিন।

"৪. পুকভের এখন ১২ টি ডিভিশন আছে। তার মধ্যে ছ'টি দুটি কোরের মধ্যে একত্র করা আছে। পুখভ নিজে ছটি ডিভিশন পরিচালনা করছেন। লক্ষ্য সাধনের স্বার্থে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি দুটি হেড কোয়ার্টার্স স্টাফের কোর গঠন করতে ও অবিলম্বে পুখভকে পাঠাতে এবং হেড কোয়ার্টার্স স্টাফের আর একটি কোর গালানিনকে পাঠাতে। গালানিনের এখন একটি পদাতিক কোর ছাড়া পাঁচটি পৃথক পৃথক ডিভিশন আছে।

আপনার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়,

"যুরিয়েভ"[2]

ভরোনেঝ রণাঙ্গনের পরিস্থিতিও আমি একইভাবে অনুশীলন করেছিলাম এবং সমস্তটা অবিলম্বে জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সে জানিয়ে ছিলাম।

ইউনিটগুলির ও রণাঙ্গনের স্টাফদের এবং জেনারেল স্টাফকে আমি কাজের মধ্যে দেখেছিলাম, আর একথা বলতেই হবে যে তাদের অক্লান্ত কাজকর্ম গ্রীষ্ম-কালীন যুদ্ধে একটা বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল। শত্রুদের সৈন্য-সামন্ত, তাদের সম্ভাব্য ক্ষমতা ও মতলব সম্বন্ধে পাওয়া সমস্ত খবর স্টাফের কর্মীরা দিবারাত্র ঝাড়াই-বাছাই করছিল। প্রাপ্ত তথ্যগুলির সারসংক্ষেপ করে উচ্চতর কম্যাণ্ডের কাছে পাঠান হচ্ছিল, তারা যথাযথ সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল।

হাতে যথেষ্ট সময় থাকায় আমাদের সৈন্যরা মজবুত প্রতিরক্ষা গড়ার কাজে ব্যাপৃত হল। রণাঙ্গনের ও আর্মির সামরিক কাউন্সিলগুলি, কম্যাণ্ডাররা ও হেডকোয়ার্টার ও রাজনৈতিক বিভাগগুলি একটি যথাযথ অনুপাত বিশিষ্ট, গভীর পর্যন্ত স্তর বিন্যস্ত সুরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে, গতিশীল অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থা সংগঠন করতে, সৈন্যদের একটি সবচেয়ে উপযোগী গোষ্ঠী গঠন করতে, আত্মরক্ষা-মূলক ও আক্রমণাত্মক লড়াই চালানর জন্য দক্ষতার সঙ্গে সৈন্য প্রশিক্ষণ দিতে এবং নির্ভরযোগ্য নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে অত্যন্ত পরিশ্রম করতে লাগল।

বিগত যুদ্ধ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দেয় যে যুদ্ধকর্ম পরিচালনার জন্য গৃহীত পরিকল্পনাগুলির নিয়মিত উন্নয়নের দরকার হয় এবং 'সময়ে সময়ে' অবস্থা যেমন যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই অনুযায়ী বড় বড় পরিবর্তনেরও প্রয়োজন

১ কর্নেল জেনারেল এন. ডি. ইয়াকোলেভ, মুখ্য গোলন্দাজ প্রশাসনের প্রধান—সম্পাদক

২ জুকভের সাংকেতিক নাম।

হয়। কুরস্কের লড়াই তার একটা উদাহরণ। পরিবর্তনের যথার্থতা নির্ণয়ের জন্য জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স ও জেনারেল স্টাফকে সর্বপ্রথম শত্রু সৈন্যদের বিন্যাস এবং সাঁজোয়া ও অগ্নিবর্ষণকারী ইউনিটগুলির এবং বোমাবর্ষণকারী ও জঙ্গী বিমানগুলির পুনর্বিন্যাস সম্বন্ধে খবরা-খবর যোগাড়ের জন্য কার্যকর অনুসন্ধান সংগঠিত করতে হয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল শত্রুপক্ষের কম্যাণ্ডের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে খবরা-খবর যোগাড় করা।

গোয়েন্দাসূত্রে প্রাপ্ত খবরা-খবরের ঝাড়াই-বাছাই করে জেনারেল স্টাফকে সেগুলির বিস্তারিত বিশ্লেষণ করতে হত অসংখ্য রিপোর্টের ভিতর থেকে যথাযথ সিদ্ধান্ত টানার জন্য, এসব রিপোর্টের কিছু কিছুতে ভুল খবরও থাকত, কারণ বহুমুখী গোয়েন্দা কাজকর্ম অনেকের দ্বারা অনুষ্ঠিত হত—তারমধ্যে অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ, গোয়েন্দাবিভাগের লোক এবং গেরিলা যোদ্ধা অনেকেই ছিল একথা সুবিদিত।

এক একটা অভিযানের প্রস্তুতির সময়ে শত্রুরা তাদের মতলব লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। ভাব দেখায় যেন তারা নিজেদের বাহিনীগুলির পুনর্বিন্যাস করার চেষ্টা করছে, ছলনা করার জন্য আরও নানা রকম কাজ করে। স্টাফের লোকেদের কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা তা তফাৎ করতে হয়। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম বৃহদাকারে সংগঠিত করা যায় কেবল কেন্দ্রীভূত নির্দেশ ও অভিন্ন প্রয়াসের ভিত্তিতে, কোনও ভাবনা বা অনুমানের ভিত্তিতে কখনও করা যায় না।

প্রাপ্ত খবরা-খবরের ভিত্তিতে সুপ্রীম কম্যাণ্ডকে কোনও এক বা অন্য রণনৈতিক ক্ষেত্রে শত্রুর সম্ভাব্য ক্ষমতা ও মতলব সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসতে হত।

পরিস্থিতির পরিমাপ থেকে জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স ও সুপ্রীম কম্যাণ্ডের ধারণা হয়েছিল যে সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য শত্রুরা ওরেল এলাকায় তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী জোট গড়ে তুলছে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল যে ভরোনেঝ রণাঙ্গনের বিরুদ্ধের জোট আরও শক্তিশালী। সেখানে শত্রুদের নয়টি প্যানৎসার ও মোটর সমন্বিত ডিভিশন (১৫০০ ট্যাঙ্ক) ছিল, সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের বিপরীতে যেখানে কেবল বারোটি ডিভিশন (১২০০ ট্যাঙ্ক) ছিল। শত্রুদের প্রতিহত করতে সেন্ট্রাল রণাঙ্গন কেন ভরোনেঝ রণাঙ্গনের চেয়ে বেশি সফল হয়েছিল এ থেকেই তার প্রধান ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

সংরক্ষিত শক্তি সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা যাক। কুরস্ক বালজে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করার সময়ে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রবল সংরক্ষিত শক্তি গড়ে তোলার জন্য অনেক কিছু করেছিলেন। লিভনি-স্তারি ও স্কোল লাইনে কেন্দ্রীভূত স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্যদের রাখা হয়েছিল হঠাৎ কিছু ঘটলে তার মোকাবিলা করার জন্য এবং সর্বাত্মক প্রতি-আক্রমণের সময় এলে সেই আঘাত হানায় বাড়তি শক্তি যোগানর জন্য। এই রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার ছিলেন কর্ণেল জেনারেল কোনেভ, লেফটেনান্ট-জেনারেল আই জেড সুসাইকভ ছিলেন সামরিক কাউন্সিলের সদস্য এবং লেফটেনান্ট-জেনারেল এম ভি যাখারভ ছিলেন রণাঙ্গনের চিফ অব স্টাফ।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তি স্তেপি রণাঙ্গনকে আগামী যুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল। তা হল ব্যূহ ভেদ করে গভীরে প্রবেশ করা থেকে শত্রুকে ঠেকান। আর আমাদের ফৌজ যখন প্রতি-আক্রমণ করবে তখনকার জন্য এর কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছিল গভীর থেকে সেই আঘাতে শক্তি যোগানর। এই রণাঙ্গনের ইউনিটগুলিকে শত্রুদের থেকে বেশ কিছু দূরে সাজান হয়েছিল, তার ফলে তারা স্বচ্ছন্দে সুকৌশলী চাল দিতে পেরেছিল।

চড়ান্ত কর্তব্যের বিচারে স্তেপি রণাঙ্গন ১৯৪১ সালের হেমন্তকালে মস্কোর প্রবেশদ্বারে যুদ্ধরত রিজার্ভ রণাঙ্গন থেকে রীতিমত আলাদা। রিজার্ভ রণাঙ্গন ছিল প্রকৃতপক্ষে চলতি লড়াইয়ের দ্বিতীয় স্তরবিন্যাস, তার সশস্ত্র শক্তির বেশির ভাগ ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের পশ্চাদ্‌ভাগে নিয়োজিত ছিল।

জুনের শেষভাগে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গেল। একথা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে সব জায়গার ভিতরে কুরস্ক এলাকাতেই শত্রু আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করবে।

তখন আমি সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনে ছিলাম, রোকোসোভস্কির সঙ্গে একত্রে ১৩-শ আর্মি, ২য় ট্যাঙ্ক আর্মি ও রিজার্ভ কোরে কাজ করছিলাম। ৩০ শে জুন সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফ ফোন করে আমাকে ওরেল অংশে থাকতে ও সেণ্ট্রাল, ব্রিয়ানস্ক ও ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের কাজকর্মের সমন্বয় করতে নির্দেশ দিলেন। স্তালিন বললেন "আমরা ভ্যাসিলেভস্কিকে ভরোনেঝ রণাঙ্গনে পাঠাচ্ছি।"

১৩-শ আর্মি যে অংশ রক্ষা করছিল সেইখানেই শত্রুর প্রধান আক্রমণের

আশঙ্কা করা হচ্ছিল, কাজেই সেখানে অসাধারণভাবে ঘন অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থা তৈরি করা হল : প্রতি কিলোমিটারে ৯২টি কামান ও মর্টার।

সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী ব্যবস্থা তৈরি করা হল সৈন্যসংস্থাপনের সমস্ত এলাকার গভীর পর্যন্ত জুড়ে। তাদের কাছে রইল সর্বাধিক সংখ্যার গোলাবর্ষণ ব্যবস্থা, ট্যাঙ্ক ও মাইন-ক্ষেত্র।

সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের সবচেয়ে শক্তিশালী ট্যাঙ্ক বিরোধী প্রতিরক্ষা সংগঠিত হল ১৩-শ আর্মির এলাকায় এবং ৪৮-তম ও ৭০-তম আর্মিগুলির পার্শ্ববর্তী পক্ষগুলিতে ; ভরোনেঝ রণাঙ্গনে হল ৬ষ্ঠ ও ৭ম গার্ডস আর্মিদের এলাকায়। সেখানে ঘনত্ব হল প্রতি কিলোমিটারে ১৫·৬টি কামান আর রণাঙ্গনের দ্বিতীয় স্তরবিন্যাসকে যদি হিসাবের মধ্যে ধরা যায় তো ৩০টি কামান। উপরন্তু দুটি ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্ট ও একটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড দিয়ে এই দুটি ক্ষেত্রের শক্তি আরও বৃদ্ধি করা হল। ১৩-শ আর্মির এলাকায় প্রতি কিলোমিটারে ৩০টি ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী কামান ছিল।

যে সব দিক থেকে শত্রুর ট্যাঙ্ক আসার আশঙ্কা সে সব দিকে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী শক্তিশালী বিন্দু ও এলাকা সংগঠিত করা হল এবং প্রতিবন্ধক খাড়া করার গতিশীল ইউনিট ও ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী সংরক্ষিত শক্তি তৈরি করা হল। এই সমস্ত ব্যবস্থা কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল এবং এগুলি যুদ্ধের গতিপথে শত্রুর প্যানৎসার বাহিনীগুলিকে গুরুতরভাবে পর্যুদস্ত করে কুরস্ক বালজে শত্রুর সম্পূর্ণ পরাজয় পূর্বনির্ধারিত করে দিয়েছিল।

আমাদের অনুসন্ধানী অভিযান থেকে বোঝা গিয়েছিল যে সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের বিরুদ্ধে ফিল্ড মার্শাল রিস্টোফেনের নেতৃত্বাধীনে ২০০০ বিমান বিশিষ্ট তিনটি লুফৎওয়াফে কোর—১ম, ৪র্থ ও ৮ম—যুদ্ধরত ছিল। মার্চ মাসে শত্রুর বিমান বাহিনী রেল জংশন, রেল লাইন, শহর এবং পশ্চাদভাগে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য বস্তুগুলির উপর আঘাত ক্রমশ বাড়াতে লাগল এবং জুনের গোড়ায় আমাদের সৈন্যদের এবং সামরিক চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থার উপর আক্রমণ বাড়িয়ে তুলল। ২য়, ৫ম ও ১৬-শ বিমান বাহিনী এবং শত্রু বিমান প্রতিরোধী দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী থেকে দুটি জঙ্গী ডিভিশন সোভিয়েত ফৌজকে ও সমগ্র কুরস্ক অভিক্ষেপকে বিমান ছত্র দিয়েছিল। শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযানকে আগে থেকে অনুমান করে বিমান-প্রতিরোধী কামান দিয়ে রণাঙ্গনগুলির শক্তিবৃদ্ধি করা হল।

জুলাই মাসের মধ্যে জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি থেকে সেন্ট্রাল রণাঙ্গন পাঁচটি বিমান প্রতিরোধী ডিভিশন পেয়েছিল, তাছাড়া তাদের পাঁচ রেজিমেন্ট মাঝারি ও ২৩ রেজিমেন্ট হাল্কা গোলন্দাজ বাহিনী ছিল। ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ছিল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি থেকে পাওয়া চারটি বিমান-প্রতিরোধী ডিভিশন, পঁচিশটি বিমান-প্রতিরোধী রেজিমেন্ট, তিনটি বিমান-প্রতিরোধী ব্যাটালিয়ান এবং পাঁচটি বিমান-প্রতিরোধী ব্যাটারি। এই সব উপকরণ থাকার দরুন বহু লক্ষ্যবস্তুকে দুই, তিন, চার এমনকি পাঁচ সারির অগ্নিবর্ষণ দিয়ে রক্ষা করা রণাঙ্গনগুলির পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। বিমান আক্রমণ প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জঙ্গী বিমান চালনা বিভাগের সঙ্গে এবং নজরদারি, সতর্কতাজ্ঞাপক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে ভালভাবে সহযোগিতা করেছিল।

রণাঙ্গনগুলির ও সমগ্র কুরস্ক অভিক্ষেপের সযত্ন ও সুসংগঠিত বিমান-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা সৈন্যদের কার্যকর বিমান ছত্র দেওয়া, বিমান আক্রমণ সফলভাবে প্রতিরোধ করা এবং শত্রুদের বিমান শক্তির গুরুতর ক্ষতিসাধন করা সম্ভবপর করেছিল।

রণাঙ্গনগুলির সুরক্ষিত স্থান নির্মাণের গভীরতা ১৫০ কিলোমিটার ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং নদী বরাবর রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা রেখার সঙ্গে মিলে ২৫০-৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌছেছিল। রণাঙ্গনগুলি একটা মস্ত ও জটিল কাজ করেছিল, যার ফলে সৈন্যদের পক্ষে আক্রমণের সময় আশ্রয় পাওয়া এবং অগ্র-সরমান শত্রুকে আরও কার্যকরভাবে ধ্বংস করা সম্ভবপর হয়েছিল।

রণাঙ্গন, আর্মি ও অন্যান্য বৃহৎ সৈন্যগঠনগুলির চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা-গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিল।

সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের চলাচল ও সরবরাহ সংক্রান্ত কম্যাণ্ডাররা ছিলেন এন. এ. আন্তিপেঙ্কো, এবং ভি. এন. ভ্লাসভ। আমি দু'জনকেই ভাল করে চিনতাম। আন্তিপেঙ্কোর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় মস্কোর প্রবেশ-মুখের যুদ্ধের সময়ে, তখন তিনি ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের ৪৯ তম আর্মির চলাচল ও সরবরাহ বিভাগের প্রধান ছিলেন। তখনই তিনি একজন সুদক্ষ সরবরাহ অফিসার হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিলেন।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স রণাঙ্গনগুলির জন্য যে বায়ু পরিকল্পনা তৈরি

করেছিলেন তার সাফল্যের জন্য কুরস্কের লড়াইয়ে চলাচল ও সরবরাহ সুনিশ্চিত করার এক সুবিশাল কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল, কারণ এ লড়াইয়ে জড়িত ছিল ১৩ লক্ষেরও বেশি সৈন্য, ৩৫০০-র বেশি ট্যাঙ্ক, ২০,০০০-এর বেশি কামান ও মর্টার এবং ৩১৩০ টি বিমান (দূরপাল্লার বিমান সহ)।

অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও রণাঙ্গনগুলির চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা তাদের কর্তব্য চমৎকারভাবে পালন করেছিল, আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে প্রয়োজনীয় সরবরাহ পুরোপুরি নিশ্চিত করেছিল ও তারপর চটপট আক্রমণাত্মক যুদ্ধে চলে যাওয়া সম্ভবপর করেছিল।

চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থাগুলিকে ও সরাসরি সৈন্যদের অনেক সাহায্য দিয়েছিল কুরস্ক, ওরেল, ভরোনেঝ ও খারকভ-অঞ্চলের পার্টি ও সরকারি সংস্থাগুলি ও জনগণ। রণাঙ্গনরেখার এলাকার শিল্প সংস্থাগুলি ট্যাঙ্ক, বিমান, ট্রাক, গোলাবর্ষণকারী ও অপরাপর সাজসরঞ্জাম মেরামত করেছিল, বিরাট পরিমাণে যুদ্ধের পোশাক ও হাসপাতালের প্রয়োজনীয় কাপড় চোপড় তৈরি করেছিল। প্রতিরক্ষা লাইনগুলিকে সংগঠিত করার এবং রাস্তা তৈরি ও মেরামতির বিপুল কাজ করা হয়েছিল। একথা বলা চলে যে রণাঙ্গন ও পশ্চাদভাগ একটা অখণ্ড সমগ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য প্রত্যেকেই তার পক্ষে যতদূর সম্ভব করেছিল। এ ছিল নিজেদের সমাজ-তান্ত্রিক দেশের জন্য সংগ্রামে আমাদের জনগণ ও সশস্ত্র ফৌজের লক্ষ্যের সমত্বের প্রকাশ।

এ কথা আমাকে বলতেই হবে যে জেনারেল রোকোসোভস্কি ও জেনারেল ভাতুনিন চলাচল ও সরবরাহের অনেক ব্যাপার নিজেরা মীমাংসা করেন, আর যুদ্ধের সময়ে সৈন্যদের যথেষ্ট সরবরাহ পাওয়ার একটা বড় কারণ এই।

মে মাসে স্থল ও বিমানের সমস্ত ইউনিটগুলিকে যুদ্ধকর্ম ও রাজনীতি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ নিবিড়ভাবে দেওয়া হয়। জুন মাসে প্রতিটি সৈনিক ও কম্যাণ্ডার শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলার জন্য তৈরি হয়। এই মোকাবেলা শীগগিরই এসে গেল। সবরকমের গোয়েন্দা সূত্রে প্রাপ্ত খবরাখবর জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ও রণাঙ্গনগুলিকে শত্রু ঠিক কি তারিখে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করবে তা নির্ণয় করতে সাহায্য করেছিল। ২ রা জুলাই জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডারদের সতর্ক করে জানালেন যে এই অভিযান

৩ রা থেকে ৬ ই জুলাইয়ের মধ্যে শুরু হবে।

৪ঠা জুলাই সন্ধ্যায় আমি ছিলাম সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের সদর দফতরে। ভাতুনিনের সদর দফতরে ছিলেন ভ্যাসিলেভস্কি। আমি তাঁর সঙ্গে সরাসরি টেলিফোনে যোগাযোগ করলাম,তিনি আমাকে বেলগোরোদ এলাকায় শত্রুর অগ্রবর্তী ইউনিটগুলির সঙ্গে এক লড়াইয়ের ফলাফল জানালেন। আমি একথাও জানতে পারলাম যে ১৬৮তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের থেকে বন্দী করা এক সৈনিকের কাছ থেকে সেদিনকার পাওয়া খবরে এ সংবাদ সমর্থিত হয়েছে যে শত্রুরা ৫ই জুলাই ভোরে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করবে এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স পরিকল্পনায় যেভাবে বলা আছে ভরোনেঝ রণাঙ্গন সেই অনুযায়ী আগে থেকে গোলাবর্ষণ ও বিমান আক্রমণ শুরু করবে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে এ খবর রোকোসোভস্কি ও ম্যালিনিনকে জানালাম। ৫ই জুলাই ভোর দুটোর পর এক সময়ে ১৩-শ আর্মির কম্যাণ্ডার জেনারেল পুখভ রোকোসোভস্কিকে ফোন করলেন এবং খবর দিলেন যে ৬ষ্ঠ ইনফ্যানট্রি ডিভিশন থেকে ধৃত এক পরিখা খননকারী বলেছে যে জার্মান ফৌজ ৫ই জুলাই ভোর তিনটের কাছাকাছি আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

রোকোসোভস্কি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন "কি করব আমরা? জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে রিপোর্ট করব, না প্রতি-প্রস্তুতি অগ্নিবর্ষণের আদেশ দেব?"

আমি জবাব দিলাম "সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না, রণাঙ্গনের ও জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের পরিকল্পনায় যেমন আছে সেই অনুযায়ী নির্দেশ দিন। আমি এখন স্তালিনকে ফোন করব এবং আমরা যা জেনেছি তা তাঁকে জানাব।"

অবিলম্বে আমাকে সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হল। তিনি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে ছিলেন এবং সবেমাত্র ভ্যাসিলেভস্কির সঙ্গে কথা শেষ করেছিলেন। আমি জার্মান পরিখা খননকারীকে ধরার কথা এবং প্রতি-প্রস্তুতি অগ্নিবর্ষণ সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানালাম। স্তালিন সিদ্ধান্ত অনুমোদন করলেন ও আরও ঘন ঘন তাঁকে জানানর কথা বললেন। ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখবার জন্য তিনি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সেই থাকবেন।

স্তালিনের সঙ্গে কথাবার্তায় আমি অনুভব করলাম যে তিনি বিচলিত। তবে অবশ্য, যদিও আমরা মজবুত, গভীর পর্যস্ত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত প্রতিরক্ষা

তৈরি করেছিলাম এবং শত্রুকে আঘাত করার পক্ষে এখন শক্তিশালী উপকরণ আমাদের হাতে, তবু আমাদের সকলেরই স্নায়ুতে বেশ টান পড়ছিল। তখনও রাত্রি ছিল কিন্তু আমাদের কেউই ঘুমোতে চাইছিলাম না।

এই রকম ক্ষেত্রে যা রীতি সেই অনুযায়ী রোকোসোভস্কি ও আমি রণাঙ্গনের চিফ অব স্টাফ এম. এস. ম্যালিনিনের অফিসে ছিলাম। মস্কোর লড়াইয়ের সময়ে তিনি যখন ১৬-শ আর্মির চিফ অব স্টাফ ছিলেন তখন থেকেই আমি তাঁকে চিনতাম। তিনি অত্যন্ত সুদক্ষ ও বহু বিষয়ে কর্মক্ষম স্টাফ অফিসার ছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ একটি কর্মীদল সঙ্গে নিয়ে তিনি অর্পিত দায়িত্ব চমৎকার ভাবে পালন করেছিলেন। চিফ অব অপারেশান জেনারেল আই. আই. বইকভের কাছ থেকে তিনি যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন। এই বিনীত, কঠোর পরিশ্রমী ও দক্ষ অফিসারটি সব বিষয়েই যেন ম্যালিনিনের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন।

আরও উপস্থিত ছিলেন রণাঙ্গনের গোলন্দাজ বাহিনীর চিফ অব স্টাফ জি. এম, নাদায়েভ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুশিক্ষিত গোলন্দাজ, দক্ষ নেতা ও কঠোর পরিশ্রমী। তিনি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত গোলন্দাজ সেনা-গঠনগুলির কম্যাণ্ডারদের ও রণাঙ্গনের গোলন্দাজ কম্যাণ্ডার জেনারেল ভি. আই. কাজাকভকে অনবরত ফোন করছিলেন। কাজাকভ তখন ছিলেন ৪র্থ আর্টিলারি কোরের সঙ্গে। একথা বলতেই হবে যে রণাঙ্গনের, বাহিনী-গুলির ও ডিভিশনগুলির গোলন্দাজ স্টাফ ও গোলন্দাজ কম্যাণ্ডাররা আত্মরক্ষা-মূলক যুদ্ধে ও প্রতি-প্রস্তুতি পর্যায়ে গোলন্দাজদের বাহিনীর অগ্নিবর্ষণ সংগঠনে বেশ ভাল ও সুকৌশলী কাজ করেছিলেন।

কুরস্ক বালজে গৌরবময় যুদ্ধের পরাক্রান্ত "ঐক্যতানের" প্রথম সুরটি বেজে উঠল রাত ২টো ২০ মিনিটে। এই ঐক্যতানে সবচেয়ে সরব ছিল ভারী গোলন্দাজ-বাহিনীর একসঙ্গে কামান গর্জন এবং এম-৩১ রকেট গোলার বিস্ফোরণ।

যখন স্তালিন ফোন করলেন তখন প্রতি-প্রস্তুতি গোলাবর্ষণ পুরোদমে চলছে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি, শুরু করেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"শত্রু কি রকম ব্যবহার করছে?"

আমি জানালাম যে শত্রুরা আমাদের প্রতি-প্রস্তুতি গোলাবর্ষণের জবাবে কিছু ব্যাটারি থেকে গোলবর্ষণ করেছিল, কিন্তু শীগগিরই চুপ করে গেল।"

স্তালিন বললেন, "খুব ভাল। আমি পরে ফোন করব।"

প্রতি-প্রস্তুতি অগ্নিবর্ষণের ফলাফল দেখা ও নির্ণয় করা তখন সঙ্গে সঙ্গে কঠিন ছিল। কিন্তু যথেষ্ট সুসংগঠিত না করে সকাল সাড়ে পাঁচটায় জার্মানদের আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করা এবং তারা যে একই সময়ে সর্বত্র আক্রমণাত্মক শুরু করা এবং তারা যে একই সময়ে সর্বত্র আক্রমণে যেতে পারলনা, এর থেকেই আমাদের প্রতি-প্রস্তুতি অগ্নিবর্ষণ যে তাদের গুরুতর ক্ষতি করেছিল তার সাক্ষ্য দেয়। যুদ্ধেব গতিপথে ধৃত জার্মান সৈন্যরা বলেছিল যে আমাদের প্রতি-প্রস্তুতি অগ্নিবর্ষণ তাদের অসতর্ক অবস্থায় ধরে ফেলেছিল, তাদের গোলন্দাজ বাহিনীর বিপুল ক্ষতি করেছিল এবং প্রায় সব জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থা, এবং নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিপুল ক্ষতি করেছিল।

তবে একথা বলা দরকার যে যতক্ষণে শত্রু আক্রমণ শুরু করল তার মধ্যে আমাদের ইউনিটগুলি প্রতি-প্রস্তুতি গোলাবর্ষণের বিস্তারিত পরিকল্পনা করে উঠতে পারেনি। আক্রমণোদ্যত শত্রু সৈন্যরা যে সব জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে সেই সব এলাকা এবং ৪ঠা জুলাই রাত্রের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুগুলি তখন যথাযথভাবে নির্ণীত হয়নি। এ কথা অবশ্য পরিষ্কার যে তখন আয়ত্তের মধ্যে অনুসন্ধানের যে সব উপকরণ ছিল তা দিয়ে লক্ষ্য বস্তুগুলির স্থান নির্ণয় সহজ ছিল না, কিন্তু রণাঙ্গনের ইউনিটগুলি যা করেছিল তার বেশি করা যেত। ফল এই হয়েছিল যে প্রতি-প্রস্তুতি গোলাবর্ষণের লক্ষ্য ছিল কতকগুলি এলাকা, নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু নয়। এর দরুণ শত্রুরা বেশি রকম হতাহত হওয়া এড়াতে পারে। দুই, কিংবা আড়াই ঘণ্টার মধ্যে তারা আক্রমণাত্মক অভিযানে চলে যেতে সক্ষম হয় এবং আমাদের অগ্নিবর্ষণের অভূতপূর্ব ঘনত্ব সত্ত্বেও প্রথম দিনেই ৩-৬ কিলোমিটার অগ্রসর হতে সমর্থ হয়। প্রতি-প্রস্তুতি, অগ্নিবর্ষণ যদি আরও ভাল সংগঠিত হত তাহলে এটা তারা নাও করতে পারত।

এ কথাও অগ্রাহ্য করা যায় না যে প্রতি-প্রস্তুতি অগ্নিবর্ষণ রাত্রে করা হয়েছিল এবং তাতে বিমানবাহিনীর ভূমিকা ছিল অকিঞ্চিৎকর, খোলাখুলি বললে অকার্যকরী। শত্রুদের বিমান ঘাঁটির উপর ভোরের আক্রমণে তারা

বস্তুতপক্ষে তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি, কারণ ততক্ষণে শত্রুরা তাদের স্থল সৈন্যদের ছত্রছায়া দেওয়ার জন্য তাদের বিমান আকাশে উঠিয়ে দিয়েছিল।

রণকৌশলের প্রয়োজনে গঠিত সৈন্য-গঠনগুলিকে এবং যুদ্ধের গতিপথে নতুন করে জড়ো সারিগুলিকে আঘাত করায় আমাদের বিমান অনেক বেশি কার্যকর হয়েছিল।

একথা অবশ্য অস্বীকার করা যাবেনা যে প্রতি-প্রস্তুতি অগ্নিবর্ষণ শত্রুদের গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি ঘটায় এবং আক্রমণাত্মক অভিযানের উপর নিয়ন্ত্রণকে এলোমেলো করে দেয়, কিন্তু এর থেকে আমরা আরও আশা করেছিলাম। যুদ্ধ লক্ষ্য করে ও জার্মান যুদ্ধবন্দীদের জেরা করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম যে সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গন অগ্নিবর্ষণ বেশি আগে শুরু করে ফেলেছিল, জার্মানরা তখনও ট্রেঞ্চে, মাটির তলার আশ্রয়ে ও গিরিখাতগুলিতে ঘুমোচ্ছিল, আর সাঁজোয়া ইউনিটগুলি তখনও অপেক্ষা করার এলাকাগুলিতে লুকোন ছিল। শত্রুদের জনবল ও অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষতি আরও অনেক বেশি হত যদি অগ্নিবর্ষণ পরে শুরু করা হত। সবচেয়ে তাড়াতাড়ি করলেও এই অগ্নিবর্ষণ হওয়া উচিত ছিল শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযান শুরুর আধ ঘণ্টা আগে।

ভোর সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে শত্রুবিমান আকাশে দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের অবস্থানগুলির উপর গোলন্দাজদের গোলাবর্ষণ শুরু হল, সবচেয়ে জোরাল অগ্নিবর্ষণ হল ১৩-শ আর্মির উপর। কয়েক মিনিটের মধ্যে জার্মান সেন্যরা আক্রমণ শুরু করল। প্রথম আক্রমণের তরঙ্গে নাৎসীরা তিনটি প্যানৎসার ও পাঁচটি পদাতিক ডিভিশনকে লাগাল। তাদের আঘাতের লক্ষ্যস্থল হল ১৩-শ আর্মি এবং ৪৮ তম ও ৭০ তম আর্মির লাগোয়া পক্ষগুলি। এই আক্রমণের মোকাবেলা করা হল প্রবল অগ্নিবর্ষণ দিয়ে এবং শত্রুর বহু ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়ে একে হটিয়ে দেওয়া হল।

আমাদের অবস্থানগুলিকে ভেদ করার চেষ্টায় ৫ই জুলাই জার্মানরা পাঁচবার ভয়ঙ্কর আক্রমণ করল, কিন্তু তেমন কিছু ফল পেল না। রণাঙ্গনের প্রায় সমস্ত অংশে সোভিয়েত সেনারা তাদের লাইনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল, মনে হল যেন তাদের হটানর মত কারও শক্তি নেই। দিনের শেষেই কেবল শত্রু সৈন্যরা ওলখোভাতকা ও অন্য কয়েকটি এলাকায় আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করে ৩-৬ কিলোমিটার গভীরে ঢুকতে পারল।

১৩-শ আর্মির সৈন্যরা সাহসের সঙ্গে লড়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে জেনারেল এ. বি. ব্যারিনভের ৮১ তম ডিভিশন, কর্ণেল ভি. এন দ্জানদিগাভার ১৫-শ ডিভিশন, জেনারেল এম. এ. ইয়েনশিনের ৩০৭ তম ডিভিশন এবং কর্ণেল ভি. এন. রুকোস্যুয়েভের ৩য় ট্যাঙ্ক-বিরোধী ব্রিগেড। ক্যাপ্টেন জি. আই. ইগিশেভের ব্যাটারি প্রচণ্ড আঘাতের সামনে টিঁকে রইল, ৫ই জুলাই ১৯টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করল। এর চালকরা সবাই বীরের মৃত্যু বরণ করলেন, কিন্তু নাৎসীদের ঢুকতে দিলেন না। দূর প্রাচ্য, ট্রান্সবৈকাল এলাকা ও মধ্য এশিয়ার সীমান্ত সৈন্যদের নিয়ে তৈরি জেনারেল গালানিনের ৭০ তম আর্মি চমৎকার লড়াই করল।

৫ই জুলাই সন্ধ্যায় সিদ্ধান্ত করা হল যে পরের দিন সকালে ২য় ট্যাঙ্ক আর্মি এবং সংরক্ষিত ১৯ তম ট্যাঙ্ক কোরকে আনা হবে, ১৩-শ আর্মির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় তাদের প্রতি-আক্রমণ করতে হবে, শত্রুকে তার গোড়ার অবস্থানে তাড়িয়ে পাঠাতে হবে এবং ১৩-শ আর্মির অংশের প্রতিরক্ষা ক্ষমতাকে পুনরুদ্ধার করতে হবে।

সুসংগঠিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং আমাদের সৈন্যদের বিপুল সাহস ও বীরত্ব সত্ত্বেও ৫ই ও ৬ই জুলাই জার্মানরা বিরাট ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত এগোতে সক্ষম হল। সুবিপুল ক্ষয়ক্ষতি অগ্রাহ্য করে তাদের বিমান বাহিনী পুরো দুদিন ধরে ভয়ঙ্কর আক্রমণ করল। তা সত্ত্বেও তারা আমাদের ব্যূহ-রচিত প্রতিরক্ষা ভেদ করে বেরোতে পারলনা।

আক্রমণকারী সাঁজোয়া ইউনিটগুলিকে পুনর্বিন্যাস করে শত্রুরা ৭ই জুলাই সকালে পনিরি-র উপর সাংঘাতিক আক্রমণ শুরু করল। সেদিন পনিরি এলাকার স্থলে ও আকাশে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের মহাশব্দ মুহূর্তের জন্যও থামল না। নাৎসীরা ক্রমাগত নতুন নতুন প্যানৎসার ইউনিটকে যুদ্ধে নামাতে লাগল, কিন্তু সেখানেও আমাদের ব্যূহ রচিত প্রতিরক্ষাকে চূর্ণ করতে পারলনা।

৮ই জুলাই নাৎসীরা ওলখোভাতকার দিকে তাদের আক্রমণ জোরাল করল, আবার একবার সোভিয়েত সৈন্যদের বীরত্ব ও ধৈর্যের মুখে তাদের সব চেষ্টা ভেঙে পড়ল। কর্ণেল রুকোস্যুয়েভের ৩য় ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী ব্রিগেড ৩০০ শত্রু ট্যাঙ্কের সঙ্গে অসম লড়াইতে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করল।

সোভিয়েত প্রতিরক্ষা ভেদ করার জন্য নাৎসীদের পরবর্তী প্রচেষ্টাগুলিও এই অংশে কোনও ইতিবাচক ফল প্রসব করতে পারল না। ১০ই জুলাই পর্যন্ত

জার্মানরা আর এক কিলোমিটারও এগোতে পারল না, যদিও যে ট্যাঙ্কের উপর হিটলারের প্রধান ভরসা ছিল সেই ট্যাঙ্কের বেশির ভাগই তারা হারাল। ৯ই জুলাই যুদ্ধ যখন তুঙ্গে তখন সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফ আমাকে সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের পরিচালন কেন্দ্রে টেলিফোন করলেন এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি তাঁকে ওয়াকিবহাল করার পর জিজ্ঞাসা করলেন "পরিকল্পনায় যেমন বলা হয়েছে সেইভাবে এখন কি আমাদের ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গন ও ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের বাম পক্ষকে নামানর সময় হয়নি ?"

আমি জানালাম যে সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের আমাদের প্রতিরক্ষা ভেদ করার মত যথেষ্ট শক্তি আর শত্রুদের নেই, এবং যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর তারা এবার নির্ভর করতে বাধ্য হবে তা সংগঠিত করার মত অবসর থেকে তাদের বঞ্চিত করার জন্য আমাদের উচিত অবিলম্বে ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের এবং ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের বাম পক্ষের সমস্ত শক্তি নিয়ে আক্রমণাত্মক অভিযানে নেমে যাওয়া, তা নইলে সেন্ট্রাল রণাঙ্গন পরিকল্পিত প্রতি-আক্রমণ চালাতে পারবেনা।

আমার রিপোর্ট শুনে স্তালিন বললেন :

"আমি একমত। পোপভের কাছে যান ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনকে নামিয়ে দিন।... কখন ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গন আক্রমণ শুরু করতে পারবে ?"

"বারো তারিখে।"

"বেশ।"

আমি স্তালিনকে ভরোনেঝ রণাঙ্গন অংশের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলাম না কারণ ভ্যাসিলেভস্কির ও জেনারেল স্টাফের সঙ্গে আমার ক্রমাগত যোগাযোগ ছিল। আমি জানতাম যে সেন্ট্রাল রণাঙ্গন ক্ষেত্রের মতই সেখানেও জোর লড়াই চলছে।

সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফের নির্দেশ মত আমি ৯ই জুলাই ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের সদর দফতরে পৌছলাম। সেখানে আমার রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার এম. এম. পোপ ভমিলিটারি কাউন্সিলের সদস্য এল. জেড. মেখলিস এবং রণাঙ্গনের চিফ অব স্টাফ এল. এম. সান্দালভের সঙ্গে দেখা হল। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স থেকে তাঁরা ইতিমধ্যেই নির্দেশ পেয়েছেন আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করার জন্য।

জেনারেল সান্দালভের চলতি লড়াই পরিচালনায় অসাধারণ নৈপুণ্যের,

আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য সুস্পষ্টভাবে পরিকল্পনা তৈরি করার ও সৈন্য নিয়ন্ত্রণ সংগঠিত করার অসাধারণ ক্ষমতার কথা উল্লেখ করতেই হবে। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় মস্কোর প্রবেশদ্বারের লড়াইয়ের সময়ে, তখন তিনি ২০ তম আর্মির চিফ অব স্টাফ। তিনি সবচেয়ে দক্ষ চিফ অব স্টাফদের অন্যতম এবং চলতি লড়াই পরিচালনা সংক্রান্ত ও রণনীতিগত ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ।

অসাধারণ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জেনারেলদের নেতৃত্বাধীন আর্মিগুলি কর্তৃক আক্রমণাত্মক অভিযানের পরিকল্পনা ভাল করে বিবেচিত ও বিরচিত হয়েছিল। ৩-য় আর্মি ছিল জেনারেল এ. ভি. গোরবাতভের নেতৃত্বে, ৬১ তম আর্মির নেতৃত্বে ছিলেন জেনারেল পি. এ বেলভ এবং ৬৩ তম আর্মির নেতৃত্বে ছিলেন জেনারেল ভি ওয়াই. কোলপাকচি। ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের সঙ্গে ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের যে ১১-শ গার্ডস আর্মির আক্রমণাত্মক অভিযানে নামার কথা তার নেতৃত্বে ছিলেন জেনারেল আই. কে. বাগ্রামিয়ান। আমি ব্রিয়ানস্ক ও ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের সমস্ত আর্মিগুলির সঙ্গে দেখা করলাম ও আমার যথাসাধ্য উপদেশ দিয়ে তাদের সাহায্য করলাম।

বাগ্রামিয়ানের আর্মিতে আমার কিছু অত্যন্ত বিস্তারিত কাজ করতে হয়েছিল। আমাদের সম্পর্ক ছিল বহুকালের, অত্যন্ত কাজের আবহাওয়ায় গড়া এবং কমরেড সুলভ। ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্টের কম্যাণ্ডার ভি. ডি. সোকোলভস্কি; এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের প্রতিনিধি ও গোলন্দাজ বাহিনী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এন. এন. ভরোনভ সে সময়ে ১১-শ গার্ড আর্মির সঙ্গে ছিলেন। আর্মির গোলন্দাজ সেনার কম্যাণ্ডার জেনারেল পি. এস সেমিওনভের রিপোর্টে গোলন্দাজদের গোলাবর্ষণ সম্বন্ধে যে পদ্ধতি প্রস্তাবিত হয়েছিল তার আলোচনা করতে করতে আমরা সিদ্ধান্ত করলাম যে শত্রুর কাছে অজানা ও নতুন কিছু একটা নিয়ে তার সম্মুখীন হতে হবে। অনেক আলোচনার পর আমরা ঠিক করলাম যে আক্রমণটা শুরু করতে হবে গোলন্দাজদের প্রস্তুতির পরে নয় কারণ সেইটাই চালু পদ্ধতি এবং সেটা শত্রুকে দেখিয়ে দেয় যে কখন আমাদের আক্রমণ হতে পারে; আক্রমণ করতে হবে গোলন্দাজদের প্রস্তুতি প্রক্রিয়া যখন তুঙ্গে তারই মধ্যে। একথা বলতেই হবে যে এই পদ্ধতি কাজের মধ্যে যথোপযুক্ত বলেই প্রমাণিত হয়েছিল।

ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গন ও ১১-শ গার্ডস আর্মি আক্রমণাত্মক অভিযানে নেমে গেল ১২ই জুলাই। প্রথম দিনের অভিযানেই আমাদের ইউনিটগুলি গভীরে পর্যন্ত সুসংগঠিত শত্রু প্রতিরক্ষা ভেদ করল এবং ওরেলের দিকে এগোতে শুরু করল।

প্রত্যাশিতভাবেই শত্রুরা ওরেল অংশের দিকে ছুটল এবং সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনের বিরুদ্ধে যুদ্ধমান সৈন্যগঠনগুলি থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে তাদের ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গন এবং ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের ১১-শ গার্ড আর্মির বিরুদ্ধে নিয়োগ করতে লাগল। সেণ্ট্রাল রণাঙ্গন এই অবস্থার সুযোগ নিল এবং ১৫ই জুলাই প্রতি আক্রমণ শুরু করল।

এইভাবে নাৎসীদের বহুদিনের প্রস্তুতি করা আক্রমণাত্মক অভিযান ওরেল এলাকায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। জার্মান ফৌজের পরাজয়ের তিক্ত রস পান করা ছাড়া আর গতি রইল না; শক্তিশালী, অভিজ্ঞ ও অত্যন্ত ঘৃণিত এক শত্রুকে পর্যুদস্ত করার জন্য জনগণের তৈরী সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের পরাক্রান্ত অভিঘাত অনুভব করতে তারা বাধ্য হল।

১২ জুলাই স্তালিন আমায় ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের পরিচালন কেন্দ্রে ফোন করলেন এবং অবিলম্বে প্রোখোরোভকায় উড়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। সেখানে তখন জোরাল যুদ্ধ চলছিল। স্তালিন আমায় নির্দেশ দিলেন গিয়ে সেখানকার অবস্থা জানতে এবং ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গনের কাজকর্মের সমন্বয়ের ভার নিতে।

১৩ই জুলাই আমি ভাতুতিনের পরিচালন কেন্দ্রে গিয়ে পৌছলাম ও সেখানে ভ্যাসিলেভস্কির দেখা পেলাম।

আমি পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং শত্রুদের ও আমাদের নিজেদের ফৌজের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলাম, ভ্যাসিলেভস্কি যে সব ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত হলাম। সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফের কাছ থেকে তিনি নির্দেশ পেয়েছিলেন সাউথ-ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনে যেতে এবং ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গনের প্রতি-আক্রমণ দিয়ে যে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু হবে তা সংগঠিত করতে।

আমাদের রণাঙ্গনগুলির প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের পক্ষে আরও অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য সিদ্ধান্ত হল খণ্ড খণ্ড প্রতি-আক্রমণগুলিকে আরও জোরালভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে, পশ্চাদপসরণকারী শত্রুকে প্রবলভাবে

তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, বেলগোরোদ এলাকায় তাদের প্রতিরক্ষা লাইনকে অধিকার করে নেওয়া হবে ; তারপর এক সংক্ষিপ্ত ও নিবিড় প্রস্তুতির পর দুই রণাঙ্গনের সমস্ত শক্তি নিয়ে এক নিয়ামক প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করা হবে।

এই দিনটি বেলগোরোদ খণ্ডে যুদ্ধের মোড় ঘোরার সূচনা করল। ক্লান্ত এবং জয় সম্বন্ধে আর বিশ্বাস নেই অবস্থায় নাৎসী সৈন্যরা সমস্ত প্রধান অংশেই আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে চলে যাচ্ছিল। ১৬ই জুলাই তারা সমস্ত আক্রমণ বন্ধ করে দিল এবং নিজেদের চলাচল ও সরবরাহ ইউনিট ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেলগোরোদের দিকে সরিয়ে নিতে শুরু করল। ১৭ই জুলাই তারিখে সৈন্য প্রত্যাহার লক্ষ্য করা গেল। কিন্তু আমাদের ফৌজের মুখোমুখি ইউনিটগুলি কঠোর প্রতিরোধ চালিয়ে গেল।

১৮ই জুলাই ভ্যাসিলেভস্কি ও আমি ভি. ডি. ক্র্যচেনকিন, এ এস ঝাদভ ও পি এ. রোৎমিস্ত্রভের[1] নেতৃত্বাধীন বাহিনীর ইউনিটগুলির সঙ্গে ছিলাম। কমসোমলেৎস রাষ্ট্রীয় খামার ও ইভানভস্কিয়ে ভিসেলস্কি এলাকায় প্রবল যুদ্ধ আমরা নিজের চোখে দেখলাম। এখানে ২৯ তম ও ১৮-শ ট্যাঙ্ক কোর লড়াই করছিল। সেখানে শত্রুরা জোরাল অগ্নিবর্ষণ চালু রেখেছিল, এমনকি প্রতি-আক্রমণও করছিল। সেদিন রোৎমিস্ত্রভ ও ঝাদভের সৈন্যরা শত্রুদের কেবল ৪ অথবা ৫ কিলোমিটার পর্যন্ত ঠেলে দিতে পারল, আই. এম. চিস্তিয়াকভের ৬ষ্ঠ গার্ড আর্মি ভেরখোপেনিয়ে এলাকায় কেবল একটা উঁচু জায়গা অধিকার করতে পারল। দেখাই যাচ্ছিল যে চিস্তিয়াকভের সৈন্যরা অত্যন্ত ক্লান্ত, ৪ঠা জুলাই থেকে তাদের ঘুম বা বিশ্রাম ছিলনা। শত্রুদের প্রধান শক্তিগুলির পরিকল্পনা মাফিক প্রত্যাহার ঠেকানর জন্য বাড়তি শক্তির প্রয়োজন ছিল। তা করার জন্য আমাদের আই. এম. মানাগারভের ৫৩ তম আর্মির অংশকে নিয়ে আসতে হল।

এখানে আমি এই অভিযোগ খণ্ডন করতে চাই যে ভরোনেঝ রণাঙ্গনের মত না হয়ে সেন্ট্রাল রণাঙ্গন শত্রু কোন দিকে তার প্রধান আক্রমণ করবে তা

১ লেফটেনান্ট-জেনারেল ভি. ডি. ক্রুচেনকিন ৬৯ তম আর্মির কম্যাণ্ডার, লেফটেনান্ট জেনারেল এ. এস. ঝাদভ ৫ম গার্ডস আর্মির কম্যাণ্ডার এবং লেফটেনান্ট-জেনারেল পি. এ. রোৎমিস্ত্রভ ৫ম ট্যাঙ্ক আর্মির কম্যাণ্ডার ছিলেন।

সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেনি এবং ফলত এই রণাঙ্গন ১৬৪ কিলোমিটার জোড়া এক লাইনে তাদের সৈন্যদের ছড়িয়ে রেখেছিল ; দক্ষিণ দিক থেকে কুরস্কে অগ্রসরমান প্রধান সেনাগোষ্ঠীর দ্বারা আক্রান্ত ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মি তার প্রতিবেশীদের (প্রত্যেকে ৫০ কিলোমিটার) চেয়ে বেশি চওড়া (৬৪ কিলোমিটার) সম্মুখ-ভাগ রেখেছিল। এই আর্মি যে অংশে লড়ছিল সেখানেও ট্যাঙ্কের গড় ঘনত্ব ছিল প্রতি কিলোমিটার সম্মুখভাগে ২৫·৪টি কামান ও ২·৪টি ট্যাঙ্ক যেখানে এই রণাঙ্গনের অন্যান্য সব জায়গায় ছিল ৩৫·৬টি কামান এবং ৬·৯টি ট্যাঙ্ক।[১]

পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স, ভরোনেঝ রণাঙ্গনের জেনারেল স্টাফ ও কম্যাণ্ড মনে করেছিলেন যে শত্রুরা ৬ষ্ঠ গার্ড ও ৭ম গার্ড উভয় আর্মির বিরুদ্ধেই প্রধান আঘাত হানবে, কেবল ৬ষ্ঠ গার্ড আর্মির বিরুদ্ধে নয়। জার্মান ফৌজ যেখানে প্রধান আঘাত দেবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল সেই প্রতিরক্ষা খণ্ডের প্রস্থ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম গার্ড আর্মির সেই সম্মুখভাগ ছিল ১১৪ কিলোমিটার লম্বা যেখানে অন্য দুটি আর্মির ছিল ১৩০ কিলোমিটার।

কামান ও ট্যাঙ্কের গড় ঘনত্ব যথেষ্ট ভালভাবে হিসাব করা হয়নি : ৩৮তম এবং ৪০তম আর্মির অংশে কামানের ঘনত্ব ছিল অতি সামান্য ; ৩৮তম ও ৪০তম আর্মির ট্যাঙ্ক খুব কম ছিল। অপরপক্ষে ৬ষ্ঠ ও ৭ম গার্ডস আর্মির অংশে কেন্দ্রীভূত ছিল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তির প্রায় সমস্ত গোলন্দাজ ইউনিট ও গঠন, সমস্ত ট্যাঙ্ক ইউনিট ও গঠন এবং রণাঙ্গনের সমস্ত সংরক্ষিত শক্তি।

উপরন্তু ৬ষ্ঠ আর্মির প্রতিরক্ষা লাইনের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়েছিল সুসংগঠিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সমন্বিত ১ম ট্যাঙ্ক আর্মি, এবং ৬ষ্ঠ ও ৭ম গার্ডস আর্মির সংযোগ স্থলে, কিছুটা গভীরে ছিল নিজস্ব প্রতিরক্ষা লাইন সমন্বিত ৬৯তম আর্মি। তাছাড়া, ৬ষ্ঠ গার্ডস ও ৭ম গার্ডস আর্মির পিছনে লড়াই চালানর এলাকায় ছিল রণাঙ্গনের সংরক্ষিত শক্তি ৩৫-তম গার্ডস ইনফ্যান্ট্রি কোর এবং ২য় ও ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক কোর।

কাজেই, ভরোনেঝ রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার ভাতুতিনের বিরুদ্ধে সমালোচনায় ভিত্তি ছিল সাধারণভাবে বিরাজমান অবস্থার এক নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সৈন্যদের

১ গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার অব দা সোভিয়েত ইউনিয়ন, ১৯৪১-৪৫ ব্রিফ হিস্ট্রি, মস্কো, ১৯৬৫ পৃষ্ঠা ২৪৪ (রুশ সংস্করণ)।

ও অস্ত্রশস্ত্রের ঘনত্বের সম্পর্কে হিসাবের ভুল। আর্মিগুলির ব্যূহরচনার ঘনত্বই কেবল হিসাবে ধরা হয়েছিল, ৬ষ্ঠ গার্ড আর্মির এলাকায় নিযুক্ত জেনারেল হেড-কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তির কামানগুলিকে ধরা হয়নি। আর ট্যাঙ্কের ঘনত্বের বিষয়ে রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড প্রধানত ১ম ট্যাঙ্ক আর্মি এবং ২য় গার্ডস ও ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক কোরের উপর নির্ভর করেছিলেন।

একটা বড় যুদ্ধে আত্মরক্ষাকারীদের প্রতিরোধের শক্তির সঠিক পরিমাপ করতে হলে ব্যূহরচনার এলাকায় এবং আরও গভীরে জনশক্তি ও অস্ত্রশস্ত্রের হিসাব করা প্রয়োজন।

রণাঙ্গনগুলিতে আত্মরক্ষামূলক ফলাফলের বিচারের ব্যাপারে এ কথা মনে থাকবে যে একেবারে প্রথম দিনেই শত্রুরা ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ৬ষ্ঠ ও ৭ম গার্ডস আর্মিগুলিকে প্রায় ৫টি কোর (২য় এস. এস. প্যানৎসার কোর, ৩য় প্যানৎসার কোর, ৪৮তম প্যানৎসার কোর, ৫২তম আর্মি কোর ও রাউজ কোরের অংশ) নিয়ে আক্রমণ করেছিল, যেখানে সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের বিরুদ্ধে তারা তিনটি কোর ব্যবহার করেছিল। কাজেই ওরেলের দিক থেকে এবং বেলগোরোদ এলাকার দিক থেকে জার্মান ফৌজের প্রদত্ত আঘাতের শক্তির পার্থক্য সহজেই দেখা যায়।

রণকৌশলে ও রণনীতিতে ভাতুতিনের ব্যক্তিগত দক্ষতার বিষয়ে বলতে গেলে সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ বিচারে আমাকে বলতেই হবে যে তিনি অত্যন্ত পণ্ডিত ও সাহসী জেনারেল।

আগেই বলা হয়েছে যে কুরস্ক এলাকায় প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতি শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করার অনেক আগেই শুরু করা হয়েছিল। মে মাসে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে আলোচিত পরিকল্পনায় "কুতুজভ" সাংকেতিক নামে ওরেল অভিমুখে এক প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের কথা ভাবা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল ওরেলে শত্রু সৈন্যদের তিন দিক থেকে আক্রমণ করা, সেন্ট্রাল ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের এবং ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের বামপক্ষের আঘাতকে একত্র এনে মিলিয়ে দেওয়া।

সেইভাবে ওরেল এলাকাতে তিনটি রণাঙ্গনের পক্ষ থেকেই এক শক্তিশালী আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করা হয়েছিল, আশু উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার শত্রু সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করা।

এই আক্রমণাত্মক অভিযান এবং বেলগোরোদ এলাকায় শত্রুদের বিরাট ক্ষয়ক্ষতি নাৎসী কম্যাণ্ডকে বাধ্য করেছিল তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী সিটাডেল পরিকল্পনার ব্যর্থতা স্বীকার করতে। তাদের ফৌজের সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঠেকাতে তারা ফিল্ড মার্শাল মানস্টাইনের সৈন্যদের যেখান থেকে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করেছিল সেখানেই আত্মরক্ষা লাইনে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত করেছিল।

আমাদের ১ম ট্যাঙ্ক আর্মি এবং ৬ষ্ঠ গার্ডস ও ৭ম গার্ডস আর্মি যেহেতু সম্পূর্ণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তাই শত্রুরা তাদের প্রধান শক্তিগুলিকে ২৩শে জুলাইয়ের মধ্যে বেলগোরোদের প্রতিরক্ষা লাইনে প্রত্যাহার করে নিতে সক্ষম হল।

ওই একই দিনে ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গন জার্মান প্রতিরক্ষার কিনারেগিয়ে উপস্থিত হল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করতে পারল না, যদিও সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফের চাহিদা তাই-ই ছিল। জ্বালানি, গোলা-বারুদ ও অন্যান্য জিনিসের মজুত আবার পূরণ করার দরকার ছিল। তাছাড়া যুদ্ধরত বিভিন্ন ধবনের বাহিনীগুলির মধ্যে সহযোগিতা সংগঠিত করা, ভাল করে অনুসন্ধান করা এবং কতকগুলি ইউনিটের, বিশেষ করে গোলন্দাজ ও সাঁজোয়া ইউনিটের পুনর্বিন্যাস করার দরকার ছিল।

যেভাবেই হিসাব করা হোক আট দিনের কমে এ সব কাজ করা যেত না।

বারবার আলোচনার পর সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফ অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের সিদ্ধান্তে সম্মতি দিলেন, কারণ তখন তাছাড়া আর উপায় ছিল না। এ কথা জানা আছে যে ওই পরিকল্পনা অনুযায়ী অনেকটা গভীর পর্যন্ত অভিযান চালানর কথা, আর তার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রস্তুতি এবং সর্বাত্মক চলাচল ও সরবরাহ যোগানের প্রয়োজন। এগুলি না হলে ব্যর্থতার ঝুঁকি নিতে হত। একটি সুপরিকল্পিত ও সুপ্রস্তুত আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য কেবল শত্রুর প্রতিরক্ষার ব্যূহ রচনার গভীরে সফলভাবে প্রবেশ নিশ্চিত করাই উচিত নয়, আরও আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করাও উচিত। কিন্তু স্তালিন আমাদের এই অভিযানে তড়িঘড়ি নামাতে চাইছিলেন। অতিরিক্ত তড়িঘড়ি না করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রস্তুত হয়ে এবং চলাচল ও সরবরাহ সম্পূর্ণ নিশ্চিত করার পরই এই অভিযান করা উপযুক্ততর হবে একথা তাঁর কাছে প্রমাণ করতে ভ্যাসিলেভস্কি ও আমাকে প্রচুর চেষ্টা করতে হয়েছিল।

সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফ শেষ পর্যন্ত আমাদের যুক্তিতে সায় দিলেন।

স্তালিনের মৃত্যুর পর একথা বলা হয়েছিল যে তিনি কখনও অন্যের কথা শুনতেন না এবং রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যাপারে তাঁর নিজের মতই অনুসরণ করতেন। আমি এর সঙ্গে একমত নই। রিপোর্টগুলি যদি নির্ভরযোগ্য হত তা হলে তিনি শুনতেন। আমি এরকম উদাহরণ জানি যখন তিনি নিজের মত ও সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন। অনেকগুলি অভিযানের নির্ধারিত তারিখের ব্যাপারে তিনি তা করেছিলেন।

প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের মূল পরিকল্পনা মে মাসে রচিত হয়েছিল এবং সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল, আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের গতিপথে তার আরও উন্নতি ঘটান হয়েছিল এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে তা বারে বারে আলোচিত হয়েছিল। এ পরিকল্পনাটি ছিল ওরেল-বেলগোরোদ-খারকভ এলাকায় জার্মান ফৌজদের বিপর্যস্ত করার অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা, কাজেই সমগ্র গ্রীষ্মকালীন ও হেমন্ত-কালীন অভিযানের পরিকল্পনাটির অংশ।

প্রথম পর্যায়, অর্থাৎ আত্মরক্ষামূলক লড়াই সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনে শেষ হল ১২ই জুলাই এবং ভরোনেঝ রণাঙ্গনে শেষ হল ২৩শে জুলাই।

তারিখগুলি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণ হল লড়াইয়ের ভিন্ন ভিন্ন পরিসর ও সুযোগ, আরও কারণ এটাও বটে যে সেণ্ট্রাল রণাঙ্গন উল্লেখযোগ্য সাহায্য পেয়েছিল ব্রিয়ানস্ক ও ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের কাছ থেকে যারা শত্রুর ওরেলস্থ শক্তির বিরুদ্ধে এক আক্রমণাত্মক লড়াই শুরু করেছিল ও শত্রুকে বাধ্য করেছিল সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ফৌজদের মধ্যে থেকে সাতটি ডিভিশনকে প্রত্যাহার করতে।

লড়াইয়ের দ্বিতীয় পর্যায়, অর্থাৎ আক্রমণাত্মক অভিযানও সব জায়গায় একই সঙ্গে শুরু হয়নি। বেলগোরোদ এলাকায় শুরু হয়েছিল ৩রা আগস্ট, সেণ্ট্রাল, ব্রিয়ানস্ক ও ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গন আক্রমণাত্মক অভিযানে চলে যাওয়ায় কুড়ি দিন পরে।

সেণ্ট্রাল, ব্রিয়ানস্ক ও ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের প্রস্তুতি কম সময় নিয়েছিল কারণ আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের আগে ও লড়াই চলতে চলতেই আক্রমণাত্মক অভিযানের পরিকল্পনা বিস্তারিত করা হয়েছিল এবং চলাচল ও সরবরাহের

নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা হয়েছিল। বেলগোরোদ এলাকায় এর জন্য বেশি সময় লেগেছিল কারণ প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে জড়িত স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্যদের পূর্ণ বিকশিত পরিকল্পনার অভাব ছিল। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি হওয়ার দরুণ তাঁরা জানতে পারত না সঠিক কি কর্তব্য তাদের দেওয়া হবে এবং শত্রুর যে শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হবে তাদের শক্তি কি।

প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতির স্তরে আমাকে প্রধানত ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্যদের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছিল। ৩০শে জুলাই সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফের নির্দেশ অনুযায়ী আমি ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের ৪র্থ ট্যাঙ্ক আর্মির কাছে বিমানে করে যাই।

"রুমিয়ানস্তেভ" সাংকেতিক নামাঙ্কিত অভিযানের পরিকল্পনা অনুযায়ী ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গনকে পার্শ্ববর্তী পক্ষগুলির ফৌজদের সঙ্গে মিলে মোটামুটি বোগোতুখভ, ভালকি এবং নোভায়া ভোদোলাগার অভিমুখে, খারকভের পশ্চিম ঘিরে, প্রধান আঘাত হানার কথা ছিল। যখন আমাদের বাহিনীগুলি খারকভে পৌঁছিবে তখন সাউথ-ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের আক্রমণাত্মক অভিযানে নামার কথা ছিল এবং জেনারেল এন. এ. গাগেনের নেতৃত্বে ওই রণাঙ্গনের ৫৭তম আর্মির ঘুরে গিয়ে খারকভের দক্ষিণ-পশ্চিমে যাওয়ার কথা ছিল।

ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যদের যে পরিস্থিতিতে প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে যেতে হল তা ওরেল এলাকার তুলনায় অনেক জটিল। আত্মরক্ষা-মূলক লড়াইয়ের মধ্যে জনবল ও জিনিসপত্রের দিক থেকে তাদের বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। যথা সময়ে শত্রু তার সুরক্ষিত অবস্থানে সরে যেতেপেরেছিল এবং আমাদের আক্রমণের জন্য বেশ প্রস্তুত ছিল।

সব কিছু থেকেই বোঝা যাচ্ছিল ঘোর যুদ্ধ হবে, বিশেষত স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্যদের পক্ষে, অবস্থার গতিকে যাদের সামনে পড়েছিল সুরক্ষিত বেলগোরোদ প্রতিরক্ষা এলাকা।

ভারোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গনের অভিযানের কথা বলতে গিয়ে আমার একটু অন্য কথা বলে নেওয়ার ইচ্ছা আছে। কখনও কখনও আমাদের ইতিহাস-বিদরা আমায় জিজ্ঞাসা করেন কুরস্কের যুদ্ধে স্তেপি রণাঙ্গনকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল কিনা।

ওই সমস্ত ঘটনাকে যখন ভাসাভাসাভাবে দেখা যায় তখন এই প্রশ্নটি

যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়। যুদ্ধের আত্মরক্ষামূল পর্যায়ে এই রণাঙ্গনের অনেকখানি শক্তি খণ্ডে খণ্ডে ব্যয়িত হয়েছিল, প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে যাওয়ার সময়ে এ রীতিমত দুর্বল অবস্থায় ছিল।

তথাপি একথা, আমি নিশ্চয়ই বলব যে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স স্তেপি রণাঙ্গনকে যথাযথভাবেই ব্যবহার করেছিলেন। ভরোনেঝ রণাঙ্গনকে নতুন শক্তি যোগাতে স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্যদের আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে যদি না পাঠান হত তাহলে ভরোনেঝ রণাঙ্গন বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ত। তা আমরা হতে দিতে পারতাম না, কারণ তা করলে আমাদের কোথায় গিয়ে পড়তে হত সেকথা বোঝা কঠিন নয়।

বেলগোরোদ অভিমুখে সমস্ত শক্তির সঙ্গে একই সময়ে স্তেপি রণাঙ্গনের প্রতি-আক্রমণে যাওয়া সম্পর্কে এ কথা বলা উচিত যে, যখন তার কতকগুলো আর্মিকে ভরোনেঝ রণাঙ্গনকে শক্তি যোগানর জন্য ব্যবহার করে ফেলা হয়েছিল, সেই অবস্থায় সমগ্র স্তেপি রণাঙ্গনকে এই অভিযানে নামানর পক্ষে পরিস্থিতি যথাযথভাবে পরিণত হয়নি। বেলগোরোদ-খারকভ এলাকায় প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের পরিস্থিতি পরিষ্কার হল কেবল ২০, অথবা এমনকি ২৩শে জুলাই। প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করা যেত কেবল দুই রণাঙ্গনের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রস্তুতির পর, আর তাতে কিছু সময় লাগত। যা হোক, বেলগোরোদ-খারকভ এলাকার ঘটনাবলীতে ফিরে আসা যাক।

শত্রুকে তাড়া করে আমাদের সৈন্যরা ২৩শে জুলাই বেলগোরোদের উত্তর বরাবর লাইনে পৌঁছে গেল এবং ৫ই জুলাইয়ের আগে ভরোনেঝ রণাঙ্গন যে প্রতিরক্ষা ঘাঁটিগুলি ধরে ছিল সেগুলির পুনরুদ্ধার করল।

রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডারদের, জেনারেল স্টাফের ও সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফের সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা সিদ্ধান্ত করলাম এগিয়ে যাওয়া বন্ধ করা হবে এবং আগামী লড়াইগুলির জন্য খুব ভাল করে প্রস্তুত হতে হবে।

আক্রমণাত্মক অভিযানে চলে যাওয়ার আগে রণাঙ্গনগুলিকে তাদের সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের পুনর্বিন্যাস করতে হল, ক্ষয়ক্ষতি যা হয়েছে, বিশেষ করে ৬ষ্ঠ ও ৭ম গার্ডস আর্মিতে, ১ম ট্যাঙ্ক আর্মিতে ও অনেকগুলি গোলন্দাজ ইউনিটে, তাকে আবার পূরণ করতে হল, জ্বালানি, গোলাবারুদ, গভীর আক্রমণাত্মক অভিযান করার পক্ষে আর যা কিছু অপরিহার্য সে সব জিনিসের যোগান আবার পুরো

করতে হল।

স্তেপি রণাঙ্গনের এ ছাড়াও আবার আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য তাদের পরিকল্পনার খুঁটিনাটি সম্পর্কে নজর দিতে হল এবং চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হল।

বেলগোরোদের সোভিয়েত প্রতি-আক্রমণের সাধারণ পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল :

ভরোনেঝ রণাঙ্গনকে তার ৫ম ও ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মি, ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মি এবং ১ম ট্যাঙ্ক আর্মিকে নিয়ে ভালকি ও নোভায়া ভোদোলাগা অভিমুখে প্রধান আঘাত দিতে হবে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মির ব্যূহভেদের এলাকায় কামানের ঘনত্ব বাড়িয়ে প্রতিকিলোমিটারে ২৩০টি রণাঙ্গনের কামান ও মর্টার এবং ৭০টি ট্যাঙ্ক করতে হবে। ডিভিশনগুলিকে ব্যূহ ভেদের এলাকা দিতে হবে প্রস্থে ৩ কিলোমিটার পর্যন্ত।

সেখানে এই বিপুল পরিমাণ আক্রমণাত্মক উপকরণ জড়ো করার কারণ এই যে প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রথম দিনেই দুটি ট্যাঙ্ক আর্মিকে ছেদের মধ্যে ঢোকানর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এর দক্ষিণে ৪০ তম ও ৩৮ আর্মির সাধারণ ভাবে গ্রাইভোরোন অভিমুখে আক্রমণ করার ও সেখান থেকে এসতিয়ানেৎসের দিকে এগোনর ঠিক হয়েছিল। বিমান ছত্র দেওয়ার কথা ছিল জেনারেল এস এ. ক্রাসভস্কির নেতৃত্বাধীন ২য় এয়ার আর্মির।

৫৩ তম ও ৬৯ তম আর্মি, ৭ম গার্ডস আর্মি এবং ১ম মেকানাইজড কোর নিয়ে কর্নেল জেনারেল আই এস. কোনেভের নেতৃত্বে স্তেপি রণাঙ্গনকে ভার দেওয়া হয়েছিল গোড়ায় বেলগোরোদ দখল করার ও তারপর ভরোনেঝ রণাঙ্গনের প্রধান শক্তিগুলির সহযোগিতায় আরও এগিয়ে যাওয়ার। স্তেপি রণাঙ্গনকে বিমান ছত্র দেওয়ার কথা ছিল জেনারেল গোরিউনভের ৫ম এয়ার আর্মির।

৩রা আগস্ট সকালে বেলগোরোদ এলাকায় প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করা হল। অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছিল যে শত্রুরা অন্যান্য অংশ থেকে বহু সংখ্যায় প্যানৎসার ও মোটরবাহিত ডিভিশন এবং প্রয়োজনীয় স্থানপূরক শক্তি বেলগোরোদ-খারকভ সৈন্য সজ্জার দিকে সবেগে পাঠাচ্ছে।

ভরোনেঝ রণাঙ্গন শত্রুকে কামান ও বিমান থেকে অগ্নিবর্ষণ করে প্রবল

আঘাত হানল, ফল হল এই যে বহু সংখ্যক ট্যাঙ্কের বলে বলীয়ান আক্রমণকারী ৫ম ও ৬ষ্ঠ গার্ড আর্মি দ্রুত শত্রুর প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করল। বিকালে ১ম ট্যাঙ্ক আর্মি ও ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মিকে লড়াইয়ে নামিয়ে দেওয়া হল এবং দিনের শেষে তাদের অগ্রসর ইউনিটগুলি ৩০-৩৫ কিলোমিটার এগিয়ে গেল, শত্রুর ব্যূহরচিত প্রতিরক্ষার সমস্তটাই ভেদ করে ফেলল।

স্তেপি রণাঙ্গনের আক্রমণ-ক্ষমতা ভরোনেঝ রণাঙ্গনের মত ছিল না, কাজেই তাদের অগ্রগতি কিছুটা মন্থরতর ছিল। দিনের শেষে এর অগ্রসর ইউনিটগুলি ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত এগিয়েছিল, কিন্তু আমরা একে একটা বড় সাফল্য বলে গণ্য করেছিলাম কারণ স্তেপি রণাঙ্গনের মুখোমুখী শত্রুর প্রতিরক্ষা অন্যান্য জায়গার চেয়ে বেশি প্রবল ও গভীর ছিল।

পরের দিন শত্রুর প্রতিরোধ কঠোর হল এবং স্তেপি রণাঙ্গনের আক্রমণাত্মক অভিযান মন্থর হয়ে গেল। কিন্তু এ নিয়ে আমরা বেশি চিন্তিত হলাম না, কারণ ভরোনেঝ রণাঙ্গনের প্রধান আক্রমণকারী শক্তিগুলি শত্রুর বেলগোরোদ সৈন্যসমাহারের পাশ কাটিয়ে সফলভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল, শত্রুরা পরিবেষ্টিত হওয়ার ভয়ে দিনের শেষে পিছিয়ে যেতে লাগল। তার ফলে স্তেপি রণাঙ্গনের পক্ষে তার অগ্রগতির দ্রুততর করা সম্ভব হল।

৮৯তম গার্ডস ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের ২৭০তম গার্ডস ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট ৩০৫তম ও ৩৭৫তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের সঙ্গে মিলে ৫ই আগস্ট ভোর ৬টায় বেলগোরোদে ঢুকে পড়ল। ৯৩তম গার্ডস এবং ৯৪তম গার্ডস ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন এবং ১১১-শ ইনফ্যানন্ট্রি ডিভিশন বিশেষ কৃতিত্ব দেখাল। শহর থেকে শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়ে ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যরা স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্যদের সঙ্গে মিলে উত্তাল তরঙ্গে এগিয়ে গেল। ব্রিয়ানস্ক, ওয়েস্টার্ণ ও সেন্ট্রাল রণাঙ্গনগুলির সৈন্যরা, যারা ওরেল মুক্ত করেছিলেন, এবং স্তেপি ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যরা, যারা বেলগোরোদ মুক্ত করেছিলেন—তাদের ৫ই আগস্ট সন্ধ্যায় আমাদের রাজধানী মস্কো অভিবাদন জানাল।

ঘটনাবলীর গতিধারার মূল্যায়ন করে ৬ই আগস্ট স্তেপি রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড ও আমি সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফের কাছে বেলগোরোদ-খারকভ এলাকায় লড়াই সম্বন্ধে আমাদের প্রস্তাব পাঠালাম।

"যুদ্ধ ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর কাছ থেকে, ৬ই আগস্ট, ১৯৪৩

"কমরেড ইভানের কাছে

"আমাদের রিপোর্ট করার আছে :

"শত্রু প্রতিরক্ষা সাফল্যের সঙ্গে ভেদ করার পর এবং বেলগোরোদ-খারকভ এলাকায় আক্রমণকে জোরদার করার জন্য আমরা নিম্নোক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী অভিযান চালাব :

"১ ৫৩তম আর্মি সোলোমাতিনের কোরের[১] সঙ্গে মিলে বেলগোরোদ-খারকভ রাজপথ দিয়ে এগোবে, প্রধান আক্রমণ করবে দেরগাছি অভিমুখে।

"ওলশানি-দেরগাছি লাইনে পৌঁছনর পর এই আর্মি জ্দানভের ইউনিট-গুলিকে অবসর দেবে।

"৬৯তম আর্মি ৫৩তম আর্মির বাঁ দিকে চোরমোশনোয়ে অভিমুখে এগোবে। সেখানে পৌঁছে ৬৯তম আর্মি তার সেরা ডিভিশনের কতকগুলিকে মানাগারভের হাতে দেবে এবং নিজে রণাঙ্গনের সংরক্ষিত শক্তির মধ্যে থাকবে মিকোয়াশেভকা-চেরেমোশনোয়ে-গ্রিয়াজনোয়ে এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি পূরণে যোগান দেওয়ার জন্য।

"যত শীঘ্র সম্ভব আরও ২০,০০০ সৈন্য দিয়ে ৬৯তম আর্মির শক্তিবৃদ্ধি অত্যাবশ্যক।

"৭ম গার্ডস আর্মি এখন পুশকারনোয়ে এলাকা থেকে ব্রোদকের দিকে ও সেখান থেকে বোচকোভকার দিকে এগোবে শত্রুকে দক্ষিণ থেকে উত্তরে ঠেলে নিয়ে।

"চেরমোশনোয়ে-ঝাভোরোভকা লাইন থেকে ৭ম গার্ডস আর্মি ৎসিরকুনিতে তার প্রধান আক্রমণ করবে এবং চেরকাসকায়া-লোঝোভায়া-ৎসিরকুনি-ক্ল্যচকিন লাইনে পৌঁছবে।

"এর কিছু ইউনিট ঝাবোরোভকা এলাকা থেকে মুরোমের দিকে ও তারপর তেরনোভায়ায় যাবে ৫৭তম আর্মিকে রুবেঝনোয়ে ও স্তারি সালতভ এলাকায় সেভেরস্কি দনেৎস নদী পার হতে সাহায্য করতে।

২. "সাউথ-ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের ৫৭তম আর্মিকে স্তেপি রণাঙ্গনে স্থানান্তর

১ লেফটেনাণ্ট জেনারেল এম. ডি. সোলোমাতিন ১ম মেকানাইজড কোরের সেনাপতিত্ব করেছিলেন।

—সম্পাদক

করা এবং এখন তাকে রুবেঝনোয়ে-স্তারি সালতভ লাইন থেকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত করা বাঞ্ছনীয়, এই আক্রমণের সাধারণ গতিমুখ হবে নেপোক্রিতায়া অভিমুখে এবং সেখান থেকে ক্রুজে অভিমুখে।

"৫৭তম আর্মিকে অবশ্যই কুতুজভকা রাষ্ট্রীয় খামার-ক্রুজে রাষ্ট্রীয় খামার-রোগান সেভারনায়া লাইনে নিয়ে যেতে হবে।

"৫৭তম আর্মি যদি সাউথ-ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের নেতৃত্বে পরিচালিত থাকে তাহলে শুমিলভ[১] যখন মুরোম এলাকায় পৌছবেন তখন এই আর্মিকে উপরোক্ত দিকে আক্রমণাত্মক অভিযান করতে অবশ্যই নির্দেশ দিতে হবে।

"৩. দ্বিতীয় পর্যায়কে, অর্থাৎ খারকভ অভিযানকে কার্যকর করতে স্তেপি রণাঙ্গনে স্থানান্তর করা দরকার ৫ম গার্ডস আর্মিকে, যে ওলশানি-স্তারি-মেরচিক-ওগুলৎসি এলাকায় এগিয়ে যাবে।

"আমরা সাময়িকভাবে খারকভ অভিযান নিম্নোক্তভাবে পরিচালনা করার প্রস্তাব করছি।

"ক) রোৎমিস্ত্রভের সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতায় ৫৩তম আর্মি খারকভকে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘিরবে।

"খ) শুমিলভের বাহিনী ৎসিরকুনি-দেরগাচি লাইন থেকে দক্ষিণ মুখে এগোবে।

"(গ) ৫৭ তম আর্মি পূর্ব দিক থেকে ক্রুজে রাষ্ট্রীয় খামার-রোগান লাইন থেকে এগোবে খারকভকে দক্ষিণ দিক থেকে ঘিরে।

"(ঘ) ৬৯ তম আর্মি (যদি ততদিনে নতুন শক্তি পায়) নামবে ওলশানি এলাকার ঝাদভ ও মাশগারভের সীমারেখায় এবং খারকভ অভিযানকে দক্ষিণ থেকে মদত যোগানর জন্য দক্ষিণ দিকে এগোবে।

"৬৯ তম আর্মি স্নেঝকভ-কুত-মিস্কোভা-প্রোসিয়ানোয়ে-নোভোসিও-লোভকা লাইনে পৌছবে।

"(ঙ) ভরোনেঝ রণাঙ্গনের বাম পক্ষের ওত্রাদা-কোলোমাক-স্নেঝকভ কুত লাইনে এগোন অত্যাবশ্যক।

"এ কাজ করবে ঝাদভের সেনাবাহিনী এবং ২৭ তম আর্মির বাম পক্ষ।

১ লেফটেনান্ট জেনারেল এম. এস. শুমিলভ ৭ম গার্ডস আর্মির সেনাপতিত্ব করেছিলেন।
—সম্পাদক

"কাতুকভের[১] সেনাবাহিনীকে কোতিয়াগা-[illegible]-মেরেফা এলাকায় পাওয়া বাঞ্ছনীয়।

"সাউথ-ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনকে অবশ্যই একটা আক্রমণ করতে হবে ঝামন্তিয়ে এলাকা থেকে সাধারণভাবে মেরেফা অভিমুখে মুঝা নদীর উত্তর তীর দিয়ে এগিয়ে; এর সৈন্যদের একাংশ চুগুইয়েভ হয়ে ওসনোভার দিকে যাবে; আর এক অংশ ঝামোন্তিয়ের দক্ষিণের বনাঞ্চল শত্রুশূন্য করবে এবং নোভোসিও-লোভকা-ওখোচায়ে-ভেরখ্‌নি বিশকিন-গোয়েভকা লাইনে পৌঁছবে।

"৪ খারকভ অভিযানের জন্য দরকার হবে ২০,০০০ বদলি সৈন্য ছাড়া ৫৩ তম আর্মির ও ৭ম গার্ডস আর্মির ডিভিশনগুলির জন্য ১৫,০০০ সৈন্য এবং সাঁজোয়া ইউনিটগুলির জন্য ২০০টি টি-৩৪, ১০০ টি টি-৭০ এবং ৩৫টি কে, ভি ট্যাঙ্ক।

চারটি স্বয়ং-চালিত গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট ও দুটি ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেডকেও অন্য জায়গা থেকে বদলি করে আনা দরকার।

"রণাঙ্গনের বিমান বাহুকে নিম্নোক্ত সংখ্যক আক্রমণকারী বিমান, জঙ্গী বিমান ও বোমারু বিমান দিয়ে শক্তি যোগাতে হবে; ৯০ টি জঙ্গী বিমান, ৪০ টি পিই—২ বিমান এবং ৬০টি আই. এল বিমান।

"অনুমোদনের অপেক্ষায় রইলাম,

"জুকভ, কোনেভ, জাথারভ"

বেলগোরোদ দখল করার পর সোভিয়েত সৈন্যরা খারকভ অভিমুখে সাফল্যের সঙ্গে ঠেলে এগোতে শুরু করল। ২২শে আগস্ট পরিবেষ্টিত হওয়া এড়ানর জন্য শত্রুরা শহর থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার শুরু করল। ২৩শে আগস্ট সকালে শত্রুর পশ্চাদ্‌রক্ষী সৈন্যদের সঙ্গে একটা সজ্ঘর্ষের পর স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্যরা খারকভে প্রবেশ করল এবং জনগণের কাছ থেকে সোৎসাহ স্বাগত অভ্যর্থনা পেল।

এই উপলক্ষ্যে একটি জনসমাবেশ হল। তাতে ভাষণ দিলেন ইউক্রাইনিয় পার্টি সংগঠন, সরকার ও সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর প্রতিনিধিরা। সে এক উৎসবের ব্যাপার। খারকভের অধিবাসীরা আনন্দে আত্মহারা হল। এই সুন্দর

---

১ লেফটেনাণ্ট জেনারেল এম. ওয়াই. কাতুকভ ১ম ট্যাঙ্ক আর্মির সেনাপতিত্ব করেন।
—সম্পাদক

ইউক্রাইনিয় শহরটিকে যারা মুক্ত করেছিল সেই গৌরমণ্ডিত সৈন্যদের মস্কো সেদিনই অভিবাদন জানাল।

ইতিমধ্যে স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্যরা খারকভের দক্ষিণে লড়াই করছিল ও মেরেফা এলাকায় এগোচ্ছিল।

বোগোদুখভ ও আখতিরকা এলাকায় শত্রুদের প্রতি-আক্রমণ হটিয়ে ভরোনেঝ রণাঙ্গন ২৫শে আগস্ট সুমি-গাদিয়াথ-কনস্তান্তিনোভকা লাইনে নিজেদের অবস্থান সংহত করল এবং নীপারের মাঝামাঝি অংশে পৌছনর উদ্দেশ্য নিয়ে এক আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করল। স্তেপি রণাঙ্গনের জন্যও অনুরূপ লক্ষ্য স্থির করা হল।

ওয়েস্টার্ণ, ব্রিয়ানস্ক ও সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের সৈন্যরা ওরেল এলাকায় আক্রমণাত্মক অভিযান চালিয়ে গেল। ১৮ই আগস্টের মধ্যে এই সব রণাঙ্গনের ইউনিটগুলি ল্যুদিনভের দক্ষিণে ব্রিয়ানস্কের ২৫ কিলোমিটার পূর্বে দমিত্রোভস্ক ওরলভস্কি পর্যন্ত বিস্তৃত লাইনে পৌছে গিয়েছিল।

এইভাবে সমাপ্ত হল কুরস্ক, ওরেল, বেলগোরোদ, খারকভ, বোগোদুখভ এবং আখতিরকা এলাকার মহান যুদ্ধ। যে সব জার্মান সৈন্য সমাহারের উপর সামরিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে হিটলার এত আশা পোষণ করেছিল এই যুদ্ধ তাদের সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিল।

মার্শাল

আলেক্সান্দার ভ্যাসিলেভস্কি*

কুরস্ক যুদ্ধের রণ-নৈতিক পরিকল্পনা



পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কিছু ঘটনা আছে যা মানুষের মনে অনপনেয় ছাপ রেখে যায়। এই রকম একটি ঘটনা হল ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালের কুরস্ক বালজের ঐতিহাসিক যুদ্ধে সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের বিজয়, এ এমন এক বিজয় যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতিপথকে এবং তার ফলাফলকে হিটলার-বিরোধী জোটের দেশগুলির অনুকূলে বহুল পরিমাণে পূর্ব-নির্ধারিত করে দিয়েছিল।

বছরের পর বছর পার হবে কিন্তু সোভিয়েত জনগণ ও তাঁদের গৌরবময় সেনাবাহিনী, যাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসী দস্যুদের যুদ্ধের প্রধান বোঝা বহন করেছিলেন এবং নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া তাৎপর্যসম্পন্ন এক ঐতিহাসিক বিজয় লাভ করেন, তাঁদের মহান যুদ্ধকীর্তি কখনও বিস্মৃতিতে হারাবেনা। অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্যগুলি রক্ষায়, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের জন্য আমাদের জনগণের বীরত্বময় ও বিজয়ী সংগ্রামের ইতিহাসে এ স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে গিয়েছে।

১৯৪৩ সালের সেই গ্রীষ্মকাল যখন নাৎসী রাজনৈতিক ও সামরিক নেতারা যুদ্ধের মোড় ঘোরানর জন্য এবং নাৎসী জার্মানিদের দুনিয়া জয়ের আগ্রাসী-লক্ষ্য পূরণের জন্য তাদের শেষ চাল চেলেছিল, তখন তিন দশকেরও বেশি কাল কেটে গিয়েছে। সোভিয়েত সেনাবাহিনী, যারা বিগত দুই বছরের কঠোর যুদ্ধে

* দুইবার 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর' উপাধি প্রাপ্ত মার্শাল ভ্যাসিলেভস্কি কুরস্কের যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর চিফ অব দা জেনারেল ষ্টাফ ছিলেন এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের প্রতিনিধি হিসাবে কুরস্ক বালজ ও দনবাসের যুদ্ধে রণাঙ্গনগুলির কাজকর্মের সমন্বয় সাধন করেছিলেন।

আক্রমণকারীদের কেবল প্রতিহতই করেনি, মস্কো ও স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে সাংঘাতিক পরাজয়ের আঘাতও দিয়েছিল, আর একবার তারা ওদের পথে অনতিক্রম্য বাধা হিসাবে নিজেদের প্রমাণ করল। কুরস্ক বালজে সোভিয়েত সৈন্যদের বীরোচিত প্রতিরোধ নাৎসী সেনাবাহিনীকে তাদের বহু-বিজ্ঞাপিত-পূর্ব-অভিমুখী আক্রমণাত্মক অভিযান বন্ধ করে দিতে এবং আর একটি পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল। কুরস্কের যুদ্ধে নাৎসী ভেরমাখটের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছিল এবং এই যুদ্ধেই সাফল্যের সকল আশা হারিয়ে নাৎসী জার্মানি বুঝেছিল যে ১৯৩৯ সালের হেমন্তকালে যে যুদ্ধ সে শুরু করেছিল সে যুদ্ধে পরাজয়ের সম্ভাবনার সর্বনাশ মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমূল মোড় ঘোরা, যার শুরু হয়েছিল মস্কোর অসামান্য যুদ্ধ দিয়ে, স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে যে শিখরে পৌছেছিল, তার পরিপূর্ণ পরিণতি হয়েছিল কুরস্ক বালজের যুদ্ধে, কাজেই মস্কো, স্তালিনগ্রাদ ও কুরস্ক যুদ্ধের স্রোত ঘুরিয়ে দেওয়ার সংগ্রামে তিনটি প্রধান পর্যায়, নাৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে জয়লাভের পথে কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের সেভিয়েত জনগণকে যে বিজয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিল, সেই জয়ের পথে তিনটি পথচিহ্ন।

রণনৈতিক উদ্যোগ ছিনিয়ে নেওয়া এবং বজায় রাখার জন্য ১৯৪১ সালের জুন থেকে ১৯৪৩ সালের জুলাই পর্যন্ত সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের দু'বছর ব্যাপী সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নিয়ামক রণাঙ্গন সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী বরাবরের মত উদ্যোগ করায়ত্ত করল কুরস্কের যুদ্ধে। পরবর্তী সমস্ত লড়াই পরিচালিত হয়েছে এমন পরিস্থিতিতে যেখানে উদ্যোগ সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর হাতে দৃঢ়ভাবে রয়েছে, এবং শত্রুর বিরুদ্ধে পরবর্তী কালের বড় বড় জয়লাভের পক্ষে এটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মে কুরস্কের যুদ্ধ নাৎসী জার্মানির ও তার সাগরেদ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এক নতুন পর্যায়ের সূচনা করেছিল।

কুরস্কে আত্মরক্ষামূলক এবং ওরেল ও বেলগোরোদে আক্রমণাত্মক এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সোভিয়েত রণনৈতিক লড়াই নিয়ে গঠিত কুরস্কের যুদ্ধ তার বিপুল পরিসর, অসাধারণ তীব্রতা ও রোষের জন্য খ্যাত। এই তিক্ত ও রক্তাক্ত সংগ্রাম স্থলে ও আকাশে ৫০ দিন ধরে চলেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যান্য প্রধান লড়াইয়ের তুলনায় কুরস্কের যুদ্ধ ছিল হ্রস্বতম। একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে

মস্কো, স্তালিনগ্রাদ, দ্নীপার ও এই নদীর পশ্চিমস্থ ইউক্রাইনের যুদ্ধের প্রত্যেকটি সাত মাস ধরে চলেছিল, ককেশাসের লড়াই চলেছিল ১৪ মাসের উপর এবং লেনিনগ্রাদের যুদ্ধ দুই বছরের বেশি।

কুরস্ক লড়াইতে সশস্ত্র ফৌজের শক্তিশালী সৈন্যসমাহারগুলি জড়িত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ সোভিয়েত কম্যাণ্ড ৬টি রণাঙ্গন[১], দূর-পাল্লার বিমান পরিবহন এবং বিরাট এক গেরিলা বাহিনীকে নামিয়েছিলেন। দুই পক্ষ লড়াইয়ে নামিয়েছিল ৪০ লক্ষেরও বেশি সৈন্য, ৭০,০০০ রণাঙ্গনের কামান ও মর্টার, মোটামুটি ১৩,০০০ ট্যাঙ্ক ও স্বয়ং-চলিত কামান এবং ১২,০০০-এর বেশি বিমান—মস্কো বা স্তালিনগ্রাদের তুলনায় অনেকটা বেশি।

কুরস্ক বালজে, বিশাল ট্যাঙ্ক সংঘর্ষগুলির কোনও তুলনা যুদ্ধে নেই। যুদ্ধের ইতিহাসে সাঁজোয়া গাড়ির এরকম ব্যাপক ব্যবহার কখনও দেখেনি।

নতুন করে সংগঠিত সোভিয়েত ট্যাঙ্ক আর্মিগুলি এবং পৃথক ট্যাঙ্ক ও মেকানাইজড কোরসমূহ কুরস্কের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এ যুদ্ধকে যথার্থভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৃহত্তম ট্যাঙ্ক যুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়।

১৯৪২-৪৩ সালে স্তালিনগ্রাদের শীতে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নাৎসী রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের পরিকল্পনা এই সুবিশাল যুদ্ধে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এ যুদ্ধ ভেরমাখটের আক্রমণাত্মক রণনীতিকেই কেবল চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত করে দেয়নি, তাদের আত্মরক্ষামূলক রণনীতিকেও গুরুতরভাবে দুর্বল করে দিয়েছিল, কারণ তার ভরসা ছিল প্রবল সাঁজোয়া শক্তিকে ব্যবহারের উপর, আর সোভিয়েত ফৌজ সেগুলিকেও ধ্বংস করেছিল। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর হাতে শত্রুর পরাজয় এত ভয়ঙ্কর ছিল যে নাৎসী জার্মানি তা কাটিয়ে উঠতে এবং বিরাট ক্ষয়ক্ষতি তাড়াতাড়ি পূরণ করতে অক্ষম হয়েছিল। কুরস্কের যুদ্ধে সোভিয়েত ফৌজ সাতটি প্যানৎসারসহ শত্রুর ৩০টি ডিভিশনকে পর্যুদস্ত করেছিল।

কুরস্কে বহুল-প্রচারিত আক্রমণাত্মক অভিযানের ব্যর্থতা নাৎসীদের গোটা সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গন জুড়ে রণনৈতিক আত্মরক্ষায় চলে যেতে বাধ্য করেছিল। এই প্রসঙ্গে পশ্চিম জার্মান ইতিহাসবিদ ভালটার গোয়েরলিৎস সখেদে লিখেছিলেন: "সত্য কথা হল এই যে কুরস্ক বালজে বিরাট যুদ্ধে জার্মান

---

১ সাউথ-ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের ১৭-শ এয়ার আর্মি। সহ-সম্পাদক।

ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের বিরুদ্ধে। শীতকালীন আক্রমণের সময়ে এই রণাঙ্গনের দক্ষিণ পক্ষ ঝাপোরোঝেয়ে এলাকায় দনীপারের দিকে ঠেলে এগিয়ে গিয়েছিল। দনীপার ও সেভেরস্কি দনেৎসের মধ্যে জোর লড়াইয়ের গতিপথে শত্রুরা ফেব্রুয়ারির শেষভাগের ভিতর এই রণাঙ্গনের সৈন্যদের সেভেরস্কি দনেৎসের পিছনে ঠেলে দিয়েছিল। সাউথ-ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের প্রত্যাহার ভরোনেঝ রণাঙ্গনের বামপক্ষকে গুরুতরভাবে বিপন্ন করে ফেলেছিল। ভরোনেঝ রণাঙ্গন আক্রমণাত্মক যুদ্ধে রীতিমত দুর্বল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তবুও দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম অভিমুখে এগোচ্ছিল।

৪ঠা মার্চ খারকভের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকা থেকে কেন্দ্রীভূত প্যানৎসার শক্তি নিয়ে ভারোনেঝ রণাঙ্গনকে প্রবল আঘাত করে শত্রুরা তাদের আক্রমণাত্মক অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করল। শক্তিতে, বিশেষ করে সাঁজোয়া ও বিমান শক্তিতে অনেকটা প্রাধান্যের দরুণ শত্রুরা রক্তাক্ত যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ৭ই মার্চ ভরোনেঝ রণাঙ্গনের বামপক্ষের বীরোচিত প্রতিরোধ ভেদ করতে সক্ষম হল এবং তাদের খারকভের দিকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করল। তখনই সোকোলোভো এলাকায় চেকোশ্লোভাক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বর্তমান সভাপতি লুদভিক স্ভোবোদার নেতৃত্বে সোভিয়েত ভূমিতে গঠিত চেকোশ্লোভাক ব্যাটেলিয়ান অগ্নিদীক্ষা লাভ করল। এর প্রথম কম্পানি বিপুল শৌর্যের পরিচয় দিয়েছিল। এই কম্পানির নেতৃত্ব করেন সিনিয়র লেফ্‌টেনান্ট ওতোকার ইয়ারোস্ঝ। তিনি বীরের মৃত্যুবরণ করেন এবং তিনিই প্রথম বিদেশী যাঁকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধি দেওয়া হয়।

• দক্ষিণ-পশ্চিমে রণনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে জরুরী ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করল। ১১-১২ই মার্চে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল কুরস্ক বেলোগোরোদ অংশকে আরও শক্তি জোগাতে ও শত্রুর কুরস্কে ভেঙে বেরোন ঠেকাতে দুটি ফিল্ড আর্মি ও একটি ট্যাঙ্ক আর্মিকে এই অংশে পাঠানর সিদ্ধান্ত হল। কুরস্কে তখন শত্রুর আর একটি সৈন্যসমাহার যারা ফেব্রুয়ারির শেষে গঠিত সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের আক্রমণাত্মক অভিযান থামিয়ে দিয়েছিল, তারা উত্তর দিক থেকে, ওরেলের দক্ষিণের এলাকা থেকে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। ডেপুটি চিফ অব দা জেনারেল স্টাফ, জেনারেল এ. আই. আন্তনভ তখন কুরস্কে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের প্রতিনিধি

ছিলেন। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হল ২১তম আর্মিকে প.সিওল. নদীর কাছে অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়ার জন্য সর্বপ্রকার সম্ভাব্য ব্যবস্থা নিতে। এর কর্তব্য রইল প্রতিরক্ষা লাইনকে ওখানেই ধরে রাখা ও সেইভাবে কুরস্ককে দক্ষিণ থেকে রক্ষা করা এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি থেকে ১ম ট্যাঙ্ক আর্মিকে নিয়োজিত হতে সক্ষম করা।

ভরোনেঝ রণাঙ্গন থেকে আমি ১৮শে ফেব্রুয়ারি মস্কো ফিরেছিলাম। চিফ অব অব দা জেনারেল স্টাফ হিসাবে আমি ১২ই মার্চ সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফের কাছ থেকে নির্দেশ পেলাম আবার ভরোনেঝ রণাঙ্গনে যেতে। তখনও পর্যন্ত আমি ভরোনেঝ ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের শীতকালীন আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য তাদের কাজকর্মের সমন্বয়সাধন করছিলাম।

খারকভ দখলের জন্য লড়াই যখন তুঙ্গে সেই সময়ে ১৩ই মার্চ আমি বেলগোরোদ পৌছলাম। বেলগোরোদে তখন ভরোনেঝ রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড পোস্ট ছিল। ১৪ই মার্চ রাত্রে আমি ৩য় ট্যাঙ্ক আর্মির কম্যাণ্ড পোস্টে পৌছলাম। এই আর্মি তখন সরাসরি খারকভের দক্ষিণ পশ্চিমে যুদ্ধরত ছিল।

১৫ই মার্চ বেলগোরোদ থেকে ফিরে আমি টেলিফোনে স্তালিনকে রিপোর্ট করলাম, তারপর একটা সাংকেতিক খবর পাঠালাম যে খারকভ এলাকায় পরিস্থিতি আমাদের পক্ষে ক্রমশই কঠিন হয়ে পড়ছে। কথাবার্তার সময়ে আমায় জানান হল যে ডেপুটি সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফ মার্শাল জুকভকে নর্থ-ওয়েস্ট রণাঙ্গন থেকে ফিরিয়ে এনে সাউথ-ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনে পাঠান হচ্ছে। সেখানে তাঁর কাজ হবে সেণ্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডারদের সঙ্গে ও আমার সঙ্গে পরবর্তী কাজকর্মের পরিকল্পনা আলোচনা করা এবং আমাদের সিদ্ধান্ত জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে জানান।

কয়েকগুণ বেশি শক্তিশালী শত্রু সৈন্যদের সঙ্গে অনেক দিনের ঘোর লড়াইয়ের পর ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যরা বাধ্য হয়েছিল খারকভ ছেড়ে দিতে এবং সেভেরস্কি দনেৎসের ওধারে বেলগোরোদ অভিমুখে সরে যেতে। বেলগোরোদে তখন অবিশ্রান্ত বিমান আক্রমণ চলছিল, প্রতিদিন আরও তীব্র হচ্ছিল।

ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যরা দীর্ঘস্থায়ী ও অবিশ্রান্ত প্রবল যুদ্ধে বিপুলভাবে

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তবু শত্রুর কাছ থেকে পুনরধিকৃত সোভিয়েত ভূমির প্রতিটি ইঞ্চি রক্ষার জন্য কঠোর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তারা শত্রুর শক্তিশালী সাঁজোয়া ধাক্কার সামনে টিঁকে থাকতে পারল না, ১৮ই মার্চ বেলগোরোদ ছেড়ে এল। ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সদর দপ্তর ওবোইয়ান এলাকায় সরে গেল। সেখানেই আমার জুকভের সঙ্গে দেখা হল। সাউথ-ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গন থেকে ওই রণাঙ্গনের প্রাক্তন কম্যাণ্ডার জেনারেল এন. এফ. ভাতুতিনকে তিনি সঙ্গে এনেছিলেন। ভরোনেঝ রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার জেনারেল এফ. আই গোলিকভকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে কাজ দেওয়া হয়েছিল। তাঁর জায়গায় জেনারেল ভাতুতিনকে এই রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার নিযুক্ত করা হয়েছিল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স থেকে।

১৯শে মার্চ জুকভ, খ্রুশ্চেভ ও আমি ভরোনেঝ রণাঙ্গনের পরিস্থিতি এবং প্রতিরোধ সংগঠন করার জন্য যে সব পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে তা জানিয়ে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে রিপোর্ট পাঠালাম। ২২শে মার্চ আমি মস্কোয় ফিরে এলাম। জুকভ ভরোনেঝ রণাঙ্গনে রয়ে গেলেন। ততদিন সেখানকার পরিস্থিতি সুস্থিত হয়েছিল।

অতএব, ফেব্রুয়ারী ও মার্চে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে ঘোর লড়াইয়ের ফলে শত্রু কিছু সাফল্যলাভ করেছিল; সোভিয়েত ফৌজের দক্ষিণে অগ্রগতি রুখে দিয়েছিল এবং সম্প্রতি মুক্ত দনবাস, খারকভ ও বেলগোরোদ অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র অংশকে পুনর্দখল করেছিল।

শত্রুরা অবশ্য তাদের আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রধান রাজনৈতিক ও রণনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েছিল। পূর্বাঞ্চলে কোনও নিয়ামক সামরিক জয় হয়নি। ভলগার তীরে জার্মান সেনাবাহিনীর পরাজয়ের কলঙ্ক মুছে দিতে পারেনি নাৎসী জেনারেলরা। "জার্মানদের স্তালিনগ্রাদ" পরিকল্পনা, যার উপর হিটলারপন্থী রণনীতিবিদরা ভরসা করেছিল, তা ব্যর্থ হল। কুরস্ক এলাকায় সোভিয়েত সৈন্যদের বিরাট সমাহারকে—সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনকে ঘিরে ফেলার এবং রণনৈতিক উদ্যোগ আবার ফিরিয়ে আনার প্রয়াস তাদের নিষ্ফল হল। সোভিয়েত বাহিনী হামলা ঠেকিয়ে দিল, সাময়িকভাবে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিল এবং উদ্যোগ বজায় রাখল।

কুবান বাদ দিয়ে সমগ্র সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গন জুড়ে একটা ভাটা শুরু

হল, কুবানে গোটা বসন্তকাল জুড়ে বিমান প্রাধান্যের জন্য জোর লড়াই চলতে লাগল। কুরস্ক এলাকার সম্মুখ রণাঙ্গনের লাইন এক বিরাট অভিক্ষেপের মত একটা বিশেষ চেহারা নিল। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে এই অভিক্ষেপ অত্যন্ত প্রবল যুদ্ধের ক্ষেত্র হয়ে উঠল।

* * *

এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত যে রণনৈতিক ভাটা চলল উভয় পক্ষই তাকে ব্যবহার করল নতুন রণনৈতিক পরিকল্পনা রচনার জন্য এবং গ্রীষ্মকালীন অভিযানের প্রস্তুতি করার জন্য।

বসন্তকালীন প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের ব্যর্থতা ভেরমাখট কম্যাণ্ডের মাথা ঠাণ্ডা করতে পারলনা। প্রতিহিংসার তৃষ্ণা এবং যে কোনও মূল্যে নাৎসী-বহিনীর মর্যাদা পুনরুদ্ধারের আগ্রহ নাৎসী নেতাদের নতুন হঠকারিতার দিকে ঠেলছিল।

পূর্বে বড় বড় পরাজয় ফ্যাশিস্ট জোটের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করছিল। পূর্বাঞ্চলের রণাঙ্গনের ঘটনাবলী পশ্চিমী মিত্রশক্তিদের পক্ষে উত্তর আফ্রিকায় আক্রমণাত্মক অভিযানকে সহজতর করল। ১৯৪৩ সালে এই অভিযান শেষ হল তিউনিসিয়ায় আটটি জার্মান ডিভিশন ও ছটি ইতালিয়ান ডিভিশনকে বন্দী করার মধ্যে দিয়ে। মিত্রশক্তিরা তখন এক লক্ষ জার্মান ও আড়াই লক্ষ ইতালিয়ানকে বন্দী করল। এই জয় ভূমধ্যসাগরে পশ্চিমী শক্তিদের রণনৈতিক অবস্থান শক্তিশালী করল এবং নাৎসী জার্মানির সামনে মিত্র হিসাবে ইতালিকে হারানর আশঙ্কা সৃষ্টি করল। ইউরোপে শীগগিরই এক দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার বাস্তবানুগ সম্ভাবনাও হল।

'তৃতীয় রাইশ'-এর পক্ষে সবিশেষ প্রতিকূল ছিল পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতি, এখানে শীতকালীন সোভিয়েত আক্রমণাত্মক অভিযানের সময়ে জার্মানরা ১০০ ডিভিশন অথবা এখানে তাদের ফৌজের প্রায় ৪০ শতাংশ হারিয়েছিল। ১৯৪২ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯৪৩ সালের জুনের মধ্যেকার যুদ্ধে শত্রুর স্থলবাহিনীগুলি অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। জার্মান আর্মি জেনারেল স্টাফের হিসাব অনুযায়ী তারা ১১ লক্ষ ৩৫ হাজার সৈন্য ও অফিসার হারিয়েছিল। ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে ভেরমাখট ফৌজের দুই-তৃতীয়াংশই পূর্বাঞ্চলে নিয়োজিত ছিল। এটাও খেয়াল করা দরকার যে এই স্থলসৈন্যদের

একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল বিমান বন্দর কর্মী, নিরাপত্তা কর্মী, সংরক্ষিত শক্তি এবং "বিদেশী" ডিভিশন নিয়ে তৈরি, যাদের লড়াইয়ের দক্ষতা খুব কম। জার্মান প্যানৎসার ডিভিশনের লড়াইয়ের শক্তিও তেমন উঁচুদরের ছিলনা। ভেরমাখটের প্যানৎসার বাহিনীগুলির ইনস্পেক্টর-জেনারেল কুখ্যাত হাইনৎস গুডেরিয়ান ১৯৪৩ সালের ৯ই মার্চ তার রিপোর্টে একথা স্বীকার করেছিল। সে লিখেছিল "এই মুহূর্তে, দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের এমন প্যানৎসার ডিভিশন নেই যাকে যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলা যায়। আমাদের এই বছরের অভিযানের এবং আরও বেশি করে সামনের বছরের অভিযানের সাফল্য নির্ভর করে সেই দক্ষতা আবার তৈরি করতে পারার উপর। যদি তা করা যায় তা হলে ইউ-বোট ও বিমান বাহিনীর সঙ্গে মিলে আমরা যুদ্ধে জিতব। যদি আমরা তা করতে ব্যর্থ হই তা হলে স্থলযুদ্ধগুলি দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং বিপুল সংখ্যায় হতাহত হবে।"

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে জার্মানদের যে শক্তি ছিল তা এমনকি একটি রণনৈতিক ক্ষেত্রেও বিরাট আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য যথেষ্ট ছিলনা, যেমন ছিল ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে।

এই অবস্থায় নাৎসী রাজনৈতিক ও সামরিক নেতারা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একটি রণনৈতিক লাইন তৈরি করার এবং ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালীন লড়াইগুলির সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রচনা করার কর্তব্যের সম্মুখীন হয়েছিল। এই জটিল সমস্যাকে দ্রুত সমাধান করতে নাৎসী রণনীতিবিদরা পারেনি। ভেরমাখট জেনারেলদের মধ্যে যে গুরুতর মতপার্থক্য আবার দেখা দিল তাতে কোনও সর্বসম্মত মতামতের সম্ভাবনা রইল না।

১৯৪৩ সালে ভেরমাখট কম্যাণ্ড সামরিক প্রয়াসের কেন্দ্র পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গন থেকে ভূমধ্যসাগর রণাঙ্গনে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব করল, যাতে ইউরোপে সম্ভাব্য ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণ হাটিয়ে দেওয়া যায়, ইতালিকে নাৎসী রথে বেঁধে রাখা যায়, পশ্চিমী শক্তিগুলিকে দেখান যায় যে "ইউরোপীয় দুর্গের" প্রতিরক্ষা দুর্ভেদ্য এবং তাদের সঙ্গে বোঝাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। জার্মান নৌবাহিনী এই প্রস্তাবকে সমর্থন দিয়েছিল। পূর্বাঞ্চলে অভিযানে হিটলারের প্রধান সাগরেদ মুসোলিনী পশ্চিমাঞ্চলে ও ভূমধ্যসাগরে লড়াইয়ের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি

ঘটনারও প্রস্তাব করেছিল।

তৎকালীন প্রধান ফিল্ডমার্শাল ৎসাইৎসলারের নেতৃত্বে আর্মি জেনারেল স্টাফ একটা পৃথক যুদ্ধ পরিকল্পনা ভাঁজছিল। জার্মান আর্মি জেনারেল স্টাফের অফিসাররা প্রস্তাব করল প্রথম সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণাত্মক অভিযানের শক্তি খর্ব করতে হবে, তাকে আক্রমণাত্মক অভিযান তীব্রতর করার কোনও সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করতে হবে, তারপরেই কেবল ভূমধ্যসাগরে এবং পশ্চিম ইউরোপে ইঙ্গ মার্কিন ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রধান প্রয়াস সরান যেতে পারে। পূর্বাঞ্চলের আর্মি কম্যাণ্ডাররা এবং স্বয়ং হিটলার এই মতের সঙ্গে একমত ছিল। আর্মি কম্যাণ্ডাররা যে প্রস্তাব করল তা হল ১৯৪৩ সালের বসন্তকালে রণনৈতিক আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের গতিপথে গ্রীষ্মকালে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রত্যাশিত আক্রমণাত্মক অভিযানের আঘাত করার ক্ষমতা নিয়ামকভাবে দুর্বল করা হোক, তারপর পূর্বাঞ্চলে একটা নতুন আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করা হোক।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের সামরিক অভিযান পরিকল্পনার ভিত্তি করা হয়েছিল উপরোক্ত বিবেচনাকে নির্ভর করে। এই অভিযানের গতিপথে জার্মানরা আশা করেছিল সোভিয়েত কম্যাণ্ডের কাছ থেকে রণনৈতিক উদ্যোগ ছিনিয়ে নিতে ও যুদ্ধের স্রোত ঘুরিয়ে দিতে পারবে।

এই লক্ষ্য পূরণ করার উপায় উপকরণ সম্বন্ধে নাৎসী সামরিক নেতাদের মধ্যে যদিও কোনও মতৈক্য ছিলনা, তবু তারা শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করল কুরস্ক অভিক্ষেপে সোভিয়েত ফৌজের বিরুদ্ধে এক বৃহদাকার আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করার, অর্থাৎ বসন্তকালে যে রণনৈতিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল তাকেই আবার কার্যকর করার চেষ্টা করার।

১৩ই মার্চ জার্মান বাহিনীর হাই কম্যাণ্ড হিটলারের স্বাক্ষরিত অপারেশনাল অর্ডার নং ৫ জারি করল, তাতে কয়েক মাসে পূর্বাঞ্চলের লড়াই চালান সম্পর্কে নির্দেশগুলি জানান হল। এতে জার্মান সেনাদের কর্তব্য স্থির করা হল এই মর্মে যে বসন্তকালে বরফ গলার পর রাস্তা ও মাটি শুকিয়ে গেলে রণাঙ্গনের কতকগুলি অংশে সোভিয়েত আক্রমণাত্মক অভিযান আগে থেকে বুঝতে হবে এবং নিজেদের ইচ্ছা সোভিয়েত বাহিনীর উপর চাপিয়ে দিতে হবে। ফিল্ড মার্শাল মানস্টাইনের নেতৃত্বে আর্মি গ্রুপ সাউথের উপর ভার দেওয়া হল

এপ্রিলের মাঝামাঝির ভিতর খারকভের উত্তরে এক শক্তিশালী প্যানৎসার সমাহার গড়ে তোলার। ফিল্ড মার্শাল ক্লুগের নেতৃত্বে আর্মি গ্রুপ সেন্টারকে নির্দেশ দেওয়া হল ওরেলের দক্ষিণে একটা শক্তিশালী আক্রমণকারী গোষ্ঠী কেন্দ্রীভূত করার। এই দুই আক্রমণকারী সৈন্য সমাহারকে ভার দেওয়া হল সাধারণভাবে কুরস্ক অভিমুখে একই সময়ে আঘাত করার এবং কুরস্ক অভিক্ষেপে সোভিয়েত ফৌজকে ঘিরে ফেলে নিশ্চিহ্ন করার।

৫ নং অপারেশনাল অর্ডার জারি হওয়ার পর নাৎসীরা আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করল, সাংগঠনিক এবং চলাচল ও সরবরাহ সংক্রান্ত অনেকগুলি বড় বড় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকল।

সিটাডেল সাংকেতিক নামাঙ্কিত নতুন আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য সশস্ত্র বাহিনীদের কর্তব্য এবং তাদের প্রয়োজনীয় সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য কর্তব্য আরও বিস্তারিতভাবে বিবৃত করা হল ৬নং অপারেশনাল অর্ডারে। ১৯৪৩ সালের ১৫ই এপ্রিল হিটলার কর্তৃক এই অর্ডার স্বাক্ষরিত হল। এই অর্ডারে থার্ড রাইশের ফুয়েরার লিখল "যেই আবহাওয়া অনুকূল হবে সঙ্গে সঙ্গে এই বছরের প্রথম আক্রমণাত্মক অভিযান—'সিটাডেল' আক্রমণাত্মক অভিযান—শুরু করার আমি সিদ্ধান্ত করেছি।

"এই আক্রমণাত্মক অভিযানের নিয়ামক গুরুত্ব রয়েছে। একে দ্রুত নিয়ামক সাফল্যে পরিসমাপ্ত করতেই হবে। এর থেকে বসন্ত ও শীতকালের জন্য উদ্যোগ আমাদের পেতেই হবে।"

"ফলত সমস্ত প্রস্তুতি সর্বাধিক পুঙ্খানুপুঙ্খতা ও কর্মোদ্যম নিয়ে করতেই হবে। সমস্ত আক্রমণ-খণ্ডে সর্বশ্রেষ্ঠ ইউনিট, সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্রশস্ত্র, সর্বশ্রেষ্ঠ কম্যাণ্ডার ও বিপুল পরিমাণ গোলা-বারুদ ব্যবহার করা অবশ্য কর্তব্য। এই আক্রমণাত্মক অভিযানের নিয়ামক গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রত্যেক কম্যাণ্ডার ও প্রতিটি সৈন্যকে অবশ্যই অবহিত করতে হবে। কুরস্কে বিজয় নিশ্চয়ই যেন সমস্ত পৃথিবীর কাছে আলোকবর্তিকা হয়।"[১]

গ্রীষ্মকালীন আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতিতে নাৎসী হাইকম্যাণ্ডের প্রধান সমস্যা ছিল নষ্ট জনবল ও অস্ত্রশস্ত্রের স্থানপূরণ এবং প্রয়োজনীয় আক্রমণকারী সৈন্য-সমাহার গড়ে তোলা। জানুয়ারি মাসে যে সমস্ত কিছু

১ ক্রিগেসটাগেবুখ ডেস ওবারকমাডোজ ডেয়ার ভেরমাখট, ১৯৪০-১৯৪৫, ভল্যুম ৩, পৃষ্ঠা ১৪২৫।

জড়ো করা শুরু হয়েছিল নাৎসীরা প্রবল বেগে তা এগিয়ে নিয়ে গেল। তারা ৫০ বছর বয়স্ক জার্মানদেরও সৈন্যদলে ভর্তি করতে লাগল। ১৯৪১ সালের জুনে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ শুরু করেছিল সেই নিয়মিত সৈন্যদের সঙ্গে এদের অল্পই সাদৃশ্য ছিল। এই লোক জড়ো করা পূর্বাঞ্চলে গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত সেনাবাহিনীগুলিকে নতুন শক্তি যোগান সম্ভবপর করল। গ্রীষ্মকালের মধ্যে সৈন্যদের সংখ্যা ৪৮ লক্ষে তোলা হল, অর্থাৎ ভেরমাখটের কর্মক্ষম সৈনিকদের ৭১ শতাংশে। জার্মান সৈন্যরা ছাড়াও ৫ লক্ষ ২৫ হাজার ছিল জার্মানির তাঁবেদার সৈন্য। সব মিলিয়ে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে শত্রুদের ২৩২টি ডিভিশন, ৫৪৩০০ যুদ্ধের কামান ও মর্টার, ৫৮৫০টি ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত আক্রমণ কামান, ২৯৮০টি বিমান, ২২৭টি যুদ্ধ জাহাজ ছিল। এইসব অঙ্ক থেকে বোঝা যায় যে পশ্চিম থেকে (তখনও সেখানে দ্বিতীয় রণাঙ্গন ছিল না) সৈন্য সরানর সমস্ত প্রয়াস ও সম্ভাবনা সত্বেও নাৎসী হাই কম্যাণ্ড বিপুল ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করতে সক্ষম হয়নি, ১৯৪২ সালের হেমন্তকালে নাৎসীদের যখন ৬২ লক্ষ সৈন্য ছিল—যুদ্ধের যে কোন পর্যায়ের চেয়ে বেশি—সেই স্তরে পূর্বাঞ্চলীয় সৈন্যদের শক্তিকে নিয়ে যেতে নাৎসী হাই কম্যাণ্ড ব্যর্থ হয়েছিল। বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল প্যানৎসার বাহিনীগুলির শক্তিকে ফের প্রতিষ্ঠিত করতে, সেই উদ্দেশ্যে ট্যাঙ্ক উৎপাদন বাড়ান হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে যুদ্ধ শিল্প ১৯৪২ সালের তুলনায় দ্বিগুণ ট্যাঙ্ক উৎপাদন করেছিল। গ্রীষ্মকালীন আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য জার্মান বাহিনী নতুন প্যান্থার ও টাইগার ট্যাঙ্ক এবং ফার্ডিনাণ্ড আক্রমণ কামান পেয়েছিল। লুফৎওয়াফেকে নতুন ফকে-উলফ ১৯০এ এবং হেনশেল ১২৯ বিমান সরবরাহ করা হয়েছিল।

অপারেশন সিটাডেলের অন্যতম মৌলিক উপাদান ছিল নতুন অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপক বিনিয়োগ। এই অভিযান পরিচালনা করার জন্য শত্রুরা তাদের সবচেয়ে যুদ্ধোপযোগী সৈন্য সংগঠনগুলিকে—১৬টি প্যানৎসার ও মোটরবাহিত ডিভিশনসহ ৫০টি সেরা ডিভিশনকে ব্যবহার করেছিল। কুরস্কের উত্তরে ও দক্ষিণে ঘনসন্নিবিষ্ট আক্রমণাত্মক সৈন্য-সমাহার গঠন করে এই ডিভিশনগুলি প্রথম সংকেতেই কুরস্ক অভিক্ষেপে সোভিয়েত অবস্থানগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত ছিল। সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে তখন শত্রুর মোট যা ছিল তার মধ্যে এরা ছিল পদাতিক ডিভিশনগুলির ১৭ শতাংশের বেশি, প্যানৎসার

ডিভিশনগুলির প্রায় ৭০ শতাংশ এবং মোটরবাহিত ডিভিশনগুলির ৩০ শতাংশ পর্যন্ত।

শত্রুর এই দুই সৈন্য সমাহারের শক্তি ছিল ৯ লক্ষ অফিসার ও সৈন্য, ১০ হাজার কামান ও মর্টার এবং ২ হাজার ৭ শত ট্যাঙ্ক ও আক্রমণের কামান। এই শক্তিগুলিকে নিযুক্ত করা হয়েছিল প্রায় ৬০০ কিলোমিটার সম্মুখভাগের মধ্যে, অর্থাৎ সমগ্র সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের ১৪ শতাংশের মধ্যে। এই অভিযানে নাৎসীদের ২০০০-এর বেশি বিমানও সক্রিয় ছিল, অর্থাৎ পূর্বে নিয়োজিত বিমানের ৬০ শতাংশের উপর।

বিপুল জনবল ও রণসম্ভার জড়ো করে এবং আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য নিজেদের পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে প্রস্তুত করতে অনেকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করে শত্রুরা সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল। কিন্তু নাৎসীদের আশা অনুযায়ী ঘটনাবলী ঘটল না। আর একবার তারা নিজেদের আক্রমণাত্মক ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেখেছিল এবং সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের বহুল পরিমাণে বর্ধিত যুদ্ধ ক্ষমতাকে এবং আমাদের দেশের সম্ভাব্য সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে খাটো করে দেখেছিল।

যুদ্ধের স্রোতের মৌলিক পরিবর্তন সর্বত্রই ক্রমবর্ধমান প্রভাব ফেলছিল, বিশেষত ফেলছিল সোভিয়েত অর্থনীতির এবং জনগণের ও সশস্ত্র ফৌজের নৈতিক বলের উপর। যুদ্ধ শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধি সৈন্য ও নৌ-বাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ফের সাজান সম্ভবপর করেছিল। সোভিয়েত বিজ্ঞানী, নক্সাকার, কৃৎকুশলী ও শ্রমিকদের দ্বারা উৎপাদিত হয়েছিল এসব অস্ত্রশস্ত্র। সশস্ত্র ফৌজের সাংগঠনিক কাঠামো উন্নয়নের জন্য এবং নতুন সাঁজোয়া ইউনিট, আটটি দূর-পাল্লার বিমান পরিবহণ কোরসহ বিমান বাহিনীর নতুন ইউনিট এবং জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত ফৌজের নতুন নতুন ইউনিট গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাবলী গৃহীত হয়েছিল। সেনাবাহিনী বহুসংখ্যক প্রথম শ্রেণীর ট্যাঙ্ক পেয়েছিল এবং বহু সংখ্যক স্বয়ং-চালিত কামানের দ্বারা সুসজ্জিত হচ্ছিল। বিমান বাহিনী পেয়েছিল লা-৫ এফ এন, ইয়াক-৯ এবং অন্যান্য উন্নত নক্সার অনেক বিমান। সাঁজোয়া বাহিনীকে যান্ত্রিক আকর্ষণ চালিত করা হয়েছিল।

সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজ সাংগঠনিক দিক থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি শক্তিশালী হয়েছিল এবং তাদের রণদক্ষতাও বাড়িয়েছিল; সশস্ত্র ফৌজের

নৈতিক বলও বেড়েছিল। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালের মধ্যে সেনাবাহিনীতে ৬৪ লক্ষেরও বেশি অফিসার ও সৈন্য ছিল, যুদ্ধের কামান ও মর্টার ছিল প্রায় ৯৯ হাজার, ২২০০ রকেট নিক্ষেপক ; ৯৮৫০ ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান-বাহক এবং ৮৩০০ যুদ্ধের বিমান। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী, যারা উদ্যোগ বজায় রেখেছিল, এই ধরনের জনবল ও রণসম্ভার তাদের গ্রীষ্মকালে বিপুলাকারে আক্রমণাত্মক অভিযান করতে সুযোগ দিল। উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের স্রোত ঘুরিয়ে দেওয়া, শত্রুদের সেণ্টার ও সাউথ আর্মি গোষ্ঠীগুলিকে বিচূর্ণ করা, নাৎসী ফৌজদের স্মোলেনস্ক থেকে সোঝ নদী এবং নীপারে নিম্নাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত লাইনের ওপারে তাড়িয়ে নিয়ে নীপারের পূর্বে ইউক্রাইনকে বিশেষত কয়লা এবং লোহা ও ইস্পাত শিল্প সমন্বিত দনবাস মুক্ত করা এবং সেই সঙ্গে বাইলোরুশিয়াও মুক্ত করা।

মার্চের শেষে শীতকালীন অভিযান শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই আগামী লড়াইগুলির পরিকল্পনা তৈরি এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় চলাচল ও সরবরাহ যোগানর কাজে সোভিয়েত কম্যাণ্ড নেমে পড়লেন। এপ্রিলের গোড়ায় জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স রণাঙ্গনগুলিকে নির্দেশ দিলেন প্রতিরক্ষা লাইনের, বিশেষতঃ ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা লাইনের সংগঠনকে উন্নত করার জন্য বরফ গলার সময়টা ব্যবহার করতে, প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করতে, প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে সংরক্ষিত শক্তি গড়ে তুলতে, যুদ্ধের জন্য, বিশেষত আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দিতে। ৬ই এপ্রিল সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফ ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে একটি শক্তিশালী রিজার্ভ রণাঙ্গন প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশ দিলেন। পরবর্তীকালে এই রিজার্ভ রণাঙ্গনের নতুন নামকরণ হল স্তেপ মিলিটারি ডিস্ট্রিক্ট এবং আরও পরে স্তেপি রণাঙ্গন। ২৩শে এপ্রিল এই রণাঙ্গনকে কাজ দেওয়া হল "প্রধানত একটা আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য সৈন্যদের প্রস্তুত করা।"

অল্পকাল পরেই অবশ্য গ্রীষ্মকালীন আক্রমণাত্মক অভিযান পরিকল্পনা, যে অনুযায়ী প্রধান আক্রমণ করার কথা ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে, তার গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন হল।

সোভিয়েত গোয়েন্দা সংবাদ একথা প্রতিষ্ঠিত করেছিল যে নাৎসী সেনাবাহিনী বহু সংখ্যক সর্বাধুনিক ধরনের ট্যাঙ্ক নিয়ে কুরস্ক অভিক্ষেপ এলাকায়

বৃহদাকারে আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতি করছে, পরবর্তী কালে আক্রমণাত্মক অভিযানের নির্দিষ্ট দিনও ঠিক মত জানা গিয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে, যখন এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে শত্রু প্রবল শক্তি নিয়ে আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছে তখন সবচেয়ে উপযুক্ত কার্যধারা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল। সোভিয়েত কম্যাণ্ড একটা উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন হলেন : আক্রমণ করবেন না আত্মরক্ষা করবেন, যদি আত্মরক্ষা করতে হয় তো কিভাবে? সমস্ত সম্ভাবনাগুলিকে সযত্নে বিশ্লেষণ করা হল এবং সবরকম বিকল্প খতিয়ে দেখা হল।

পরিকল্পনাগুলির যৌথ আলোচনা এবং রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার থেকে সুপ্রীম কম্যাণ্ড পর্যন্ত সামরিক নেতা ও কর্মীদের বিগত দু বছরের যুদ্ধে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা আমাদের সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে সক্ষম করল।

শত্রুর আসন্ন ক্রিয়াকলাপের চরিত্র এবং আক্রমণাত্মক অভিযানের তার পরিকল্পনা সংক্রান্ত অসংখ্য গোয়েন্দা রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে জেনারেল স্টাফ ও জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ক্রমশই বেশি বেশি করে ইচ্ছাকৃত আত্মরক্ষার দিকে ঝুঁকলেন। এই বিষয়ে মার্চের শেষে ও এপ্রিলের গোড়ায় ডেপুটি সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফ জুকভের সঙ্গে আমি অনেকবার কথা বলেছি। অদূর ভবিষ্যতের লড়াইয়ের সম্পর্কে আমাদের সবচেয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল টেলিফোনে ৭ই এপ্রিল, যখন আমি ছিলাম জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে মস্কোয় এবং জুকভ ছিলেন কুরস্ক অভিক্ষেপে ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যদের সঙ্গে। পরের দিন জুকভ সুপ্রীম কম্যাণ্ডর ইন চিফকে একটা রিপোর্ট পাঠালেন পরিস্থিতি পরিমাপ এবং কুরস্ক অভিক্ষেপ এলাকায় যুদ্ধের পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানিয়ে। এতে বলা হল "আমাদের সৈন্যদের পক্ষে টেক্কা দিয়ে আক্রমণাত্মক অভিযান করা উপযোগী হবে না বলে আমি মনে করি। আমাদের পক্ষে তার চেয়ে ভাল হবে আমাদের প্রতিরক্ষার মুখে শত্রুদের ক্লান্ত করে ফেলা, তাদের ট্যাঙ্কগুলো অকেজো করে দেওয়া, তারপর তাজা সংরক্ষিত শক্তির আমদানি করা এবং একটা সামগ্রিক আক্রমণাত্মক অভিযানে শত্রুর প্রধান গোষ্ঠীগুলিকে খতম করা।" [২নং সাপ্লিমেণ্ট দেখুন]।

স্তালিন যখন জুকভের রিপোর্ট পেলেন তখন আমি তাঁর কাছে ছিলাম। আমার মনে আছে সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফ কোনও মতামত প্রকাশ করলেন

না এবং কেবল বললেন "আমাদের রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত।" রণাঙ্গনগুলির হেড কোয়ার্টার্স কি ভাবছিলেন সে বিষয়ে জানার জন্য এবং গ্রীষ্মকালীন অভিযানের, বিশেষতঃ কুরস্ক বালজ এলাকার রণাঙ্গনগুলির লড়াইয়ের আলোচনার জন্য জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে একটা সম্মেলন ডাকার ব্যবস্থার জন্য জেনারেল স্টাফকে নির্দেশ দিয়ে তিনি নিজে ভাতুতিনকে ও রোকোসোভস্কিকে টেলিফোন করলেন এবং তাঁদের নিজ নিজ রণাঙ্গনের লড়াই সম্পর্কে তাঁদের মতামত ১২ই এপ্রিলের মধ্যে জানাতে বললেন।

কুরস্ক অভিক্ষেপ এলাকার একটা পরিস্থিতিসূচক মানচিত্র এবং রণাঙ্গনগুলির লড়াই সংক্রান্ত একটা মানচিত্র জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে সম্মেলনের জন্য প্রস্তুত করা হল। কুরস্ক এলাকায় শত্রুদের সম্ভাব্য ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে পরিমাপ করে এবং আমাদের ফৌজের লড়াইয়ের পরিকল্পনা সম্বন্ধে মতামত দিয়ে রণাঙ্গনগুলি থেকে রিপোর্ট যে তারিখে চাওয়া হয়েছিল তার মধ্যে পৌঁছে গেল। (৩ ও ৪ নং সাপ্লিমেণ্ট)।

১২ই এপ্রিলে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্তালিন, জুকভ (তিনি ভরোনেঝ রণাঙ্গন থেকে সবে ফিরেছিলেন), ডেপুটি চিফ অব জেনারেল স্টাফ আন্তনভ এবং আমি। সেই সম্মেলন ইচ্ছাকৃত আত্মরক্ষা সংগঠিত করার জন্য প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং ঘটনাবলী সম্বন্ধে আগে থেকে আন্দাজ করতে পারা সঠিকভাবে এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর করেছিল যে আমাদের উচিত হবে কুরস্ক এলাকাতে আমাদের প্রধান শক্তি কেন্দ্রীভূত করা, আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের মুখে শত্রুদের ক্লান্ত করে ফেলা, তারপর আক্রমণাত্মক অভিযান চালিয়ে শত্রুদের ধ্বংস করা। তারপর একটা সামগ্রিক আক্রমণাত্মক অভিযান পরিকল্পিত হয়েছিল যা প্রধানত খারকভ, পোলতাভা ও কিয়েভ অভিমুখে আঘাত করবে। সম্মেলন আর একটা বিকল্প নিয়েও আলোচনা করেছিল, তা হল শত্রু কম্যাণ্ড যদি অদূর ভবিষ্যতে কুরস্ক এলাকায় আক্রমণাত্মক অভিযান না করে এবং অনেক দিন পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়, তাহলে সোভিয়েত ফৌজকে লড়াইয়ে নামিয়ে দেওয়া।

ইচ্ছাকৃত আত্মরক্ষা এবং পরবর্তী প্রতি-আক্রমণ সম্বন্ধে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর লড়াইয়ের জন্য সর্বাত্মক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রস্তুতি শুরু হল। শত্রুদের ক্রিয়াকলাপের উপর কড়া নজর রাখা হল। সোভিয়েত কম্যাণ্ড শত্রুদের

আক্রমণাত্মক অভিযানের সঠিক তারিখ জানতে পেরে গেলেন হিটলার তিনবার তারিখ পেছান সত্ত্বেও। ইচ্ছাকৃত আত্মরক্ষা সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হল মে'র শেষে ও জুনের শুরুতে যখন একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে নাৎসীরা নতুন অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত বড় বড় সৈন্যসমাহার ব্যবহার করে ভরোনেঝ ও সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনের উপর ভারী প্যানৎসার আঘাত দেওয়ার পরিকল্পনা করছে।

কুরস্কের যুদ্ধে পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে দুটি জিনিস আমি উল্লেখ করতে চাই। প্রথম কথা এই পরিকল্পনাটি ছিল ১৯৪৩ সালের সমগ্র গ্রীষ্মকালীন ও হৈমন্তিক অভিযানের রণনৈতিক পরিকল্পনার অন্তঃসার: দ্বিতীয় কথা, এই পরিকল্পনা রচনায় নিয়ামক ভূমিকা ছিল প্রবীন রণনীতি-পরিচালক সংস্থাগুলির, কম্যাণ্ডের অন্য কোনও স্তরের নয়।

কুরস্ক বালজের নিয়ামক যুদ্ধে স্টেট ডিফেন্স কমিটি, জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স, জেনারেল স্টাফ এবং পিপলস কমিসারিয়েট ফর ডিফেন্স-এর নানাবিধ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত সমস্ত ব্যবস্থাকে উল্লেখ করা কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ, এর মধ্যে ছিল কুরস্ক এলাকায় অনেকগুলি প্রতিরক্ষা লাইন সমন্বিত, ২৫০-৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত গভীরে বিস্তৃত এক প্রতিরক্ষা অঞ্চল সৃষ্টি করা; জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের প্রবল রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তি স্তেপি রণাঙ্গনকে কুরস্কের পূর্বদিকের অঞ্চলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া; যুদ্ধের অন্য যে কোনও সময়ের চেয়ে বেশি জনবল ও রণসম্ভার কুরস্ক এলাকায় কেন্দ্রীভূত করা; শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থা বানচাল করা এবং বিমান প্রাধান্য লাভ করার উদ্দেশ্যে বিমান অভিযান সংগঠিত করা; শত্রুর পশ্চাদভাগে ব্যাপক পরিসরে অন্তর্ঘাত সংগঠিত করা এবং গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহের লক্ষ্য নিয়ে গেরিলা ক্রিয়াকলাপ তীব্রতর করা; সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আসন্ন লড়াইতে সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক চরিত্রের অনেকগুলি ব্যবস্থা পরপর নেওয়া। উপরোক্ত সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সোভিয়েত কম্যাণ্ড কুরস্ক অভিক্ষেপের প্রতিরক্ষা লাইন বরাবর ভরোনেঝ ও সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনের সৈন্যদের এক শক্তিশালী সমাহারকে শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযানের মোকাবিলায় যথাসময়ে মোতায়েন করতে পেরেছিলেন। এই সমাহারে ছিল ১৩ লক্ষ ৩০ হাজার অফিসার ও সৈন্য, ২০ হাজারের উপর রণক্ষেত্রের কামান ও মর্টার, ৩৫০০-র উপর ট্যাঙ্ক ও ২৬৫০টি বিমান (১৭ তম এয়ার আর্মির বিমানগুলি সহ)।

এর পিছনে আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক উভয় লড়াইয়ের জন্যই তৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি স্তেপি রণাঙ্গন প্রায় ৫ লক্ষ ৮০ হাজার অফিসার ও সৈন্য, ৯০০০-এর বেশি কামান ও মর্টার এবং ১৬৩৯ টি ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান নিয়ে। সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী শত্রুদের মোকাবিলা করতে ও তাদের চূর্ণ করতে প্রস্তুত হয়েছিল।'

* * *

কুরস্ক বালজের মহান যুদ্ধ শুরু হল ৫ই জুলাই'। পূর্বাঞ্চলে নিয়ামক জয়লাভ করার জন্য হিটলারের শেষ আশা অপারেশন সিটাডেল উদ্বোধন করে শত্রুর দুই সৈন্য-সমাহার একই সঙ্গে উত্তরে ও দক্ষিণে আক্রমণাত্মক অভিযানে নামল। সোভিয়েত সৈন্যরা জোর লড়াইয়ে শত্রুদের ব্যস্ত রাখল। কুরস্ক বালজের সুবিশাল লড়াই আমাদের সাহিত্যে যথেষ্ট বর্ণিত হয়েছে, কাজেই আমি কেবল তার কতকগুলি বিশেষ মুহূর্ত স্মরণ করার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখব।

ভরোনেঝ ও সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের আত্মরক্ষামূলক লড়াই চলেছিল ৫ই থেকে ২৩শে জুলাই, আর ১২ই জুলাই জেনারেল কোনেভের নেতৃত্বাধীন স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্যদের একাংশ নেমে পড়ল। শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযান এক সপ্তাহের কম স্থায়ী হল। সোভিয়েত ফৌজের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের ফলে শত্রুদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হল, কুরস্ক বালজের উত্তর খণ্ডে ১০-১২ কিলোমিটার এবং দক্ষিণখণ্ডে ৩৫ কিলোমিটার পর্যন্ত এগিয়ে তারা আক্রমণাত্মক অভিযান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হল এবং সরে যেতে শুরু করল। সিটাডেল পরিকল্পনায় ভাবা হয়েছিল যে সোভিয়েত সৈন্যদের ঘিরে ফেলা হবে আক্রমণাত্মক অভিযানের চতুর্থ দিনে, তা করতে নাৎসীরা ব্যর্থ হল। সোভিয়েত প্রতিরক্ষা বেশি শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হল। পরিকল্পিত প্রতি-আক্রমণ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত সৃষ্টি হল। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের প্রধান ফল বোধহয় এই যে আমরা শত্রুর প্যানৎসার বাহিনীকে একটা ভয়ঙ্কর পরাজয়ের মধ্যে ফেলতে পেরেছিলাম। এটা অনেকাংশে হতে পেরেছিল প্রোখোরোভকা এলাকায় বিরাট ট্যাঙ্ক যুদ্ধে আমাদের জয়লাভের দরুন। কুরস্ক বালজের দক্ষিণ খণ্ডে প্রায় ১২০০ ট্যাঙ্ককে জড়িত করে ইস্পাত নির্মিত দুই রণপোত বহরের এই প্রকৃত সুবিশাল দ্বৈরথ আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি। তখন আমি ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মির একটি ইউনিটের কম্যাণ্ড পোস্টে ছিলাম। রণক্ষেত্র

থেকে ১৪ই জুলাই সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফকে যে দলিল পাঠিয়েছিলাম তাতে ছিল : "গতকাল প্রোখোরোভকার দক্ষিণ-পশ্চিমে আমাদের ১৮তম ও ২৯তম ট্যাঙ্ক কোর এবং ২০০-র উপর শত্রু ট্যাঙ্কের লড়াই আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি। এক ঘণ্টার মধ্যে জ্বলন্ত জার্মান ও সোভিয়েত ট্যাঙ্কে রণক্ষেত্র ছেয়ে গেল। যুদ্ধের দুই দিনের মধ্যে রোতমিস্ত্রভের সৈন্যবাহিনীর ২৯তম ট্যাঙ্ক কোরের ট্যাঙ্কগুলির ৬০ শতাংশ গেল, হয় ধ্বংস হল, না হয় ক্ষতিগ্রস্ত হল, আর ১৮তম ট্যাঙ্ক কোর হারাল ৩০ শতাংশ।"

আত্মরক্ষামূলক লড়াইগুলি ও পরবর্তী কালে আক্রমণাত্মক অভিযান আমাদের গৌরবময় সেনাদলের অতুলনীয় বীরত্বের দৃষ্টান্তে ভরপুর।

কুরস্কের যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় ১২ই জুলাই শুরু হয়েছিল ও ২৩শে জুলাই পর্যন্ত চলেছিল। শত্রুর ওরেলস্থ সৈন্য-সমাহারের বিরুদ্ধে প্রথমে আক্রমণাত্মক অভিযান চালাল ব্রিয়ানস্ক ও ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের সৈন্যরা, এই দুই রণাঙ্গনের সেনাপতি ছিলেন জেনারেল এম. এম পোপভ এবং জেনারেল ভি. ডি. সোকোলোভস্কি। ১৫ই জুলাই তাদের সঙ্গে যোগ দিল সেন্ট্রাল রণাঙ্গন। তিন রণাঙ্গনের 'কুতুজভ' সাংকেতিক নামাঙ্কিত যৌথ অভিযানের ফলে শত্রুর ওরেল অভিক্ষেপ ১৮ই আগস্টের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এবং সেখানকার তাদের বৃহৎ সমাহার বিচূর্ণ হল।

বেলগোরোদ ও খারকভ অভিমুখী প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু হল কিছুদিন পরে, ৩রা আগস্টে। এই অভিযান করল ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গনের সৈনরা মিলে এবং সাউথ-ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের সহায়তায়। 'রুমিয়ান্তসেভ' সাংকেতিক নামাঙ্কিত এই অভিযান ২৩শে আগস্ট পর্যন্ত চলল এবং শত্রু সৈন্যদের সম্পূর্ণ পরাজয়ে এবং ইউক্রাইনের বৃহৎ শহর খারকভের মুক্তিতে পরিসমাপ্ত হল।

এইভাবে কুরস্কের যুদ্ধ প্রায় দু'মাস চলেছিল এবং সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের পক্ষে প্রত্যয়জনক জয়লাভে পরিসমাপ্ত হয়েছিল। এর পরে এক শক্তিশালী রণনৈতিক আক্রমণাত্মক অভিযান করা হল। ১৯৪৩ সালের হেমন্তে সোভিয়েত ফৌজ নীপারে পৌছল এবং এই বড় জল প্রতিবন্ধকটি পার হল। গোয়েবল্‌সের প্রচারে যাকে অনতিক্রম্য বলা হত সেই তথাকথিত পূর্বাঞ্চলীয় প্রাচীরে প্রতিরোধ সংগঠনের সুযোগই পেলনা শত্রুরা। নীপারের ইউক্রাইনিয় পশ্চিমাংশে আক্রমণাত্মক অভিযান জোরদার করে সোভিয়েত সৈন্যরা সোভিয়েত

সীমান্তের অনেকখানি জায়গা জুড়ে পৌছে গেল ১৯৪৪ সালের বসন্তকালে। ততদিনে তারা নাৎসী কবলিত সোভিয়েত ভূখণ্ডের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মুক্ত করে ফেলল। সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের সামনেকার কর্তব্যটি ছিল বিরাট রাজনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন—ইউরোপের জাতিগুলিকে নাৎসীবাদের কবল থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করা। এই কর্তব্য তারা গ্রহণ করল ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে এবং যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত এ নিয়ে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে গেল।

কুরস্কের যুদ্ধের ফলাফলের বিরাট আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ছিল। এই যুদ্ধ সারা পৃথিবীর কাছে স্পষ্ট করে তুলল যে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর পরাক্রম এবং সোভিয়েত জনগণের নিঃস্বার্থ সংগ্রাম নাৎসী জার্মানিকে অপরিহার্য পতনের সম্মুখীন করেছে। কুরস্কে বিজয় ন্যাৎসী কবলিত জাতিগুলির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আরও উদ্দীপনার সঞ্চার করল এবং প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে সাধারণ মানুষের সহানুভূতি আরও প্রবল করল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসের বুর্জোয়া বিকৃতিকারীরা ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মে সোভিয়েত বাহিনীর বিজয়ের গুরুত্বকে খাটো করে দেখানর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছে। তারা তাদের পাঠকদের বোঝাতে চেষ্টা করে যে কুরস্কের যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটা ঘটনা মাত্র, তাও অকিঞ্চিৎকর ঘটনা। কুরস্কের যুদ্ধকে হয় তারা নীরবে পাশ কাটিয়ে যায়, নয় সে সম্বন্ধে কম কথা বলে, উদ্দেশ্য একটাই—১৯৪৩ সালে গ্রীষ্মে প্রতিশোধ নেওয়ার নাৎসী পরিকল্পনার হঠকারী চরিত্রকে এবং নাৎসী জেনারেলদের রণনীতির দেউলিয়াপনাকে আড়াল করা। এই সব জেনারেলদের অনেকে আবার এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে বিশ্ব-আধিপত্যের প্রত্যাশী আমেরিকানদের জন্য শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত আহরণ করছে। পশ্চিমী বুর্জোয়া ইতিহাসবিদরা এবং স্মৃতিকথা লেখকেরা সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অসাধারণ রণকীর্তির সম্বন্ধে, তারা যে কুরস্কের যুদ্ধে অত্যুজ্জ্বল জয়লাভ করেছিল, সে জয় যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সশস্ত্র ফৌজের পরাক্রমের সাক্ষ্য, সে সম্বন্ধে লোককে সত্যকথা বলতে চায়না।

সোভিয়েত জনগণ তাঁদের সশস্ত্র ফৌজ, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কঠিন দিনগুলিতে এক মহান দেশপ্রেমিক ও আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্তব্য সম্পাদন করেছিল, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আর, কোনও বিকৃতিকারী পৃথিবীর জাতিগুলিকে সেকথা ভোলাতে পারবে না।



মার্শাল

কনস্তানতিন রোকোসোভস্কি*

১৯৪৩ সালের শীতে ও গ্রীষ্মে সেণ্ট্রাল রণাঙ্গন সম্বন্ধে

স্তালিনগ্রাদ অঞ্চলে নাৎসী সৈন্য-সমাহারগুলি ধ্বংস হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই আমায় মস্কোতে ডেকে পাঠান হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে আমায় কুরস্ক খণ্ডে আক্রমণাত্মক অভিযানের সাধারণ পরিকল্পনাটি দেখান হল। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স একটি নতুন রণাঙ্গন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। এর নাম হয়েছিল সেণ্ট্রাল রণাঙ্গন, আর গঠিত হয়েছিল দন রণাঙ্গনের ২১তম ও ৬৫তম ফিল্ড এবং ১৬-শ এয়ার আর্মি, জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি থেকে ২য় ট্যাঙ্ক আর্মি, ৭০তম আর্মি ও আরও কতকগুলি ইউনিট নিয়ে। দন রণাঙ্গনের ফিল্ড কম্যাণ্ডের নাম বদল করে হল সেণ্ট্রাল রণাঙ্গন ফিল্ড কম্যাণ্ড। নতুন রণাঙ্গনের সৈন্যদের বিনিয়োগ করার কথা হল ব্রিয়ানস্ক ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনগুলির মাঝখানে। পূর্বোক্ত রণাঙ্গনগুলি তখন কুরস্ক ও খারকভ খণ্ডে আক্রমণাত্মক অভিযানে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনের কাজ রইল ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের সহযোগিতায় সাধারণভাবে গোমেল ও স্মোলেনস্ক অভিমুখে গভীর একটা মোড় নেওয়ার, যার লক্ষ্য হবে শত্রুর ওরেল সৈন্য-সমাহারের বাম পাশ এবং পশ্চাদভাগ।

নিখুঁতভাবে পরিকল্পিত এই অভিযান শুরু হওয়ার কথা ছিল ১৫ই ফেব্রুয়ারি। রণাঙ্গন কম্যাণ্ডার হেড কোয়ার্টার্সের সর্বপ্রথম করণীয় যা ছিল

* দুবার সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধিপ্রাপ্ত মার্শাল রোকোসোভস্কি কুরস্কের যুদ্ধে সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনের সেনাপতিত্ব করেছিলেন।

তা হল কেন্দ্রীভবনের এলাকাতে সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র ও সরবরাহ ট্রেনগুলিকে দ্রুত ও সংগঠিত কায়দায় নিয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারে গোড়া থেকেই আমাদের বিপুল অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা হল যথেষ্ট যানবাহন ব্যবস্থা না থাকা। একটিমাত্র একদিকে যাওয়ার রেল লাইন দিয়েই আমরা এই বিপুল সৈন্য সংখ্যা ও জিনিসপত্র নিয়ে যেতে পারতাম। যুদ্ধের প্রয়োজনীয় ইউনিটগুলিকে এবং চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থাগুলিকে স্থানান্তর করার পরিকল্পনা নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী কার্যকরী করা যাচ্ছিল না। সৈন্যবাহী ট্রেনের জন্য আমাদের অনুরোধ সবটা রাখা হচ্ছিল না, আর যে গাড়িগুলি আমরা পাচ্ছিলাম তা উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে উপযোগী ছিল না। অস্ত্রশস্ত্র ওঠান-নামান এবং সৈন্যদের গাড়িতে চড়ান-নামানর বড় বড় সাংগঠনিক ত্রুটিও ছিল। কোনও কোনও সময়ে কেন্দ্রীভবনের এলাকায় ইউনিটগুলি পৌছল উল্টোপাল্টা হয়ে, কিংবা রণক্ষেত্রের কামান পাঠিয়ে দেওয়া হল টানার ঘোড়া অথবা ট্রাক্টর বাদ দিয়ে। অস্ত্রশস্ত্র নামান হল বা সৈন্যদের ট্রেন থেকে নামান হল কেন্দ্রীভবনের এলাকা থেকে অনেক দূরে। একশ উনসত্তরটি চলাচল ও সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও ইউনিট অনেকদিন ধরে স্তালিনগ্রাদে আটকে রইল কারণ ট্রেনের সঙ্গে যাওয়ার সৈন্য নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী পাওয়া গেল না। সময়ের টানাটানি ছিল, আমি আর স্তালিনগ্রাদে থাকতে পারলাম না। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশে আমি আমার সহকারী জেনারেল কে. পি. ত্রুবনিকভকে এবং একদল স্টাফ অফিসারকে সেখানে রেখে রণাঙ্গনের হেড কোয়ার্টার্স ও কম্যাণ্ডকে নিয়ে ইয়েলেৎস এলাকায় চলে গেলাম ও সেখানে কম্যাণ্ড পোস্ট বসালাম।

যখন ওই এলাকায় জড়ো হতে থাকা সৈন্যদের মধ্যে যোগসূত্র ও সংবাদ আদানপ্রদান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল তখন আমি একদল স্টাফ অফিসারকে নিয়ে আমাদের দক্ষিণ দিকের প্রতিবেশী ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গন, যার সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে, তাদের হেড কোয়ার্টার্সে গেলাম পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত হতে। রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার ছিলেন জেনারেল ম্যাক্স রাইটার, আমার পূর্ব পরিচিত, ট্রান্স বৈকাল এলাকায় এবং ১৯২৯ সালের চাইনিজ ইস্টার্ণ রেলওয়ে অভিযানে আমি যখন কাজে ছিলাম তখন থেকে পরিচয়।

ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনকে ওরেল খণ্ডে আক্রমণাত্মক অভিযান চালিয়ে যেতে

হচ্ছিল এবং আমাদের রণাঙ্গনের কাজের উপর অনেকখানি আশা রাখা হচ্ছিল। রাইটারের অংশের পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এবং বিভাজন রেখা বরাবর আমাদের সহযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করার পর আমি সিদ্ধান্ত করলাম যে কেন্দ্রীভবনের এলাকায় মোতায়েন ইউনিটগুলি ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের আক্রমণাত্মক অভিযানে অংশগ্রহণ করবে এবং তার মধ্যে দিয়ে ওই রণাঙ্গন এগোনর সময়ে বাম পাশ রক্ষা করবে।

আমাদের কম্যাণ্ড পোস্টে ফিরে এসে আমরা যে এলাকায় আমাদের সৈন্যরা লড়াই করবে সে সম্বন্ধে এবং সৈন্য জমায়েত সম্বন্ধে যা কিছু খবরাখবর এসেছিল তা খতিয়ে দেখলাম। যা আমরা ভেবেছিলাম পরিস্থিতি তার চেয়ে ঢের খারাপ দেখা গেল।

যেখানে এই রণাঙ্গনকে লড়াই করতে হবে সে জায়গা শত্রুর কবল থেকে সবে মুক্ত হয়েছে এবং এই বিপুল পরিমাণে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নেওয়ার জন্য তৈরি নয়। সৈন্য কেন্দ্রীভবনের সঙ্গে একই সঙ্গে ঘাঁটি তৈরি, সরবরাহ পথ তৈরি এবং চলাচল ও সরবরাহ যোগানের ব্যবস্থা করতে হবে।

একমাত্র আয়ত্তাধীন রেলপথ ছিল কাস্তোরনয়ে থেকে কুরস্ক পর্যন্ত, লিভনি ও মারমিঝির মধ্যে একটা ছোট শাখাসহ। ফেব্রুয়ারির শেষ ভাগে ট্রেন কেবল শিগরি পর্যন্ত যেতে পারছিল।

অন্তহীন তুষার ঝড় রাস্তাগুলিকে বন্ধ করে ফেলছিল এবং সৈন্য চলাচলে বাধা দিচ্ছিল। তুষার এত ঘন থাকছিল যে ঝোলোতুখিনো-বুদানোভকা খণ্ডের রেল বাঁধকে মোটর রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করতে হচ্ছিল।

ইয়েলেৎসের রেল স্টেশন থেকে পশ্চিমদিকে লিভনি ও ঝোলোতুখিনো যাওয়ার একমাত্র মোটর রাস্তায় অসংখ্য সৈন্যদল, লরি ও ঘোড়াজোয়া গাড়ি অনেক অসুবিধার মধ্যে এগোচ্ছিল। লরি ও ঘোড়ার যেহেতু ঘাটতি ছিল অনেক সময়ে মানুষকেই ভারী মেশিনগান, ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী রাইফেল ও মর্টার বহন করতে হচ্ছিল। গোলন্দাজরা পিছিয়ে পড়ছিল। গোলাবারুদ বহনের জন্য আমাদের স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্য নিতে হত, তারা এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে পালা করে পৌঁছে দিত।

সরবরাহ ট্রেন ও ঘাঁটিগুলি তখনও কেন্দ্রীভবনের এলাকা থেকে অনেক দূরে ছিল, তার ফলে রণক্ষেত্রে সৈন্যদের গোলাবারুদ, জ্বালানি ও খাদ্য পৌঁছে দেওয়া

কঠিন হচ্ছিল। তুষারঝড়ের মধ্যে এবং তুষারধৌত জমির উপর দিয়ে দীর্ঘ পথ চলা সৈন্যদের ক্লান্ত করে ফেলছিল। কতকগুলো ইউনিটকে প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছিল না।

ফলত, নবগঠিত সেন্ট্রাল রণাঙ্গন জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কেন্দ্রীভবন করে উঠতে পারল না, আক্রমণাত্মক অভিযানের তারিখ ২৫শে ফেব্রুয়ারি পিছিয়ে দিতে হল। ততদিনে আমরা ২য় ট্যাঙ্কবাহিনী (তাকে তখনও পথে আটকে পড়া তাদের অনেক ট্যাঙ্ককে আনতে হচ্ছিল), ২য় গার্ডস ক্যাভালরি কোর, দুটি স্কি ব্রিগেড এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স থেকে পাওয়া ৬৫তম আর্মির অংশকে ব্যবহার করতে পারছিলাম। এই সৈন্যদের মোতায়েন করা হয়েছিল চের্ন-মিখাইলোভকা-কোনিশেভকা-মাকারোভকা লাইন বরাবর ১৫০ কিলোমিটার সম্মুখভাগের মধ্যে। ২১তম আর্মি তখনও স্তালিনগ্রাদ থেকে ইয়েলেৎসের পথে এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি থেকে ৭০তম আর্মি কেন্দ্রীভবনের এলাকার দিকে এগোচ্ছিল।

ইতিমধ্যেই যে সব সৈন্য জড়ো হয়েছিল তাই নিয়ে এই রণাঙ্গন ২৫শে ফেব্রুয়ারি আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করল।

সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের এলাকায় যুদ্ধরত ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের কিছু ডিভিশন যার অধীনস্থ করা হয়েছিল সেই ৬৫ তম আর্মি মিখাইলোভকা ও লিতিঝ অভিমুখে অগ্রসর হল। দক্ষিণ দিকে ৭০ তম আর্মির দায়িত্ব পড়ল দমিত্রোভস্ক ওরলোভস্কি অভিমুখে এগোনর (যেহেতু এর ইউনিটরাই সম্মুখ রণাঙ্গনে ছিল)। বাম দিকে ২য় ট্যাঙ্ক আর্মি সুভেস্ক অভিমুখে ধাওয়া করল। রণাঙ্গনের বাম পাশে জেনারেল ক্র্যুকভের ঘোড়সওয়ার ও পদাতিকের মিশ্র টাস্ক ফোর্স খুতোর মিখাইলোভস্কি এবং নোভাগোরোদ সেভেরস্কির দিকে এগোচ্ছিল।

গোড়ার দিকে আক্রমণাত্মক অভিযান মসৃণ ভাবে চলছিল। ৭০ তম আর্মির ইউনিটগুলি থেকে দক্ষিণ দিকে মদত পেয়ে ৬৫তম আর্মি শত্রুদের তাড়িয়ে দিল এবং ফেব্রুয়ারির শেষদিকে কোমারিকি ও লিতিঝ পৌঁছে গেল। ২য় ট্যাঙ্ক আর্মি পশ্চিমে অনেকদূর এগিয়ে গিয়ে সেরেদিনা বুদি পৌঁছে গেল, ক্র্যুকভের টাস্ক ফোর্স অল্পই প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে এমনকি আরও ঠেলে এগোল। তাদের সেভস্ক লাইনে এবং সেভ নদীর দক্ষিণে গুঁজে রয়ে যাওয়ার জন্য আমার নির্দেশ সত্ত্বেও তারা এগিয়ে চলল এবং ১০ই মার্চ অগ্রগামী

ইউনিটগুলি নোভগোরোদ সেভেরস্কির উত্তরে দেসনা নদী পর্যন্ত পৌছে গেল। পাশের দিকে অনুসন্ধান কাজের এবং যথাযথ শৃঙ্খলার অভাবে টাস্ক ফোর্সকে গুরুতর ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে হয়েছিল।

ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গন আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করেছিল ১২ই ফেব্রুয়ারি, আমাদের দক্ষিণে তাদের সৈন্যরা শত্রু প্রতিরক্ষাকে বেশি গভীর পর্যন্ত ভেদ করতে পারল না। ১০ থেকে ৩০ কিলোমিটার এগোনর পরে ফেব্রুয়ারির শেষে নোভসিল-মালোআরখাঙ্গেলস-রঝদেস্তভেনস্কোয়ে লাইনে তাদের গতি প্রতিরুদ্ধ হল।

ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের বাম পাশের ১৬-শ আর্মি, ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের সহযোগিতায় যারা উত্তর থেকে ব্রিয়ানস্ক অভিমুখে আক্রমণ করেছিল, তারাও কোনও সাফল্য অর্জন করতে পারল না।

ততদিনে নাৎসীরা ব্রিয়ানস্ক ও খারকভ খণ্ডে যে আঘাত খেয়েছিল তার ধাক্কা সামলে নিয়েছিল এবং নিজেরাই প্রতি-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। মার্চের গোড়ায় ওরেল এলাকা ও তার দক্ষিণে অবস্থিত শত্রুরা তাদের রঝেভ-ভিয়াজমা সৈন্য-সমাহার থেকে নতুন নতুন সৈন্যগঠন পাচ্ছিল। আমাদের অনুসন্ধান ব্রিয়ানস্ক এলাকায় ও তার দক্ষিণে বিরাট সৈন্য জমায়েত এবং সেভস্ক অভিমুখে সৈন্য চলাচল লক্ষ্য করেছিল। রিলস্কের উত্তরে এবং শোস্তকার উত্তর-পূর্বের এলাকাগুলিতে বিপুল শত্রুসৈন্য চলাচলের খবরও পাওয়া যাচ্ছিল। ১০ই মার্চের মধ্যে আমাদের রণাঙ্গনের হাতের সমস্ত সৈন্যকে অত্যন্ত দীর্ঘায়িত সম্মুখ রণক্ষেত্রে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সংখ্যার দিক থেকে আমাদের চেয়ে বেশি সৈন্যকে কেন্দ্রীভূত ভাবে জড়ো করা ও মোতায়েন করায় শত্রু স্পষ্টতই আমাদের থেকে এগিয়ে ছিল। আমাদেব ২১ তম আর্মি তখনও ইয়েলেৎসে ট্রেন থেকে নামছিল। আর্মিগুলির ও রণাঙ্গনের সরবরাহ ট্রেনগুলি তখনও স্তালিনগ্রাদ এলাকায় ছিল এবং খাদ্য, পশুখাদ্য, জ্বালানি ও গোলাবারুদের তীব্র অভাব দেখা দিয়েছিল।

এই অবস্থায় এই রণাঙ্গনের সৈন্যদের পক্ষে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্য পালনের কোনও প্রশ্নই ছিল না। স্তালিনকে আমি ফোনে জানানর পর এই রণাঙ্গনকে অন্য একটা কর্তব্য দেওয়া হল। ৭ই মার্চের নির্দেশনামায় জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এই রণাঙ্গনকে সাময়িকভাবে অগ্রগতি

মন্থর করে দিতে বললেন এবং ব্রিয়ানস্ক-ওরেল রেলপথ বন্ধ করে শত্রুর দ্মিত্রোভস্ক-ওরলোভস্কি সৈন্য-সমাহারকে চূর্ণ করার লক্ষ্য নিয়ে ৬৫ তম, ৭০ তম ও ২১ তম আর্মিগুলিকে উত্তর ও উত্তর-পূর্বের দিকে ঘোরাতে বললেন, যাতে করে ওরেল সৈন্য-সমাহারকে ধ্বংস করার জন্য ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনকে সাহায্য করা যায়। এই কর্তব্য সমাধা করার পর এই তিনটি আর্মিকে ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের সৈন্যদের সঙ্গে রোসলাভ অভিমুখে যেতে বলা হল।

আর একটা কর্তব্য এল বলে রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড ও হেডকোয়ার্টার্স নতুন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি শুরু করলেন। প্রথমত আমাদের সৈন্যদের পুনর্বিন্যাস করার এবং ওরেল ক্ষেত্র যেখানে প্রধান আক্রমণ করার কথা, সেইখানে কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজন ছিল। সেইখানেই আমরা আমাদের বেশির ভাগ সৈন্যদের পাঠিয়ে দিলাম।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি থেকে সদ্য আগত ৭০ তম আর্মি গঠিত হয়েছিল সীমান্ত রক্ষীদের নিয়ে, তারা চমৎকার সৈন্য এবং লড়াইয়ের জন্য সুশিক্ষিত। ৬৫ তম আর্মির এবং ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের বাম পক্ষের আর্মির সীমান্তে আক্রমণাত্মক অভিযানের কর্তব্য আসায় ৭০ তম আর্মিকে বাধ্য হতে হয়েছিল মার্চ করে পৌছনর সঙ্গে সঙ্গেই লড়াই শুরু করতে, যেমন যেমন ইউনিটগুলি এসে পৌছেছিল তেমন তেমনই লড়াইয়ে নেমে পড়ছিল যথেষ্ট গোলন্দাজ সহায়তা ছাড়াই। এই আক্রমণাত্মক অভিযান সফল হয়নি।

এই আর্মির সঙ্গে আমার আরও ঘনিষ্ট পরিচয় হওয়া দরকার বলে আমি মনে করলাম। ওদের কাছে পৌছান খুব কঠিন ছিল। প্রথমে আমি মোটরে গেলাম, তারপর বনকাটা পথদিয়ে শ্লেজে গেলাম এবং শেষপর্যন্ত আলগা তুষারের উপর দিয়ে ১৫ কিলোমিটার মত পথ স্কি করে গেলাম। শেষাংশ পার হওয়ার আর কোন উপায় ছিল না। ঘটনাস্থলে গিয়ে অবস্থার পর্যালোচনা খুব কার্যকর হল। আমরা নিজেরাই দেখলাম যে হেড কোয়ার্টার্সকে অভিজ্ঞ অফিসার দিয়ে শক্তিশালী করা দরকার, সে কাজ করাও হল।

আমাদের রণাঙ্গনের সৈন্যরা জোর লড়াইয়ের পর ব্রিয়াস্তসেভো-ত্রোজনা-লিভিন-সেভ নদীর লাইনে পৌছে গেল এবং কঠিন লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হল, সে লড়াই অনেক সময় ধরে চলতে লাগল। আমরা তখনও আশা করছিলাম যে

২১তম আর্মিকে লড়াইয়ে নামিয়ে আমরা শত্রুদের একটুখানি পিছিয়ে দিতে পারব। কিন্তু ১১ই মার্চ আমরা জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স থেকে নির্দেশ পেলাম ২১তম আর্মিকে ওবোইয়ান এলাকায় তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিতে এবং তাকে ভরোনেঝ রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডারের অধীনে দিতে। ভরোনেঝ রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডারের এলাকায় শত্রুসৈন্যরা খারকভ ও বেলগোরোদ অঞ্চল ভেদ করে ঢুকে পড়েছিল এবং কুরস্কের দিকে এগোচ্ছিল।

মার্চের শেষার্ধে জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স ওরেল এলাকায় আক্রমণাত্মক অভিযান বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনকে নির্দেশ দেওয়া হল গোরোদিশ্চে-মালোআর খাঙ্গেলস্ক-ত্রোজনা লিতিঝ-খোমুতোভকা-কোরেনেভো লাইনে আত্মরক্ষামূলক লড়াই লড়তে এবং শত্রুরা যদি ভেঙে বেরোনর চেষ্টা করে তো তা ঠেকাতে। জেনারেল পি. এল রোমানেঙ্কোর ৪৮তম আর্মি, জেনারেল এন পি পুখভের ১৩-শ আর্মি-ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের তার অংশসহ এবং আই ডি. চের্নিয়াখভস্কির ৬০তম আর্মি দিয়ে সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনকে শক্তিশালী করা হল। ততদিনে পার্শ্ববর্তী ব্রিয়ানস্ক ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যরাও আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে চলে গিয়েছে।

আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে যাওয়ার পর রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড হেড কোয়ার্টার্স এবং রাজনৈতিক বিভাগ একটা আত্মরক্ষার পরিকল্পনা রচনা করতে অগ্রসর হলেন। আমরা অতীত লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা থেকে জানতাম যে আক্রমণাত্মক অভিযান জোরদার করার জন্য শত্রুরা বিরাট সংখ্যায় ট্যাঙ্ক নামাবে, কাজেই সেগুলিকে প্রতিহত করার মত প্রতিরক্ষা ও সৈন্য প্রস্তুত করা দরকার। পরবর্তী কথায় যাওয়ার আগে অবশ্যই বলে নেওয়া দরকার যে, আমরা যে আত্মরক্ষা-মূলক লড়াইয়ে গিয়েছিলাম তা ছিল সাধারণ আত্মরক্ষা, গ্রীষ্মকালীন আক্রমণাত্মক অভিযানের উদ্দেশ্যে সৈন্য প্রশিক্ষণের সময় পাওয়ার জন্য। কিন্তু একথা যখন জানা গেল যে শত্রুরা কুরস্ক বালজে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন আত্মরক্ষাটাই একটা উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল। এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে আত্মরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি বিপুলভাবে বাড়িয়ে তোলা হল।

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড ও হেড কোয়ার্টার্স সৈন্য নিয়ন্ত্রণের উপর খুব জোর দিলেন। আমাদের কম্যাণ্ড পোস্টের অবস্থান ছিল ইয়েলেৎসে, এটি রেল পথের একটি বড় জংশন এবং বিমান থেকে প্রায়ই আক্রান্ত হত।

আমাদের পক্ষে সেটা উপযুক্ত ছিল না। উপরন্তু নতুন পরিস্থিতির দরুণ কম্যাণ্ড পোস্ট সৈন্যদের আরও কাছে নিয়ে যাওয়ার দরকার হল। কাজেই আমরা কুরস্কের উত্তরে স্‌বোভোদা এলাকায় সরে গেলাম। সেখানে একটা নতুন কম্যাণ্ড পোস্ট ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছিল এবং সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের সমস্ত আর্মি ও ডিভিশনগুলির সঙ্গে এবং দক্ষিণে ও বামের রণাঙ্গনগুলির সঙ্গে যোগসূত্র ও যাতায়াতের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

এপ্রিল মাসে কুরস্ক বালজের দুই দিকেই প্রতিদ্বন্দ্বীরা গ্রীষ্মকালীন ও হেমন্ত-কালীন অভিযানের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রস্তুতি শুরু করেছিল।

শত্রুদের ব্যবহার থেকে এবং যে সমস্ত সংবাদ আমরা পেয়েছিলাম তা থেকে আমরা বুঝেছিলাম যে নাৎসী বাহিনী যদি নিয়ামক উদ্দেশ্য নিয়ে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করতে অদূর ভবিষ্যতে আদৌ সক্ষম হয়, তা হলে তারা তা কুরস্ক বালজেই করবে। এ কথা অবশ্যই বলা দরকার যে সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড এবং জেনারেল স্টাফ শত্রুদের পরিকল্পনা, প্রধান আক্রমণের সম্ভাব্য গতিমুখ, এমনকি আক্রমণাত্মক অভিযানের সঠিক তারিখ পর্যন্ত বের করে ফেলেছিলেন। রণাঙ্গনের অবস্থার কথা মনে রেখে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স সিদ্ধান্ত করলেন শত্রুদের আক্রমণকারী গোষ্ঠীগুলিকে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের মারফৎ দুর্বল করতে, তারপর স্মোলেনস্ক থেকে তাগানরোগ পর্যন্ত এক ব্যাপক রণাঙ্গনে প্রতি-আক্রমণ করতে।

আমাদের রণাঙ্গনের দক্ষিণে ওরেল অভিক্ষেপের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আমি তার বিপরীতে সবচেয়ে প্রবল সৈন্য-সমাহার গড়ে তোলার এবং রণাঙ্গনের সংরক্ষিত শক্তিরও বেশির ভাগকেই সেখানে মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

এই সিদ্ধান্তের পিছনে নিম্নোক্ত বিবেচনাগুলি ছিল। শত্রুর উদ্দেশ্যের দিক থেকে তাদের এগোনর সবচেয়ে উপযুক্ত গতিমুখ ছিল ওরেল থেকে কুরস্ক অভিমুখে। আর এইখান থেকেই প্রধান আক্রমণ (দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে) আশঙ্কা করা যাচ্ছিল। সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের অন্য কোনও অংশে নাৎসী আক্রমণ কোনও গুরুতর বিপদ সৃষ্টি করত না, কারণ ওরেল অভিক্ষেপের দক্ষিণের চাপে এই রণাঙ্গনের সৈন্যদেরকে এবং তাদের নতুন শক্তি যোগানর উপকরণকে শত্রুর ভেঙ্গে ঢোকার আশঙ্কা যেখানে দেখা যাবে সেখানে যে কোনও সময়ে নিয়ে যাওয়া যেত। যদি সবচেয়ে খারাপ অবস্থাও হত তাহলে ওই

আক্রমণাত্মক অভিযানের ফলে বড়জোর আমাদের সৈন্যদের কুরস্ক বালজ থেকে বিতাড়িত হতে হত, কিন্তু বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হত না।

এপ্রিলের প্রথমার্ধে সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড আত্মরক্ষায় চলে যাওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফের দ্বারা তা অনুমোদিত হল এবং প্রতিরক্ষা সংগঠন করতে আমরা নেমে পড়লাম।

আমাদের দক্ষিণ পাশে শত্রুর ওরেলস্থ সৈন্য-সমাহারের বিরুদ্ধে লাইন ধরে ছিল ৪৮ তম, ১৩-শ এবং ৭০তম আর্মির ইউনিটগুলি, তারা গোরোদিশ্চে থেকে ব্রিয়ান্তসেভো পর্যন্ত ১৩২ কিলোমিটার রণাঙ্গন জুড়ে মোতায়েন ছিল। বাম পাশে ব্রিয়ান্তসেভো থেকে কোরেনেভো পর্যন্ত বিস্তৃত ১৭৪ কিলোমিটার রণাঙ্গন রক্ষা করছিল ৬৫তম এবং ৬০তম আর্মি।

আমি যথাপূর্বং প্রয়োজনীয় সংরক্ষিত শক্তিকে আলাদা করে রাখার সিদ্ধান্ত করলাম। ২য় ট্যাঙ্ক আর্মিকে দ্বিতীয় স্তর-বিন্যাসে সরিয়ে আনা হল এবং ৯ম ও ১৯ তম ট্যাঙ্ক কোর ও ১৭-শ গার্ডর্স ইনফ্যান্ট্রি কোরকে রণাঙ্গনের সংরক্ষিত শক্তির মধ্যে রাখা হল। প্রয়োজন হলে শেষোক্ত কোরকে ১৩-শ আর্মির এলাকায় নিয়োগ করা হবে বলে ঠিক হয়ে রইল।[১]

আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের সাধারণ পরিকল্পনা রচনায় নিম্নোক্ত আর্মি কম্যাণ্ডাররা অংশ নিয়েছিলেন: লেফটেনান্ট জেনারেল পি. এল. রোমানেস্কো (৪৮ তম), লেফটেনান্ট জেনারেল এন. পি. পুখভ (১৩-শ), লেফটেনান্ট জেনারেল আই. ভি. গালানিন (৭০ তম), লেফটেনান্ট জেনারেল পি. আই. বাতভ (৬৫ তম), লেফটেনান্ট জেনারেল আই. ডি. চের্নিয়াখভস্কি (৬০ তম) এবং লেফটেনান্ট জেনারেল এস. আই. রুদেঙ্কো (১৬-শ বিমান)। তারপর পরিকল্পনাটি বিস্তারিতভাবে রচিত হল—প্রত্যেক আর্মি কোন রকম জমিতে লড়াই করবে তার প্রতি যথাযথ নজর রেখে। এতে সক্রিয় অংশ নিলেন রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড, বিভিন্ন ধরনের বাহিনীর ও সেবা ব্যবস্থার কম্যাণ্ডাররা, রাজনৈতিক বিভাগ এবং চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থার প্রধান।

শত্রু কবে আক্রমণাত্মক অভিযান করবে তার মোটামুটি তারিখ জানা থাকায় এবং তারা নিঃসন্দেহে বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করবে সে কথাও জানা থাকায় রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড মার্চের শেষের মধ্যেই সুরক্ষিত অবস্থান গড়ে

১ অল্পদিন পরেই ১৭-শ গার্ডস ইনফ্যান্ট্রি কোরকে ১৩-শ আর্মিকে দেওয়া হয়েছিল।

তোলার জন্য আদেশ দিলেন ও নির্দেশাবলী জারি করলেন। এই উদ্দেশ্যে রণাঙ্গনের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মেজর জেনারেল এ. আই. প্রশলিয়াকভ একটা বিস্তারিত সময়-সূচী তৈরি করলেন এবং কাজ যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং যথোপযুক্ত মানের হয় তা নিশ্চিত করার জন্য খুব চেষ্টা করলেন।

একথা আগেই বলেছি যে কুরস্ক বালজের প্রতিরক্ষার জন্য পরিকল্পিত প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল এপ্রিলের শেষার্ধে এবং চলেছিল জুলাইতে শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু হওয়া পর্যন্ত। প্রতিরোধের প্রধান লাইনটি সৈন্যরা নিজেরাই তৈরি করেছিল। সৈন্যবাহিনীর এবং রণাঙ্গনের পিছনের অবস্থানগুলিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় লাইন নির্মাণে সৈন্যদের সাহায্য করেছিল স্থানীয় লোকেরা, তারা দুর্গ নির্মাণে অনেক কাজ করেছিল। রণাঙ্গন কম্যাণ্ডের আদেশ ও নির্দেশাবলীতে বলা হয়েছিল শক্ত, গভীরে স্তর-বিন্যস্ত রণক্ষেত্রেই অবস্থিত প্রতিরক্ষা প্রধানত গড়তে হবে, তার বহু লাইন থাকবে এবং লড়াইয়ের গোটা এলাকার গভীর পর্যন্ত দুর্গের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। আমরা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের তিনটি সম্ভাব্য বিকল্প রচনা করেছিলাম।

এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের সৈন্যরা সর্ব মোট প্রায় ৫০০০ কিলোমিটার ট্রেঞ্চ ও পৌছানর পথ খুঁড়েছিল, এবং ৪ লক্ষ মাইন ও মাটিতে পোঁতা বোমা বসিয়েছিল। কেবল ১৩-শ ও ৭০ তম আর্মির এলাকাতেই ১১২ কিলোমিটার কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া হয়েছিল, তার ১০·৭ কিলোমিটারে বিদ্যুত সংযোগ করা হয়েছিল এবং ১ লক্ষ ৭০ হাজারের বেশি মাইন বসান হয়েছিল।

আমরা এ বিষয়ে সচেতন ছিলাম যে গ্রীষ্মকালীন অভিযানের প্রস্তুতিতে জার্মান কম্যাণ্ড ব্যাপক প্যানৎসার আঘাতের উপর খুব ভরসা করেছিল, সেই জন্য আমরা কুরস্ক বালজের প্রতিরক্ষাকে এমন একটা ব্যবস্থা হিসাবে তৈরি করেছিলাম যাতে ভারী টি-৪ (টাইগার) ট্যাঙ্ক এবং ফার্ডিনাণ্ড কামান সহ কেন্দ্রীভূত সাঁজোয়া আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। আমাদের অবস্থানগুলিকে ট্যাঙ্কের পক্ষে দুর্ভেদ্য করার জন্য গুরুতর ট্যাঙ্ক আক্রমণের বিপদসঙ্কুল ক্ষেত্রগুলিতে শক্তিশালী প্রবল-প্রতিরোধ বিন্দু সহ অনেকগুলি ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী লাইন আমাদের তৈরি করতে হয়েছিল এবং সেগুলিকে অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থায় ভরপুর করে দিতে হয়েছিল। সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে শত্রুর সাঁজোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রণাঙ্গনের

সমস্ত বিমান প্রতিরোধী সহ সমস্ত গোলন্দাজ শক্তিকে জড়ো করতে হবে এবং তার প্রধান শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে ১৩-শ ও ৭০তম আর্মির এলাকা-গুলিতে, যেখানে শত্রুর প্রধান আঘাতের আশঙ্কা করা হচ্ছিল।

আরও ভাল সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রবল-প্রতিরক্ষা বিন্দুগুলিকে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধ এলাকাগুলির মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ৫ঠা জুলাইয়ের মধ্যে রণাঙ্গনের দক্ষিণ পক্ষে ৩০-৩৫ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কেবল ১৩-শ বাহিনীর খণ্ডেই ছিল প্রধান প্রতিরোধ লাইনে ৪৪টি প্রবল-প্রতিরক্ষাবিন্দু সমন্বিত ১৩টি ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী এলাকা, দ্বিতীয় লাইনে ৩৪টি প্রবল-প্রতিরক্ষাবিন্দু সমন্বিত ৯টি এলাকা এবং তৃতীয় লাইনে ৬০টি প্রবল-প্রতিরক্ষাবিন্দু সমন্বিত ১৫টি এলাকা।

অগ্নি-বর্ষণ ব্যবস্থা সংগঠিত করার উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। অগ্নিবর্ষক অস্ত্রশস্ত্র প্রত্যেক আর্মির সমগ্র গভীরে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত ছিল, বিপদসঙ্কুল এলাকায় অগ্নিবর্ষণের সুনিপুণ চালের ও কেন্দ্রীভবনের ব্যবস্থাও ছিল। অগ্নি-নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ বহু পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের একটা বিস্তীর্ণ জাল ছড়ানো ছিল।

শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কাসঙ্কুল সবগুলি ক্ষেত্রে আমরা শক্তিশালী গোলন্দাজ সৈন্য-সমাহার কেন্দ্রীভূত করেছিলাম। রণাঙ্গনের সামগ্রিক কামানের ঘনত্ব ছিল প্রতি কিলোমিটার সম্মুখ রণক্ষেত্রে ৩৫টি করে কামান ও মর্টার এবং ১০টি ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী কামান। ১৩-শ আর্মির খণ্ডে ঘনত্ব অনেক বেশি ছিল। গোলন্দাজদের প্রস্তুত করা এবং অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থার সংগঠন করার কৃতিত্ব প্রধানত দিতেই হবে রণাঙ্গনের গোলন্দাজ বাহিনীর বিনয়ী ও কঠোর পরিশ্রমী কম্যাণ্ডার লেফটেনাণ্ট জেনারেল ভি. আই. কাজাকভকে।

মেজর জেনারেল এস. এফ গালাদিয়েভের নেতৃত্বে রণাঙ্গনের রাজনৈতিক বিভাগ আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য অসাধারণ কাজ করেছিল। সৈন্যদের বোঝান হয়েছিল সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফের আদেশগুলি এবং মেন পলিটিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, যার উপর পার্টি ও কমসোমল সংগঠনগুলির ভিত্তি ছিল, তার নির্দেশাবলী কেমনভাবে বুঝতে হবে এবং কার্যকর করতে হবে। প্রত্যেক ইউনিটের লোকেদের এক একটা ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ দলে পরিণত করার উপর এবং তাদের মনোবল ও রাজনৈতিক জ্ঞান বাড়ানর উপর যথেষ্ট নজর দেওয়া

হয়েছিল। রাজনৈতিক কাজের লক্ষ্য ছিল অফিসার ও সৈন্যদের রণশিক্ষা উন্নত করা এবং অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জামের সম্বন্ধে যত্নবান থাকতে তাদের শেখান। বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল শৃঙ্খলার দিকে। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পার্টি ও কমসোমল সংগঠনগুলির পুনর্বিন্যাস এবং রণাঙ্গনের আর্মির ও ডিভিশনে যুক্ত সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা বর্ধন সম্বন্ধে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিব ১৯৪৩ সালের ২৪শে মে তারিখে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেনাবাহিনীর পার্টি সংস্থাগুলির পুনর্গঠনের ফলে রাজনৈতিক কাজকর্ম উন্নততর হয়েছিল।

সামরিক কাউন্সিল এবং রণাঙ্গনের হেড কোয়ার্টার্স প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে সুরক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান ও ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী ব্যবস্থাগুলির সংগঠন এবং সৈন্যদের মনোবল সম্বন্ধে বারংবার নজর রাখছিল। অফিসার ও সৈন্যদের নিজেদের উপর এবং যে প্রতিরক্ষা তারা গড়েছিল তার উপর আস্থা ছিল। শত্রুদের ব্যূহ ভেঙ্গে বেরোনর চেষ্টা সফলভাবে প্রতিরোধ করার ভিতর দিয়ে এই সব লাইনে লড়াই করার অভিজ্ঞতা তাদের হয়েছিল। পনিরি এলাকার প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা পরিদর্শন করার সময়ে আমি সৈন্যদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাদের অবস্থান সম্বন্ধে তারা কি ভাবছে। তাদের আত্মবিশ্বাস ছিল যে শত্রু এখান দিয়ে ঢুকতে পারবেনা। তারা তাদের কথা রেখেছিল। পনিরি দিয়ে ঢোকার জন্য নাৎসীদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

ব্রিয়ানস্ক অঞ্চল ও বাইলোরুশিয়ার গেরিলাদের কাছ থেকে আমাদের রণাঙ্গন অনেক সাহায্য পেয়েছিল, শত্রু সেনাদের গতিবিধি সম্পর্কে তারা আমাদের খবর দিত। ক্রমাগত অনুসন্ধানের ভিতর দিয়ে রণাঙ্গনের হেড কোয়ার্টার্স যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন যাতে বোঝা যাচ্ছিল যে শত্রুরা ওরেল অভিক্ষেপে তাদের ফৌজদের কেন্দ্রীভূত করছে।

মে ও জুন মাসে জার্মান বিমান-বাহিনী তাদের ক্রিয়াকলাপ বেশ বাড়িয়ে দিয়েছিল, তারা ইয়েলেৎসও কুরস্ক রেল জংশন, রেল স্টেশন ও সেতুগুলির উপর এবং সাধারণভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর আঘাত করছিল।

জেনারেল রুদেঙ্কোর ১৬-শ এয়ার আর্মির গোটাটা, বিমান-প্রতিরক্ষা ইউনিটগুলির এবং রণাঙ্গনের ও ইউনিটগুলির বিমান-প্রতিরোধী কামানগুলি সব লুফৎওয়াফের বিরুদ্ধে লাগান হল। বিমান-প্রাধান্য লাভের যুদ্ধ চলতে লাগল।

শত্রুরা আমাদের সরবরাহ বিপর্যস্ত করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকল। আমাদের চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থার পক্ষে শত্রুর এই চেষ্টা বিফল করা কঠিন কাজ ছিল। এ কথা বলতেই হবে যে চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থার প্রধান মেজর জেনারেল এন. এ. আন্তিপেঙ্কোর অসাধারণ কর্মতৎপরতা ও সংগঠনের ক্ষমতা এবং তার সুনির্বাচিত সুসংবদ্ধ কর্মীদল সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও সরবরাহ অবিচ্ছিন্নভাবে চালু রাখতে সাহায্য করেছিল। সেই উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার সম্ভাব্য উপায় ব্যবহার করা হয়েছিল; নতুন রাস্তা করা হয়েছিল, যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত রেল লাইনে ইঞ্জিন চলতে পারতনা সে সব জায়গায় গাড়ি টানার জন্য ঘোড়া ব্যবহার করা হয়েছিল, বেসামরিক লরি ও গাড়ি সারা দিন রাত্রি ধরে যাতায়াত করছিল। কুরস্কের রেল শ্রমিকরা বোমা বর্ষণের মধ্যে দাঁড়িয়ে রেলপথ মেরামত করে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছিল। কুরস্কের ও কুরস্ক এলাকার মানুষেরা বিমান আক্রমণের পর ধ্বংসস্তূপ সরানর কাজে, ঘোরা পথ ও দুর্গ নির্মাণের কাজে বিপুল সাহায্য দিয়েছিল। কুরস্কে ট্যাঙ্ক, লরি, কামান ও অন্যান্য ভারী গোলাবর্ষণকারী অস্ত্র মেরামতির জন্য কর্মশালা বসান হয়েছিল। এই সমস্তর কল্যাণে আমরা শীতকালীন যুদ্ধের দরুন ক্ষয়ক্ষতির একটা উল্লেখযোগ্য অংশ পূরণ করতে পেরেছিলাম।

লড়াই শুরু হওয়ার মধ্যেই আমরা আমাদের পদাতিক ডিভিশনগুলির শক্তি ডিভিশন পিছু ৭০০০-৭৫০০ সৈন্য তুলতে পেরেছিলাম।

জুনের শেষ নাগাদ আমরা রিপোর্ট পেতে লাগলাম যে শত্রুদের সাঁজোয়া, গোলন্দাজ ও পদাতিক ফৌজ অগ্রবর্তী এলাকায় বিরাট সংখ্যায় আছে। এই যাত্রা চলছে জঙ্গী বিমানের বিমান ছত্রের আশ্রয়ে। জুলাইয়ের গোড়ায় একথা একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে শত্রু আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করতে চলেছে। আমাদের গোলন্দাজদের ও বিমান সেনাদের অনুসন্ধানের সময়ে অগ্রবর্তী এলাকার কাছাকাছি গিরিখাঁজে ও নিভৃত জায়গায় শত্রুদের অনেক নতুন নতুন কামান সজ্জা ও প্যানৎসার কেন্দ্রীভবন চোখে পড়ছিল।

২রা জুলাই জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স আমাদের সতর্ক করে দিলেন যে, যে কোনও মুহূর্তে আমরা শত্রুর আক্রমণ আশঙ্কা করতে পারি। ৪ঠা জুলাই রাত্রে ১০-শ ও ৪৮তম আর্মির খণ্ডে আমাদের পোঁতা মাইন অপসারণের সময়ে কয়েকজন জার্মান স্যাপার ধরা পড়ল। তারা বলল ৫ই জুলাই ভোর তিনটের

সময়ে আক্রমণ শুরু হওয়ার কথা, জার্মান ফৌজ ইতিমধ্যেই যে লাইন থেকে বেরোবে সেখানে মোতায়েন হয়ে গিয়েছে।

২ টার সময়ে রণাঙ্গনের সামরিক পরিষদকে একথা জানান হল। প্রশ্ন ছিল বন্দীদের বিশ্বাস করা হবে কিনা। তারা যদি সত্যি কথা বলে থাকে তা হলে ঠেকানর জন্য আগে থেকে অগ্নিবর্ষণের যে পরিকল্পনা করে রাখা হয়েছে সেই অগ্নিবর্ষণের সময় এসে গিয়েছে। তার জন্য আমরা আমাদের মোট কামান ও মর্টার এবং গোলাবারুদের মজুতের অর্ধেক বরাদ্দ করে রেখেছিলাম।

মার্শাল জুকভ তখন আমাদের কম্যাণ্ড পোস্টে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে আমি অগ্নিবর্ষণ শুরু করার আদেশ দিলাম। রাত্রি ২ টা ২০ মিনিটে কামান গর্জন ওরেলের দক্ষিণের তৃণভূমিতে বিরাজমান প্রাক-উষাকালীন নৈঃশব্দ বিদীর্ণ করল।

১৩-শ আর্মির খণ্ডে এবং অংশত ৪৮তম আর্মির খণ্ডে, যেখানে শত্রুর প্রধান আক্রমণের আশঙ্কা করা যাচ্ছিল, সেইখানে অবস্থিত আমাদের গোলন্দাজরা শত্রুর প্রস্তুতি-অগ্নিবর্ষণের ১০ মিনিট আগেই অগ্নিবর্ষণ শুরু করল। নাৎসীরা সম্পূর্ণ অবাক হয়ে গেল, ২ ঘণ্টা লাগল তাদের ব্যাপারটা কাটিয়ে উঠতে। তারা তাদের প্রস্তুতি-অগ্নিবর্ষণ শুরু করল কেবল ভোর সাড়ে চারটেয়—ক্ষয়িত শক্তি ও যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা নিয়ে। আমাদের কামানের গোলায় নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল তাদের যে সব কামান সেগুলি যেমন যেমন আবার মুখর হয়ে উঠল তেমনি তেমনি অবশ্য তাদের গোলন্দাজ আক্রমণ আরও প্রবল হয়ে উঠল।

ভোর সাড়ে পাঁচটায় ওরেলস্থ নাৎসী সৈন্য-সমাহার ১৩-শ আর্মির ও ৭০তম আর্মির দক্ষিণ পাশের সমস্ত সম্মুখভাগ জুড়ে আক্রমণ করল। আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রথম দিনেই তারা নতুন টাইগার ট্যাঙ্ক ও ফার্ডিনাণ্ড আক্রমণকারী কামানসহ বিরাট আঘাতের দ্বারা আক্রমণাত্মক অভিযানকে মদত দিল।

প্যানৎসার গঠনগুলির সঙ্গে ও তাদের অনুসরণ করে আসছিল বিরাট সংখ্যক পদাতিক সৈন্য, সাঁজোয়া গাড়ি চড়ে ও পায়ে হেঁটে, সাঁজোয়া গাড়ির আড়ালে তারা দ্রুত সামনে এগোচ্ছিল। সব দেখেই মনে হচ্ছিল যে জার্মান ফৌজ ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে কুরস্ক এলাকা থেকে ভরোনেজ রণাঙ্গন অভিমুখে যে আক্রমণ করেছিল তারই পুনরাবৃত্তি তারা করতে চায়। কিন্তু দিনকাল বদলে গিয়েছিল। তাই বিচারের ভুলের জন্য তাদের গুরুতর মূল্য দিতে হল।

আমাদের গোলন্দাজ, মর্টার, রকেট নিক্ষেপক ও মেশিনগান শত্রুর মোকাবেলা করল ভয়ঙ্কর অগ্নিবর্ষণ দিয়ে। ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী কামান সরাসরি শত্রু প্যানৎসারের উপর আঘাত করল। ১৩-শ আর্মি ৪টি সাংঘাতিক আক্রমণ সফলভাবে প্রতিহত করল; আরও নতুন নতুন শক্তি নামিয়ে পঞ্চম আক্রমণের পরেই কেবল শত্রুরা ৮১তম ও ১৫-শ পদাতিক ডিভিশনের অবস্থানের মধ্যে ঢুকতে পারল।

শত্রুদের যে সব ফৌজ ভেঙ্গে ঢুকছিল ১৬-শ এয়ার আর্মি তাদের গুরুতর আঘাত করছিল। আমরা ২০০ জঙ্গী ও ১৫০ বোমারু বিমান উড়িয়ে ছিলাম, তারা দুপুরের মধ্যে ৫২০ বার চক্র দিয়ে বোমা বর্ষণ করেছিল। তাদের আক্রমণ এই ক্ষেত্রে শত্রুদের অগ্রগতি মন্থর করে দিয়েছিল এবং ফলত আমাদের ১৭-শ ইনফ্যান্ট্রি কোর, দুটি ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী ব্রিগেড ও একটি মোটর বিগ্রেডকে এনে ছেদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে আমাদের সক্ষম করেছিল। এই সৈন্যরা শত্রুদের গতিরোধ করতে পেরেছিল।

আমাদের হাতে যে খবর ছিল তা দিয়ে বিচার করলে শত্রুরা তখন তাদের প্রধান সৈন্য-সমাহারের সমস্ত শক্তিকে লড়াইতে নামায়নি, কাজেই পরের দিন তারা আক্রমণ আরও বাড়াবে এ আশঙ্কা রইল। ৫ই জুলাই রাত্রে আমি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে পরিস্থিতি জানালাম। সুপ্রীম কমাণ্ডার ইন চিফ আমায় বললেন যে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি থেকে লেফটেনান্ট জেনারেল এফিমেঙ্কোর ২৭তম আর্মি পাঠিয়ে এই রণাঙ্গনকে জোরদার করা হচ্ছে। এ একটা ভাল খবর। নির্ধারিত এলাকায় ওই আর্মির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কয়েকজন স্টাফ অফিসারকে পাঠালাম। আমাদের আনন্দ কিন্তু অপরিণত হল, কারণ ৬ই জুলাই সকালে, সামান্য কয়েক ঘণ্টা পরেই জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স আমাদের আদেশ দিলেন যে ওবোইয়ান এলাকায় পরিস্থিতির অবনতির দরুণ ওই আর্মিকে অবিলম্বে ভরোনেঝ রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিতে। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স আমাদের সতর্ক করে দিলেন যে নিজেদের শক্তির উপরই কেবল আমাদের নির্ভর করতে হবে; উপরন্তু আমাদের আর একটা দায়িত্ব দিলেন—দক্ষিণে ভরোনেঝ রণঙ্গানের দিক থেকে যদি শত্রু ভেঙ্গে ঢোকে তাহলে কুরস্ককে রক্ষা করতে হবে। এর ফলে আমাদের অবস্থা আরও জটিল হল এবং এই নির্দেশ আমাদের বাধ্য করল তাড়াতাড়ি করতে ও বিপন্ন

অংশকে শক্তি যোগানর উপায় উদ্ভাবন করতে।

একটাই মাত্র উপায় ছিল; কুরস্ক বালজের পশ্চিমাংশের আর্মিগুলিকে দুর্বল করার বিনিময়ে বিপন্ন অংশের প্রতিরক্ষাকে জোরদার করা। কাজেই ৬০তম আর্মির কম্যাণ্ডার জেনারেল চের্নিয়াখভস্কি যে ডিভিশনটিকে সংরক্ষিত শক্তি হিসাবে রেখেছিলেন তাকে রণাঙ্গনের সংরক্ষিত শক্তি হিসাবে অবিলম্বে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য আমি তাঁকে আদেশ দিলাম। রণাঙ্গনের পরিবহণ ব্যবস্থা সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রসহ এই ডিভিশনকে নির্ধারিত অংশে ২৪ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে দিল।

লড়াইয়ের প্রথম দিনেই শত্রুর মূল আক্রমণের গতিমুখ সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আক্রমণ রেল লাইন ধরে হবেনা—আমাদের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় দ্বিতীয় বিকল্পে যা অনুমিত হয়েছিল; হবে আরও পশ্চিমদিক দিয়ে ওলখোভাতকা অভিমুখে। এই অবস্থায় আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ১৭-শ গার্ডস ইনফ্যান্ট্রি কোর, ২য় ট্যাঙ্ক আর্মির ১৬-শ ট্যাঙ্ক কোর এবং রণাঙ্গনের সংরক্ষিত শক্তি থেকে ১৯তম ট্যাঙ্ক কোরকে নিয়োগ করে আমাদের প্রতিরক্ষার মধ্যে ঢুকে পড়া শত্রু সৈন্যদের উপর একটা অতি দ্রুত, সংক্ষিপ্ত, কিন্তু শক্তিশালী প্রত্যাঘাত হানার।

আমাদের কামান ও বিমান ৬ই জুলাই ভোরে আঘাত করল এবং উপরোক্ত প্রত্যাঘাতের জন্য নির্দিষ্ট ইউনিটগুলি আক্রমণে গেল ও গোড়ায় কিছু সাফল্যও লাভ করল। ১৭-শ গার্ডস ইনফ্যান্ট্রি কোর দুই কিলোমিটার এগোল। কিন্তু তারপরেই তার আক্রমণ রুখে গেল। নাৎসীরা নতুন নতুন শক্তি এনে ফেলল; ২৫০ প্যানৎসার এবং বিরাট সংখ্যক পদাতিক সৈন্য কোরের অবস্থানের উপর পড়ে গেল এবং কঠোর প্রতিরোধে রত আমাদের সৈন্যদের তারা যেখান থেকে রওনা হয়েছিল সেইখানে ফিরে যেতে বাধ্য করল। তা সত্ত্বেও এই প্রত্যাঘাত ১৩-শ আর্মির প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় লাইন ভেঙে ওলখোভাতকা অভিমুখে এগোনর উদ্দেশ্যে শত্রুরা তাদের জোরদার আক্রমণকে ব্যবহার করবে বলে যে পরিকল্পনা করেছিল তাকে ব্যর্থ করে দিল এবং এর ফলে আবার জার্মানদের ওরেল সমাহারের আক্রমণাত্মক অভিযানের ব্যর্থতা পূর্বনির্ধারিত হয়ে গেল। এইভাবে আমরা সময় পেলাম পুরো একটা দিন—সবচেয়ে বিপন্ন অংশে সৈন্যদের আবার একত্র করার এবং প্রয়োজনীয় সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র এনে ফেলার।

৭ই জুলাইয়ের ভোরে শত্রুরা পনিরির উপর আক্রমণ করল। হাজার হাজার বোমা ও গোলার ধাক্কা, কামানের গর্জন, ট্যাঙ্কের ইঞ্জিনগুলির গর্জন এবং

ইস্পাতের ট্রাকের ঘর্ঘরে মাটি কেঁপে উঠল। আমাদের গোলন্দাজেরা অসীম সাহসে লড়াই করে প্যানৎসার আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগল। সাঁজোয়া গাড়ির বন্যা তাদের দৃঢ়তার সামনে নিস্ফল প্রমাণিত হল; গোলন্দাজেরা ওই রোয়াবি টাইগার ও ফার্ডিনাণ্ডদের দলা-মোচড়া ও পোড়া লোহার ছাঁটে পরিণত করল। সাহসী রেজিমেন্টদের সাহায্যে জেনারেল এম. এ. ইয়েনশিনের ৩০৭তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন পাঁচটি আক্রমণ প্রতিহত করল।

গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনীর পাশাপাশি লড়ে ইঞ্জিনিয়াররাও শত্রু প্রতিহত করতে সাহায্য করেছিল। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলায় তারা চমৎকার কাজ করেছিল, এখন শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযান প্রতিহত করার জন্যও তারা কৃতিত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিল। ট্যাঙ্ক আক্রমণের বিপদের সম্মুখীন প্রধান এলাকাগুলিতে লড়াইয়ে ভাটার সময়ে তারা দূর থেকে নিয়ন্ত্রিত যে মাইন ও মাটিতে পোঁতা বোমা বসিয়েছিল প্যানৎসাররা রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হতেই তারা সেগুলিকে ফাটাতে লাগল। বহু অংশে শত্রুদের সাঁজোয়াবাহিনীর অগ্রগতি ঠেকিয়েছিল চলমান ইঞ্জিনিয়ার ডিট্যাজমেন্টগুলি।

বিমান বাহিনী স্থলবাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করেছিল। বিমান অনুসন্ধান ও স্থলে পর্যবেক্ষণের ভিতর দিয়ে বোঝা গিয়েছিল যে শত্রুরা আর একটা আক্রমণের প্রস্তুতিতে পানিরির এক গিরিখাতে ১৫০টির বেশি প্যানৎসার ও মোটরসজ্জিত বিরাট পদাতিক বাহিনী জড়ো করেছিল। আমাদের গোলন্দাজরা এবং ১৬-শ এয়ার আর্মির প্রায় ১২০টি আক্রমণকারী ও বোমাবর্ষণকারী বিমান এই শত্রুগোষ্ঠীর উপর আঘাত করে তাদের প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি ঘটাল এবং তার আক্রমণ ব্যর্থ করে দিল।

৭ই ও ৮ই জুলাই দুদিন ধরে সমগ্র ওলখোভাতকা জুড়ে প্রচণ্ড লড়াই চলল। ৮ই জুলাই সকাল আটটা কুড়ি মিনিটে সাবমেশিনগান চালক সহ শত্রুদের ৩০০ প্যানৎসার কামান ও মর্টারের অগ্নিবর্ষণ এবং বিমান আক্রমণ সহযোগে ওলখোভাতকার উত্তর-পশ্চিমে ১৩-শ ও ৭০তম আর্মির সংযোগস্থলে আমাদের অবস্থানগুলির উপর আক্রমণ করল, পদাতিক সৈন্যদের অবস্থানের মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং না থেমে কর্নেল রুকোসুয়েভের ৩য় অ্যান্টি ট্যাঙ্ক আর্টিলারি ব্রিগেডের উপর আক্রমণ করল। এই ব্রিগেড অব্যর্থ লক্ষ্যে শত্রুর উপর গোলাবর্ষণ করতে থাকল।

এই লড়াইয়ের তীব্রতা বোঝানর জন্য কেবল একটাই উদাহরণ দিচ্ছি। ক্যাপ্টেন ইগিশোভের ব্যাটারি একটা অবস্থান রক্ষা করছিল। তারা নাৎসী প্যানৎসারদের ৬০০-৭০০ মিটারের মধ্যে আসতে দিয়ে তারপর গোলাবর্ষণ করল। এই ব্যাটারি ১৭টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করে ফেলল, কিন্তু ততক্ষণে কেবল একটা কামান অবশিষ্ট রইল। তখনও লড়তে সক্ষম তিনটি লোক আরও দুটো ভারী ট্যাঙ্ককে অকেজো করে দিয়ে শত্রুকে ফিরে যেতে বাধ্য করল। স্থল ও বিমান বাহিনীর সমন্বিত প্রয়াসে আক্রমণ প্রতিরুদ্ধ হল। রণাঙ্গনের অপরাপর অংশেও শত্রুর আক্রমণ সফলভাবে প্রতিরুদ্ধ হল।

৯ই জুলাই শত্রুরা আমাদের গোটা দক্ষিণ পক্ষ জুড়ে সক্রিয় রইল এবং ৪৮তম ও ১৩-শ আর্মির সংযোগস্থলে একটা প্রবল ধাক্কার চেষ্টা করল, কিন্তু সেখানেও তারা কোনও সাফল্য লাভ করতে পারল না।

তারপর থেকে শত্রুর চাপ অনুভবনীয়ভাবে দুর্বল হতে শুরু করল। ১১ই জুলাই নাগাদ সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এবং কোনও উদ্দেশ্য পূরণ করতে না পেরে নাৎসী ফৌজ তাদের আক্রমণ বন্ধ করে দিল এবং সর্বত্র আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে চলে গেল। ৬ দিনের তীব্র আক্রমণের ভিতর দিয়ে তারা আমাদের প্রতিরক্ষাকে কেবল ৮ থেকে ১২ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত ভেদ করতে পেরেছিল। এইভাবে সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের সৈন্যরা জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের দেওয়া দায়িত্ব পালন করেছিল। তারা শত্রুকে ক্লান্ত করে দিয়েছিল ও তাদের গতিরোধ করেছিল।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের পরিকল্পনা অনুযায়ী সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের কথা ছিল ১৫ই জুলাই তার দক্ষিণ পক্ষ নিয়ে সাধারণভাবে ক্রোমি অভিমুখে প্রতি-আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে চলে যাওয়ার। এর কর্তব্য ছিল ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গন, যারা ১২ই জুলাই আক্রমণে চলে গিয়েছিল তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা এবং ওরেল অভিক্ষেপে শত্রুদের ধ্বংস করা। তখন ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের সেনাপতিত্ব করেছিলেন কর্ণেল জেনারেল এম. এম. পোপভ। ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের সঙ্গে এই লড়াইয়ে তখন আরও অংশ নিচ্ছিল ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের বামপক্ষের সেনাবাহিনীরা।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের পরিকল্পনা অনুযায়ী ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের কথা ছিল ওরেলের চারপাশের শত্রু সৈন্যদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলার জন্য

দক্ষিণমুখে আঘাত করার। এই খণ্ডের অপর পাশে সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের দক্ষিণপক্ষকে উত্তর-পশ্চিম দিকে ক্রোমি অভিমুখে এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের দুটো আঘাত দেওয়ার কথা ছিল: একটা নোভোসিল থেকে পশ্চিমে, যার উদ্দেশ্য শত্রুর ওরেল গোষ্ঠীকে বিভক্ত করে দেওয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে ওরেলকে ঘিরে ফেলা; আর একটা বোলখভের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে।

সেন্ট্রাল রণাঙ্গন আক্রমণাত্মক অভিযানে গেল তার দক্ষিণ পক্ষ—৪৮তম, ১৩ শ ও ৭০তম আর্মি নিয়ে, যারা আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল এবং ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করার সময় পায়নি। অত্যন্ত সুরক্ষিত অবস্থানকে সুদক্ষভাবে ব্যবহারে সক্ষম শত্রুর প্রবল প্রতিরোধের সামনে তারা মন্থর গতিতে এগোচ্ছিল।

আমাদের সৈন্যদের একটার পর আর একটা অবস্থানকে ঘায়েল করে নাৎসীদের ঠেলে বের করে দিতে হচ্ছিল। নাৎসীরা তখন চলমান প্রতিরক্ষার কৌশল নিয়েছিল, একটা ইউনিট যখন প্রতিরক্ষা করছিল আর একটা ইউনিট তখন আরও পাঁচ থেকে দশ কিলোমিটার পিছনে আর একটা নতুন লাইনে গিয়ে হাজির হচ্ছিল। সেই সঙ্গেই আবার শত্রুরা প্যানৎসার নিয়ে বারংবার প্রতি-আক্রমণ করছিল এবং তাদের প্রতিরক্ষার আভ্যন্তরীণ লাইনগুলিতে জনবল ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সুকৌশলে চালাচলি করছিল।

আমাদের পার্শ্ববর্তী ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের ইউনিটগুলিও এগোন কঠিন বলে বোধ করছিল। আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রথম দিনে তারা কোথাও ভেঙে ঢুকতে পারেনি। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত বাহিনী থেকে স্থানান্তরিত ট্যাঙ্ক আর্মিদের (ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনকে দেওয়া হয়েছিল ৪র্থ ট্যাঙ্ক আর্মি এবং ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনকে ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মি) দিয়ে রণাঙ্গন ভেদ করার প্রয়াসও সফল হল না। তড়িঘড়ি লড়াইয়ে পাঠিয়ে দেওয়া এই সব আর্মি প্রত্যাশিত ফল দিতে পারল না। অথচ গুরুতর ক্ষয়ক্ষতির শিকার হল।

তাদের মধ্যে একটি আর্মি, জেনারেল পি. এস, রাইবাল্‌কোর নেতৃত্বাধীন ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মিকে বিয়ানস্ক রণাঙ্গনে পরপর অনেকগুলি আঘাত খাওয়ার পর সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের হাতে দেওয়া হল ক্রোমি খণ্ডে ব্যবহার করার জন্য।

তাকে ভার দেওয়া হয়েছিল ১৩-শ আর্মির সঙ্গে মিলে ক্রোমি থণ্ডে শত্রুর প্রতিরক্ষা ভেঙে ঢোকা, ওরেলের পশ্চিমে এগোন, ওরেল ও ব্রিয়ানস্কের মধ্যে নাৎসী সরবরাহ পথগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া এবং এইভাবে শত্রুর পশ্চিমমুখে প্রত্যাহার ঠেকান।

৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মি, যাকে যুদ্ধে নামান হচ্ছিল, তার সঙ্গে ১৩-শ আর্মির সহযোগিতার সমস্ত ব্যবস্থা এবং তাকে রণাঙ্গন থেকে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র যোগানের ব্যবস্থা আমাদের হেড কোয়ার্টার্স থেকে সময় থাকতেই করা হয়েছিল। সামরিক পর্ষদের সদস্য কে এফ. তেলেগিন এবং রণাঙ্গনের রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান এস এফ. গালাদিয়েভ সৈন্যদের মনোবল বাড়ানর জন্য যথাসাধ্য করেছিলেন।

পরের দিন সকালে আমাদের চোখের সামনে বিস্তৃত ক্রোমির প্রবেশদ্বারে এই আর্মির লড়াইয়ে নামার কথা। আমাদের অবস্থানগুলি ছিল উঁচু উঁচু জায়গায়, হিটলারপন্থীদের অবস্থানগুলিও উঁচু উঁচু জায়গায় ছিল। দুইয়ের মাঝখানে ছিল একটি বিস্তীর্ণ খোলা উপত্যকা, যা দু পক্ষ থেকেই ভাল করে দেখা যাচ্ছিল।

যুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছে তখন আমি ক্রোমি খণ্ডে পৌছলাম। ট্যাঙ্কের দ্বারা খুব কাছাকাছি থেকে সাহায্য প্রাপ্ত ১৩-শ আর্মির সৈন্যরা প্রবল গোলা-বর্ষণের মুখে এবং আমাদের নিজেদের গোলন্দাজদের কাছ থেকে পাল্টা গোলাবর্ষণের আশ্রয়ে উপত্যকার মধ্যে এগোচ্ছিল। আমার কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে আমরা যদি এক্ষুণি ট্যাঙ্ক আর্মিকে লড়াইতে না নামাই তা হলে পদাতিকদের আক্রমণ বিপর্যস্ত হয়ে যাবে।

জেনারেল রাইবালকোর সঙ্গে দেখা করতে আমি নিজেই বেরোলাম। আমি দেখলাম তিনি জার্মানদের মুখোমুখী একটা ঢালু জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। যেখানে তিনি ছিলেন সেখান পর্যন্ত একটা টেলিফোন লাইন লাগানর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। একটা ভারী গোলা বা বোমার দ্বারা তৈরি একটা গর্তকে তিনি পর্যবেক্ষণ মঞ্চ হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। তার মধ্যে হাঁটু গেড়ে শত্রুর কাছ থেকে লুকোন যাচ্ছিল, কিন্তু সেটা সবসময়ে অগ্নিবর্ষণের সামনে ছিল। সেখানে থাকা বিপজ্জনক ছিল। আমি তাঁকে আর্মির হেড কোয়ার্টার্সে যেতে বললাম, সেখানে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা ছিল।

১৩-শ আর্মির একাংশ উত্তর-পশ্চিমে গাস্তোমের দিকে আক্রমণ করেছিল এবং বেপরোয়া প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছিল। নাৎসী বিমান ও কামান ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মির বিরুদ্ধে তাদের প্রধান প্রয়াস নির্দেশিত করেছিল এবং এই আর্মিকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। তা সত্ত্বেও ট্যাঙ্ক সৈন্যরা ১৩-শ আর্মিকে সাহায্য করেছিল ক্রোমি এলাকায় ঢুকতে এবং শত্রুর ওরেল গোষ্ঠীর দক্ষিণ পক্ষকে ঘিরে ফেলতে। কিন্তু অবস্থা এমন হয়েছিল যে ট্যাঙ্ক আর্মিকে আর ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। আমি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের অনুমতি চাইলাম একে প্রত্যাহার করে সংরক্ষিত শক্তিতে আনতে। এই অনুমতি পাওয়া গেল।

নাৎসীদের কঠোর প্রতিরোধ সত্ত্বেও সোভিয়েত আক্রমণাত্মক অভিযান চলতে লাগল। ৫ই আগস্ট তিনটি রণাঙ্গনের যৌথ প্রয়াসে ওরেল মুক্ত হল, ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গন উত্তর থেকে ঠেলে এল, সেণ্ট্রাল দক্ষিণ থেকে আঘাত করল, ব্রিয়ানস্ক পূর্বদিক থেকে এগিয়ে এল। আক্রমণাত্মক অভিযান চালু রেখে এবং নাৎসী অবস্থানগুলিকে রক্ষা করার জন্য তাদের কঠোর প্রতিরোধকে চূর্ণ করে পার্শ্ববর্তী ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের সঙ্গে একত্রে সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনের সৈন্যরা ১৮ই আগস্টের মধ্যে সমগ্র ওরেল অভিক্ষেপ থেকে নাৎসীদের তাড়িয়ে দিল এবং ব্রিয়ানস্কের পূর্বে হাগেন প্রতিরক্ষা লাইনে পৌছল।

৩রা আগস্ট ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গন আক্রমণাত্মক অভিযানে চলে গেল এবং ৫ই তারা বেলগোরোদ মুক্ত করল।

সময় এল যখন কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণ ও তাদের সশস্ত্র ফৌজ একথা বলতে পারল যে যুদ্ধের স্রোত তারা সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিয়েছে এবং উদ্যোগ এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে, নাৎসী জার্মানির হাতে নয়। আমাদের জনগণের বীরত্বপূর্ণ প্রয়াসের ফলে সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজ বেশি পরিমাণে ও উন্নততর মানের অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম পাচ্ছিল। সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো উন্নত হচ্ছিল। যুদ্ধ অভিজ্ঞ সেনানায়কদের বিশাল এক তারকামণ্ডল সৃষ্টি করেছিল।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মে ওরেল, বেলগোরোদ ও খারকভ এলাকায় নৎসীদের সাংঘাতিকভাবে পরাস্ত করার পরই অবিলম্বে সোভিয়েত সেনাবাহিনী নীপার অভিমুখে বিজয়ী আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করল।



মার্শাল

কিরিল মস্কালেঙ্কো*

কুরস্কের লড়াইয়ে ভরোনেঝ রণাঙ্গন

নাৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়ের পথ মসৃণ ও সহজ ছিল না। এর উত্থান-পতন ছিল, ছিল বিভিন্ন পথ-চিহ্ন ও পর্যায়।

প্রথম পথ-চিহ্ন ছিল মস্কোর প্রবেশদ্বারের লড়াই, যেখানে সোভিয়েত সেনাবাহিনী নাৎসীদের ব্লিৎসক্রিগ পরিকল্পনা চূর্ণ করেছিল এবং ভেরমাখট-এর দুর্ভেদ্যতার রূপকথাকে উড়িয়ে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় পথচিহ্ন ছিল স্তালিনগ্রাদে নাৎসী ফৌজদের সাংঘাতিকভাবে পরাস্ত করা। সোভিয়েত জনগণ, তথা সারা পৃথিবী এই মহান যুদ্ধের খবর রাখে। এই স্তালিনগ্রাদেই নাৎসী জার্মানির শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী, ৬ষ্ঠ আর্মির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছিল। এইখানে ভলগার তীরেই নাৎসীদের প্রতিহত করা হয়েছিল এবং আমাদের দেশ থেকে নাৎসী দস্যুবাহিনীর ব্যাপক বিতাড়ন শুরু হয়েছিল।

তৃতীয় পথচিহ্ন ছিল পাঁচ মাস পরে কুরস্ক বালজের লড়াই। এই লড়াই লড়া হয়েছিল রণনীতির দিক থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সোভিয়েত জার্মান রণাঙ্গনের প্রায় ঠিক মাঝখানে, আর এ লড়াই পরিণত হয়েছিল এক তিক্ত ও ভয়ঙ্কর সংঘর্ষে।

কুরস্কের লড়াইতে ভরোনেঝ রণাঙ্গনের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল প্রায় ২৫০ কিলোমিটার বিস্তৃত কুরস্ক বালজের দক্ষিণাংশ রক্ষা করার। প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর গঠিত হয়েছিল লেফটেনান্ট জেনারেল এন. ওয়াই. চিরিসভের

* কুরস্কের লড়াইয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর মার্শাল মস্কালেঙ্কো ভারোনেঝ রণাঙ্গনের ৪০ তম আর্মির সেনাপতিত্ব করেছিলেন।

৩৮তম আর্মি, আমার সেনাপতিত্বে ৪০তম আর্মি, লেফটেনাণ্ট-জেনারেল আই এম চিস্তিয়াকভের ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মি এবং লেফটেনাণ্ট-জেনারেল এম. এস শুমিলভের ৭ম গার্ডস আর্মি নিয়ে।

দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর গঠিত হয়েছিল লেফটেনাণ্ট-জেনারেল ওয়াই. এম কাতুকভের ১ম ট্যাঙ্ক আর্মি এবং লেফটেনাণ্ট-জেনারেল ভি ডি. ক্র্যুচেনকিনের ৬৯তম আর্মি নিয়ে।

ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সংরক্ষিত শক্তি হিসাবে ছিল লেফটেনাণ্ট-জেনারেল এস জি গোরিয়াচেভের ৩৫তম গার্ডস ইনফ্যাণ্ট্রি কোর, জেনারেল এ এস. বুরদেইনির ২য় গার্ডস ট্যাঙ্ক কোর এবং লেফটেনাণ্ট-জেনারেল এ জি. ক্রাভচেঙ্কোর ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক কোর। এই গোষ্ঠীকে বিমান ছত্র দিয়েছিল লেফটেনাণ্ট-জেনারেল এস এ. ক্রাসোভস্কির নেতৃত্বাধীন ২য় এয়ার আর্মি।

ভরোনেঝ রণাঙ্গনে :২৫,৫০০ অফিসার ও সৈন্য, ৪৮০ রণক্ষেত্রের কামান ও মর্টার (বিমান-প্রতিরোধী ও ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী কামানসহ), এবং ১৭০০-র বেশি ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংক্রিয় কামান ছিল।

রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার আশঙ্কা করেছিলেন যে শত্রুরা আক্রমণ স্বরু করবে মাঝখানে ও বাঁপাশে, ১৬২ কিলোমিটার জোড়া সম্মুখ রণাঙ্গনে, যেখানটা তিনটি আর্মির দ্বারা রক্ষিত হচ্ছিল। কাজেই ৪০তম, ৬ষ্ঠ গার্ডস ও ৭ম গার্ডস আর্মি-গুলির দ্বারা রক্ষিত এলাকাগুলিতে কামান ও মর্টারের সবচেয়ে ঘন সন্নিবেশ করা হয়েছিল।

ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যরা তাদের দক্ষিণ পাশে সম্মুখীন ছিল জার্মান ২য় আর্মির অংশ বিশেষের মাঝখানে ৪র্থ প্যানৎসার আর্মি এবং বাঁ পাশে ট্যাঙ্ক ফোর্স কেম্প-এর।

শত্রুরা ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যদের বিরুদ্ধে দুটি আঘাতের পরিকল্পনা করেছিল: প্রধান আক্রমণ করার কথা ছিল হোথ-এর সেনাপতিত্বে ৪র্থ প্যানৎসার আর্মির, ওবোয়ান অভিমুখে; অপরটা করার কথা ছিল টাস্ক ফোর্স কেম্প-এর, কোরোচা অভিমুখে।

৪র্থ প্যানৎসার আর্মির আক্রমণকারী গোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল পাঁচটি প্যানৎসার দুটি পদাতিক ও একটি মোটর-বাহিত ডিভিশন নিয়ে; আর টাস্ক ফোর্স কেম্প গঠিত হয়েছিল তিনটি প্যানৎসার এবং তিনটি পদাতিক ডিভিশন নিয়ে।

তাদের লড়াইকে মদত দিয়েছিল ব্রিশথোকেন-এর নেতৃত্বে ৪র্থ এয়ার ফ্লিট।

ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সম্মুখীন নাৎসী আক্রমণকারী সৈন্য-সমাহারগুলিতে ২৮০,০০০ অফিসার ও সৈন্য ছিল, আর প্রায় ২৫০০ কামান ও মর্টার এবং ১৫০০ ট্যাঙ্ক ছিল।

চলতি লড়াইয়ের সংরক্ষিত শক্তি হিসাবে শত্রুদের ছিল দুই ডিভিশন বিশিষ্ট ২৪তম প্যানৎসার কোর। তাদের পরিকল্পনা ছিল প্রয়োজন হলে দনবাস থেকে প্যানৎসার, মোটর বাহিত ও পদাতিক তিনটি ডিভিশন নিয়ে আসা। এই ডিভিশনগুলি সাউথ-ওয়েস্টার্ন ও সাদার্ন রণাঙ্গনের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল।

লড়াই চালানর দিক থেকে ৪র্থ প্যানৎসার আর্মি এবং ট্যাঙ্ক ফোর্স কেম্প ছিল এক-স্তর বিশিষ্ট গঠন। এর কারণ নাৎসী কম্যাণ্ডের ইচ্ছা ছিল সোভিয়েত ব্যূহ-রচিত প্রতিরক্ষা ভেদ করার, সোভিয়েত ফৌজকে ছত্রভঙ্গ করার ও কুরস্ক দখল করার উদ্দেশ্যে এক প্রবল প্রাথমিক আঘাত করা।

কুরস্ক রক্ষা করার সাধারণ পরিকল্পনার মধ্যে ভরোনেঝ রণাঙ্গনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কুরস্ক অভিক্ষেপের দক্ষিণ অংশে গভীর পর্যন্ত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত প্রতিরক্ষা সংগঠন করার, শত্রু যদি দক্ষিণ থেকে কুরস্কের দিকে এগোয় তবে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে তাকে ক্লান্ত ও নিরক্ত করার এবং তারপর আক্রমণাত্মক অভিযানে গিয়ে বেলগোরোদ ও খারকভে শত্রু গোষ্ঠীগুলিকে চূর্ণ করার।

ভরোনেঝ রণাঙ্গন তখন জেনারেল অব দা আর্মি এন. এফ. ভাতুতিনের অধীনে ছিল। মিলিটারি কাউন্সিলের সদস্যরা ছিলেন লেফটেনাণ্ট-জেনারেল এন. এস খ্রুশ্চেভ ও লেফটেনাণ্ট জেনারেল এল. আর. কোর্ণিয়েৎস; লেফটেনাণ্ট-জেনারেল এস. পি. ইভানভ ছিলেন চিফ অব স্টাফ, এবং মেজর-জেনারেল এম এস. শাতিলভ ছিলেন রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান।

ভাতুতিন ভরোনেঝ রণাঙ্গনে এলেন ১৯৪৩ সালের মার্চের শেষে, খারকভ এলাকায় শত্রুর প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শেষ পর্যায়ে।

আমি জেনারেল ভাতুতিনকে গভীর শ্রদ্ধা করতাম এবং আমার মতে তিনি একজন মহান সামরিক নেতা ছিলেন। আমি তাঁকে কিয়েভ থেকেই চিনতাম, যুদ্ধের আগে আমরা দুজনেই সেখানে কাজ করতাম, তিনি ছিলেন কিয়েভ স্পেশাল মিলিটারি ডিস্ট্রিক্ট-এর চিফ অব স্টাফ। আবার আমাদের দেখা হল ১৯৪২ সালের অক্টোবরে যখন আমি ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ৪০তম

আর্মির কম্যাণ্ডিং অফিসার নিযুক্ত হলাম। ভাতুতিন ছিলেন এ রণাঙ্গনের সেনাপতি এবং আমার প্রত্যক্ষ প্রধান। আবার দেখা হতে আমরা খুব খুশি হলাম, তিনি আমায় স্তালিনগ্রাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তাঁকে ভরোনেঝের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলাম। শীগগিরই তিনি সাউথ-ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের সেনাপতিত্ব করার জন্য স্তালিনগ্রাদ এলাকায় বদলি হয়ে গেলেন, সেখানেই তাঁর সেনাপতিত্ব পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয়েছিল। পাউলাসের ৬ষ্ঠ আর্মি পরিবেষ্টনে ও ছত্রভঙ্গ করায় তাঁর সৈন্যরা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নিয়েছিল। এখন তিনি ভরোনেঝ রণাঙ্গনে ফিরে এলেন সঙ্গে সঙ্গে সব প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। অবিলম্বে তিনি প্রত্যেক আর্মির এবং প্রথম প্রতিরক্ষা-স্তরের প্রত্যেক ডিভিশনের পরিস্থিতি এবং শত্রু ফৌজের সংখ্যা ও অবস্থা ভাল করে বুঝে নিতে লাগলেন; জানতে চাইলেন প্রত্যেক অংশে প্রত্যেক প্রতিরক্ষা লাইনে এবং ট্যাঙ্কের আক্রমণের সম্মুখীন প্রত্যেকটি দিকে কি কি সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র জড়ো করা হয়েছে, এবং তারপর প্রতিরক্ষা আরও শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বললেন। সৈন্যদের জন্য তাঁর যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল, শত্রুকে কি করে বোকা বানান যায় ও হারিয়ে দেওয়া যায় তা ভাবতে শেখাতেন। আর্মির কম্যাণ্ডারদের তিনি অনেকটা রাশ আলগা করে দিতেন ও তাঁদের উদ্যোগ নিতে উৎসাহিত করতেন; আমরা আবার আমাদের দিক থেকে প্রস্তাব ও পরিকল্পনা নিয়ে তাঁর কাছে যেতাম, সবসময়েই তাঁকে সে সব নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত দেখতাম, তাঁর সমর্থনের উপর আমরা নির্ভর করতে পারতাম। এক কথায় তিনি ছিলেন কর্মবীর।

ভরোনেঝ রণাঙ্গনকে কি কর্তব্য দেওয়া হয়েছিল তা আমি আগেই বলেছি। এই কর্তব্য পালনের জন্য সৈন্যরা দুর্গ তৈরি করে তুলতে লাগল।

প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার সময়ে জেনারেল স্টাফের নির্দেশাবলীতে সারসংক্ষেপে বিবৃত আগেকার লড়াইগুলির অভিজ্ঞতা মনে রেখেছিলাম। ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী ও বিমান প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণের প্রতি, ব্যাটেলিয়ান ও কোম্পানি প্রতিরক্ষার জন্য জোরাল প্রতিরক্ষা বিন্দু গড়ে তোলার প্রতি, রণভূমির চেহারা-চরিত্রের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের প্রতি, এবং প্রতিরক্ষার সম্মুখ লাইনে ও গভীরে ঘন অগ্নিবর্ষণ সংগঠিত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রধান ইঞ্জিনিয়ারিং বন্দোবস্ত হিসাবে ছিল নানা দিকে ছড়ান ট্রেঞ্চের ও ট্রেঞ্চে প্রবেশ-

পথের এক সুবিস্তীর্ণ জাল।

আত্মরক্ষামূলক অভিযানের জন্য প্রস্তুতি করতে গিয়ে আমাদের রণাঙ্গনের সৈন্যরা প্রবেশ পথ দিয়ে সংযুক্ত চারটি করে, কোথাও কোথাও আবার পাঁচটি করে পূর্ণ আকারের ট্রেঞ্চ খুঁড়েছিল। প্রধান প্রতিরক্ষা এলাকায় প্রত্যেক ডিভিশনের ৭০-৮০ কিলোমিটার ট্রেঞ্চ ও প্রবেশ পথ ছিল এবং প্রত্যেক কিলোমিটার সম্মুখ রণাঙ্গন পিছু ছয় বা সাতটি করে পিল বক্স ছিল। যে অংশে প্রধান আক্রমণের আশঙ্কা করা হচ্ছিল সেখানে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী পরিখা খোঁড়া হয়েছিল, নদীর তীরে ও গিরিখাদের কিনারে জমি ও পাহাড় কেটে খাড়াই ঢাল নির্মিত হয়েছিল এবং জঙ্গলে ও ঝোপঝাড়ে গাছ কেটে পরপর ফেলে তার নীচে মাইন পোঁতা হয়েছিল।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে প্রতিরক্ষায় দ্বিতীয় লাইনগুলি দুর্গ বা সুরক্ষিত অবস্থান নির্মাণের দিক থেকে প্রধান লাইনের মতই ছিল, তবে এগুলিতে মাইন পাতা হয়েছিল কম।

প্রতিরক্ষাকে আরও শক্তিশালী করা এবং রণভূমিকে তৈরি করার কাজ ৫ই জুলাই পর্যন্ত চলেছিল। ব্যাপকভাবে মাইন-পাতা ক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ, ৪০ তম আর্মির প্রতিরক্ষা এলাকায় অন্তত ৫৯,০৩২টি ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী এবং ৬,৩৭৭টি ব্যক্তি-প্রতিরোধী মাইন ও মাইনের খাপ পাতা হয়েছিল।[১] বিলম্বে কাজ করবে এমন মাইনের ব্যাপক ব্যবহার করা হয়েছিল রাস্তায় ও সেতুতে প্রতিবন্ধক রচনার জন্য, আমাদের সৈন্যদের যদি প্রত্যাহার করতে হত তা হলে ওইগুলির বিস্ফোরণ ঘটানর ঠিক ছিল। শত্রুর ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সমস্ত কামান নিয়োগ করা হয়েছিল।

সৈন্যবাহিনীর প্রতিরক্ষার সমগ্র গভীরতা পর্যন্ত ছড়ান ট্যাঙ্ক আক্রমণের আশঙ্কা যুক্ত সব লাইনগুলি জুড়ে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা সংগঠিত হয়েছিল।

১ পাঠকদের আশ্চর্য হওয়া উচিত নয় যে মাইন-ক্ষেত্রের ঘনত্বের উদাহরণ দিতে গিয়ে আমি ৪০ তম আর্মির প্রাতরক্ষা এলাকাকে বেছে নিয়েছি যেখানে শত্রু আক্রমণ করেনি। আমি তা করেছি তার কারণ, প্রথমত, সেখানকার মাইন সংখ্যা আমি সঠিকভাবে জানি ও তার সত্য সম্বন্ধে শপথ করে বলতে পারি; দ্বিতীয়ত, সমগ্র ভরোনেঝ রণাঙ্গন ক্ষেত্রেই প্রতিরক্ষা সমান গভীরভাবে নির্মিত হয়েছিল; এবং তৃতীয়ত সেখানে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের ঘনত্ব ৬ষ্ঠ গার্ডস ও ৭ম গার্ডস আর্মির ক্ষেত্রগুলির সমানই ছিল—যে ক্ষেত্রগুলিতে প্রতিরক্ষা ভেদের চেষ্টা করে শত্রুরা ব্যর্থ হয়েছিল।

প্রধান আত্মরক্ষামূলক নির্মাণকার্য ছিল ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী শক্ত প্রতিরক্ষা বিন্দুগুলি। উদাহরণ স্বরূপ, ৪০ তম আর্মির ডিভিশনগুলিতে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী অস্ত্রশস্ত্রের গড় ঘনত্ব ছিল প্রতি কিলোমিটার সম্মুখ রণক্ষেত্রে ১১টি কামান থেকে ১০টি ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধ রাইফেল। উপরন্তু, রেজিমেন্ট, ডিভিশন, কোর ও আর্মি-গুলিতে এবং রণাঙ্গন কম্যাণ্ডের হাতে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী কামানের সংরক্ষিত শক্তি ছিল।

ট্যাঙ্কগুলি যদি আমাদের প্রতিরক্ষা ভেদ করে তবে তাদের প্রতিহত করায় একটা বড় ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল গতিশীল প্রতিবন্ধক ডিটাচমেন্টগুলিকে, তাদের ভার দেওয়া হয়েছিল শত্রু অগ্রগমনের পথ ধরে মাইন পাতার। রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডারের হাতে এমনি পাঁচটি ডিটাচমেন্ট ছিল। এই ডিটাচমেন্টগুলিকে রেজিমেন্টের, ডিভিশনের, কোরের ও আর্মির কম্যাণ্ডারদের এবং রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডের অধীনস্থ করা হয়েছিল। প্রত্যেক ডিটাচমেন্টে ছিল নিজস্ব মোটর যানবাহন সহ একটি করে ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটেলিয়ন, ২০০০ থেকে ৫০ ০ মাইন এবং ৫০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত বিস্ফোরক পদার্থ।

উপরন্তু প্রত্যেক পদাতিক কোম্পানি ও প্রত্যক প্লেটুনের ট্যাঙ্ক-শিকারী দল ছিল। গ্রেনেড, ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী মাইন ও বিস্ফোরক পদার্থে সজ্জিত এই ট্যাঙ্কগুলি শত্রু ট্যাঙ্কের মোকাবিলা করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকত।

বিমান-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষার উপর খুব মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। আমাদের প্রধান সৈন্য-সমাহার শত্রুর বিমান থেকে রক্ষিত হচ্ছিল বিমান-প্রতিরোধী ডিভিশনগুলি ও ২য় এয়ার আর্মির দ্বারা। হাল্কা ও ভারী মেশিন-গানের ও ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী রাইফেলের ৫০ শতাংশের বেশি শত্রু বিমানের ও বিমান-বাহিত শত্রু সেনার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল।

আমাদের ভরোনেঝ রণাঙ্গন ও পার্শ্ববর্তী সেন্ট্রাল রণাঙ্গন-এই দুই রণাঙ্গনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল শত্রুর আক্রমণাত্মক ক্ষমতাকে নিঃশেষ করার ও তারপর প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযান করে তাকে চূর্ণ করার। তারজন্য প্রয়োজন ছিল দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা সংগঠন করার। সে কাজ আমরা করেছিলাম।

আমাদের সৈন্যরা প্রতিরক্ষা নির্মাণের সময়ে সকলেই খননকারী হয়ে গিয়েছিল। তারা প্রবেশপথ ও শেয়ালের গর্ত সহ শত শত কিলোমিটার ট্রেঞ্চ খুঁড়েছিল; ট্যাঙ্ক, কামান ও ঘোড়াদের জন্য প্রতিরক্ষার সম্মুখস্থ লাইনগুলিতে

আশ্রয়স্থল নির্মাণ করেছিল, তা ছাড়া সৈন্যদের জন্যও আশ্রয়স্থল নির্মাণ করেছিল, এগুলি ১৫৫ মিলিমিটার গোলার বিস্ফোরণ সহ্য করতে পারত ; উপরন্তু তারা এই সমস্তকে এমন ছদ্মরূপ দিয়েছিল যাতে এগুলি দেখতে আশেপাশের জমির মতই দেখায়, এবং ফলত স্থল বা বিমান থেকে এগুলি ঠাওর করাও যেতনা।

যে মুহূর্তেই শত্রু আক্রমণাত্মক অভিযানে যাবে সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের অবস্থানগুলির উপর মর্টার ও কামানের অজস্র গোলা ও বিমান থে.ক বোমা পড়বে এ কথা জেনে আমরা লোকজন, কামান ও ভারী অস্ত্রশস্ত্র যানবাহন ও ভাণ্ডারগুলিকে রক্ষা করার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নিয়েছিলাম।

প্রতিরক্ষার গোটা গভীরতা জুড়ে ছিল ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী পরিখা, জমি ও পাহাড় কেটে তৈরি খাড়াই ঢাল এবং প্রতিবন্ধক, তিন চার সারি কাঁটাতারের বেড়া প্রায় সম্পূর্ণ অদৃশ্য প্রতিবন্ধক, মাঠকে মাঠ ভর্তি ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী ও সৈন্য-প্রতিরোধী মাইন, দাহ্যপদার্থে ভর্তি বোতল ও দূর থেকে নিয়ন্ত্রিত মাইন ক্ষেত্র ও ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী ব্লক। রণভূমিকে উত্তন খুন্তন করে রাখার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। ৪০ তম আর্মির একারই ছিল ১৫১ কিলোমিটার জোড়া সৈন্য-প্রতিরোধী প্রতিবন্ধক, ৮১ কিলোমিটার কাঁটা তারের বেড়া, এবং ৭০ কিলোমিটা ভর্তি করার মত মাইন ক্ষেত্র। ট্যাঙ্ক-বরোধী প্রতিবন্ধক ও প্রতিরোধকগুলির সামগ্রিক দৈর্ঘ্য ছিল ১০২ ৩ কিলোমিটার ৬৭.৫ কিলোমিটার মাইন ক্ষেত্র, ৩২ ৫ ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী পরিখা এবং জমি ও পাহাড় কেটে তৈরি খাড়াই ঢাল এবং ২ ৩ কিলোমিটার ব্লক।

প্রতিরক্ষা সংগঠনের পাশাপাশি চলছিল নিবিড় যুদ্ধ প্রশিক্ষণ। সৈন্যদের টাইগার ও প্যান্থার ট্যাঙ্কের এবং আক্রমণকারী ফার্ডিনাণ্ড কামানের বিরুদ্ধে লড়ার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার উপর এবং স্টাফ অফিসারদের আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের সময়ে অগ্নিবর্ষী অস্ত্রশস্ত্র, প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় স্তর ও সংরক্ষিত শক্তিগুলিকে সুনিপুণভাবে ব্যবহার করতে শিক্ষা দেওয়ার উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল।

রণাঙ্গন ও আর্মিগুলির সামরিক পর্ষদ, রাজনৈতিক বিভাগ, পার্টি ও কমসোমল সংগঠন এবং কম্যাণ্ডাররা সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করায়, তাদের কষ্টসহিষ্ণু, সুদৃঢ় ও সাহসী যোদ্ধা হিসাবে এবং দেশের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও ঘৃণ্য শত্রুকে পরাস্ত করায় সব কিছু করতে প্রস্তুত সৈন্য হিসাবে গড়ে তোলায়

বিরাট কাজ করেছিল।

ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সামরিক পর্ষদ ও রাজনৈতিক বিভাগ কমিউনিস্টদের উদ্দীপিত করেছিল সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিপজ্জনক জায়গাগুলিতে মোতায়েন হতে এবং নিজেদের দৃষ্টান্ত দিয়ে সৈন্যদের অনুপ্রেরিত করতে।

বরাবরের মতই অত্যন্ত উত্তেজনার সময়ে, সামনে ভয়ঙ্কর লড়ায়ের আশঙ্কার সময়ে আমাদের সৈন্যরা কমিউনিস্ট পার্টির দিকে চাইত। হাজার হাজার অফিসার ও সৈন্য পর্টিতে যোগ দিয়েছিল এবং তার মধ্যে দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের প্রতি একান্ত অনুরক্তির পরিচয় দিয়েছিল।

প্রতিরক্ষা সংগঠন করা জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের কাছে সব চেয়ে বড় চিন্তার ব্যাপার ছিল। এর প্রতিনিধি ডেপুটি সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফ মার্শাল জুকভ, চিফ অব দ্য জেনারেল স্টাফ মার্শাল ভ্যাসিলেভস্কি ক্রমাগত একাজ কতখানি এগোল তা খতিয়ে দেখতেন এবং অনেক সময়ে তা করার জন্য সম্মুখ রণক্ষেত্রেও গিয়েছিলেন।

আমাদের রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার জেনারেল ভাতুতিন কয়েকবার ৪০ তম আর্মিকে পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি ও আমি একটাও সম্মুখস্থ লাইন দেখতে ছাড়িনি, শত্রুর অগ্রগমনের সম্ভাব্য পথগুলি বরাবর গভীরে পর্যন্ত সংগঠিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলিকে আমরা খতিয়ে দেখেছি এবং ইঞ্জিনিয়ারদের সুরক্ষিত স্থান নির্মাণ করতে ও অবস্থানগুলিকে লুকোনর ব্যবস্থা করতে দেখেছি।

প্রায় প্রতিদিন, অনেক সময়েই রাত্রে আমি ৪০ তম আর্মির সামরিক পর্ষদের সদস্য কে. ভি. ক্রাইম্যুকভ ও এ. এ. ইয়েপিশেভকে এবং আমার চিফ অব স্টাফ মেজর-জেনারেল এ জি. বাতুনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ওই উদ্দেশ্যেই বেরোতাম। প্রতিরক্ষা সংগঠন ও সৈন্য প্রশিক্ষণ খতিয়ে দেখার জন্য আমরা আমাদের আর্মির স্টাফ অফিসারদেরও নিয়মিত পাঠাতাম।

কুরস্ক বালজে অনতিক্রম্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তুলতে আমরা শত্রুর ক্রিয়াকলাপের প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলাম।

মে মাসে দুবার শত্রুদের দিকে অসাধারণ সৈন্য চলাচল আবিষ্কৃত হল। আমাদের সৈন্যদের সতর্ক করে দেওয়া হল যে শত্রু আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করতে পারে, এবং আক্রমণ হলে প্রতিহত করার জন্য তাদের প্রস্তুত করে রাখা হল। কিন্তু জার্মান কম্যাণ্ড আক্রমণাত্মক অভিযান কেবলই মুলতুবি

রাখতে লাগল, কারণটা কি তা তখন আমরা বুঝতে পারিনি।

জুনেও শত্রুরা আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করল না। কিন্তু জেনারেল ভাতুতিন আর্মি কম্যাণ্ডারদের ক্রমাগত সতর্ক থাকতে, অনবরত অনুসন্ধান চালাতে এবং শত্রু আক্রমণ হলে প্রতিহত করার জন্য সৈন্যদের প্রস্তুত রাখতে নির্দেশ দিতে থাকলেন। তিনি তাঁদের বারবার মনে করিয়ে দিলেন যে আর্মি গ্রুপ সাউথের সেনাপতিত্ব করছে মানস্টাইন, এক অভিজ্ঞ ও সুকৌশলী প্রতিপক্ষ। ভাতুতিন দুবার তার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে গিয়েছিলেন। প্রথমবার ১৯৪১ সালে নর্থ-ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনে, আর দ্বিতীয়বার ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি-মার্চে সাউথ-ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনে। দুবারই মানস্টাইন এক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল— সাঁজোয়া বাহিনীর মারফৎ ব্যূহভেদ। ১৯৪২ সালে পাউলাসের বদলে তার জায়গায় গিয়েও সে একই কাজ করেছিল। এটি তার প্রিয় পদ্ধতি ছিল। এবারেও সেই পদ্ধতিরই আশ্রয় নেবে তার সম্ভাবনা খুব আছে বলে মনে হয় না, তবু ভাতুতিন দাবি করতে লাগলেন সৈন্যদের ট্যাঙ্ক আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তৈরি রাখতে। মানস্টাইনের সাঁজোয়া ধাক্কার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে সে প্রতিপক্ষের প্রতিরক্ষার একটা দুর্বল জায়গা সর্বদা খুঁজত, সাধারণত পাশের দিকে। আমাদের রণাঙ্গনের সেনাপতি দাবি করতেন যে শত্রুর পরিকল্পনা বের করার জন্য আমাদের অক্লান্তভাবে কাজ করে যেতে হবে।

কোন ক্ষেত্রে ও কখন শত্রু আক্রমণ করবে? এ প্রশ্ন আমাদের সকলকে চিন্তিত করে তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত আমরা কিছু খবর পেলাম। ৩৩২ তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন থেকে জার্মান বন্দীরা বলল যে তাদের ডিভিশনকে প্রতিরক্ষা লাইন থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে এবং ২রা জুলাই ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মির বিপরীতে মোতায়েন হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আক্রমণের সম্ভাব্য এলাকা সঙ্কুচিত হয়ে ১১৪ কিলোমিটারে দাঁড়াল।

২রা জুলাই আমরা এক টেলিগ্রাম পেলাম, তাতে আমাদের জানান হল যে শত্রু খুব সম্ভবত ৩রা থেকে ৬ই জুলাইয়ের মধ্যে যে কোনও সময়ে আক্রমণ করবে।

৩রা জুলাই রাত্রে জার্মান ১৬৮ তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন থেকে এক পলাতক বলল যে ৪ঠা জুলাই রাত্রে জার্মান সৈন্যরা বেলগোরোদের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করবে, তাদের ইতিমধ্যে রেশন ও মদ্যজাতীয়

পানীয় দিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইঞ্জিনিয়াররা তাদের মাইন ক্ষেত্র পরিষ্কার করছে এবং কাঁটাতারের বেড়া সরাচ্ছে।

এখন আমরা শত্রুর শক্তি, তাদের আক্রমণের সময় ও জায়গা জানতে পারলাম।

বিকেল সাড়ে চারটেয় রণাঙ্গনের হেড কোয়ার্টার্স ঘোষণা করল যে ২০ মিনিট আগে কামান থেকে প্রবল বোমাবর্ষণের পরে এবং বম্বার বহরের সমর্থনে শত্রুরা আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করেছে প্রায় দুই পদাতিক ডিভিশন ও ৫০ টি ট্যাঙ্ক নিয়ে, আক্রমণটা করেছে ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মির রক্ষিত ক্ষেত্রে। রাত ১২ টার মধ্যে নাৎসীরা দুটি গার্ডস পদাতিক ডিভিশনের লড়াইয়ের নিরাপত্তার উপাদান-গুলিকে অতিক্রম করে গিয়েছে এবং প্রতিরক্ষার সামনেকার লাইনের কাছা-কাছি পৌঁছেছে।

আমাদের প্রতি প্রস্তুতি অগ্নিবর্ষণের জন্য আমরা ৪০ তম আর্মির এবং সেই সঙ্গে ৬ষ্ঠ গার্ডস ও ৭ম গার্ডস আর্মির কামান ব্যবহার করলাম।

৫ই জুলাই ভোরে আক্রমণের জন্য সমুত্থিত শত্রু ইউনিটগুলির উপর আমাদের গোলন্দাজরা প্রবল আঘাত দিল। নাৎসীদের উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি হল এবং তারা আক্রমণাত্মক অভিযান দেড় ঘণ্টা পিছিয়ে দিতে বাধ্য হল।

সকাল ৬ টায় বেলগোরোদের উত্তরে এক ভারী স্থল ও বিমান যুদ্ধ শুরু হল, হাজার হাজার কামান ও মর্টারের অগ্নিবর্ষণের আড়াল ও শত শত বিমানের ছত্র ছায়ায় শত শত শত্রু ট্যাঙ্ক ও অক্রমণকারী কামান আমাদের প্রতিরক্ষার দিকে ধেয়ে এল। তাদের পিছনে এল পদাতিকরা।

ওবোইয়ান-কোরোচা খণ্ডে প্রতিরক্ষার সামনের দিককার লাইনগুলোর জন্য লড়াই ভয়ঙ্কর ও কঠোর হল। শত্রুর প্রধান আক্রমণ নির্দেশিত ছিল ওবোইয়ানের দিকে। তাদের আক্রমণকারী গোষ্ঠীর মধ্যে ছিল রাইশ, অ্যাডলফ হিটলার ও টোটেনকফ (মৃত্যুর মাথা) প্যানৎসার ডিভিশন নিয়ে তৈরি ২য় এস. এস. প্যানৎসার কোর, দুটি প্যানৎসার ডিভিশন নিয়ে তৈরি ৪৮তম প্যানৎসার কোর এবং মোটর-বাহিত গ্রসডয়েটশলাণ্ড (বৃহত্তর জার্মানি) ডিভিশন।

জার্মানরা একই সঙ্গে কোরোচার দিকে আক্রমণ শুরু করেছিল তিনটি প্যানৎসার ও তিনটি পদাতিক ডিভিশন নিয়ে।

প্রথম দিনে আমাদের প্রতিরক্ষা চূর্ণ করার প্রয়াসে শত্রুরা পাঁচটি পদাতিক, আটটি প্যানৎসার ও একটি মোটর-বাহিত ডিভিশন দুই দিকেই নামিয়ে দিল।

কিন্তু নাৎসী হাইকম্যাণ্ড যে গতিপথ নেবে ভেবেছিল একদম গোড়া থেকেই তার থেকে অন্যরকম হয়ে গেল। এক একবারে ৫০ থেকে ২০০ জার্মান ট্যাঙ্ক নিয়ে অসংখ্য আক্রমণ প্রায় সর্বত্রই সোভিয়েত সৈন্যদের দ্বারা প্রতিহত হল। শ্রেষ্ঠ জার্মান ডিভিশনগুলি তাদের বিপরীতে পেল ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মিকে, যে স্তালিনগ্রাদে ৪৮তম প্যানৎসার কোরকে ছত্রভঙ্গ করেছিল। ৫২তম গার্ডস ও ৬৭তম গার্ডস ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের সৈন্যরা দৃঢ়ভাবে ও সুকৌশলে শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করল। নাৎসী ট্যাঙ্ক-বহর আমাদের গোলন্দাজদের মারাত্মক অগ্নিবর্ষণের মধ্যে পড়ল। সোভিয়েত যোদ্ধারা অপূর্ব সাহস ও বীরত্ব দেখাল।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ৫২তম গার্ডস ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের ক্ষেত্রে গোলন্দাজদের বোমা বর্ষণের পর শত্রুরা ছয় কিলোমিটার ব্যাপী এক রণাঙ্গনে একটি পদাতিক ডিভিশন ও দুই গোষ্ঠী ট্যাঙ্ককে আক্রমণে নামিয়ে দিল। সোভিয়েত গার্ড সৈন্যরা দৃঢ়ভাবে নিজেদের জায়গায় টিকে থাকল। ৫২তম ডিভিশনের কম্যাণ্ডার কর্ণেল আই. এম. নেক্রাসভ যখন দেখলেন যে ৪২টি ট্যাঙ্কের একটা গোষ্ঠী মাইন ক্ষেত্রের দিকে এগোচ্ছে, তখন তিনি তাঁর গোলন্দাজদের হুকুম দিলেন গোলাবারুদ অপচয় না করতে এবং পদাতিক ও ৩৯টি ট্যাঙ্কের আর একটা গোষ্ঠীর উপর অগ্নিবর্ষণ কেন্দ্রীভূত করতে।

এই আক্রমণের ফল শত্রুদের পক্ষে বেজায় অস্বস্তিকর হল। প্রথম গোষ্ঠীর ৭টি ট্যাঙ্ক মাইন ক্ষেত্রে উড়ে গেল, আরবাকিগুলো ফিরে পড়ল। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর ১৬টি ট্যাঙ্ক আমাদের গোলন্দাজদের হাতে ঘায়েল হল ও বাকিগুলি সরে পড়ল। এই আক্রমণ প্রতিহত হয়ে গেল। ২৩টি জার্মান ট্যাঙ্ক এবং ২০০০-এর উপর সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে রইল।

প্রথম দিনে শত্রু ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মি রক্ষিত অংশের মাঝখানে ৪ থেকে ৬ কিলোমিটার পর্যন্ত এগোতে পারল। ৭ম গার্ডস আর্মির অংশে জার্মানরা বেলগোরোদের উত্তর-পূর্বে একটা সঙ্কীর্ণ এলাকার সেভেরস্কি দনেৎস পার হল এবং তার পূর্ব তীরে একটা ছোট সেতুমুখ প্রতিষ্ঠা করতে পারল।

৬ই জুলাই আর একটা গোলান্দাজি প্রস্তুতি ও বিমান সমর্থনসহ শত্রুরা ওবোইয়ান অভিমুখে তার আক্রমণ আবার চালাল। একটার পর একটা

আক্রমণে লড়াই ক্রমেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। ৬৭তম গার্ডস ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের অবস্থানের উপর ২৫০ বম্বারের এক ব্যাপক আক্রমণের পর শত্রু ট্যাঙ্কগুলি প্রতিরক্ষার প্রথম লাইন ভেদ করতে ও দ্বিতীয় লাইনে পৌঁছতে সক্ষম হল। সমগ্র ওবোইয়ান এলাকায় লড়াই নিয়ামক হয়ে উঠল। এই সমস্ত অভিযানের পরিণতি নির্ভর করছিল এর ফলাফলের উপর।

কাজেই ৫ই জুলাই রাত্রে জেনারেল ভাতুতিন ১ম ট্যাঙ্ক আর্মিকে দ্বিতীয় লাইনে সরিয়ে নিলেন এবং ২য় গার্ডস ও ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক কোরকে সংরক্ষিত শক্তি থেকে বের করে সেইখানে লড়াইয়ে নামিয়ে দিলেন। এই ইউনিটগুলি ৮টি শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করল এবং দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইন ধরে থাকল।

কোরোচার দিকেও শত্রু ফাঁকটা বাড়িয়ে দিতে এবং দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইনের কাছাকাছি পৌঁছতে সক্ষম হল।

আক্রমণাত্মক অভিযানের তৃতীয় দিনে জার্মানরা ওবোইয়ান অভিমুখী মোটর রাস্তার এলাকায় তাদের সমস্ত আক্রমণের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করল, কিন্তু মোট যা তারা করে উঠতে পারল তা হল দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইনের মধ্যে তিন থেকে আট কিলোমিটার ফাটল ধরান। তাদের পুরো ভেঙে ঢোকার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল, যদিও তারা ৪০০ ট্যাঙ্ক, হাজার হাজার কামান ও মর্টার এবং শত শত বিমান নিয়ে আক্রমণ করেছিল।

৮ই জুলাই লড়াইতে কোন ভাটা পড়ল না। ওবোইয়ান ক্ষেত্রে ফাঁকটাকে আরও বড় করার জন্য শত্রুদের চেষ্টা সফল হল না। নাৎসী কমাণ্ডের পরিকল্পনা অনুযায়ী দিনের শেষে তাদের ট্যাঙ্কের কুরস্ক দখল করার কথা ছিল, কিন্তু তার বদলে তাদের শক্তির একাংশকে প্রত্যাহার করে নিয়ে যেতে হল ২য় গার্ডস ও ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক কোরের প্রতি আক্রমণ প্রতিহত করতে, এদের প্রতি-আক্রমণ ওবোইয়ান ক্ষেত্রে শত্রুর ধাক্কাকে দুর্বল করে দিচ্ছিল!

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স যুদ্ধের গতিপথ ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করছিলেন এবং পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী নিজেদের সংরক্ষিত শক্তি থেকে ভরোনেজ রণাঙ্গণকে শক্তি যোগাচ্ছিলেন। ৬ই জুলাই রাত্রে স্তেপি রণাঙ্গন থেকে ১০ম ট্যাঙ্ক কোর এবং সাউথ-ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গন থেকে ২য় ট্যাঙ্ক কোর দিয়ে ভরোনেজ রণাঙ্গনের শক্তি বৃদ্ধি করা হল। পার্শ্ববর্তী সাউথ-ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের বিমানগুলিকেও এই রণাঙ্গনকে মদত দিতে বলা হল।

দুটি নবাগত ট্যাঙ্ক কোর ও ৬৯তম আর্মির একটি পদাতিক ডিভিশন প্রোখোরোভকা এলাকায় মোতায়েন হল, ৭ই জুলাই থেকে শত্রু সেখানে ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করছিল।

ওবোইয়ানে ভেঙে ঢোকার ব্যর্থ প্রয়াসে শত্রুরা চারদিন ধরে ভয়ঙ্কর আক্রমণ করল। নিজের শক্তিকে সুকৌশলে চালাচালি করে রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার ক্রমাগত ৬ষ্ঠ গার্ডস ও ১ম ট্যাঙ্ক আর্মিগুলিকে বাড়তি শক্তি যোগালেন। কেবল ৪০তম আর্মি থেকেই তিনি চারটি পদাতিক ডিভিশন, দুটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড, দুটি ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্ট, দুটি গোলন্দাজ ব্রিগেড, চারটি ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট, একটি হাউইৎসার রেজিমেণ্ট, দুটি রকেট নিক্ষেপকারী রেজিমেণ্ট এবং একটি স্বয়ং-চালিত কামানের রেজিমেণ্ট নিয়েছিলেন এবং সেগুলিকে শত্রুর আক্রমণের প্রধান ক্ষেত্রে মোতায়েন করেছিলেন।

৯ই জুলাই সকালে নাৎসী কম্যাণ্ড ওবোইয়ানে ভেঙে ঢোকার আর একটা চেষ্টা করল, এবার করল বেলগোরোদ-কুরস্ক মোটর রাস্তা বরাবর, ১০ কিলোমিটার সম্মুখ রণক্ষেত্রে ৫০০ পর্যন্ত ট্যাঙ্ক কেন্দ্রীভূত করে। রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড এই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সময় মত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন সেখানে একটি ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী গোলন্দাজ ব্রিগেড, তিনটি পৃথক ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট এবং চারিটি রকেট নিক্ষেপকারী ব্যাটেলিয়নকে নিয়ে গিয়ে এবং রণাঙ্গনের বিমান-বহরে অধিকাংশকে নিয়োগ করে। শত্রু কুরস্কে ভেঙে ঢুকতে ব্যর্থ হল। মোট যা সে পারল তা হল ১২।১৩ কিলোমিটার সম্মুখভাগ বিশিষ্ট এক এলাকায় পশ্চাদভাগের প্রতিরক্ষায় পৌঁছতে ; আর সেখানেই সেই আক্রমণ থমকে গিয়েছিল।

ওবোইয়ান অভিমুখে কোনও সাফল্য অর্জন করতে না পেরে নাৎসী কম্যাণ্ড ৪র্থ প্যানৎসার আর্মিকে নির্দেশ দিল তাদের প্রচেষ্টা প্রোখোরোভকা অংশে সরিয়ে নিয়ে যেতে। সোভিয়েত রণাঙ্গনকে ভেদ করা, লিপোভি দনেৎস ও সেভেরস্কি দনেৎস নদী দুটির মাঝখানকার আমাদের সৈন্যদের প্রথমে ঘিরে ফেলা ও পরে পরাস্ত করা এবং রেল লাইন বরাবর কুরস্কে ভেঙে ঢোকার উদ্দেশ্য নিয়ে শত্রুরা এক বিরাট ট্যাঙ্ক গোষ্ঠীকে এর জন্য কেন্দ্রীভূত করল।

শত্রু যেই ভারকেন্দ্র সরিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ভরোনেঝ রণাঙ্গনের শক্তিবৃদ্ধি করলেন লেফটেনাণ্ট-জেনারেল পি. এ.

রোৎমিস্ত্রভের ৫ম গার্ডস আর্মি দিয়ে। দুটিই স্তেপি রণাঙ্গন থেকে আনা। স্তেপি রণাঙ্গনের তখন সেনাপতিত্ব করছিলেন কর্ণেল-জেনারেল আই. এস. কোনেভ (লেফটেনাণ্ট-জেনারেল এম. ভি যাখারভ ছিলেন তার চিফ অব স্টাফ এবং লেফটেনাণ্ট জেনারেল আই. জেড. সুসাইকভ ছিলেন সামরিক পর্ষদের সদস্য)।

আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের গতিপথে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তার বিশ্লেষণ করে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের প্রতিনিধি মার্শাল ভ্যাসিলেভস্কি ও রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার জেনারেল ভাতুতিন এই সিদ্ধান্তে এলেন যে শত্রু তার হাতের সমস্ত শক্তিকে প্রোখোরোভকা অংশে নামাচ্ছে, সুতরাং এইখানে তার প্রয়াসকে ব্যর্থ করতে পারলে তার দক্ষিণ থেকে কুরস্কে ঢোকার চেষ্টার ইতি হবে। আমাদের লাইনের মধ্যে যে শত্রু গোষ্ঠী ফাটল ধরিয়েছিল তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করা যায় কেবল এক প্রবল প্রত্যাঘাতে, আর তার জন্য ভরোনেঝ রণাঙ্গনকে রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তি থেকে বাড়তি শক্তি যোগানর প্রয়োজন ছিল।

রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১২ই জুলাই ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মির এবং ৫ম গাডস আর্মির অংশের প্রোখোরোভকা এলাকা থেকে ইয়াকোলেভোর উপর প্রতি-আক্রমণ করার কথা হল, আর ১ম ট্যাঙ্ক আর্মির ও ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মির অংশের উত্তর-পশ্চিম থেকে ইয়াকোলেভোর উপর আক্রমণ করার কথা হল। রণাঙ্গনের অন্যান্য আর্মিগুলির জন্য কথা রইল তাদের লাইনগুলি ধরে থাকার।

সেদিনের ভোরে আমাদের বিমানগুলি নাৎসী প্যানৎসার গঠনের উপর প্রচণ্ড আঘাত করল। সকাল সাড়ে আটটায় হাজার হাজার কামান ও মর্টার গর্জন করে উঠে শত্রুকে ১৫ মিনিট ধরে আগুনের মুখে রাখল। তার ঠিক পরেই আমাদের ট্যাঙ্ক ও পদাতিকেরা আক্রমণে গেল। প্রধান ঘটনাগুলি ঘটল ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মি ও ৫ম গার্ডস আর্মির আক্রমণের এলাকায়।

যুদ্ধের ইতিহাসে অভূতপূর্ব সেই ট্যাঙ্ক সংঘর্ষ সারাদিন চলল। দুটো এলাকায় এই লড়াই হয়েছিল—প্রোখোরোভকার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং রাঝাভার উপকণ্ঠে। প্রোখোরোভকার কাছের লড়াই অসাধারণ তিক্ত হয়েছিল। বলা কঠিন হচ্ছিল যে কে আক্রমণ করছে ও কে আত্মরক্ষা করছে। রণক্ষেত্রে শত শত ট্যাঙ্ক মোতায়েন, সুকৌশলী চালাচালির কোনও জায়গা ছিল না। ট্যাঙ্ক

সৈন্যরা সরাসরি প্রত্যক্ষ লক্ষ্যে গোলাগুলি ছুঁড়তে বাধ্য হচ্ছিল। গ্রাম ও টিলাগুলি বারবার হাত বদল হচ্ছিল। শত্রুর ক্ষয়-ক্ষতি ঘটানর জন্য আমাদের ট্যাঙ্ক সৈন্যরা তাদের গাড়িগুলির সুকৌশলী চালাচালির ক্ষমতার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার করছিল, শত্রুদের ভারী ট্যাঙ্ককে অকেজো করে দিচ্ছিল। কিন্তু নাৎসীদের ভারী ট্যাঙ্কের কামানগুলিও অনেক প্রাণ নিচ্ছিল।

প্রোখোরোভকার ট্যাঙ্ক সঙ্ঘর্ষ, যাতে উভয়পক্ষে প্রায় ১২০০ ট্যাঙ্ক ও আক্রমণকারী কামান জড়িত ছিল, তা প্রধান নাৎসী সৈন্য-সমাহারের পক্ষে পরাজয়ে পরিসমাপ্ত হল। সেদিন শত্রুরা প্রায় ৪০০ ট্যাঙ্ক, ৫০০ ট্রাক, এবং ৪৫০০-র বেশি অফিসার ও সৈন্য হারিয়েছিল। আক্রমণাত্মক অভিযানে কোনও সাফল্য অর্জন করতে না পেরে জার্মানরা আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

পরবর্তী তিনদিন ধরে তারা ৬৯তম আর্মির পাঁচটি ডিভিশনকে ঘিরে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করল। আমাদের ডিভিশনগুলি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা লাইনে ফিরে গেল এবং ১৫ই জুলাই থেকে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিল।

সেইদিন জার্মানরা ভরোনেঝ রণাঙ্গনে সমগ্র এলাকা জুড়ে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে চলে গেল। জার্মান আক্রমণাত্মক অভিযানের পক্ষে এ এক সঙ্কটময় দিন, অপারেশন সিটাডেলের সম্পূর্ণ ব্যর্থতার দিন। সোভিয়েত কম্যাণ্ড সমগ্র ফ্রন্ট জুড়ে উদ্যোগ হাতে নিল।

১৬ই জুলাই শত্রুরা তাদের প্রধান শক্তিগুলিকে ক্রমশ প্রত্যাহার করতে থাকল। যে মুহূর্তে আমরা তা ধরতে পারলাম আমাদের সৈন্যরা তাদের পেছনে ধাওয়া করল, কিন্তু অগ্রগতি মন্থর রইল। ১৮ই ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ও স্তেপি রণাঙ্গনের আর্মিগুলির বামপাশের সৈন্যরা যে নাৎসী সেনা গোষ্ঠী আমাদের লড়াইয়ের মধ্যে ঢুকেছিল তাদের চূর্ণ করার জন্য বেরিয়ে পড়ল এবং ২৩শে জুলাই তারা সেই লাইনে পৌঁছে গেল শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযানের আগে যেখানে তারা ছিল।

প্রতিদ্বন্দ্বী আর্মিগুলি একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ক্ষেত্রে ১৭ দিন ধরে যুদ্ধে লিপ্ত রইল। বিরাট পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, বিশেষত ট্যাঙ্ক ও বিমান এই যুদ্ধে জড়িত ছিল।

নাৎসী কম্যাণ্ড তাদের সকল আশা কেন্দ্রীভূত করেছিল প্যান্থার ও

টাইগারদের উপর, মোটা বর্ম ও ৮৮ মিলিমিটার কামান যুক্ত ফার্ডিনাণ্ডদের উপর এবং ৩৭ মিলিমিটার কামানে সজ্জিত তথাকথিত ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী বিমানের উপর। কাজেই তারা তাদের আঘাতের লক্ষ্য হিসাবে নির্দিষ্ট করেছিল আমাদের প্রতিরক্ষার সবচেয়ে শক্তিশালী অংশগুলিকে, আশা করেছিল সহজেই সেগুলিকে পরাস্ত করতে পারবে। কিন্তু নতুন অস্ত্রশস্ত্রগুলি তাদের উপর ন্যস্ত আশা পূরণ করতে পারল না। শত্রুকে বিচূর্ণকারী আঘাত দেওয়া হল। ভেরমাখটের গর্ব ও আশা টাইগার, প্যান্থার ও ফার্ডিনাণ্ডগুলি আকারবিহীন ধাতুস্তূপে পর্যবসিত হল। তার তলায় কবরস্থ হল কেবল নাৎসী কম্যাণ্ডের রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিগুলিই নয়, সেই গ্রীষ্মে প্রতিশোধ নেওয়ার তাদের আশাও। ভয়ঙ্কর আঘাত ও ব্যাপক সাঁড়াশির রণনীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। যখন মানস্টাইন ও ক্লুগের ট্যাঙ্কগুলি আমাদের প্রতিরক্ষার মধ্যে জড়িয়ে পড়ল তখন তাদের রণনীতি খণ্ডবিখণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ল। নাৎসীরা চারদিনের মধ্যে কুরস্কে পৌছানর স্বপ্ন দেখেছিল, কিন্তু লড়াইয়ের প্রথম এগার দিনে তারা আমাদের প্রতিরক্ষা লাইনের এমনকি অর্ধেকের মধ্যেও ঢুকতে পারল না। কোথাও তারা পুরো ভেঙে ফেলতে পারল না, মোট যা তারা করতে পারল তা হল আমাদের সেনাবাহিনীকে একটা সঙ্কীর্ণ সম্মুখভাগ জুড়ে একটু পিছিয়ে দিতে।

এই যুদ্ধে ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যরা আত্মরক্ষায় সুদৃঢ়ভাবে লড়েছিল, লড়েছিল জয়ের ইচ্ছা নিয়ে। শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযান রুখতে আমাদের সৈন্যরা—জেনারেল থেকে নীচে পর্যন্ত—লড়াইয়ের উচ্চ দক্ষতা, অভূতপূর্ব দৃঢ়তা ও বীরত্ব দেখিয়েছিল।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশ অনুযায়ী ২৪শে জুলাই ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যরা বেলগোরোদ ও খারকভ অভিমুখে এক প্রতি-আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি শুরু করল। স্তেপি রণাঙ্গনেও এই প্রতি-আক্রমণে অংশ নেওয়ার কথা চল। সেই উদ্দেশ্যে আমাদের রণাঙ্গন থেকে ৫ম গার্ডস আর্মি ও ৬১তম আর্মিকে স্তেপি রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত করা হল। প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতির যে সময় দেওয়া হল (দশ দিন) তা খুবই সীমিত ছিল এবং তা কম্যাণ্ড স্টাফ, হেড কোয়ার্টার্স ও সৈন্যদের উপর, বিশেষত ১ম ট্যাঙ্ক আর্মি, ৬ষ্ঠ গার্ডস ও ৭ম গার্ডস আর্মির উপর, যারা আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে অবসন্ন

হয়ে পড়েছিল, তাদের উপর বিপুল শারীরিক চাপ সৃষ্টি করল।

জার্মান কম্যাণ্ড যদিও তার ফৌজের কিছু অংশকে দনবাস ও ওরেল এলাকায় স্থানান্তরিত করল, যেখানে ১২ই জুলাই ব্রিয়ানস্ক ও সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের এবং ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের বামপক্ষের সৈন্যরা প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে গিয়েছিল, তবু বেলগোরোদ-খারকভ ক্ষেত্রে রয়ে যাওয়া তাদের গোষ্ঠীগুলি তখনও রীতিমত প্রভাবশালী শক্তি। জনবল ও অস্ত্রশস্ত্রে তাদের ক্ষয়-ক্ষতি দ্রুত পূরণ করে দেওয়া হয়েছিল। উপরন্তু শত্রুরা সংগঠিত প্রতিরক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিল। আমাদের শক্তিগুলির সামনেকার কর্তব্য ছিল বেলগোরোদ-খারকভ ক্ষেত্রের সমস্ত গভীরতা জুড়ে প্রতিরক্ষা লাইনগুলিকে এবং খারকভকে ঘিরে দুটি প্রতিরক্ষা চক্রকে ভেদ করা।

আমরা এ থেকে সান্ত্বনা পেলাম যে নাৎসী কম্যাণ্ডও তার উচ্চাকাঙ্খী "অপারেশন সিটাডেল" পরিকল্পনার ব্যর্থতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে এবং ফলত তাদের মনোবলে ভাঁটা পড়েছে। জার্মানরা খারকভ অভিমুখে নিকট ভবিষ্যতে কোনও সোভিয়েত আক্রমণাত্মক অভিযানের আশঙ্কা করেনি, বরং তা অসম্ভব বলেই ধরে নিয়েছিল, কারণ তারা মনে করেছিল আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে সোভিয়েত সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। নাৎসী কম্যাণ্ডের ঝোঁক ছিল সোভিয়েত সেনবাহিনীর শক্তি ও সম্ভাবনাকে খাটো করে দেখা।

তৎকালীন পরিস্থিতিতে লড়াইয়ের প্রস্তুতির জন্য যতখানি সময় বাঁচান যায় সেই চেষ্টায় জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স পরিকল্পনা করলেন ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গনের পাশাপাশি পক্ষগুলোকে নিয়ে বেলগোরোদের উত্তর-পশ্চিম এলাকা থেকে মোটামুটি বোগোদুখভ, ভালকি ও নোভায়া ভোদোলাগা অভিমুখে এক শক্তিশালী আঘাত করার, যার উদ্দেশ্য হবে শত্রু গোষ্ঠীগুলিকে দুভাগে ভাগ করে ফেলা এবং তারপর খারকভ এলাকায় প্রধান নাৎসী শক্তিগুলিকে ঘিরে ফেলা ও বিচূর্ণ করা। সাউথ-ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গন থেকে জেনারেল এন. এ. গাগেনের ৫৭ তম আর্মির কথা ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে খারকভকে পাশ কাটিয়ে মেরেফাতে একটা আঘাত দেওয়ার। শত্রুর ফৌজকে খণ্ডবিখণ্ড করার জন্য এবং তার ভিতর দিয়ে সমগ্র গোষ্ঠীকে পরাস্ত করার জন্য অনেকগুলি সহায়ক আঘাত দেওয়ারও কথা রইল।

একদিন রণাঙ্গনের আর্মিগুলির কম্যাণ্ডারদের জেনারেল আই. এস. চিস্তিয়াকভের পরিখার মধ্যে মাটির নীচের আশ্রয় স্থলে নিমন্ত্রিত করা হল, মার্শাল জুকভ আগামী আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের উদ্দেশ্য বিবৃত করলেন এবং প্রধান আক্রমণের গতিমুখ নির্ধারণ করে দিলেন। তারপর সমস্ত আর্মি কম্যাণ্ডারদের নিজ নিজ মতামত জানাতে বললেন।

আমার মত দিতে গিয়ে আমি প্রস্তাব করলাম রণাঙ্গনের প্রধান আক্রমণ করা হোক ৪০ তম আর্মির এলাকায় ক্রাসনোপোলিয়ে সোলদাৎস্কোয়ে লাইন থেকে আখতিরকা ও পোলতাভা অভিমুখে, আর তারপর, স্তেপি ও সাউথ-ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের সৈন্যদের সঙ্গে সহযোগিতায় শত্রুর সমগ্র বেলগোরোদ খারকভ গোষ্ঠীকে ঘিরে ফেলা হোক ও ধ্বংস করা হোক, অর্থাৎ স্তালিনগ্রাদের লড়াইয়ের পুনরাবৃত্তি করা হোক বৃহত্তর পরিসরে। মার্শাল জুকভ জবাব দিলেন যে শত্রুর মাথা, অর্থাৎ তার প্রধান শক্তিগুলি রয়েছে বেলগোরোদ ও খারকভ এলাকায় এবং সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফ স্তালিন নির্দেশ দিয়েছেন যে শত্রুকে মাথায় আঘাত করতে হবে কারণ বৃহত্তর পরিবেষ্টনের লড়াইয়ের যত জনবল বা অস্ত্রশস্ত্র কোনওটাই আমাদের নেই। আমাদের প্রস্তাবের মধ্যেকার একমাত্র জিনিস যা তিনি গ্রহণ করলেন তা হল জেনারেল এস. জি ত্রফিমেঙ্কোর তাজা ২৭ তম আর্মিকে ৪০ তম আর্মির দক্ষিণ পাশে মোতায়েন করা হোক, ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মির বাম পাশে নয় এবং আক্রমণাত্মক অভিযান প্রধান আক্রমণের দুদিন পরে শুরু করা উচিত।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশ অনুযায়ী জেনারেল ভাতুতিন সিদ্ধান্ত করলেন যে ৬ষ্ঠ গার্ডস ও ৫ম গার্ডস আর্মি, ১ম ট্যাঙ্ক আর্মি এবং ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মির সৈন্যদের দিয়ে প্রধান আক্রমণ করবেন বাম পাশে, প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠিকে ছত্রভঙ্গ করবেন, তারপর গতিশীল ইউনিটগুলি নিয়ে আক্রমণকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন সাধারণভাবে ঝোলোচেভ ও ভালঝি অভিমুখে, পশ্চিম থেকে খারকভকে পাশ কাটিয়ে। ৬ষ্ঠ গার্ডস ও ৫ম গার্ডস আর্মিদের প্রথম তরঙ্গে এগোতে হবে এবং প্রথম দিনের লড়াইয়ে যে ফাঁক করা যাবে তার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় তরঙ্গে ট্যাঙ্ক আর্মিদের পাঠান হবে। প্রধান গোষ্ঠীর আক্রমণকে পশ্চিম থেকে সমর্থন দেওয়া হবে ৪০ তম ও ২৭ তম আর্মির আক্রমণ দিয়ে। স্তেপি রণাঙ্গনের এলাকায় প্রধান আঘাত দেবে জেনারেল মানাগারোভের ৫৩ তম

আর্মি এবং ৬৯ তম আর্মির ইউনিটগুলি।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশ পেয়ে এবং সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে জেনারেল ভাতুতিন লড়াইয়ের পরিকল্পনা করতে এগোলেন। তিনি, রণাঙ্গনের রণক্ষেত্রের কম্যাণ্ডাররা, আর্মি, কোর ও ডিভিশনগুলির স্টাফরা সারাদিন রাত্রি ধরে মানচিত্র অনুশীলন করতে লাগলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন এবং যে দলিল অনুযায়ী সৈন্যদের পুনর্বিন্যাস, কেন্দ্রীভবন ও নিয়োগ করা হবে সেগুলি তৈরি করে ফেললেন। এ সবই রাত্রে রাত্রে গোপনে করা হল।

এই লড়াইয়ের পরিকল্পনা ও সংগঠন করা সহজ ছিল না। এর লক্ষ্য ছিলনা একটা মোড় ঘোরানোর মত করে সৈন্য সঞ্চালন, উদ্দেশ্য ছিল শত্রুর প্রধান গোষ্ঠীকে বিভক্ত করে ফেলা। নাৎসীদের প্রতিরক্ষা সুরক্ষিত অনেকগুলি লাইন নিয়ে তৈরি, তা ভেদ করার জন্য সাবধানে পরিকল্পনা করার দরকার ছিল। ভেদ করার জায়গা পর্যন্ত শক্তিশালী গোলন্দাজ ইউনিটদের নিয়ে যেতে হয়েছিল। বিমান বাহিনীর শক্তিকেও এই দিকে মনোনিবেশ করান হয়েছিল।

আমাদের উদ্দেশ্য গোপন রাখার জন্য যে সব ব্যবস্থা আমরা নিয়েছিলাম সে সম্বন্ধেও দু-এককথা বলা উচিত। প্রধান আক্রমণের গতিমুখ সম্বন্ধে শত্রুকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা ৩৮ তম আর্মি কর্তৃক রক্ষিত অংশে, অর্থাৎ আমাদের রণাঙ্গনের দক্ষিণ পাশে, সুদঝা শহরের নিকটস্থ সুমি অভিমুখে একটি ট্যাঙ্ক আর্মি, একটি ফিল্ড আর্মি ও সমর্থনের জন্য কামান ইত্যাদি রেখে কেন্দ্রীভবনের ভান করলাম।

এই এলাকায় শক্তিশালী বেতার কেন্দ্রগুলি মিথ্যা সাংকেতিক নির্দেশ নিচ্ছিল ও দিচ্ছিল। রেল লাইন দিয়ে ঘন ঘন রেল চলাচল করছিল নকল ট্যাঙ্ক ও কামান, খালি রেশন ও গোলাবারুদের বাক্স, খালি তেলের পিপে ইত্যাদি ওঠান নামানর সমস্ত বন্দোবস্ত সহ। ট্যাঙ্ক, কামান, লরি, গাড়ি, পদাতিকদের সারির পর সারি সম্মুখ রণক্ষেত্রের দিকে চলছিল। রাত্রে এদের আবার গুটিয়ে নিয়ে পূর্বদিকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল যাতে ভোর বেলায় কেন্দ্রীভবনের ভান করা এলাকায় আবার আবির্ভূত হতে পারে।

শত্রুরা এই সব চলাচলে আগ্রহশীল হয়ে উঠল। প্রথমে তারা অনুসন্ধানী বিমানের সংখ্যা বাড়াল, তারপর স্টেশন এবং নকল কামান ও ট্যাঙ্ক আক্রমণ

করতে বোমারু বিমান পাঠাল, তারপর আবার একটি ট্যাঙ্ক ও একটি পদাতিক—এই দুটি ডিভিশনকে সুমি এলাকায় পাঠাল। নাৎসী কম্যাণ্ডকে এমন ধোঁকা দেওয়া হয়েছিল যে আমাদের বেলগোরোদের উপর এগোন তাদের সম্পূর্ণ অবাক করে দিয়েছিল।

বেলগোরোদ ও খারকভ অভিমুখে আমাদের প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযান ৩রা আগস্ট সকালে শুরু হল স্থলে কামান থেকে ও বিমান থেকে বোমাবর্ষণের পর। ৫ম গার্ডস ও ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মির সৈন্যরা প্রথম শত্রু লাইন ভেদ করল এবং বেলা ১২ টায় দ্বিতীয় লাইনটি দখল করল।

তাদেরকেও ছাড়িয়ে গেল ১ম ট্যাঙ্ক এবং ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মি, যাদের ইতিমধ্যে লড়াইয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে এই দুটি আর্মি ৩য় লাইনটিকেও ভেদ করল এবং গভীর পর্যন্ত আক্রমণ এগিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করল।

সৈন্যরা সাহসের সঙ্গে ও সোৎসাহে আক্রমণ করল। তারা প্রতিরোধের কেন্দ্রগুলিকে এড়িয়ে গেল ও দক্ষিণের দিকে ঠেলে এগোতে থাকল। উদাহরণ স্বরূপ সোভিয়েত ট্যাঙ্কগুলি যখন প্রতিরক্ষার এলাকার গভীরে অগ্রসরমান নাৎসী সংরক্ষিত শক্তিদের চূর্ণ করেছিল, তখন শক্ত দুর্গ সমন্বিত তোমারোভকা ও বোরিসোভকা প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলিকে শত্রুর হাতেই রেখে দেওয়া হল। ট্যাঙ্ক আর্মিগুলি শত্রুর ব্যূহ-রচিত প্রতিরক্ষা এলাকাগুলি ভেদ করে ২৬ কিলোমিটার এগিয়ে গেল। প্রথম দিনে আমাদের সৈন্যদের জন্য ধার্য কর্তব্য ছিল সবচেয়ে কঠিন, তা সাফল্যের সঙ্গে সমাধা করা হল।

দ্বিতীয় দিন শুরু হল শত্রুদের ভয়ঙ্কর প্রতি-আক্রমণ দিয়ে। কিন্তু সেগুলি সবই প্রতিহত করা হল এবং রণাঙ্গনের সৈন্যরা তাদের অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ রাখল। ৫ই আগস্ট ভোরে ২৭ তম ও ৪০ তম আর্মি আক্রমণাত্মক অভিযানে গেল এবং শত্রু প্রতিরক্ষা ৮ থেকে ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত ভেদ করল। নাৎসী প্রতিরক্ষায় ফাঁক আরও ২৬ কিলোমিটার বিস্তৃত করা হল।

৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মি তোমারোভকা দখল করল এবং স্তেপি রণাঙ্গন বেলগোরোদ নিল।

নাৎসী কম্যাণ্ড দেখল ভরোনেজ ও স্তেপি রণাঙ্গনের অগ্রগতির দ্বারা কি বিপদ সৃষ্টি হচ্ছে, ফলে তারা খারকভের পশ্চিমে বিপুল ফৌজ কেন্দ্রীভূত করতে

লাগল। তারা কেবল তাদের খারকভ গোষ্ঠীর পক্ষে বিপদই বুঝতে পারলনা, দনবাস গোষ্ঠীর পক্ষেও বিপদ বুঝল, ফলে খারকভে পরাজয় ঠেকানর জন্য তারা দনবাস ও ওরেল এলাকা থেকে এস এস. প্যানৎসার ডিভিশন ফের সরিয়ে আনতে শুরু করল।

৬ই ও ৭ই আগস্ট আমাদের সৈন্যরা শত্রুর প্রতিরক্ষা এলাকার মধ্যে গভীরে এগোতে থাকল। ১ম ট্যাঙ্ক আর্মি বোগোদুখভ দখল করল এবং ২৭ তম আর্মি গ্রাইভোরোন মুক্ত করল। পদাতিকরা ট্যাঙ্কের থেকে ২৫-৪০ কিলোমিটার পিছিয়ে ছিল। ভাতুতিন ইচ্ছাকৃতভাবেই ঝুঁকি নিলেন। তিনি ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলিকে শত্রুর পশ্চাতে আরও এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। তিনি ভাল করেই জানতেন যে শত্রুর খারকভ গোষ্ঠীকে তারা যত বিভক্ত করবে শত্রু তত দুর্বল হবে। ৭ই আগস্ট দিনের শেষে ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যরা ১০০ কিলোমিটারেরও বেশি এগিয়ে গিয়েছিল এবং ফাঁকটাকে ১২০ কিলোমিটার পর্যন্ত চওড়া করে ফেলেছিল।

৮-১১ই আগস্ট রণাঙ্গনের শক্তিগুলি এগিয়ে যেতে থাকল। পোলতাভার দিককার রেল লাইন কেটে দিল এবং খারকভকে পশ্চিম দিক থেকে পাশ কাটিয়ে নাৎসীদের খারকভ গোষ্ঠীকে দুভাগে ভাগ করে ফেলল। ফাঁকটাকে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চওড়া করে ফেলা হল। আমাদের সৈন্যরা শত্রু ঘাঁটি বোরোমলিয়া, আখতিরকা ও কোতেলভা পৌঁছে গেল।

খারকভ গোষ্ঠী যাতে পরিবেষ্টিত না হয়ে যায় তার জন্য জার্মানরা তাদের চলতি লড়াইয়ের জন্য রাখা সংরক্ষিত শক্তিকে নামিয়ে ফেলল এবং প্রথমে বোগোদুখভ খণ্ডে ও তারপর আখতিরকা খণ্ডে শক্তিশালী প্রতি-আক্রমণ শুরু করল। নাৎসী কম্যাণ্ড শেষ পর্যন্ত মানস্টাইনের ঘোর বিপন্ন অনুরোধে কান দিল এবং মুস্কিলের অবস্থায় থাকলেও চারটি পদাতিক ডিভিশন এবং প্রায় ৬০০টি ট্যাঙ্ক সহ সাতটি প্যানৎসার ও মোটর-বাহিত ডিভিশনকে আখতিরকা এলাকায় ও বোগোদুখভের দক্ষিণে কেন্দ্রীভূত করল। শত্রুরা ভরোনেঝ রণাঙ্গনের বাম পাশে ও মাঝখানে আঘাত করার সিদ্ধান্ত করল। তাদের প্রতি-আক্রমণ ৬ষ্ঠ গার্ডস ও ১ম ট্যাঙ্ক আর্মির অগ্রগতি মন্থর করে দিল।

১১ই থেকে ১৭ই আগস্ট পর্যন্ত বোগোদুখভের দক্ষিণে ভারী লড়াইতে সংখ্যার দিক থেকে বেশি শত্রু ফৌজ খানিকটা এগোতে পারল।

ইতিমধ্যে ভরকেন্দ্র সরে গেল ৪০ তম আর্মি ও ২৭ তম আর্মি কর্তৃক রক্ষিত এলাকায়। ১০ম ট্যাঙ্ক কোরের দ্বারা বলীয়ান ৪০তম আর্মির তার দক্ষিণ পক্ষ নিয়ে লেবেদিন অভিমুখে আক্রমণ করার ও তার পরে পুসিওল নদী অভিমুখে এগোনর কথা রইল। ৩৮তম আর্মিও আক্রমণে চলে গেল।

শত্রু প্রবলভাবে প্রতিরোধ করল কিন্তু ধীরে ধীরে পশ্চিমে পিছু হটে যেতে বাধ্য হল। বোগোদুখভ এলাকায় তারা কোনও সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হল না, সেখানে ভারী ক্ষয়-ক্ষতির পর তারা আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে চলে গেল। পরাজিত হওয়ার পর নাৎসী কম্যাণ্ড ঠিক করল উত্তর-পশ্চিম থেকে, যেখানে দুটি প্যানৎসার ও একটি মোটর-বাহিত ডিভিশনকে কেন্দ্রীভূত করেছিল সেই আখতিরকা থেকে বোগোদুখভে আক্রমণ করার। শত্রুকে তার এইসব শক্তি নিয়োগ করা থেকে ঠেকাতে এবং ৪০তম ও ২৭তম আর্মির এলাকায় শত্রুর আক্রমণকে আগে থেকে বানচাল করতে রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড তার সংরক্ষিত শক্তি লেফটেনাণ্ট-জেনারেল পি পি কোরঝুনের ৪৭তম আর্মিকে আনার ঠিক করলেন। উপরন্তু লেফটেনাণ্ট-জেনারেল জি আই. কুলিকের নেতৃত্বে ৪র্থ গার্ডস আর্মিকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি থেকে এনে আখতিরকা এলাকায় কেন্দ্রীভূত করা হল।

১৭ই আগস্ট ৪০তম ও ৪৭তম আর্মি শত্রুর পার্শ্বদেশ ও পশ্চাদভাগকে আখতিরকা এলাকায় আক্রমণ করল; সুমির দক্ষিণ-পূর্বে শত্রুর সমগ্র ব্যূহ-রচিত প্রতিরক্ষা এলাকার গভীরস্থ অবস্থানগুলিকে ভেদ করল এবং দক্ষিণ দিকে ঠেলে গিয়ে জার্মান সরবরাহ লাইনকে বিপন্ন করল। আর সেই সময়েই লুফৎওয়াফের ছত্রছায়ায় শত্রু গোষ্ঠী ২৭তম আর্মির উপর আক্রমণ করল, তার প্রতিরক্ষায় ফাটল ধরিয়ে দিল এবং ভারোনেঝ রণাঙ্গনের বাম পাশের আর্মিগুলির পক্ষে বিপদের সৃষ্টি করল।

বিপদ কাটল তখনই কেবল যখন শত্রু তার ফৌজের কিছু অংশকে ৪০তম ও ৪৭তম আর্মিগুলির এলাকাগুলিতে সরিয়ে নিল ও তাদের অগ্রগতি মন্থর করে দিল। এর দরুণ অবশ্য ৪০তম আর্মিকে লেবেদিন মুক্ত করা এবং নাৎসীদের পসিওল নদীর ওপারে খেদিয়ে নেওয়া থেকে ঠেকাতে তারা পারল না। একই সঙ্গে ৪র্থ গার্ডস আর্মি শত্রুর সেই শক্তিকে আক্রমণ করল যারা ২৭তম আর্মি অবস্থানের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, আর ২০শে আগস্ট শত্রু শক্তি

গুলি আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিল।

চারদিন পরে নাৎসী আক্রমণকারী গোষ্ঠীকে বিচূর্ণ করা হল এবং আখতিরকা আবার মুক্ত হল। ভরোনেঝ রণাঙ্গনের পরিস্থিতি পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে আক্রমণের পক্ষে অনুকূল ছিল। এই রণাঙ্গনের আক্রমণকারী গোষ্ঠী দক্ষিণ পাশে এগিয়ে গেল। ততদিনে স্তেপি রণাঙ্গনের আর্মিগুলি নাৎসীদের সেই বেলগোরোদ-খারকভ গোষ্ঠীকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল যারা দেড় মাস আগেও দুর্ধর্ষ ছিল। ২৩শে আগস্ট তারা খারকভ মুক্ত করল।

ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যরা নাৎসীদের দারুণভাবে পরাস্ত করেছিল। ১১ই থেকে ২০শে আগস্টের মধ্যে শত্রুরা ৩৪,৬০০ অফিসার ও সৈন্য, ৫২১টি ট্যাঙ্ক, ৫৩০ টি কামান, ১৪০ টি মর্টার, ২৩২৭টি ট্রাক ও ১৪০টি বিমান হারিয়েছিল, আর বিপুল পরিমাণ অপরাপর জিনিসপত্র আমাদের হাতে পড়েছিল।

ভরোনেঝ রণাঙ্গন জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের দেওয়া কর্তব্য পালন করেছিল।

বেলগোরোদ-খারকভ ও লেবেদিন খণ্ডে আমাদের সৈন্যদের সাফল্য নীপারের পূর্বে ইউক্রাইন ও দনবাসকে মুক্ত করার দিক থেকে এবং নীপার নদী পার হওয়ার দিক থেকে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

নাৎসী ফৌজদের পরাজয় ও তাদের আক্রমণাত্মক অভিযানের ব্যর্থতা সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের ক্রমবর্ধমান পরাক্রমের সাক্ষ্য দিল এবং সোভিয়েত রণনীতি কেবল বিশেষ ঋতুতে সাফল্য আনে এই কল্প-কাহিনীকে ধূলিসাৎ করল। কুরস্কের লড়াই প্রমাণ করল যে আমাদের সৈন্যরা বছরের যে কোনও সময়ে শত্রুকে পরাস্ত করতে পারে। রণাঙ্গনে শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বরাবরের মত সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুকূলে নির্ধারিত হয়ে গেল। সেই সময় থেকে উদ্যোগ সোভিয়েত কম্যাণ্ডের হাতে রয়ে গেল। এই বিজয় ইউরোপের স্বাধীনতা-প্রিয় জাতিগুলির হৃদয়কে আশায় উদ্দীপিত করল এবং তাদের দেখিয়ে দিল যে নাৎসী দাসত্ব থেকে মুক্তি আসবে পূর্ব দিক থেকে।

নাৎসী জার্মানি সাফল্যের সব আশা হারাল, তার কৃতিত্ব সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির, সোভিয়েত জনগণের এবং তাদের সশস্ত্র ফৌজের।



কর্ণেল জেনারেল

লিওনিদ সান্দালভ*

ব্রিয়ানস্ক খণ্ড

১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে জার্মান ফৌজ কুরস্কের বিরুদ্ধে একটা আক্রমণাত্মক অভিযান করার জন্য তৈরি এবং সে অভিযান ৩রা ও ৬ই জুলাইয়ের মধ্যে যে কোনও দিন হতে পারে। তখন সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গন শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার প্রস্তুতি করছিল এবং ব্রিয়ানস্ক ও ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনে আক্রমণাত্মক অভিযানে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিল। সুপ্রীম কম্যাণ্ডের প্রতিনিধিরা ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড পোস্টে আসতে শুরু করেছিলেন। দূর-পাল্লার বিমান চালনার কম্যাণ্ডার কর্ণেল জেনারেল এ. ওয়াই. গোলোভানও, যোগাযোগের প্রধান আই. টি. পেরেসিপকিন এবং সাধারণ গোলন্দাজ বিভাগের প্রধান এন ডি ইয়াকোলভ ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছিলেন। মার্শাল জি. কে জুকভ, বিমান বাহিনীর কম্যাণ্ডার এ এ.. নভিকভ, গোলন্দাজ বাহিনীর সহকারী কম্যাণ্ডার লেফটেনান্ট জেনারেল এম. এন. চিস্তিয়াকভ এবং প্রধান রাজনৈতিক প্রশাসনের সহকারী প্রধান লেফটেনান্ট জেনারেল ভি. এস. ভেসেলভ আর কয়েকদিন পরে এলেন।

কুরস্কের বিরুদ্ধে নাৎসীদের আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু হল ৫ই জুলাই। যে সব রণাঙ্গন কুরস্কের যুদ্ধে অংশ নিচ্ছিল তাদের হেড কোয়ার্টার্সগুলি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠল। সেন্টাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের হেড কোয়ার্টার্স-গুলিকে জেনারেল স্টাফের কাছে এবং পার্শ্ববর্তী রণাঙ্গনগুলির কাছে ঘণ্টায়

---

* কুরস্কের লড়াইয়ে কর্ণেল জেনারেল সান্দালভ ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের চিফ অব স্টাফ ছিলেন।

ঘণ্টায় খবরাখবর ও প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছিল। প্রথম দিনেই ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের বিমান ইউনিট সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের হেড কোয়ার্টার্সের দেখিয়ে দেওয়া লক্ষ্যবস্তুগুলির উপর আক্রমণ করল। প্রথম দিনেই আমাদের আস্থা জন্মাল যে সেন্ট্রাল রণাঙ্গন শত্রুকে তার প্রতিরক্ষা লাইন ভেঙে ঢুকতে দেবেনা। ভরোনেঝ রণাঙ্গনের বিরুদ্ধে শত্রু কিছু সাফল্য লাভ করেছিল বলে মনে হচ্ছিল, তবে তা নিতান্তই স্থানীয় চরিত্রের। আর, জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স যেহেতু সেখানে প্রবল সংরক্ষিত শক্তি কেন্দ্রীভূত করেছিলেন তাই ভরোনেঝ রণাঙ্গনের জন্য ভয়ের কোনও কারণ ছিল না।

ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনে আমরা আমাদের আক্রমণাত্মক অভিযানের পরিকল্পনার উপর শেষ মুহূর্তের পালিশ লাগাচ্ছিলাম। আক্রমণ শুরু করার কথা ছিল ১২ই জুলাই। নাৎসী বন্দী ও পলাতকরা বলল যে জার্মান কম্যাণ্ড আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য আমাদের প্রস্তুতির কথা জানে। যে সব খণ্ডে আমরা প্রধান আঘাত করব বলে ঠিক করেছিলাম সেখান থেকে শত্রুর নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা মৎসেনসক-এর কাছে এবং ৬৩ তম আর্মির বাম পাশে একটা আক্রমণাত্মক অভিযানের বড় রকমের প্রস্তুতির ভান করলাম। সেই উদ্দেশ্যে পেছনের লাইন থেকে সামনে সৈন্য ও ট্যাঙ্ক সরান হল। গোলন্দাজরা নতুন নতুন অবস্থানে গেল। রাত্রে আমরা ট্যাঙ্ক চলাচলের ভান করলাম। রণাঙ্গনের ওই একই খণ্ডগুলিতে রণাঙ্গনের রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান জেনারেল এ. পি. পিগুরনভ শত্রুসৈন্যদের কাছে ভাষণ দেওয়ার জন্য এবং কুরস্কের বিরুদ্ধে জার্মান আক্রমণাত্মক অভিযানের ব্যর্থতার কথা তাদের শোনানর জন্য শক্তিশালী লাউডস্পীকার লাগানর ব্যবস্থা করলেন।

আক্রমণাত্মক অভিযানের আগে কয়েক রাত্রি ধরে আমাদের দূর-পাল্লার বিমান ওরেল এলাকায় শত্রুদের প্রধান প্রধান শক্ত জায়গায় কঠোর আঘাত করল এবং আক্রমণাত্মক অভিযানের ঠিক আগে প্রতিরোধের প্রধান লাইন ধরে শত্রুর শক্ত জায়গাগুলোর উপর বড় রকমের আক্রমণ করল।

আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রথম দিন ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের পক্ষে কিছু অমুভবনীয় সাফল্য আনল না। শক্তিশালী গোলন্দাজ ও বিমান সমর্থন সত্ত্বেও রণাঙ্গনের আক্রমণকারী দলগুলি পাঁচ থেকে আট কিলোমিটার মাত্র এগোতে পারল। শত্রুরা অনেক দিন ধরে ওরেল এলাকায় দুর্গ তৈরি করছিল,

এবার তার হিম্মত বুঝিয়ে দিল। সেদিন ট্যাঙ্কগুলিকে কাজে লাগান গেলনা।

লড়াইয়ের প্রথম দিনে, অর্থাৎ ১২ জুলাই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃহত্তর সাফল্য অর্জন করল। লেফটেনাণ্ট জেনারেল আই. কে. বাগ্রামিয়ানের নেতৃত্বে খোতিনেৎস-এর দিকে অগ্রসরমান ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের ১১-শ গার্ডস আর্মি। এই আর্মিটি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। রণাঙ্গনের সমস্ত আর্মি মিলে যত আক্রমণকারী গোষ্ঠী ছিল ১১-শ গার্ডস আর্মির তার চেয়ে মাত্র চার ডিভিশন কম ছিল। এই আর্মিকে ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টের কম্যাণ্ড যে চমৎকার সমর্থন দিয়েছিলেন তার জন্য তাঁদের কৃতিত্ব স্বীকার করতে হয়। ট্যাঙ্ক এবং ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী রেজিমেণ্ট ছাড়াও চারটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড ও একটি ট্যাঙ্ক কোর দিয়ে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করা হয়েছিল। অক্রমণাত্মক অভিযান রণাঙ্গনের বিমান বাহিনীর কাছ থেকে মদত পেয়েছিল। ১৪ কিলোমিটার ব্যাপী প্রতিরক্ষা ভেদের এলাকা জুড়ে শক্তিশালী আঘাত দিয়ে এই আর্মি শত্রুপক্ষের রক্ষাকারী সৈনিকদের সহ তাদের সমস্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভাসিয়ে নিল এবং ১২ কিলোমিটার এগিয়ে গেল।

১১-শ গার্ডস আর্মির সাফল্য জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবেই এল। ওরেলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ও উত্তর থেকে আক্রমণাত্মক অভিযানের পরিকল্পনার সময়ে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স একটা সীমাবদ্ধ লক্ষ্য নিয়ে চলেছিলেন—তা হল কুরস্ক ক্ষেত্র থেকে শত্রু শক্তিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়া, তাঁদের তখন ওরেল অভিমুখে একটা নিয়ামক আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য সংরক্ষিত শক্তি কেন্দ্রীভূত করার অবস্থা ছিল না। কাজেই ১১-শ গার্ডস আর্মির সাফল্য যখন স্পষ্ট হয়ে উঠল, জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স তখন তাকে কেবল ১ম ট্যাঙ্ক কোর দিয়ে শক্তিবৃদ্ধি করতে পারলেন। তাঁরা তখনই ১১-শ আর্মি ও ৪র্থ ট্যাঙ্ক আর্মিকে ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত করার এবং ১১-শ গার্ডস আর্মির এলাকায় তাদের লাড়াইয়ে নামিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। কিন্তু আক্রমণাত্মক অভিযান যখন শুরু হয়েছিল তখনও পর্যন্ত এই দুটি আর্মি পুরোপুরি গঠিতই হয়নি এবং যে জায়গায় পাঠানর সিদ্ধান্ত হল সেখান থেকে তারা অনেক দূরে ছিল। এই সমস্তর ফলে ১১-শ গার্ডস আর্মি তার সাফল্যকে তখন পুরোপুরি ব্যবহার করে উঠতে পারল না। তবুও অবশ্য পরের দিন তার সৈন্যরা শত্রুর দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইন ভেঙে ফেলল এবং জেনারেল বাগ্রামিয়ান

সেই ছেদের মধ্যে ১ম ও ৫ম ট্যাঙ্ক কোরকে ঢুকিয়ে দিলেন। সেদিন অর্থাৎ ১৩ই জুলাই, ১১-শ গার্ডস আর্মির সৈন্যরা আরও ১৩ কিলোমিটার এগিয়ে গেল এবং ছেদকে ২৩ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রসারিত করল।

১১-শ গার্ডস আর্মি যখন উত্তর-পশ্চিম থেকে বোলখভের দিকে এগোচ্ছিল ৬১ তম আর্মির আক্রমণকারী গোষ্ঠী তখন আস্তে আস্তে লড়তে লড়তে উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে ওইখানেই আসছিল। জেনারেল বেলভ ১৩ই জুলাই ২০তম ট্যাঙ্ক কোরকে লড়াইয়ে নিয়ে এলেন। কিন্তু শত্রুরা প্রবল সংরক্ষিত শক্তি এনে ফেলল অন্তবর্তী প্রতিরক্ষা লাইনে এবং বিমান থেকে তাদের বিপুল মদত দিল। এই সব মিলে আমাদের সৈন্যদের থামিয়ে রাখল।

ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের প্রধান আক্রমণের খণ্ডে আমাদের গোলন্দাজদের বিপুল আঘাত এবং লেফটেনান্ট জেনারেল নাউমেঙ্কোর ১৫-শ এয়ার আর্মি ৩য় ও ৬৩তম আর্মিগুলির আক্রমণকারী গোষ্ঠীগুলির জন্য রাস্তা পরিষ্কার করে দিল। ৩য় আর্মির অংশ মেজর জেনারেল ভি কে. উরবানোভিচের ৪১ তম ইনফ্যান্ট্রি কোর বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছিল। তাঁর ২৩৫ তম এবং ৩৮০ তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন (যথাক্রমে কর্নেল এল. জি বাসাজেৎস এবং কর্নেল এ এফ. কুস্তভের নেতৃত্ব) আগে এগিয়ে গিয়েছিল। রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার কর্নেল জেনারেল এম. এম পোপভ তাদের সাফল্য থেকে ফয়দা তোলার ঠিক করলেন এবং মেজর জেনারেল এম এফ পানফের নেতৃত্বাধীন ১ম গার্ডস ট্যাঙ্ক কোরকে তাদের এলাকায় স্থানান্তরিত করলেন। ১৩ই জুলাই ভোরেই এই কোরটিকে ছেদের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়ার ঠিক হয়েছিল, কিন্তু এর জড়ো হওয়ার জায়গাটা বুঝতে পেরে শত্রু বিমান থেকে প্রবল আক্রমণ চালানতে এদের পাঠান গেল কেবল দুপুর বেলায়। রাত্রি হওয়ার আগেই এর উপর পর পর ভারী বিমান আক্রমণ হতে লাগল, ফলত লম্বা সময় ধরে এর অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে থাকল এবং ৩য় আর্মির সাফল্যের ফয়দা তুলতে সাহায্য করাও ব্যাহত হল। আমাদের জঙ্গী বিমান এবং বিমান-প্রতিরোধী কামানগুলিও যথেষ্ট সক্রিয় ছিল না। তা সত্ত্বেও আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রথম দুই দিনে ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের সৈন্যরা প্রধান আক্রমণের খণ্ডে ১৫ কিলোমিটার এগিয়ে গেল এবং শত্রুর ব্যূহ রচিত ক্ষেত্রের সমগ্র গভীর জুড়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে ঢুকে পড়ল।

লড়াইয়ের তৃতীয় দিন, অর্থাৎ ১৪ই জুলাই দিনটি ছিল আমাদের জেনারেল

হেড কোয়ার্টার্স ও জার্মান কম্যাণ্ড উভয়ের পক্ষেই বড় ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। সেদিন ১১-শ গার্ডস আর্মি বোলখভের পশ্চিমে ভিতবেৎ নদী পর্যন্ত পৌঁছেছিল এবং শত্রুর অন্তবর্তী প্রতিরক্ষা লাইন পার হয়ে ৬১ তম আর্মি পূর্ব দিক থেকে বোলখভের দিকে এগোচ্ছিল। বোলখভে জার্মান গোষ্ঠীর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে উঠেছিল। এই একই সঙ্গে ৩য় ও ৬৩ তম আর্মিগুলি ওলেশনায়া নদীর কাছাকাছি পৌঁছচ্ছিল, ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে ওরেল অভিমুখে এগোচ্ছিল।

আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রথম দিনে জার্মান কম্যাণ্ড আমাদের আক্রমণের গতিমুখ ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবেই বুঝতে পেরেছিল। আমরা যে এলাকায় ঢুকলাম সেখানে তারা দ্রুত সৈন্য পাঠাতে লাগল, বিশেষ করে ১১-শ গার্ডস আর্মির বিরুদ্ধে, যার প্রবল আঘাত সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে এসেছিল। নাৎসীদের ২য় প্যানৎসার আর্মিকে বল যোগাল পার্শ্ববর্তী ৯ম আর্মি থেকে কয়েকটি ডিভিশন এসে। কুরস্কের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযানে ধাক্কা খেয়ে ৯ম আর্মি বিশেষত তার মোটর-বাহিত ও প্যানৎসার ডিভিশনগুলি এখন ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গন যেখানে ঢুকছে সেই এলাকায় ধেয়ে এল।

৯ম আর্মির পুনর্বিন্যাস অবশ্যই অলক্ষিত যায়নি। ১৪ই জুলাই সকালে সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনের দক্ষিণ পাশের দিককার সৈন্যদের ক্রোমি অভিমুখে আক্রমণের জন্য নিয়োগ করা হল। ওই একই দিনে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স লেফটেনাণ্ট-জেনারেল পি. এস. রাইবালকোর ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মিকে ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত করলেন ওরেলের উপর আক্রমণ শক্তিশালী করার জন্য। সেইদিনেই আবার ১১-শ আর্মিকে ১১-শ গার্ডস আর্মি এলাকায় স্থানান্তরিত করা হল। লেফটেনাণ্ট-জেনারেল আই. আই. ফেদ্যুনিনস্কিকে তার কম্যাণ্ডার নিয়োগ করা হল।

ব্রিয়ানস্ক ও ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনে মদত দেওয়ার জন্য নির্ধারিত জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি থেকে তৈরি আর্মিগুলি যখন শত শত কিলো-মিটার দূরে অবস্থিত তাদের গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য তৈরি হওয়ার এলাকা ছাড়ছিল, তখন নাৎসীরা ৯ম আর্মি থেকে এবং সোভিয়েত জার্মান রণাঙ্গনের অপরাপর ক্ষেত্র থেকে ডিভিশনগুলিকে দ্রুত আমদানি করে ফেলছিল আমাদের অগ্রগতি ঠেকানর জন্য। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বিমানবাহিনী শত্রুর

সংরক্ষিত শক্তির যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছান ঠেকাতে পারছিল না। ফলত ঢোকার এলাকাতে আমাদের প্রাধান্য দিনে দিনে কমছিল। পরবর্তী তিন দিনে, অর্থাৎ ১৫, ১৬, ১৭ই জুলাইয়ের ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের আর্মিদের অগ্রগতি ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে এল। এই তিন দিন ৩য় ও ৬৩তম আর্মির আক্রমণ গোষ্ঠীগুলি ওলেশনায়া নদী পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল এবং দুটি প্যানৎসার ডিভিশন সহ চারটি নবাগত আর্মির দ্বারা রক্ষিত পেছনকার প্রতিরক্ষা লাইনকে ভাঙার জন্য তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল। লেফটানেণ্ট জেনারেল এ. ভি. গোরবাতভের নেতৃত্বাধীন ৩য় আর্মি যেহেতু সবচেয়ে বেশি এগোচ্ছিল তাই রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার জেনারেল পোপভ এই খণ্ডেই শত্রু প্রতিরক্ষা ভেদ করার সিদ্ধান্ত করলেন। ১৭ই জুলাই সকালে তিনি তাঁর সংরক্ষিত শক্তি দুই ডিভিশন সমন্বিত ২৫তম ইনফ্যান্ট্রি কোরকে যুদ্ধে নামিয়ে দিলেন। ১ম গার্ডস ট্যাঙ্ক কোরের সঙ্গে একত্রে এই কোরটি শত্রুর পেছনকার প্রতিরক্ষা লাইনে একটি অপরিসর ছেদ ঘটাতে সফল হল, কিন্তু সম্পূর্ণ ভেঙে ঢোকার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। ১৭ই জুলাই ভোরে আক্রমণের জন্য নিয়োজিত কোরগুলির উপর শত্রুরা প্রবল কামান ও বিমান আঘাত করল; আর সেগুলি যখন লড়াইয়ে গেল তখন তাদের উপর বারংবার সাঁজোয়া ও বিমান আক্রমণ হতে থাকল। রণাঙ্গনের এবং আর্মিগুলির হেড কোয়ার্টার্স থেকে যেহেতু কামান ও জঙ্গী বিমানের যথেষ্ট সমর্থনের ব্যবস্থা করা হয়নি, এই দুটি কোর ক্ষতিগ্রস্ত হল এবং নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হল।

ইতিমধ্যে ৬১তম আর্মির আক্রমণ গোষ্ঠী শত্রুর অন্তবর্তী প্রতিরক্ষা লাইন পার হয়ে গেল। দিনের শেষে এর অগ্রবর্তী ইউনিটগুলি বোলখভের ৫-৭ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল। অপর দিকে বোলখভের ৭-১২ কিলোমিটার উত্তরে যুদ্ধরত তার দক্ষিণ পাশের ৪৬তম ইনফ্যান্ট্রি কোরের অংশগুলি অগ্রসরমান ১১-শ গার্ডস আর্মির সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করল। ওরেল অভিক্ষেপের উত্তরে এই দুই আর্মি মিলে এখন ১০০ কিলোমিটার চওড়া ছেদ সৃষ্টি করে ফেলল। জেনারেল বাগ্রামিয়ান বাঁ দিককার ৩৬তম গার্ডস ইনফ্যান্ট্রি কোরের অ-নিযুক্ত ডিভিশনগুলিকে খোতিনেৎসের দিকে এগোতে ও ১ম ট্যাঙ্ক কোরকে সাহায্য করতে আদেশ দিলেন। ১৮ই জুলাই সকালে রণাঙ্গনের সংরক্ষিত শক্তি থেকে ২৫তম ট্যাঙ্ক কোর ১ম ট্যাঙ্ক কোরের সঙ্গে যোগ দিল এবং

একত্রে তারা উনকোয়ে ও খোতিনেৎস অভিমুখে এক আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করল। ৩৬ তম গার্ডস ইনফ্যান্ট্রি কোর তাদের পেছনে পেছনে এগোল।

১৭ই জুলাই সন্ধ্যায় জেনারেল বাগ্রামিয়ানের সৈন্যরা কারাশেভ থেকে ২৫ কিলোমিটার এবং খোতিনেৎস থেকে ১৫-২০ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছাল। এই দিকে এগোনর চমৎকার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে ততদিনে ১১-শ গার্ডস আর্মির সম্মুখভাগ ১৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, আর খোতিনেৎসের উপর আক্রমণের জন্য তারা কেবল ৩৬তম গার্ডস ইনফ্যান্ট্রি কোরকেই নিয়োগ করতে পারল। ওরেল অভিযানের পরিকল্পনা রচনায় যে ভুল হয়েছিল তার সংশোধন করা যেত যদি ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মিকে ১১-শ গার্ড আর্মির আক্রমণের এলাকায় কেন্দ্রীভূত করা হত এবং খোতিনেৎসের উপর আক্রমণ জোরদার করার জন্য যথাসময়ে নামান হত। সোভিয়েত আর্মির সাঁজোয়া ও যন্ত্রীকৃত ফৌজগুলির কম্যাণ্ডার জেনারেল ওয়াই এন ফেদোরোস্কো এ প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু তা করা হয়নি।

১৮ই জুলাই ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড ওয়েশনায়া নদী পেরিয়ে নাৎসীদের পেছনকার প্রতিরক্ষা লাইনের ভিতরে ঢোকার এবং সেই ছেদের মধ্যে ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মিকে পাঠানর জন্য পরের দিনের পরিকল্পিত ধাক্কার প্রস্তুতি শেষ করছিল। এই আর্মির কাজ ঠিক করা হয়েছিল ওকা মোড়কে অধিকার করার এবং নদীর পূর্বদিকে শত্রু সৈন্যদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার। তারপর এর কথা ছিল ওকা জোর করে পার হওয়ার, শত্রুদের বোলখভ গোষ্ঠীকে পর্যুদস্ত করার এবং জেনারেল বেলভ ও জেনারেল বাগ্রামিয়ানের বাহিনীগুলির সঙ্গে মিলে পশ্চিম থেকে ওরেলকে পাশ কাটিয়ে দক্ষিণের দিকে এগোবার। ট্যাঙ্ক আর্মির সঙ্গে সহযোগিতা করার কথা ছিল ১ম গার্ডস ট্যাঙ্ক কোরের। ট্যাঙ্ক আর্মিকে নদী পার হওয়ার উপকরণ ভালমত সরবরাহ করা হয়েছিল এবং জলের তলা দিয়ে ওকা পার হওয়ার মত করে ট্যাঙ্কগুলিতে বন্দোবস্ত করা ছিল।

এবারে ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের হেড কোয়ার্টার্স সৈন্যদের বিমান আক্রমণ থেকে বাঁচাতে ভাল ব্যবস্থা করেছিল। ট্যাঙ্ক আর্মিকে বিমান ছত্র দিচ্ছিল দুটি বিমান-প্রতিরোধী গোলন্দাজ কোর এবং ১ম গার্ডস ফাইটার এয়ার কোর। এতে ফল হল। একটিও শত্রু বিমান ট্যাঙ্ক জড়ো হওয়ার এলাকাতে

ভেঙে ঢুকতে পারল না এবং এই এলাকার প্রবেশ মুখে তাদের গোটা দশেককে গুলি করে নামান হল।

১৮ই জুলাইয়ের মধ্য দিনে, যখন আমরা ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মিকে লড়াইয়ে নামানর চূড়ান্ত প্রস্তুতি করছি, তখন ডেপুটি চিফ অব দা জেনারেল স্টাফ, জেনারেল অব দা আর্মি এ. আই. আন্তনভের কাছ থেকে একটা টেলিফোন পেলাম। তাঁর নির্দেশ আমাকে হতবাক করে দিল।

তিনি বললেন "সেণ্ট্রাল রণাঙ্গন সবে শত্রুকে তার প্রবলভাবে সুরক্ষিত লাইনে ঠেলে পিছিয়ে দিয়েছে এবং সেই লাইন ভেদ করার প্রস্তুতি করছে। রোকোসোভস্কিকে সাহায্য করার জন্য সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফ আপনাকে আদেশ দিয়েছেন ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মিকে স্তানোভয় কোলোদেৎস এবং ক্রোমি অভিমুখে ফেরত পাঠিয়ে দিতে, সেখানে তাকে শত্রুকে পশ্চাদভাগে আক্রমণ করতে হবে এবং সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনের সঙ্গে মিলে তাকে ধ্বংস করতে হবে।"

আমি জবাব দিলাম "কিন্তু আমরা যে মৎসেনস্ক ও বোলখভে শত্রুকে ঘিরে ফেলার জন্য এবং বেলভ ও বাগ্রামিয়ানের বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য এই আর্মিকে ব্যবহার করার প্রস্তুতি শেষ করে ফেলেছি।"

আন্তনভ বললেন "বাগ্রামিয়ান শিগগীরই ১১-শ আর্মিকে পাবেন, তারা রওনা দিয়েছে। আর, আজ আমরা তাকে নারোফোমিনস্ক থেকে ৪র্থ ট্যাঙ্ক আর্মি এবং সেদিন থেকে ২য় গার্ডস ক্যাভালরি কোরকেও পাঠাচ্ছি। রাইবালকো ও রোকোসোভস্কির হেড কোয়ার্টার্সের মধ্যে বেতার সংযোগ যাতে সংগঠিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।"

এই কথাবার্তার একটু পরেই রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মির জন্য এক নতুন কর্তব্য ধার্য করে আদেশ পেলেন। তার কম্যাণ্ডার রাইবালকোকে তাড়াতাড়ি নির্দেশ দেওয়া হল তাঁর সৈন্যদের নতুন কর্তব্য দিতে এবং লেফটেনাণ্ট জেনারেল ভি. ওয়াই. কোলপাকচির ৬৩তম আর্মির কর্তব্যের সঙ্গে সেগুলির সমন্বয় করতে। ওঁরই এলাকায় এখন রাইবালকোকে যেতে হবে।

১৮ই জুলাই রাত্রে আমাদের দূর পাল্লার বিমান ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মির আক্রমণের এলাকায় আবিষ্কৃত শত্রুদের প্যানৎসার ডিভিশনের উপর আঘাত করল। ১৯শে জুলাই সকালে ৩য় ও ৬৩তম আর্মির সৈন্যরা শক্তিশালী কামান ও বিমান সমর্থনসহ আক্রমণ করল এবং ওলেশনায়া নদী বরাবর নাৎসীদের

পেছনের প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করল। এই যুদ্ধে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল ৩য় আর্মির বাম পাশে যুদ্ধরত ২৫তম ইনফ্যান্ট্রি কোর। তারা ছেদকে ১০ কিলোমিটার বিস্তৃত করার কৃতিত্ব অর্জন করল এবং ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মিকে দিনের মাঝামাঝি সময়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভবপর করল। যাওয়ার পথে শত্রুদের সুরক্ষিত অবস্থানগুলিকে ধ্বংস করে ট্যাঙ্ক কোরগুলি প্রোতাসোভোর কাছে পৌছল। সেখান থেকে জেনারেল রাইবালকো দক্ষিণ-পশ্চিমে স্তানোভয় কোলোদেঝ-এর দিকে ঘুরলেন। শীগগিরই সোভিয়েত ট্যাঙ্কগুলি দুটো নাৎসী পানৎসার ডিভিশনের সঙ্গে ঘোর লড়াইয়ে ব্যাপৃত হল। এগুলিকে দক্ষিণ থেকে সুরক্ষিত লাইনে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এই দুটো প্যানৎসার ডিভিশনের সঙ্গে পরে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী কামানে সমৃদ্ধ একটা ইনফ্যানন্ট্রি ডিভিশন যুক্ত হল:।. আমাদের ট্যাঙ্ক আর্মির গতি রুদ্ধ হল।

ওকার পূর্বদিক রক্ষাকারী সৈন্যরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এই ভয় পেয়ে ১৯শে জুলাই রাত্রে শত্রুরা তাদের ওকা ও ওপতুখা নদীর অপর পারে প্রত্যাহার করতে লাগল। ৩য় আর্মির কম্যাণ্ডার জেনারেল গোরবাতভ তাদের পশ্চাদ-পসারণ আটকানর ঠিক করলেন এবং ২০শে জুলাই ১ম গার্ডস ট্যাঙ্ক কোরের সঙ্গে তাঁর আক্রমণকারী গোষ্ঠীকে ওকা নদীতে পাঠালেন। সেই একই সময়ে জেনারেল কোলপাকচির ৬১তম আর্মির পাশের দিককার ইউনিটগুলি নাৎসীদের ম্‌ৎসেনস্ক গোষ্ঠীকে ঘিরে ফেলায় সাহায্য করার জন্য উল্টো দিক থেকে এগোচ্ছিল।

২০শে জুলাই দুপুরে রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার টেলিফোনে সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফের সঙ্গে কথা বললেন। ঝুশা নদী থেকে ওকার পরপারে শত্রুদের সরে যাওয়ার কথা রিপোর্ট করে জেনারল পোপভ বললেন যে ট্যাঙ্ক আর্মি স্তানোভয় কোলোদেঝ-এর দিকে মোটেই এগোতে পারছে না এবং বিপুল ক্ষয়ক্ষতির শিকার হচ্ছে। ওত্রাদার দিকে এগোনর পুরানো লাইনে ট্যাঙ্ক আর্মিকে ফিরিয়ে আনতে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সম্মতি আদায়ে তিনি সক্ষম হলেন। ২০শে জুলাই সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে এই আর্মির ট্যাঙ্কগুলি ওরেল-ম্‌ৎসেনস্ক রাজপথের উপর দিয়ে ভেঙে বেরোল, সেখানে জমায়েত শত্রুদের লরির সারি ও ইউনিট গুলিকে বিচূর্ণ করল এবং রাত হওয়ার মধ্যে ৩য় আর্মির সঙ্গে ওকায় পৌছাল। শত্রুদের তাড়া করে ওকা নদী পার হওয়ার চেষ্টায় ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মি ব্যর্থ হল। কাজেই

নির্ধারিত কর্তব্য তারা পালন করতে পারল না। ওরেলের পুর্বে নদীর ছড়াছড়ি, তার উপরে আবার জার্মান সংরক্ষিত শক্তিতে ভর্তি আত্মরক্ষামূলক অবস্থানগুলি ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মিকে শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে ধাক্কা অব্যাহত রাখায় এবং তাদের সাফল্য যাতে অন্য আর্মিরা ব্যবহার করতে পারে তার জন্য সাহায্য করায় বাধা দিল। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে কর্দমাক্ত নদীগর্ভে এবং চতুর্দিকে ভর্তি এবং বহু সংখ্যক অন্তর্বর্তী প্রতিরক্ষা লাইনে ভরপুর জমিনে, তার উপর আবার সংরক্ষিত শক্তি নিয়ে শত্রুর নিপুণ চাল দেওয়ার ক্ষমতার সামনে একটা ট্যাঙ্ক আর্মি কি ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে তা রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড খাটো করে দেখেছিলেন। উপরন্তু রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড শত্রুদের সংরক্ষিত শক্তিকে সম্মুখ রণাঙ্গনে নিয়ে আসা ঠেকানর জন্য বিমান বাহিনীকে যথাযথভাবে ব্যবহার করেননি। এই সমস্ত একত্রেই ট্যাঙ্ক আর্মির খারাপ ফলের জন্য দায়ী।

২১শে জুলাই ৩য় আর্মি ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের প্রধান আক্রমণের খণ্ডে ওকা পার হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। এর বামপার্শ্বস্থ ইউনিটগুলি ৬৩ তম আর্মির সঙ্গে একত্রে শত্রুদের কাছ থেকে একটার পর একটা অবস্থান দখল করছিল এবং ওপতুখা নদীর দিকে এগোচ্ছিল। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের আদেশে ট্যাঙ্ক আর্মিকে আবার ৬৩ তম আর্মির এলাকায় স্থানান্তরিত করা হল স্তানোভয় কোলোদেঝ-এর উপর আক্রমণ করার জন্য। কিন্তু এর ইউনিটগুলি বিক্ষিপ্ত থাকায় এবং সমস্ত রাস্তা জোড়া থাকায় এ মন্থর গতিতে চলছিল।

মাঝরাতের একটু পরেই আমি জানলাম যে মস্কো থেকে রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডারের জন্য ফোন এসেছিল। তখন তিনি সৈন্যদের সঙ্গে ছিলেন। আধঘণ্টা পরে আমায় ফোনের কাছে ডাকা হল এবং বলা হল যে সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফ আমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

ট্যাঙ্ক আর্মির কম্যাণ্ডের উপর এবং স্তানোভয় কোলোদেঝ দখল করতে তার ব্যর্থতার জন্য স্তালিন বিরক্ত হয়েছিলেন।

যখন আমি রণাঙ্গন কম্যাণ্ডারের খোঁজে চারিদিকে ফোন করছিলাম মস্কো তাঁকে তার মধ্যে পেয়ে গিয়েছিল বোঝা গেল। রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার আমাকে ডাকলেন এবং জেনারেল রাইবালকোকে নিম্নলিখিত আদেশ পাঠাবার জন্য লিখে নিতে বললেন :

"চিফ ২২.৭ তারিখে স্তানোভয় কোলোদেঝ দখল করার আদেশ দিয়েছেন। আমি আবার দাবি করছি যে আই. পি. করচাগিনকে (মেকানাইজড কোর) মোখোভোয়ে হয়ে স্তানোভয় কোলোদেঝের দিকে পাঠান হোক এম. আই. ঝিনকোভিচের (১২ তম ট্যাঙ্ক কোর) সঙ্গে যৌথ প্রয়াসে শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য। পোপভ। ০১২০ ঘণ্টা, ২২.৭।"

এই আদেশে আমি সই করলাম এবং রাইবালকোকে পাঠিয়ে দিলাম, যদিও পোপভের মত আমিও জানতাম যে ওপতুখার ওধারে স্তানোভয় কোলোদেঝের প্রবেশ মুখগুলিতে শত্রুরা শক্তিশালী প্রতিরক্ষা গড়ে তুলেছে যাকে সহজে হটান যাবেনা। কিন্তু সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফ হুকুম দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা ছাড়া আর কিছুই আমাদের করার ছিল না।

৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মি ২২শে জুলাই সন্ধ্যার মুখে ওপতুখা পৌছল। ৬৩ তম আর্মির আক্রমণকারী দলগুলির সঙ্গে মিলে পরের কদিন ধরে তারা নদী বরাবর শত্রু প্রতিরক্ষা ভাঙতে এবং স্তানোভয় কোলোদেঝে ঢুকতে কয়েকবার চেষ্টা করল, কিন্তু বৃথাই। এই সব চেষ্টা করতে গিয়ে তারা গুরুতর ক্ষয়ক্ষতির শিকার হল এবং তাদের দ্বিতীয় স্তর বিন্যাসে সরিয়ে আনতে হল।

৩য় এবং ৬৩ তম আর্মি ২৩শে ও ২৪শে জুলাই কাটাল পুনর্বিন্যাসে এবং ওকা ও ওপুতখা নদী পার হওয়ার ও ওরেলের দিকে এগোনর প্রস্তুতিতে। ২৫শে জুলাই ১১-শ গার্ডস আর্মির এলাকায়, ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের দক্ষিণ পাশে নতুন সৈন্যরা এসে পৌছল। তাদের মধ্যে ছিল লেফটেনাণ্ট জেনারেল ভি. এম. বাদানভের ৪র্থ ট্যাঙ্ক আর্মি যাকে পরের দিন বোলখভে লড়াইতে নামানর কথা ছিল। লেফটেনাণ্ট জেনারেল ভি. ভি. ক্রুকভের নেতৃত্বাধীন ২য় গার্ডস ক্যাভালরি কোর ২৫০ কিলোমিটার পথ মার্চ করে এসেই লড়াইয়ে নিয়োজিত হল। জেনারেল বাগ্রামিয়ান পদাতিক ও ট্যাঙ্কের দুটি কোর দিলেন। ২৭শে জুলাই ১১-শ গার্ডস আর্মির দক্ষিণ পাশে ক্রুকভের টাস্ক ফোর্স আক্রমণাত্মক অভিযানে গেল কারাশেভকে লক্ষ্য করে।

ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের বাম পাশে নতুন শক্তি নামান সঙ্গে সঙ্গেই কোনও ফল দিল না। ১৫ দিন ধরে লড়াই চলছিল। ওরেলের লড়াই নিয়ে অনুশীলন করতে গিয়ে কিছু সামরিক ইতিহাসবিদের কাছে এটা আশ্চর্য লেগেছে যে ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের বাম দিকে দুটি ফিল্ড আর্মি ও একটি ট্যাঙ্ক আর্মি থেকেও

ওরেল-ব্রিয়ানস্ক রেলপথ বন্ধ করে দিতে পারল না। কিন্তু একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে ২৫শে জুলাইয়ের মধ্যে শত্রুরা কারচেভ-খোতিনেৎস লাইন বরাবর আমাদের সৈন্যদের বিরুদ্ধে পদাতিক ও দুটি প্যানৎসার ডিভিশনকে এবং ওরেল-বোলখভ খণ্ডে চারটি প্যানাৎসার, দুটি মোটরবাহিত এবং দুটি পদাতিক ডিভিশনকে জড়ো করে ফেলতে পেরেছিল। সরকারি নাৎসী দলিলেও একথা স্বীকৃত আছে। নবাগত যে সব সৈন্যদের নামান হয়েছিল তাদের অবস্থাটাও মনে রাখা দরকার, তাদের নামান হয়েছিল যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়াই এবং কয়েকদিন ধরে মার্চ করে আসার পরই।

২৯শে জুলাই ১১-শ গার্ডস আর্মি এবং ৪র্থ ট্যাঙ্ক আর্মি উত্তর-পশ্চিম থেকে এবং ৬১তম আর্মি পূর্ব থেকে আক্রমণ করে বোলখভে শত্রু গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে দিল। ওই দিনে সৈন্যরা শহরটিকে শত্রু মুক্ত করল, ৫০০০ কে বন্দী করল এবং ১০০-র বেশি ট্যাঙ্ক ও ৬০০ কামান দখল করল।

সেই দিনেই ১১-শ গার্ডস, ১১-শ ও ৪র্থ ট্যাঙ্ক আর্মিগুলিকে এবং জেনারেল ক্র্যুকভের টাস্ক ফোর্সকে ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত করা হল। রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড পোস্ট মৎসেনস্ক এলাকাতে চলে গেল। ৩য় ও ৬৩ তম আর্মি তাদের পাশের দিককার লাগোয়া শক্তিগুলিকে নিয়ে আঘাত করে ওরেলের উপর এক সর্বাত্মক আক্রমণ করল।

৩রা আগস্ট সকালে এই দুই আর্মি ভালভাবে প্রস্তুত করা আঘাত হানল, ওপতুখার উপর শত্রু প্রতিরক্ষা ভেঙে ঢুকল এবং শত্রুর তীব্র প্রতিরোধ বিচূর্ণ করে ওরেলের দিকে স্রোতের মত এগোল। প্রথম যে ইউনিট শত্রু প্রতিরক্ষা ভেদ করল সে হল মেজর জেনারেল এল.এন.গুরতিয়েভের ৩০৮ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন। এর কিছু কিছু ১৭-শ ট্যাঙ্ক ব্রিগেডের জোর পেয়ে ওকা নদীর দক্ষিণে রেল লাইন ধরে ওরেলের উপর এগোচ্ছিল। প্রতিবেশীর সাফল্যকে ব্যবহার করে বাম পাশের ৩৮০তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনও এগিয়ে গেল। ৬৩ তম আর্মির ডিভিশনগুলিও ওই একই সময়ে আক্রমণাত্মক অভিযানে গেল। দিনের শেষার্ধে ওরেলের প্রবেশ মুখে সাংঘাতিক সজ্ঘর্ষ হতে লাগল। মেজর জেনারেল গুরতিয়েভ মারাত্মক আহত হলেন। তাঁকে মরণোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধি দেওয়া হয়েছিল এবং ওরেলে তাঁর কবরের উপর একটি স্মৃতিস্তম্ভ তোলা হয়েছিল।

পরিবেষ্টিত হওয়ার ভয়ে শত্রুরা তাদের সৈন্য প্রত্যাহার শুরু করল, সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান উড়িয়ে দিল এবং শহরের অর্ধেক ধ্বংস করে দিল। জার্মান কম্যাণ্ড বেশির ভাগ পশ্চাদপসরণকারী ও নবাগত ইউনিটগুলিকে ওরেল-ব্রিয়ানস্ক রেলপথের দুপাশে লাগিয়ে মরীয়া হয়ে চেষ্টা করতে লাগল রেলপথ বন্ধ করা থেকে সোভিয়েত ফৌজকে ঠেকাতে। সেই কারণেই ৪র্থ ট্যাঙ্ক আর্মির সঙ্গে মিলে ১১-শ গার্ডস আর্মির খোতিনেৎসের বিরুদ্ধে আবার আক্রমণাত্মক অভিযান এবং জেনারেল ক্র্যুকভের টাস্ক ফোর্স ও ১১-শ আর্মি মিলে কারাচেভ অভিমুখে আক্রমণ বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারলনা।

৩রা আগস্ট সন্ধ্যায় ৩য় আর্মির অন্তর্ভুক্ত কর্ণেল এ. এফ. কুস্তভের নেতৃত্বাধীন ৩৮০ তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন এবং ৬৩ তম আর্মির অন্তর্ভুক্ত পি. টি. মিখালিৎসেনের নেতৃত্বাধীন ৫ম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন এক অপ্রত্যাশিত আক্রমণ করে ওরেলের শত্রু অবস্থানগুলিকে পার হয়ে গেল। পরের দিন ০৪৪০ ঘণ্টায় তারা শত্রুদের তাড়া করে শহরের পূর্ব শহরতলীতে ঢুকে পড়ল। একই সঙ্গে ১২৯ তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের ইউনিটগুলি দক্ষিণ দিক থেকে শহরে ঢুকে পড়ল, তাদের পিছনে ঢুকল ৩০৮ তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন। আমাদের সৈন্যরা শহরের প্রতিটি বাড়ি প্রতিটি রাস্তায় লড়তে লড়তে এগোল। সন্ধ্যার মধ্যে তারা ওরেলের পূর্বাংশকে সাফ করে ফেলল এবং ৫ই আগস্টের ভোরের মধ্যে ৩য় ও ৬৩ তম আর্মি ওরেলকে সম্পূর্ণ মুক্ত করল। ওরেলের মানুষেরা মুক্তিদাতাদের সানন্দে অভিনন্দন জানাল।

যে দিনে ওরেল পুনর্দখল হল সেদিন সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের সৈন্যরা ক্রোমির কাছে লড়াই করছিল এবং স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্যরা বেলগোরোদ দখল করেছিল।

ওরেল মুক্ত করার পর ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের সৈন্যরা শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনে প্রবৃত্ত হল। ১১ই আগস্ট ৪র্থ ট্যাঙ্ক আর্মির সঙ্গে মিলে ১১-শ গার্ডস আর্মি খোতিনেৎস দখল করল এবং ১৫ই কারাচেভ মুক্ত করল। ১৮ই আগস্টের মধ্যে ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের সৈন্যরা ব্রিয়ানস্কের পূর্বে শত্রুদের অবস্থানগুলিতে পৌছল। ওরেল আক্রণাত্মক অভিযান পরিসমাপ্ত হল।



মার্শাল

মাৎভেই জাখারভ*

কুরস্কে সোভিয়েত রণনীতির কতকগুলি দিক

কুরস্কের লড়াইকে চরিত্র অনুযায়ী দুই পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে: ১৯৪৩ সালের ৫ই থেকে ২৩শে জুলাই পর্যন্ত সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গন কর্তৃক আত্মরক্ষামূলক লড়াই এবং ১২ই থেকে ২৩শে আগস্ট প্রতি-আক্রমণাত্মক লড়াই, ওয়েস্টার্ন ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গন যা শুরু করেছিল ১২ই জুলাই, সেন্ট্রাল রণাঙ্গন ১৫ই জুলাই এবং ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গন ৩রা আগস্ট।

আমি সংক্ষেপে রণনীতির কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করতে চাই, প্রথমে আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ের পরে প্রতি-আক্রমণাত্মক পর্যায়ের।

এই সব দিকের মর্মবস্তুতে যাওয়ার আগে কিন্তু আমাকে একটা প্রধান ব্যাপারের বিষয়ে বলতে হবে কুরস্কের যুদ্ধের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ের অনুশীলনে যা বিবেচনার মধ্যে রাখা উচিত।

কুরস্ক বাল্জে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের প্রস্তুতি এমন একটা সময়ে শুরু করা হয়েছিল যখন রণনীতিগত উদ্যোগ, সোভিয়েত বাহিনীর হাতে ছিল এবং সোভিয়েত কম্যাণ্ডের হাতে যথেষ্ট জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ ছিল—কেবল আত্মরক্ষার জন্য নয়, সক্রিয় আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্যও। কাজেই, গ্রীষ্মকালীন ও হেমন্তকালীন অভিযানের প্রস্তুতির সময়ে সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড পরিস্থিতির পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল যুদ্ধ চালানর পদ্ধতি বেছে নেওয়ার অবস্থায় ছিলেন।

* মার্শাল জাখারভ, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর, কুরস্কের লড়াইয়ে স্তেপি রণাঙ্গনের চিফ অব স্টাফ ছিলেন।

১৯৪২-৪৩ শীতকালীন অভিযানের পর সোভিয়েত কম্যাণ্ড সৈন্যদের শত্রুর বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণের জন্য, আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করছিলেন। তাঁরা পরিকল্পনা করেছিলেন প্রধান আঘাতটা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দেওয়ার, ফলত সেখানে একটা শক্ত রণনৈতিক সৈন্য-সমাহার গড়ে তোলার জন্য কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু যখন জানা গেল যে স্তালিনগ্রাদে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ১৯৪৩ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি নাৎসী কম্যাণ্ড দক্ষিণ-পশ্চিম খণ্ডে একটা বৃহদাকার আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতি করছিল এবং সেণ্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যদের উপর প্রতি-আক্রমণ করা ও তাদের চূর্ণ করা এবং কুরস্ক বালজকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্য নিয়ে খারকভ ও ওরেল এলাকায় শক্তিশালী আক্রমণ গোষ্ঠী কেন্দ্রভূত করছিল, তখন সোভিয়েত কম্যাণ্ড গভীর পর্যন্ত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত প্রতিরক্ষা সংগঠিত করার, আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে শত্রুর আক্রমণকারী সৈন্যসমাহারগুলিকে ক্লান্ত করে ফেলার এবং তারপর প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে চলে গিয়ে তাদের পর্যুদস্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

অতএব কুরস্কে প্রতিরক্ষা সংগঠন করার সময়ে সোভিয়েত কম্যাণ্ডের হাতে কেবল আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের নয়, অনুকূল পরিস্থিতিতে সক্রিয় আক্রমণাত্মক লড়াইয়েরও পক্ষে সময় ও সক্ষম সৈন্য দুই-ই ছিল।

এই ব্যাপারটি প্রতিরক্ষা সংগঠনের (বেশ গভীর পর্যন্ত সুরক্ষিত অবস্থান তৈরি, চলতি লড়াই চালান ও ব্যূহ রচনার দিক থেকে সৈন্যের ভালরকম ঘনত্ব, ইত্যাদির) উপর এবং আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের চরিত্রের (শত্রুর শক্তিশালী প্যানৎসার বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা, বিপুল সক্রিয়তা, ইত্যাদির) উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলে।

এই সূত্রে আমি একথা উল্লেখ করতে চাই যে কুরস্কের লড়াই সংক্রান্ত যুদ্ধোত্তর সাহিত্য এই প্রতিরক্ষাকে আদর্শ বলে কিছুটা ধারণা সৃষ্টি করেছে। কিছু কিছু লেখক একথা প্রমাণ করার জন্য চেষ্টার অভাব দেখাননি যে কুরস্কে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সবচেয়ে শিক্ষাপ্রদ ও চিরায়ত ছিল এবং সবদিক থেকে অনুকরণের যোগ্য ছিল। এ বিষয়ে অবশ্যই অস্বীকার করার কিছু নেই যে কুরস্কের আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের অনেকগুলি শিক্ষাপ্রদ দিক, যথা, বিপুল সক্রিয়তা, ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সুস্থিতি এবং সাজোয়া শক্তি নিয়োগ—এ গুলিকে পরবর্তী অভিযানগুলিতে, বিশেষত কিয়েভ ও বালাতন

লেকের আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু কুরস্কের লড়াইয়ের আগে বা পরে আত্মরক্ষামূলক লক্ষ্য সাধনের জন্য এত শক্তিশালী সৈন্য-সমাহার গঠন, এমন গভীর পর্যন্ত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং ফলত প্রতি কিলোমিটার সম্মুখভাগে চলতি লড়াইয়ের ও ব্যূহ রচনার জন্য এত সৈন্য ঘনত্ব কখনও থাকে নি। কুরস্কের লড়াইয়ের অনুশীলন ও পরিমাপের সময়ে একথা মনে রাখা দরকার।

কাজেই কুরস্কে প্রতিরক্ষাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার চালু ধরনের অথবা প্রতীকী ধরনের প্রতিরক্ষা বলে গণ্য করা যায় না।

*　　　*　　　*

কুরস্কের আত্মরক্ষামূলক লড়াই হয়েছিল ৫৫০ কিলোমিটার জুড়ে, লড়েছিল সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যরা, পরবর্তী কালে যোগ দিয়েছিল স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্যরা। এই লড়াইয়ের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল অনেকগুলি সুরক্ষিত লাইন ও অবস্থান নির্মাণ, ইঞ্জিনিয়ারিং দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেকটা গভীর পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলায় বিপুল শক্তি ও বৈষয়িক সম্পদ ব্যবহার; সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের আর্মিগুলি যথেষ্ট জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ পেয়ে সুরক্ষিত তিনটি লাইন তৈরি করেছিল, তার সঙ্গে ছিল বহুদূর বিস্তীর্ণ ট্রেঞ্চের জাল ও অবস্থান পরিবর্তন ব্যবস্থা। সম্মুখ প্রতিরক্ষারও তিনটি লাইন তৈরি করা হয়েছিল। সুরক্ষিত, অবস্থানগুলির সামগ্রিক গভীরতা ১৫০ কিলোমিটারেরও বেশি ছিল। এই দুই রণাঙ্গনের প্রতিরক্ষার পিছনে স্তেপি রণাঙ্গনের প্রতিরক্ষা নির্মাণের এবং দনের বাম তীরে তথাকথিত রাষ্ট্রীয় সুরক্ষিত অবস্থানগুলি নির্মাণের কাজও চলছিল। এই সমস্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুরক্ষিত অবস্থানগুলির সামগ্রিক গভীরতা ৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়িয়েছিল। আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের লক্ষ্য পূরণের জন্য জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এক বিরাট রণনৈতিক সৈন্য-সমাহারকে নিয়োগ করেছিলেন।

সব মিলিয়ে সোভিয়েত কম্যাণ্ড ১১টি ফিল্ড, তিনটি ট্যাঙ্ক ও তিনটি বিমান আর্মি ব্যবহার করেছিলেন; পূর্বোক্ত দুটিতে ছিল ৮০ টি-র বেশি ডিভিশন, ১৩টি ট্যাঙ্ক ও মেকানিকাল কোর এবং দশটি পৃথক ট্যাঙ্ক ব্রিগেড—৫ই থেকে ১২ই জুলাইয়ের মধ্যেকার প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে। এই সূত্রে একথা স্মরণীয় যে স্তালিনগ্রাদের রণনৈতিক প্রতিরক্ষার জন্য সোভিয়েত কম্যাণ্ড প্রায় ৫২০

কিলোমিটার সম্মুখ রণাঙ্গনের জন্য ব্যবহার করেছিলেন ৬০টির উপর ডিভিশন, ৯টি ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোর।

কুরস্কে আত্মরক্ষামূলক লড়াই একাধিক রণাঙ্গনের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে রণনৈতিক সহযোগিতা গড়ে তোলাও সম্ভবপর করেছিল। এই লড়াইয়ের প্রক্রিয়াতেই ওয়েস্টার্ন ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনগুলি ওরেল এলাকাতে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করেছিল এবং সাউথ ওয়েস্টার্ন ও সাদার্ন রণাঙ্গন শুরু করেছিল সেভেরস্কি দনেৎস ও মিউস নদীগুলির উপরে। এই সব রণাঙ্গনগুলি কর্তৃক প্রদত্ত আঘাত শত্রু সৈন্যদের বহুল পরিমাণে পেড়ে ফেলেছিল এবং কুরস্কের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টিতে তাদের ব্যবহার করা থেকে নাৎসীদের ঠেকিয়েছিল।

সফল আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিল সোভিয়েত বিমান বাহিনী—তিনটি বিমান আর্মি, দূর-পাল্লার বিমান চলাচল এবং বিমান প্রতিরক্ষা বিমান চলাচল। সেই সময়ে বিমান বাহিনীকে অন্যতম প্রধান কর্তব্য দেওয়া হয়েছিল বিমান প্রাধান্য অর্জন করার। ১৯৪৩ সালের বসন্তকালে কুবানে বিরাট-বিমান যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত বিমান বাহিনীর পক্ষে স্রোত ঘুরে গিয়েছিল।

কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে রণনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন অন্যতম সাফল্য হল সম্ভাব্য আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য বড় বড় সৈন্য-সমাহার গঠন। এই সব সমাহারগুলিকে বিপদসঙ্কুল এলাকাগুলিতে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল এবং শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তি হিসাবে তাদের ব্যবহার করা হয়েছিল। একথা আমি আগেই বলেছি যে স্তেপি রণাঙ্গনকে সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের পিছনে মোতায়েন করা হয়েছিল দ্বিতীয় রণনৈতিক স্তর হিসাবে।

আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের গতিপথে যখন নাৎসী ফৌজ প্রোখোরোভকা অভিমুখে আক্রমণ করে কুরস্কে ভেঙে ঢোকার জন্য তাদের শেষ চেষ্টা করেছিল, স্তেপি রণাঙ্গনের অংশকে (৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মি, ১০ম ও ২য় ট্যাঙ্ক কোর এবং ৫ম গার্ডস আর্মি) ভরোনেঝ রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। ভরোনেঝ রণাঙ্গন তার দ্বারা শত্রু সৈন্যদের রওনা হওয়ার লাইনে তাড়িয়ে ফিরিয়ে দিতে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে যেতে সক্ষম হয়েছিল। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত আর্মিদের নিয়ে তৈরি স্তেপি রণাঙ্গন

কেবল প্রতিরক্ষার গভীরতাকেই আরও বাড়ায়নি, প্রতি-আক্রমণের উদ্দেশ্যে আগে থেকেই একটা আক্রমণকারী গোষ্ঠী তৈরি করে তোলাও সম্ভবপর করেছিল।

অতএব, কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে সোভিয়েত সামরিক রণনীতি মস্কো বা স্তালিনগ্রাদে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের সময়কারের চেয়ে উচ্চতর স্তরে ছিল।

আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের সংগঠন ও পরিচালনার নীতিগুলিতেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল। চলতি লড়াইয়ের সৈন্যগঠনগুলির মধ্যে ট্যাঙ্ক আর্মি, গোলন্দাজ কোর ও ডিভিশনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা সোভিয়েত কম্যাণ্ডকে সক্ষম করেছিল ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী ও সৈন্য-প্রতিরোধী প্রবল অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থা এবং শক্তিশালী, স্থান পরিবর্তনে সক্ষম দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর এবং সংরক্ষিত শক্তি সংগঠিত করতে।

কুরস্কে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট সময়—তিন মাসেরও বেশি, পাওয়া গিয়েছিল। তার দরুণ রণাঙ্গন ও আর্মি কম্যাণ্ডারদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল লড়াইয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা করা, শক্ত সুরক্ষিত অবস্থান তৈরি করা এবং সহযোগিতা সংগঠিত করা। কুরস্কে প্রতিরক্ষা সংগঠিত হয়েছিল লড়াইয়ের গতিপথে সোভিয়েত সৈন্যদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে।[১]

প্রতিরক্ষা সংগঠিত করার পক্ষে শত্রুর আক্রমণের সম্ভাব্য গতিমুখ নির্ধারিত করা এবং প্রধান প্রয়াস সেখানে কেন্দ্রীভূত করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কুরস্ক অভিক্ষেপের উত্তরাংশে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের পরিকল্পনা করতে গিয়ে সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার প্রধান প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করলেন এক অংশে যা ৯৫ কিলোমিটার অর্থাৎ ওলখোভাতকা এলাকায় সম্মুখ রণাঙ্গনের মোট দৈর্ঘ্যের ৩১ শতাংশে বিস্তৃত। সেখানে তিনি পদাতিক সৈন্য-গঠনগুলির ৫৮ শতাংশ (২৪ ডিভিশন), ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামানের ৮৭ শতাংশ, এবং গোলন্দাজদের ৭০ শতাংশকে জড়ো করলেন। সম্মুখ রণাঙ্গনের বাকি অংশের (২০০ কিলো-

১ আত্মরক্ষামূলক লড়াই সংগঠিত করা ও পরিচালনা করা সম্বন্ধে মতৈক্য প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল ১৯৪৩ সালের গোড়ায় সৈন্যদের মধ্যে প্রচারিত খসড়া ফিল্ড সার্ভিস রেগুলেশনস এবং ইনস্ট্রাকশনস্ অন রেকোনেসাঁস অ্যাণ্ড অর্গানাইজেশন অব ফিল্ড ফর্টিফিকেশনস।

মিটারের বেশি) প্রতিরক্ষার জন্য রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার মাত্র ১৭টি পদাতিক ডিভিশন এবং চারটি পদাতিক ব্রিগেড (পদাতিক ফৌজের ৪২ শতাংশ), ট্যাঙ্কের ১৩ শতাংশ এবং গোলন্দাজদের ৩০ শতাংশ রাখলেন। লক্ষ্য করার বিষয় যে ১৩-শ আর্মি যে শত্রুর আক্রমণের প্রধান ক্ষেত্রকে রক্ষা করছিল (তার প্রতিরক্ষা এলাকা ছিল রণাঙ্গনের মোট এলাকার ১১ শতাংশ মাত্র) তাকে রণাঙ্গনের গোলন্দাজ ও মর্টার রেজিমেন্টগুলির ৩৭ শতাংশ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স তার সংরক্ষিত শক্তি থেকে এই রণাঙ্গনের হাতে যত গোলন্দাজ ইউনিট দিয়েছিল তার ৫০ শতাংশ।

ভরোনেঝ রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার ভেবেছিলেন যে শত্রু খুব সম্ভব বেলগোরোদের পশ্চিমের এলাকা থেকে ওবোয়ান অভিমুখে এবং বেলগোরোদ থেকে কোরোচা অভিমুখে আক্রমণ করবে। কাজেই তিনি রণাঙ্গনের ফৌজের বৃহত্তর অংশকে মাঝখানে ও বাঁ পাশে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন ১৬৪ কিলোমিটার চওড়া একটি ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে তিনি সমস্ত পদাতিক ডিভিশনের ৮৩ শতাংশ (৩৫টির মধ্যে ২৯টি), ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামানের প্রায় ৯০ শতাংশ এবং গোলন্দাজদের ৮৬ শতাংশের বেশি কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। এই ক্ষেত্রের বাকি অংশের (প্রায় ৮০ কিলোমিটার, অর্থাৎ সম্মুখ রণাঙ্গনের ৩২ শতাংশ) প্রতিরক্ষার জন্য তিনি কেবল ছটি পদাতিক ডিভিশন (মোট ডিভিশনের ১৭ শতাংশ), ট্যাঙ্কের ১০ , শতাংশ এবং গোলন্দাজদের প্রায় ১৪ শতাংশ রেখেছিলেন। শত্রু যেহেতু দুই দিক থেকে আক্রমণ করবে বলে মনে করা হয়েছিল জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ আর্মিগুলির মধ্যে প্রায় সমভাবে বণ্টন করা হয়েছিল। ভরোনেঝ রণাঙ্গনের আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল।

কুরস্কের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল তার গভীরতা, কয়েকটি প্রতিরক্ষা লাইন নির্মাণের মারফৎ তা তৈরি হয়েছিল। এতে সেগুলিকে কেবল সুস্থিত এবং ব্যাপক সাঁজোয়া আক্রমণ সহ্য করতে সক্ষম করেনি, আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত হলে নবাগত সৈন্যদের অনুকূল অবস্থান নিতেও সক্ষম করেছিল। কুরস্কের লড়াই শুরু হওয়ার মধ্যেই ইঞ্জিনিয়াররা রণভূমিকে ১৫০ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত পাঁচটি এবং কোনও কোনও দিকে ছটি পর্যন্ত প্রতিরক্ষা লাইন দিয়ে সংগঠিত করেছিল।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যেহেতু আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল এবং পরিকল্পনার

মধ্যে পরবর্তী প্রতি-আক্রমণের বন্দোবস্ত ছিল, কুরস্কের আত্মরক্ষামূলক লড়াই কেবল তার বিপুল গভীরতার জন্যই বিশিষ্ট ছিল না, সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের ঘনত্বের দিক থেকেও বিশিষ্ট ছিল। উদাহরণস্বরূপ, সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের অধীন অংশগুলির তিনটি আর্মি এলাকার সব কটিতেই প্রধান প্রধান গতিমুখে সৈন্যরা আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিয়েছিল। কতকগুলি জায়গায় সৈন্যরা রণাঙ্গনের সম্মুখস্থ লাইনগুলির উপর অবস্থান নিয়েছিল (উদাহরণস্বরূপ, ভরোনেঝ রণাঙ্গনের অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষা লাইনে মোতায়েন ছিল ৩৫তম ইনফ্যান্ট্রি কোর)।

চলতি লড়াইয়ে নিয়োজিত সৈন্য ও সমরোপকরণের ঘনত্ব স্তালিনগ্রাদের লড়াইয়ের চেয়ে ঢের বেশি ছিল। স্তালিনগ্রাদে কোতেলনিকোভো অংশে ৫১তম আর্মির প্রত্যেক ডিভিশন ৩৫ কিলোমিটার ব্যাপী সম্মুখ রণাঙ্গন রক্ষা করেছিল এবং প্রতি কিলোমিটারে ২.৪টি কামান ও মর্টার ও ০.৭টি স্বয়ংচালিত কামান ছিল। কুরস্কে সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে প্রতি ডিভিশন ৭.৪ কিলোমিটারের বেশি রণাঙ্গন রক্ষা করেনি; প্রতি কিলোমিটারে ৩৫টি কামান ও মর্টার (৭৬ মিলিমিটার ও তার বেশি) এবং ৫.২টি ট্যাঙ্ক ও স্বয়ং-চালিত কামান ছিল।

মস্কো ও স্তালিনগ্রাদের লড়াইয়ের সময়ে যেমন একস্তর বিশিষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল তার বদলে কুরস্কে সৈন্যরা প্রতিরক্ষার দুই স্তর বিশিষ্ট বিন্যাসে নিয়োজিত হয়েছিল। ভরোনেঝ রণাঙ্গনের আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের শুরুতে প্রতিরক্ষার প্রথম স্তরে চারটি ফিল্ড আর্মি রাখা হয়েছিল এবং দ্বিতীয় স্তরে রাখা হয়েছিল একটি ট্যাঙ্ক আর্মি ও একটি ফিল্ড আর্মি। সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের প্রথম স্তরে পাঁচটি ফিল্ড আর্মি ছিল এবং দ্বিতীয় স্তরে ছিল একটি ট্যাঙ্ক আর্মি। দ্বিতীয় স্তরগুলি ছাড়াও রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডারদের শক্তিশালী সংরক্ষিত শক্তি ছিল, তার মধ্যে ছিল পদাতিক ও ট্যাঙ্ক সৈন্য-গঠন, গোলন্দাজ, ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী ইঞ্জিনিয়ার ও অপরাপর ইউনিট।

শত্রুর প্রধান শক্তির দ্বারা আক্রান্ত ক্ষেত্রগুলিতে যুদ্ধমান রণাঙ্গনের ফিল্ড আর্মিগুলির জিম্মায় ৩২ কিলোমিটার (১৩-শ আর্মি) থেকে ৬৪ কিলোমিটার (৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মি) পর্যন্ত বিস্তৃত লাইন দেওয়া হয়েছিল, স্তালিনগ্রাদের লড়াইয়ে যেখানে শত্রুর প্রধান আক্রমণের দিকের আর্মিগুলির এলাকা ৭০ থেকে

১০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অপ্রধান আক্রমণের দিকগুলিতে ভরোনেঝ ও সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের আর্মিগুলি ৮০ থেকে ৯০ কিলোমিটার সম্মুখ রণাঙ্গন রক্ষ করেছিল।

কুরস্কের যুদ্ধের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে অধিকাংশ আর্মিই ছিল এক স্তরে সংগঠিত (সমস্ত কোরগুলি একটিই লাইনে বিস্তৃত হয়ে ছিল), তাদের পিছনে ছিল প্রবল সংরক্ষিত শক্তি। সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের ১৩-শ আর্মি ছিল একমাত্র আর্মি যার দুই স্তর বিশিষ্ট গঠন ছিল (প্রত্যেক স্তরে দুটি করে পদাতিক কোর ছিল)।

আর্মিগুলির একস্তর বিন্যাস, অবশ্য, আগেকার আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের সময়ে যা ছিল তার চেয়ে এখন অনেক আলাদা হয়ে গিয়েছিল পদাতিক কোরের আবার পত্তনের পর, এই কোরগুলির লড়াইয়ের সময়কার গঠন সাধারণত দুটি স্তর নিয়ে তৈরি। এতে করে ব্যূহ-রচিত প্রতিক্ষার এলাকার শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল, সেগুলি এখন সমস্ত পদাতিক ডিভিশনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা রক্ষিত হচ্ছিল, কেবল একটি কি দুটি ডিভিশনের সংরক্ষিত শক্তির হিসাব রাখা হচ্ছিল।

সাঁজোয়া ও যন্ত্রসজ্জিত কোর সমন্বিত ও আক্রমণ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি ট্যাঙ্ক আর্মিগুলি এইসব পরিস্থিতিতে রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডারের হাতে চলতি লড়াইয়ের সময়কার প্রতিরক্ষা কর্তব্য সমাধা করার পক্ষে শক্তিশালী উপকরণ হয়েছিল। এ কথা লক্ষ্য করা উচিত যে ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালের আগে ট্যাঙ্ক কোর ও আর্মিদের আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে প্রধানত প্রতি-আক্রমণের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছিল। কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে সেগুলিকে এই উদ্দেশ্যে এবং যতটা গভীর ধরে লড়াই চলছিল সেই জায়গার মধ্যেকার অবস্থানগুলিকে ধরে রাখার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছিল, এতে তাদের স্থিতি অনেকাংশে বেড়েছিল।

কুরস্কে সোভিয়েত প্রতিরক্ষার সক্রিয়তা, আগেকার আত্মরক্ষামূলক লড়াই-গুলির তুলনায় অনেক বেশি ছিল। এর প্রকাশ হয়েছিল ঠেকানর উদ্দেশ্য নিয়ে আগে থেকে কামান ও বিমান থেকে বোমা বর্ষণের মধ্যে. অগ্রসরমান শত্রু সৈন্যদের উপর আমাদের গোলন্দাজের প্রবল আঘাতের মধ্যে, সময়মত প্রতিরক্ষা লাইনে মোতায়েন হওয়ার মধ্যে, জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ নিয়ে বৃহদাকারে

সুকৌশলী চালাচালির মধ্যে এবং শত্রুকে ছত্রভঙ্গ করা ও হৃত অবস্থান পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশ্যে শত্রুদের ঢুকে পড়া অংশের উপর শক্তিশালী প্রত্যাঘাত করার মধ্যে।

কামান ও বিমানের প্রতি-প্রস্তুতি শত্রুর প্রথম দিককার আঘাতকে দুর্বল করে দিয়েছিল, তার কম্যাণ্ড ব্যবস্থাকে ব্যাহত করেছিল, এবং তার আক্রমণাত্মক অভিযান দেড় থেকে দু ঘণ্টা পিছিয়ে দিতে বাধ্য করেছিল। একথা অবশ্যই বলতে হবে যে প্রতি-প্রস্তুতি সংগঠনে গুরুতর ত্রুটি ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, বিমান থেকে আঘাতগুলি ছড়ানো-ছিটান ছিল। বিমান বন্দরের উপর আক্রমণগুলি প্রত্যাশিত ফল দেয়নি। কারণ অধিকাংশ জার্মান বিমানই তখন আকাশে। কামানের অগ্নিবর্ষণও যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়নি। প্রায়ই এমন জায়গায় গোলা ছোঁড়া হয়েছিল যেখানে শত্রু সৈন্য বা অস্ত্রশস্ত্র ছিলনা। ভরোনেঝ রণাঙ্গনে প্রতি-প্রস্তুতি অপেক্ষাকৃত কার্যকর ছিল, তারা যথাযথ সময়ে শত্রু সৈন্য ও ট্যাঙ্কের উপর আঘাত করেছিল।

সবচেয়ে শক্তিশালী মুখোমুখি প্রতি-আক্রমণ করেছিল ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যরা প্রোখোরোভকা এলাকায়। এই সঙ্ঘর্ষে জড়িত ছিল দুটি সোভিয়েত ট্যাঙ্ক আর্মি ও তিনটি ফিল্ড আর্মি। যুদ্ধের প্রধান বোঝা বহন করেছিল স্তেপি রণাঙ্গন থেকে স্থানান্তরিত ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মি ও ৫ম গার্ডস আর্মি, ২য় ও ১৭-শ বিমান আর্মি তাদের সাহায্য করেছিল, ১৩ই জুলাইয়ের এই সঙ্ঘর্ষে শত্রু গোষ্ঠীর গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল এবং নাৎসী কম্যাণ্ড বাধ্য হয়েছিল প্রোখোরোভকা অভিমুখে আক্রমণাত্মক অভিযান বন্ধ করে দিতে ও দক্ষিণ থেকে ভেঙে কুরস্কে ঢোকার প্রয়াস পরিত্যাগ করতে।

মাটিতে লড়াইয়ের রণকৌশলও কুরস্কের যুদ্ধে বিপুলভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। যথেষ্ট জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ, পদাতিক কোর, ডিভিশন, রেজিমেণ্ট ও ব্যাটেলিয়ানগুলিতে যুদ্ধরত সৈন্য গঠনের গভীরতা অনেক বাড়ান সম্ভবপর করেছিল। রেজিমেণ্ট ডিভিশন ও কোরগুলিকে প্রতিরক্ষার জন্য সঙ্কীর্ণতর ক্ষেত্র দেওয়া হয়েছিল। ব্যূহ রচনার এলাকার প্রতিরক্ষার গভীরতা বাড়াতে এবং সেগুলিকে আরও স্থিতিশীল করতে বিপজ্জনক ক্ষেত্রগুলির কেন্দ্রীভূত ইউনিটগুলি দুই সারে বিন্যাস করা হয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে সৈন্যরা যথাসময়ে মোতায়েন হয়েছিল। যেদিক দিয়ে শত্রুর আক্রমণের

সম্ভাবনা সর্বাধিক সেইখানে ব্যূহ রচনার স্তরে বিপুল শক্তি জড়ো করার নীতিকে আরও বিকশিত করা হয়েছিল।

ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছিল। যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়গুলিতে এগুলি গভীর পর্যন্ত তৈরি করা হয়নি। প্রতিরোধের প্রধান লাইনে অবস্থিত পৃথক ট্যাঙ্ক-বিরোধী এলাকা হিসাবে এদের সংগঠিত করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৩ সালে আর্মির ও রণাঙ্গনের গোটা প্রতিরক্ষাগুলির সমগ্র গভীরতা ও সম্মুখভাগের প্রতিরক্ষা এলাকাগুলি জুড়ে এগুলি পরিকল্পিত ও সংগঠিত হয়েছিল। প্রধান উপাদানগুলি ছিল ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী শক্ত বিন্দু, এগুলি একত্রিত হয়েছিল ট্যাঙ্ক প্রতিরোধক এলাকাগুলিতে। এর ফলে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী শক্তবিন্দুগুলির পরস্পরের মধ্যে নির্ভরযোগ্য সহযোগিতা গড়ে তোলা ও অগ্নি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হয়েছিল।

কুরস্কের ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা অত্যন্ত জবরদস্ত ছিল। এটা সম্ভবপর হয়েছিল অধিকাংশ ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী শক্তবিন্দু ও ট্যাঙ্ক বিরোধী এলাকাগুলিকে পদাতিক সৈন্যগঠনগুলির মাঝে মাঝে বসান, ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী শক্ত বিন্দুগুলির মধ্যে অগ্নিবর্ষণের ঘনিষ্ঠ সমন্বয়, প্রতিবন্ধকগুলির ব্যাপক ব্যবহার এবং সংরক্ষিত শক্তির মধ্যে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী উপকরণের প্রচুর সমাবেশের ফলে।

ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল ট্যাঙ্ক নিরোধক প্রতিবন্ধক ও কাঠামোগুলি, বিশেষ করে মাইন ক্ষেত্রগুলি। এগুলিকে কেবল প্রতিরোধক প্রধান লাইনের সামনে ও ভিতরেই বসান হয়নি, চলতি লড়াইয়ের এলাকার সমগ্র গভীরতা জুড়েই বসান হয়েছিল।

রণভূমির সংগঠনও বৃহত্তর তাৎপর্য লাভ করেছিল। এর প্রধান উপাদানগুলি ছিল ট্রেঞ্চ ও প্রবেশগলিগুলি।

ব্যূহ-রচিত প্রতিরক্ষা এলাকাগুলিতে লড়াইয়ের দায়িত্বশীল কাজগুলি দেওয়া হয়েছিল গোলন্দাজদের উপর। শত্রুর প্রধান আক্রমণের বিন্দুগুলিতে তাদের হটিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যাপকভাবে এদের ব্যবহার করা হয়েছিল। রেজিমেন্ট ও ব্যাটেলিয়নগুলি গোলন্দাজ এবং ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী গোলন্দাজ ব্যাটেলিয়নগুলির সর্বদাই খোলা অবস্থান থেকে সরাসরি অগ্নিবর্ষণের জন্য ব্যবহার করা হত। ফাঁকা চার্জওয়ালা ও শক্ত অন্তসার সম্পন্ন গোলা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রথম স্তরে বিন্যস্ত ডিভিশনগুলিতে শক্তিশালী গোলন্দাজ

গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছিল।

বিমান যুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল আমাদের বিমান-প্রতিরোধী গোলন্দাজরা। সুসংগঠিত বিমান-প্রতিরক্ষা বিমান প্রাধান্য অর্জনে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। রণক্ষেত্রে বিমান-প্রতিরোধী গোলন্দাজের সুকৌশলে চালাচালি করা লুফৎওয়াফের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একটা প্রধান উপাদান ছিল।

পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতায় এবং পৃথকভাবে প্রতিরক্ষা এলাকাগুলিতে সাঁজোয়া শক্তিগুলির সুপরিকল্পিত ব্যবহার সোভিয়েত প্রতিরক্ষার স্থিতিশীলতা বহুল পরিমানে বাড়িয়েছিল। পদাতিক সৈন্যগঠনগুলির সঙ্গে সাধারণভাবে যুক্ত পৃথক ট্যাঙ্ক ব্রিগেড ও রেজিমেণ্টগুলিকে সাধারণ প্রতিরক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় লাইনেই মোতায়েন করা হয়েছিল। বহু ট্যাঙ্ককে যুদ্ধরত পদাতিক সৈন্যগঠনের বেশ ভিতরে রাখা হয়েছিল এবং ট্যাঙ্কের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা যে সব এলাকায় সেখানে অতর্কিতে আঘাতের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। ট্যাঙ্ক ব্রিগেড ও রেজিমেণ্টের কতক অংশকে মোতায়েন করা হয়েছিল দ্বিতীয় লাইনের, কখনও কখনও গোটা আর্মির প্রতিরক্ষা পিছনে, তারপর লড়াইয়ের গতিপথে তাদের বিভিন্ন সুরক্ষিত অবস্থানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলি প্রতিরক্ষাকে জমাট বাঁধিয়ে দিচ্ছিল। সাঁজোয়া শক্তির এই ধরনের নিয়োগ এই ধরণের প্রতিরক্ষাকে অত্যন্ত স্থিতিশীল ও সক্রিয় করেছিল।

কুরস্কের যুদ্ধের আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের পর্যায়ে বিমানবাহিনী ব্যবহারের একটা উল্লেখযোগ্য ফল হল স্থলবাহিনীগুলির সঙ্গে তার সহযোগিতা আরও উন্নত হওয়া, প্রতিরক্ষার অগ্রবর্তী লাইনের জন্য লড়তে গিয়ে আমাদের বিমানগুলি ব্যূহরচনার এলাকাগুলিতে শত্রুদের ট্যাঙ্ক ও মোটর সজ্জিত পদাতিকদের ধ্বংস করেছিল, শত্রুদের সংরক্ষিত শক্তিকে লড়াইয়ের এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল এবং আমাদের সৈন্যদের প্রতি-আক্রমণে সাহায্য করেছিল। এই সময়েই আমাদের আক্রমণকারী বিমান সর্বপ্রথম বৃহদাকারে ১·৫ ও ২·৫ কিলোমিটার ফাঁকা চার্জওয়ালা ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী বোমা ব্যবহার করল।

কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায় আমাদের বিমান বাহিনীর ত্রুটিগুলিকেও উদ্‌ঘাটিত করেছিল। তারমধ্যে সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল শত্রু

আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আঘাত করতে আমাদের বিমানের ব্যর্থতা। আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের প্রথম তিন বা চার ঘণ্টা আমাদের সৈন্যরা বস্তুত বিমানছত্র ছাড়াই ছিল। আমাদের আক্রমণকারী এবং বোমবর্ষণকারী বিমানগুলির যুদ্ধ প্রয়াস দুর্বল ছিল। উপরন্তু আক্রমণকারী ও বোমাবর্ষণকারী বিমানগুলিকে যুদ্ধক্ষেত্রের উপর যথেষ্ট ভাল করে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের লড়াইয়ের সংগঠনে ও পরিচালনায় উপরোক্ত ও অন্যান্য ত্রুটি সত্ত্বেও শত্রুর প্রধান সৈন্যসমাহাগুলিকে বিচূর্ণ করা হয়েছিল এবং প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছিল।

কুরস্কের প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের অনেকগুলি অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য ছিল। তারমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নিম্নোক্তগুলি। এর প্রস্তুতি হয়েছিল সমগ্র জার্মান-সোভিয়েত রণাঙ্গনে রণনৈতিক ভাটার সময়ে। তখন কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীই আক্রমণাত্মক অভিযান করছিল না। ততদিনের মধ্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী জার্মান সেনাবাহিনীর চেয়ে সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠতর হয়ে উঠেছিল। ফলত মস্কো ও স্তালিনগ্রাদে প্রতি-আক্রমণের সময়কার চাইতে পারস্পরিক শক্তি সম্পর্ক তার পক্ষে অনেক অনুকূল ছিল।

সোভিয়েত কম্যাণ্ড মস্কো বা স্তালিনগ্রাদের সময়কার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি নিয়ে প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করেছিলেন। সোভিয়েত সেনাবাহিনী এখন বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। ফলত আরও বেশি জনবলও ব্যবহৃত হয়েছিল। মস্কো ও স্তালিনগ্রাদের প্রতি-আক্রমণে নিয়োজিত ছিল তিনটি রণাঙ্গন, আর কুরস্কের ছিল পাঁচটি। স্তালিনগ্রাদে সোভিয়েত ফৌজের মস্কোর তুলনায় ২·৬ গুণ কামান ছিল এবং ৩ গুণ ট্যাঙ্ক ছিল। কুরস্কের আক্রমণাত্মক অভিযানে দুই-ই তাদের অনেক বেশি ছিল। এই সমস্ত প্রতি-আক্রমণের পরিকল্পনাকে এবং পরিচালনার রূপ ও পদ্ধতিগুলিকে বহুল পরিমাণে পূর্ব-নির্ধারিত করে দিয়েছিল।

মস্কো ও স্তালিনগ্রাদে প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল ও পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল কঠিন আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের মধ্যে। কুরস্কে অবস্থাটা অন্যরকম ছিল। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স কুরস্কে প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের পরিকল্পনা করতে পেরেছিলেন এবং তা রূপায়নের

জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলী নিতে পেরেছিলেন শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করার অনেক আগে। ১৯৪৩ সালের বসন্তকালে, যখন গ্রীষ্মের জন্য নাৎসীদের পরিকল্পনা মোটামুটি পুরোই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আগেই আমি বলেছি যে ভাবনাটা ছিল শত্রুকে প্রথমে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে নিরস্ত করা এবং তারপর প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযান চালিয়ে তাকে খতম করা ও তার মধ্যে দিয়ে রণনৈতিক আক্রমণাত্মক অভিযানের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। এই লক্ষ্য সাধিত হওয়ার কথা ছিল দুটি আক্রমণাত্মক অভিযানের ভিতর দিয়ে, একটি ওরেল অভিমুখে, অন্যটি বেলগোরোদ ও খারকভ অভিমুখে।

ওরেল অভিমুখে আক্রমণাত্মক অভিযানের পরিকল্পনা লড়াইয়ের আত্মরক্ষা-মূলক পর্যায়ের আগেই করা হয়েছিল। এর ফলে সম্ভব হয়েছিল সৈন্যদের জন্য ধার্য কর্তব্য সুস্পষ্ট করা এবং ওয়েস্টার্ন, ব্রিয়ানস্ক ও সেন্ট্রাল রণাঙ্গনগুলির অনুকূল এক অর্ধ-বৃত্তাকার অবস্থানের সুযোগ নেওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়ে প্রয়োজনীয় শক্তি গড়ে তোলা, যাতে শত্রুদের ওরেল গোষ্ঠীকে দুখণ্ড করে ফেলা যায় ও তাকে ধ্বংস করা যায়। ওয়েস্টার্ন ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনগুলিকে তাদের কর্তব্য ধার্য করে দেওয়া হয়েছিল শত্রু আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করার আগেই, সেন্ট্রাল রণাঙ্গনকে দেওয়া হয়েছিল আত্মরক্ষামূলক লড়াই চলতে চলতে।

বেলগোরোদ ও খারকভ অভিমুখে আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতি হয়েছিল অন্য লাইন ধরে। এখানে লড়াইয়ের পরিকল্পনা এবং রণাঙ্গনগুলির কর্তব্য নির্ধারণ ও সেগুলির নির্দিষ্টকরণ হয়েছিল আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চলতে চলতে। এই ক্ষেত্রের আকৃতি সম্ভবপর করেছিল সুমির পূর্বাঞ্চল থেকে দক্ষিণ-পূর্ব অভিমুখে এবং চুগুইয়েভের উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিম অভিমুখে সমকেন্দ্রিক আঘাত দিয়ে বেলগোরোদ ও খারকভের মধ্যেকার নাৎসী সৈন্য-সমাহারগুলিকে ঘিরে ফেলার উদ্দেশ্যে একটা অভিযান শুরু করা। কিন্তু আক্রমণাত্মক অভিযানের সময় যখন এল তখন ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গনের বেশির ভাগ সৈন্য বেলগোরোদের পশ্চিমে কেন্দ্রীভূত করা হল। বৃহদাকারের চলাচল এড়ানর জন্য এবং লড়াইয়ের প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করার জন্য সিদ্ধান্ত হল যে শত্রুর গোটা ফৌজের মধ্যে দিয়েই সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রবল আঘাত করা হবে ও তাকে দুভাগে ভাগ করে ফেলা হবে।

সোভিয়েত সৈন্যদের জন্য লড়াইয়ের একটা সাধারণ পরিকল্পনা তৈরি কার,

লড়াইয়ের ধরন অনুযায়ী সৈন্য সমাহারগুলি গড়ে তোলা এবং শত্রু আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করার আগেই বৃহৎ রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তি জড়ো করা রণাঙ্গনগুলিকে সাহায্য করেছিল আত্মরক্ষা থেকে প্রতি-আক্রমণ চলে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় কমিয়ে ফেলতে। উদাহরণস্বরূপ সেন্ট্রাল রণাঙ্গন আত্মরক্ষামূলক লড়াই শেষ করার পাঁচদিন পরে এবং ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গন দশ দিন পরে আক্রমণাত্মক অভিযানে চলে যেতে পেরেছিল।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে ওরেলের লড়াইয়ে জনবল ও বৈষয়িক সম্পদে যথেষ্ট শ্রেষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও এবং অবস্থানের দিক থেকে শত্রু সৈন্য-সমাহারকে মোটামুটি ঘিরে থাকা সত্ত্বেও কেন আমাদের সৈন্যরা তাদের একটা পকেটে আটকে ফেলে তারপর ধ্বংস করল না। আমাদের মতে এর উত্তর হল যে ওয়েস্টার্ন ও সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের সৈন্যরা শত্রুদের প্রত্যাহারের গতিপথগুলিতে পৌঁছতে এবং তার সরবরাহ লাইন কেটে দিতে সক্ষম হয়নি। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি (১১-শ আর্মি ও ৪র্থ ট্যাঙ্ক আর্মি) ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত হয়েছিল অত্যন্ত দেরিতে এবং তাদের ব্যবহার হয়েছিল শত্রু সরবরাহ কেটে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে আক্রমণ জোরদার করার জন্য নয়, ১১-শ গার্ডস আর্মির পাশের দিকে কর্তব্য পালনের জন্য। সেন্ট্রাল রণাঙ্গন শত্রুর চলতি লড়াইয়ের সৈন্য-গঠনের সবচেয়ে প্রবল জায়গায় উত্তর থেকে কুরস্কের উপর এগোনর জন্য যে আক্রমণ গোষ্ঠী আগে নিয়োজিত হয়েছিল—তাদের মুখোমুখি আক্রমণ করছিল। এর ফলে শত্রু সক্ষম হয়েছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এলাকার মধ্যে সুনিপুণ এবং ওরেল অভিক্ষেপের পাশের দিকের সবচেয়ে বিপজ্জনক এলাকাগুলিতে দ্রুত নতুন শক্তি যোগান দিতে, ক্রমশ এই ক্ষেত্র থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে, সম্মুখসমরের লাইনকে ছোট করতে এবং অন্তবর্তী লাইনগুলিতে সৈন্যের গভীরতা বাড়াতে।

যেসব বাহিনী আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে অংশ নেয়নি তাদের নিয়োগ করে এক ব্যাপক রণক্ষেত্রে প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করা ছিল কুরস্কের লড়াইয়ে প্রদর্শিত সোভিয়েত যুদ্ধকলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শত্রুর ওরেলস্থ সৈন্য-সমাহারের বিরুদ্ধে ওয়েস্টার্ন ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের আক্রমণাত্মক অভিযান নাৎসী কম্যাণ্ডকে বাধ্য করেছিল উত্তর দিক থেকে কুরস্ক অভিমুখে তাদের আক্রমণকে থামিয়ে দিতে এবং ওরেলের উত্তর ও পূর্ব থেকে সোভিয়েত

আঘাতের মোকাবিলা করার জন্য চারটি প্যানৎসার ও একটি মোটর-সজ্জিত ডিভিশনসহ সাতটি ডিভিশনকে প্রধান আক্রমণকারী সৈন্য-সমাহার থেকে প্রত্যাহার করতে।

কুরস্কে প্রতি আক্রমণাত্মক অভিযানে রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তি ছিল সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, যার সাহায্যে সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড বিভিন্ন অংশে শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বদলে ফেলেছিলেন শত্রুর উপর প্রাধান্য অর্জনের উদ্দেশ্যে। প্রস্তুতি পর্বে এবং প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের সময়ে আক্রমণকারী গোষ্ঠী গঠনের জন্য এবং আক্রমণাত্মক অভিযানে ও শত্রুর প্রতি-আক্রমণ প্রতিহত করায় রণাঙ্গনগুলির প্রয়াসকে জোরাল করার জন্য রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল।

প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতির সময়ে জেনারেল হেডঃকোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি স্তেপি রণাঙ্গনকে[১] ব্যবহার করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ১২ থেকে ১৮ই জুলাইতে আক্রমণাত্মক অভিযান যখন ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল, তখন ওয়েস্টার্ন ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি থেকে একটি ফিল্ড আর্মি ও দুটি ট্যাঙ্ক আর্মি দিয়ে তাদের শক্তি-বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

রণাঙ্গনগুলির হাতে দেওয়া রণাঙ্গনগুলি কর্তৃক আক্রমণাত্মক অভিযানের সাফল্যগুলির যথোপযুক্ত ব্যবহারের উপর উল্লেখযোগ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং লড়াইয়ের গতিপথে যে সব সঙ্কট দেখা দিচ্ছিল তা অতিক্রম করা সম্ভবপর করে তোলে। এ কথা অবশ্যই বলা দরকার যে রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তির নিয়োগ সব সময়ে ত্রুটিহীন হয়নি। ১১-শ আর্মিকে দেরি করে লড়াইয়ে নামান হয়েছিল কারণ এই আর্মি লড়াইয়ের এলাকা থেকে বহুদূরে ছিল, যথাযথ প্রস্তুতি ও যথেষ্ট গোলাবারুদ ছাড়াই তাকে তড়িঘড়ি যুদ্ধে নামাতে

১ স্তেপি ডিষ্ট্রিক্ট-এর গঠন নানারকমের ছিল। ১৯৪৩-এর ১লা জুলাই, কুরস্কের যুদ্ধের ঠিক আগে, এর গঠন ছিল নিম্নরূপ : ৪র্থ গার্ডস, ৫ম গার্ডস, ২৭তম, ৪৭ তম, ৫৩তম ফিল্ড আর্মি, ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক ও ৫ম এয়ার আর্মি, ৩য় গার্ডস এবং ৪র্থ গার্ডস ট্যাঙ্ক কোর, ১০ম ট্যাঙ্ক কোর, ১ম ও ২য় মেকানাইজড কোর, গার্ডস মেকানাইজড কোর এবং ৩য়, ৫ম ও ৭ম ক্যাভালরি কোর (সব কটি গার্ডস)।

হয়েছিল। ফলত একে নামান প্রত্যাশিত ফল দেয়নি।

এই রকমই, ৪র্থ ট্যাঙ্ক আর্মিকেও দেরিতে নামান হয়েছিল। বোলখভ এলকায় শত্রুরা অনেক সংরক্ষিত শক্তি এনে ফেলার এবং তারা শক্তিশালী অবস্থান নেওয়ার পর। ৪র্থ ট্যাঙ্ক আর্মি ও ১১-শ গার্ডস আর্মির তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। আক্রমণটা আরও জোরাল করে এগোনর সময় ও সুযোগ দুই-ই আমরা হারিয়েছিলাম। আমাদের মতে, ৪র্থ ট্যাঙ্ক আর্মিকে বোলখভ এলাকা, যেখানে তাদের আর দরকার ছিল না, সেখানকার বদলে খোতিনেৎস আক্রমণে নামান উপযুক্ত হত। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি থেকে ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মিকে শত্রুর সুরক্ষিত অবস্থানগুলি ভেদ করতে যথাসম্ভব সার্থকভাবে ব্যবহার করা হয়নি এবং একে ওয়েস্টার্ন অথবা সেন্ট্রাল রণাঙ্গনে সাফল্যগুলির সুযোগ নেওয়ার জন্য আরও ফলপ্রদভাবে ব্যাহার করা যেত।

একটা ব্যাপক রণাঙ্গনে সোভিয়েত আক্রমণ নাৎসী কম্যাণ্ডর পক্ষে কুরস্কের উত্তর ও দক্ষিণে অবস্থিত তাদের ইউনিটগুলিকে ক্ষয়-ক্ষতিপূরণের জন্য নতুন শক্তি পাঠানর সম্ভাবনা সীমিত করে দিয়েছিল।

কুরস্কে সোভিয়েত আক্রমণাত্মক অভিযান গেরিলা সৈন্যদের সঙ্গে আগের চেয়ে ঢের বেশি সহযোগিতায় চালান হয়েছিল। কুরস্কের লড়াইয়ের প্রস্তুতির সময়ে গেরিলাদের নির্দিষ্ট কর্তব্য দেওয়া হয়েছিল, যেগুলি সৈন্যবাহিনীর পরিকল্পনার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত ছিল। উদাহরণস্বরূপ বোলকভ ও ওরেলের জন্য কঠোর লড়াইয়ের নাৎসী হাইকম্যাণ্ড যখন অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে ওরেল এলাকায় সংরক্ষিত শক্তি পাঠাচ্ছিল, তখন তারা শত্রুদের সরবরাহ যাওয়ার পথের উপর আক্রমণ করেছিল। এমনি আরও অনেক কিছু ছিল। এর ফলে জার্মান কম্যাণ্ড তাদের সরবরাহ ট্রেন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পাহারা দেওয়ার জন্য তার সৈন্যদের একাংশকে লাগাতে বাধ্য হয়েছিল, ফলত আক্রমণকারী সোভিয়েত ফৌজের পক্ষে তাদের লক্ষ্য পূরণ করা কিছুটা সহজ হয়ে গিয়েছিল।

কুরস্ক এলাকার প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে যুদ্ধকলা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ কেন্দ্রীভূত করার নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছিল। সমগ্র সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের মাত্র ১৩ শতাংশ এলাকা নিয়ে তৈরি একটা ক্ষেত্রে প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতি করতে গিয়ে

সোভিয়েত কম্যাণ্ড তখন রণক্ষেত্রে পাওয়ার মত তাদের জনবলের ২৮ শতাংশ, কামানের ২০ শতাংশ, ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামানের ৪০ শতাংশ ও বিমানের ৩৩ শতাংশ কেন্দ্রীভূত করেছিলেন।

প্রধান আক্রমণের এলাকাগুলিতে জনবল ও বৈষয়িক সম্পদের কেন্দ্রীভবন এমনকি আরও বেশি ছিল। বেলগোরোদ-খারকভ অঞ্চলের লড়াইতে ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গনগুলি তাদের পদাতিকদের ৫০-৯০ শতাংশ, ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিন কামানের ৮০-৯০ শতাংশ, ফিল্ড কামান ও মর্টারের ৫৬-৬৭ শতাংশ এবং বিমানের অতি-বিপুলাংশ প্রধান আক্রমণের গতিমুখগুলিতে কেন্দ্রীভূত করেছিল, যেগুলি প্রত্যেকের আওতার মোট ক্ষেত্রের ব্যাপকতার ১৮ শতাংশ ছিল।

প্রধান আক্রমণের গতিমুখগুলিতে জনবল ও বৈষয়িক সম্পদের অধিকাংশের কেন্দ্রীভবন শত্রুর উপর উল্লেখযোগ্য প্রাধান্য লাভ সম্ভবপর করেছিল, বিশেষত অস্ত্রশস্ত্র, এবং শত্রু প্রতিরক্ষা ভেদ করায় তাতে সাহায্য হয়েছিল।

১৯৪২-৪৩-এর শীতকালীন অভিযানের অভিজ্ঞতাকে অনুশীলন করে ও সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করে সোভিয়েত কম্যাণ্ড এই সঠিক সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন যে প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় স্তরের বিন্যাসের এবং রণাঙ্গনগুলিতে প্রবল সংরক্ষিত শক্তির অভাব আক্রমণাত্মক অভিযানের অগ্রগতির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। ১৯৪৩ সালে গ্রীষ্মকালীন ও হৈমন্তিক অভিযানের প্রস্তুতির সময়ে একথা হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছিল। কুরস্কের প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের গতিপথে রণাঙ্গনগুলি একটি কি দুটি ফিল্ড আর্মির পরবর্তী স্তর বিন্যাস তৈরি করতে শুরু করেছিল (ভরোনেঝ রণাঙ্গন তা করেছিল বেলগোরোদ-খারকভ লড়াইয়ে), একটি কি দুটি ট্যাঙ্ক আর্মি অথবা কতকগুলি ট্যাঙ্ক ও মোটর-সজ্জিত কোর নিয়ে তৈরি প্রবল গতিশীল ফৌজের শক্তিশালী সমহার এবং প্রবল গোষ্ঠী তৈরি করতে ও সংরক্ষিত শক্তি গড়ে তুলতে শুরু করেছিল।

রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডারদের হাতে এরকম শক্তিশালী সৈন্যসমাহারগুলি থাকা আক্রমণাত্মক অভিযানের গতিপথকে প্রভাবিত করা সম্ভবপর হয়েছিল প্রথম স্তর বিন্যাস কর্তৃক আক্রমণের গতিবেগ বৃদ্ধি এবং সেই আক্রমণকে গভীরে অথবা শত্রুর পাশের দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার মারফৎ এবং অন্তবর্তী প্রতিরক্ষা

লাইনগুলিকে ভেদ করার অথবা শত্রুর শক্তিশালী প্রত্যাঘাত ঠেকানর মারফৎ।

কুরস্কের প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে সোভিয়েত কম্যাণ্ড চাপ বাড়ানর জন্য নতুন ধরণের ট্যাঙ্ক আর্মি ব্যবহারের অভিজ্ঞতা প্রথম অর্জন করলেন, ট্যাঙ্ক আর্মি ব্যবহারের সর্বোচ্চ ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল বেলগোরোদ-খারকভ লড়াইতে। শত্রুর ব্যূহ রচিত প্রতিরক্ষা অঞ্চল ভেদ সম্পূর্ণ করার জন্য লড়তে পাঠান ১ম ও ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মি প্রথম দিনেই ২৫ কিলোমিটার এগিয়েছিল। পরের চার দিনে তারা আরও ৯০-১০০ কিলোমিটার এগোল এবং বস্তুত শত্রুর বেলগোরোদ-খারকভ সৈন্য-সমাহারকে দুখণ্ড করে ফেলল, এইভাবে তার ছত্রভঙ্গ হওয়াটা তাড়াতাড়ি করিয়ে দিল। শত্রুর ব্যূহ রচিত প্রতিরক্ষা ভেদ করা সম্পূর্ণ করতে অগ্রগামী ব্রিগেডগুলির ব্যবহার রণকৌশলগত সাফল্যকে সময়মত গোটা লড়াইয়ের সাফল্যে উন্নীত করা নিশ্চিত করল। যে পরিস্থিতিতে পদাতিকদের যথেষ্ট ঘনিষ্ট ট্যাঙ্ক সমর্থন নেই সেইখানে ব্যূহভেদ সম্পূর্ণ করার জন্য ট্যাঙ্ক আর্মির অংশকে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

ওরেলের লড়াইয়ে ট্যাঙ্ক আর্মিগুলিকে অন্যভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। আমি আগেই বলেছি যে ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের বাম পাশে ৪র্থ ট্যাঙ্ক আর্মিকে নামান হয়েছিল শত্রুর সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষা ভেদ সম্পূর্ণ করার জন্য নয় তাদের মধ্যে দিয়ে ভেঙ্গে বেরোনর জন্য, তার উপর আবার যথেষ্ট দেরি করে। ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মিকেও ব্যবহার করা হয়েছিল হয় নিজে নিজে, নয় ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের ফিল্ড আর্মিদের সঙ্গে বিভিন্ন খণ্ডে শত্রু প্রতিরক্ষায় ছেদ ঘটাতে। যদিও ট্যাঙ্ক আর্মিগুলি শত্রুর গভীর পর্যন্ত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত শত্রু প্রতিরক্ষার ছেদ ঘটানর জন্য ফিল্ড আর্মিগুলি কর্তৃক প্রদত্ত আঘাতকে বাড়াতে শক্তি যুগিয়েছিল, কিন্তু তারা লড়াইয়ের সাফল্যের সুযোগ নিতে পারেনি, যদিও সেটাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

পদাতিক কোরের পুনঃপ্রবর্তনের পর আর্মিরা তাদের লড়াইয়ের বিন্যাস একটি স্তরে করল। কিন্তু আর্মির লড়াই করার গঠনের গভীরতা সৃষ্টি করা হল লড়াইয়ের জন্য পদাতিক কোরের দুই স্তরে বিনিয়গ করে। আর্মিগুলিতে গতিশীল গোষ্ঠী কেবল তখনই তৈরি করা হত যখন রণাঙ্গনের গতিশীল গোষ্ঠী অথবা আর্মির দ্বিতীয় স্তরকে এই সব আর্মির এলাকার মধ্যে লড়াইয়ের নামানর পরিকল্পনা করা হতনা।

কিন্তু আমর সঙ্গে সংযুক্ত ট্যাঙ্ক অথবা মেকানাইজড কোরগুলিকে ব্যবহার করা হত শত্রুর ব্যূহ রচিত প্রতিরক্ষা এলাকায় ছেদ ঘটাতে এবং লড়াইয়ের গোটা এলাকার গভীরে সেই আক্রমণকে ঠেলে এগিয়ে নিতে। এর পেছনে ছিল ফিল্ড আর্মিগুলির আঘাতের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শত্রুর প্রতিরক্ষায় ছেদ ঘটান ত্বরান্বিত করার জন্য এবং ব্যূহ রচিত প্রতিরক্ষা এলাকার গভীর পর্যন্ত রক্ষা করেছে যে সব সৈন্যরা তাদের আরও শক্তি যোগানর উদ্দেশ্যে শত্রুর নিপুণ কৌশল প্রয়োগ আগে থেকে ঠেকানর জন্য সোভিয়েত কম্যাণ্ডের আগ্রহ।

কুরস্কে প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে সোভিয়েত সৈন্যদের ক্রমবর্ধমান লড়াইয়ের দক্ষতার একটা লক্ষণ ছিল নাৎসী প্রতি-আক্রমণগুলিকে সফলভাবে প্রতিহত করা। এটা সম্ভবপর করা গিয়েছিল শত্রুর দ্বারা কেন্দ্রীভূত সৈন্য-সমাহারগুলি কোথায় তা সময় মত ধরতে পারা এবং তাদের প্রতি-আক্রমণ হটিয়ে দেওয়ার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার দরুন। এটা করা হয়েছিল স্থল ও বিমান বাহিনীর ঘনিষ্টভাবে সমন্বিত প্রয়াসের দ্বারা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আর্মি ও রণাঙ্গনগুলির দ্বিতীয় স্তরগুলিকে এবং পদাতিক, গোলান্দাজ ও ট্যাঙ্কের সংরক্ষিত শক্তিগুলিকে এবং গতিশীল প্রতিবন্ধক ডিট্যাচমেন্টগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হত সেই অংশে যেখানে শত্রু প্রতি-আক্রমণ করছিল। এই সমস্ত ইউনিটের একাংশ শত্রুকে রুখে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে সাধারণত আত্মরক্ষামূলক লড়াই করত, বাকি সৈন্যরা এগিয়ে যেত আক্রমণকারী গোষ্ঠীর পাশের ও পেছনের দিকে আঘাত করে তাকে ছত্রভঙ্গ করতে।

এই দিককার খুব ভাল দৃষ্টান্ত হল ভরোনেঝ রণাঙ্গনে দ্বিতীয় স্তর বিন্যাসকে ব্যবহার। এই রণাঙ্গনে বোগোদুখভ এবং আখতিরকা এলাকায় আমাদের আক্রমণাত্মক অভিযান থামানর জন্য শত্রুরা যে প্রতি-আক্রমণ করেছিল তাকে প্রতিহত করার সাহায্য করেছিল ৪৭ তম আর্মি ও ৪র্থ গার্ডস আর্মিকে নামান।

কুরস্কের প্রতি-আক্রমণে সোভিয়েত ফৌজ কর্তৃক প্রদর্শিত দক্ষতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আক্রমণের গতিবেগ সম্পর্কে দু'এক কথা বলতেই হবে। ওরেল ক্ষেত্রে এ ছিল এক দিনে ৪ কিলোমিটার, আর বেলগোরোদ-খারকভ এলাকায় এক দিনে ৭ কিলোমিটার। অগ্রগতির এই মন্থর হারের কারণ নিম্নরূপ।

প্রথমত, এই ক্ষেত্রগুলিতে শত্রুর বহু সংখ্যক ট্যাঙ্ক সহ বিপুল ফৌজ ছিল,

আর এর দরুণ তার লড়াইয়ে নিযুক্ত সৈন্য ঘনত্ব প্রগাঢ় হওয়া নিশ্চিত হয়েছিল। এই ঘনত্ব ছিল প্রতি ৯-১১ কিলোমিটার সম্মুখ রণক্ষেত্র পিছু ১ টি ডিভিশন, এবং প্রতি কিলোমিটারে ২০ টি কামান ও তিন বা চারটি ট্যাঙ্ক। ওরেল এবং বেলগোরোদ-খারকভ ক্ষেত্রে চলতি লড়াইয়ে নিযুক্ত শত্রুর জনবল ও বৈষয়িক সম্পদের ঘনত্ব ওই রণাঙ্গনের অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় দুগুণ বেশি ছিল। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল ওরেল অভিক্ষেপে সৈন্য প্রত্যাহারের সময়ে শত্রু তার প্রতিরক্ষা লাইনকে ছোট করে নিচ্ছিল এবং তার ফলে ও সংরক্ষিত শক্তিগুলিকে নামার ফলে সে তার চলতি লড়াইয়ের গঠনগুলির ঘনত্ব বাড়াতে পেরেছিল।

দ্বিতীয়ত, দুই পক্ষই নিজেদের সামনে যে সব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য রেখেছিল তার দরুন লড়ইটা অত্যন্ত জোরাল হচ্ছিল। সুরক্ষিত অবস্থান থেকে যুদ্ধরত নাৎসী সৈন্যরা প্রধানত প্যানৎসার ও মোটর-সজ্জিত তিন থেকে ছ'টি ডিভিশনের শক্তি নিয়ে অসংখ্য প্রতি-আক্রমণ করছিল। শত্রুরা আমাদের অগ্রগতি রোধ করতে এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে আমাদের সেন্যদের এমনকি পিছু হাটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

তৃতীয়ত, প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে অংশগ্রহণকারী সোভিয়েত সৈন্যরা নতুন শত্রু প্রতিরক্ষার সম্মুখীন হচ্ছিল। ১৯৪৩ সালে জার্মান ব্যূহ রচিত প্রতিরক্ষা এলাকাগুলি আগেকার মত কেবল একটি লাইন নিয়ে গঠিত ছিল না, বহু ক্ষেত্রে দুটো লাইন নিয়ে গঠিত ছিল ছিল (প্রধান ও দ্বিতীয়) এবং এই প্রতিরক্ষার সামগ্রিক গভীরতা ছিল ১৫-১৮ কিলোমিটার। প্রধানত নদী বরাবর তাদের প্রতিরক্ষার গভীরে নাৎসীরা অন্তবর্তী ও পেছনকার লাইন এবং অবস্থান পরিবর্তন ব্যবস্থা তৈরি করেছিল। এই রকম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রত্যাহৃত জার্মান ইউনিটগুলি ও সংরক্ষিত শক্তিগুলি সময়মত অন্তবর্তী লাইনে মোতায়েন হওয়া এই দুই সংরক্ষণে সোভিয়েত সৈন্যরা সকল সময়ে তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি এবং থামতে ও ভেঙে বেরোনর পরিকল্পনা করতে বাধ্য হয়েছিল। স্বভাবতই এর ফল ছিল সময় নষ্ট হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত এতে করে আক্রমণাত্মক অভিযান মন্থর হয়ে গিয়েছিল।

কুরস্কের প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে স্থল বাহিনীর সাহায্যে বিমান বাহিনীকে নামানতে আরও অগ্রগতি হয়েছিল। এর প্রকাশ সর্বোপরি

হয়েছিল প্রধান আক্রমণের গতিমুখে বিমান বাহিনী কেন্দ্রীভূত করার মধ্যে। উদাহরণ স্বরূপ, স্তালিনগ্রাদ এলাকায় প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে আমরা প্রায় ১৪০০ বিমান সহ তিনটি এয়ার আর্মিকে নিয়োগ করেছিলাম, আর ১৯৪৩-এর প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের সময়ে ৫০০০ বিমান সহ ছ'টি এয়ার আর্মিকে (তার মধ্যে ছিল সাউথ-ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গন কর্তৃক আমাদের সঙ্গে যুক্ত ১৭-শ এয়ার আর্মিও)। এর ফলে আমাদের বিমান বাহিনী কুরস্কের যুদ্ধে সম্পূর্ণ প্রাধান্য অর্জন করেছিল এবং স্থলবাহিনীদের লড়াইয়ের উপর তার ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল।

রণক্ষেত্রে শত্রু সৈন্যদের ও রণসম্ভারকে ধ্বংস করার জন্য বিমান বাহিনীকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। সমস্ত ওড়ানের ৪০ থেকে ৫৫ শতাংশ সেই উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। বিমান ও স্থল বাহিনী তাদের কাজকর্মের সমন্বয় আরও ভালভাবে করতে শুরু করেছিল।

কুরস্কের প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে রণকৌশল এক নতুন স্তরে উঠেছিল। এ দিক থেকে একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিল সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর প্রবর্ধিত লড়াইয়ের ক্ষমতা ও বৈষয়িক সামগ্রী সংস্থানের বৃহত্তর সম্ভাবনা, শত্রুর লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা ও রণকৌশলকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুশীলন করা এবং কম্যাণ্ডার ও স্টাফ অফিসারদের পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নিজস্ব রণকৌশল নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধতা করার ক্ষমতা। রণকৌশলের উন্নতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পদাতিক সৈন্যদের লড়াইয়ের সময়কার গঠনে পরিবর্তন। ১৯৪২-৪৩-এর শীতকালীন অভিযানের সময়ে প্রধানত নিয়োজিত এক স্তর বিশিষ্ট সমর-গঠনের পরিবর্তে পদাতিক রেজিমেন্ট, ডিভিশন ও কোরগুলি গভীর পর্যন্ত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত প্রতিরক্ষায় চলে গেল। ১৯৪৩-র গ্রীষ্মকালে শত্রুরা যে গভীর পর্যন্ত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেছিল সেই নিরবচ্ছিন্ন প্রতিরক্ষাকে ভাঙার প্রয়োজনে আমাদের সৈন্যদের এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। বিভিন্ন ইউনিটকে ভেদ করার যে এলাকা দেওয়া হয়েছিল তা আগেকার শীতে দেওয়া এলাকার চেয়ে সঙ্কীর্ণতর ছিল। একটা কোর ৪-১০ কিলোমিটার চওড়া রণাঙ্গনের উপর আক্রমণ করত এবং ৪-৬ কিলোমিটার একটা এলাকার মধ্যে শত্রু প্রতিরক্ষায় ছেদ ঘটাত, একটা ডিভিশন একটা ২-৩ কিলোমিটার চওড়া ক্ষেত্রে এগোত, এবং একটা পদাতিক রেজিমেন্ট একটা ১-১½ কিলোমিটার চওড়া জায়গায় ভেঙে

ঢুকত। ক্ষয়-ক্ষতিপূরণের জন্য নতুন শক্তি যোগানর উপকরণ কুরস্কের প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের সময়ে ক্রমেই বাড়ছিল। প্রধান আক্রমণের গতিমুখে লড়াইয়ে নিরত একটা পদাতিক ডিভিশনকে গড়ে একটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড, অথবা একটি বা দুটি ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্ট, একটি স্বয়ংচালিত কামানের রেজিমেণ্ট, তিনটি থেকে পাঁচটি গোলন্দাজ ও মর্টার রেজিমেণ্ট এবং একটি ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটেলিয়ন দেওয়া হয়েছিল তাদের শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে।

প্রধান আক্রমণের গতির গতিমুখে জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ আরও কেন্দ্রীভূত করার ফলে পদাতিক ইউনিটগুলির এগোনর এলাকার ব্যাপ্তি কমান, এবং অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ ও ব্যূহরচিত এলাকায় সৈন্য-ঘনত্ব স্তালিনগ্রাদের লড়াইয়ের অভিযানের মতন দু-তিন গুণ বেশি ছিল।

প্রধান আক্রমণের গতিমুখে শত্রুর উপর নিয়ামক প্রাধান্য লাভ সম্ভবপর হয়েছিল কেবল বাড়তি শক্তি যোগানর ইউনিটগুলির সংখ্যাবৃদ্ধির ভিতর দিয়েই নয়, অপ্রধান ক্ষেত্রগুলি থেকে জনবল ও বৈষয়িক সম্পদের সাহসিক সুকৌশলী চালাচালির ভিতর দিয়েও বটে। এই সমস্তর দরুণ শত্রুদের প্রতিরক্ষার ক্রমবর্ধমান শক্তি ও গভীরতা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চলতি লড়াইয়ের প্রথম দিনেই শত্রুর ব্যূহ-রচিত প্রতিরক্ষা ভাঙা সম্ভব হয়েছিল।

ফৌজের বিভিন্ন শাখাকে মাটিতে আক্রমণাত্মক লড়াইতে নিয়োগের পদ্ধতিরও উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছিল। গোলন্দাজ নিয়োগের মূলনীতিটি ছিল ব্যূহ ভেদের এলাকায় কামানের সুবিপুল কেন্দ্রীকরণ। প্রধান আক্রমণের গতিমুখে কামানের ঘনত্ব ছিল সম্মুখ রণাঙ্গনের প্রতি কিলোমিটারে ১২০ থেকে ২২০টি কামান ও মর্টার। লড়াইয়ের নির্দিষ্ট ধারণা, শত্রুর প্রতিরক্ষার ক্ষমতা এবং কত কামান ও গোলাবারুদ পাওয়া যাবে সেই বিবেচনা অনুযায়ী প্রস্তুতি গোলাবর্ষণ ৯০ মিনিট থেকে ৩ ঘণ্টা পর্যন্ত চলত। প্রস্তুতি গোলাবর্ষণে গোলন্দাজ আক্রমণের ভূমিকা বাড়তে লাগল ইচ্ছাকৃত অগ্নিবর্ষণের দ্বারা শত্রু প্রতিরক্ষাকে অকার্যকর করে ফেলার জন্য প্রয়োজনীয় সময় কমিয়ে ফেলার দরুণ।

ব্যূহ ভেদের এলাকায় শত্রু প্রতিরক্ষাকে একই সঙ্গে অকার্যকর করে ফেলার গভীরতা ৪-৫ ও আরও বেশি কিলোমিটারে উঠল এবং ফলত শত্রুর প্রধান প্রতিরক্ষার লাইনে তার জনবল ও অস্ত্রশস্ত্রকে আরও পরিপূর্ণভাবে দমন করা সম্ভবপর হল। গোলন্দাজদের অগ্নিবর্ষণ শেষ করা এবং পদাতিক ও ট্যাঙ্কের

আক্রমণ শুরুর মধ্যে ফাঁক কার্যত বিলোপ করা হয়েছিল।

পদাতিক ও ট্যাঙ্ক আক্রমণে মদত দেওয়ার পদ্ধতি হিসাবে তরঙ্গে তরঙ্গে অবিরাম গোলাবর্ষণকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা গোলন্দাজ নিয়োগে অন্যতম উপাদান হয়ে উঠেছিল। আক্রমণকে মদত দেওয়ার মৌলিক পদ্ধতি হিসাবে তরঙ্গে তরঙ্গে অবিরাম অগ্নিবর্ষণকে আমরা গ্রহণ করেছিলাম কারণ শত্রুদের ট্রেঞ্চগুলি ছিল বিরতিহীন এবং আমাদের কামান অনেক ও গোলাবারুদও বেশি ছিল। পদাতিক বা ট্যাঙ্ক আক্রমণকে আমরা যতদূর গভীর পর্যন্ত ক্রমাগত গোলাবর্ষণ করে মদত দিতে পারতাম তার দৈর্ঘ্য ৬০০-৮০০ মিটার থেকে বেড়ে ১২০০-১৫০০ মিটার পর্যন্ত উঠে ছিল, অর্থাৎ কিনা শত্রুর প্রথম প্রতিরক্ষা অবস্থানের গোটা গভীরতা জুড়েই বিস্তৃত হয়েছিল। যখন শত্রু প্রতিরক্ষার গভীরে লড়াই চলত, তখন গোলন্দাজরা পদাতিক ও ট্যাঙ্কদের সাধারণত মদত দিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুগুলির উপর কেন্দ্রীভূত অগ্নিবর্ষণ করে।

কুরস্কে আক্রমণাত্মক লড়াইতে ট্যাঙ্ক ব্রিগেড ও রেজিমেন্টগুলিকে ব্যাবহার করা হত পদাতিকদের ঘনিষ্ঠ মদত দেওয়ার জন্য। এর ভিতর দিয়ে প্রতি কিলোমিটার সম্মুখ রণাঙ্গনে ৭ থেকে ২০টি ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামানের ঘনত্ব নিশ্চিত করা হত। তবু এই ঘনত্ব ও যথেষ্ট নয় বলে প্রমাণিত হল এবং শত্রুর ব্যূহ-রচিত প্রতিরক্ষা এলাকা ভেদ সম্পূর্ণ করার জন্য ট্যাঙ্ক কোর ও আর্মিদের শক্তির অংশ বিশেষকেও আরও প্রয়োজন হল।

ট্যাঙ্ক ব্রিগেড নিয়োগের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে সাধাণরত সেগুলিকে খণ্ড বিখণ্ড করা হত না কোনও পদাতিক ডিভিশনের প্রধান আক্রমণের গতিমুখে এগুলি সমগ্রভাবেই কাজ করত। কোনও পদাতিক ডিভিশনকে যখন এই সাঁজোয়া বাহিনী দেওয়া হত তখন তারা মদত দেওয়ার একটা ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠী হয়ে দাঁড়াত এবং সেই পদাতিক ডিভিশনের কম্যাণ্ডারের কাছ থেকে নির্দেশ নিত। ডিভিশনের সঙ্গে সংযুক্ত ট্যাঙ্ক ব্রিগেড ও রেজিমেন্ট দুটি মোতায়েন হতে থাকল, তার ফলে লড়াইয়ের গতিপথে গভীর থেকে চাপ বাড়ান সম্ভব হতে পারল।

ভেঙে ঢোকার প্রস্তুতিতে এবং ভেঙে ঢোকার ইঞ্জিনিয়ারিং সৈন্যদলও ক্রমশ বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছিল। যেখান থেকে রওনা দেবে সেই লাইন বরাবর পদাতিক বাহিনীকে সাহায্য করা ছাড়াও তারা লড়াইয়েও

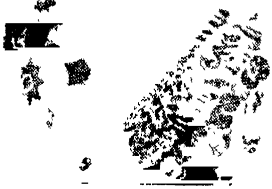
প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিচ্ছিল। পদাতিক ডিভিশন ও কোরগুলিতে প্রতিবন্ধক খাড়া করা ও সরানর জন্য এবং অগ্রসরমান সৈন্যদের আরও সমস্ত প্রকারে সাহায্য করার জন্য বহু ডিট্যাচমেন্ট তৈরী করা হয়েছিল। আকারে তারা প্লেটুন থেকে কোম্পানি পর্যন্ত এবং কোরের ক্ষেত্রে ব্যাটেলিয়ান পর্যন্ত বড় হত।

সোভিয়েত যুদ্ধকলার বিকাশে কুরস্কের লড়াই এক নতুন পর্যায়ের সূচনা করেছিল। বিপুল পরিমাণ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার লড়াইয়ের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছিল, আবার একই সঙ্গে সে লড়াইকে আরও প্রবলভাবে ও আরও ব্যাপক পরিসরে চালান সম্ভবপর করেছিল।

কুরস্কের লড়াইতে নাৎসী ফৌজের বিপর্যয় ভেরমাখটের উপর এক মারাত্মক আঘাত দিয়েছিল এবং তাদের আক্রমণাত্মক অভিযানের সম্ভাব্য ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ দুর্বল করে ফেলেছিল। কুরস্কের দক্ষিণের ও উত্তরের যুদ্ধ ভয়ঙ্করতায় ও দৃঢ়তায় অতুলনীয় ছিল। এই কঠোর যুদ্ধে সোভিয়েত সৈন্যরা হিটলারের বাহিনীর মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল এবং নাৎসী জার্মানি নিজেকে পরাজয়ের সম্মুখীন দেখতে পেয়েছিল।

কুরস্কে আমাদের সৈন্যদের বিজয় রণাঙ্গনের ইউনিটগুলিতে রাজনৈতিক শিক্ষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা লালিত সোভিয়েত অফিসার ও সৈন্যদের অপূর্ব মনোবল এই যুদ্ধে প্রোজ্জ্বলভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছিল।





মার্শাল

ইভান বাগ্রামিয়ান*

১১-শ গার্ডস আর্মির পাশ থেকে আক্রমণ

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের পরিকল্পনা অনুযায়ী ওরেলস্থ নাৎসী সৈন্য-সমাহারকে পরপর কতকগুলি শক্তিশালী আঘাতে বিচূর্ণ করার কথা ছিল, তারই একটি আঘাত দেওয়ার কথা ছিল ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের ১১-শ গার্ডস আর্মির। এর কথা ছিল কোঝেলস্ক এলাকা থেকে খোতিনেৎস অভিমুখে দক্ষিণ দিকে আঘাত করার। উদ্দেশ্য ছিল যাতে শত্রুর পার্শ্বদেশে ও গভীর পশ্চাতে আক্রমণের জন্য সুকৌশলে নিজেদের মোতায়েন করা যায়। নাৎসী প্রতিরক্ষা ভেদ করার পর পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে ১১-শ গার্ডস আর্মির বাম পাশে ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের ৬১তম আর্মির তিনটি পদাতিক ডিভিশনকে নামান হবে যাতে এই আর্মির লড়াইয়ের এলাকার পাশের দিককার শত্রু প্রতিরক্ষাকে গুটিয়ে দেওয়া যায়। ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের প্রধান শক্তিগুলির নোভোসিল এলাকার দিক থেকে দুটি গভীর ভেদক আঘাত করার এবং উত্তর ও দক্ষিণ থেকে ওরেলকে ঢেকে ফেলার কথা ছিল। সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের কথা ছিল কুরস্ক অভিক্ষেপের উপর নাৎসী আক্রমণ প্রতিহত করার পর তার প্রধান শক্তিগুলিকে নিয়ে ক্রোমি অভিমুখে আক্রমণাত্মক অভিযান করার, যাতে তারা ১১-শ গার্ডস আর্মির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে এবং তারপর উভয়ে মিলে পিছন থেকে শত্রুর ওরেলস্থ সৈন্য-সমাহারকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে।

*মার্শাল বাগ্রামিয়ান সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর, কুরস্কের লড়াইয়ে ১১-শ গার্ডস আর্মির সেনাপতি হয়ে ছিলেন

এইভাবে শত্রুর ওরেলস্থ সৈন্য-সমাহারকে ঘিরে ফেলার ও ধ্বংস করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

এই লক্ষ্য পূর্ণ করা জটিল হয়ে পড়েছিল এই কারণে যে নাৎসী ফৌজ—২য় প্যানৎসার আর্মি ও ৯ম আর্মি ওখানে প্রায় দু বছর ধরে ছিল এবং রণক্ষেত্রে নানা রকম নির্মাণ কার্য ও প্রতিবন্ধকের এক বিরাট ব্যবস্থা সহ এক প্রবল, গভীর পর্যন্ত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত প্রতিরক্ষা গড়ে তুলেছিল। ওখানে সবশুদ্ধ তাদের প্রায় ৬ লক্ষ অফিসার ও সৈন্য, ৭ হাজার রণাঙ্গনের কামান ও মর্টার, ১২০০ ট্যাঙ্ক ও আক্রমণকারী কামান এবং প্রায় সমসংখ্যক বিমান ছিল।

এই প্রথম সোভিয়েত সৈন্যরা এ রকম শক্ত, সু-সংগঠিত শত্রু প্রতিরক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল, এবং সেই প্রতিরক্ষা ভেদ করার জন্য তাদের লড়াইয়ের অত্যুচ্চ কৌশল, অতুলনীয় মনোবল এবং দারুণ আক্রমণাত্মক মনোভাব দরকার ছিল।

'কুতুজভ' সাংকেতিক নামাঙ্কিত আগামী আক্রমণাত্মক অভিযানের পরিকল্পনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুশীলন করে আমরা এই সিদ্ধান্তে এলাম যে এর কতকগুলি ক্রটি আছে। এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে ১১-শ গার্ডস আর্মি যদি দক্ষিণ মুখে খোতিনেৎসের দিকে আঘাত করে তো সে আক্রমণে কোনও ফল পাওয়া যাবে না। তারা যদি খোতিনেৎসের দিকে ১০০ কিলো-মিটারেরও বেশি এগোতে পারে তবু তারা একাই পড়বে, নিজেদের শক্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে এক বিপুল রণাঙ্গনের উপর এবং পাশটা থাকবে অরক্ষিত। সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের সৈন্যদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আশা আমাদের ছিল না। তাদের বিরুদ্ধে নাৎসীরা এক প্রবল আক্রমণের প্রস্তুতি করছিল এবং রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড শত্রুদের আক্রমণকারী গোষ্ঠীগুলিকে চূর্ণ করার জন্য নিজেদের প্রধান শক্তিগুলিকে জড়ো করছিল। একথাও আশা করা কঠিন ছিল যে শত্রুদের এক প্রবল সৈন্য-সমাহারকে পরাস্ত করার পরই সেন্ট্রাল রণাঙ্গন দ্রুত ১৮০ কিলোমিটার অতিক্রম করবে এবং ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের ১১-শ গার্ডস আর্মির সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করবে।

এই সমস্ত বিবেচনা করে এই পরিকল্পিত লড়াইয়ে ১১-শ গার্ডস ও ৬১তম আর্মিগুলিকে ব্যবহার করার জন্য আমাদের নিজস্ব বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছিলাম।

আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে লড়াইয়ের প্রথম পর্যায়ে এই আর্মিগুলি পরিসরের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু আরও বাস্তবানুগ একটা লক্ষ্য পূরণ করুক, তা হল বিপরীত দিক থেকে আঘাত দিয়ে—১১-শ গার্ডস আর্মি কোঝেলস্ক থেকে এবং ৬১তম আর্মি বোলখভের উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে আঘাত দিয়ে শত্রুর বোলখভ সৈন্য-সমাহারকে—যে সমাহার ওরেল অভিক্ষেপকে উত্তর দিক থেকে ঢেকে আছে—তাকে চূর্ণ করুক, তারপর তাদের প্রধান শক্তিকে নিয়ে খোতিনেৎস এলাকায় নাৎসীদের ওরেলস্থ সৈন্য-সমাহারকে পিছন থেকে আঘাত করুক। তার জন্য ১১-শ গার্ডস আর্মির নেতৃত্বাধীনে সেই সমস্ত শক্তিকে দেওয়া দরকার যারা খোঝেলস্কের দক্ষিণের ঝাঁপিয়ে পড়ার এলাকা থেকে এগিয়ে যাবে, আর প্রয়োজনে ৬১-তম আর্মিকে কয়েকটি সংরক্ষিত ডিভিশন দিয়ে তার শক্তিবৃদ্ধি করা যাতে সে বোলখভের উত্তর-পূর্বে শত্রু প্রতিরক্ষা ভেদ করার পক্ষে যথেষ্ট প্রবল হয়। দুই বিপরীত দিক থেকে আক্রমণ করে এই দুটি আর্মি শত্রুর বোলখভ সৈন্য-সমাহারকে সাঁড়াশির মধ্যে ফেলতে পারবে। আমাদের মতে এই সমাহারকে বিপর্যস্ত করতে পারলে তা শত্রুর প্রতিরক্ষায় এমন একটা ফাঁক তৈরি করবে যা নাৎসী কম্যাণ্ড পূরণ করে উঠতে পারবে কিনা খুব সন্দেহ, আর তার ফলে ওরেল এলাকার সমগ্র উত্তর খণ্ড জুড়ে নাৎসী প্রতিরক্ষা লড়াই চালানর দিক থেকে অস্থিতিশীল হয়ে যাবে। আমরা একথাও ভেবেছিলাম যে বোলখভ সমাহারের পরাজয় দক্ষিণের দিকে সফল অগ্রগতি বজায় রাখার পক্ষে এবং নাৎসীদের সমগ্র ওরেল সমাহারের পাশের দিক ও গভীর পশ্চাতে আক্রমণের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে।

এপ্রিলের শেষে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স কর্তৃক আমাদের প্রস্তাব অনুমোদিত হল।

যখন ১১-শ গার্ডস আর্মি আক্রমণাত্মক অভিযানে গেল তখন তাতে ছিল ১২টি পদাতিক ডিভিশন, দুটি ট্যাঙ্ক কোর, চারটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড, দুটি পৃথক আক্রমণকারী ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্ট, জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি থেকে চারটি গোলন্দাজ ডিভিশন, জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি থেকে দুটি বিমান-প্রতিরোধী গোলন্দাজ ডিভিশন এবং সাতটি ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটেলিয়ন। আক্রমণাত্মক অভিযান চলতে চলতে এই আর্মিকে আরও দুটি ট্যাঙ্ক ও অশ্বারোহী কোর দিয়ে তার শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

এই আর্মির হাতে যে জনবল ও অস্ত্রশস্ত্র এসেছিল তা শত্রুর প্রতিরক্ষার সমগ্র ব্যূহ রচিত এলাকার গভীর পর্যন্ত দ্রুত ভেঙে বেরোনর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সম্মুখস্থ বাধাবিপত্তি সম্পর্কেও আমরা সচেতন ছিলাম, কারণ শত্রুর রীতিমত প্রবল প্রতিরক্ষা ভেদ করা ছাড়াও এই আর্মিকে নিজের জোরে বহুদূর গভীর পর্যন্ত এগোতে হবে যদি সাফল্যকে সুব্যবহার করতে হয় এবং লড়াইয়ের উদ্দেশ্য পূরণ করতে হয়।

লড়াইয়ের দিক থেকে ও কৌশলের দিক থেকে এই আর্মির চরিত্র কি রকম হবে তা নির্ধারিত হয়েছিল একে যে লক্ষ্য পূরণ করতে দেওয়া হয়েছিল তার দ্বারা, শত্রু প্রতিরক্ষার চরিত্রের দ্বারা, ব্যূহ ভেদের এলাকার এবং যতটা গভীরে পর্যন্ত লড়তে হবে সেই এলাকার রণভূমির অবস্থার দ্বারা। মনে হচ্ছিল যেন এই আর্মি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক দুটি লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছিল—একটি হল যতদূর সম্ভব ব্যাপক রণাঙ্গনে শত্রুর প্রধান প্রতিরক্ষা লাইনের উপর প্রবল আঘাত করা, আর একটি হল আবার একই সঙ্গে নাৎসী প্রতিরক্ষার গভীরে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে শক্তি জড়ো করা।

সিদ্ধান্ত করা হল যে আর্মির লড়াইরত চেহারার ঠিক মাঝখানে এবং তার বাঁ পাশে প্রধান প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করা হবে, যাতে ব্যূহ রচিত প্রতিরক্ষা এলাকা ভেদ করার পর সেই সাফল্যকে দ্রুত ব্যবহার করা যায় এবং সেই সঙ্গেই দক্ষিণ-পূর্ব মুখে বোলখভের দিকে এগোন যায় ও ৬১তম আর্মির দক্ষিণ পক্ষের সামনেকার শত্রু প্রতিরক্ষা গুটিয়ে দেওয়া যায়। দক্ষিণ পাশে আক্রমণাত্মক অভিযানে নিয়োজিত সৈন্যদের ভার দেওয়া হল শত্রু প্রতিরক্ষা ভেদ করার, দ্রুত রেসেতা নদীর দিকে এগোনর এবং পশ্চিম দিকের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে আর্মির দক্ষিণ পাশকে রক্ষা করার জন্য সেখানে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নেওয়ার। রেসেতায় পৌছানর পর এই সৈন্যদের একটা বড় অংশকে আর্মির সংরক্ষিত শক্তিতে দিয়ে দেওয়ার কথা রইল।

যে পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হল তাতে প্রবল প্রাথমিক আঘাতের প্রয়োজন ছিল, কাজেই ১৬ কিলোমিটার সম্মুখ রণক্ষেত্র জুড়ে একটি একক স্তরে শক্তি বৃদ্ধির উপকরণ সহ তিনটি পদাতিক কোরের সব কটিকেই নামান হল —চার ডিভিশন বিশিষ্ট ১৬-শ গার্ডস ইনফ্যান্ট্রি কোরকে দক্ষিণ পাশে, ৮ম গার্ডস ইনফ্যান্ট্রি কোরকে মাঝখানে এবং ৩৬তম গার্ডস ইনফ্যান্ট্রি কোরকে

বাম পাশে (শেষোক্ত কোর দুটি গঠিত হয়েছিল দুটি করে ডিভিশন নিয়ে)। এই গতিশীল টাস্ক ফোর্সে আমরা আরও দুটি ট্যাঙ্ক কোর জুড়েছিলাম, যেগুলির দক্ষিণ-পূর্ব অভিমুখে আক্রমণ করার কথা ছিল। একটি দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ইনফ্যান্টি ডিভিশনের কথা ছিল ঝিজদ্রা নদীর উপরকার ২০ কিলোমিটারব্যাপী প্রতিরক্ষা লাইন ধরে রাখার, আর একটির কথা ছিল সংরক্ষিত শক্তি হিসাবে থাকার।

১৬-শ গার্ডস এবং ৮ম গার্ডস ইনফ্যান্টি কোর দুটি যুদ্ধের জন্য দুই স্তরে মোতায়েন হয়েছিল, আর বাম পার্শ্বস্থ ৩৬তম গার্ডস ইনফ্যান্টি কোর মোতায়েন হয়েছিল তিন স্তরে, কারণ এর এগোনর কথা ছিল অরক্ষিত পাশ বরাবর এবং কথা ছিল ৬১তম আর্মির সামনেকার শত্রু প্রতিরক্ষা গুটিয়ে নেওয়ার, ৮ম কোরের সঙ্গে মিলে বোলখভের উপর আক্রমণ জোরদার করার।

প্রথম স্তরের সব কটি ডিভিশন (পাশের দিককারগুলি বাদে) তাদের রেজিমেন্টগুলিকে একটি একক লাইনে মোতায়েন করেছিল যাতে ভেঙে ঢোকার সাফল্য নিশ্চিত করা যায়। রেজিমেন্টগুলির লড়াইয়ের গঠন ছিল ত্রি-স্তর। আর্মির পাশের দিকে মোতায়েন ডিভিশনগুলি লড়াইয়ের জন্য দুই স্তরে বিন্যস্ত হয়েছিল।

এইভাবে সৈন্যবাহিনী এবং চলতি লড়াইয়ে ও কৌশলের দিক থেকে তাদের এই ধরনে সাজান আমাদের মতে, শত্রুর ব্যূহ রচিত প্রতিরক্ষা এলাকা ভেদ করার জন্য দ্রুত চাপ সৃষ্টি করার পক্ষে এবং যতটা গভীর জুড়ে লড়াই চলছিল সেখানে সাফল্যের সদ্ব্যবহার সম্ভবপর করার পক্ষে প্রয়োজন ছিল।

শত্রুর প্রবল প্রতিরক্ষার উপর আক্রমণের সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য আমাদের গোলন্দাজ ও বিমান সমর্থনের সমস্যা নিয়ে বেশ কিছু মাথা ঘামাতে হয়েছিল। ব্যূহ ভেদের এলাকাতে আমরা প্রতি কিলোমিটার সম্মুখ রণক্ষেত্রে ২০০টি এবং কোথাও কোথাও ২৬০টি পর্যন্ত কামান ও মর্টার জড়ো করেছিলাম। লড়াইয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী বেশ গভীর পর্যন্ত অর্থাৎ ৮ কিলোমিটার পর্যন্ত গোলন্দাজদের অবিরাম গোলাবর্ষণের প্রয়োজন ছিল। গোলন্দাজদের প্রধান প্রয়াসের লক্ষ্য ছিল শত্রু প্রতিরোধের প্রধান লাইনে, বিশেষত সমগ্র ঝিজদ্রা উপত্যকায় প্রাধান্য বিস্তার করে ছিল যে দুদিনস্কায়া পাহাড়, সেইখানকার প্রবল প্রতিরোধ-বিন্দুগুলিতে শ্রেণীভুক্ত শত্রুর জনবল, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য প্রতিরক্ষা বন্দোবস্তগুলিকে অকার্যকর করা ও ধ্বংস করা। পদাতিক ও

ট্যাঙ্ক আক্রমণকে মদত দেওয়ার কথা ছিল অবিরাম ঘন অগ্নিবর্ষণের দ্বারা।

ব্যূহভেদের জন্য বিমান ছত্র দিয়েছিল লেফটেনান্ট জেনারেল এম. এম. গ্রোমোভের নেতৃত্বে ১ম এয়ার আর্মি। এক কাজ ছিল আক্রমণের ঠিক আগে কেন্দ্রীভূত বোমাবর্ষণের আঘাতে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অকার্যকর করা, আক্রমণের শুরুতে আক্রমণকারী বিমান দিয়ে জার্মান প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলির উপর তরঙ্গে তরঙ্গে আঘাত করে সেগুলিকে অকার্যকর করা ও ধ্বংস করা এবং আক্রমণকারী ও জঙ্গী বিমান নিয়ে ট্যাঙ্ক কোরগুলিকে মদত দেওয়া যখন তারা নামবে এবং চলতি লড়াইয়ের গোটা এলাকার গভীর পর্যন্ত লড়তে থাকবে। রাত্রে শত্রুর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ভুদিনস্কায়া পাহাড়ে আঘাত করার জন্য জেনারেল এ. ওয়াই. গোলোভানভের দূর পাল্লার বিমান বহর থেকে পিও—২ বিমান ও ২০০ বম্বার ব্যবহার করা পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

১১-শ গার্ডস আর্মি এই আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রস্তুতি করেছিল। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে আমরা সেই ধরণের প্রতিরক্ষা এলাকা বসিয়েছিলাম যা আমাদের সৈন্যদের দখল করতে হবে। শক্তিবৃদ্ধির উপায় উপকরণ সহ প্রথম স্তরস্থ ব্যাটেলিয়ানগুলিকে প্রবল প্রতিরক্ষা জয় করতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। সারা দিন রাত্রি ধরে যাতে আক্রমণ চলতে পারে তার জন্য প্রত্যেক পদাতিক রেজিমেন্টে একটি করে ব্যাটেলিয়ানকে রাত্রে আক্রমণ করতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। ভাঙা-চোরা জমিতে ও গাছপালা ঢাকা জমিতে আক্রমণের জন্য সৈন্যদের শিক্ষিত করার উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। স্টাফ ও কম্যাণ্ডের অনুশীলনেরও ব্যবস্থা হয়েছিল।

আর্মির কম্যাণ্ড ও হেড কোয়ার্টার্স লড়াইয়ের প্রস্তুতি গোপন রাখতে এবং শত্রুকে বিপথে পরিচালিত করতে সর্বপ্রকারে চেষ্টা করত। শত্রুকে একথা বিশ্বাস করানর দরকার ছিল যে আমাদের দিকে কিছুই বদলান হচ্ছেনা, যা কিছু আমরা করছি তা আমাদের প্রতিরক্ষা জোরদার করতে।

যান-বাহন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছিল, বিশেষত করছিল যে সব জায়গায় আক্রমণের জন্য অবস্থান তৈরি করা হচ্ছিল, শত্রুর পশ্চাদভাগে যেখানে যেখানে সৈন্য কেন্দ্রীভবনের এলাকা ছিল এবং পশ্চাদভাগ থেকে সম্মুখ রণাঙ্গনের সংযোগকারী রাস্তা ছিল সে সব জায়গায়। সমস্ত দুর্গনির্মাণের কাজ সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দেওয়া হত এবং স্থল বা বিমান

থেকে যাতে বোঝা না যায় এমনভাবে সব লুকিয়ে রাখা হত। মিছামিছি নির্মাণ কাজও অনেক করা হত। লড়াইয়ের সময়ে এ সমস্তই খুব কাজে লেগেছিল।

আর্মির সৈন্যরা ৭ই জুলাই পর্যন্ত, অর্থাৎ আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত, ছড়িয়েই ছিল। কোন কোনও ইউনিট সম্মুখ রণাঙ্গন থেকে ১০০ কিলোমিটার বা তারও বেশি দূরে ছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী ৮ই থেকে ১১ই জুলাইয়ের মধ্যে রাত্রে রাত্রে ৬টি পদাতিক ডিভিশন, ৪টি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড, দুটি ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্ট এবং সমস্ত গোলন্দাজদের সামনের লাইনে নিয়ে আসার কথা ছিল। ১১ই জুলাই সকালে আক্রমণকারী সমাহারকে পুরোপুরি মোতায়েন করে ফেলার কথা ছিল। এ কথা বলতেই হবে সমস্ত প্রস্তুতি পর্বে চমৎকার ছদ্ম আবরণ এবং আক্রমণের অবস্থানে সৈন্যদের আনার উদ্দেশ্যে চলাচল লুকোনর জন্য গৃহীত ব্যবস্থাবলীর কল্যাণে আমাদের আক্রমণ শত্রুর কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত হয়েছিল।

সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফের নির্দেশ অনুসারে ওয়েস্টার্ন ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের সৈন্যরা ১২ই জুলাই নাৎসীদের ওরেল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করল।

আক্রমণাত্মক অভিযানের আগের রাত্রে ১ম এয়ার আর্মির বম্বার ও দূর পাল্লার বিমানগুলি ১১-শ গার্ডস আর্মির জন্য নির্ধারিত ব্যূহভেদের ক্ষেত্রে অবস্থিত শত্রু গোষ্ঠীগুলিকে আক্রমণ করল। গোলন্দাজ প্রস্তুতি শুরু হল ১২ই জুলাই ভোর থেকে। সোভিয়েত কামানগুলি শত্রু অবস্থানের উপর বিধ্বংসী আঘাত হানল। শত্রুর সম্মুখ রণাঙ্গনে এবং গভীরে বিস্ফোরণ, ধোঁয়া আর আগুনের ঘন দেওয়াল গড়ে উঠল। আগুনের ঘূর্ণিঝড় জার্মান সুরক্ষিত অবস্থানগুলিকে উড়িয়ে নিয়ে গেল, শত্রুর শিবিরে মৃত্যু ও ত্রাসের বন্যা বহিয়ে দিল। হাজার হাজার কামান দিয়ে তৈরি কামান-যূথের আওয়াজ চল্লিশ-পঞ্চাশ কিলোমিটার দূর থেকে পর্যন্ত শোনা যেতে লাগল। পূর্ব নির্ধারিত সঙ্কেত পেয়ে বর্ধিত শক্তিসমৃদ্ধ ছটি পদাতিক ডিভিশনই শত্রুর অবস্থানগুলির দিকে ধেয়ে গেল ওই প্রবল অবিরাম অগ্নিবর্ষণের পর। একই সঙ্গে আক্রমণকারী বিমান ও বম্বারগুলি তরঙ্গে তরঙ্গে শত্রুর সৈন্য-গঠনগুলিকে আঘাত করতে থাকল।

শত্রুর প্রবল প্রতিরোধ এবং কঠিন জলাভূমি ও বনবহুল জমি সত্ত্বেও

আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রথম কয়েকদিনে আর্মি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করল। দ্বিতীয় দিনের শেষের দিকে আমাদের সৈন্যরা শত্রু প্রতিরক্ষার ২৫ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত ভেদ করে ফেলল। ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের সৈন্যরাও সাফল্য অর্জন করল। জেনারেল বেলভের ৬১ তম আর্মির আক্রমণ গোষ্ঠী বোলখভ এলাকার শত্রু প্রতিরক্ষার মধ্যে ৩ থেকে ৭ কিলোমিটার পর্যন্ত ঢুকে পড়ল। জেনারেল এ. ভি. গোরবাতভের ৩য় আর্মি এবং জেনারেল ভি. ওয়াই কোলপাকচির ৬৩তম আর্মি নোভোসিল এলাকা থেকে ওরেলের দিকে অগ্রসর হয়ে ১৩ই জুলাই রাত্রি শুরু হওয়ার মধ্যে নাৎসী প্রতিরক্ষার ভিতরে ১৪-১৫ কিলোমিটার ঢুকে গেল।

ওয়েস্টার্ন ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের সৈন্যদের প্রদত্ত আঘাত ওরেল ক্ষেত্রের শত্রু প্রতিরক্ষাকে আক্ষরিক অর্থেই আমূল কাঁপিয়ে দিল। ১৩ই জুলাই তাদের পরিস্থিতি সম্পর্কিত রিপোর্টে নাৎসী ২য় প্যানৎসার আর্মি ও ৯ম আর্মি জানাল, "২য় প্যানৎসার আর্মির বিরুদ্ধে আক্রমণের পরিসর থেকে আজই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে শত্রু ওরেল এলাকা সম্পূর্ণ দখল করার লক্ষ্য স্থির করেছে।.... ...ইস্টার্ন রণাঙ্গনের এক ব্যাপক অংশ জুড়ে গত ৪৮ ঘণ্টায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। লড়াইয়ের ভারকেন্দ্র ২য় প্যানৎসার আর্মির ক্ষেত্রের মধ্যে সরে এসেছে। সেখানে অবিশ্বাস্য গতিতে সঙ্কট ঘনিয়ে এসেছে।"

১৯শে জুলাইয়ের মধ্যে ১১-শ গার্ডস আর্মির সৈন্যরা জার্মান-অধিকৃত ভূমির ভিতরে প্রায় ৭০ কিলোমিটার এগিয়ে গেল এবং শত্রুর ওরেল গোষ্ঠীর প্রধান সরবরাহ লাইন বিপন্ন করে ফেলল। ৬১তম আর্মি তখন বোলখভের নিকটস্থ হচ্ছিল, এদিকে ৩য় ও ৬৩তম আর্মিগুলি ইতিমধ্যে ওলেশনায়া নদীর উপর পশ্চাদভাগের লাইন ভেদ করে ফেলেছিল এবং তার পশ্চিমে ১০ কিলোমিটার এগিয়ে গিয়েছিল। সোভিয়েত অগ্রগতি, বিশেষত ১১-শ গার্ডস আর্মির অগ্রগতি রুখতে নাৎসী কম্যাণ্ড একটার পর একটা ডিভিশনকে যুদ্ধে নামাতে লাগাল। এক সপ্তাহের মধ্যে তারা ১০টি ডিভিশন দিয়ে ২য় প্যানৎসার আর্মির শক্তিবৃদ্ধি করল। ফলত ১১-শ গার্ডস আর্মির আক্রমণের এলাকায় জার্মানরা কিছু সময়ের জন্য প্রবলতর শক্তি তৈরি করে তুলল, যদিও তার জন্য তাদের ৯ম আর্মিকে যথেষ্ট দুর্বল করে ফেলতে হল। তার ফলে সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের পক্ষে ১৫ই জুলাই প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে যাওয়ার দিক থেকে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হল।

ওরেল ক্ষেত্রে লড়াই তীব্রতর হয়ে উঠল। শত্রুকে তার সংখ্যাগত প্রাধান্যের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার জন্য জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স তাঁদের রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিকে সবচেয়ে সঙ্কটজনক মুহূর্তগুলিতে লড়াইয়ে নামাতে লাগলেন। ২০শে জুলাই ১১-শ গার্ডস আর্মির দক্ষিণ পক্ষে জেনারেল আই. আই. ফেজ্যুনিনস্কির ১১-শ আর্মিকে নামান হল। ওই একই দিনে জেনারেল পি. এস. রাইবালকোর ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মিকে ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের অংশে নামান হল। ২৬শে জুলাই জেনারেল ভি. এম. বাদানভের ৪র্থ ট্যাঙ্ক আর্মি ১১-শ গার্ডস আর্মির আক্রমণের এলাকায় লড়াইয়ে যোগ দিল।

এই সমস্ত ব্যবস্থার ফল ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের ১১-শ গার্ডস ও ৪র্থ ট্যাঙ্ক আর্মির সঙ্গে সহযোগিতায় ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের ৬১তম আর্মি ২৯শে জুলাই বোলখভ মুক্ত করল এবং তার ভিতর দিয়ে ওরেলস্থ নাৎসী ফৌজকে সরাসরি উত্তর-পশ্চিম থেকে বেষ্টিত হওয়ার বিপদের সম্মুখীন করল।

একই সময়ে ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের প্রধান শক্তিগুলি পূর্ব থেকে ওরেলের উপর অগ্রগতি চালু রাখল। সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের দক্ষিণ পক্ষের সৈন্যরা তাদের গোড়াকার অবস্থান পুনর্দখল করে উত্তর-পশ্চিমে ক্রোমি অভিমুখে আক্রমণ চালিয়ে গেল এবং ১৬ দিনের লড়াইয়ের পর ৩০শে জুলাইয়ের মধ্যে ৪০ কিলোমিটার এগিয়ে গেল। আমাদের রণাঙ্গনগুলির অগ্রসরমান সৈন্যরা গেরিলা বাহিনীগুলির কাছ থেকে অমূল্য সাহায্য পেয়েছিল। জুলাইয়ের শেষের মধ্যে ১১-শ গার্ডস, ৪র্থ ট্যাঙ্ক ও ৬১তম আর্মিগুলি শত্রুর ওরেল গোষ্ঠীর প্রধান সরবরাহ লাইনে পৌঁছে গেল। ৩রা আগস্ট রাত্রে ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের ৫ম, ১২৯তম ও ৩৮০তম ডিভিশনগুলি ওরেল আক্রমণ করল এবং ৫ই সকালে ওরেল মুক্ত করল।

ওই একই দিনে জেনারেল কোনেভের স্তেপি রণাঙ্গন জেনারেল ভাতুতিনের ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সহায়তায় প্রবল যুদ্ধের পর বেলগোরোদে প্রবেশ করল।

সুযোগ ও পরিসরের দিক থেকে কুরস্কের লড়াই মস্কো ও স্তালিনগ্রাদের লড়াইগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মস্কোয় প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের শুরুতে দুপক্ষে যুদ্ধে জড়িত সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ, ভলগার তীরের যুদ্ধে জড়িত ছিল ২০ লক্ষ, আর কুরস্কের যুদ্ধে জড়িত ছিল ৩০ লক্ষের বেশি। কুরস্কের যুদ্ধের অনুরণন নাৎসী জার্মানি ও তার তাঁবেদারদের কাঁপিয়ে

দিয়েছিল। কুরস্ক বালজে আমাদের বিজয়ের তাৎপর্যকে খাটো করার চেষ্টায় ইতিহাসের বিকৃতিকারীরা একে একটা সাধারণ লড়াই হিসাবে দেখায় এবং অনেক সময়ে একে অন্য লড়াইয়ের থেকে আলাদা করেও দেখায় না। কেউ কেউ একে ইঙ্গ-মার্কিন ফৌজের সিসিলি দখলের সঙ্গে তুলনা করে। এই তুলনা কতদূর অবাস্তব তা বোঝার জন্য কেবল একটা কথা স্মরণ করলেই হবে যে সিসিলি রক্ষিত হচ্ছিল কেবল অক্ষশক্তির এগারোটি ডিভিশনের দ্বারা, আর কুরস্ক বালজে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল সত্তরটি নাৎসী ডিভিশন।

ভয়ঙ্করতা ও দৃঢ়তার দিক থেকে কুরস্কের যুদ্ধের কোনও তুলনা নেই। নাৎসীরা নিজেরাই একে অভিহিত করেছিল "জার্মানির বিজয়ের জন্য শেষ লড়াই" বলে।

আমরা জয়লাভ করেছিলাম কারণ দেশরক্ষায় সমগ্র সোভিয়েত জনগণ তাদের সশস্ত্র ফৌজের সঙ্গে একত্রে সমুত্থিত হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শ নাৎসী জার্মানির অর্থনীতি, রাজনীতি ও মতাদর্শের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

আমর' জয়লাভ করেছিলাম কারণ আমাদের সশস্ত্র ফৌজে অফিসার ও সৈন্যরা চমৎকার ছিল ও তাদের শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্র ছিল; কারণ তারা যুদ্ধের আগুনে পোড় খেয়েছিল এবং এক পরাক্রান্ত, ধ্বংসাতীত শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। ততদিনে শত্রুকে পরাস্ত করার লড়াই সুকৌশলে সংগঠন করার দক্ষতাসম্পন্ন বহু অনন্য সাধারণ জেনারেল, অভিজ্ঞ কম্যাণ্ডার, রাজনৈতিক কর্মী ও স্টাফ অফিসারের এক সম্পূর্ণ তারকামণ্ডলীর অভ্যুদয় ঘটে গিয়েছিল। আমরা জয়লাভ করেছিলাম কারণ কুরস্ক, ওরেল ও বেলগোরোদের ভূমিকে রক্ষা করেছিল ও নাৎসী আক্রমণকারীদের কবল মুক্ত করেছিল আমাদের বহুজাতিক দেশের সকল জাতির প্রতিনিধিরা, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা শত্রুকে এমন আঘাত দিয়েছিল যা সে আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আমরা জয়লাভ করেছিলাম কারণ আমাদের অনুপ্রেরিত করেছিল ও পরিচালনা করেছিল গৌরবময় কমিউনিস্ট পার্টি।



জেনারেল অব দা আর্মি

সেমিয়ন ইভানভ*

কুরস্কের যুদ্ধ এবং রণনীতি ও রণনৈপুণ্যের উপর তার প্রভাব

কুরস্কের লড়াইতে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিজয় সোভিয়েত যুদ্ধকলার উচ্চ স্তরের সাক্ষ্য দেয়। এই বিজয় আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক উভয় লড়াইতেই বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের সুকৌশলী ব্যবহার করেছিল। সোভিয়েত কম্যাণ্ড স্টাফ দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন রণপদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণের বীরত্বপূর্ণ প্রয়াসের যুক্তিসঙ্গত ফল এই বিজয়। এ ছিল সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অফিসার ও সৈন্যদের ক্রমবর্ধমান নৈপুণ্যের ও তাদের সুউচ্চ মনোবলের চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত। কুরস্কের লড়াইতে সোভিয়েত সেনাবাহিনী সমস্ত সঞ্চিত যুদ্ধ-অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছিল, বিভিন্ন ধরণের বাহিনীর এবং বিভিন্ন সমরাস্ত্র নিয়োগের নতুন নতুন পদ্ধতির বিকাশ ঘটিয়েছিল।

সোভিয়েত যুদ্ধকলার বিকাশে কুরস্কের লড়াই একটি প্রধান পথচিহ্ন। যুদ্ধ চালানর রূপ ও পদ্ধতির উন্নতি সাধনের উপর এ লড়াই নিঃসন্দেহে একটা বড় প্রভাব ফেলেছিল। মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের মধ্যেকার সব কটি পরবর্তী লড়াইতে সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজ জনবলে ও অস্ত্রশস্ত্রে প্রাধান্য বজায় রেখেছিল কিন্তু কুরস্কের লড়াইতে পরিস্থিতি ও বিভিন্ন শক্তির আন্তঃসম্পর্ক যেমন ছিল তেমনটি আমরা প্রায়ই পেতাম তা নয়।

এই লড়াইয়ের পরে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের সামরিক ও রাজনৈতিক

* জেনারেল ইভানভ ছিলেন কুরস্কের লড়াইয়ে ভরোনেঝ রণাঙ্গনের চিফ অব স্টাফ। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধি পেয়েছিলেন।

পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য দাঁড়াল এই যে রণনৈতিক উদ্যোগ সোভিয়েত কম্যাণ্ডের হাতে সম্পূর্ণ এসে গেল। এই পর্যায়টা ছিল প্রধানত নিয়ামক সামরিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্যসহ রণনৈতিক আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের সময়। সেইজন্যই ১৯৪৪-৪৫ সালের অভিযানগুলিতে সেনাবাহিনী পর পর এবং একই সময়ে বৃহদাকার রণনৈতিক আক্রমণাত্মক লড়াই সংগঠিত করার ও পরিচালনা করার নৈপুণ্য বিকশিত ও উন্নত করে চলেছিল।

সোভিয়েত কম্যাণ্ড কর্তৃক রণনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অনুকূলে শক্তির অনুপাতের মৌলিক পরিবর্তন জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে সক্ষম করেছিল সশস্ত্র ফৌজকে যুদ্ধের প্রথমার্ধের তুলনায় আরও গুরুত্বপূর্ণ রণনৈতিক কর্তব্য দিতে।

কুরস্কের লড়াইয়ে ও পরবর্তী রণনৈতিক আক্রমণাত্মক অভিযানে যেখানে লক্ষ্য ছিল প্রধানত দক্ষিণ দিককার এবং অংশত মধ্যভাগের নাৎসী গোষ্ঠীগুলিকে চূর্ণ করা ও শত্রুকে নীপারের ওপারে ঠেলে নিয়ে যাওয়া, সেখানে ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালীন ও হৈমন্তিক অভিযানের কর্তব্য ছিল শত্রুর সমস্ত প্রধান রণনৈতিক গোষ্ঠীগুলিকে বিপর্যস্ত করা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমানা ছাড়িয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়া। একথা সুবিদিত যে মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ের ফল হয়েছিল নাৎসী অত্যাচার থেকে অনেকগুলি ইউরোপীয় দেশের মুক্তি, ভেরমাখটের সম্পূর্ণ বিপর্যয় এবং তার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ।

কুরস্কের লড়াইয়ের সাফল্যের পক্ষে অন্যতম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল **শত্রুদের পরিকল্পনা ও সৈন্য কেন্দ্রীভবন সময়মত ও সম্পূর্ণভাবে আবিষ্কার করতে পারা।** এর ফলে সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ডের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে রণনৈতিক দিক থেকে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত আগে থেকে নেওয়া ও সেগুলিকে কার্যকর করা।

কুরস্কের লড়াইয়ে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স শত্রুদের পরিকল্পনা আবিষ্কার করার এবং তাদের সৈন্যদের শক্তি ও অবস্থান নির্ণয় করার জন্য গোয়েন্দা কাজের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে থাকলেন। নাৎসী কম্যাণ্ডের সম্ভাব্য ক্ষমতা ও মতলব সম্পর্কে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য খবর হাতে থাকায় জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপাদানগুলিকে খেয়ালের মধ্যে রেখে প্রধান আক্রমণের গতিমুখ সঠিকভাবে নির্ণয় করার অবস্থায়

এসেছিলেন এবং যে গোষ্ঠীর পরাজয় পরবর্তী রণনৈতিক কর্তব্য সকলভাবে সমাধান করার পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে সেই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নিজেদের সৈন্য মোতায়েন করার অবস্থায় এসেছিলেন।

উদাহরণস্বরূপ ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালীন ও হৈমন্তিক অভিযানে সুপ্রীম কম্যাণ্ড প্রধান আঘাতকে রণাঙ্গনের দক্ষিণ থেকে মধ্যভাগের অংশে সরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। সোভিয়েতের প্রধান প্রয়াস দক্ষিণের দিকে কেন্দ্রীভূত হবে মনে করে শত্রুরা এরকম রণনৈতিক চাল আশা করেনি এবং নিজেদের সৈন্যদের মধ্যভাগের অংশে স্থানান্তরিত করতে পারেনি ফলত ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মে তারা বাইলোরুশিয়া ও পশ্চিম ইউক্রাইন দুই জায়গাতেই বিপুল পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। ১৯৪৫ সালের শীতেও এই একই ব্যাপার ঘটেছিল। ১৯৪৪ সালের হেমন্তকালে বার্লিনের বিরুদ্ধে রণনৈতিক আক্রমণাত্মক অভিযানের পথ পরিষ্কার করার জন্য সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের পার্শ্বদেশে অনেকগুলি বড় বড় লড়াই চালালেন, শত্রুদের বাধ্য করলেন মধ্যভাগের অংশ থেকে সৈন্য সরিয়ে আনতে, তারপর ১৯৪৫ সালের জানুয়ারিতে মধ্যভাগে আবার একটা বিচূর্ণকারী আঘাত হানলেন।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক উপাদানগুলি যথাযথ হিসাব করে প্রধান প্রয়াসের গতিমুখ সঠিকভাবে নির্ধারণ এবং সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজ পরবর্তী আঘাত কোথায় হানবে সে সম্বন্ধে শত্রুর অজ্ঞতা রণনৈতিক আক্রমণাত্মক অভিযান সংগঠন ও পরিচালনায় কুরস্কের লড়াইতে অর্জিত অভিজ্ঞতার সৃজনশীল বিকাশকে ছবির মত তুলে ধরেছিল।

প্রধান প্রয়াসের গতিমুখে শক্তি কেন্দ্রীভূত করার কলাও আরও বিকশিত হয়েছিল। এই সূত্রে একথা বিশেষ করে বলা দরকার যে রণনৈতিক আক্রমণাত্মক অভিযানের পরিসর এবং প্রধান আক্রমণের ক্ষেত্র উভয়ই উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়েছিল। একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালীন ও হৈমন্তিক অভিযানের সময়ে প্রধান আক্রমণের গতিমুখে রণাঙ্গনের লাইন যেখানে ৬০০ কিলোমিটার ব্যাপী ছিল, সেখানে ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালীন ও হৈমন্তিক অভিযানে তা ছিল প্রায় ১২০০ কিলোমিটারব্যাপী। আক্রমণাত্মক অভিযানে প্রধান আক্রমণের গতিমুখে নিয়োজিত সৈন্যদের শক্তি এবং তাদের কেন্দ্রীভবনের মাত্রা (রণক্ষেত্রে নিযুক্ত বাহিনীর সব কটি রণাঙ্গনের

শতাংশ হিসাবে) নিম্নোক্ত অঙ্কগুলি থেকে পরিমাপ করা যায়। কুরস্কে আক্রমণাত্মক অভিযানের সময়ে ছিল ২৩ লক্ষ সৈন্য (৩৮ শতাংশ), ৩৫০০০-এর উপর কামান ও মর্টার (৩৪ শতাংশ), প্রায় ৫০০০ ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান (৫০ শতাংশ) এবং প্রায় ৪০০০ যুদ্ধ বিমান[১] (৪৪ শতাংশ), আর বাইলোরুশীয় লড়াইতে ছিল ২৫ লক্ষ সৈন্য, ৪১০০০ কামান ও মর্টার (৪৮ শতাংশ), ৬০১০ ট্যাঙ্ক এবং স্বয়ং চালিত কামান এবং ৭০০০ যুদ্ধ বিমান (৫৩ শতাংশ)।

রণনৈতিক লড়াইগুলিতে প্রয়াস ক্রমশ বাড়ানর যে কলা কুরস্কের লড়াইয়ে চমৎকারভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছিল, মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের শেষ বছরের অভিযানগুলিতে তা আরও বিকশিত হয়েছিল। ওরেল ও বেলগোরোদ-খারকভ আক্রমণাত্মক লড়াইগুলি যদিও কুরস্কের যুদ্ধের অংশ ছিল, সঙ্গে সঙ্গে তারা আবার সোভিয়েত সেনাবাহিনীর ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মের রণনৈতিক আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রথম এবং নিয়ামক লড়াইও ছিল। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালীন ও হৈমন্তিক অভিযান কিভাবে এগিয়েছিল তা স্মরণ করা চিত্তাকর্ষক হবে। এই অভিযান শুরু হয়েছিল ১২ই জুলাই ওয়েস্টার্ন ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনগুলির আক্রমণাত্মক লড়াই দিয়ে। সেণ্ট্রাল রণাঙ্গন আক্রমণাত্মক অভিযানে গিয়েছিল ১৫ই জুলাই, আর ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গন গিয়েছিল ৩রা আগস্ট। তারপর এসেছিল স্মোলেনস্ক অভিমুখে ওয়েস্টার্ন ও কালিনিন রণাঙ্গনের আক্রমণাত্মক অভিযান (যথাক্রমে ৭ই ও ১৩ই আগস্ট) এবং দনবাসে সাউথ-ওয়েস্টার্ন ও সাদার্ন রণাঙ্গনের আক্রমণাত্মক অভিযান (১৩ই ও ১৮ই আগস্ট)।

রণনৈতিক অভিযানের রণাঙ্গনকে পর পর দুটি বা তিনটি রণাঙ্গন ও তারপর আরও ছয়টি বা সাতটি রণাঙ্গন নামানর মধ্যে দিয়ে সম্প্রসারণ করা ছিল মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে সোভিয়েত যুদ্ধকলার সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যমূলক লক্ষণ। রণনৈতিক লড়াইয়ের এই পদ্ধতি এর আগে ১৯৪১-৪২ ও ১৯৪২-৪৩-এর শীতকালীন অভিযানে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং তারপর মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের মধ্যে পরবর্তী অভিযানগুলিতে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে গ্রীষ্মকালীন ও হৈমন্তিক অভিযান, যা ১ম বাল্টিক এবং ৩য়,২য় ও ১ম

১ ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের বিমান চলাচলের একটা অংশকে কেবল ধরে কিন্তু দূর-পাল্লার বিমান চলাচল ও ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা বাহিনী বাদ দিয়ে।

বাইলোরুশীয় রণাঙ্গন কর্তৃক মিনস্ক অভিমুখে আক্রমণ দিয়ে শুরু হয়েছিল, তাতে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স তাঁদের রণনৈতিক প্রয়াস জোরাল করে তুলেছিলেন এবং আরও ছয়টি রণাঙ্গনকে রণনৈতিক আক্রমণাত্মক অভিযানে নামিয়েছিলেন (১০ই জুলাই ২য় বাল্টিক, ১ম ইউক্রাইনীয় ১৩ই জুলাই, ৩য় বাল্টিক ১৭ই জুলাই, লেনিনগ্রাদ ২৪শে জুলাই, এবং ২য় ও ৩য় ইউক্রাইনীয় ২০শে আগস্ট)। সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের মোট তিনটি রণনৈতিক মঞ্চেই এ বিপুল সাফল্য এনেছিল।

দেশের সামরিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্য ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রণনীতিগত কলার আরও উন্নতি সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ডের পক্ষে যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে অন্যান্য রণনৈতিক আক্রমণাত্মক পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভবপর করেছিল। পর পর আক্রমণ জোরাল করে তোলার বদলে তাঁরা সমগ্র রণনৈতিক রণাঙ্গন জুড়ে এক আক্রমণাত্মক অভিযান চালিয়েছিলেন। রণনৈতিক আক্রমণ চালানর কলায় এ ছিল এক নতুন অগ্রসর পদক্ষেপ।

বিভিন্ন অভিমুখে ক্রিয়াশীল রণাঙ্গন-গোষ্ঠী-গুলির মধ্যে রণনৈতিক সহযোগিতা কিভাবে সংগঠিত করতে হয় সে ব্যাপারে কুরস্কের লড়াই এক শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত। এই সহযোগিতা সংগঠিত হয়েছিল মূল রণনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের দিকে অর্থাৎ কুরস্ক বালজে শত্রুর প্রধান শক্তিকে পর্যুদস্ত করার দিকে নজর রেখে। সমস্ত রণাঙ্গনগুলির প্রয়াসের এই উদ্দেশ্যময় সমন্বয়সাধন কেবল প্রধান লক্ষ্য পূরণেই সাফল্য আনেনি, অন্যান্য ক্ষেত্রেও বড় বড় সাফল্য এনেছিল। কুরস্কের লড়াইয়ে অর্জিত রণনৈতিক সহযোগিতা সংগঠনের এই অভিজ্ঞতা পরবর্তী লড়াই ও অভিযানগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

কুরস্কের লড়াই রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তির উদ্দেশ্যময় নিয়োগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রধান প্রয়াসের গতিমুখে দ্বিতীয় রণনৈতিক স্তরে নিয়োজিত স্তেপি রণাঙ্গন যুদ্ধের সময়ে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তির মধ্যে সবচেয়ে প্রবল ছিল। কুরস্কের লড়াইয়ের শুরুতে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের হাতে যে সংরক্ষিত শক্তি ছিল তার অর্ধেকের বেশি ছিল এই রণাঙ্গনের অন্তর্ভুক্ত। সময়মত নিয়োজিত এবং ইচ্ছাকৃত আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে মোতায়েন স্তেপি রণাঙ্গন আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক উভয় অভিযানের জন্যই প্রস্তুত ছিল। অনুকূল অবস্থান দখল করে এই রণাঙ্গন কুরস্ক বালজে

প্রতিরক্ষার গভীরতাকে ২৫০-৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়িয়েছিল এবং ফলত প্রতিরক্ষাকে নিশ্চিতভাবে শক্তিশালী করেছিল। কিন্তু এই রণাঙ্গনকে কিভাবে ব্যবহার করা হবে বলে ঠিক হয়েছিল এ তার একটিমাত্র দিক। কোনও মতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন আর একটা দিক ছিল যখন প্রথম স্তরের রণাঙ্গনগুলি আত্মরক্ষামূলক থেকে আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে চলে গেল তখন গভীর থেকে আক্রমণ জোরাল করে তোলায় যে নিয়ামক ভূমিকা এই রণাঙ্গনকে দেওয়া হয়েছিল সেটি। কুরস্কের লড়াইয়ে স্তেপি রণাঙ্গনের স্থান ও ভূমিকা নির্ণয় সুপ্রীম কম্যাণ্ডের দূরদর্শিতা এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের প্রতিনিধি মার্শাল ভ্যাসিলেভস্কির প্রত্যক্ষ পরিচালনায় রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড কর্তৃক শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করায় ও প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযান করায় সৈন্যদের সুকৌশলী নিয়োগ অত্যন্ত লক্ষ্যণীয় ফল এনে দিয়েছিল এ কথা সুবিদিত।

কুরস্কের লড়াইতে রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিকে নিয়োগের অভিজ্ঞতাকে খুঁটিয়ে বিচার করে ও আত্মস্থ করে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স পরবর্তী লড়াই-গুলিতে তা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই অভিযানের বিশ্লেষণ থেকে দেখা গিয়েছিল যে নিম্নোক্ত কর্তব্যগুলি সমাধা করার জন্য সংরক্ষিত শক্তিগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছিল :

(১) লড়াইগুলির প্রস্তুতিতে রণনৈতিক গোষ্ঠীগুলিকে গঠন করা। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে এই উদ্দেশ্যে পাচটি ফিল্ড, দুটি ট্যাঙ্ক ও দুটি এয়ার আর্মিকে ব্যবহার করা হয়েছিল, আর ১৯৪৪-৪৫ সালের শীতকালে করা হয়েছিল ১১টি ফিল্ড ও চারটি ট্যাঙ্ক আর্মিকে।

(২) চলতি লড়াইয়ের এলাকার গভীরে প্রধান আক্রমণের জায়গায় আক্রমণকে জোরাল ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গতিবেগ বাড়ান।

(৩) প্রধান গোষ্ঠীগুলির পার্শ্বরক্ষা করা।

(৪) আক্রমণের গতিপথে উদ্ভূত নতুন কর্তব্যগুলি সমাধা করতে সক্ষম হওয়ার জন্য রণাঙ্গনগুলির শক্তিবৃদ্ধি করা। উদাহরণ স্বরূপ, এই রকম ঘটেছিল বাইলোরুশীয় লড়াইয়ের সময়ে, যখন ১ম বাল্টিক রণাঙ্গনের নির্ধারিত কর্তব্যে পরিবর্তন করা হয়েছিল তখন তাকে দুটি ফিল্ড আর্মি যুগিয়ে তার শক্তিবৃদ্ধি করা হয়েছিল।

(৫) শত্রুর প্রতি-আক্রমণ প্রতিহত করার পর রণাঙ্গনগুলি যখন

আক্রমণাত্মক অভিযানে গিয়েছিল তখন সেগুলিকে শক্তিশালী করা, যেমন করা হয়েছিল বালাতন লড়াইয়ের সময়ে এবং এই অবস্থা থেকে উদ্ভূত আরও অনেক কর্তব্য সমাধা করার সময়ে।

সোভিয়েতের চলতি লড়াই পরিচালনা কলার বিকাশেও কুরস্কের যুদ্ধ কম গুরুত্বপূর্ণ অবদান করেনি। রণাঙ্গনের ও আর্মির পরিসরে আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক লড়াই সংগঠনে ও পরিচালনায় অর্জিত অভিজ্ঞতা সমগ্র সশস্ত্র ফৌজ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছিল এবং যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের রণনৈতিক লড়াই চালনায় সোভিয়েত সৈন্যদের সাফল্যের জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী ছিল।

কুরস্কে সোভিয়েত প্রতিরক্ষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে সেগুলি অত্যন্ত গভীর ছিল এবং ব্যূহ-রচিত প্রতিরক্ষার ও চলতি লড়াইয়ের এলাকার গভীরে অবস্থিত প্রতিরক্ষা লাইনগুলি ভালভাবে সুরক্ষিত ছিল এবং আগে থেকেই সেগুলিতে সৈন্য মোতায়েন করা ছিল। ঠিক এই কারণেই শত্রুর সাঁজোয়া শক্তিগুলির একত্রে বিরাট আক্রমণগুলি মুখে সোভিয়েত সৈন্যরা সফলভাবে প্রতিরোধ করেছিল।

কুরস্কের যুদ্ধে আত্মরক্ষায় নিরত রণাঙ্গনগুলি চলতি লড়াইয়ের জন্য দুই স্তরে বিন্যস্ত ছিল এবং তাদের বিভিন্ন রকমের প্রবল সংরক্ষিত শক্তি ছিল। মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে এই প্রথম চলতি লড়াইয়ের এলাকার গভীরে সৈন্য বিন্যাস ৫০-৭০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছেছিল। যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়গুলিতে শত্রুদের আর এত প্রবল আক্রমণ করার শক্তি ছিল না, কাজেই এত গভীর পর্যন্ত সোভিয়েত সৈন্য মোতায়েন করা অনাবশ্যক হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল লেক বালাতনে ৩য় ইউক্রাইনিয়ান রণাঙ্গন কর্তৃক আত্মরক্ষামূলক লড়াই যেখানে তাদের সৈন্যরা দুই স্তরে নিয়োজিত হয়েছিল ও সৈন্য-বিন্যাসের গভীরতা ৪০-৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছেছিল। কুরস্কে প্রতিরক্ষা দেখিয়েছিল যে তার শক্তি বহুল পরিমাণে নিশ্চিত হয়েছিল সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের উচ্চমাত্রায় ঘনত্বসম্পন্ন পরাক্রান্ত স্তরের দ্বারা ব্যূহ রচনায়। উদাহরণস্বরূপ, সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের ঘটনাবলীতে এ জিনিস ছবির মত ফুটে উঠেছিল, যেখানে শত্রুরা আমাদের প্রতিরক্ষায় ফাটল ধরাতে পেরেছিল কেবল ৬-১২ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত। পরবর্তী আত্মরক্ষামূলক লড়াইগুলিতে কুরস্কের অভিজ্ঞতা হিসাবের মধ্যে রাখা হয়েছিল এবং রণাঙ্গনের প্রধান প্রয়াস মূলত ব্যূহ রচিত প্রতিরক্ষা

এলাকাগুলিকে ধরে রাখার জন্য এবং প্রতিরোধের প্রধান লাইনকে ধরে রাখার জন্য, যেখানে আমরা রণাঙ্গনগুলির প্রথম স্তরে আমাদের সমস্ত আর্মিগুলির ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ (এবং কখনও কখনও এমনকি আরও বেশি) কেন্দ্রীভূত করেছিলাম।

কুরস্কে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল শত্রুর এগোনর সম্ভাব্য পথ ধরে সৈন্যদের বিপুলভাবে মোতায়েন করা। সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের গোটা প্রতিরক্ষার সম্মুখভাগের মাত্র ৩০ শতাংশ একটা লাইনের উপর আমাদের ফৌজের বেশির ভাগ কেন্দ্রীভূত হয়ে শত্রুর আক্রমণাত্মক গোষ্ঠীগুলির মোকাবিলা করা আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের সফল পরিণতির পক্ষে অন্যতম নিয়ামক উপাদান ছিল।

পরবর্তী আত্মরক্ষামূলক লড়াইগুলিতে আমাদের কম্যাণ্ড শত্রুর উদ্দেশ্য সময়মত আবিষ্কার করে বিপজ্জনক এলাকাগুলিতে বিরাট আকারের আক্রমণ প্রতিহত করার মত সৈন্য কেন্দ্রীভূত করেছিলেন এবং সেইভাবে নাৎসীদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করেছিলেন। লেক বালাতনে ৩য় ইউক্রাইনিয়ান রণাঙ্গন যে আত্মরক্ষামূলক লড়াই করেছিল তা এর একটি দৃষ্টান্ত। ৮০ কিলোমিটারব্যাপী একটি অংশে, অর্থাৎ মোট সম্মুখভাগের প্রায় ২৯ শতাংশে এই রণাঙ্গন তিনটি আর্মি (৪র্থ গার্ডস, ২৬তম ও ২৭তম) এবং তিনটি কোরকে (১৮-শ ও ২৩তম ট্যাঙ্ক এবং ১ম গার্ডস মেকানাইজড) নিয়োগ করেছিল, যখন ২০০ কিলোমিটারের বেশি লম্বা একটা লাইনে, শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা যেখানে কম ছিল, সেখানে নিয়োগ করেছিল মাত্র দুটি আর্মিকে (৫৭তম এবং ১ম বুলগেরিয়ান)।

প্রতিরক্ষার স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল রণভূমিকে সংগঠিত করা। কুরস্কের আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে ভূমি সংগঠন খুব উন্নত ধরণের হয়েছিল, চলতি লড়াইয়ের দিক থেকে এবং রণনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বহুদুর প্রসারিত একটি ব্যবস্থা ছিল এর বৈশিষ্ট্য। ভূমি সংগঠনের প্রধান উপাদান ছিল ট্রেঞ্চ ও প্রবেশ পথ, শক্ত প্রতিরক্ষা বিন্দু, অবস্থানের স্থানান্তরের ব্যবস্থা ও নানা ধরণের প্রতিবন্ধক, প্রধানত মাইন ক্ষেত্র তৈরি। ভূমি সংগঠনের এই সমস্ত উপাদান ১৯৪৪-৪৫-এর লড়াইগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। আত্মরক্ষামূলক লড়াইগুলির প্রস্তুতিতে, যেমন কুরস্কের লড়াইতে, জোর দেওয়া হয়েছিল ব্যূহ রচিত প্রতিরক্ষা এলাকাগুলিকে যথাসম্ভব শক্তিশালী করার

উপর। আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে মাইন ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা নিম্নোক্ত অঙ্কগুলি থেকে বোঝা যাবে; কুরস্কের গুরুত্বপূর্ণ খণ্ডগুলিতে প্রতি কিলোমিটার সম্মুখভাগে ২,২০০ ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী ও ২১০০ সৈন্য প্রতিরোধী মাইন ছিল, এবং লেক বালাতেনে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৭০০ ও ২৫০০।

কুরস্কে একটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল, শত্রুর সাঁজোয়া বাহিনীর প্রবল দলনের পরীক্ষায় তা উত্তীর্ণ হয়েছিল। এ ছিল ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী শক্ত বিন্দু ও ট্যাঙ্ক প্রবেশ না করতে পারার মত এলাকা দিয়ে তৈরি একটি সুসংগঠিত ব্যবস্থা, রণাঙ্গনের প্রথম স্তরের আর্মিগুলির গোটা চলতি লড়াইয়ের এলাকার গভীর জুড়ে এগুলি ছড়ান ছিল। রণাঙ্গনের ও আর্মির ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী ব্যবস্থায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিত ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী গোলন্দাজ সংরক্ষিত বাহিনী ও গতিশীল প্রতিবন্ধক ডিট্যাচমেণ্টগুলি।

কুরস্কের লড়াইতে প্রযুক্ত ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা সংগঠনের মৌলিক নীতিগুলি যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত বহাল ছিল। বাল্টিক, স্যান্দোমিয়েরৎস ও লেক বালাতনে এইগুলি নানারকমের ছিল ও উন্নত হয়েছিল। ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী গোলন্দাজ সংরক্ষিত বাহিনীগুলি ক্রমশ বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছিল; এক একটি আর্মির তিনটি থেকে ছটি ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট ছিল এবং এক একটি রণাঙ্গনের ছিল দুটি থেকে চারটি ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী গোলন্দাজ ব্রিগেড। আর্মির সঙ্গে ও রণাঙ্গনের গতিশীল প্রতিবন্ধক ডিট্যাচমেণ্টগুলির সঙ্গে সহযোগিতায় এই সংরক্ষিত শক্তিগুলি ট্যাঙ্কের বিপদসঙ্কুল দিনগুলিতে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী কামানের ঘনত্ব প্রতি কিলোমিটার সম্মুখ রণাঙ্গনে ৪০-৪৫ কামান পর্যন্ত বাড়িয়েছিল।

কুরস্কের ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা শত্রুর সাঁজোয়া শক্তির বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থা ব্যবহারকে অনেক সমৃদ্ধ করেছিল, এই সব ব্যবস্থার মধ্যে ঘেরা অবস্থানের মধ্যেকার কামান, বিমান-প্রতিরোধী কামান এবং অগ্নিবর্ষী রকেটও ছিল। শত্রুর ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে আক্রমণকারী বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী বোমার ব্যবহারও শিক্ষাপ্রদ ছিল।

কুরস্কের প্রতিরক্ষার স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিতে একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিল দ্বিতীয়-

স্তর ও সংরক্ষিত শক্তিগুলির দ্বারা গভীর থেকে এবং সম্মুখ রণাঙ্গন জুড়ে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সুকৌশলী চালাচালি। ভরোনেঝ রণাঙ্গন এ কাজ সকলের চেয়ে বেশি করেছিল। আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের গতিপথে এই রণাঙ্গন তার মোট পদাতিক ডিভিশনগুলির ৩৫ শতাংশ, প্রায় সমস্ত ট্যাঙ্ক, যন্ত্রীকৃত ও মোটরবাহিত পদাতিক ব্রিগেড এবং ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী গোলন্দাজের ৪০ শতাংশেরও বেশিকে পুনর্বিন্যস্ত করেছিল।

সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সুকৌশলী চালাচালি ১৯৪৪-৪৫-এর আত্মরক্ষামূলক লড়াইগুলির গতিপথ ও ফলাফলের উপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব ফেলেছিল। এই সময়ে এই সুকৌশলী চালাচালি আরও উচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছিল। যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে চালাচালির এই পদ্ধতি কুরস্কের মত না হয়ে হয়েছিল প্রধানত রণাঙ্গন জুড়ে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, তাতে কেবল সংরক্ষিত শক্তিগুলিই জড়িত হয়নি, নির্দিষ্টভাবে ধার্য নয় এমন সব খণ্ডগুলিতে প্রথম স্তরের ইউনিটগুলিও জড়িত হয়েছিল।

যুদ্ধের দ্বিতীয়ার্ধে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সর্ববৃহৎ সুকৌশলী চালাচালি করেছিল ১৯৪৪-এর সিয়াওলিয়াই আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে ১ম বাল্টিক রণাঙ্গন এবং ১৯৪৫-এর জানুয়ারিতে বুদাপেস্তে ৩য় ইউক্রাইনিয়ান রণাঙ্গন, যখন ২৪টি পদাতিক ও তিনটি অশ্বারোহী ডিভিশন, একটি ট্যাঙ্ক কোর ও একটি যন্ত্রসজ্জিত কোর এক লড়াইয়ের গতিপথে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছিল, যাতে সোভিয়েত সৈন্যরা পর পর তিনটি আক্রমণ প্রতিহত করেছিল।

কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল উচ্চস্তরের সক্রিয়তা। এই সক্রিয়তা প্রধানত আত্মপ্রকাশ করেছিল রণাঙ্গগুলির দ্বিতীয় স্তর, সংরক্ষিত শক্তি, ট্যাঙ্ক আর্মি ও ট্যাঙ্ক কোর এবং প্রথম স্তরের আর্মিগুলির পৃথক ইউনিটগুলির দ্বারা শত্রুকে প্রদত্ত অনেকগুলি শক্তিশালী প্রত্যাঘাতের মধ্যে।

সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের প্রতি-আক্রমণগুলি শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযান ব্যর্থ করতে একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিল। একটা সত্য যে সৈন্য-গঠন ও ইউনিটগুলিকে নামান সংক্রান্ত ত্রুটি এবং শত্রুর কঠোর প্রতিরোধ আমাদের প্রতিরক্ষা লাইনে ছেদ ঘটান বন্ধ করতে পারেনি। তাসত্ত্বেও, এই প্রতি-আক্রমণগুলি একটা প্রতি-আক্রমণাত্মক [illegible] জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি

করায় অনেক সাহায্য করেছিল।

এই প্রত্যাঘাতগুলির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ ১৯৪৪ সালে স্যান্দোমিয়েরৎসে ১ম ইউক্রানিয়ান রণাঙ্গনের আত্মরক্ষামূলক লড়াইগুলিতে এবং ১৯৪৫ সালে বুদাপেস্তে ৩য় ইউক্রাইনিয়ান রণাঙ্গনের আত্মরক্ষামূলক লড়াইগুলিতে আরও ফলপ্রসূ প্রতি-আক্রমণ করা সম্ভবপর করেছিল।

কুরস্কের যুদ্ধে চলতি লড়াই সংক্রান্ত প্রতিরক্ষার অভিজ্ঞতার এবং মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের প্রতিরক্ষার পরবর্তী বিকাশের উপর তার প্রভাবের এইগুলিই হল সবচেয়ে পরিচায়ক বৈশিষ্ট্য।

কুরস্কের যুদ্ধ আক্রমণাত্মক অভিযানগুলির প্রস্তুতি ও পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক নতুন উপাদান যুগিয়েছিল। উপরন্তু, এ কথাও উল্লেখ করা উচিত যে এই অভিজ্ঞতা ঘন ঘন প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং আত্মরক্ষার অভিজ্ঞতা থেকে এর প্রভাব বৃহত্তর হয়েছিল, কারণ ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে শুরু করে সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজ অনেকগুলি আক্রমণাত্মক অভিযান করেছিল।

আক্রমণাত্মক অভিযানগুলিতে আর্জিত অভিজ্ঞতার প্রভাব প্রধানত আত্মপ্রকাশ করেছিল শত্রুর ইচ্ছাকৃত বহু লাইন সমন্বিত প্রতিরক্ষা ভেদ করার এবং সেই সাফল্যকে চলতি লড়াইয়ের এলাকার গভীরে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে। ওরেলের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা স্বভাবতই বেলগোরোদ খারকভের লড়াইয়ে অভিজ্ঞতার সঙ্গে একই ছিল না, কারণ ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির চরিত্রের দরুণ তাদের পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু এইসব লড়াইতে যেসব ঝোঁক দেখা গিয়েছিল তার মধ্যে অনেকটা অভিন্নতা আছে।

রণাঙ্গনগুলিকে ও আর্মিগুলিকে প্রতিরক্ষা ভেদের ও সাফল্যকে ব্যবহারের যেসব কর্তব্য দেওয়া হয়েছিল সেগুলি সমাধা করার জন্য তারা চলতি লড়াইয়ের ক্ষেত্রের গভীর পর্যন্ত তাদের সৈন্য নিয়োগ করেছিল। এর দরুণ এই যুদ্ধে সর্বপ্রথম রণাঙ্গনগুলিতে দ্বিতীয় স্তর গঠিত হয়েছিল (ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ৪৭তম আর্মি), গঠিত হয়েছিল একটি বা দুটি ট্যাঙ্ক আর্মি নিয়ে প্রবল গতিশীল শক্তির গোষ্ঠীগুলি (ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ১ম ট্যাঙ্ক ও ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মি) এবং প্রবল সংরক্ষিত শক্তি। আর্মির পরিসরে গভীর পর্যন্ত জনবল ও রণসম্ভার বণ্টনের সবচেয়ে নমুনাস্বরূপ দৃষ্টান্ত হল ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের ১১-শ গার্ডস আর্মিকে চলতি লড়াইয়ে যে ভাবে মোতায়েন করা হয়েছিল।

আক্রমণকারী গোষ্ঠী গঠনকারী শক্তিগুলিকে গভীরে মোতায়েন করার ব্যাপারটি ওরেল ও বেলগোরোদ-খারকভ লড়াইগুলি থেকে আরও উন্নীত হয়েছিল। যুদ্ধের দ্বিতীয়ার্ধের সমস্ত আক্রমণাত্মক অভিযানগুলিতে রণাঙ্গন-গুলির একটি থেকে তিনটি ট্যাঙ্ক আর্মি ও সংরক্ষিত শক্তিগুলিকে নিয়ে গঠিত শক্তিশালী গতিশীল গোষ্ঠী ছিল, কখনও কখনও এইসব গোষ্ঠীতে একটি বা দুটি যন্ত্রসজ্জিত অশ্বারোহী (সাঁজোয়া ও অশ্বারোহী) দলও ছিল। যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে রণাঙ্গনগুলি দ্বিতীয় স্তরও গঠন করেছিল, সাধারণত এগুলি একটি কি দুটি ফিল্ড আর্মি নিয়ে তৈরি হত।

কুরস্কের লড়াইতে আক্রমণাত্মক অভিযানগুলি সাফল্যের পক্ষে রণাঙ্গনের প্রধান প্রয়াসের গতিমুখে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র জড়ো করা কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এর প্রকাশ ঘটেছিল চলতি লড়াইয়ের এলাকায় ঘনত্ব বৃদ্ধিতে, প্রতিরক্ষা ভেদের এলাকা সঙ্কোচনে এবং ভেদের এলাকার সংখ্যা রণাঙ্গন পিছু একটি কি দুটি ও আর্মি পিছু একটিতে নামিয়ে আনায়। কুরস্কের লড়াইতে একটি খণ্ডে শত্রু প্রতিরোধ ভেদ করা হয়েছিল একই রণাঙ্গনের দুটি আর্মির (ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের ৩য় ও ৬৩তম আর্মির) অথবা ভিন্ন ভিন্ন রণাঙ্গনের দুটি আর্মির (ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ৫ম গার্ডস আর্মি এবং স্তেপি রণাঙ্গনের ৫৩তম আর্মির লাগোয়া পার্শ্বদেশ একত্র করে।

ভরোনেঝ রণাঙ্গন খণ্ডে লড়াই থেকে প্রধান আক্রমণের গতিমুখে জনবল ও রণসম্ভার কি পরিমাণে জড়ো করা হয়েছিল তার একটা ধারণা পাওয়া যায়। মোট সম্মুখ রণক্ষেত্রের ১৪ শতাংশ একটি খণ্ডে এই রণাঙ্গন পদাতিকদের ৫০ শতাংশ, ট্যাঙ্কের ৮০ শতাংশ পর্যন্ত, কামান ও মর্টারের প্রায় ৬০ শতাংশ এবং প্রায় সমস্ত বিমান জড়ো করেছিল। এই অভিজ্ঞতা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল ১৯৪৪-৪৫-এর লড়াইগুলিতে যখন সম্মুখ রণক্ষেত্রের ১০-১৫ শতাংশ নিয়ে তৈরি খণ্ডে রণাঙ্গনের অধিকাংশ শক্তি নিয়ে প্রধান আক্রমণ করা হয়েছিল। চলতি লড়ায়ের এলাকার গভীর পর্যন্ত সৈন্য মোতায়েন করার সঙ্গে মিলে এই ধরনের সৈন্য কেন্দ্রীভবন চলতি লড়াইতে উচ্চমাত্রার ঘনত্ব আনা সম্ভবপর করেছিল এবং কতকগুলি খণ্ডে সৈন্য সংখ্যার ক্ষেত্রে তিন থেকে পাঁচ গুণ প্রাধান্য অর্জনের এবং কামান ও সাঁজোয়া গাড়ির ক্ষেত্রে পাঁচ থেকে দশ গুণ প্রাধান্য অর্জনের নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠা করেছিল। এর ফলে গভীর থেকে চাপ গড়ে

তোলাও সম্ভবপর হয়েছিল।

শত্রুর ব্যূহ রচিত প্রতিরক্ষা ভেদের সাফল্যকে চলতি লড়াইয়ের গোটা এলাকায় সাফল্যে উন্নীত করার পক্ষে ওরেল ও বেলগোরোদ-খারকভের আক্রমণাত্মক অভিযানের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি ট্যাঙ্ক আর্মিকে নিয়োগ করার প্রয়োজন হয়েছিল। কুরস্কের লড়াইয়েই প্রথম আমরা এই সমস্যার সম্মুখীন হই।

ওরেল অভিযানে ২য়, ৩য় গার্ডস ও ৪র্থ ট্যাঙ্ক আর্মি—এই তিনটি ট্যাঙ্ক আর্মিকে নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু তাদের লড়াইতে নামতে দেরি হওয়া, যে যে খণ্ডে তাদের নিযুক্ত করার কথা সেগুলির বাছাই যথাযথ না হওয়া এবং যথেষ্ট লড়াইয়ের অভিজ্ঞতার অভাবের দরুণ তাদের অভিযান প্রত্যাশিত ফল দেয়নি। ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলি পদাতিক বাহিনীগুলির কাছ থেকে দূরে যেতে ও গভীরে লড়াই করতে সক্ষম হয়নি। ফলত লড়াইয়ের সাফল্যকে ব্যবহার করার উপর কোনও নিয়ামক প্রভাব ফেলতে তারা সক্ষম হয়নি এবং ওয়েস্টার্ন, ব্রিয়ানস্ক ও সেন্ট্রাল রণাঙ্গনগুলির সৈন্যদের অগ্রগতিতে মন্থর হয়ে যাওয়ার এটা একটা প্রধান কারণ।

বেলগোরোদ-খারকভ অভিযানে ১ম গার্ডস ও ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মিগুলিকে আরও সুকৌশলে নিয়োগ করা হয়েছিল। লড়াইয়ের প্রথম দিনেই তাদের উভয়কেই লড়াইয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং শত্রুর ব্যূহ রচিত প্রতিরক্ষার এলাকা ভেদ সম্পূর্ণ করার জন্য তাদের অংশকে কাজে লাগান হয়েছিল। এর ফলে রণকৌশলগত সাফল্যকে দ্রুত চলতি লড়াইয়ের সাফল্যে পরিণত করা গিয়েছিল এবং ভরোনেঝ রণাঙ্গনের অগ্রগতির তুলনামূলকভাবে দ্রুততর বেগ বজায় রাখা সম্ভবপর হয়েছিল। রণাঙ্গনের গতিশীল গোষ্ঠী হিসাবে ট্যাঙ্ক আর্মির যে ভূমিকা নেওয়ার কথা এই যুদ্ধে এই প্রথম ট্যাঙ্ক আর্মিগুলিকে সেই-ভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

কুরস্কে ট্যাঙ্ক আর্মি নিয়োগের ভিতর দিয়ে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং সেই অভিজ্ঞতাকে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে আত্মস্থ করা ট্যাঙ্ক আর্মি-গুলিকে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে সাহায্য করেছিল।

১৯৪৪-৪৫ সালে, যখন ফিল্ড আর্মিগুলির আঘাত করার ক্ষমতা বেড়েছিল, তখন সাধারণত তাদের ছেদের ভিতর দিয়ে বেলগোরোদ-খারকভ অভিযানের

সময়ের চেয়ে বেশি গভীরে পাঠান হত, প্রায়ই লড়াইয়ের দ্বিতীয়, তৃতীয় এমনকি চতুর্থ দিনে এবং সাধারণত শত্রুর ব্যূহ রচিত প্রতিরক্ষা ভেদের পরে, আর তারপর চলতি লড়াইয়ের এলাকার গভীরে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। :ম ইউক্রাইনিয়ান রণাঙ্গনের পক্ষে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

কুরস্কের লড়াই আক্রমণাত্মক অভিযানে সাফল্যের সদ্ব্যবহারের জন্য ফিল্ড আর্মির নিয়োগেরও একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। ওয়েস্টার্ন ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড উভয়েই এই উদ্দেশ্যে একটি করে ফিল্ড আর্মি নিয়োগ করেছিলেন। অভিযানের গতিপথের উপর এই দুটির প্রভাব একই রকম হয়নি। ভরোনেঝ রণাঙ্গনের দ্বিতীয় স্তরে অবস্থিত ৪৭তম আর্মিকে আসন্ন লড়াইয়ের এলাকায় সময় মত মোতায়েন করা হয়েছিল এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রস্তুতির পর লড়াইয়ে নামান হয়েছিল। ভরোনেঝ রণাঙ্গনের দক্ষিণ পক্ষের উপর প্রতি-আক্রমণরত শত্রু গোষ্ঠীকে বিপর্যস্ত করায় এই আর্মি নিয়ামক ভূমিকা নিয়েছিল। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি থেকে ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত ১১-শ আর্মিকে একটা দীর্ঘ মার্চের অব্যবহিত পরে যথেষ্ট প্রস্তুতি না করে এবং এক একটা ইউনিট করে লড়াইতে নামান হয়েছিল। লড়াইয়ে নামানর জন্য সৈন্যদের সময়মত ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রস্তুত করা কত গুরুত্বপূর্ণ এর ফলাফলে তা ছবির মত ফুটে উঠেছিল। এই অভিজ্ঞতাকে খেয়াল রাখা হয়েছিল এবং তার দরুণ যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে দ্বিতীয় স্তরে বিন্যস্ত আর্মিগুলির নিয়োগে উন্নততর ফলাফল পাওয়া সম্ভবপর হয়েছিল।

কুরস্কের লড়াইয়ে প্রতিভাত যুদ্ধ কলার আরও কয়েকটি দিক আছে যা অনুশীলনের যোগ্য। যথা, লড়াইয়ের প্রস্তুতি, পদ্ধতি প্রভৃতি শত্রুর কাছ থেকে লুকোনর জন্য ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ছদ্মবেশের ও ধোঁকা দেওয়ার সুকৌশলী ব্যবস্থাগুলি, ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গন কর্তৃক অন্তবর্তী লাইনে শত্রুর তাড়াহুড়ো করে খাড়া করা প্রতিরক্ষা ভেদ, প্রতি-আক্রমণ প্রতিরোধ ও বৃহদাকারে ট্যাঙ্ক সঙ্ঘর্ষ (ভরোনেঝ রণাঙ্গন), খারকভের মত বড় শহর দখল করতে স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্যগণ কর্তৃক নৈশ অভিযান, এবং আরও নানা ধরনের অভিযান। যুদ্ধের পরবর্তী অভিযানগুলিতে এই সব দিনগুলি আরও বিকশিত হয়েছিল।

কুরস্কের লড়াইয়ে কঠিন ও দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে শত্রুর ব্যূহ-রচিত প্রতিরক্ষা ভেদ এবং চলতি লড়াই চালান উভয় দিক থেকেই সৈন্য নিয়ন্ত্রণ

ব্যবস্থা অবস্থার উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছিল। রণাঙ্গন, আর্মি ও অপরাপর সৈন্যগঠনের কম্যাণ্ডারদের ও তাদের কর্মীদের পরিস্থিতিতে সমস্ত পরিবর্তনের খবরাখবর যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়েছিল এবং তাঁরা এগুলির বিষয় দ্রুত সাড়া দিয়েছিলেন ও মোটামুটি সঠিকভাবে কাজ করেছিলেন।

ভরোনেঝ রণাঙ্গনের প্রাক্তন চিফ অব স্টাফ হিসাবে আমার বিশেষত ভাল করে মনে পড়ে কুরস্ক বালজের দক্ষিণে ও তারপর বেলগোরোদ ও খারকভে কঠিন লড়াইয়ের দিনগুলির কথা। এই রণাঙ্গন যে অংশে লড়ছিল তার পরিস্থিতি প্রায়ই কঠিন ছিল, কখনও কখনও সঙ্কটময়ও ছিল। কিন্তু শত্রুর প্রবল বিমান-আঘাত, আমাদের প্রতিরক্ষা ভেদ করে চলতি লড়াইয়ের এলাকার গভীরে তাদের ঢোকা এবং বোগোদুখভে তাদের প্যানৎসার বাহিনীর প্রতি-আক্রমণ আমাদেব কম্যাণ্ড ব্যবস্থাকে টলাতে পারেনি। জেনারেল ভি. এ. পেঙ্কোভেস্কি, এ. পি পিলিপেঙ্কো, পি এম. ভেরখোলোভিচ, এন. আই. লিয়ামিন, জি. এস. লুকিন, এ. জি. বাত্যুনিয়া, ভি. এস. বেনস্কি, এম. এ. শালিন, ভি. আই. বাসকাকভ, এফ. আই. কাচেভ, এস আই তেরেশকিন, এ. এ. গ্রিজলভ (সকলেই জেনারেল), এবং কর্ণেল ওয়াই. ভি. ইভাবভ ও কর্ণেল জি. এস. লুকিয়ানচেঙ্কোর নেতৃত্বে আর্মি স্টাফ রণাঙ্গন কম্যাণ্ডকে কুরস্কের লড়াইয়ের সমস্ত পর্যায়ে সৈন্যদের উপর দৃঢ় ও অব্যাহত নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম করেছিল। এ সম্ভপর হয়েছিল অবিশ্রাম অনুসন্ধান, যথাযোগ্য স্থানে প্রধান ও বিকল্প কম্যাণ্ড পোস্টগুলির একটা বিস্তৃত জাল রচনা, সংরক্ষিত যোগাযোগ ব্যবস্থা পাওয়ার সুযোগ ও সর্বস্তরে বেতার ব্যবহারের দরুণ। রণাঙ্গন কম্যাণ্ডের নির্দেশ পালিত হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য এবং নিম্নতর পর্যায়ের হেড কোয়ার্টার্সগুলিকে সাহায্য করার জন্য স্টাফ অফিসাররা প্রায়ই ফিল্ড ইউনিট-গুলিতে পরিদর্শনে যেতেন। এই লড়াইয়ে সঞ্চিত সৈন্য নিয়ন্ত্রণের অভিজ্ঞতা মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের মধ্যেকার পরবর্তী লড়াইগুলিতে আরও সমৃদ্ধ হয়েছিল।

মোটামুটি এই হল কুরস্কের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা এবং সোভিয়েত রণনীতির ও লড়াই চালানর কৌশলের বিকাশের উপর তার প্রভাব।



লেফটেনাণ্ট জেনারেল
পিওতর ভাগুরিন*

কুরস্কের যুদ্ধে স্থলবাহিনীর রণকৌশল

রণকৌশল ও সেই সঙ্গে রণনীতি ও লড়াইয়ের দক্ষতার বিকাশে কুরস্কের লড়াই ছিল এক পথচিহ্ন। অনেকগুলি উপাদানের দরুণ তা হতে পেরেছিল, তার মধ্যে প্রধান হল যুদ্ধ চালনার উপকরণগুলির বিকাশ, সোভিয়েত ফৌজের উন্নততর কৃৎকৌশলগত সঙ্গতি এবং যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে সৃজনশীলভাবে আত্মস্থ করা।

স্থলবাহিনী ক্রমশ উন্নতর সাজ-সরঞ্জাম পাচ্ছিল। আমাদের কম্যাণ্ডাররা নিরলসভাবে যুদ্ধের অভিজ্ঞতাগুলির সামান্যীকরণ করেছিলেন এবং সোভিয়েত সৈন্যদের সুউচ্চ মনোবল ও লড়াইয়ের দক্ষতাকে সুকৌশলে ব্যবহার করছিলেন। শত্রুর অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ পরিচালনার পদ্ধতির পরিবর্তনের উপর অফিসাররা সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন। এই সমস্ত উপাদানগুলিকে মনে রেখে কম্যাণ্ডার ও স্টাফ-অফিসাররা যুদ্ধের শৃঙ্খলাকে উন্নত করার জন্য চেষ্টা করছিলেন এবং ট্যাঙ্ক, গোলন্দাজ, পদাতিক ও বিশেষজ্ঞ সেনাদের নিয়োগের, লড়াইয়ের সময়ে তাদের নিয়ন্ত্রণের ও তাদের ক্রিয়াকলাপের সমন্বয় সাধনের সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতি খুঁজে বের করছিলেন।

কুরস্কের যুদ্ধে প্রতিরক্ষা সংগঠনে এবং আত্মরক্ষামূলক লড়াই চালানতেও আরও অগ্রগতি হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মে ১৯৪১-৪২ সালের তুলনায় আমাদের প্রতিরক্ষা অনেক বেশি গভীর পর্যন্ত সংগঠিত হয়েছিল এবং আমাদের প্রতিরক্ষা এলাকাগুলিতে আগের চেয়ে অনেক শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত পরস্পরে যোগাযোগ সম্পন্ন ট্রেঞ্চ তৈরি হয়েছিল। (প্রতি কিলোমিটার সম্মুখ রণাঙ্গন

* লেফটেনাণ্ট জেনারেল ভাগুরিন ফ্রুঞ্জে মিলিটারি অ্যাকাডেমির সহকারী কম্যাণ্ডার।

পিছু ৬-৮ কিলোমিটার ট্রেঞ্চ ও প্রবেশের গলি ছিল)।

সেই প্রথম ব্যূহরচিত প্রতিরক্ষা এলাকা দুই লাইনে সংগঠিত হয়েছিল ও তার মোট গভীরতা ছিল ১৬-২০ কিলোমিটার। প্রত্যেক লাইনের দুটি বা তিনটি অবস্থান ছিল যেগুলির সঙ্গে ছিল অনেকগুলি ট্রেঞ্চ ও প্রবেশ পথের একটা গোটা ব্যবস্থা এবং ঘনসন্নিবিষ্ট বিভিন্ন নির্মাণ কার্য ও প্রতিবন্ধকের সমন্বয়। প্রধান লাইনে ছিল ১.২—২ কিলোমিটার দূরে দূরে তিনটি অবস্থান। প্রথম ট্রেঞ্চটি ছিল লড়াইয়ের এলাকার সামনের কিনারে। তার আগে ছিল হয় লড়াইয়ের নিরাপত্তা ইউনিটগুলির অবস্থান অথবা অগ্রবর্তী অবস্থানগুলি।

একটা আত্মরক্ষামূলক অবস্থানের প্রধান উপাদান ছিল ব্যাটেলিয়ান প্রতিরক্ষা এলাকা (২—২.৫ কিলোমিটার সম্মুখ রণাঙ্গন এবং ১.৫—২ কিলোমিটার গভীর)। প্রত্যেক ব্যাটেলিয়ান এলাকায় একটা করে বিশেষ শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বিন্দু ছিল, সেই বিন্দুর মধ্যেই কম্পানিগুলির ও সংরক্ষিত শক্তিগুলির শক্তিশালী বিন্দুগুলির অধিকাংশ সৈন্য অন্তর্ভুক্ত থাকত ও তারা একটি অভিন্ন অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থা ও প্রতিবন্ধক সমন্বয়ের দ্বারা যুক্ত থাকত। এই এলাকাগুলি সংগঠিত হত পরিসীমা প্রতিরক্ষার জন্য, বিশেষত ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্য। ব্যাটেলিয়ান এলাকাগুলি যুক্ত থাকত রেজিমেন্টাল ক্ষেত্রের মধ্যে, এই ক্ষেত্রই প্রতিরক্ষা লাইনের ভিত্তি সৃষ্টি করত।

জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ বাড়ার দরুণ এবং শত্রুদের ব্যাপক-ভিত্তিক আক্রমণ প্রতিরোধের প্রয়োজনে কুরস্কের লড়াইয়ে আমাদের রেজিমেন্ট, ডিভিশন ও কোরগুলিকে প্রতিরক্ষার জন্য অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ এলাকা দেওয়া হয়েছিল। ডিভিশনের প্রতিরক্ষা এলাকা কমিয়ে ৮—১৪ কিলোমিটারের মধ্যে এবং রেজিমেন্ট এলাকা কমিয়ে ৪—৫ কিলোমিটারের মধ্যে করা হয়েছিল।

এই সবের ফলে এবং সেই সঙ্গে আমাদের সৈন্যদের লড়াইয়ের ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে আমাদের ব্যূহরচিত প্রতিরক্ষা এলাকায় সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের ঘনত্ব দ্বিগুণ, তিনগুণ করা সম্ভবপর হয়েছিল। মস্কোর প্রবেশদ্বারে যুদ্ধের সময়ে প্রতি কিলোমিটার সম্মুখ রণাঙ্গনে ০.৪—০.৫ পদাতিক ব্যাটেলিয়ন, ৭—১২টি কামান ও মর্টার ছিল, আর কুরস্কের যুদ্ধে ছিল ০.৯—১.১ পদাতিক ব্যাটেলিয়ান, ২৬—৪০টি কামান ও মর্টার এবং ৩-৪-টি ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান। এইরকম ঘনত্ব আমাদের প্রতিরক্ষার অগ্নিবর্ষণ ক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে ছিল। ছোট ছোট

আগ্নেয়াস্ত্রের অগ্নিবর্ষণসহ কামান ও মর্টারের গোলাবর্ষণই অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থার ভিত্তি দাঁড়িয়ে ছিল, গোলন্দাজদের অগ্নিবর্ষণ ক্ষমতার সামগ্রিক ঘনত্ব ১০—১২ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছেছিল। আমাদের সৈন্যরা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার দরুণ লড়াইয়ের এলাকায় অগ্রবর্তী কিনারের সামনের অংশে ৪০০ মিটার পযন্ত গভীর প্রজ্বলনের এলাকা সংগঠিত করা সম্ভব হয়েছিল। কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে ছোট ছোট আগ্নেয়াস্ত্রের অগ্নিবর্ষণের ঘনত্ব বেড়ে প্রতি মিটারে ১৩—১৪ দফায় দাঁড়িয়েছিল (১৯৪২ সালের আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের সময়ের ৩—৫ দফার জায়গায়)।

সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা সংগঠনে। এ কথা সবচেয়ে বেশি করে প্রযোজ্য ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে। ট্যাঙ্কের বিপদের সম্মুখীন সমস্ত অংশে অগ্রবর্তী লাইনের সামনে ও ব্যূহরচিত প্রতিরক্ষা এলাকার সমগ্র গভীরতা জুড়ে এর সংগঠন করা হয়েছিল। শত্রুর প্যানৎসারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নানা রকম কামান, ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী রাইফেল ও অগ্নি নিক্ষেপক ব্যবহার করা হচ্ছিল। ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী কৃত্রিম ও স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকগুলির সঙ্গে মিলিয়ে এই অগ্নিবর্ষণের সুকৌশলী ব্যবহার করা হয়েছিল।

যুদ্ধের গোড়ার দিকের বছরগুলির মত না করে কুরস্কের লড়াইতে ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যুদ্ধে নিয়োজিত সৈন্যদের অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থার সঙ্গে এবং প্রতিবন্ধকগুলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করে সংগঠিত হয়েছিল। কম্পানিগুলির ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী শক্তিশালী আরক্ষাবিন্দুগুলির ব্যাপক ব্যবহার করা হয়েছিল, এর প্রত্যেকটিতে বাড়তি ৪-৬টি কামান, ১৫-২০টি ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী রাইফেল, এক প্লেটুন স্যাপার এবং বেশ কয়েকটি ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান সরবরাহ করা হয়েছিল। ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী অস্ত্রশস্ত্রের ঘনত্ব অনেক বাড়ান হয়েছিল। ট্যাঙ্কের বিপদের সম্মুখীন অংশগুলিতে প্রতি কিলোমিটার সম্মুখ রণাঙ্গনে এই ঘনত্ব ২৫-৩০টি ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী কামান ও ১৫০০-২০০০ ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী মাইনে দাঁড়িয়েছিল।

শত্রুর প্যানৎসারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী গোলন্দাজ সংরক্ষিত শক্তি এবং ভ্রাম্যমান প্রতিবন্ধক নির্মাতা ডিট্যাচমেন্টগুলি। ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী গোলন্দাজ সংরক্ষিত শক্তিগুলি তৈরি

হয়েছিল একটি পদাতিক রেজিমেন্টের ক্ষেত্রে একটি বা দুটি ব্যাটারি, একটি ডিভিশনের ক্ষেত্রে এক ব্যাটেলিয়ান পর্যন্ত এবং একটি কোরের ক্ষেত্রে এক রেজিমেন্ট পর্যন্ত নিয়ে। ভ্রাম্যমান প্রতিবন্ধক নির্মাতা ডিটাচমেন্ট তৈরি হয়েছিল রেজিমেন্টের ক্ষেত্রে একটি স্যাপার স্কোয়াড অথবা প্লেটুন, ডিভিশনের ক্ষেত্রে দুটি পর্যন্ত স্যাপার প্লেটুন, আর কোরের ক্ষেত্রে ৫০০—৭০০ ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী মাইন সহ একটি ট্রাক-বাহিত স্যাপার কম্পানি নিয়ে।

ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী গোলন্দাজ সংরক্ষিত শক্তি এবং প্রতিবন্ধক নির্মাতা ডিট্যাচমেন্টগুলি ট্যাঙ্কের দ্বারা বিশেষত বিপন্ন অংশগুলিতে লড়াইয়ের সময়ে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছিল। উদাহরণ-স্বরূপ, ৭-৯ জুলাই পনিরির জন্য যুদ্ধে ১৩-শ আর্মির ৩০৭তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী অস্ত্রশস্ত্রের ঘনত্ব সুকৌশলে প্রতি কিলোমিটার সম্মুখ রণাঙ্গনে ৭০টি কামান পর্যন্ত তোলা হয়েছিল। ফলত, বেপরোয়া ও ব্যাপক প্যানৎসার আক্রমণ সত্ত্বেও শত্রুরা রণাঙ্গনের এই অংশে সাফল্য অর্জন করতে ব্যর্থ হল।

পদাতিক ইউনিটগুলির ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষার স্থিতিশীলতা বাড়ানের জন্য ট্যাঙ্ক ও স্বয়ং-চালিত কামানের ব্যাপক ব্যবহার করা হয়েছিল। পদাতিক ইউনিটগুলিতে ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান নিম্নোক্ত অনুপাতে সংযুক্ত ছিল: প্রতি পদাতিক ব্যাটেলিয়ানের একটি পর্যন্ত ট্যাঙ্ক কম্পানি এবং প্রতি প্রথম লাইন পদাতিক রেজিমেন্টে এক ব্যাটেলিয়ান পর্যন্ত। ৬ষ্ঠ গার্ডস ও ৭ম গার্ডস আর্মিগুলির পদাতিক ডিভিশনগুলিতে ট্যাঙ্ক ব্রিগেডের এবং স্বয়ংচালিত কামান রেজিমেন্টের অংশ দেওয়া হয়েছিল ট্যাঙ্কের বিপদ সমন্বিত ক্ষেত্রগুলিতে অগ্নি বপন অথবা অতর্কিত অগ্নিবর্ষণের মত কাজের জন্য। ট্যাঙ্কের বিপদ মুক্ত এলাকাতেও ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান নিয়োজিত হত।

সাঁজোয়া অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার আত্মরক্ষায় নিয়োজিত শক্তিগুলির ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধির পক্ষে নতুন নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। পদাতিক ডিভিশনের কম্যাণ্ডাররা ট্যাঙ্ক ইউনিটের দ্বারা বলীয়ান হয়ে তাদের সৈন্যদের নিয়ে ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ব্যাপকভাবে সুকৌশলী চালাচালি করতে সমর্থ হয়েছিল ও আরও ঘন ঘন প্রতি-আক্রমণ করছিল।

এর প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত তথ্য থেকে যে সেন্ট্রাল ও ভরোনেজ উভয়

রণাঙ্গনেই সমস্ত ট্যাঙ্ক ব্রিগেড এবং ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান রেজিমেন্টের ৭৫ থেকে ১০০ শতাংশকেই লড়াইয়ের গতিপথে সুকৌশলে চালাচালি করা হয়েছিল।

শত্রু বিমান বাহিনী যতদূর সম্ভব সক্রিয় থাকার দরুন বিমান প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব সহকারে মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। বিমান-প্রতিরোধী কামানের ঘাটতির দরুন সৈন্যরা প্রধান প্রতিরক্ষা-লাইনে নীচু দিয়ে উড়ে যাওয়া বিমানের বিরুদ্ধে মেশিনগান ও ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী রাইফেলের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ ব্যবহার করে ফেলছিল। গভীরে এই অনুপাত আরও বেশি ছিল।

কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায় আমাদের সৈন্যদের সক্রিয়তার দ্বারাই কেবল বিশিষ্ট ছিল না; প্রতিরক্ষার প্রধান লাইন ও পশ্চাদরক্ষী লাইনগুলিকে ধরে রাখার জন্য সৈন্যরা যে দৃঢ় সংগ্রাম করেছিল তার জন্যও বিশিষ্ট ছিল। আমাদের সৈন্যরা আক্রমণকারী শত্রুদের অগ্রবর্তী লাইনের প্রবেশ পথেই ব্যস্ত করে ফেলছিল। এতে কেবল দূর-পাল্লার কামানের অগ্নিবর্ষণ ও বিমান থেকে আঘাতই প্রধান ভূমিকা নেয়নি, লড়াইয়ে নিরাপত্তা ইউনিটগুলির প্রচণ্ড প্রতিরোধ ও প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। আমাদের প্রধান প্রতিরক্ষা লাইনের বিরুদ্ধে শত্রুদের প্যানৎসার আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের সৈন্যরা সর্বপ্রকার অগ্নিবর্ষক যথা, ট্যাঙ্ক, স্বয়ংচালিত কামান, অগ্নি-উৎক্ষেপক এবং ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী বোমাবর্ষণকারী বিমান ব্যবহার করেছিল।

সোভিয়েত লড়াইয়ের সাফল্য নিশ্চিত হয়েছিল সব কটি বাহিনীর এবং যুদ্ধের বিভিন্ন শৃঙ্খলার সব কটি উপাদানের সুদক্ষ সহযোগিতার দ্বারা এবং পূর্বে প্রস্তুত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যাপক প্রতি-আক্রমণের দ্বারা। এই সহযোগিতা সবচেয়ে ফলপ্রসূ হচ্ছিল তখনই যখন আমাদের লাইন ভেঙে প্রবেশকারী শত্রু সৈন্যদের অগ্নিবর্ষণের দ্বারা ট্যাঙ্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হচ্ছিল ও দখলীকৃত ভূমিতে গেড়ে বসার আগেই ধ্বংস করা হচ্ছিল। বিরাট সংখ্যক শত্রু সৈন্য ঢুকে পড়ার ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষায় নিরত ডিভিশনগুলি ব্যূহভেদের এলাকায় তাদের পাশগুলিকে পিছনে ফিরিয়ে দিচ্ছিল এবং অগ্নিবর্ষণ, প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় স্তর ও সংরক্ষিত শক্তির সাহায্যে তাদের ধ্বংস করছিল।

আমাদের সৈন্যদের সুউচ্চ মনোবলই প্রধানত কুরস্কের লড়াইয়ে তাদের

দৃঢ়তা ও সক্রিয়তা পূর্বনির্ধারিত করেছিল। সুগভীর মতাদর্শগত বিশ্বাস, উদ্দীপ্ত দেশপ্রেম ও দেশের প্রতি অসীম ভক্তি তাদের বাড়তি শক্তি ও সাহস যুগিয়েছিল এবং গণবীরত্বে উদ্দীপিত করেছিল। সোভিয়েতের সংগ্রামী সৈন্যরা লড়াইয়ের দক্ষতা অর্জন করেছিল, উদ্যোগ ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিল। তাদের মধ্যে এই সব গুণকে চর্চা করিয়েছিলেন কম্যাণ্ডার ও রাজনৈতিক কর্মীরা।

এ কথা জোর দিয়ে বলা উচিত যে কুরস্কের যুদ্ধে আমাদের সৈন্যরা শক্তি বিন্যাস ও প্রতিরক্ষার এমন ধরনের সব পদ্ধতি নিয়েছিল যাতে করে শত্রুর আক্রমণ দ্রুত ভেঙে ফেলা এবং উল্লেখযোগ্য বিরতি ছাড়াই রণনৈতিক আত্মরক্ষামূলক লড়াই থেকে রণনৈতিক আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে চলে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

কুরস্কের যুদ্ধে আক্রমণাত্মক কৌশলও আরও উন্নত হয়েছিল। আমরা আক্রমণাত্মক অভিযান সংগঠনের ও পরিচালনার এমন সব নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন ও নিয়োগ করেছিলাম যা শত্রুদের ইচ্ছাকৃত গভীর পর্যন্ত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত ট্রেঞ্চ প্রতিরক্ষাকে ভেদ করতে সাহায্য করেছিল। সৈন্যগঠনগুলির প্রধান আক্রমণের গতিমুখ সঠিকভাবে বাছা, গভীর পর্যন্ত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত সৈন্য সাজান, আক্রমণের প্রধান গতিমুখে সৈন্যদের বিপুলভাবে জমায়েত করা, গোলন্দাজদের ও বিমানবাহিনীর আক্রমণাত্মক আঘাত, যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সুকৌশলী সৈন্য চালাচালি, পদাতিক, গোলন্দাজ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের স্থল-বাহিনীর ও বিমানবাহিনীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং আরও অনেক কিছু এই যুদ্ধের মধ্যে আরও বিকাশ লাভ করেছিল।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মে শত্রুরা সামগ্রিকভাবে ১৫ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত দুই লাইন সমন্বিত গভীর ট্রেঞ্চ প্রতিরক্ষায় চলে গেল। কাজেই আক্রমণাত্মক অভিযান পরিকল্পনার সময়ে পদাতিক সৈন্যগঠনগুলির অগ্রগতির গভীরতা নির্ধারণ করার প্রয়োজন ছিল, এর জন্য পদাতিক গঠনগুলির সামনে তিনটি লক্ষ্য উপস্থিত করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, একটা পদাতিক কোরের সামনে যে আশু লক্ষ্য স্থাপন করা হয়েছিল তা হল শত্রুর প্রতিরোধের প্রধান লাইন ভেদ করা, তার পরের কর্তব্য দেওয়া হয়েছিল প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় লাইন ভেদ করা। গোটা দিনের মত কর্তব্য ছিল অনুকূল অবস্থানগুলি দখল করা এবং

দ্বিতীয় স্তরের শক্তি অথবা আর্মির গতিশীল গোষ্ঠীগুলির সাহায্যে আক্রমণকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেগুলিকে ব্যবহার করা।

শত্রুদের প্রতিরক্ষার শক্তিবৃদ্ধি এবং লড়াইয়ের প্রথম দিনেই তা ভেদ করার প্রয়োজনীয়তার (যাতে তারা সৈন্যদের আবার গুছিয়ে নেওয়ার ও ফাঁক পূরণ করার সময় না পায়) দরুন আক্রমণের এলাকা সঙ্কীর্ণ করার দরকার হয়েছিল, ডিভিশনের ক্ষেত্রে করা হয়েছিল ২-৩ কিলোমিটার এবং রেজিমেণ্টের ক্ষেত্রে ১-১.৫ কিলোমিটার। এই পরিস্থিতিতে আক্রমণের এলাকা এবং ডিভিশনের (রেজিমেণ্টের) ব্যূহভেদের এলাকা এখন একই হয়ে গেল। এর ফলে আসলে যা দাঁড়াল তা হল শক্তির কেন্দ্রীভবন ব্যূহরচিত প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে অধিকতর ঘনত্ব।

ব্যূহভেদের এলাকার প্রতি কিলোমিটার সম্মুখভাগে এই ঘনত্ব পৌছেছিল ৪-৬টি পদাতিক ব্যাটেলিয়ান, ৭-২০টি ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান এবং ১০০-র বেশি কামান ও মর্টার, অর্থাৎ মস্কোর প্রবেশদ্বারের যুদ্ধে যা ছিল তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশিতে।

কম্যাণ্ডাররা ও হেড কোয়ার্টার্সগুলি জনবল ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপক সন্নিবেশের কৌশল পুরোপুরি আয়ত্ত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ ১১-শ গার্ডস আর্মির ১৬-শ গার্ডস ইনফ্যাণ্ট্রি কোর, যারা ২২ কিলোমিটার সম্মুখ রণাঙ্গনে এগিয়েছিল, তারা ৭ কিলোমিটারব্যাপী ব্যূহ ভেদের এলাকার মধ্যে ব্যাটেলিয়ানগুলির ৭৫ শতাংশ, কামান ও মর্টারের ৯২ শতাংশ এবং স্বয়ংচালিত কামানের ৯৩ শতাংশ কেন্দ্রীভূত করতে পেরেছিল। এই একই ধরনের আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

লড়াইয়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের বাহিনীর ও সেবা-ব্যবস্থার, সৈন্যসামন্ত ও জিনিসপত্রের সমন্বয় সাধনেও আরও অগ্রগতি লাভ করা গিয়েছিল। ট্যাঙ্ক ও পদাতিক, গোলন্দাজ ও বৈমানিক, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য ধরনের বিশেষজ্ঞরা এমন সব লড়াইয়ের পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিল যা সমস্ত প্রকারের বাহিনীকে নিয়োগ করে লড়াইয়ের সময়ে তাদের সম্ভাব্য ক্ষমতার সবচেয়ে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে তাদের সক্ষম করেছিল। এর মধ্যে ছিল গোলন্দাজ ও বিমান আঘাতের পর ট্যাঙ্ক ও পদাতিকদের দ্বারা অপ্রত্যাশিত ও একই সময়ে আক্রমণ, দ্বিতীয় স্তর ও সংরক্ষিত শক্তিগুলিকে যথাসময়ে লড়াইয়ে নামান, কামানের

অগ্নিবর্ষণের স্থান পরিবর্তন, অগ্নিবর্ষণের অবস্থান বদল, যুদ্ধ ক্ষেত্র সুকৌশলী চালাচালি, ইত্যাদি।

গভীর পর্যন্ত আক্রমণাত্মক অভিযান করার যে তত্ত্ব আমাদের সেনা-বাহিনীতে সেই ১৯৩০ সাল থেকেই চালু ছিল, তা এখন নিশ্চিতভাবে সমর্থিত হল ও আরও বিকশিত হল : কামান ও মর্টারের অবস্থান সামনেকার লাইনে নিয়ে যাওয়া অনেক বেশি গভীর পর্যন্ত শত্রুর অবস্থানকে অকার্যকর করে দেওয়া সম্ভবপর করেছিল ; কামান ও মর্টারের অবস্থানের সময় মত বদল করা এবং তাদের পাল্লা বাড়িয়ে ফেলা এবং রণকৌশলগত লক্ষ্যসাধন ট্যাঙ্ক ও বিমান-বহরের ব্যাপক ব্যবহারের দরুন গোলন্দাজদের অগ্নিবর্ষণ অধিকতর কার্যকর হয়েছিল। ভেঙে বেরোনর জন্য প্রবল শক্তি জড়ো করা ছাড়াও আক্রমণের গতিবেগ বাড়ানর জন্য এবং সাফল্যকে আরও গভীর পর্যন্ত সদ্ব্যবহার করার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জনবল ও বৈষয়িক সম্পদও বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছিল।

মস্কো ও স্তালিনগ্রাদের লড়াইয়ের সময়কার থেকে আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশে যে পরিবর্তন এসেছিল তার দরুন এক-স্তরের বদলে গভীর পর্যন্ত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত সৈন্য-গঠনে চলে যাওয়ার দরকার হয়েছিল। এ কথা বিশেষ করে সত্য ছিল ১১-শ গার্ডস আর্মির ইউনিট ও গঠনগুলি সম্পর্কে, যাদের সৈন্যদের দুই স্তরে, এমনকি তিন স্তরেও সমাবিষ্ট করা হয়েছিল। গভীর পর্যন্ত সৈন্য সংস্থাপনার ফলে শত্রুর প্রতিরক্ষার উপর শক্তিশালী প্রাথমিক আঘাত দেওয়াই কেবল সম্ভবপর হয়নি, যুদ্ধের গতিপথ ও পরিণতিকেও সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করা সম্ভবপর হয়েছিল।

বিভিন্ন ধরনের বাহিনীকে নিয়োগ করার রণকৌশলগত পদ্ধতিও আরও উন্নত করা হয়েছিল।

শত্রুদের প্রতিরক্ষার প্রথম লাইনকে পুরো অকার্যকর করার জন্য এবং আক্রমণরত পদাতিক ও ট্যাঙ্কগুলিকে অগ্নিবর্ষণের দ্বারা সমর্থন যোগানর জন্য গোলন্দাজ ও বিমান শক্তির আক্রমণকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। গোলন্দাজরা পদাতিক ও ট্যাঙ্কদের পথ প্রস্তুত করে দিয়েছিল ও সবসময়ে তাদের সমর্থন ও আড়াল দিয়েছিল।

গোলন্দাজ গোষ্ঠীগুলি অগ্নিবর্ষণ ক্ষমতা ও সংখ্যার দিক থেকে বৃদ্ধি পেয়েছিল। পদাতিক কোরগুলিতে এবং কখনও কখনও ডিভিশনগুলিতে এবং

ডিভিশনগুলির পদাতিকদের মদত দেওয়ার গোলন্দাজ গোষ্ঠীগুলিতে দূর-পাল্লার গোলন্দাজ গোষ্ঠী গঠন করা হত। এটা করা হত যতগুলি প্রথম সারির রেজিমেন্ট থাকত সেই অনুযায়ী। কখনও কখনও এই সব গোষ্ঠীকে পদাতিক রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডারদের অধীনস্থ করা হত। এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ উপযুক্ত প্রমাণিত হয়েছিল। গোলন্দাজদের বোমা-বর্ষণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী করা হয়েছিল এবং অবিরাম অগ্নিবর্ষণের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। যুদ্ধের গোড়ার দিকে যে থেকে থেকে অগ্নিবর্ষণ ঘনীভূত করা হত তার বদলে কুরস্কের যুদ্ধে অবিরাম তরঙ্গে অগ্নিবর্ষণ শত্রু সৈন্য ও অগ্নিবর্ষণ অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস করা এবং ১৫০ মিটার গভীর পর্যন্ত পদাতিক ও ট্যাঙ্কগুলির আক্রমণকে অবিরত সমর্থন করা সম্ভবপর করেছিল।

লড়াই চলার সময়ের জন্য ইউনিটগুলিকে স্বয়ংচালিত কামান এবং সেই সঙ্গে গোলন্দাজ ও ট্যাঙ্ক দিয়ে বলীয়ান করা হয়েছিল। শত্রুর প্রধান প্রয়াসের ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসরমান এক একটি পদাতিক ডিভিশনকে প্রায় সর্বক্ষেত্রে একটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড অথবা একটি ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট এবং একটি স্বয়ং-চালিত কামানের রেজিমেন্ট দিয়ে বলীয়ান করা হয়েছিল।

ইঞ্জিনিয়ার সমর্থনকে উন্নত করা হয়েছিল। বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল আক্রমণ করার অবস্থানগুলির এবং অনুসন্ধানের ও মাইন সাফাইয়ের সংগঠনের উপর। ভ্রাম্যমান প্রতিবন্ধক নির্মাতা ডিট্যাচমেন্টগুলি লড়াইয়ের সৈন্যগঠনে এক নিয়মিত উপাদান হয়ে উঠেছিল। ব্যূহভেদের এলাকায় স্যাপার কম্পানিগুলির সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছিল।

প্রতিরক্ষা ভেদের পদ্ধতিকেও নিখুঁত করা হয়েছিল। প্রায় সর্বক্ষেত্রে পদাতিক সৈন্যগঠনগুলির লাগালাগি পার্শ্বদেশগুলিকে একত্র করে আক্রমণ পরিচালনা করা হয়েছিল। এর ফলে ওই সৈন্য গঠনগুলির প্রয়াসকে শত্রুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গতিমুখে একত্রিত করা ফাঁক বাড়িয়ে দেওয়া এবং গতিশীল সৈন্যদের নিয়োগের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয়েছিল। যুদ্ধের প্রথম দিককার আক্রমণাত্মক অভিযানগুলির থেকে অন্যরকম করে আমাদের সৈন্যরা এখন শত্রুর অগ্রবর্তী লাইন থেকে ১৫০-২০০ মিটার দূরে অবস্থিত প্রথম ট্রেঞ্চটিকে আক্রমণের অবস্থান হিসাবে ব্যবহার করতে পারল। গোটা লাইন জুড়ে ট্যাঙ্কের সমর্থনসহ স্বল্পস্থায়ী আক্রমণ ক্ষয়-ক্ষতিকে অনেক কমিয়ে দিয়েছিল।

ব্যূহভেদের লড়াইয়ের সময়ে ট্যাঙ্কগুলি পদাতিকদের থেকে ২০০-৪০০ মিটার আগে থাকছিল, চলমান অবস্থায় অগ্নিবর্ষণ করছিল এবং আমাদের পদাতিকদের অগ্রগতিকে ব্যাহত করার জন্য শত্রুদের সংস্থাপিত অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করছিল। ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে মিলে পদাতিক সৈন্যরা ট্যাঙ্কগুলিকে প্রতিবন্ধকগুলি পার হতে সাহায্য করছিল। সৈন্য-গঠনগুলির অগ্রগতির গতিবেগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গোলন্দাজদের অগ্নিবর্ষণকে সরান হচ্ছিল। দ্বিতীয় লাইনকে ভেদ করার জন্য দুই-স্তর বিশিষ্ট পদাতিক রেজিমেণ্টকে, কখনও কখনও এমনকি ডিভিশনকে নামান হয়েছিল। যথেষ্ট অগ্নিবর্ষণ ক্ষমতার অভাব এবং শত্রুর তৃতীয় লাইনকে অকার্যকর করার পক্ষে পদাতিকদের সমর্থনের জন্য ট্যাঙ্কের সংখ্যার ঘাটতি অনেক সময়ে আমাদের বাধ্য করেছিল প্রধান প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ সম্পূর্ণ করার জন্য ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোরগুলিকে অপরিণত অবস্থায় যুদ্ধে নামাতে। এর দ্বারা ট্যাঙ্ক গঠনগুলির এবং অগ্রবর্তী পদাতিক ইউনিটগুলির সংযুক্ত প্রয়াস ও সহযোগী বিমান ছত্রের সমন্বয়ে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইনে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া ও সেগুলিকে দখল করা নিশ্চিত হয়েছিল।

ইউনিট কম্যাণ্ডাররা মুখোমুখী আক্রমণ এড়িয়ে যেতে শুরু করেছিলেন ও তার বদলে বেড় দেওয়া ও পাশ কাটানর ব্যাপক ব্যবহার করছিলেন এবং রাত্রে রাত্রে আক্রমণ করছিলেন। লড়াইয়ের সমন্বকার ও নিরাপত্তা বিধানের উপযুক্ত সমর্থন অনেক উন্নতি লাভ করেছিল। আক্রমণের সুতীব্র গতিবেগ অবধারিতভাবে শত্রুকে মুখোমুখী সজ্মর্ষে লিপ্ত করার দাবি করছিল, নদী ইত্যাদি জলের বাধা বাধ্য করছিল না থেমে এগোন, আর শত্রুও ক্লান্তিহীনভাবে তাড়া করে আসছিল। এই অবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল ট্যাঙ্ক ও অশ্বারোহী গঠনগুলি।

আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে সৈন্য নিয়ন্ত্রণের ক্রমাগত উন্নতি ঘটান হয়েছিল, এক মুহূর্তও তাতে ছেদ পড়েনি। এ বিষয়ে ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছিল এর আরও কেন্দ্রীকরণ, লড়াইয়ে কম্যাণ্ডের স্থান সম্বন্ধে আরও সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং সংযোগসাধক বিমানসহ বেতার ও বার্তাবহ সংস্থাগুলির ব্যাপক ব্যবহার। কম্যাণ্ড পোস্টগুলিতে সৈন্যদের আরও কাছাকাছি আনা হয়েছিল এবং চলতি লড়াইয়ের স্টাফ গোষ্ঠীগুলিকে সৈন্যগঠনগুলির (বিশেষত সাঁজোয়া) গঠনগুলির

সঙ্গে সংযোজিত করা হয়েছিল। সুদক্ষ সৈন্য নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল সহযোগী ইউনিটগুলির এবং বিভিন্ন ধরনের বাহিনীর সৈন্য-গঠনগুলির কম্যাণ্ডারদের কম্যাণ্ড (পর্যবেক্ষণ) পোস্টের অস্তিত্ব।

সামগ্রিকভাবে এই সমস্তই আমাদের সৈন্যদের আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের প্রস্তুতির ও লড়াই চালবার ক্রমবর্ধমান দক্ষতারই পরিচয় দিচ্ছিল।

কুরস্কের লড়াইয়ের সাফল্য আসতনা সোভিয়েত সৈন্যদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদানের দৈনন্দিন বিশাল কর্মকাণ্ড ছাড়া, তাদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য কার্যকর রাজনৈতিক কাজ ছাড়া। ট্যাঙ্কের ভয় জয় করার জন্য, প্রতিরক্ষায় অনমনীয় ও আক্রমণে সুদৃঢ় হওয়ার জন্য তাদের কিছু কিছুকে বিশেষ সাহায্য দেওয়া হয়েছিল। এই যুদ্ধে আমাদের জয় কম্যাণ্ডার ও স্টাফ অফিসারদের প্রবর্ধিত দক্ষতা ও লড়াইয়ের অভিজ্ঞতার ফল।

কুরস্কের যুদ্ধের অত্যুজ্জ্বল সাফল্য রণকৌশলসহ সোভিয়েত যুদ্ধকলার সকল উপাদানের ক্রমবর্ধমান উন্নতিকে ছবির মত তুলে ধরেছে।



মার্শাল

পাভেল রোৎমিস্ত্রভ*

কুরস্কের যুদ্ধে সাঁজোয়া বাহিনীর ভূমিকা

কুরস্কের লড়াই শুরু হতে হতে সাঁজোয়া ও যন্ত্রসজ্জিত সৈন্যরা সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর প্রধান আঘাতকারী ও গতিশীল শক্তি হয়ে উঠেছিল। বহু সংখ্যায় ট্যাঙ্ক তৈরি হচ্ছিল এবং ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মের মধ্যে সমান শক্তি বিশিষ্ট পাঁচটি ট্যাঙ্ক আর্মি গঠন করা হয়েছিল। তাছাড়া ইতিমধ্যে বিরাট সংখ্যায় ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোর, অসংখ্য পৃথক পৃথক ট্যাঙ্ক ব্রিগেড এবং ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামানের ব্রিগেড তো ছিলই। যুদ্ধ কলার প্রয়োজনের দিক থেকে দেখলে আমরা বস্তুত সংগঠিত সাঁজোয়া শক্তি কেন্দ্রীভবনের প্রশ্নটি সমাধান করে ফেলেছিলাম।

কুরস্কের লড়াইয়ে সাঁজোয়া বাহিনীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করে এ কথা বলতেই হবে যে যুদ্ধের ইতিহাসে এর আগে কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে এত বিপুল পরিমাণে সাঁজোয়া শক্তি ব্যবহৃত হয়নি। শত্রুরা সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে তাদের যত প্যানৎসার ও মোটরবাহিত ডিভিশন ছিল তার অর্ধেক এখানে নামিয়েছিল, আর নামিয়েছিল সমস্ত ট্যাঙ্ক শক্তিগুলিকে এবং ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোরের অধিকাংশকে। উত্তর ও দক্ষিণ থেকে কুরস্কের উদ্দেশ্যে এগোনর সময়ে নাৎসী কম্যাণ্ড ২৭০০ ট্যাঙ্ক ও আক্রমণের কামান নিয়োগ করেছিল। সোভিয়েত কম্যাণ্ড এমনকি আরও প্রবল সাঁজোয়া শক্তি নিয়ে তাদের মোকাবিলা করেছিলেন। কুরস্ক বাল্জের আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের শুরুতে

* সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর পাভেল রোৎমিস্ত্রভ, ডি. এস. সি. চিফ মার্শাল অব আর্মার্ড ফোর্সেস, কুরস্কের যুদ্ধে ৫ম গাহারাদার ট্যাঙ্ক আর্মি পরিচালনা করেন।

সেন্ট্রাল ও ভরোনেজ রণাঙ্গনের ৩৫০০-এর বেশি ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান ছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে প্রতিদ্বন্দ্বীরা সাঁজোয়া অস্ত্রশস্ত্রের উপর কি বিপুল গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

কুরস্কের লড়াইয়ে সাঁজোয়া বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে কেবল সাধারণ কথায় সীমাবদ্ধ থাকা চলে না। সোভিয়েত ট্যাঙ্ক সৈন্যদের বাস্তব ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধেও দুচার কথা বলা দরকার।

৫ই জুলাই তারিখে নাৎসীরা যখন কুরস্কের বিরুদ্ধে উত্তর ও দক্ষিণ থেকে তাদের আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করল এবং ক্রমাগত বিমানের ছত্রছায়ায় বলীয়ান তাদের প্যানৎসারগুলি জেনারেল এন.পি. পুখভের ১৩-শ আর্মি, জেনারেল আই. এম. চিস্তিয়াকভের ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মি এবং জেনারেল এম. এস. শুমিলভের ৭ম গার্ডস আর্মির উপর প্রবল আঘাত হানল তখন এই সমস্ত আর্মির সৈন্যরা অতুলনীয় বীরত্ব ও দৃঢ়তা দেখিয়েও শত্রুর সাঁজোয়া আক্রমণ প্রতিহত করতে হিমসিম খেয়ে গেল। যুদ্ধের প্রথম দিনে তাদেরকে সোভিয়েত সাঁজোয়া বাহিনীর অধিকাংশকে দিয়ে সমর্থন দেওয়ান গেল না, কারণ তখনও পর্যন্ত তারা আমাদের প্রতিরক্ষার অগ্রবর্তী লাইন থেকে বেশ কিছুটা দূরে ছিল। দ্বিতীয় দিনের সকালে অবশ্য ১৩-শ ও ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মি জেনারেল এম. ওয়াই. কাতুকভের ১ম ট্যাঙ্ক আর্মি, জেনারেল এ. জি. রোদিনের ২য় ট্যাঙ্ক আর্মি, ২য় গার্ডস ও ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক কোর এবং ১৯-শ ট্যাঙ্ক কোরের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিল। এদিন আমাদের প্রতিরোধ কঠোরতর হল। দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইনে পদাতিক ও গোলন্দাজদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলি এক ধরনের সাঁজোয়া ঢাল সৃষ্টি করেছিল যার বিরুদ্ধে শত্রুদের প্যানৎসার আক্রমণ কোনও কাজের হল না। এই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে শক্তিশালী নতুন ট্যাঙ্কে সজ্জিত জার্মান প্যানৎসার ডিভিশন যে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে সোভিয়েত সাঁজোয়া বাহিনীকে ফেলেছিল তাতে তারা সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে গেল।

আমাদের সাঁজোয়া বাহিনীর পরাক্রম আরও ভালভাবে প্রকাশিত হল প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে। পদাতিক ও গোলন্দাজদের সঙ্গে মিলে ট্যাঙ্ক ব্রিগেড ও রেজিমেন্টগুলি শত্রুদের শক্ত প্রতিরক্ষা ভেদ করল, এবং তার অল্প পরেই লড়াইয়ে পাঠান পাঁচটি ট্যাঙ্ক আর্মি ও ১৫টি পৃথক ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোর ওরেল-বেলগোরোদের লড়াইয়ে সাফল্য নিশ্চিত করতে সাহায্য করল।

প্যানৎসারের প্রত্যাঘাত দিয়ে আমাদের অগ্রগতিকে রোধ করার জন্য নাৎসী কম্যাণ্ডের প্রয়াস সর্বনাশের হাত থেকে তাদের বাঁচানর জন্য কিছুই করতে পারল না। আমরা এক বিপুল জয় অর্জন করলাম, আর তার অনেকখানি কৃতিত্বই সোভিয়েত ট্যাঙ্ক সৈন্যদের।

কুরস্কের লড়াইতে ট্যাঙ্কের সুবিপুল নিয়োগ প্রমাণ করল যে আধুনিক যুদ্ধে সাঁজোয়া বাহিনী প্রতিরক্ষা ও আক্রমণ উভয় ক্ষেত্রেই নিয়ামক শক্তি।

কিছু পণ্ডিত এই কথা বলেন যে প্রোখোরোভকা এলাকায় আসলে কোনও ট্যাঙ্ক সঙ্ঘর্ষ হয়নি, অথবা ১২ই জুলাই ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মির লড়াইগুলি ছিল নিস্ফল প্রত্যাঘাত।

এই যুক্তি ধোপে টেকেনা। ১২ই জুলাই প্রোখোরোভকা এলাকায় আসলে কি ঘটেছিল?

৯ই জুলাই দিনের শেষে শত্রুরা কুরস্ক বালজের দক্ষিণাংশে আমাদের প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সমর্থ হয়েছিল ৩০-৩৫ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত। এই অবস্থায় অগ্রসরমান শত্রু গোষ্ঠীকে চূর্ণ করার জন্য নিয়ামক পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই লক্ষ্য পূরণের পক্ষে প্রয়োজনীয় সম্পদ ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ছিল না এবং সোভিয়েত কম্যাণ্ড রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিকে লড়াইয়ে পাঠানর ও এক শক্তিশালী প্রত্যাঘাতের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধনের সিদ্ধান্ত করেছিলেন।

একটা বড় ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মিকে, যাকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি থেকে ভরোনেঝ রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। ৯ই জুলাই দিনের শেষের মধ্যে এই আর্মিকে ওসত্রোগোঝস্ক এলাকা থেকে ৩৬০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে প্রোখোরোভকার উত্তর-পশ্চিমে মোতায়েন হতে হয়েছিল। ১২ই জুলাই সকালে ১ম ট্যাঙ্ক এবং ৫ম গার্ডস ও ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মির সঙ্গে মিলে এই আর্মির কথা ছিল ইয়াকোভলেভো ও তোমারোভকা অভিমুখে প্রতি-আক্রমণ করার ও নাৎসী প্যানৎসার গোষ্ঠীকে ধ্বংস করার।

নির্ধারিত কর্তব্য জানার পর এই আর্মির লোকেরা তা পালনের জন্য নিবিড় প্রস্তুতি শুরু করল। কিন্তু শত্রুরা আমাদের পরিকল্পনা বানচাল করে দিল। তারা তাদের উল্লেখযোগ্য প্যানৎসার শক্তিকে প্রোখোরোভকা অভিমুখে

পুনর্বিন্যাস করল এবং ১১ই জুলাই পশ্চিম দিক থেকে প্রোখোরোভকার উপর এক শক্তিশালী প্রতি-আক্রমণ করল আমাদের পদাতিক বাহিনীকে পিছু হটিয়ে দিয়ে। তারা আমাদের পদাতিক বাহিনীকে প্রোখোরোভকার দক্ষিণ দিকেও ঠেলে পিছিয়ে দিল।

এই রকম একটা জটিল অবস্থায় এবং শত্রু গোষ্ঠীর শক্তি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত খবরাখবরের অভাবের মধ্যে ভরোনেজ রণাঙ্গনকে ১২ই জুলাই সকালে প্রতি-আক্রমণ শুরু করতে হয়েছিল।

এ কথা খেয়াল করা দরকার যে যদিও এই রণাঙ্গন সামগ্রিকভাবে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে ছিল, প্রতি-আক্রমণের ভারপ্রাপ্ত সৈন্যরা পরিকল্পনা মাফিক ১২ই জুলাই আক্রমণ শুরু করেছিল। যেই ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মি আক্রমণাত্মক অভিযানে গেল সঙ্গে সঙ্গে জার্মান প্যানৎসার বাহিনী প্রোখোরোভকার উপর তাদের অগ্রগতি ফের শুরু করল। দুই পরাক্রান্ত সাঁজোয়া তরঙ্গ পরস্পরের উপর এসে পড়ল। আসন্ন লড়াইতে উভয়পক্ষই অবস্থা নিজেদের অনুকূলে আনার চেষ্টা করতে লাগল।

দুই প্রতিপক্ষের ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলির যুদ্ধ-গঠনগুলি সঙ্ঘর্ষের প্রথম কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একাকার হয়ে গেল, সারা দিন লড়াই চলল। কোনও কোনও জায়গায় ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মি এগিয়ে গেল, আবার অন্য কোন জায়গায় শত্রুরা এগিয়ে এল। সেদিন দুই পক্ষই গুরুতর ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছিল। প্রত্যেক পক্ষ ৩০০ করে ট্যাঙ্ক হারিয়েছিল।

সংক্ষেপে বলা যায়, প্রোখোরোভকায় প্রত্যাঘাত একটা সমানে সমানে সঙ্ঘর্ষ।

৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মি অবশ্য ১২ই জুলাই ইয়াকোলেভকো ও প্রোখোরোভকা এলাকায় পৌছানর লক্ষ্য পূরণ করতে পারল না। তার বেশ কয়েকটা কারণ ছিল।

প্রথমত, শত্রুর বৃহত্তর শক্তি : আক্রমণের প্রধান গতিমুখে নাৎসীদের ১০০-র বেশি ভারী ট্যাঙ্ক সহ প্রায় ৭০০ প্যানৎসার ছিল। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ৫ম গার্ডস আর্মির ছিল ৫০০-র সামান্য কিছু বেশি ট্যাঙ্ক, তার মধ্যে ২০০ ছিল হাল্কা। এই আর্মির কেবল ৩৫টি ভারী ট্যাঙ্ক ও স্বয়ং-চালিত কামান ছিল।

দ্বিতীয়ত, ১১ই জুলাই প্রোখোরোভকা থেকে আমাদের সৈন্য প্রত্যাহার ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মির প্রতি-আক্রমণের জন্য দুই দিনের নিবিড় প্রস্তুতি নিরর্থক করে দিল এবং কোরগুলির আক্রমণে ঝাঁপানর জন্য নতুন অবস্থান নির্দিষ্ট করতে হল এবং তাদের মধ্যে ফের-ফিরতি সহযোগিতা সংগঠিত করতে হল শূন্য থেকে, আর তার সময়ও খুব কম ছিল।

তৃতীয়ত, যুদ্ধ যখন তুঙ্গে তখন সাফল্যকে প্রধান আক্রমণের গতিমুখে ব্যবহার করে নেওয়ার মত প্রয়োজনীয় সম্পদ কম্যাণ্ডারদের ছিল না, কারণ শত্রুরা যাতে আর্মির পাশ উলটে দিতে না পারে তার জন্য আর্মির প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় স্তর ও সংরক্ষিত শক্তিকে ব্যবহার করে ফেলতে হয়েছিল।

চতুর্থত, আর্মির প্রতি-আক্রমণ গোলন্দাজ ও বিমানবহরের দ্বারা যথাযোগ্যভাবে সমর্থিত হয়নি।

এই আর্মি যদিও শত্রু গোষ্ঠীকে ছত্রভঙ্গ করতে সমর্থ হয়নি, তবু জেনারেল এ. এস. ঝাদভের ৫ম গার্ডস আর্মির সঙ্গে মিলে শত্রুকে থামিয়ে দিতে পেরেছিল এবং তাকে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিতে বাধ্য করেছিল। এই অংশে লড়াইয়ের গতিপথের উপর এর নিয়ামক ফল হয়েছিল।

বেলগোরোদ ও খারকভের উপর ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মির আক্রমণাত্মক অভিযানও শিক্ষাপ্রদ ছিল।

ওইখানেই, এই যুদ্ধে সর্বপ্রথম, ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মি ও ১ম ট্যাঙ্ক আর্মি সফলভাবে অনেক গভীর পর্যন্ত আক্রমণ চালিয়েছিল।

এই আর্মিগুলি সাফল্যকে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে সামনেকার লাইনের স্তর হিসাবে তার লক্ষ্য পূরণ করেছিল। এই লড়াইতে তারা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের মধ্যেকার পরবর্তী আক্রমণাত্মক অভিযানগুলিতে তা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

বিশেষ করে লক্ষ্যণীয় হল লড়াইয়ের প্রথম দিনে সেনাবাহিনীকে নামানর ও তাদের লড়াই চালানর ভিতর দিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা, কারণ শত্রুর প্রতিরক্ষার গভীরে সোভিয়েত সৈন্যদের সফল লড়াই বহুল পরিমাণে নির্ভর করছিল সেনাবাহিনীকে সময়মত ও সফলভাবে লড়াইতে নামিয়ে দেওয়ার উপরে। ট্যাঙ্ক বাহিনী-তার লড়াইয়ের দক্ষতা, সুকৌশলী চলাচলের ক্ষমতা ও গতিবেগ দেখাতে পারত কেবল শত্রুর প্রতিরক্ষার মধ্যে চলতি লড়াইয়ের

এলাকার গভীরে প্রবেশ করার পর। তখন আমরা বড় বড় গতিশীল গঠনগুলিকে যুদ্ধে নামানতে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলাম না। ওরেলের লড়াইতে তিনটি ট্যাঙ্ক আর্মিকে নামান হয়েছিল কোনও সাফল্য পাওয়া যায়নি, তারা শত্রু প্রতিরক্ষার মধ্যেকার চলতি লড়াইয়ের এলাকার গভীরে ঢুকে পড়তে পারেনি। কাজেই বেলগোরোদ-খারকভ লড়াইয়ের প্রস্তুতির সময়ে ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মিকে নামানর প্রশ্নটির উপর রণাঙ্গনের ও আর্মির কম্যাণ্ডকে বিশেষভাবে নজর দিতে হয়েছিল।

রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার আর্মির জন্য গোলন্দাজ, বিমান ও ইঞ্জিনিয়ারিং মদতের ব্যবস্থা করলেম, এদিকে আমরা বিস্তৃতভাবে অনুশীলন করলাম যে, কোন পথ দিয়ে মোতায়েন হওয়ার লাইনে আর্মি উপস্থিত হবে, সেই লাইনে এগোনর জন্য কোন ক্রম ও সময়সূচী অনুসরণ করবে; তাছাড়া ট্যাঙ্ক কোরের শক্তিশালী অগ্রবর্তী ইউনিটগুলি যারা শত্রুর ব্যূহরচিত প্রতিরক্ষা এলাকায় সম্পূর্ণ ভেঙে ঢোকার জন্য প্রস্তুত ছিল, তাদের কোথায় দেওয়া হবে ঠিক করা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ করলাম।

আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রথম দিনে (৩রা আগস্ট) যা আমাদের অত্যন্ত চিন্তিত করেছিল তা হল আমাদের আর্মিকে যে অংশে লড়াইয়ে নামানর জন্য ঠিক করা হয়েছিল সেই অংশের প্রতিরক্ষা ভেদ করতে জেনারেল ঝাদভের ৫ম গার্ডস আর্মির কতক্ষণ লাগবে। এই সব চিন্তা বৃথা প্রমাণিত হল। ট্যাঙ্ক আর্মির প্রথম স্তরের কোরের অগ্রবর্তী ইউনিটগুলি দুপুর বেলায় রণক্ষেত্রে পৌঁছে দেখে যে ৫ম গার্ডস আর্মির সৈন্যরা ইতিমধ্যে শত্রুর প্রধান প্রতিরক্ষা লাইন প্রায় সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলেছে। প্রবল বেগে আক্রমণ করে পদাতিকদের সঙ্গে মিলে ট্যাঙ্ক কোরের অগ্রবর্তী ব্রিগেডগুলি শত্রুর ব্যূহ-রচিত প্রতিরক্ষা এলাকার মধ্যে ভাঙন সম্পূর্ণ করল এবং আর্মির প্রধান শক্তিগুলি বেশি অসুবিধা ছাড়াই মোতায়েন হওয়ার লাইনে পৌঁছে গেল, পদাতিকদের লড়াইয়ের গঠনগুলিকে ছাড়িয়ে গেল এবং দ্রুত শত্রু প্রতিরক্ষার গভীরে এগিয়ে যেতে শুরু করল।

আর্মিকে সফলভাবে লড়াইয়ে নামান সম্ভবপর হল শত্রুর প্রতিরক্ষাকে যথেষ্ট দ্রুত ভেদ করা গোলন্দাজ ও বিমানের নির্ভরযোগ্য মদত এবং আর্মির সংগ্রামী সৈন্যদের সমরকুশলতার দরুন।

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে এই প্রথম একটা ট্যাঙ্ক আর্মিকে লড়াইয়ে নামানর এই ধরনের পদ্ধতি নেওয়া হল। রণাঙ্গনের গতিশীল আঘাতকারী শক্তি হিসাবে আমাদের আর্মি শত্রুর ব্যূহ-রচিত প্রতিরক্ষা এলাকায় লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য তার শক্তি খরচ করে ফেলল না, লড়াইয়ের ক্ষমতা বজায় রাখল, যার ফলে প্রতিরক্ষার গভীরে দ্রুত কাজ করতে সক্ষম হল। আর্মির প্রথম স্তরে দুটি ট্যাঙ্ক কোর নিয়োগের ফলে পদাতিকদের ছাড়িয়ে যাওয়ার পর আর্মির পক্ষে সম্ভব হয়েছিল শত্রুকে মোক্ষম আঘাত দেওয়া, তার প্রতিরোধ ভেঙে দেওয়া এবং প্রথম দিনের শেষে ২৫-৩০ কিলোমিটার এগিয়ে যাওয়া। ব্যাপক সুকৌশলী চালাচালির ভিতর দিয়ে আর্মি ইউনিটগুলি প্রবল প্রতিরক্ষা বিন্দুগুলির জন্য সুদীর্ঘ লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়া এড়িয়েছিল, তারা বরং চেষ্টা করেছিল শত্রুর পশ্চাদভাগে যতটা গভীরে সম্ভব ঢুকে পড়তে। তাতেই লড়াইয়ের প্রথম দিনের লক্ষ্য পূরণ হয়েছিল।

কুরস্কের লড়াই আমাদের যুদ্ধ কলাকে সমৃদ্ধ করেছিল এবং ট্যাঙ্ক সৈন্যদের কাছে এ এক গুরুতর পরীক্ষা ছিল।

ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত ব্রিগেডের ও কোরের অনেক কম্যাণ্ডার প্রখ্যাত সামরিক নেতা হয়েছিলেন।

কুরস্কের লড়াই ট্যাঙ্ক নেতাদের ভবিষ্যত আর্মি কম্যাণ্ডার হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ দিয়েছিল। এই লড়াইয়ের পর ২য় ট্যাঙ্ক আর্মিকে এস. আই. বোগদানভের অধীনে দেওয়া হয়েছিল, তিনি পরবর্তী কালে মার্শাল পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

কুরস্কের যুদ্ধে যে ব্রিগেড ও কোর কম্যাণ্ডাররা লড়েছিলেন ও পরবর্তী কালে প্রখ্যাত সামরিক নেতা হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন এ. কে. বাবাদ্‌ঝানিয়ান, আই. আই. গুসাকভস্কি, ডি. এ. দ্রাগুনস্কি, এন. পি. কনস্তান্তিনভ, কে. এ. ম্যালিগিন এবং আই. আই. ইয়াকুবোভস্কি। এরা বাস্তবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে আধুনিক যুদ্ধে সাঁজোয়া বাহিনী কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় এবং সাহসী ও দক্ষ অফিসারের নেতৃত্ব পেলে ট্যাঙ্ক সৈন্যরা কতখানি করতে পারে।

এক বা অপর লোকের দক্ষতা সম্বন্ধে রায় দেওয়ার চেষ্টা না করেও কিন্তু আমি ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোরের কয়েকজনের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করতে চাই যারা যুদ্ধে সবিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন এস. আই.

বোগদানভ, এ. এস বুরুদেইনি, এ. এল. গেটমান, এস.এম. ক্রিভোশাইন, এ. জি. ক্রাভচেঙ্কো, পি. পি. পোলুবোয়ারভ, ভি. টি. ওবুখভ এবং এম. ডি. সোলোমাতিনের মত প্রখ্যাত জেনারেলরা। ট্যাঙ্ক আর্মি কম্যাণ্ডার পি. এস. রাইবালকো এবং এম. ওয়াই. কাতুকভ এই ঐতিহাসিক লড়াইয়ে তাঁদের গৌরবময় সুনাম আরও উজ্জ্বল করেছিলেন।

শেষত, উভয় পক্ষেই এ লড়াইয়ে তাদের শ্রেষ্ঠ সাঁজোয়া বাহিনীগুলিকে ব্যবহার করেছিল। এ কথা মনে থাকবে যে লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে আমাদের তিনটি ট্যাঙ্ক আর্মি এবং ছ'টি পৃথক ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোর ছিল।

গণ বীরত্ব, অসীম সাহস, প্রতিরক্ষায় দৃঢ়তা এবং অদম্য আক্রমণাত্মক মনোভাব—এইগুলি ছিল সোভিয়েত সৈন্যদের বৈশিষ্ট্যমূলক গুণ। সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতি ভালবাসা ও শত্রুর প্রতি জলন্ত ঘৃণা সোভিয়েত জনগণের ক্ষমতাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিল এবং তাদের মহত্তর কীর্তিতে উদ্দীপিত করেছিল।

কুরস্কের লড়াইয়ে আমাদের ফৌজের দেওয়া আঘাতে টলমল নাৎসী সেনাবাহিনীগুলি পিছু হটতে শুরু করল, আর যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত পিছু হটতেই থাকল।



মার্শাল

আমাঝাস্প বাবাদ্‌ইয়ানিয়ান*

ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত বাহিনী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম বৃহত্তম লড়াই, কুরস্কের লড়াই ট্যাঙ্ক সঙ্ঘর্ষের পরিসর ও তীব্রতার দিক থেকে অতুলনীয়। ন্যায্যভাবেই একে ট্যাঙ্কের যুদ্ধ আখ্যা দেওয়া যায়, কারণ দুই পক্ষই সাঁজোয়া শক্তি দিয়ে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে চেয়েছিল।

একথা সুবিদিত যে পৃথক পৃথক লড়াইয়ে এবং সাধারণভাবে গোটা যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ হয়েছিল যুদ্ধরত সকল রকম বাহিনীর ও সেবা ব্যবস্থার যৌথ প্রয়াসের কল্যাণে। কিন্তু যুদ্ধের বিভিন্ন স্তরে সশস্ত্র ফৌজের একটা কোনও বিশিষ্ট বিভাগকে বেছে নিতে হয়েছিল যাকে সবচেয়ে দয়িত্বপূর্ণ কর্তব্য দেওয়া হয়েছিল। অনেক সময়েই সাঁজোয়া শক্তি সেই ধরনের কর্তব্য পালন করেছিল। বিগত যুদ্ধের প্রায় সব বড় লড়াইতে প্রধান আক্রমণকারী ও প্রতি-আক্রমণকারী শক্তি ছিল সাঁজোয়া ইউনিটগুলি। কুরস্কের লড়াই সম্পর্কে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। উভয় পক্ষই যে লক্ষ্য স্থির করেছিল তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কার্যকর করার জন্য তাদের সাঁজোয়া বাহিনীর বেশি ভাগকেই এই এলাকায় কেন্দ্রীভূত করেছিল।

কুরস্ক অভিক্ষেপের পাশগুলিতে নাৎসী কম্যাণ্ড ১৬টি প্যানৎসার ও মোটর বাহিত ডিভিশন (সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে তাদের গতিশীল ইউনিটগুলির ৬১ শতাংশ), ট্যাঙ্কের সংখ্যায় ২৭০০ নিয়োগ করেছিল। প্রধান প্রয়াসের গতিমুখে জার্মানরা কেন্দ্রীভূত করেছিল তাদের শ্রেষ্ঠ প্যানৎসার ইউনিটগুলিকে,

* কুরস্কের যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর মার্শাল বাবাদ্‌ইয়ানিয়ান ৩য় মেকানাইজড কোরের ৩য় মেকানাইজড ব্রিগেডের নেতৃত্ব করেছিলেন।

যথা, এস. এস. অ্যাডলফ হিটলার, টোটেনকফ্ ও রাইশ ডিভিশনগুলিকে এবং মোরটবাহিত গ্রসডয়েটশলাণ্ড ডিভিশনকে। তাদেরকে আরও কড়া করা হয়েছিল টাইগার ও প্যান্থার ট্যাঙ্ক এবং ফার্ডিনাণ্ড আক্রমণকারী কামান দিয়ে। এই প্রবল আক্রমণের শক্তির কাছ থেকে নাৎসী কম্যাণ্ড অনেক খানি আশা করেছিল।

সোভিয়েত কম্যাণ্ডও নিয়ামক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব সশস্ত্র ফৌজের শক্তিবৃদ্ধির জন্য এবং তাদের যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সুসজ্জিত করার জন্য সোভিয়েত জনগণ প্রয়োজনীয় সবকিছু করেছিল। সাঁজোয়া শক্তিগুলিকে বিকাশ ও উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল। তারা অনেক নতুন ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান পেয়েছিল, ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত সৈন্যগঠনগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি করা হয়েছিল ও তাদের সাংগঠনিক কাঠামো উন্নত করা হয়েছিল।

বড় বড় ট্যাঙ্ক সৈন্যগঠন সংগঠিত করার কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছিল। ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোরের ভিত্তিতে নতুন ধরনের ট্যাঙ্ক আর্মিগুলি কুরস্কের লড়াইয়ের একটু আগেই সংগঠিত করা হয়েছিল।

কুরস্ক বালজের উপর ও আসন্ন যুদ্ধের চরিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করে সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড তাঁদের সাঁজোয়া বাহিনীর অধিকাংশকে সেখানে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন—তখন সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের যে পাঁচটি ট্যাঙ্ক আর্মি ছিল তাদের সবকটিকে, ১৫টি ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোরকে এবং বহু সংখ্যক পৃথক রেজিমেন্ট ও ব্রিগেডকে।

আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের পর্যায়ের শুরুতে ভরোনেঝ ও সেন্ট্রাল রণাঙ্গন ও স্তেপি মিলিটারি ডিস্ট্রিক্টের (রণাঙ্গনের) প্রায় ৫০০০ ট্যাঙ্ক ও স্বয়ং-চালিত কামানগুলি ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের ও ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের বামপক্ষের সাঁজোয়া শক্তিগুলি এবং ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক ও ৪র্থ ট্যাঙ্ক আর্মিগুলি ও পৃথক যে সব ট্যাঙ্ক কোরকে এই লড়াইয়ে নামান হয়েছিল তাদের সকলের মিলে ছিল ৭৫০০ এর উপর ট্যাঙ্ক (তৎকালে লভ্য সমস্ত ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামানের ৭৮ শতাংশ)। এই কুরস্ক এলাকাতেই অভিযানের ভাগ্য নির্ধারিত হতে যাচ্ছে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করলে তবেই কেবল এত বিপুল সাঁজোয়া বাহিনী নামানর ঝুঁকি নেওয়া গিয়েছিল। এ এক সাহসিক পরিকল্পনা।

সংক্ষেপে বলা যায়, রণাঙ্গনের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটি অংশে উভয় পক্ষ তাদের সাঁজোয়া বাহিনীর অধিকাংশ, মোট ১০,০০০ ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান কেন্দ্রীভূত করেছিল, যুদ্ধের পূর্ববর্তী কোনও পর্যায়ে এরকম কেন্দ্রীভবনের কোনও নজির ছিল না।

ট্যাঙ্কের সংখ্যার দিক থেকে সামগ্রিকভাবে আমাদের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্ককে সঠিকভাবে বুঝতে হলে এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মে সোভিয়েত ট্যাঙ্কের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল হাল্কা। উদাহরণ স্বরূপ, সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ৩৬০০ ট্যাঙ্ক ছিল, তারমধ্যে ১০৬৫, অর্থাৎ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিল হাল্কা, এই ঘটনা আমাদের প্রাধান্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিয়েছিল। একথাও ভুলে যাওয়া উচিত হবেনা যে আমাদের নতুন ট্যাঙ্ক আর্মিগুলি এই লড়াইয়ের মুখেই সবে তৈরি হয়েছিল এবং ৪র্থ ট্যাঙ্ক আর্মি তখনও তার চূড়ান্ত সাংগঠনিক পর্যায় পার হতে পারেনি। আর্মি হেড কোয়ার্টার্সগুলিতে তরুণ অফিসাররা কাজ করছিল এবং তখনও পর্যন্ত দৃঢ় সৈন্য-নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রস্তুত হয়নি। উচ্চতর হেড-কোয়াটার্সগুলির নতুন ট্যাঙ্ক আর্মিগুলির চলতি লড়াইয়ে নিয়োগ সম্পর্কে খুব স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেনি।

স্বভাবতই, এই সমস্তই অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল এবং চলতি লড়াইয়ের জন্য তৈরি নতুন গঠনগুলিকে নামানর সবচেয়ে উপযোগী রূপ ও পদ্ধতির খোঁজে ভ্রান্তি ও হিসাবের ভুল অনিবার্যভাবেই ঘটছিল। এই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও কুরস্কের যুদ্ধ অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। সোভিয়েত সৈন্যরা রেজিমেন্ট, ব্রিগেড, কোর ও আর্মিতে সংগঠিত বহুসংখ্যক ট্যাঙ্ক নিয়োগ করে মৌলিক ধরনের চিরায়ত লড়াই পরিচালনা করার সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। সাঁজোয়া বাহিনীর, বিশেষত ট্যাঙ্ক কোর ও আর্মিগুলির ব্যাপক ব্যবহার আর্মির ও রণাঙ্গনের লড়াইগুলির এবং সাধারণভাবে গোটা লড়াইয়ের চরিত্র ও ফলাফলের উপর নিয়ামক প্রভাব ফেলেছিল। কুরস্কের লড়াইতে সাঁজোয়া বাহিনীগুলি দেখিয়ে দিয়েছিল যে আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক উভয় লড়াইতেই সবচেয়ে জটিল কর্তব্যগুলির মোকাবিলা করার ক্ষমতা অর্জন তারা করেছে।

সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনে আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে সাঁজোয়া শক্তি নিয়োগের বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের গভীর পর্যন্ত বিন্যস্ত করা এবং প্রত্যেক স্তরকে

একটি নির্দিষ্ট কর্তব্য দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম স্তর তৈরি হয়েছিল পৃথক পৃথক ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্ট ও পৃথক পৃথক ট্যাঙ্ক বিগ্রেড নিয়ে। এগুলিকে মোতায়েন করা হয়েছিল ফিল্ড আর্মিগুলির প্রতিরক্ষা এলাকার মধ্যে এবং এরা ছিল তাদের কম্যাণ্ডারদের এবং পদাতিক কোর ও ডিভিশনগুলির কম্যাণ্ডারদের সংরক্ষিত শক্তি। ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্টগুলির অংশকে নিয়োগ করা হচ্ছিল ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী এলাকায় প্রতিরক্ষার শক্ত বিন্দুগুলিতে এবং আতর্কিত অক্রমণের জন্য। প্রথম স্তরটি রণাঙ্গনের মোট ট্যাঙ্কের প্রায় অর্ধেক নিয়ে নিচ্ছিল।

ট্যাঙ্ক আর্মিগুলি ও পৃথক ট্যাঙ্ক কোরগুলি ছিল দ্বিতীয় স্তর এবং রণাঙ্গনের সাঁজোয়া সংরক্ষিত শক্তি। তাদের বিন্যাস করা হয়েছিল সম্মুখস্থ লাইন থেকে ৩০-৩৫ কিলোমিটার দূরে এবং ব্যবহার করা হয়েছিল যে সব শত্রু গোষ্ঠী ভেঙে ঢুকে পড়েছে তাদের প্রতি-আক্রমণ করার জন্য। রণাঙ্গনের মোট ট্যাঙ্কের অন্তত অর্ধেক নিয়ে তৈরি এই স্তর ছিল প্রধান গতিশীল আঘাতকারী শক্তি, সোভিয়েত কম্যাণ্ড যা দিয়ে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের স্রোত নিজেদের অনুকূলে ঘোরানর আশা করছিলেন।

ট্যাঙ্ক আর্মিগুলি নাৎসীদের কেন্দ্রীভূত সাঁজোয়া আক্রমণ প্রতিহত করতে এক নিয়ামক ভূমিকা নিয়েছিল। আমাদের ফৌজের চলতি লড়াইয়ের সময়কার প্রতিরক্ষা দুর্ভেদ্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের আগে পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রস্তুতি করা হয়েছিল। ট্যাঙ্ক কম্যাণ্ডাররা এবং তাদের হেডকোয়ার্টার্সগুলি পদাতিক, গোলন্দাজ, ইঞ্জিনিয়ার ও বিমান ইউনিটগুলির কম্যাণ্ডার ও হেডকোয়ার্টাসের সঙ্গে মিলে যৌথ মহড়ার ব্যবস্থা করেছিল। অগ্রসরমান শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণের সর্বপ্রকার সম্ভাব্য বিকল্প মানচিত্রের উপরও সরোজমিনে মহড়া দেওয়া হয়েছিল। সৈন্যদের মধ্যে রাজনৈতিক কাজের উপর যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। তথাপি আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের গতিপথে সোভিয়েত কম্যাণ্ডকে নিজেদের পরিকল্পনায় ছিলনা এমনভাবেও সাঁজোয়া শক্তিকে নিয়োগ করতে হয়েছিল।

সেন্ট্রাল রণাঙ্গনে এক প্রবল শত্রু প্যানাৎসার বাহিনী প্রথম দিনের শেষের মধ্যে ১৩-শ আর্মির প্রধান প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করতে ও ৬-৮ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত ঢুকে পড়তে সক্ষম হয়েছিল। এই অবস্থার সম্মুখীন হয়ে রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার জেনারেল রোকোসোভস্কি লাইনটিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ৬ই

জুলাই সকালে এক প্রবল প্রত্যাঘাত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই লক্ষ্য সাধনে প্রধান ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল জেনারেল রোদিনের ২য় ট্যাঙ্ক আর্মি ও জেনারেল ভ্যাসিলিয়েভের ১৯তম ট্যাঙ্ক কোরকে।

১৭-শ ইনফ্যান্ট্রি কোরের সঙ্গে সহযোগিতায় ২য় ট্যাঙ্ক আর্মি ও ১৯-শ ট্যাঙ্ক কোর যে প্রতি-আক্রমণ করল সেটিই ছিল বস্তুত সেণ্ট্রাল রণাঙ্গন কর্তৃক ট্যাঙ্কের প্রথম প্রতিশোধকামী আঘাত। যদিও অনেকগুলি কারণে এ প্রত্যাশিত ফল দেয়নি, তবু এই প্রত্যাঘাত আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে আমাদের অনুকূলে স্রোত ঘুরিয়ে দিয়েছিল। শত্রুকে দ্বিতীয় লাইনের আগে রুখে দেওয়া গিয়েছিল এবং তার যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তা তাকে ওলখোভাতকার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান চালানর পক্ষে শক্তিহীন করে ফেলেছিল। প্রতি-আক্রমণের পর ২য় ট্যাঙ্ক আর্মি দ্বিতীয় লাইনে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিয়েছিল এবং ১৩-শ আর্মির সঙ্গে একত্রে শত্রুর কুরস্কে ভেঙে ঢোকার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করেছিল।

ইতিমধ্যে ভরোনেঝ খণ্ডে জোর ট্যাঙ্ক লড়াই চলছিল, সেখানে বেলগোরোদের উত্তর-পশ্চিম এলাকা থেকে ওবোইয়ান ও কুরস্ক অভিমুখে শত্রুরা প্রবল শক্তিতে আক্রমণ করছিল। সেখানকার নাৎসী গোষ্ঠী প্রায় ৭০০ ট্যাঙ্ক ও বিমানবাহিনীর অধিকাংশ নিয়ে গঠিত ছিল।

প্রথম দিনের লড়াইয়ের শেষের দিকে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে শত্রুরা ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মির প্রতিরক্ষার প্রথম লাইন ভেদ করতে সক্ষম হল। রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার জেনারেল ভাতুতিন ট্যাঙ্ক আর্মি ও সংরক্ষিত ট্যাঙ্ক কোরগুলির নিয়োগের ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন।

পরিকল্পিত প্রতি-আক্রমণের পরিবর্তে ১ম ট্যাঙ্ক আর্মি, ২য় গার্ডস ও ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক কোরগুলিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইনে, ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মির পিছিয়ে আসা ডিভিশনগুলির সঙ্গে মিলে এক দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ খাড়া করার ব্যবস্থা করা হল যাতে অগ্রসরমান শত্রুকে নিরক্ত করে ফেলা যায় এবং তারপর তাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য প্রতি-আক্রমণ শুরু করা যায়।

এক সারারাত্রিব্যাপী মার্চের পর জেনারেল কাতুকভের ১ম ট্যাঙ্ক আর্মি ৬ই জুলাই সকালে ৩০ কিলোমিটারব্যাপী দ্বিতীয় লাইনে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান

নিল, প্রথম স্তরে রইল ৬ষ্ঠ ট্যাঙ্ক ও ৩য় যন্ত্রসজ্জিত কোর এবং দ্বিতীয় স্তরে রইল ৩১-শ ট্যাঙ্ক কোর। আর্মির বাম পাশে প্রতিরক্ষা অবস্থান নিল জেনারেল বুরদেইনির ২য় গার্ডস ট্যাঙ্ক কোর এবং জেনারেল ক্রাভচেঙ্কোর ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক কোর, প্রত্যেকে ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটারব্যাপী রণাঙ্গনে রইল।

৬ই জুলাই সকালে তাজা সৈন্য নিয়ে শত্রুরা আক্রমণাত্মক অভিযান আবার শুরু করল. ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মির অবস্থানের মধ্যে এক সাঁজোয়া ফাটল ধরানর ও লড়াই আরও বিস্তৃত করার সুযোগ সৃষ্টির আশা নিয়ে। তাদের প্যানৎসার বহর কিন্তু আমাদের প্রবল ট্যাঙ্ক প্রাচীরের সম্মুখীন হল। সংক্ষিপ্ততম পথ দিয়ে তার কুরস্ক ভেদ করার প্রয়াস ব্যর্থ করে দেওয়া হল।

সোভিয়েত সাঁজোয়া ইউনিটগুলি গভীরে রক্ষিত ট্যাঙ্কগুলি থেকে অগ্নি-বর্ষণের সঙ্গে তাদের শক্তির একাংশ কর্তৃক গভীর থেকে সুকৌশলী চালাচালিকে সমন্বিত করে নিজেদের অবস্থানগুলি ধরে রাখল। প্রতিরক্ষায় এই ধরণের লড়াইয়ের পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হল, কারণ শত্রুর বিশাল প্যানৎসার, গোলন্দাজ ও বিমান আক্রমণ থেকে ট্যাঙ্কগুলির তুলনামূলক ক্ষয়ক্ষতি কম হল।

ট্যাঙ্ক আর্মির এবং ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোরগুলির প্রচেষ্টা এইভাবে কেন্দ্রীভূত করা হল দ্বিতীয় ও পিছন দিককার প্রতিরক্ষা লাইনগুলিকে ধরে রাখার জন্য। ফলত চলতি লড়াইয়ের সময়কার প্রতিরক্ষার স্থিতিশীলতা অনেক বেড়ে গেল। শত্রুদের প্যানৎসারের বৃহৎ গোষ্ঠীগুলির, রণাঙ্গনের সঙ্কীর্ণ এক একটি অংশে ২০০-৩০০ করে গাড়ির আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করা হল।

গভীরে অবস্থিত প্রতিরক্ষা লাইনগুলিকে ধরে রাখার জন্য প্রবল ট্যাঙ্ক শক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত চলতি লড়াইয়ে তাদের নিয়োগের এক নতুন রূপ হল এবং এর থেকে কার্যকর ফল পাওয়া গেল। ভরোনেঝ রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের কাছে নিম্নোক্ত রিপোর্ট করেছিল: "এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দরুণ ওবোইয়ান খণ্ডে শত্রুর পরাজয় হয়েছে ও ও আমাদের রণাঙ্গন ভেদ করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে।......আর ট্যাঙ্ক গঠনগুলি নিয়ে প্রতি-আক্রমণের সিদ্ধান্ত যদি নেওয়া হত, তাহলে রাজপথের এই অংশে পদাতিক সৈন্যদের জমাট রণাঙ্গনের অভাবে আমরা আমাদের শক্তিগুলিকে ক্ষয় করে ফেলতাম এবং শত্রুরা নিশ্চিতভাবে ওবোইয়ানে ভেঙে ঢুকে পড়ত ও

তারপর কুরস্ক অভিমুখে তাদের আক্রমণ আরও জোরদার করত।"

কুরস্কের লড়াইয়ের আক্রমণাত্মক পর্যায়ের চরম ছিল জার্মান ৪র্থ প্যানৎসার আর্মি এবং সোভিয়েত ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মির মধ্যে প্রোখোরোভকা এলাকায় ট্যাঙ্ক-সঙ্ঘর্ষ। ৫ম গার্ডস আর্মিকে জেনারেল কোনেভ স্তেপি রণাঙ্গন থেকে এই খণ্ডে পাঠিয়েছিলেন। যুদ্ধের ইতিহাসে অভূতপূর্ব এই সঙ্ঘর্ষে উভয় পক্ষে প্রায় ১২০০ ট্যাঙ্ক ও বিরাট সংখ্যক বিমান নিয়োজিত হয়েছিল। জেনারেল হোথের নেতৃত্বে নাৎসীদের বাছা বাছা প্যানৎসার ডিভিশন জেনারেল রোতমিস্ত্রভের নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত ট্যাঙ্ক আর্মির সঙ্গে মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষে টিকতে পারল না। তাদেরকে রুখে দেওয়া হল ও তারপর ঠেলে পিছিয়ে দেওয়া হল। এই লড়াইয়ের তীব্রতা ও তিক্ততা এই তথ্য থেকেই পরিমাপ করা যাবে যে প্রথম দিনের যুদ্ধেই শত্রুরা প্রায় ৩০০টি ট্যাঙ্ক হারাল। আমাদের সৈন্যদেরও গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি হল। ভারী লড়াই আরও কয়েকদিন ধরে চলল, কিন্তু ১২ই জুলাই কুরস্কের লড়াই অনুকূল মোড় ঘোরার মুখে দাঁড়াল। নিজেদের অনুকূলে লড়াইয়ের মোড় ঘোরানর জন্য শত্রুদের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হল।

সোভিয়েত প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে সাঁজোয়া বাহিনী সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। রণাঙ্গনের আক্রমণকারী গোষ্ঠীগুলির ভিতরে নিয়োজিত থেকে তারা শত্রু প্রতিরক্ষাকে দ্রুত চূর্ণ করতে এবং সাফল্যকে চলতি লড়াইয়ের এলাকার গভীর পর্যন্ত ব্যবহার করতে সাহায্য করেছিল।

পৃথক ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্ট ও ব্রিগেডগুলি পদাতিক ডিভিশনগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং ঘনিষ্ঠভাবে সমর্থন দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থার দ্বারা নিয়োজিত হত। পদাতিকদের সমর্থন দেওয়ার জন্য ট্যাঙ্কের ঘনত্ব বৃদ্ধি করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ ১১-শ গার্ডস আর্মিতে প্রতি কিলোমিটার সম্মুখ রণাঙ্গনে ২০-৩০টি ট্যাঙ্ক ছিল। সাধারণত পৃথক ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোরগুলি নিয়ে ফিল্ড আর্মির গতিশীল টাস্ক ফোর্স তৈরি হত। পূর্ববর্তী আক্রমণাত্মক অভিযানগুলিতে সাঁজোয়া শক্তির অন্য কোনো সাংগঠনিক রূপ ব্যবহৃত হয়নি। কুরস্কের লড়াইয়ের মুখে নতুন ধরনের ট্যাঙ্ক আর্মি তৈরি হল যেগুলি রণাঙ্গনের গতিশীল ট্যাঙ্ক ফোর্স হিসাবে ব্যবহৃত হল। সামরিক তত্ত্ববিদরা তখনও পর্যন্ত আক্রমণাত্মক লড়াইতে এই আর্মিগুলির নিয়োগ সম্বন্ধে উপযুক্ত সুপারিশ তৈরি করেন নি। আমাদের কম্যাণ্ডকে আসন্ন প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে ট্যাঙ্ক

আর্মির লড়াইয়ের পরিকল্পনার নতুন রূপ ও পদ্ধতির সন্ধান করতে হল। স্বভাবতই হিসাবে ভুল এবং ভ্রান্তি হয়েছিল।

জেনারেল বোগদানভের ২য় ট্যাঙ্ক আর্মি, জেনারেল রাইবালকোর ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মি এবং জেনারেল বাদানভের ৪র্থ ট্যাঙ্ক আর্মি শত্রুর ওরেল অভিক্ষেপ খতম করায় এক প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু যেভাবে এই সব আর্মি নিযুক্ত হয়েছিল এবং তাদের লড়াইয়ের যে পদ্ধতি নেওয়া হয়েছিল যুদ্ধ ক্রিয়ার দিক থেকে তা সফল রূপ বলা কঠিন। শত্রুর স্বেচ্ছাকৃত আত্মরক্ষাকে খণ্ডবিখণ্ড ও চূর্ণ করার জন্য "সাঁজোয়া মুষ্টি" হিসাবে এই তিনটি আর্মিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। ৪র্থ ট্যাঙ্ক আর্মি যেখানে একটা দিকে গেল সেখানে ২য় ট্যাঙ্ক ও ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মি অনেকগুলি দিক থেকে শত্রু প্রতিরক্ষার উপর পর পর আঘাত করে তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য এগোল, কাজেই লড়াইয়ের গতিপথে তাদের কয়েকবার পুনর্বিন্যাস করতে হল।

এই ট্যাঙ্ক আর্মিগুলির প্রত্যেকটির ৮০০ করে ট্যাঙ্ক ছিল, যদি তাদের ব্যবহারে কম তড়িঘড়ি করা হত, বিজ্ঞতার সঙ্গে তাদের লড়াইয়ে নামান হত, তাহলে তারা নিয়ামক ফল দিত।

১ম ট্যাঙ্ক আর্মি ও ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মি নিয়ে গঠিত ভরোনেঝ রণাঙ্গনের গতিশীল টাস্ক ফোর্সকে বেলগোরোদ-খারকভ আক্রমণাত্মক অভিযানে বেশ সাফল্যের সঙ্গে নিয়োগ করা হয়েছিল। তাদেরকে লড়াইয়ে নামান হয়েছিল ফিল্ড আর্মি শত্রু প্রতিরক্ষা ভেদ করার পর চলতি লড়াইয়ের এলাকার গভীরে আক্রমণ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। পাশাপাশি অগ্রসরমান এই সাঁজোয়া ফৌজ নাৎসী গোষ্ঠীর মধ্যে এক গভীর ফাটল ধরিয়েছিল। সাঁজোয়া শক্তিকে লড়াইয়ে নিয়োগের এই রূপ সেই সময়ে সম্পূর্ণ সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল।

লড়াইয়ের সফল অগ্রগতির জন্য ট্যাঙ্ক আর্মি ইউনিটগুলির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল শত্রু প্রতিরক্ষার গভীরে দ্রুত ঢুকে পড়া। উদাহরণস্বরূপ, বোগোদুখভ খণ্ডে শত্রুর চলতি লড়াইয়ের এলাকার গভীরে ১ম ট্যাঙ্ক আর্মির দ্রুত অগ্রগতি শত্রুর পার্শ্বদেশগুলিতে ও পশ্চাতে আঘাত করা সম্ভবপর করেছিল, তাদের রণকৌশলী চালাচালি সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিল এবং তাদের প্রতিরক্ষার স্থিতিশীলতাকে দুর্বল করেছিল। ৪-৬ই আগস্টের মধ্যে এই আর্মির ৮০ কিলোমিটার অগ্রগতি আক্রমণকারী সোভিয়েত ফৌজের অনুকূলে পরিস্থিতির

বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

এই যুদ্ধ দেখিয়ে দিল যে চলতি লড়াইয়ের এলাকার গভীরে লড়াইয়ের সাফল্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে ফিল্ড আর্মির সঙ্গে ট্যাঙ্ক আর্মির অবস্থান ও সহযোগিতার উপর। কিন্তু তার সংগঠনে যথেষ্ট ত্রুটি ছিল। গতিশীল সৈন্যদের দ্বারা অধিকৃত লাইনে পৌঁছতে পদাতিক বাহিনীর প্রায়ই খুব দেরি হত। কাজেই ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোরগুলি পদাতিকদের সহায়তা ছাড়াই লম্বা সময় ধরে লড়তে বাধ্য হত। এটা গতিশীল সৈন্যদের অগ্রগতি মন্থর করে দিত এবং যতটা তাড়াতাড়ি ও যতটা গভীরে তারা এগোতে পারত তা ব্যাহত করত।

তাদের সুকৌশলী চালাচালির ক্ষমতাও সব সময়ে সুফলপ্রদভাবে ব্যবহার করা হত না। এর প্রধান কারণ ছিল রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডাররা সব সময়ে সময়োচিত সিদ্ধান্ত নিতেন না। উদাহরণস্বরূপ ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মি ৪ঠা ও ৫ই আগস্ট ঝোলোচেভ অভিমুখে সামান্যই এগোতে পেরেছিল, শত্রুর তীব্র প্রতিরোধের মুখে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছিল, অথচ সেই সময়েই বোগোদুখভ খণ্ডে শত্রু প্রতিরক্ষা ভেদ এই আর্মির জন্য চমৎকার সুযোগ করে দিয়েছিল।

বেলগোরোদ-খারকভ লড়াইতে শত্রুর চলতি লড়াইয়ের সংরক্ষিত শক্তির বিরুদ্ধে সাঁজোয়া বাহিনীকে নিয়োগে উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল। এই সংগ্রাম বিভিন্ন রূপ নিয়েছিল, তারমধ্যে সবচেয়ে বেশি হয়েছিল না জয় না হারের মত সঙ্ঘর্ষ। সোভিয়েত ট্যাঙ্ক কোরগুলি ১১ই থেকে ২১শে আগস্ট বোগোদুখভ ও আখতিরকা এলাকায় এক বিরাট শত্রু প্যানৎসার বাহিনীর সঙ্গে যে না জয় না হারের মত লড়েছিল তা ততটা সফল হয়নি। গোড়াতে ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সাঁজোয়া শক্তি ছড়ান ছিল এবং এক ব্যাপক ফ্রণ্টে লড়াই করছিল। আমাদের ট্যাঙ্ক কোরগুলির মন্থর অগ্রগতির সুযোগ নিয়ে শত্রুরা তাদের সংরক্ষিত শক্তি নিয়ে এল; বোগোদুখভের দক্ষিণে রণাঙ্গনকে স্থিতিশীল করে ফেলল এবং এক প্রতি-আক্রমণকারী শক্তি জড়ো করে ফেলল, যা অনুকূল পরিস্থিতিতে লড়াইয়ে নামল। শত্রুরা যখন এগোতে লাগল তখন আমরা শত্রুদের পরিকল্পনা ও তাদের সংরক্ষিত শক্তির মতলব পুরো আবিষ্কার করতে পারিনি। তাদের প্রতি-আক্রমণের সময়ও ঠিক নির্ধারণ করতে পারিনি। ফলত আমাদের ট্যাঙ্ক আর্মিগুলিকে যথেষ্ট শক্তি না নিয়ে, নির্ভরযোগ্য গোলন্দাজ,

বিমান ও পদাতিক সমর্থন ছাড়া লড়তে বাধ্য হতে হয়েছিল। শত্রুদের বিরাট প্যানৎসার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একই সময়ে তারা লড়াইয়ে নামেনি: ১ম ট্যাঙ্ক আর্মি তার আঘাতগুলিকে এড়াতে থাকে ১১ই আগস্ট এবং ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মি ১২ই আগস্ট। অবস্থা আরও সঙ্গীন হল তাদের ইউনিটগুলি বিভিন্ন সময়ে লড়াইয়ে নামার দরুণ। আখতিরকার পূর্বেও আমাদের ট্যাঙ্ক বাহিনী-গুলি পৃথক পৃথক ভাবে লড়াইয়ে নেমেছিল। সেটা অন্যতম প্রধান কারণ যার জন্য শত্রুর আখতিরকা গোষ্ঠীকে তাড়াতাড়ি নিশ্চিহ্ন করা যায়নি।

ট্যাঙ্ক সঙ্ঘর্ষের এলাকাগুলিতে পৌছতে ফিল্ড আর্মিগুলির দেরি হচ্ছিল। লড়াইয়ে নিযুক্ত সৈন্যদের যে বিমানছত্র দেওয়া হয়েছিল তা দুর্বল ছিল। আমাদের সাঁজোয়া গঠনগুলি লড়াইয়ের সবচেয়ে সঙ্কটময় মুহূর্তগুলিতে ব্যাপক রণাঙ্গনে যুদ্ধরত থেকে এবং বিমান থেকে ক্রমাগত আক্রমণের মুখে প্রবল শত্রুশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রধান ধাক্কা সহ্য করেছিল। শত্রুরা এক জায়গায় পেড়ে ফেলার দরুণ আমাদের ট্যাঙ্ক আর্মিগুলি সুকৌশলী চালাচালির ক্ষমতার সুযোগ নিতে পারেনি। কুরস্কের যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক ট্যাঙ্ক নিয়োগের অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ থেকে সুনির্দিষ্ট কিছু সিদ্ধান্তে আসা যায়।

একথা প্রথমে বলা দরকার যে সাঁজোয়া ও যন্ত্রসজ্জিত সৈন্যরা কোনও রণাঙ্গন কর্তৃক আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের সময়ে অত্যন্ত বিচিত্র ও জটিল কর্তব্য পালন করতে পারে। কুরস্কের লড়াইতে সাঁজোয়া ইউনিটগুলির আত্মরক্ষা-মূলক সংগ্রাম বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকম হয়েছিল। ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলির লড়াই সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের লড়াইগুলি থেকে যথেষ্ট আলাদা রকম হয়েছিল। সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের ২য় ট্যাঙ্ক আর্মি যেখানে একটা প্রত্যা-ঘাতের পর দ্বিতীয় লাইনে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে চলে গিয়েছিল এবং স্থির অবস্থানগুলি থেকে অগ্নিবর্ষণে ও অতর্কিত প্রতি-আক্রমণে শত্রু নিধন করেছিল, সেখানে ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ১ম ট্যাঙ্ক আর্মি ও পৃথক ট্যাঙ্ক কোরগুলি সংখ্যার দিক থেকে বিপুলতর শত্রু শক্তির চাপের সামনে পিছিয়ে এসে অন্তবর্তী প্রতিরক্ষা লাইনে তাদের কাবু করেছিল। এই লড়াই প্রমাণ করেছিল যে প্রতি-আক্রমণ কেবল তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন তা যথেষ্ট প্রবল শক্তির দ্বারা করা হয় এবং অংশগ্রহণকারী ট্যাঙ্ক আর্মি ও কোরগুলি সময় ও স্থানের দিক থেকে তাদের প্রয়াস যথাযথভাবে সমন্বিত করে।

প্রতি-আক্রমণ সমান হতে হলে তার আগে সুকৌশলে সংগঠিত গোলন্দাজ ও বিমান আক্রমণ অবশ্যই দরকার। লক্ষ্যপূরণের জন্য লড়াইয়ের গোটা সময়টা ধরে অগ্রসরমান ফৌজকে ক্রমাগত গোলন্দাজ ও বিমান সমর্থন দেওয়ারও দরকার হয়।

পদাতিক ডিভিশনগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পৃথক ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্ট ও ব্রিগেডগুলি প্রধানত ব্যবহৃত হয়েছিল আমাদের প্রতিরক্ষার মধ্যে ফাটল ধরিয়েছে যে সব শত্রু ইউনিট তাদের বিরুদ্ধে আতর্কিত প্রতি-আক্রমণে। ট্যাঙ্ক, পদাতিক ও ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী সংরক্ষিত শক্তিদের সমন্বিত প্রয়াস এবং তাদেরকে যথেষ্ট গোলন্দাজি ও ইঞ্জিনিয়ারিং সমর্থনের দরুণ প্রতি-আক্রমণগুলিতে সাফল্যও অর্জিত হয়েছিল। যদি কোনও প্রতি-আক্রমণ অনুপযোগী হত তাহলে ট্যাঙ্কগুলি স্থির অবস্থান থেকে অগ্নিবর্ষণ করে অথবা অতর্কিত আক্রমণ করে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করত।

দুই রণাঙ্গনের আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের সময়ে পৃথক ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলি ব্যাপক পরিসরে সুকৌশলী চালাচালি করত, যুদ্ধ না চলার এলাকা থেকে বিপজ্জনক এলাকায় চলে যেত এবং সেখানকার প্রতিরক্ষাকারী ইউনিটগুলিকে মদত যোগাত।

ওরেলের লড়াই এই সোভিয়েত সামরিক তত্ত্বকে সঠিক প্রমাণিত করল যে শত্রুর ইচ্ছাকৃত প্রতিরক্ষাভেদ করতে ট্যাঙ্ক আর্মি ও ট্যাঙ্ক কোরগুলির নিয়োগ গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি ঘটায় এবং আঘাতের শক্তিকে দুর্বল করে এবং ফলত লড়াইয়ের এলাকার গভীরে সাফল্যকে সদ্ব্যবহারের এক শক্তিশালী হাতিয়ার থেকে রণাঙ্গনের ও ফিল্ড আর্মির কম্যাণ্ডারদের বঞ্চিত করে।

২য়, ৪র্থ ও বিশেষত ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মিকে নিয়োগ করার অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছিল যে তারা রণাঙ্গনের এক অংশ থেকে অপরাংশে বারংবার পুনর্নিযুক্ত হওয়ার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু একই লড়াইয়ে ট্যাঙ্ক গঠনগুলির আক্রমণের গতিমুখ ঘন ঘন পরিবর্তন করা উচিত নয়। তাতে ইঞ্জিন ও রানিং গিয়ার অকালে ক্ষয়ে যায়। ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মির লক্ষ্য একই লড়াইয়ের মধ্যে ছয়বার বদলান হয়েছিল. উদাহরণস্বরূপ, এই আর্মি লড়াইয়ে কোন বড় রকমের ফলাফল ছাড়াই ৫০০ কিলোমিটার বেশি পথ অতিক্রম করেছিল।

ওরেলের লড়াই, বিশেষত ৪র্থ ট্যাঙ্ক আর্মির এবং ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের ১ম, ৫ম ও ২৫তম পৃথক ট্যাঙ্ক কোরের লড়াই দেখিয়ে দিয়েছিল যে বন, নদী, গিরিখাত ও অপরাপর স্বাভাবিক ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিবন্ধক সঙ্কুল ভাঙা জমিতে বড় বড় ট্যাঙ্ক গঠন নিয়োগ করা একেবারেই অনুপযোগী।

আমাদের ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোরগুলি সবচেয়ে কার্যকরভাবে নিয়োজিত হয়েছিল বেলগোরোদ ও খারকভের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে। ট্যাঙ্ক আর্মি ও কোরগুলির অগ্রবর্তী ব্রিগেডগুলিই শত্রুর ব্যূহরচিত প্রতিরক্ষা এলাকা ভেদ সম্পূর্ণ করায় অংশগ্রহণ করেছিল। প্রধান শক্তিগুলিকে রেখে দেওয়া হয়েছিল চলতি লড়াইয়ের এলাকার গভীরে গতিশীল টাস্ক ফোর্স হিসাবে লড়বার জন্য। এর দ্বারা ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গন কেবল শত্রুর ব্যূহরচিত প্রতিরক্ষা এলাকায় দ্রুত ভেঙে ঢুকতে সক্ষম হয়নি, ১৫০ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত আক্রমণ এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

এই একই অভিযানে শত্রুর শক্তিশালী সাঁজোয়া বাহিনীর প্রতি-আক্রমণ প্রতিহত করায় আমাদের ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোরগুলি ও ট্যাঙ্ক আর্মিগুলি অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল। এখানে লড়াইয়ের বিভিন্ন রূপকে ব্যবহার করা হয়েছিল, যথা: ট্যাঙ্ক আর্মি কর্তৃক অল্প সময়ের নোটিশে প্রতিরক্ষা লাইন দখল করা (বোগোদুখভ এলাকায়), ফিল্ড আর্মির দ্বারা রক্ষিত কোনও প্রতিরক্ষা এলাকায় তাকে মদত দেওয়ার উদ্দেশ্যে ট্যাঙ্ক আর্মিকে আবার লড়াইয়ে নামান (পশ্চিম থেকে বোগোদুখভের উপর প্রতি-আক্রমণ প্রতিহত করায়), ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোর এবং ফিল্ড আর্মি ইউনিটগুলির দ্বারা যৌথভাবে স্বকৌশলী পাল্টা চাল (শত্রুর আখতিরখা গোষ্ঠীর বাম পাশকে ঘিরে ফেলা)।

কুরস্কের প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযান দেখিয়ে দিয়েছিল যে আর্মিগুলির আক্রমণকারী গোষ্ঠীগুলিতে ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোরগুলি নিয়োগ এবং রণাঙ্গনের আক্রমণকারী গোষ্ঠীগুলিতে ট্যাঙ্ক আর্মির নিয়োগের কল্যাণে শত্রুর ব্যূহরচিত প্রতিরক্ষাকে লড়াইয়ের প্রথম দিনেই সাফল্যের সঙ্গে ভেদ করা গিয়েছিল। পরবর্তী দিনগুলিতে চলতি লড়াইয়ের এলাকার সমস্ত প্রতিরক্ষা ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল।

ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোরগুলির ও ট্যাঙ্ক আর্মিগুলির অগ্রগতি সবচেয়ে কার্যকর হয়েছিল যখন তারা পদাতিক বাহিনী এবং পার্শ্ববর্তী ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত

ইউনিটগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল।

শত্রুর চলতি লড়াইয়ের সংরক্ষিত শক্তির বিরুদ্ধে বোগোদুখভ ও আখতিরকা এলাকায় লড়াই দেখিয়ে দিয়েছিল যে ট্যাঙ্ক আর্মিকে একটা লড়াইয়ের গতিপথে বিভিন্ন লক্ষ্য সাধনের জন্য লড়তে সর্বদা তৈরি থাকতে হবে।

সাধারণভাবে কুরস্কের লড়াইয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা, এবং বিশেষত সাঁজোয়া বাহিনী নিয়োগের অভিজ্ঞতা অমূল্য, প্রথমত এই ঘটনার জন্য যে দুই প্রতিদ্বন্দী, পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রস্তুতির পর তারা লড়াইয়ে নেমেছিল এবং পরিকল্পনা মাফিকই নেমেছিল। দুপক্ষেই বৃহৎ সাঁজোয়া শক্তিকে জড়িত করে লড়াই, তাদের নিয়োগের ও লড়াইয়ের নানা বিচিত্র রূপ এবং ট্যাঙ্ক গঠনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা ও পরিচালনা করার অসুবিধা আমাদের বর্তমানে আধুনিক যুদ্ধের যে ধারণা রূপ নিচ্ছে তারই কাছাকাছি নিয়ে আসে।

ওরেলের লড়াই, বিশেষত ৪র্থ ট্যাঙ্ক আর্মির এবং ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের ১ম, ৫ম ও ২৫তম পৃথক ট্যাঙ্ক কোরের লড়াই দেখিয়ে দিয়েছিল যে বন, নদী, গিরিখাত ও অপরাপর স্বাভাবিক ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিবন্ধক সঙ্কুল ভাঙা জমিতে বড় বড় ট্যাঙ্ক গঠন নিয়োগ করা একেবারেই অনুপযোগী।

আমাদের ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোরগুলি সবচেয়ে কার্যকরভাবে নিয়োজিত হয়েছিল বেলগোরোদ ও খারকভের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে। ট্যাঙ্ক আর্মি ও কোরগুলির অগ্রবর্তী ব্রিগেডগুলিই শত্রুর ব্যূহরচিত প্রতিরক্ষা এলাকা ভেদ সম্পূর্ণ করায় অংশগ্রহণ করেছিল। প্রধান শক্তিগুলিকে রেখে দেওয়া হয়েছিল চলতি লড়াইয়ের এলাকার গভীরে গতিশীল টাস্ক ফোর্স হিসাবে লড়বার জন্য। এর দ্বারা ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গন কেবল শত্রুর ব্যূহরচিত প্রতিরক্ষা এলাকায় দ্রুত ভেঙে ঢুকতে সক্ষম হয়নি, ১৫০ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত আক্রমণ এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

এই একই অভিযানে শত্রুর শক্তিশালী সাঁজোয়া বাহিনীর প্রতি-আক্রমণ প্রতিহত করায় আমাদের ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোরগুলি ও ট্যাঙ্ক আর্মিগুলি অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল। এখানে লড়াইয়ের বিভিন্ন রূপকে ব্যবহার করা হয়েছিল, যথা: ট্যাঙ্ক আর্মি কর্তৃক অল্প সময়ের নোটিশে প্রতিরক্ষা লাইন দখল করা (বোগোদুখভ এলাকায়), ফিল্ড আর্মির দ্বারা রক্ষিত কোনও প্রতিরক্ষা এলাকায় তাকে মদত দেওয়ার উদ্দেশ্যে ট্যাঙ্ক আর্মিকে আবার লড়াইয়ে নামান (পশ্চিম থেকে বোগোদুখভের উপর প্রতি-আক্রমণ প্রতিহত করায়), ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোর এবং ফিল্ড আর্মি ইউনিটগুলির দ্বারা যৌথভাবে সুকৌশলী পাল্টা চাল (শত্রুর আখতিরখা গোষ্ঠীর বাম পাশকে ঘিরে ফেলা)।

কুরস্কের প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযান দেখিয়ে দিয়েছিল যে আর্মিগুলির আক্রমণকারী গোষ্ঠীগুলিতে ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোরগুলি নিয়োগ এবং রণাঙ্গনের আক্রমণকারী গোষ্ঠীগুলিতে ট্যাঙ্ক আর্মির নিয়োগের কল্যাণে শত্রুর ব্যূহরচিত প্রতিরক্ষাকে লড়াইয়ের প্রথম দিনেই সাফল্যের সঙ্গে ভেদ করা গিয়েছিল। পরবর্তী দিনগুলিতে চলতি লড়াইয়ের এলাকার সমস্ত প্রতিরক্ষা ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল।

ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোরগুলির ও ট্যাঙ্ক আর্মিগুলির অগ্রগতি সবচেয়ে কার্যকর হয়েছিল যখন তারা পদাতিক বাহিনী এবং পার্শ্ববর্তী ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত

ইউনিটগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল।

শত্রুর চলতি লড়াইয়ের সংরক্ষিত শক্তির বিরুদ্ধে বোগোদুখভ ও আখতিরকা এলাকায় লড়াই দেখিয়ে দিয়েছিল যে ট্যাঙ্ক আর্মিকে একটা লড়াইয়ের গতিপথে বিভিন্ন লক্ষ্য সাধনের জন্য লড়তে সর্বদা তৈরি থাকতে হবে।

সাধারণভাবে কুরস্কের লড়াইয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা, এবং বিশেষত সাঁজোয়া বাহিনী নিয়োগের অভিজ্ঞতা অমূল্য, প্রথমত এই ঘটনার জন্য যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী, পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রস্তুতির পর তারা লড়াইয়ে নেমেছিল এবং পরিকল্পনা মাফিকই নেমেছিল। দুপক্ষেই বৃহৎ সাঁজোয়া শক্তিকে জড়িত করে লড়াই, তাদের নিয়োগের ও লড়াইয়ের নানা বিচিত্র রূপ এবং ট্যাঙ্ক গঠনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা ও পরিচালনা করার অসুবিধা আমাদের বর্তমানে আধুনিক যুদ্ধের যে ধারণা রূপ নিচ্ছে তারই কাছাকাছি নিয়ে আসে।



এয়ার মার্শাল

সের্গেই রুদেঙ্কো*

কুরস্কের লড়াইয়ে বিমান প্রাধান্য ও বিমান যুদ্ধ

কুরস্ক বালজে আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতির সময়ে শত্রুরা ব্যাপক প্যানৎসার ও বিমান আক্রমণের উপর অনেকখানি ভরসা করেছিল। ১৯৪৩ সালের ১৮ই জুন ফিল্ডমার্শাল ফন ক্লুগে হিটলারকে লিখেছিল যে সিটাডেল পরিকল্পনা অনুযায়ী একটা আক্রমণাত্মক অভিযানই হল সবচেয়ে ভাল সমাধান এবং এর দরুণ সর্বোচ্চ সংখ্যায় ট্যাঙ্ক নিয়োগ ও শক্তিশালী বিমান সমর্থন অপরিহার্য ছিল।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী নাৎসী কম্যাণ্ডের ইচ্ছা ছিল সুপরিক্ষিত পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করার। তারা কুরস্কের উত্তরে ও দক্ষিণে আমাদের প্রতিরক্ষাকে কেন্দ্রীভূত সাঁজোয়া আক্রমণ এবং বিমান আঘাত দিয়ে ভাঙার আশা করেছিল এবং আশা করেছিল তারপর সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যদের ঘিরে ফেলার উদ্দেশ্য নিয়ে একই গতিমুখে দ্রুত এগিয়ে যাবে। একথা বলতেই হবে যে ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালে এই পদ্ধতি সাফল্য অর্জনে শত্রুকে সক্ষম করেছিল।

নতুন আক্রমণাত্মক অভিযান পরিকল্পনা করতে গিয়ে নাৎসীরা কিন্তু এ তথ্য খেয়াল করেনি যে বিমানে শক্তির অনুপাত ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত বদলে গিয়েছিল এবং এখন আমরা বিমান শক্তিকে বিশেষ করে তার জঙ্গী বাহুকে লুফৎওয়াফের সম্ভাব্য ক্ষমতার চেয়ে বেশি পরিসরে কেন্দ্রীভূত করতে পারতাম। এখন আমাদের বিমানগুলি আগের চেয়ে ঢের ভাল হয়েছিল। বিমান বাহিনীর

* সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর মার্শাল রুদেঙ্কো কুরস্কের যুদ্ধে ১৬-শ এয়ার আর্মির অধিনায়কত্ব করেছিলেন।

সামনে কর্তব্য ছিল কেবল কয়েকটি খণ্ডে নয়, সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গন জুড়ে বিমান প্রাধান্য অর্জন করা।

সোভিয়েত বিমানবাহিনীর বিমান প্রাধান্য অর্জন করার পথে দুটি প্রধান পথচিহ্ন ছিল—১৯৪৩ সালের মে ও জুন মাসের বিমান যুদ্ধ। প্রথমটি লড়েছিল ৬ই থেকে ৮ই মে পর্যন্ত ৬টি এয়ার আর্মি মিলে (১ম, ২য়, ৮ম, ১৫-শ, ১৬-শ, ১৭-শ) স্মোলেনস্ক থেকে আজভ সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ১৭টি শত্রু বিমান ক্ষেত্রের বিরুদ্ধে। এই লড়াইয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল মাটিতে জার্মান বিমান ধ্বংস করা এবং শত্রু কবলিত এলাকার উপরে বিমান যুদ্ধ করা। এ লড়াইয়ের উদ্দেশ্য ছিল সুদূর প্রসারী, আর এ চালান হয়েছিল ১২০০ কিলোমিটার ব্যাপী এক ব্যাপক রণাঙ্গনে এবং প্রায় ২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিরাট গভীরে গিয়ে। এর আগে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিমান অনুসন্ধান চালান হয়েছিল, তার ভিতর দিয়ে জার্মান বিমান ঘাঁটিগুলিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল ও লুফৎওয়াফে ইউনিট-গুলির লড়াইয়ের নির্ধারিত সময়সূচী বের করা গিয়েছিল, যার ফলে আমাদের বিমানগুলি শত্রু বিমানক্ষেত্রগুলিকে সেই সময়ে আঘাত করতে পেরেছিল যখন সেগুলিতে বেশির ভাগ বিমান এবং বিমান কর্মী উপস্থিত ছিল।

অত্যন্ত গোপনভাবে এই লড়াইয়ের প্রস্তুতি করা হয়েছিল। ফলত প্রথম ব্যাপক আক্রমণ শত্রুর কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে এসেছিল এবং অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছিল। ৬ই মে সকালে সোভিয়েত বিমান বাহিনী ৪৩৪ বার হানা দিয়েছিল ও ২১৫টি জার্মান বিমানপোত ধ্বংস করেছিল। তিন দিনের লড়াইয়ে মোট ৫০০ শত্রু বিমানকে অকেজো করে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি ছিল এর চারভাগের একভাগ।

দ্বিতীয় লড়াইটি করা হয়েছিল আরও এক মাস পরে (৮ই জুন থেকে ১০ই জুন)। এ লড়াই করেছিল তিনটি এয়ার আর্মি (১ম, ২য়, ও ১৫-শ) এবং দূরপাল্লার বোমারু বিমানগুলি। এবারে প্রধানত বোমারু বিমান কর্তৃক ব্যবহৃত ২৮টি বিমান ক্ষেত্রে আক্রমণ করা হয়েছিল। এই আক্রমণের ফলে শত্রুদের ২০০-র বেশি বিমান হারাতে হয়েছিল।

কুরস্কের লড়াইয়ের আগে লুফৎওয়াফে আমাদের সৈন্য মোতায়েন করাকে ও প্রতিরক্ষা গড়ার কাজকে ব্যাহত করার জন্য বারংবার চেষ্টা করছিল। জঙ্গীবিমানের দ্বারা রক্ষিত হয়ে বিরাট বিরাট বোমারু ঘাঁটি। কুরস্ক ও

কান্ত্রোনোয়ে রেলস্টেশনের উপর হানা দিয়েছিল।

২রা জুন দিনের বেলায় কুরস্কের উপর বিমান হানায় বেশি জার্মান বিমান অংশ নিয়েছিল, আর রাত্রেই প্রায় ৩০০ বিমান। তাদের বাধা দিয়েছিল ২য় ও এয়ার আর্মিগুলির ২৮০টি জঙ্গী বিমান এবং ১০১ তম এয়ার ডিভিশনের ১০৬টি জঙ্গী বিমান। কুরস্কের প্রবেশমুখে সেদিন তীব্র বিমান লড়াই চলেছিল। আমাদের জঙ্গী বিমানগুলি ১০টি শত্রু বিমানকে এবং বিমান-প্রতিরোধীকামান ও আরও ৪১টি শত্রু বিমানকে ঘায়েল করেছিল। এই বিপুল ক্ষয়ক্ষতি জার্মানদের বাধ্য করেছিল আমাদের পশ্চাতে লক্ষ্যবস্তুর উপর দিনের বেলায় হানা দেওয়ার জন্য বোমারু ব্যবহার বন্ধ করতে।

কুরস্কের যুদ্ধের আগে যে ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছিল তাতে জার্মান বিমানবাহিনী বেশ খানিকটা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। ক্ষয়ক্ষতিপূরণ করার জন্য এবং স্কোয়াড্রন গুলির যুদ্ধ ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য নাৎসী কম্যাণ্ড তাদের সমস্ত সংরক্ষিত শক্তিকে চেঁচেপুঁছে আনতে বাধ্য হয়েছিল।

কুরস্ক বালজে নিয়ামক আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য প্রস্তুতি করতে গিয়ে নাৎসী কম্যাণ্ড অপারেশন সিটাডেলের জন্য সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে তাদের সমস্ত বিমান শক্তির ৭০ শতাংশ বরাদ্দ করেছিল। জেনারেল রিটার ফন গ্রেইমের অধিনায়কত্বে ৬ষ্ঠ এয়ার ফ্লিটের ইউনিটগুলি ওরেল অভিক্ষেপের বিমান ক্ষেত্রগুলিতে ঘাঁটি করেছিল, আর জেনারেল ভোলফগাং রিস্টোফেনের ৪র্থ এয়ার ফ্লিটের স্কোয়াড্রনগুলি খারকভ ও বেলগোরোদের আশেপাশে অবস্থিত ছিল।

৪র্থ বম্বার কোর, যা কোনও এয়ার ফ্লিটের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা, সেটি সহ শত্রুদের বিমান ছিল ২০০০-এর বেশি। অনেক স্কোয়াড্রন তৈরি হয়েছিল উন্নত হাইনকেল ১১১ বম্বার, নতুন হেনশেল ১২০ আক্রমণকারী বিমান এবং ফকে-উলফ ১৯০ জঙ্গী- বোমারু বিমান নিয়ে।

সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ডও কুরস্কে আমাদের ডান বাহুকে বলীয়ান করার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনের ১৬-শ এয়ার আর্মি এবং ভরোনেজ রণাঙ্গনের ২য় এয়ার আর্মি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি থেকে কতকগুলি এয়ার কোর পেয়েছিল। জুলাইয়ের শুরুতে ১৬-শ এয়ার আর্মির লড়াইয়ের বিমান ছিল ১০৩৪ এবং জেনারেল ক্রাসোভস্কির ২য় এয়ার আর্মির ছিল ৮৮১।

উপরন্তু জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স সাউথ-ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের জেনারেল সুদেৎস-এর ১৭-শ এয়ার আর্মিকে (৭৩৫টি বিমান) ভরোনেঝ রণাঙ্গনের প্রতিরক্ষা এলাকায় লড়াই করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই তিনটি আর্মির মোট বিমান ছিল ২৬৫টি অর্থাৎ ৪০ শতাংশ বেশি। তাছাড়াও সোভিয়েত কম্যাণ্ডের উল্লেখযোগ্য সংরক্ষিত শক্তি ছিল—স্তেপি (সংরক্ষিত) রণাঙ্গনের ৫ম এয়ার আর্মি।

কুরস্ক বালজে আমাদের লড়াইয়ের প্রস্তুতি শত্রুর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে সযত্নে চেষ্টা করা হয়েছিল। আমাদের পরিকল্পনা গোপন রাখার উপর আমরা কতখানি গুরুত্ব দিতাম নিম্নোক্ত কাহিনী থেকে তা বেশ বোঝা যাবে। জুন মাসে একদিন কর্ণেল জি. কে প্রসাকভ, ১৬ শ এয়ার আর্মির গোয়েন্দা প্রধান রিপোর্ট করতে এলেন, মানচিত্রের সঙ্গে তিনি ওরেলের দক্ষিণের দুটি ছোট ছোট কুঞ্জবনের ছবি এনেছিলেন। সেগুলির মধ্যে বিরাট সংখ্যায় জার্মান ট্যাঙ্ক লুকোন ছিল। চাকার দাগ ও অন্যান্য লক্ষণ থেকে মনে হচ্ছিল যে শত্রুরা ওই কুঞ্জবনে প্রায় দুটি প্যানাৎসার ডিভিশন লুকিয়ে রেখেছে।

জড়ো করা ট্যাঙ্ক বিমানবাহিনীর কাছে সব সময়েই লোভনীয় লক্ষ্যবস্তু। কাজেই আমি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত করলাম ওই দুটো কুঞ্জবনে বোমাবর্ষণ করতে ও দুটো বড় বড় প্যানৎসার ইউনিট খতম করতে।

এক মুহূর্তও দেরি না করে আমি আমার প্রস্তাব নিয়ে রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডারের কাছে গেলাম। জেনারেল রোকোসোভস্কি মন দিয়ে শুনলেন, তারপর বললেন:

"আচ্ছা! ধরা যাক আমরা এই দুই ডিভিশনকে কাঁপিয়ে দিলাম, আর তার ভিতর দিয়ে শত্রুকে জানিয়ে দিলাম যে তার সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানি। সে তার যুদ্ধ ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে নেবে এবং সেগুলিকে লুকিয়ে ফেলবে যাতে আমাদের অনুসন্ধানী বিমান আর তাদের পাত্তা না পায়।"

তিনি বলে যেতে লাগলেন "এখন আমরা যা চাই তা হল তাদের বিশ্বাস করাতে যে আমরা কিছুই জানিনা, আবার সেই সঙ্গে তাদের শক্তি ও পরিকল্পনা জানতে চাই। কাজেই জার্মানদের ঘাবড়ে দেওয়া আমাদের উচিত হবে না। তারা আক্রমণ করুক, আর তারপর যদি আপনি চানতো ওই কুঞ্জবনের উপর আঘাত করুন। কেবল, খুব সম্ভবত ওখানে কোনও ট্যাঙ্ক তখন পাবেন না আপনাকে ওদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তারপর ওদের উপর

বোমা ফেলতে হবে।"

একমত হওয়া ছাড়া আমার আর কিছু করার ছিলা না। প্রতিদিন আমরা অনুসন্ধানী বিমান পাঠাতে লাগলাম মোটামুটি সন্দেহজনক সব কটা জায়গার ছবি তোলার জন্য। আমরা হিসাব করলাম যে জুনের শেষ নাগাদ শত্রুরা সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের বিরুদ্ধে ১০০০-এর বেশি ট্যাঙ্ক ও আক্রমণকারী কামান জড়ো করেছে। সর্বশেষ গোয়েন্দা সংবাদ থেকে জানা গেল যে শত্রুরা আক্রমণের জন্য তাদের সৈন্যদের মোটমুটি জড়ো করেছে।

নাৎসী আক্রমণাত্মক অভিযান অপ্রত্যাশিতভাবে আসেনি। ২রা জুলাই জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডারদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে ৩রা থেকে ৬ই-এর মধ্যে নাৎসী আক্রমণাত্মক অভিযান হতে পারে এবং সম্ভাব্য শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে স্থলে ও আকাশে সৈন্যদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আক্রমণাত্মক আভিযানের প্রথন দিন থেকেই কুরস্কের উত্তর ও দক্ষিণে ভারী ট্যাঙ্ক ও বিমানযুদ্ধ চলতে লাগল। তরঙ্গে তরঙ্গে জার্মান বিমান রণক্ষেত্রের উপর (উত্তরে ওলখোভাতকা ও পনিরির উপর, দক্ষিণে গস্তিশ্চেভ ও ইয়াকোলেভের উপর) আবির্ভূত হল। আমাদের সমস্ত জঙ্গীবিমান স্কোয়াড্রনগুলিকে তাদের বিরুদ্ধে লাগান হল। অবিশ্রান্ত বিমান লড়াই চলতে লাগল। ৫ই জুলাই দুই ক্ষেত্রেই গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ও এককভাবে প্রায় ২০০ বার মুখোমুখী বিমান লড়াই চলল, এর গতিপথে আমাদের বিমানচালক ২৬০টি শত্রু বিমান ভূপতিত করল।

আমি অনেক নাছোড়বান্দা বিমান লড়াই দেখেছি, কিন্তু আমাদের বিমান সেনাদের এমন শৌর্য ও প্রবল গতিবেগ ও এমন সাহস দেখাতে এর আগে কখনও দেখিনি। এমনকি আমাদের শত্রুরাও সোভিয়েত বিমান চালকদের সুউচ্চ নৈতিক বল ও সংগ্রামী মনোভাবকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। নাৎসী জেনারেল মেলেনথিন, যে কুরস্ক বালজের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, সে তার স্মৃতিকথায় লিখেছিল "এই যুদ্ধে জার্মানদের বিমান প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও রাশিয়ান বিমান লক্ষ্যনীয়ভাবে প্রবল গতিবেগ নিয়ে লড়েছিল।"[১]

১। এফ. ডব্লিউ ফন মেলেনথিন, প্যানৎসার ব্যাটলস ১৯৩৯-১৯৪৫। লণ্ডন ১৯৫৬। পৃষ্ঠা ২১৭

সন্ধ্যায় স্তালিন টেলিফোন করলেন জেনারেল রোকোসোভস্কিকে। তাঁর প্রথম প্রশ্ন হল ;

"আমরা কি বিমান প্রাধান্য অর্জন করেছি ?"

"ভয়ঙ্কর বিমান যুদ্ধ চলছে, কখনও আমাদের কখনও তাদের সাফল্য হচ্ছে" —রোকোসোভস্কি একটু এড়িয়ে উত্তর দিলেন।

স্তালিন দাবি করলেন যে বিমান বাহিনী তার চেষ্টা আরও জোরাল করুক এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শত্রুর হাত থেকে উদ্যোগ ছিনিয়ে নিক।

আমার মনে পড়ছে ৫ই জুলাই সন্ধ্যায় আমার চিফ অব স্টাফ জেনারেল পি. আই. ব্রাইকো ও আমি যথানিয়মে বসলাম বিমান লড়াইগুলির মোট ফলাফল বিচার করে দেখতে ও পরের দিনের লড়াইয়ের পরিকল্পনা ছকতে। ৬ই জুলাই সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার আমাদের প্রতিরক্ষায় ফাটল ধরিয়েছিল যে সব নাৎসী ফৌজ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় স্তর নিয়ে এক প্রবল প্রতি-আক্রমণের সিদ্ধান্ত করলেন। এর ফলে আমাদের বিমানের উপর আরও বৃহত্তর দায়িত্ব এসে পড়ল। বিমানবাহিনীকে নিয়োগ করার দুটি সম্ভাব বিকল্পের মধ্যে থেকে আমাদের বেছে নিতে হল। একটা পথ ছিল আমাদের শক্তিকে পর্যায়ক্রমে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া, আর একটা পথ ছিল প্রায় সমস্ত স্কোয়াড্রনকে একসঙ্গে লড়াইয়ে নামিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনেক প্রশ্ন উঠল : বম্বার ও আক্রমনকারী বিমানগুলিকে জঙ্গী বিমান সমর্থন দেওয়া যাবে কেমন করে। বিমানগুলিকে একত্রে জড়ো করে একটা বহর গঠন করা যাবে কি করে এবং উড্ডীন অবস্থায় তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় কি করে ? এসবের সঠিক জবাব তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করার দরকার ছিল।

একটা সমাধান শীগগিরই পাওয়া গেল। সমস্ত বম্বার গঠন ও আক্রমণকারী বিমানগুলিকে একই উচ্চতায় উড়তে হবে। একটি জঙ্গী বিমান ডিভিশনকে ভার দেওয়া হল লক্ষ্য বস্তুগুলির উপরকার আকাশ "পরিস্কার" করার। বম্বার ও আক্রমণকারী বিমানের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে বলা হল জঙ্গীবিমান ক্ষেত্রগুলির উপর দিয়ে ওড়ার ও রেডিও মারফৎ পথ প্রদর্শকের জন্য অনুরোধ পাঠানর। বিরাট আক্রমণের আগে লক্ষ্যবস্তুগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত খবরাখবর সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হল। অনুসন্ধানী বিমানগুলিকে সময়ের আগেই যুদ্ধ ক্ষেত্রের উপর পাঠিয়ে দেওয়ার ঠিক হল যাতে তারা যে সব বিমান ইতিমধ্যে তাদের লক্ষ্য নিয়ে উড়তে শুরু

করবে তাদের কাছে লক্ষ্যবস্তুগুলি সম্পর্কে রেডিও মারফৎ নির্দেশ পাঠাতে পারে।

এর মধ্যে জেনালের হেড কোয়াটার্সের বিমান লড়াইয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি জেনারেল জি. এ. ভোরোঝেইকিনের আগমনে আমাদের কাজে ছেদ পড়ল। মস্কো থেকে পিও—২ বিমানে তিনি এলেন। আমি প্রথম দিনের লড়াইয়ের অল্পকিছু যে সাফল্য হয়েছে সে কথা তাঁকে জানালাম, বিরাট আক্রমণ করার সিদ্ধান্তের কথা জানালাম এবং আমার আশঙ্কা যে মার্শাল জুকভ ও জেনারেল রোকোসোভস্কি এর বিরুদ্ধতা করতে পারেন সে কথাও তাঁকে বললাম।

জেনারেল ভোরোঝেইকিন আমায় আশ্বাস দিয়ে বললেন "যা সিদ্ধান্ত করেছেন তা করুন। আমি এখন মার্শাল জুকভের সঙ্গে দেখা করব এবং ব্যাপারটার ফরসালা করে নেব। কাল সকালে পর্যবেক্ষণ পোস্টে আপনার সঙ্গে দেখা করব।"

জেনারেল ভোরোঝেইকিনকে বিদায় দিয়ে আমরা ব্যাপক আঘাতের জন্য আমাদের পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে থাকলাম। এই ধরনের আঘাতের অভিজ্ঞতা আমাদের এই প্রথম।

অতি ভোরে আমি পর্যবেক্ষণ পোস্টে হাজির হলাম এবং বিমানের আবির্ভাবের জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করতে থাকলাম।

শীগগিরই দিগন্তে একটা কালো বিন্দু দেখতে পেলাম। এগুলি হল আকাশ "পরিষ্কার" করার জন্য পাঠান জঙ্গীবিমান। প্রথম দলের পিছনে অন্যান্য দল গেল। বম্বার ও আক্রমণকারী বিমানদের আসতেও বেশি দেরি হলনা। একটা বিরাট বহরে তারা সম্মুখ লাইনের দিকে উড়ে চলেছিল।

ট্রেঞ্চে অবস্থিত আমাদের সৈন্যরা এই বিরাট বিমানবহরকে সোৎসাহে অভিনন্দন জানাল। তারা তাদের ট্রেঞ্চ থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে টুপি নাড়তে লাগল।

আমরা বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনলাম, শীগগিরই তা ভয়ঙ্কর গর্জনে পরিণত হল। এই একত্রে বিরাট আক্রমণ অত্যন্ত কার্যকর প্রকাশিত হল। শত্রুদের সাঁজোয়া শক্তির বিপুল ক্ষতি হল এবং ৬ই জুলাই সকালে আক্রমণ করার যে পরিকল্পনা তাদের ছিল তা তাদের স্থগিত রাখতে হল।

বিমানগুলির শেষদলটি যেই দক্ষিণ-পূর্বে উড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে রোকোসোভস্কি টেলিফোন করলেন।

তিনি বললেন "এই তো সত্যিকারের বিমান লড়াই। কিন্তু আরও দল উড়ছেনা কেন?"

আমি জানালাম "আমরা আমাদের প্রায় সমস্ত বিমানকে এই প্রথম একত্রে বিরাট আক্রমণে লাগিয়েছি। আর একটা নতুন আক্রমণ সংগঠিত করতে প্রায় তিন ঘণ্টা লাগবে।"

"সংরক্ষিত শক্তি থেকে অন্তত ছোট ছোট দল পাঠান। বিমান সমর্থন না থাকলে আমাদের সৈন্যদের পক্ষে খারাপ হবে, আর মার্শাল জুকভ অসন্তুষ্ট হবেন।"

"বেশ কথা, সংরক্ষিত শক্তিতে রাখা একটা আক্রমনকারী ডিভিশন থেকে আমি আই. এল—২ বিমানের এক একটা ছোট ছোট দল পাটাব।"

বেলা ৯ টার মধ্যে আমাদের স্কোয়াড্রনগুলি আবার প্রস্তুত হয়ে গেল। ততক্ষণে স্থলে জোর লড়াই চলছিল। নাৎসীরা ওলখোভাতকা অভিমুখে যেতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু আমাদের ট্যাঙ্ক গঠনগুলি তাদের পথ আটকে ছিল।

সোভিয়েত বিমানের বিরাট দল আবার আকাশে দেখা দিল। দ্বিতীয় বিরাট আক্রমণ এক ঘণ্টার উপর চলল।

এই আক্রমণের পর মার্শাল জুকভ আমায় ফোন করলেন। রণক্ষেত্রের কম্যাণ্ডারের মত তিনিও আমাদের বিমান লড়াইয়ের প্রশংসা করলেন।

লড়াইয়ের দ্বিতীয় দিনে আমাদের বিমান বাহিনী আরও সুশৃঙ্খলভাবে, আরও উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাজ করল। তারা আকাশে শত্রু বোমারু বিমানের এবং রণক্ষেত্রে প্রধান নাৎসী প্যানৎসার বাহিনীর উপর তাদের আক্রমণ বাড়িয়ে তুলল।

একত্রে বিরাট বিমান আক্রমণ শত্রুর বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে রুখে দেওয়ার ব্যাপকতর সুযোগ সৃষ্টি করল এবং ফলত আমাদের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে দিল, কারণ তারা নাৎসী সৈন্যদের মনোবল সঙ্কটজনকভাবে কমিয়ে দিল এবং শত্রুর বড় রকমের ক্ষয়ক্ষতি ঘটাল।

৬ই জুলাইয়ের অত্যন্ত কার্যকর বিমান আক্রমণ স্থল যুদ্ধের পরিস্থিতির উপর সঙ্গে সঙ্গে প্রভাব ফেলল। ১৩-শ আর্মি এখন তাদের প্রতিরোধ কঠোরতর

করল কারণ প্রথম দিনের লড়াইয়ের সময়ে লুফৎওয়াফে তাদের উপর যে রকম বোমাবর্ষণ করছিল এখন আর তারা তা করতে পারছিল না।

আমাদের জঙ্গীবিমানের বিরাট বিরাট দল শত্রু কবলিত এলাকার আকাশে ঢুকে পড়ল এবং নাৎসী পাইলটদের মুখোমুখী লড়াইতে টেনে আনল, যাতে জার্মানদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হল।

পরের দিন লুফৎওয়াফের ক্রিয়াকলাপে রীতিমত ভাটা পড়ে গেল এবং আমরা কার্যকর আঘাত দিতে থাকলাম। নাৎসীদের কাছ থেকে বিমান যুদ্ধের উদ্যোগ ছিনিয়ে নেওয়া গেল।

কুরস্কের লড়াইয়ের গতিধারা ও ফলাফলের উপর এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল। লুফৎওয়াফে আর রণক্ষেত্রে আমাদের সৈন্য-গঠনগুলির উপর বিনা ক্ষয়ক্ষতিতে আক্রমণ করতে পারল না। আমাদের এলাকার মধ্যে শত্রুর বিমান হানার সংখ্যা ৭ই জুলাই যেখানে ১২০০ ছিল, ৯ই জুলাই সেখানে নেমে দাঁড়াল ৩৫০-এ।

ভরোনেঝ রণাঙ্গনেও বিমান যুদ্ধের ঘটনাবলী একই রকমভাবে ঘটল, সেখানেও শত্রুরা বিমান যুদ্ধে পরাস্ত হল এবং স্থলেও তাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারল না।

কুরস্কের আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের কয়েক দিনে সোভিয়েত বিমানবাহিনী মোট ২৮,০০০ বার বিমান হানা দিয়েছিল ও আকাশে ১৫০০-এর বেশি শত্রু বিমান ধ্বংস করেছিল।

এইভাবে লুফৎওয়াফের অপূরণীয় ক্ষতি করা হল। দুর্বল এবং আকাশে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার দরুণ তারা আর লড়াইয়ের গতিধারা ও ফলাফলকে নিয়ামকভাবে প্রভাবিত করতে পারল না।

সোভিয়েত বিমান সেনারা শত শত জার্মান ট্যাঙ্ক ধ্বংস করল এবং বোমা, মেসিনগান ও কামানের অগ্নিবর্ষণে শত্রুদের জনবল ও অস্ত্রশস্ত্রে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ঘটাল।

কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে আমাদের বিমানবাহিনীর কম্যাণ্ডাররা ও বিমান সেনারা সাহস, শৌর্য ও বিপুল রণনৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। জটিল ও দ্রুত পরিবর্তনের সম্ভাবনাবহুল একটা পরিস্থিতিতে তাঁরা লড়াই সংগঠনে প্রকৃত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। এইভাবে বিমান যুদ্ধে

অমূল্য ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা সোভিয়েত যুদ্ধ কলা লড়াই চালান ও রণকৌশল উভয় দিক থেকেই আরও সমৃদ্ধ হয়েছিল।

আমাদের বিমানবাহিনীর লড়াইগুলিকে যা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছিল তা হল একটি একক পরিকল্পনা অনুযায়ী বিরাট বিরাট বিমান যুদ্ধ পরিচালনা করা। বিমান সঙ্ঘর্ষগুলি রণকৌশলগত সীমানা পার হয়ে লড়াই পরিচালনা সংক্রান্ত তাৎপর্য লাভ করেছিল। বিমান আর্মির অনেকগুলি গঠনের অংশগ্রহণের দ্বারা একত্রে বিরাট আক্রমণকে আগের চেয়ে অনেক বেশি ব্যবহার করা হয়েছিল। বিমান লড়াইয়ের পরিচালনা উন্নত করা হয়েছিল। রণাঙ্গনের সামনের লাইনের কাছাকাছি বিমান নিয়ন্ত্রণ পোস্টের একটা জাল বিস্তার করা হয়েছিল। রেডিও দ্বারা বিমানগুলিকে নির্দেশ দেওয়ার বন্দোবস্ত আকাশ থেকে মাটির উপরকার লক্ষ্যবস্তু পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়েছিল। আক্রমণকারী গঠনগুলির কম্যাণ্ডাররা রণক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ পোস্ট সংগঠিত করেছিলেন এবং পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুযায়ী কর্তব্য ধার্য করে ইউনিটগুলিকে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছিলেন। এই সমস্ত বিমান আঘাতগুলির নির্ভুলতা বাড়ান এবং অধিকতর সুবিধা পাওয়ার মত করে লড়াইয়ের ক্ষমতা ও নিপুণ চাল দেওয়ার ক্ষমতা ব্যবহার করা সম্ভবপর করেছিল।

শেষত, কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল এমন কতকগুলি অত্যন্ত কার্যকর রুৎকৌশলগত অভিনবত্বের কথা উল্লেখ করা উচিত। আক্রমণকারী বিমানগুলি কর্তৃক ফাঁকা চার্জওয়ালা ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী বোমা ব্যবহারে খুব ভাল ফল হয়েছিল। এগুলি ছোট ও হাল্কা ছিল এবং বোমার খাতে অনেকগুলি ধরত (আই. এল-২ বিমানে ২০০টি পর্যন্ত)। এই বোমাগুলি একটা বড় এলাকার উপর কার্যকর হত এবং জার্মান টাইগার ও প্যান্থার ট্যাঙ্কগুলির বর্ম সহজেই ফুটো করে দিত।

ইয়াক-৯ বিমানে বসান নতুন ৩৭-এম. এম. কামানও ভাল ফল দিয়েছিল।

কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে আমাদের স্থল ও বিমান বাহিনী প্রধান শত্রুকে নিরক্ত করে দিয়েছিল এবং তার ভিতর দিয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রতি-আক্রমণের এবং ব্যাপক রণাঙ্গন জুড়ে সাধারণ আক্রমণাত্মক অভিযানের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের গতিপথে বিমান লড়াইগুলির পরিসর

অসাধারণভাবে ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। ওরেল খণ্ডে তিনটি এয়ার আর্মি কাজ করছিল। ১ম আর্মি এম. এফ. গ্রোমভের নেতৃত্বে, ১৫-শ আর্মি এন. এফ. নাউমেঙ্কোর নেতৃত্বে এবং ১৬-শ আর্মি। তাদের সব মিলিয়ে ৩০২৩টি বিমান ছিল। বেলগোরোদ-খারকভ খণ্ডে ২য় ও ৫ম আর্মির ১৩১১টি বিমান ছিল। উপরন্তু দূর পাল্লার বিমান পরিবহনের ৫০০টি বিমান আক্রমণাত্মক লড়াইতে নিয়োজিত হয়েছিল।

বিপুল বিমান শক্তি হাতে থাকার দরুন আমাদের কম্যাণ্ড নাৎসীদের প্রতিরক্ষা ভেদ করা ও এগিয়ে যাওয়ার জন্য সাফল্যকে ব্যবহার করার ব্যাপারে বিমান থেকে নাৎসী সৈন্যদের উপর প্রবল চাপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিমানে প্রাধান্য অর্জনের পর আমাদের স্থল ও বিমান বাহিনী লুফৎওয়াফের কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত কম বাধা পেয়েছিল।

এয়ার আর্মিগুলি আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লড়েছিল, শত্রু প্রতিরক্ষা ভেদের এবং লড়াইয়ের অন্য সমস্ত পর্যায়ের প্রস্তুতিতে স্থল সৈন্যদের সমর্থন যুগিয়েছিল।

রণাঙ্গনের গতিশীল টাস্ক ফোর্স হিসাবে কার্যরত ট্যাঙ্ক আর্মিগুলির সঙ্গে এয়ার আর্মিগুলির সহযোগিতা লক্ষ্যণীয় ছিল। চলতি লড়াইয়ের এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ট্যাঙ্ক আর্মিগুলির সঙ্গেআক্রমণকারী ও জঙ্গী বিমান গঠনগুলিকে যৌথ ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত করা হয়েছিল। এই অভিজ্ঞতা যুদ্ধের সমস্ত পরবর্তী লড়াইগুলিকে ব্যাপকভাবে রক্ষা করেছিল এবং এখন পর্যন্ত তার তাৎপর্য রয়েছে।

যদিও আমাদের বিমান বাহিনী বিমান প্রাধান্য অর্জন করেনি তবু তারা লুফৎওয়াফের বিরুদ্ধে তাদের প্রয়াস শিথিল করেনি। সংগ্রাম অব্যাহতভাবে চলেছিল। আমাদের জঙ্গী বিমান রণক্ষেত্রের উপরের আকাশ থেকে শত্রু বিমান বাহিনীকে তাড়িয়ে দেওয়ার সঙ্কল্প নিয়েছিল এবং আমাদের অবস্থানগুলি ভেদ করতে শত্রু বিমানগুলিকে বাধা দেওয়ার প্রয়াসে আমাদের সামনেকার লাইনের সামনে প্রতিবন্ধক খাড়া করে দিয়েছিল।

লুফৎওয়াফের ক্ষয়ক্ষতি ক্রমাগত বাড়ছিল। কুরস্কে আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের সময়ে তারা ২২০০ বিমান হারিয়েছিল। জার্মান পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৪৩ সালের ১লা জুলাই থেকে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে নাৎসী বিমানবাহিনী

১০০০০-এর বেশি বিমান হারিয়েছিল।[১] এ খবর চিত্তাকর্ষক হতে পারে যে ১৯৪২ সালে এই একই সময়ের মধ্যে তারা ৫২৪০টি বিমান হারিয়েছিল। সুতরাং আমাদের বিমান প্রধান্যের পরিচায়ক একটা ফল হল শত্রুর বিমান বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি প্রায় ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়া।

জার্মানির বিমান শিল্পের সম্প্রসারণ, বিমান উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিমান চালনা শিক্ষার স্কুলে বিমান চালকদের আরও বেশি প্রশিক্ষণ সত্ত্বেও ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মে নাৎসী বিমান বাহিনীর শক্তি ক্রমশ কমে যেতে শুরু করেছিল।

কুরস্কের লড়াইতে আকাশে আমাদের জয় নাৎসী জার্মানির কুখ্যাত "বিমান রণনীতি" সম্পূর্ণ ধ্বংসকে পূর্ব-নির্ধারিত করে দিয়েছিল।

আমেরিকান ও ব্রিটিশ ইতিহাসবিদদের একথা ভোলা উচিত নয় যে ১৯৪৪ সালে লুফৎওয়াফের কাছ থেকে বেশি বাধা না পেয়েই তাঁদের সৈন্যরা যে ফ্রান্সে নেমেছিল তার প্রধান কারণ তার আগের বছরে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে লুফৎওয়াফের শক্তির বেশির ভাগ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

কুরস্ক বাল্জে ভীষণ বিমান যুদ্ধগুলিতে জার্মান বিমান বাহিনীর প্রাধান্য সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছিল। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালের প্রকাণ্ড লড়াইতে বিমান সঙ্ঘর্ষগুলির এই হল প্রধান ফল।

---

১ এইচ. এ. জ্যাকবসেন, ১৯৩৯-৪৫, ডেয়াব ৎসোয়াইতে ভেল্টক্রিগ ইন ক্রমিক উণ্ড ডকুমেনটেন, ১৯৬২, পৃষ্ঠা ৩৯১



কর্নেল জেনারেল

নিকোলাই ফোমিন *

কুরস্কের যুদ্ধে গোলান্দাজ বাহিনী

গোলন্দাজ বাহিনীর ক্রিয়াকলাপ যেভাবে বর্ণনা করতে পারলে আমি খুশি হতাম সীমিত জায়গায় তা সম্ভব হবেনা। কাজেই আমি অপেক্ষাকৃত ছোট একটি কর্তব্য বেছে নিলাম, লড়াই থেকে সব চেয়ে শিক্ষণীয় শিক্ষাগুলির মধ্যেই আমার বিবরণকে আমি সীমাবদ্ধ রাখব।

অতীতের অভিজ্ঞতাকে স্মরণ ও যান্ত্রিকভাবে ভবিষ্যতে আরোপ করার যে ঝোঁক মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে তা অনুসরণ করা অবশ্য যথোপযুক্ত নয়। অতীতের অভিজ্ঞতাকে নতুন পরিস্থিতিতে সৃজনশীলভাবেই প্রয়োগ করতে হয়।

কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়গুলিতে আমাদের যে সব সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছিল তার কয়েকটিকে দেখা যাক।

একথা স্মরণ করা যেতে পারে যে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের শুরুতে শক্তির অনুপাতটা অসাধারণ ছিল। কতকগুলো ক্ষেত্রে সোভিয়েত বাহিনী শত্রুর তুলনায় প্রাধান্যের অধিকারী ছিল। উদাহরণস্বরূপ ১৯৪৩ সালের ৫ই জুলাই সেণ্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনে প্রতিরক্ষা এলাকাগুলিতে সোভিয়েত বাহিনীর অনুকূলে কামানের অনুপাত ছিল ১.৮:১ এবং ২.১:১। শত্রুর প্রধান প্রয়াসের গতিমুখে অবশ্য অনুপাতটা ছিল তাদের অনুকূলে।

একথা বলতেই হবে যে কামানের শক্তির এই অনুপাত সাধারণভাবে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়। কিন্তু এই দুই রণাঙ্গনের সামনে কেবল আত্মরক্ষামূলক লড়াই চালানর কর্তব্য ছিলনা, প্রতি-আক্রমণাত্মক

---

* সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর কর্নেল জেনারেল ফোমিন, কুরস্কের লড়াইয়ে সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনের গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। তিনি অধ্যাপক।

অভিযানের কর্তব্যও ছিল। এই রণাঙ্গনগুলির পক্ষে কামানের অনুপাত অনুকূল করা হয়েছিল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত গোলন্দাজ বাহিনীর কেন্দ্রীভবন করে। ১লা জুলাই এই দুই রণাঙ্গনের প্রতিরক্ষা এলাকাতে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত বাহিনীর ২৫০-র বেশি গোলন্দাজ রেজিমেন্ট ছিল। একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের ১৩-শ আর্মি একটা গোলন্দাজ কোর পেয়েছিল।

তুলনামূলকভাবে দেখা যাক যে ১৯৪১ সালের অক্টোবরে মস্কোর লড়াইতে ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের ফিল্ড আর্মিগুলির গড়ে ৬০০ করে কামান ছিল, স্তালিনগ্রাদের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে আর্মিগুলির প্রত্যেকের প্রায় ১১০০ কামান ছিল, আর কুরস্কের লড়াইতে সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের এক একটি আর্মির ১৮০০ পর্যন্ত কামান ও মর্টার ছিল এবং ভরোনেঝ রণাঙ্গনের একটি আর্মির ছিল ১৪০০-র বেশি। পশ্চাদভাগে অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন ক্রমশ বাড়ছিল বলেই এ সম্ভবপর হয়েছিল।

কামানের সংখ্যা যথোপযুক্ত হওয়ায় আমাদের কামানের ঘনত্ব, বিশেষকরে শত্রুর আক্রমণের প্রত্যাশিত প্রধান গতিমুখে অনেকটা বাড়িয়ে ফেলতে পেরেছিলেন। নিম্নোক্ত সরণি-থেকেই তা বোঝা যাবে।

রণাঙ্গনের প্রতি কিলোমিটার সম্মুখভাগে কামানের সংখ্যা
১৯৪৩-এর ৫ই জুলাইতে

সেন্ট্রাল রণাঙ্গন			ভরোনেঝ রণাঙ্গন		
আর্মি	কামান ও মর্টার	ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী কামান	আর্মি	কামান ও মর্টার	ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী কামান
৪৮-তম	৩৮.৩	১২.৪	৩৮-তম	১৪.৬	৩.৫
১০-শ	৯১ ৬	২৩.৭	৪০-তম	৩২.৭	১১.৩
৭০-তম	২৬.৭	৮.৩	৬ষ্ঠ গার্ডস	২৬.৩	৯.০
৬৫-তম	২২.৪	৬ ১	৭ম গার্ডস	৩১.২	১০˙১
৬০-তম	১৫.০	৩.৮			

আরও একটা তুলনা করা যাক। ১৯৪১ সালের অক্টোবরে মস্কোর লড়াইতে আমরা প্রতি কিলোমিটার সম্মুখ রণাঙ্গনে মাত্র ৭-১১টি কামান ও মর্টার লাগাতে পেরেছিলাম ; ১৯৪২-এর ২৩শে জুলাই স্তালিনগ্রাদে ৬২ তম আর্মির প্রতি কিলোমিটারে কামান ও মর্টার ছিল ১৩.৪।

এক কিলোমিটার সম্মুখ রণাঙ্গনে সব চেয়ে বেশি সংখ্যক কামান ইত্যাদি ছিল সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনের ১৩-শ আর্মির এলাকায়। এই আর্মি এক ৩২ কিলোমিটার ব্যাপী এলাকা, অর্থাৎ রণাঙ্গনের মাত্র ১১ শতাংশ ধরে ছিল এবং সেণ্ট্রাল রণাঙ্গন জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত গোলন্দাজ শক্তি থেকে যা পেয়েছিল তার ৪৪ শতাংশ এই এলাকায় কেন্দ্রীভূত ছিল। এর ফলে আত্মরক্ষামূলক লড়াই চালানর পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল।

কুরস্কের লড়াইতেই যে সব সমস্যার সমাধান প্রথম হয়েছিল তার মধ্যে গোলন্দাজ প্রতি-প্রস্তুতিকে আমি এক নম্বরে ফেলতে চাই। অগ্নিবর্ষক অস্ত্র থাকায় এতো স্বাভাবিকই ছিল যে প্রত্যেক আর্মিতে প্রতি-প্রস্তুতির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তবে প্রতি-প্রস্তুতি সংগঠন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন রকম ছিল। উদাহরণস্বরূপ, সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনের ১৩-শ আর্মির চারটি পৃথক পৃথক পরিকল্পনা ছিল, শত্রুর পদাতিক ও সাঁজোয়া বাহিনী ছিল তাদের লক্ষ্যবস্তুর মাত্র ১৭ শতাংশ। অবশিষ্ট অর্থাৎ প্রধান লক্ষ্যবস্তুগুলি ছিল গোলন্দাজদের অবস্থান এবং পর্যবেক্ষণ পোস্টগুলি। বস্তুত এ প্রতি-প্রস্তুতি ছিলনা, রণাঙ্গনের গোলন্দাজ বাহিনীর কম্যাণ্ডারের নির্দেশাবলীতে যাকে আখ্যাত করা হয়েছিল "গোলন্দাজ প্রতিরোধী-প্রস্তুতি" এ ছিল তাই।

ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মির গোলন্দাজ প্রতি-প্রস্তুতি ভিন্নভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল। সেখানে জোরটা দেওয়া হয়েছিল শত্রুর পদাতিক ও সাঁজোয়া বাহিনীর উপর, তারাই ছিল লক্ষ্যবস্তুর ৭৭ শতাংশ। ৭ম গার্ডস আর্মি তার প্রতি-প্রস্তুতি শুরুর জন্য ৮টি সময়সূচী তৈরি করেছিল, যদিও, পরে দেখা যাবে, যে তার মধ্যে মাত্র তিনটিকে কাজে লাগান হয়েছিল।

দুই রণাঙ্গনের মধ্যে যা অভিন্ন ছিল তা হল প্রতি-প্রস্তুতি চালাবার সময় (প্রায় ৩০ মিনিট) এবং গোলাবারুদের পরিকল্পিত খরচ (প্রতিষ্ঠিত অগ্নি ইউনিটের প্রায় অর্ধেক)।

আমাদের মতে প্রতি-প্রস্তুতি অগ্নিবর্ষণ সংগঠনে এই পার্থক্য হয়েছিল একদিকে অভিজ্ঞতার অভাবের দরুণ, অপরদিকে প্রতি-প্রস্তুতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির দরুন।

একথা বলা একটা বিরাট ভুল হবে না যে ক্রিয়ার নানাবিধ বিকল্পের আধিক্য পরিকল্পনার গুণ বলে কখনও গণ্য হয়নি। কাজেই ৭ম গার্ডস আর্মিতে

পরিকল্পনার এত রকম বিকল্প যে বাস্তবে উপযোগী বলে প্রমাণিত হলনা সেটা আকস্মিক নয়।

লক্ষ্য বস্তু বাছার ব্যাপারে ১৩-শ আর্মি ও ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মিতে যে দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছিল তাও চিত্তাকর্ষক। একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে পরবর্তী কালের অস্ত্র-ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশাবলীতে প্রতি-প্রস্তুতির প্রধান লক্ষ্য বস্তুর সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায় না। এতে কেবল সম্ভাব্য সমস্ত লক্ষ্য বস্তুর তালিকা দিয়ে দেওয়া হয়, তার মধ্যে অবশ্য শত্রুদের কামানও থাকে।

প্রশ্ন হল জনবল ও অস্ত্রশস্ত্রের ঘাটতি বা শক্তির প্রতিকূল অনুপাতের দরুন সৈন্যদের যদি আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিতে হয় তা হলে এই লম্বা তালিকার ভিতর থেকে কোন কোন লক্ষ্য বস্তুকে বেছে নেওয়া উচিত। শত্রুর কামানকে এতটা অকেজো করার আশা কি করা যেতে পারে যাতে তাদের ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনী নির্ধারিত সময়ে আক্রমণে যেতে সক্ষম হবে না ?

আমাদের মতে আক্রমণে উদ্যত শত্রু শক্তিগুলির বিরুদ্ধেই অগ্নিবর্ষণ নির্দেশিত হওয়া উচিত। ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনীকে যদি বরবাদ করা যায় তাহলে কামান ইত্যাদি অগ্নিবর্ষক অস্ত্রশস্ত্র অক্ষত থাকলেও আক্রমণে যাওয়ার মত কেউ থাকবে না। অপর পক্ষে প্রথম তরঙ্গের ট্যাঙ্ক ও মোটর বাহিত ইউনিটগুলি যদি অক্ষত থাকে তা হলে কামান ইত্যাদির যথেষ্ট ক্ষতি হলেও তারা সর্বদাই আক্রমণে যাবে।

কাজেই আমাদের প্রশংসা ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মির কম্যাণ্ডারেরই প্রাপ্য—যে আর্মি তার কামানের অধিকাংশ নিয়ে শত্রু যেখান থেকে বেরোবে সেখানকার প্যানৎসার ও পদাতিক বাহিনীর উপর অগ্নিবর্ষণ করেছিল। কিন্তু প্রতি-প্রস্তুতিটি ত্রুটিহীন ছিল একথা আমি বলব না।

সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের ১৩-শ আর্মি প্রতি-প্রস্তুতির জন্য মোটামুটি যথাযথ মুহূর্তটি বেছে নিয়েছিল। কিন্তু আমাদের মতে এর কম্যাণ্ড যে নিয়োজিত কামানের সংখ্যা এবং প্রারম্ভিক আক্রমণের সময় অর্ধেকে কমিয়ে ফেলেছিলেন তাতে করে আক্রমণ কম ফলপ্রসূ হয়েছিল। শত্রুর কামান থেকে ঘন অগ্নিবর্ষণ শুরু হয়ে যাওয়ার পর, যখন তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কামানের অগ্নিবর্ষণ কম ফলপ্রসূ হয়ে পড়েছিল, তখন আয়ত্তের মধ্যে যা কামান

ছিল তাই নিয়ে আক্রমণের পুনরাবৃত্তি করানর সিদ্ধান্তকে যুক্তিযুক্ত বলাও কঠিন।

ওই একই রণাঙ্গনের ৭০ তম আর্মির শত্রুর আক্রমণের দশ মিনিট পরে তার পাল্টা অগ্নিবর্ষণ শুরু করেছিল। এই সময়টা বাছাকেও সার্থক বলা কঠিন।

ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মি ৪ঠা জুলাই সন্ধ্যায় শত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণের ঠিক পূর্বমুহূর্তে তার প্রতি-প্রস্তুতি শুরু করেছিল এবং অগ্নিবর্ষণের আক্রমণ পাঁচ মিনিটে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। ৫ই জুলাই ভোর তিনটেয় তারা প্রতি-প্রস্তুতি পুরোদমে চালিয়েছিল।

৭ম গাডস আর্মির গোলন্দাজরা তাদের প্রতি-প্রস্তুতি ৫ই জুলাই ভোর তিনটেয় তিনটি সময়-সূচী অনুযায়ী চালিয়েছিল। এই অগ্নিবর্ষণ শেষ হওয়ার দশ মিনিট আগে শত্রুরা পাল্টা অগ্নিবর্ষণ করল, এইভাবেই তারা তাদের প্রাক-আক্রমণ বোমাবর্ষণ শুরু করল।

ইতিমধ্যে দুই রণাঙ্গনের বিমানগুলি শত্রুদের বিমান-ক্ষেত্রগুলিতে বোমাবর্ষণ করছিল।

এ কথা অবশ্য বলা দরকার যে আর্মিগুলি প্রতি-প্রস্তুতির মুহূর্তটিকে বাছাই করা সম্বন্ধে বা তার ফলাফল সমন্ধে খুব আত্ম-বিশ্বাসী বোধ করতে পারেনি। তা অবশ্য স্বাভাবিক, কারণ প্রতি-প্রস্তুতি অগ্নিবর্ষণের সঠিক মুহূর্তটি বাছাই করা বোধহয় কম্যাণ্ডারদের যে সব সিদ্ধান্ত নিতে হয় তার মধ্যে সব চেয়ে কঠিন। আগে থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ খবরই কেবল এই স্বাভাবিক অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে। যা হোক, একটা কথা নিশ্চিত: একটা সিদ্ধান্ত যদি নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই তাকে সবটা কার্যকর করতে হবে, যদি না পরিস্থিতিতে কোনও পরিবর্তন সূচীত হয়। প্রতি-প্রস্তুতিকে দুভাগে বিভক্ত করা কেবল আক্রমণের জোর কমিয়ে দেয় এবং প্রত্যাশার চেয়ে কম ফল দেয়।

এই দুর্বলতাগুলি না থাকলে দুই রণাঙ্গনেই ফলাফল আরও ভাল হত।

এ কথা অবশ্য বলা উচিত যে প্রতি-প্রস্তুতির সমস্যাটি নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন হওয়া দরকার এবং এই প্রতি-প্রস্তুতি চালানর আরও ভাল কায়দা করণ খুঁজে বের করা দরকার।

বর্তমানে কার্যকর এমন অনেক কিছু কুরস্কের লড়াইতে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা সংগঠনের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যেতে পারে।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালের মধ্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুর প্যানৎসার

বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বেশ কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল এবং তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক উভয় দিক থেকেই নিজেদের দক্ষতাকে, শাণিত করেছিল। ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে যা কিছু ফলপ্রসূ ছিল, কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে যা কিছু সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছিল তা সব মিলে একটা সুদক্ষ ব্যবস্থা দাঁড়িয়েছিল যা যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত আর বিশেষ পরিবর্তিত না হয়েই বহাল ছিল।

ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল সর্বস্তরে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী গোলন্দাজ সংরক্ষিত শক্তি এবং এই সব সংরক্ষিত শক্তি নিয়ে ব্যাপক সুকৌশলী চালাচালি। এই চালাচালি শত্রু সাঁজোয়া অভিযানের এলাকাগুলিতে তাদের সাময়িক প্রাধান্যকে দ্রুত অকার্যকর করা সম্ভবপর করেছিল।

কর্ণেল ভি. এন. রুকোসুয়েভের ৩য় অ্যান্টি ট্যাঙ্ক আর্টিলারি ব্রিগেডের বীরোচিত যুদ্ধের কথা স্মরণ করলেই যথেষ্ট বোঝা যাবে, এই ব্রিগেড ৮ই জুলাই ১০০ থেকে ৩০০ প্যানৎসারের কতকগুলি আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিল এবং ৭৫টি শত্রু ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছিল। ২৮ তম অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক আর্টিলারি ব্রিগেডের ১৮৩৮ তম অ্যান্টি ট্যাঙ্ক অ্যাটিলারি রেজিমেন্ট ছিল আর একটা ইউনিট যে বীরের মত লড়ে গিয়েছিল। তারা ৬ই জুলাই ওবোয়ান খণ্ডে অনেকগুলি আক্রমণ প্রতিহত করেছিল এবং ২০টির বেশি নাৎসী প্যানৎসারকে ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস করেছিল। পরবর্তীকালে তারা আরও ৩০টি শত্রু ট্যাঙ্ককে অকেজো করে দিয়েছিল।

আরও ছিল লেফটেনান্ট কর্ণেল শ্চানভের ৩১তম অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক আর্টিলারি ব্রিগেড, যা সুকৌশলী চাল খেলেছিল এবং বেলগোরোদে নিজেদের অবস্থান দৃঢ়ভাবে বজায় রেখেছিল। ৬ই জুলাই তারা প্রায় ৩০টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছিল এবং ৭ই জুলাই করেছিল আরও ৫৮টি।

কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে প্রায় ৩০০০ শত্রু প্যানৎসার ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, তার মধ্যে প্রায় ১৮০০ হয়েছিল গোলন্দাজ বাহিনীর দ্বারা। কাজেই একথা যথার্থভাবেই বলা যায় যে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা লড়াইয়ের পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

একথা আমরা আগেই বলেছি যে মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বর্তমান পরিস্থিতিতে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করা যায় না। অনেক সময়েই সশস্ত্র

বাহিনীকে অধিকতর শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করতে হবে। তা সত্ত্বেও কুরস্কের লড়াইয়ে প্রযুক্ত ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যা পরে লেক বালাতনে ৩য় ইউক্রাইনিয়ান রণাঙ্গনের আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে আর একবার নিজের কার্যকারিতা প্রমাণ করেছিল, তা আপাতত বজায় রাখা যায় এবং তাকে অবশ্যই বজায় রাখতে হবে।

এই ব্যবস্থা যদিও ভাল, তবু এর কিছু কিছু দুর্বলতাও ছিল। তার মধ্যে প্রথম হল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী গোলন্দাজ ব্রিগেডগুলিকে বহুসংখ্যক ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী শক্ত বিন্দুর মধ্যে খণ্ড বিখণ্ডে ছড়িয়ে ফেলা। এতে করে জেনারেল হেড কোয়র্টার্সের সংরক্ষিত ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী গোলন্দাজ গঠনগুলির ফলপ্রসূতাকে নিশ্চিতভাবে দুর্বল করে দিয়েছিল এবং অন্যান্য খণ্ডে তাদের দ্রুত সরিয়ে নিয়ে যাওয়া আরও কঠিন করে তুলেছিল।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী শক্ত বিন্দুগুলিতে কামানের সংস্থান অতিরিক্ত হয়ে গিয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ, ৭ম গার্ডস আর্মিতে দুই বা তিনটি কামান বিশিষ্ট শক্ত বিন্দুর পাশাপাশি ২২-২৮টি কামান বিশিষ্ট শক্ত বিন্দুও ছিল। একটা শক্ত প্রতিরক্ষা বিন্দুতে এত বেশি সংখ্যায় কামান অগ্নি নিয়ন্ত্রণকে অত্যন্ত জটিল করে তুলত।

তা ছাড়া বিরাট সংখ্যায় সংগঠিত ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী এলাকার জন্য একটা মাত্রাছাড়া ঝোঁক ছিল, ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী সংরক্ষিত শক্তিকে যথোপযুক্ত সুকৌশলী চালাচালির পর সেগুলিতে মোতায়েন হওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের সংরক্ষিত শক্তির অন্তর্ভুক্ত ১৩-শ অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক আর্টিলারি ব্রিগেডের তেমন ১১টি এলাকা ছিল এবং ৪র্থ অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক আর্টিলারি ব্রিগেডের ছিল ১৪টি।

আর একটি ব্যাপারের প্রতিও মনোযোগ দেওয়া দরকার। যুদ্ধ শেষের পর থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গিই চালু হয়ে আছে যে তরঙ্গে তরঙ্গে অবিশ্রাম অগ্নিবর্ষণ ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে অকার্যকর। এই দৃষ্টিভঙ্গি তথ্যের দ্বারা খণ্ডিত হয়। লিখিত সাক্ষ্য রয়েছে যে ৫ই জুলাই, শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রথম দিনে ৩২তম হাউইৎসার ব্রিগেডের অবিশ্রাম অগ্নিবর্ষণ ১৩-শ আর্মির ১৪৮তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের এলাকায় দুই বার প্যানৎসার আক্রমণ ব্যর্থ করেছিল। ওই একই দিনে ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মির গোলন্দাজেরা ব্রাভিদোভকা অভিমুখে অগ্রসরমান ৫০টি

ট্যাঙ্কের ১২ টিকে ঘায়েল করেছিল তরজে তরজে অবিরাম অগ্নিবর্ষণ দিয়ে। ৭ম গার্ডস আর্মির প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে রাঝুমনোয়ে এলাকায় এই অবিরাম অগ্নিবর্ষণ ৬০টি আক্রমণকারী ট্যাঙ্কের ২৭টিকে ধ্বংস ক'রে আক্রমণ ভেঙে দিয়েছিল।

কুরস্কের যুদ্ধ আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের পর্যায়ে বিভিন্ন পরিসরে, যথা রণাঙ্গন থেকে রণাঙ্গনে অথবা একই ইউনিটের মধ্যে গোলন্দাজ শক্তির সুকৌশলী চালাচালির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সমর্থনে বহু সাক্ষ্য দেয়। উদাহরণস্বরূপ, সেন্ট্রাল রণাঙ্গনে ৫ই জুলাই থেকে ১০ই জুলাইয়ের মধ্যে ৬২টি গোলন্দাজ রেজিমেন্ট তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেছিল, তাছাড়াও ডিভিশনগুলির মধ্যেই নানারকম পুনর্বিন্যাস হয়েছিল। ভরোনেঝ রণাঙ্গনে ৫ই জুলাই থেকে ১৪ই জুলাই ব্যাপী সুকৌশলী চালাচালিতে ১০০-র উপর রেজিমেন্ট অংশ নিয়েছিল। কিছু কিছু রেজিমেন্ট দুই তিন বার অবস্থান বদল করেছিল।

বর্তমানে যখন প্রতিরক্ষার এলাকাগুলিতে আরও ব্যাপক এবং অগ্নিবর্ষক অস্ত্রশস্ত্র সেই তুলনায় কম হতে পারে, তখন গোলন্দাজ শক্তির সুকৌশলী চালাচালির গুরুত্ব যে কত বেড়ে গিয়েছে তা না বললেও চলে। ফলত কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে গোলন্দাজ শক্তিগুলির বিন্যাস ও পুনর্বিন্যাসে যে সব পদ্ধতি গৃহীত হয়েছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত অনুশীলন এখন তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক উভয় দিক থেকেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের সময়ে গোলন্দাজদের কিভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল তাও কম আগ্রহোদ্দীপক নয়।

কুরস্কের লড়াইয়ে প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযান মস্কো ও স্তালিনগ্রাদের অভিযান থেকে যে যে ব্যাপারে তফাৎ ছিল তার প্রধানতম হল গোলন্দাজ শক্তির ব্যাপক কেন্দ্রীভবন, যুদ্ধরত রণাঙ্গনগুলির গোলন্দাজদের প্রায় অর্ধেক এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের গোলন্দাজদের ৬০ শতাংশ এতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। সমস্ত নতুন করে সংগঠিত গোলন্দাজ আক্রমণকারী কোরগুলি এই অভিযানে নেমেছিল। মস্কোর লড়াইতে প্রায় ৬০০০ কামান ও মর্টার ছিল, স্তালিনগ্রাদে ছিল ১৪,৮০০ (বিমান-প্রতিরোধী কামান এবং ৫০ মি. মি. মর্টার বাদ দিয়ে) এবং কুরস্ক ও ওরেলে ছিল ২৮,০০০। উপরন্তু সেগুলি কেন্দ্রীভূত ছিল প্রধান প্রয়াসের গতিমুখে এবং কামানের বৃহত্তর ঘনত্বের মধ্যে তা প্রতিফলিত হয়েছিল।

এই প্রথম কামানের এত ঘনত্বের পত্তন করা হয়েছিল এবং শত্রুর ব্যূহ-রচিত প্রতিরক্ষা ভেঙে এই ঘনত্ব নিয়ামক উপাদান হয়েছিল। একথা আমরা জানি যে পরবর্তী আক্রমণাত্মক লড়াইগুলিতে এই ঘনত্ব আরও বেশি ছিল।

ভবিষ্যত লড়াইয়ের ক্ষেত্রে কর্তব্য বিচারের মানদণ্ড হিসাবে একে কতটা পরিমাণে ব্যবহার করা যেতে পারে? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মানদণ্ডগুলিকে ভবিষ্যত লড়াইয়ে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগের অনৌচিত্য সম্বন্ধে আমি আগেই বলেছি।

যে আক্রমণাত্মক লড়াইগুলি নিয়ে এখন পর্যালোচনা করা হচ্ছে সেখানে ব্যাপক সংখ্যক গোলন্দাজ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা বেশ আগ্রহোদ্দীপক।

মিশ্রিত গঠনের গোলন্দাজ গোষ্ঠীগুলি, যেখানে গোলন্দাজদের একাংশ ছিল "নিজের" অর্থাৎ যাদেরকে নিজেদেরই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল ও ভাল করে জানা ছিল, আর এক অংশকে সবে যে গোষ্ঠীর সঙ্গে জোড়া হয়েছিল—সেই ধরনের গোষ্ঠীগুলিকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনের দরুণ এই নিয়ন্ত্রণ কার্যটি ইতিমধ্যেই জটিল ছিল; এ আবার আরও জটিল হয়ে পড়েছিল, অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে, গোলন্দাজ আক্রমণকারী কোরের মত অত বিরাট গোলন্দাজ সৈন্যগঠনের আবির্ভাবের দরুণ। গোলন্দাজ কোরের আবির্ভাব সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে নির্দেশগুলির এখানে একটা ইতিবাচক ভূমিকা নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা মোটেই হয়নি। নির্দেশের মধ্যে তিনটি গোলন্দাজ ডিভিশন[১] নিয়ে গঠিত গোলন্দাজ কোরের মত এত বিরাট গঠনের অগ্নিবর্ষণ নিয়ন্ত্রণকেই কেবল কঠোর-ভাবে কেন্দ্রীকরণের কথা ছিলনা, আর্মির সকল কামানকে আর্মি কম্যাণ্ডারের নিয়ন্ত্রণ থেকে সাময়িকভাবে বের করে আনার ভিতর দিয়ে সেগুলিকেও এই কোরের অধীনস্থ করার সম্ভাবনাও রেখে দেওয়া হয়েছিল।

এমন অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণ অবশ্য একটা চরম ব্যবস্থা এবং সবক্ষেত্রে আদৌ তার আশ্রয় নেওয়া হয়নি। উদাহরণস্বরূপ ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের ৬১তম আর্মিতে গোলন্দাজদের অগ্নিবর্ষণের গোটা সময়টাতে সমস্ত কামানকে ৭ম অ্যাসল্ট আর্টিলারি কোরের অধীনস্থ করা হয়েছিল। ৬৩তম আর্মিতে ২য় অ্যাসল্ট আর্টিলারি কোরের কম্যাণ্ডারকেও এই একই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল কেবল ব্যূহরচিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গভীরে ভেঙে ঢোকার গোটা সময়টায় ছাড়া। এই রণাঙ্গনে ৩য় আর্মিতে একটি পদাতিক সমর্থন গ্রুপসহ চারটি গোলন্দাজ

১ ৭১২ টি কামান ও মর্টার এবং ৮৬৪ টি এম-৩১ রকেট ছোঁড়ার ব্যবস্থা।

গ্রুপ গঠন করা হয়েছিল। অথচ রণাঙ্গনগুলিতে একটিও কোর গোলন্দাজ গ্রুপ গঠন করা হয়নি।

অপর পক্ষে ওয়েস্টার্ন ও সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের আর্মিগুলি অত্যধিক কেন্দ্রীকরণ বর্জন করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের ১৩-শ আর্মিতে ৪র্থ অ্যাসল্ট আর্টিলারি কোরের কম্যাণ্ডারের অধীনে ছিল কেবল আর্মি গ্রুপটি। এই কোরের কতকগুলি ব্রিগেডকে অপেক্ষাকৃত ছোট ইউনিটগুলির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল এবং তাদের অগ্নিবর্ষণ পরিকল্পিত হয়েছিল নিম্নতর স্তরের হেড কোয়ার্টার্সগুলি কর্তৃক। এই ক্ষেত্রে আক্রমণরত পদাতিক সৈন্যদের ও ট্যাঙ্কগুলির সঙ্গে গোলন্দাজদের সহযোগিতা অধিকতর লাভজনক ছিল।

ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গনের ব্যাপারে বললে তাদের আওতায় দেওয়া ৭ম অ্যাসল্ট আর্টিলারি কোরকে নিয়োজিত করা হয়েছিল তাদের লাগালাগি পার্শ্বদেশগুলিতে, যেখানে প্রধান আক্রমণ করার কথা ছিল। এর ফলে অতিরিক্ত কেন্দ্রীভবন বাদ দেওয়া গিয়েছিল। আর্মির গোলন্দাজদের তাদের কম্যাণ্ডারদের অধীনেই রাখা হয়েছিল।

অতএব আমাদের মতে অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকে অত্যধিক কেন্দ্রীভূত করার উপযোগিতা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ ও ব্যাপক অনুশীলন হওয়া দরকার।

আর একটা বিষয়ে আমরা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হল কামান থেকে গোলাবর্ষণ, বিশেষত তার সময়কাল। বেশির ভাগ আর্মিতেই গোলাবর্ষণ লম্বা সময় ধরে যথা আড়াই ঘণ্টা পর্যন্ত চলত। অন্তত এক ঘণ্টা যেত যাচাই করার জন্য অগ্নিবর্ষণে, ভেঙে-চুরে ফেলার গোলন্দাজ গোষ্ঠীগুলির ক্রিয়াকলাপে এবং শত্রুদের ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিরতিতে।

ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের ৬৩তম আর্মিতে কামানের গোলাবর্ষণ স্বল্পস্থায়ী ছিল (৪৫ মিনিট), সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের ১৩-শ আর্মিতে ছিল একটি ১৫ মিনিট স্থায়ী গোলাবর্ষণ এবং স্তেপি রণাঙ্গনের আর্মিগুলিতে ছিল একটি ৩০ মিনিট ব্যাপী আক্রমণ।

আমরা যদি গোলাবর্ষণের সময়কাল এবং প্রথম দিনে পদাতিক ও ট্যাঙ্কের অগ্রগতির তুলনা করি তাহলে দেখব যে সেদিনে সবচেয়ে বেশি (১০-১২ কিলোমিটার) এগোতে পেরেছিল ১১-শ গার্ডস আর্মি, যেখানে কামানের গোলাবর্ষণ ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ধরে চলেছিল, যে ইউনিট সবচেয়ে কম এগোতে

পেরেছিল (২ থেকে ৪ কিলোমিটার) ১৩-শ আর্মি-সেখানে কামান থেকে গোলা-বর্ষণ সীমিত ছিল কেবল ১৫ মিনিট ব্যাপী আক্রমণে। এ কথা বলা বাহুল্য যে সাফল্য আরও বহু ব্যাপারের উপর নির্ভর করে। কখনও কখনও গোলাবর্ষণের সময়কাল ও অগ্রগতির গভীরতার মধ্যে কোনও লক্ষ্যণীয় সম্বন্ধ দেখা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গনের পদাতিক ইউনিটগুলি প্রথম দিনে মোটামুটি সমান দূর এগিয়েছিল, যদিও ভরোনেঝ রণাঙ্গনে গোলাবর্ষণ স্তেপি রণাঙ্গনের তুলনায় ৫০ গুণ বেশি সময় ধরে হচ্ছিল। প্রথম দিনে সাত থেকে আট কিলোমিটার অগ্রগতি অবশ্য একটা বড় কিছু সাফল্য নয়। বিশেষত এখনকার দিনে। এ যুক্তি উঠতে পারে যে অনেকক্ষণ ধরে গোলাবর্ষণে শত্রু প্রতিরক্ষা যতখানি দুর্বল করা যায় ততখানি দুর্বল করার মত কাজ কম সময় ধরে গোলাবর্ষণেও সমান দক্ষতার সঙ্গেই করা যায়। প্রধান ব্যাপার হল ব্যূহভেদের এলাকায় শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে ব্যাপক গোয়েন্দা সংবাদ সংগ্রহ করা। বর্তমান পরিস্থিতিতে সময় একটা বিরাট ভূমিকা নেয় এবং ফলত একথা অবশ্যই বলতে হবে যে ভবিষ্যতে স্বল্পস্থায়ী গোলাবর্ষণই চালু হবে। প্রসঙ্গত, জীবনের অভিজ্ঞতায় একথা অনেক দিন হল প্রমাণিত হয়েছে।

যে সব ট্যাঙ্ক আর্মি ও কোরের গতিশীল গোষ্ঠীগুলিকে লড়াইয়ে নামান হয়েছিল তাদের গোলন্দাজ সমর্থন দেওয়ার ব্যাপারে অর্জিত অভিজ্ঞতা এখনও কাজে লাগবে। অগ্নিবর্ষণের জন্য আমরা বিস্তারিত সময়সূচী তৈরি করেছিলাম, সেগুলি রণভূমির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নিখুঁতভাবে সমন্বিত ছিল এবং অগ্নিবর্ষণ শুরু করা ও বন্ধ করার নির্দিষ্ট সংকেতও স্থির করা হয়েছিল। গোলন্দাজ কম্যাণ্ডাররা বেতার যন্ত্র সমন্বিত ট্যাঙ্কে থাকতেন। বর্তমানকালের অস্ত্রশস্ত্র ও গতিবেগের সঙ্গে মিল করে কিছু পরিবর্তন করে নিলে এগুলিও বর্তমানে ব্যবহৃত হতে পারে।

প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের গতিপথে আমাদের বার বার প্রত্যয় হয়েছে যে গোলন্দাজ ইউনিটগুলিকে তাদের নির্ধারিত কর্তব্য পালনের জন্য প্রস্তুতি করার যথেষ্ট সময় দেওয়ার প্রয়োজন আছে। আমি আগে ৬৩তম আর্মির ইউনিটগুলির ১২ই জুলাই ভোরে মন্থর অগ্রগতির যে কথা উল্লেখ করেছি তার জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী হল দিনেরবেলায় প্রস্তুতি করার জন্য গোলন্দাজদের যথেষ্ট সময় না দেওয়া। গোলন্দাজরা লক্ষ্যবস্তুগুলি সম্বন্ধে ভালভাবে খবরাখবর যোগাড় করতে পারেনি, কাজেই তাদের অগ্নিবর্ষণ যথেষ্ট কার্যকর হয়নি। ফলে

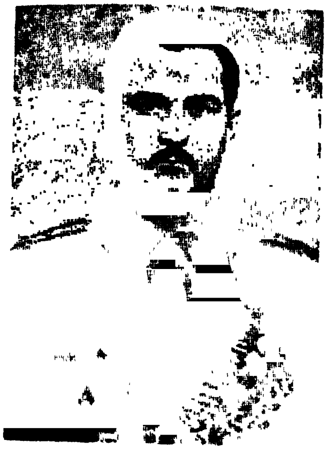
এই আর্মি প্রায় পদে পদে কঠোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল।

১৩-শ আর্মি তার গোলন্দাজ ইউনিটগুলিকে মাত্র এক রাতের প্রস্তুতির সময় দিয়ে ১৯শে জুলাই শত্রু লাইন ভেদ করার জন্য আর একটা আক্রমণ চালালে প্রায় পূর্বোক্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। লক্ষ্যবস্তুগুলি অজানা রয়ে গিয়েছিল। ব্যাটারি ও ব্যাটালিয়ানগুলি নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে ভাল করে অবহিত হওয়ার সময় পায়নি। কিছু কিছু গোলন্দাজ ইউনিটকে প্রায় দম নেওয়ার সুযোগ না দিয়েই আবার লড়াইয়ে নামান হয়েছিল। তার ফলে চারদিন ধরে কোনও সাফল্য হয়নি। একই ক্রোমি খণ্ডে কাছেই লড়াইয়ে রাত ৭০ তম আর্মিরও এই অবস্থা হয়েছিল। গোলন্দাজরা ভাল করে প্রস্তুত হওয়ার আগেই এই আর্মি ২২শে জুলাই তড়িঘড়ি আক্রমণ শুরু করেছিল, এবং ২৩শে বা ২৪শে কোনও দিনই উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেনি। যে সব লড়াইয়ের পর্যালোচনা হচ্ছে সেগুলির মধ্যে এই ধরনের আরও উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। আমার মনে হয়না আর কোনও মন্তব্যের প্রয়োজন আছে।

গোলন্দাজদের প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট সময় না দিলে লড়াইয়ের ফলের উপর তার অনিবার্য প্রভাব পড়ে। এই অকাট্য তথ্যটি যে প্রায়ই ভুলে যাওয়া হয় তা দুঃখজনক।

কুরস্কের যুদ্ধ থেকে আমরা বহু মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারি কারণ এই যুদ্ধে বহুবিধ লড়াইয়ের এক জটিল সমন্বয় হয়েছিল। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিখতে পারি যদি আমরা এগুলিকে সুগভীরভাবে ও নিরপেক্ষভাবে অনুশীলন করি। আমরা যদি এই নীতি নিয়ে দেখি যে বিজয়ীরা সব সময়েই সঠিক ছিল, তাদের কোনও দুর্বলতা ও হিসাবের ভুল ছিল না, আর, সবই বেশ চমৎকার চলেছিল, তাহলে এই লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা যথাযথ ভাবে বোঝা থেকে নিজেদের ও অন্যদের বঞ্চিত করা হবে।

এই লড়াইয়ের বহু ঘটনায় অংশগ্রহণকারী হিসাবে আমি প্রামাণ্যভাবেই একথা বলতে পারি যে আমাদের সৈন্যরা, স্টাফ অফিসাররা ও কম্যাণ্ডাররা যে সব বিপুল বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন সেগুলি সবসময়ে সফলভাবে অতিক্রম করা যায়নি। কাজেই এই ঐতিহাসিক লড়াইয়ের গৌরবোজ্জ্বল পরিণতি সম্বন্ধে আমরা যেমন যথাযথভাবেই গর্ব অনুভব করতে পারি, তেমনি ত্রুটিগুলি সম্বন্ধেও আমরা চোখ বুজে থাকতে পারিনা, অথবা এই সাফল্য অর্জনে প্রত্যেককে যে অবিশ্রান্ত প্রয়াস করতে হয়েছিল তাও আমরা ভুলতে পারিনা। নিরপেক্ষ অনুশীলনের মধ্যে দিয়েই কেবল আমরা সেই সব শিক্ষা লাভ করতে পারি যা ভবিষ্যতের পক্ষে লাভজনক হতে পারে।



কর্ণেল

গিয়োর্গি খোরোশিলভ

এম. এস. সি.*

গোলন্দাজ বিনিয়োগ

অন্যান্য ধরনের সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় সোভিয়েত গোলন্দাজ বাহিনী কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে এবং প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

এর লড়াইয়ের ক্ষমতা অনুভবনীয়ভাবে বেড়েছিল। কাঠামোগত পরিবর্তন, আগ্নেয়াস্ত্রের (ফিল্ড কামান ও বিমান প্রতিরোধী) সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অস্ত্রশস্ত্রের গুণগত উন্নতি গোলন্দাজ বাহিনীকে প্রতিরক্ষারত শত্রুকে বিচূর্ণ করতে ও নাৎসীদের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ভেদ করতে এবং আক্রমণ জোরদার করতে সক্ষম করেছিল।

১৯৪৩ সালের গোড়ায় আমাদের শিল্প একটা নতুন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে শুরু করল, তা হল ৭৬ থেকে ১৫২ মিলিমিটার পর্যন্ত ব্যাসের স্বয়ং-চালিত কামান। গ্রীষ্মকালের মধ্যে ১৭০০-র বেশি এই ধরনের কামান তৈরি হয়েছিল। বিমান-প্রতিরোধী কামানের উৎপাদনও বাড়ছিল। ভারী-রকেট আগ্নেয়াস্ত্রের জন্য নতুন ৩০০ মি.মি উৎক্ষেপনযোগ্য আগ্নেয়াস্ত্রের (এম-৩০) উৎপাদনও সংগঠিত হয়েছিল। এর বিস্ফোরক শক্তি ছিল বিপুল, আর পাল্লাও ছিল এম-৩০এর দ্বিগুণ (৪.৩ কিলোমিটার পর্যন্ত)।

৭৬ ও ১২২ মি.মি কামানের জন্য ফাঁকা চার্জ গোলা এবং ৪৫, ৫৭, ৭৬ মি.মি কামানের জন্য শক্ত অন্তঃসার সম্পন্ন গোলার ব্যাপক উৎপাদন ও ব্যবহার তাদের বর্মভেদ করার ক্ষমতা দ্বিগুণ করে দিল। সুকৌশলী চালাচলির উচ্চতর

* কর্ণেল খোরোশিলভ একজন সামরিক ইতিহাসবিদ, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ইনস্টিটিউট অব মিলিটারি হিস্ট্রির প্রধান।

ক্ষমতা সম্পন্ন এক নতুন ৫৭ মি.মি ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী কামান রণক্ষেত্রে এসে গেল।

১৯৪৩ সালের প্রথমার্ধে আগ্নেয়াস্ত্রের উৎপাদন ক্ষয়-ক্ষতিকে যথেষ্ট পরিমাণে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ফলত ১৯৪২-৪৩-এর শীতকালীন অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র বেড়েছিল ৮০,০০০-র বেশি রণক্ষেত্রের কামান ও মর্টার ও ৪ কোটির বেশি গোলা। লড়াইয়ের মধ্যে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তিতে, উভয় ক্ষেত্রেই সাংগঠনিক পরিবর্তন আনার ও অগ্নিবর্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল ফলে গোলানিক্ষেপের ওজন পদাতিক ডিভিশনের ক্ষেত্রে ১১৭১ কিলোগ্রাম এবং গার্ডস ডিভিশনের ক্ষেত্রে ১২০০ কিলোগ্রাম বেড়েছিল। গোলন্দাজ ইউনিটগুলি প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার গড় ৮০ শতাংশ পর্যন্ত দিয়ে সজ্জিত ছিল। বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল ট্যাঙ্ক কোর ও যন্ত্রসজ্জিত কোরের গোলন্দাজদের প্রতি।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর সংরক্ষিত শক্তিতে বড় রকমের সাংগঠনিক পরিবর্তন করা হয়েছিল, রেজিমেন্ট-ভিত্তিক ব্যবস্থার পরিবর্তে আক্রমণকারী ব্রিগেড ডিভিশন ও কোর-ভিত্তিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল। তাদেরকে গড়ে ৯০ শতাংশ আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত করা হয়েছিল। সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনে এই অঙ্ক আরও উঁচু ছিল, যুদ্ধরত গোলন্দাজদের ক্ষেত্রে ৯৬ শতাংশ এবং জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত গোলন্দাজদের ক্ষেত্রে প্রায় ১০০ শতাংশ। গোলন্দাজ ট্র্যাক্টরের ক্ষেত্রে অবস্থা এর চেয়ে খারাপ ছিল। তাদের সংখ্যা প্রতিষ্ঠিত অঙ্কের ৬০ শতাংশর বেশি ছিল না। রণক্ষেত্রের আগ্নেয়াস্ত্রের অনুপাত এই দুই রণাঙ্গনে সোভিয়েত পক্ষের অনুকূলে ছিল ২:১ অনুপাতে।

আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের পর্যায়ে বিশেষ করে লক্ষ্যণীয় ছিল প্রতি-প্রস্তুতিতে, শত্রু ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, সাধারণ ভাবে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এবং প্রধান নাৎসী গোষ্ঠীগুলির আক্রমণ প্রতিহত করায় গোলন্দাজদের নিয়োগের ধরনটি।

১৯৪৩ সালের মার্চ থেকে এই দুই রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড গোলন্দাজ ও বিমান বাহিনী কর্তৃক যে প্রতি-প্রস্তুতি করা হত তার সংগঠনের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছিলেন।

একদম জুলাই পর্যন্ত প্রতি-প্রস্তুতি পরিকল্পনাকে বার বার সংশোধিত করা

হয়েছিল। যেই এটা ভাল করে বোঝা যেত যে প্রধান শত্রু গোষ্ঠীগুলিকে রওনা দেওয়ার এলাকায় কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে, অমনি আমাদের গোলন্দাজ ও বিমান বাহিনীর অপ্রত্যাশিত আক্রমণ করার ঠিক হয়েছিল, যাতে শত্রুর আক্রমণ বানচাল করা যায় অথবা প্রাথমিক আক্রমণের ধাক্কাকে রীতিমত দুর্বল করে দেওয়া যায়।

কুরস্কের লড়াইয়ের সময়কার প্রতি-প্রস্তুতিতে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যমূলক উপাদান ছিল, যথা অপ্রত্যাশিত গোলন্দাজ আক্রমণ, আগেকার চেয়ে বেশি করে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়োগ, লক্ষ্যবস্তুগুলিকে সুকৌশলে বাছা এবং শেষত অগ্নিবর্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ১৩-শ আর্মি এবং ৬ষ্ঠ গার্ডস ও ৭ম গার্ডস আর্মি তাদের প্রতি-প্রস্তুতির সময়ে ২৪৬০টি কামান ও মর্টার ও রকেট উৎক্ষেপক ব্যবহার করেছিল। এ আগের চেয়ে অনেক বেশি। প্রত্যেক আর্মি তার আগ্নেয়াস্ত্রের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত নিয়োগ করেছিল, তার মধ্যে ছিল প্রতি কিলোমিটারে ৩০ থেকে ৩৫টি কামান, মর্টার ও রকেট উৎক্ষেপক, যাদের ব্যাস ছিল ৭৬ মিমি থেকে তদুর্ধে। ট্যাঙ্ক-বিরোধী প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলির এবং শক্তিশালী বিন্দুগুলির গোলন্দাজদের প্রতি-প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হত না, যাতে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রকাশিত হয়ে না পড়ে।

আমাদের গোলন্দাজদের প্রতি-প্রস্তুতি শত্রুর সৈন্য ও সাঁজোয়া শক্তির কেন্দ্রীভবন যেখানে ভাল করে জানা যেত অথবা অনুমান করা যেত সেখানেই তার বিরুদ্ধে এবং লড়াইয়ের জন্য তৈরী কামানের সারির বিরুদ্ধে ও পর্যবেক্ষণ পোস্টগুলির বিরুদ্ধে নির্দেশিত হত। কোন ধরনের লক্ষ্যবস্তুর উপর জোর দেওয়া হবে তা এক এক খণ্ডে এক এক রকম হত। সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের ১৩-শ আর্মির এলাকায় শত্রুর কামানের সারি এবং গোলন্দাজ আউটপোস্ট সহ পর্যবেক্ষণ পোস্টগুলির বিরুদ্ধে প্রধান প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল। অগ্নিবর্ষণের কর্মসূচীতে যে সব লক্ষ্যবস্তু ছিল তার ৮০ শতাংশের বেশিই ছিল এইগুলি।

এই আর্মির এই সব লক্ষ্যবস্তু বেছে নেওয়ার কারণ ছিল, প্রথমত, শত্রুর গোলন্দাজদের বিরুদ্ধে লড়ার পক্ষে তাদের শক্তিশালী উপকরণ ছিল ও শত্রুর গোলন্দাজ কেন্দ্রীভবন সম্পর্কে তাদের নির্ভরযোগ্য খবরাখবর ছিল, দ্বিতীয়ত, তুলনামূলকভাবে অপ্রশস্ত রণক্ষেত্রে (৩০-৪০ কিলোমিটার) শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা ছিল, তৃতীয়ত, আমাদের সামনের সারির রেজিমেন্ট ও ডিভিশনগুলির

সমর গঠনের গাঢ় ঘনত্ব তাদের শত্রুর গোলন্দাজ আক্রমণের কাছে অত্যন্ত ভেদ-যোগ্য করে রাখত।

শত্রুর গোলন্দাজদের বোমাবর্ষণ আমাদের প্রথম সারির সৈন্যদের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারত এবং শত্রুর প্যানৎসার ও পদাতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধকে দুর্বল করতে পারত তাই তাদের গোলন্দাজ অবস্থান ও পর্যবেক্ষণ পোস্টগুলির বিরুদ্ধে প্রবল গোলন্দাজ আক্রমণ করে আমরা তাদের যথেষ্ট দুর্বল করে ফেলতে ও তাদের বোমাবর্ষণকে অসংগঠিত করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলাম।

ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ৬ষ্ঠ গার্ডস ও ৭ম গার্ডস আর্মি তাদের প্রধান প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করেছিল শত্রুর সম্ভাব্য কেন্দ্রীভবনের এলাকায় তাদের পদাতিক ও সাঁজোয়া শক্তির বিরুদ্ধে, অর্থাৎ ভেদ-যোগ্য লক্ষ্যবস্তুর ৮০ শতাংশের বিরুদ্ধে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কারণ, প্রথমত, ব্যাপক রণক্ষেত্রে (১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত) শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা ছিল, দ্বিতীয়ত, প্রথম সারির সৈন্যরা শত্রুর প্যানৎসার আঘাতের কাছে অধিকতর ভেদযোগ্য[১] ছিল, তৃতীয়ত, এই রণাঙ্গনের আর্মিগুলির শত্রুর গোলন্দাজদের বিরুদ্ধে লড়ার পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম অস্ত্রশস্ত্র ছিল। উপরন্তু ৪ঠা জুলাই সম্মুখস্থ লড়াইয়ের ফলে আমরা শত্রুর আক্রমণের গতিমুখ এবং তাদের সাঁজোয়া শক্তির কেন্দ্রীভবন সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত ভাবে আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। এ সম্ভাবনাও বাদ দেওয়া হয়নি যে ৭১ তম গার্ডস ও ৬৭ তম গার্ডস ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনগুলির সমর-নিরাপত্তা ইউনিটগুলির প্রত্যাহারের পিঠ পিঠ শত্রুর গোলন্দাজদের কিছু অংশ নতুন অগ্নিবর্ষণ অবস্থানে চলে যাবে।

কাজেই ভরোনেঝ রণাঙ্গনের গোলন্দাজ কম্যাণ্ডাররা গোড়ায় শত্রুর প্রধান আঘাতকারী শক্তি ট্যাঙ্ক ও পদাতিকদের উপর আঘাত করতে চেয়েছিলেন এবং সেই সব শত্রু কামান-সারিকেই কেবল অকেজো করতে চেয়েছিলেন যেগুলি সবচেয়ে সক্রিয় এবং যেগুলির অবস্থান সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ভাবে অনুসন্ধান করা গিয়েছিল।

১ এর সাক্ষ্য মেলে ৬ষ্ঠ ও ৭ম গার্ডস আর্মির এলাকায় অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী কামানের দ্বারা, এখানে কিলোমিটার পিছু ৯-১০ টি কামান ছিল এবং ১৩-শ আর্মিতে ছিল ২৩ টি কামান।

শত্রুর প্রধান আক্রমণকারী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে দুই রণাঙ্গনই প্রবল গোলন্দাজ আক্রমণ করেছিল। যদিও এতে আক্রমণাত্মক অভিযান ব্যর্থ করা যায়নি। তবু প্রথম তরঙ্গে শত্রুর প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে সহযোগিতা বানচাল করা এবং প্রথম আঘাতের ধাক্কাকে দুর্বল করে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছিল।

৫ই জুলাইতেও প্রতি-প্রস্তুতির প্যাটার্ন মোটামুটি একই ছিল (পাঁচ মিনিটের গোলন্দাজ আক্রমণ, ১৫-২০ মিনিট ধরে ইচ্ছাকৃত অগ্নিবর্ষণ এবং ৫-১০ মিনিটের গোলন্দাজ আক্রমণ) ৪ঠা জুলাই সাড়ে দশটায় ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মি যে শত্রু আঘাত ঠেকানর জন্য আগে থেকে পাঁচ মিনিট ধরে গোলন্দাজ আক্রমণ করেছিল তা এর মধ্যে ধরা হয়নি। এই আঘাতের উপযোগিতা সম্বন্ধে দু'রকম মত আছে। আমরা মনে করি যে কেবল যদি ৪ঠা জুলাই দিনের শেষে ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মির প্রধান লাইনের অগ্রবর্তী কিনারে শত্রুর সৈন্য সমাবেশ, তাদের প্রথম স্তর বিন্যাসের অবস্থান এবং বিশেষ করে শুরু করার লাইনের দিকে অগ্রসরমান তাদের সাঁজোয়া শক্তি সম্বন্ধে আগের চেয়ে সঠিকভাবে বুঝতে পারা গিয়ে থাকে, তাহলে তার জন্যেও এর দরকার ছিল। এই আঘাত শত্রুর ক্ষয়-ক্ষতি করে ছিল, তার সাঁজোয়া শক্তি এবং পদাতিকদের ঈপ্সিত এলাকায় পরিকল্পিত বিন্যাসকে বানচাল করেছিল এবং সেই সঙ্গে রাত্রে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য শত্রুর সম্ভাব্য প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল।

প্রতি-প্রস্তুতির জন্য গোলাবারুদের মোট খরচ প্রতিষ্ঠিত অগ্নিবর্ষক ইউনিটের অর্ধেক ছিল। ফল বেশ সন্তোষজনক হয়েছিল। ১৩-শ আর্মির এলাকায় শত্রুর কামান-সারির কেবল ৪০ শতাংশ তাদের ঘন অগ্নিবর্ষণের শুরুতে গোলাবর্ষণ করতে পেরেছিল।

তবে এই গুরুত্বপূর্ণ লড়াইটিকে সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত। আমরা যদি ৪ঠা জুলাই রাত্রে শত্রুর সাঁজোয়া ও পদাতিক শক্তির বিন্যাস আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারতাম, রাত্রির দরুণ বিমান ব্যবহার যদি সীমিত না হত, প্রতি-গোলাবর্ষণ যদি আমরা একটু পরে, অর্থাৎ লড়াইয়ের আগে রাত্রে বিশ্রামের পর শত্রুর সৈন্যরা যখন তাদের আশ্রয়স্থল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল তার পরে শুরু করতাম, তা হলে এই প্রতি-অগ্নিবর্ষণ আরও কার্যকর হতে পারত।

কুরস্কের লড়াইতে সোভিয়েত আত্মরক্ষামূলক লড়াই স্পষ্টতই ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী

চরিত্রের ছিল, যাতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল গোলন্দাজরা। একথা বললেই যথেষ্ট যে শত্রুর যত প্যানৎসার ও আক্রমণকারী কামান লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তার ৬৩ শতাংশই হয়েছিল গোলন্দাজদের কল্যাণে।

প্রথম-স্তর আর্মিগুলির প্রায় সমস্ত কামান, রকেট ও বিমান-প্রতিরোধী কামান সহ, ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

এই ব্যবস্থার মূল উপাদান ছিল প্রায় সর্বত্র, ব্যাটেলিয়ন বা কম্পানিতে, প্রতিরক্ষা এলাকাগুলিতে প্রতিষ্ঠিত ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী শক্ত বিন্দুগুলি ; রেজিমেন্টাল এলাকার ভিতরে বা বাইরে সংগঠিত ট্যাঙ্কের পক্ষে দুর্ভেদ্য এলাকা এবং শক্তিশালী গোলন্দাজ ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী সংরক্ষিত শক্তিগুলি নিয়ে খুব ভাল করে প্রস্তুত করা সুকৌশলী চালাচালি।

ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সংগঠিত হয়েছিল একটি একক পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং আর্মিগুলির প্রতিরক্ষার সমগ্র গভীরতা জুড়ে। ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা গড়ে ৩০-৩৫ কিলোমিটার গভীর ছিল এবং কিলোমিটার প্রতি ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী কামানের সংখ্যা ছিল ১৬-৩০টি। আকাশে আমাদের বিমানবাহিনীর প্রাধান্য থাকায় এক কিলোমিটার চওড়া এক রণক্ষেত্রে ৩০ থেকে ৬০টি শত্রু প্যানৎসারের আক্রমণ প্রতিহত করতে এই সংখ্যক কামান যথেষ্ট ছিল। নাৎসী আক্রমণকারী গোষ্ঠীগুলির আক্রমণ প্রতিহত করায় আমরা যে সাফল্য অর্জন করেছিলাম সে সাফল্য বহুল পরিমাণে এর দ্বারা পূর্বনির্ধারিত হয়েছিল।

ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী শক্ত বিন্দুগুলির মধ্যে কামানের বিন্যাস তাদের কার্যকর পারস্পরিক ক্রিয়ার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। সমস্ত ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী শক্ত বিন্দুগুলি, বিশেষত যেগুলি ট্যাঙ্কের পক্ষে দুর্ভেদ্য এলাকায় অবস্থিত ছিল, তারা প্রায় সর্বক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতাও করেছিল।

যেখানেই এই নীতি অবহেলিত হয়েছিল সেখানে শত্রুর সাঁজোয়া শক্তি সুকৌশলী চালাচালির স্বাধীনতা পেয়েছিল ও সাফল্য লাভ করেছিল।

ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী শক্ত বিন্দুগুলিতে অবস্থিত কামানগুলি তাদের অগ্নিবর্ষণ কর্মসূচীকে নিভৃত অগ্নিবর্ষক অবস্থানগুলির মধ্যেকার কামানগুলির অগ্নিবর্ষণ

সূচীর সঙ্গে সমন্বিত করেছিল। শেষোক্তরা দূরপাল্লায় শত্রু ট্যাঙ্কগুলিকে ব্যস্ত রাখত তাদের জড়ো হওয়ার এলাকায় অগ্নিবর্ষণ কেন্দ্রীভূত করে, তারপর ট্যাঙ্কগুলিকে আঘাত করা হত তরঙ্গে তরঙ্গে অবিশ্রান্তভাবে এবং একভাবে ঘনীভূত অগ্নিবর্ষণের দ্বারা। কুরস্কের লড়াইয়ে দেখা গেল যে তরঙ্গে তরঙ্গে অবিরাম অগ্নিবর্ষণ নিজের প্রতিরক্ষা এলাকাগুলির মধ্যে উপযোগী নয়। সাধারণভাবে এই ধরনের অগ্নিবর্ষণ যেখানে সুকৌশলী চালাচালি খুব বেশি সে সব ক্ষেত্রে করা হয়নি।

শত্রুরা যেহেতু অনেক সংখ্যায় ভারী টাইগার ট্যাঙ্ক নিয়ে আক্রমণ করত এবং সেগুলির সামনেকার বর্ম খুব শক্ত ছিল কাজেই ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী কামানগুলিকে প্রায়ই এমনভাবে সাজান হত যাতে অগ্নিবর্ষণের একটা পকেট সৃষ্টি করা যায় ও নাৎসী প্যানৎসারদের পাশের দিক থেকে তার মধ্যে ফেলা যায়।

কুরস্কের যুদ্ধে ব্যাপক সংখ্যক ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে লড়াই সংগঠনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই রকমের দিকই ছিল, দেখা গিয়েছিল যে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী শক্ত বিন্দুগুলিতে পাঁচ থেকে দশটি কামানই সবচেয়ে ভাল। শক্ত বিন্দুগুলিতে ২০-৩০টি কামান ব্যবহার যুক্তিযুক্ত প্রমাণিত হয়নি, কারণ তাতে জবড়জঙ্গ ব্যাপার হত এবং শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করার সময়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হত।

কামানের সারির একটা অংশকে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী সংরক্ষিত শক্তি থেকে প্রত্যাহার করে ট্যাঙ্ক-বিরোধী শক্ত বিন্দুগুলিতে স্থাপন করার সিদ্ধান্তকেও সুসিদ্ধান্ত বলে মনে করা যায় না।

দুই রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড প্রতিরক্ষারত সৈন্যদের শত্রুর বিমান আঘাত থেকে রক্ষা করার উপর খুব গুরুত্ব দিতেন। বিমান-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় জঙ্গী বিমানের পাশাপাশি বিমান-প্রতিরোধী কামানও একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিল। আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে এরা ১০০০-এর উপর শত্রু বিমানকে হয় ভূপাতিত করেছিল নয় ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।

বিমান-প্রতিরোধী কামানের ক্রিয়াকলাপে একটা প্রধান উপাদান ছিল সুকৌশলী চালাচালি। সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের এলাকায় শত্রুর প্রধান আক্রমণের গতিমুখ যখন স্পষ্ট হয়ে গেল তখন বিমান-প্রতিরোধী কামানের প্রাথমিক সংস্থাপন পাল্টাতে হল, সেগুলিকে তাড়াতাড়ি ১৩-শ আর্মির এলাকায়

স্থানান্তরিত করা হল, তাতে করে এই আর্মির প্রতিরক্ষার স্থিতিশীলতা বহুল পরিমাণে বেড়ে গেল।

তবে একথা বলা উচিত যে, যে খণ্ডে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা করা হচ্ছিল সেখানকার স্থল সৈন্যদের রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট বিমান-প্রতিরোধী কামানের গড় ঘনত্ব তখন কিলোমিটার পিছু ২-২.৪টি কামানের কাছাকাছি ছিল, কাজেই এই ঘনত্ব ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সালের অভিযানের ঘনত্বের চেয়ে অনেকটা কমই ছিল।

আমাদের সৈন্যরা যখন প্রতি-আক্রমণে গেল তখন নানারকম পরিস্থিতির মধ্যে গোলন্দাজদের কর্তব্য পালনের ভার দেওয়া হল। ওরেল খণ্ডে, যেখানে তারা প্রস্তুতির যথেষ্ট সময় পেয়েছিল, সেখানে তারা শত্রুর শক্তিশালী, স্তরে স্তরে বিন্যস্ত, ইচ্ছাকৃত প্রতিরক্ষা ভেদ নিশ্চিত করেছিল। বেলগোরোদ-খারকভ খণ্ডে গোলন্দাজরা প্রতি-আক্রমণের পর প্রস্তুতির সীমিত সময় পেয়েছিল, তবুও তারা শত্রুর কিছুটা দুর্বল হলেও গভীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করার পথ সুগম করেছিল।

প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের গতিপথে গোলন্দাজদের কেন্দ্রীভবন, গোষ্ঠী-গঠন ও নিয়ন্ত্রণের, কামানের গোলাবর্ষণের এবং পদাতিকদের ও ট্যাঙ্কের আক্রমণে সমর্থন দানের সমস্যাগুলির সমাধানে আরও অগ্রগতি লাভ করা গিয়েছিল।

পরিকল্পিত আক্রমণাত্মক অভিযানের গুরুত্ব এবং নাৎসীদের বহু ট্রেঞ্চ, বহু অবস্থান ও বহু লাইন সমন্বিত প্রতিরক্ষা ভেদের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব, বিশেষ করে ওরেল খণ্ডে, মনে রেখে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স রণাঙ্গনগুলিকে ৪টি আক্রমণকারী গোলন্দাজ কোর ও বেশ কয়েকটি গোলন্দাজ ডিভিশনের যোগান দিয়েছিলেন।

রণাঙ্গনগুলির ও আর্মিগুলির প্রধান প্রয়াসের গতিমুখে কামানের বিপুল কেন্দ্রীভবনের ফলে ব্যূহভেদের এলাকার প্রতি কিলোমিটারে কামানের ঘনত্ব ১৭০টি কামান, মর্টার ও রকেট নিক্ষেপক পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল, এগুলির ব্যাস ছিল ৭৬ মি. মি.-র উপর (১১-শ গার্ডস আর্মি) থেকে ২৬০-এর (৫ম গার্ডস আর্মি) মধ্যে। ব্যূহভেদের এলাকায় কামানের ঘনত্ব বৃদ্ধি করার ঝোঁক এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। নাৎসী প্রতিরক্ষার পরিবর্তনশীল চরিত্র এবং পদাতিক ও সাঁজোয়া বাহিনীর অগ্রগতিকে দ্রুততর করার জন্য ঘনীভূত

অগ্নিবর্ষণের দ্বারা নাৎসী প্রতিরক্ষা দ্রুত ভেদ করার প্রয়োজনীতার দরুণই এ রকম হয়েছিল।

কামান ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যায় এতখানি হেরফেরের ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে দুই ব্যাপার থেকে। প্রথমত, আর্মিগুলি কামানের গোলাবর্ষণের জন্য ও আক্রমণে সমর্থন দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় স্তরে বিন্যস্ত গোলন্দাজদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করেছিল। দ্বিতীয়ত, ভেদের এলাকার ব্যাপ্তি বিভিন্ন রকম ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১১-শ গার্ডস আর্মিতে, যেখানে প্রধান গোষ্ঠীগুলির জিম্মায় ভেদ করার এলাকা ছিল ১৪ কিলোমিটার চওড়া, সেখানে কামান ইত্যাদির এক-তৃতীয়াংশের বেশি দ্বিতীয় স্তরের সৈন্যদের সঙ্গে ও সংরক্ষিত শক্তির মধ্যে ছিল। এটি খুব উপযুক্ত কাজ হয়নি। ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ৫ম গার্ডস আর্মিতে, যেখানে ভেদের এলাকা ৬ কিলোমিটার চওড়া ছিল, সেখানে দ্বিতীয় স্তরের সঙ্গে কামানের মাত্র ৮ শতাংশ ছিল। সামগ্রিকভাবে বললে, কামানের উচ্চতর ঘনত্ব শত্রুর প্রধান উদ্দেশ্যগুলিকে একই সঙ্গে ব্যর্থ করে দেওয়া সম্ভবপর করেছিল।

ভেদের এলাকায় কেন্দ্রীভূত কামানগুলিকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে বর্জন করার দরকার ছিল, যাতে করে নিয়ন্ত্রণকে নমনীয় ও নিরবচ্ছিন্ন রাখা যায়, সুকৌশলী চালাচালির সুযোগ বাড়ান যায় এবং পদাতিক, সাঁজোয়া ও বিমান-বাহিনীর সঙ্গে গোলন্দাজদের নির্ভরযোগ্য সহযোগিতা নিশ্চিত করা যায়। আর একটা কর্তব্য ছিল বড় বড় গোলন্দাজ গঠনগুলির কম্যাণ্ডারদের ও হেড কোয়ার্টারগুলির স্থান সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা।

১১-শ গার্ডস আর্মি যেভাবে গোলন্দাজদের নিয়োগ করেছিল তা থেকে বোঝা যায় যে তারা নিয়ন্ত্রণের শ্রেষ্ঠরূপ কি হতে পারে তা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছিল, জবড়জঙ্গ হয়ে যাবে ও নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হবে এমনভাবে গোলন্দাজ গোষ্ঠীগঠন এড়ানর চেষ্টা করেছিল, রেজিমেণ্ট থেকে আর্মি সমস্ত ইউনিটগুলিকেই গোলন্দাজ সরবরাহের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিল এবং এইভাবে অগ্নিবর্ষণ ও সৈন্যবল দিয়ে লড়াইকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেছিল।

গোলন্দাজ ব্রিগেড ও ডিভিশনের কম্যাণ্ডাররা ও হেডকোয়ার্টারগুলি সংশ্লিষ্ট ডিভিশন, কোর ও আর্মির গোষ্ঠীগুলিকে পরিচালনা করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে নিজেদের সমস্ত অথবা অধিকাংশ ইউনিটগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে থেকেছিলেন।

গোলন্দাজ কোরের কম্যাণ্ডার ও তাঁর হেডকোয়ার্টার অবশ্য তখনও যথাযথ স্থান পাননি এবং ১১-শ আর্মির হেড কোয়ার্টার ও তার গোলন্দাজ কম্যাণ্ডারকে আক্রমণকারী কোরের নিজস্ব গোলন্দাজদের পরিচালনায় সাহায্য করাতেই তাঁদের ভূমিকা সাধারণত সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছিল।

কোরের গোলন্দাজ গোষ্ঠী পত্তন করা একটা নতুন জিনিস ছিল। এতে করে কোরগুলির ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকে, বিশেষ করে শত্রুর ব্যূহরচিত এলাকার প্রতিরক্ষা ভেদের ক্ষেত্রে, তুলে ধরা হয়েছিল। তবে একথা বলা উচিত যে একেবারে পাঁচ পাঁচটি কোরগোষ্ঠী গঠন করতে বাধ্য হওয়ার মত কারণ ছিল না। সাধারণভাবে বলা যায় যে তথাকথিত ডিভিশনকে বলীয়ান করার গোষ্ঠীগুলি লড়াইয়ের গতিপথে ডিভিশনের গোষ্ঠীতেই পরিণত হয়েছিল এবং আসলে দ্বৈত নিয়ন্ত্রণে পড়েছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে তারা কোরের গোলন্দাজ বিভাগের কম্যাণ্ডারের নিয়ন্ত্রণে ছিল, আর আসলে যে ডিভিশনকে তারা সমর্থন করছিল তারই গোলন্দাজ বাহিনীর কম্যাণ্ডারের নিয়ন্ত্রণে ছিল। রেজিমেন্টগুলিতে পদাতিক সমর্থন গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে এই ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছিল।

কোরের গোলন্দাজ গোষ্ঠীর পত্তন ছিল একটি সুদক্ষ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার পথে অন্যতম প্রথম পদক্ষেপ। লড়াইয়ের শেষ পর্যায়েই কেবল এরকম ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আমরা পুরোপুরি সক্ষম হয়েছিলাম।

গোলন্দাজ আক্রমণ সংগঠন করা ও চালানর ক্ষেত্রে পদাতিক ও ট্যাঙ্ক আক্রমণের আগে কামানের তীব্র অগ্নিবর্ষণের মত চলতি লড়াইয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। রণাঙ্গনগুলির ও আর্মিগুলির প্রধান প্রয়াসের গতিমুখে কামানের গোলাবর্ষণ ৪৫ মিনিট থেকে ২ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট পর্যন্ত চালান হয়েছিল। কামানের তীব্র গোলাবর্ষণের ব্যাপারে অধিকাংশ আর্মির প্যাটার্ণের মধ্যেই অনেকটা সাদৃশ্য ছিল।

কামানের তীব্র গোলাবর্ষণ কিভাবে সংগঠিত করা হত ১১-শ গার্ডস আর্মির উদাহরণ থেকেই তা সবচেয়ে ভাল বোঝা যাবে। এই আর্মি তার আক্রমণাত্মক অভিযানের ঠিক আগে (১১ই জুলাই তারিখে) শত্রুর শক্তি সম্বন্ধে ভাল করে অনুসন্ধান করেছিল। আক্রমণাত্মক অভিযানের দিনে (১২ই জুলাই) ঠিক হল যে কামানের তীব্র অগ্নিবর্ষণ দিয়ে শত্রুর সৈন্যবল ও আগ্নেয়াস্ত্রের ক্ষতি করা হবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে চরম মুহূর্ত সম্পর্কে নাৎসীদের সন্দেহের মধ্যে রাখতে

হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এক অপ্রত্যাশিত গোলন্দাজ আক্রমণ করলাম। গোলাবর্ষণ প্রবল কিন্তু স্বল্পস্থায়ী (পাঁচ মিনিটব্যাপী) হল, লক্ষ্য রইল ১০ কিলো-মিটার গভীরতার মধ্যে সৈন্যবল ও লক্ষ্যবস্তুগুলিকে একই সঙ্গে ধ্বংস করা। ২০ মিনিট বিরতির পর একঘণ্টা ধরে শত্রুপক্ষের শক্তি নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে গোলা বর্ষণ করা হল। এর উদ্দেশ্য ছিল আক্রমণ হবেনা এরকম একটা ধারণা সৃষ্টি করা। তারপর হল "ধ্বংস ও অকেজো" করার জন্য ৫৫ মিনিট ধরে খুব কম ঘন অগ্নিবর্ষণ, আর শেষে হল ২৫ মিনিট ধরে গোলন্দাজ আক্রমণ। রকেট আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন আগেকার লড়াইগুলির সময়কার মত গোলন্দাজ আক্রমণের শেষে (পদাতিক ও ট্যাঙ্ক আক্রমণের আগে) করা হলনা, গোলন্দাজ আক্রমণের শুরুতে, অর্থাৎ পদাতিক ও ট্যাঙ্কগুলি আক্রমণে যাওয়ার ১৫-২০ মিনিট আগে করা হল। এতে করে শত্রুদের খুবই ধোকা দেওয়া গেল। রকেট গর্জন এবং পদাতিক ও ট্যাঙ্ক আক্রমণের মধ্যেকার অগ্নিবর্ষণ খুব ঘন ছিলনা, ইচ্ছাকৃত অগ্নিবর্ষণের মতই অনেকটা দেখিয়েছিল।

শেষ গোলন্দাজ আক্রমণের সময়ে একটা নতুন কৌশল নেওয়া হয়েছিল। পদাতিক ও ট্যাঙ্ক আক্রমণ সাধারণত কামানের ঘন গোলাবর্ষণের ঠিক পরেই করা হত। অগ্নিবর্ষণ বন্ধ হলেই সাধারণত শত্রুরা বুঝত যে আক্রমণ শুরু হচ্ছে এবং তাদের সৈন্যরা আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে এসে আক্রমণ প্রতিহত করতে প্রস্তুত হত। এবার নাৎসীদের দেরি হয়ে গেল। আমাদের পদাতিক সৈন্যরা শেষ গোলন্দাজ আক্রমণ চলতে চলতে কামানের গোলাবর্ষণ বন্ধ হওয়ার আগেই আক্রমণে চলে গেল। এইভাবে শত্রুদের ধোকা দেওয়া গেল ও আক্রমণ বিপুল সাফল্যলাভ করল।

গোলন্দাজদের এই প্রস্তুতির (অগ্নিবর্ষণের) বিশ্লেষণ করে একথা বলতেই হবে যে এর মাঝামাঝি এবং বিশেষ করে শেষের দিকে অগ্নিবর্ষণের ঘনত্ব কমিয়ে দেওয়াকে যুক্তিযুক্ত বলা কঠিন, কারণ স্বভাবত তার মানে হল শত্রুর ক্ষয়-ক্ষতি কম হয়েছিল এবং ধাক্কাও কম লেগে ছিল। নাৎসীরা যে আক্রমণের সম্ভাবনা ও সাধারণভাবে আক্রমণাত্মক অভিযানের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ধোকায় পড়েছিল তা দিয়ে কোনও মতেই এর ক্ষতিপূরণ করা যায় না। এখানে আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম পালন করতে পারিনি যে গোলন্দাজদের বোমাবর্ষণের গতিপথে অগ্নিবর্ষণের ঘনত্ব বাড়িয়ে চলা উচিত।

পদাতিক ও ট্যাঙ্ক আক্রমণকে দুই বা তিন কিলোমিটার গভীরে পর্যন্ত বিভিন্ন রকমের কামান ও অন্য আগ্নেয়াস্ত্রের অগ্নিবর্ষণ করে সমর্থন দেওয়া হয়েছিল। ভরোনেজ রণাঙ্গনে ৫ম গার্ডস আর্মির ব্যূহ ভেদের এলাকায় আক্রমণে সমর্থন সংগঠিত করা এর একটা ভাবাল দৃষ্টান্ত। গোলন্দাজরা এই আক্রমণকে সমর্থন করেছিল একটা সমন্বিত পদ্ধতিতে প্রথম ট্রেঞ্চগুলির (প্রথম অবস্থান) গভীরতায়, প্রথম ৬০০ মিটারে ২৫ মিনিট ধরে ক্রমশ বেশি বেশি করে তরঙ্গে তরঙ্গে ক্রমাগত অগ্নিবর্ষণ: প্রথম ট্রেঞ্চে পাঁচ মিনিট, দ্বিতীয় ট্রেঞ্চে দশ মিনিট, তৃতীয় ট্রেঞ্চে পাঁচ মিনিট। তারপর ২ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত পর পর অগ্নিবর্ষণের তীব্রতা বৃদ্ধির পদ্ধতিতে এই আক্রমণে সমর্থন দেওয়া হয়েছিল।

প্রথম ট্রেঞ্চকে, অর্থাৎ প্রতিরক্ষার সবচেয়ে প্রথম সারিকে সমর্থনের প্রথম সীমারেখা হিসাবে নিয়ে আমরা গোলন্দাজ আক্রমণের ঘন অগ্নিবর্ষণের শেষ ও সমর্থক অগ্নিবর্ষণের শুরুর মধ্যেকার অগ্নিবর্ষণ বিরতি এড়াতে পেরেছিলাম। শত্রুর প্রতিরক্ষার গভীরতা সম্বন্ধে পাকাপাকি গোয়েন্দা খবরের অভাবকে কিছুটা পুষিয়ে দিয়েছিল অগ্নিবর্ষণের ক্রমবর্ধমান ঘনত্ব।

গোলন্দাজ আক্রমণের তৃতীয় পর্যায়ের (প্রতিরক্ষার গভীরে পদাতিক ও ট্যাঙ্কের সমর্থন) মধ্যে ছিল ৫ম গার্ডস আর্মির দূর পাল্লার কোর গোষ্ঠীগুলির নিজেদের প্রাথমিক অবস্থান থেকে প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় লাইনস্থ লক্ষ্যবস্তুগুলির উপর ঘন গোলাবর্ষণের প্রস্তুতি ও অগ্নিবর্ষণ চালিয়ে যাওয়া। এর ফলে ফাঁকের মধ্যে চলমান গোলন্দাজ গঠনগুলিকে ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল এবং এটা অগ্রসরমান সৈন্যদের আপন গতিতে শত্রুর দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করতে সমর্থ করেছিল।

প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের গতিপথে পাঁচটি রণাঙ্গনের গোলন্দাজরা ১৫,০০০-এর বেশি বিভিন্ন রকম লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। তার মধ্যে ছিল ৫৩০-এর বেশি ব্যাটারি (কামান) এবং প্রায় ১৫০০ শত্রু ট্যাঙ্ক, আক্রমণকারী কামান এবং সাঁজোয়া গাড়ি। সোভিয়েত গোলন্দাজ বাহিনী ৭০ লক্ষ কামানের ও মর্টারের গোলা খরচ করেছিল।

স্থল-বাহিনীর অপরাপর বিভাগ ও বিমান বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতায় সোভিয়েত বিমান বাহিনী কুরস্কের লড়াইয়ে প্রধান নাৎসী ফৌজকে দুর্বল করার একটা বড় অবদান করেছিল। নিজেদের অগ্নিবর্ষণ দিয়ে তারা লড়াইয়ের

আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে শত্রুর ট্যাঙ্ক ও পদাতিকদের পথ রোধ করেছিল, শত্রুর বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে সপক্ষের যুদ্ধরত সৈন্যগঠনগুলিকে রক্ষা করেছিল এবং আক্রমণাত্মক পর্যায়ে পদাতিক ও ট্যাঙ্কগুলির পথ সুগম করেছিল, একটি থেকে আর একটি লক্ষ্যবস্তুতে তাদের এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না নাৎসী প্রতিরক্ষাকে ধ্বসিয়ে দেওয়া গিয়েছিল।

কুরস্কের যুদ্ধের গোলন্দাজদের লড়াইকে উন্নত করায় যারা যথেষ্ট কর্মশক্তি ও দক্ষতা প্রয়োগ করেছিলেন তাঁরা হলেন: মার্শাল এন. এন. ভরোনভ, জেনারেল এন. ডি. ইয়াকোভলেভ, আই. পি. কামেরা, এন. ভি. গাভরিলেঙ্কো, ভি. আই. কাজাকভ, এন. এস. ফোমিন, পি. এস সেমিয়োনভ, এন. এন. সেমিয়োনভ, জি ভি. পলুয়েকতভ, এন. এন. প্যাঙ্কভ, ডি. আই. তারবিন, ডি. এম ক্রাসনো-কুতস্কি, এম. এস. পেত্রভ, আই. এম. পিরস্কি, পি. এম. কোরোলকভ, এম. এম. বারসুকভ, এন. ভি. ইগনাতভ, এন. এফ. সালিচকো, এল. আই. কোঝুখভা এবং আই. এফ. সাঙ্কো (সকলেই জেনারেল) এবং কর্ণেল জি. এস. নাদিসেভ, ভি. এন. রুকোসুইয়েভ, এন. ডি. চাভোলা (সকলেই কর্ণেল) ও আরও অনেকে।

কুরস্কের লড়াইতে গোলন্দাজবাহিনী আবার প্রমাণ করল যে তারাই সৈন্যবাহিনীর প্রধান আঘাতকারী শক্তি।



কর্ণেল জেনারেল

আলেকজান্দার ৎসিরলিন

ডি. এস. সি*

এঞ্জিনিয়ার সেনাদল

১৯৪৩ এর গ্রীষ্মকালের মধ্যে সোভিয়েত সামরিক এঞ্জিনিয়ার ও তত্ত্ববিদরা যুদ্ধে অর্জিত অভিজ্ঞতার সৃজনশীল সামান্যীকরণ করে লড়াইয়ে এঞ্জিনিয়ার সেনাদল নিয়োগের নীতিগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল রণভূমির সংগঠন এবং দুর্গ ও শক্ত সুরক্ষিত অবস্থান নির্মাণ; আক্রমণাত্মক অভিযানে যাওয়ার আগে রওনা দেওয়ার এলাকাকে প্রস্তুত করা। বড় বড় সংরক্ষিত শক্তিকে আক্রমণ গোষ্ঠী হিসাবে নিয়োগ করার ক্ষেত্রে ও আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতি লুকোনতে ইঞ্জিনিয়ারদের মদত; শত্রুর প্রতিরক্ষা ভেদের সময়ে তাদের দ্বারা খাড়া করা প্রতিবন্ধকগুলিকে অতিক্রমের পদ্ধতি; চলতি লড়াইয়ের ক্ষেত্রে গভীরে ট্যাঙ্কগুলির ক্রিয়ায় ও সুকৌশলী চলাফেরায় এবং সশস্ত্র ফৌজের সকল বিভাগের অগ্নিবর্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে প্রতিবন্ধকের ব্যাপক ব্যবহারে মদত দেওয়া। এঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা প্রদত্ত সমর্থনের এই সমস্ত দিকগুলিই কুরস্কের লড়াইতে আরও বিকশিত হয়েছিল। এই লড়াইতে এঞ্জিনিয়ারদের প্রস্তুতিকে বিশেষত বিশিষ্ট করেছিল যা তা হল তারা দুটি লক্ষ্য অনুসরণ করেছিল: শক্তিশালী গভীর পর্যন্ত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত প্রতিরক্ষা সংগঠন করা এবং পরবর্তী আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য এক প্রবল আঘাতকারী শক্তি বিনিয়োগকে নির্ভরযোগ্য ভাবে নিশ্চিত করা।

কুরস্কের লড়াইতে সোভিয়েত প্রতিরক্ষার এঞ্জিনিয়ার সংগঠনকে একটিমাত্র

* কুরস্কের লড়াইয়ে কর্ণেল-জেনারেল ৎসিরলিন স্তেপি রণাঙ্গনের এঞ্জিনিয়ার সৈন্যদের নেতৃত্ব করেছিলেন। তিনি অধ্যাপক।

উদ্দেশ্যে পরিচালিত করা হয়েছিল, তা হল আক্রমণের জন্য শত্রু যে আক্রমণকারী শক্তি বিনিয়োগ করেছে তাকে যতখানি সম্ভব দুর্বল করা এবং একই সঙ্গে সোভিয়েত জনবল ও অস্ত্রশস্ত্রকে যতখানি সম্ভব রক্ষা করা। রণভূমির অভূতপূর্ব সংগঠন এবং মাইন ক্ষেত্র ও প্রতিবন্ধকগুলি ব্যাপক ব্যবহারের দ্বারাই প্রধানত এই উদ্দেশ্যসাধন করার কথা ছিল।

মোট ২৫০ থেকে ৩০০ কিলোমিটার গভীরতা জুড়ে বহু প্রতিরক্ষা লাইন ও অবস্থান নির্মিত হয়েছিল। দুর্গ ও শক্ত অবস্থান নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেকগুলি নতুন নীতির প্রবর্তন করা হয়েছিল এবং আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে প্রতিবন্ধক খাড়া করার ব্যাপারটিকে উন্নত করা হয়েছিল। সৈন্যদের সুকৌশলী চালাচালি ও তা লুকোনর সুবিধার জন্য অনেক রকম ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে নেওয়া হয়েছিল।

সোভিয়েত ফৌজের অনতিক্রম্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তী আক্রমণাত্মক অভিযানে তাদের সাফল্য সম্ভবপর হয়েছিল অনেকগুলি উপাদানের দরুণ এবং সময়মত সাংগঠনিক ব্যবস্থার দরুণ। প্রথমত এর দরুণ যে উদ্যোগ সোভিয়েত কম্যাণ্ডের হাতে ছিল; দ্বিতীয়তঃ, এঞ্জিনিয়ারিং সাজসরঞ্জামের ও বিচূর্ণকারী সাজসরঞ্জামের বিশেষত ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী মাইনের উৎপাদন অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছিল; তৃতীয়ত অনেকগুলি নতুন ধরনের এঞ্জিনিয়ার গঠনের পত্তন করা হয়েছিল। এঞ্জিনিয়ারদের ব্যবহার্য গাড়ির অনেকগুলি ঝাঁক তৈরি করা হয়েছিল এবং রণাঙ্গনগুলিতে এঞ্জিনিয়ারদের ব্রিগেড ও দুর্গ প্রভৃতি শক্ত অবস্থান নির্মাণের বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। আক্রমণাত্মক অভিযানে মদত দেওয়ার জন্য আক্রমণকারী এঞ্জিনিয়ার ব্রিগেড তৈরি করা হয়েছিল, এগুলির লোকেরা মাইন সাফাই, শত্রুর শক্ত অবস্থান চূর্ণ করা ও প্রতিবন্ধক অতিক্রম করার বিষয়ে বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল। আক্রমণাত্মক অভিযানে এঞ্জিনিয়ারদের মদত সুনিশ্চিত করার জন্য মাইন সাফাই ব্রিগেডকে স্যাপার ব্রিগেডে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। নদী ইত্যাদি অতিক্রম করার জন্য আরও পন্টুন ব্রিজ ব্রিগেড ও রেজিমেন্ট এবং অতিক্রম ব্যবস্থা বহনে জন্য মোটরের ঝাঁক গঠন করা হয়েছিল। এই সমস্ত উন্নয়নের ভিত্তি ছিল অতীত অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের ভিত্তিতে রচিত সুপ্রীম কম্যাণ্ড ও জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর নির্দেশাবলী ও দলিলসমূহ। এর মধ্যে ছিল সোভিয়েত সেনাবাহিনীর চিফ এঞ্জিনিয়ার কর্তৃক প্রদত্ত "রণক্ষেত্রে সুরক্ষিত অবস্থান সংগঠন

সংক্রান্ত নির্দেশাবলী" (মার্চ, ১৯৪৩), "অনুসন্ধান ও রণক্ষেত্রে শত্রু অবস্থান নির্মাণ সংক্রান্ত জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর নির্দেশ" (এপ্রিল, ১৯৪৩), এবং প্রতিবন্ধক খাড়া করা ও সরান সংক্রান্ত জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর ১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই-এর আদেশ।

কুরস্কে ইচ্ছাকৃত আত্মরক্ষার সিদ্ধান্ত এঞ্জিনিয়ারদের সুরক্ষিত অবস্থান নির্মাণে বড় বড় দল নিয়োগের জন্য আড়াই মাসের বেশি সময় দিয়েছিল। যথেষ্ট সময় পাওয়ায় সমগ্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী করে তোলা হয়েছিল। তৎকালীন পরিস্থিতিতে সশস্ত্র ফৌজের সকল বিভাগের সঙ্গে মিলে এঞ্জিনিয়ার ইউনিটগুলির প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল আগ্নেয়াস্ত্র-গুলির কার্যকারিতা বৃদ্ধির ও আচ্ছাদিত অবস্থান তৈরি করে সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার সম্ভাবনা বৃদ্ধির উপর।

সমস্ত বিভাগের সৈন্যরাই প্রতিরক্ষা গড়ে তোলায় যথেষ্ট উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। স্থানীয় লোক এবং প্রশাসনিক ও পার্টি সংগঠনগুলি তাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

এঞ্জিনিয়ারদের প্রধানরা প্রতিরক্ষা সংগঠনে যথেষ্ট প্রয়াস ও কর্মশক্তি লাগিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সেন্ট্রাল রণাঙ্গনে লেফটেনান্ট জেনারেল এ. আই. প্রোশলিয়াকভ, ভরোনেঝ রণাঙ্গনে মেজর জেনারেল ওয়াই. ভি. বোরদঝিলভস্কি, ১৩-শ আর্মির কর্নেল জেড. আই. কোলেসনিকভ, ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মির কর্নেল ওয়াই. আই. কুলিনিচ এবং ৭ম গার্ডস আর্মির মেজর জেনারেল ভি. ওয়াই. প্রিয়াসকিন।

অপেক্ষাকৃত অল্প একটা সময়ের মধ্যে কুরস্ক এলাকায় ও তার পূর্বে নিযুক্ত রণাঙ্গনগুলির সৈন্যরা ৮টি প্রতিরক্ষা লাইন সংগঠিত করেছিল। সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের এলাকায় দৈর্ঘ্য ছিল ২৫৯০ কিলোমিটার বিস্তৃত এবং ট্রেঞ্চ ও প্রবেশ গলিগুলির দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৬১০০ কিলোমিটার। প্রতিরোধের প্রধান লাইনে শত্রুদের এগোনর সম্ভাব্য অগ্রগমন পথ ধরে ধরে প্রতি-কিলোমিটার সম্মুখভাগ পিছু ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত জোড়া ট্রেঞ্চ ও প্রবেশগলি তৈরি করা হয়েছিল। এই দুই রণাঙ্গনের এলাকায় সর্বমোট ৯,৩৩৩ কম্যাণ্ড ও পর্যবেক্ষণ পোস্ট এবং ৪৮,০৭৩টি কামান্ও মর্টার ট্রেঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল।

১৯৪৩ সালে প্রতিরক্ষার গভীরতা বাড়ান ছাড়াও আমরা তার সাধারণ

প্যাটার্নেরও পরিবর্তন করেছিলাম : এক একটি লাইনে অবস্থানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং সেগুলির সংগঠনেও পরিবর্তন আনা হয়েছিল। ১৯৪২-এর শেষভাগ পর্যন্ত রণক্ষেত্রের লাইন ও অবস্থানের এঞ্জিনিয়ারিং বিকাশ সম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রভাবিত হত সুরক্ষিত এলাকা সংগঠন সংক্রান্ত তত্ত্ব ও ব্যবহারের দ্বারা। ব্যাটেলিয়নের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বিন্দুগুলিতে অনেকগুলি কেসমেট ধরনের (অর্থাৎ বোমার আঘাত সইতে সক্ষম ছাদওয়ালা ঘরের ধরনের) পৃথক পৃথক কাঠের পিল বক্স থাকত, সেগুলি পরস্পর সংযুক্ত থাকত একটি অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থার দ্বারা। তখনকার দিনে এই রকম একটা ব্যাটেলিয়নের শক্ত বিন্দুতে অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যদের সব সময়ে থাকত না। কাঠের পিল বক্সগুলির মধ্যে সংযোগসাধক কোনও সুড়ঙ্গ থাকত না, কাজেই লড়াইয়ের মধ্যে ইউনিটগুলি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গোপনে সুকৌশলী চালাচালি করতেও পারত না। ১৯৪২ সালেই নিজস্ব উদ্যোগে কিছু কিছু রণাঙ্গন কর্তৃক গৃহীত এবং জেনারেল স্টাফের নির্দেশের পর ১৯৪৩ সালের বসন্তে সকল রণাঙ্গন কর্তৃক অনুসৃত ট্রেঞ্চ ব্যবস্থা এবং শক্তিশালী প্রতিবন্ধক সমূহ আমাদের প্রতিরক্ষায় গুণগত নতুন সংযোজন করল।

ট্রেঞ্চের ব্যবহার অগ্নিবর্ষক ব্যবস্থার নমনীয়তা কিছুটা বৃদ্ধি করল। আগেই বলেছি এই অগ্নিবর্ষক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল সীমিত অগ্নিবর্ষণ এলাকা সমন্বিত স্থায়ীভাবে বসান অস্ত্রশস্ত্রের ভিত্তিতে। রণক্ষেত্রে গোপনে সুকৌশলী চালাচালির অসীম সুযোগ সৃষ্টি করে ট্রেঞ্চগুলি পদাতিকদের ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি সম্ভবপর করে তুলল। ট্রেঞ্চ ব্যবস্থার মধ্যে সরাসরি বসান কামান, ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামানের অবস্থান ছিল। ট্রেঞ্চ ও অন্যান্য আশ্রয়স্থলের ভিতরের ইউনিটগুলির উপর অগ্নিবর্ষণের সুযোগ থেকে শত্রু বঞ্চিত হল। এই ট্রেঞ্চ ও আশ্রয়স্থলগুলিকে ধ্বংস করার জন্য ও ট্রেঞ্চে অবস্থিত কামান ও ট্যাঙ্ককে অকেজো করার জন্য বিরাট পরিমাণ গোলা খরচ করতে হত। মোটামুটি বলা যায় যে ভারী অস্ত্রশস্ত্রের অবস্থান সহ ট্রেঞ্চ ও সংযোগ পথের ব্যবস্থা প্রতিরক্ষার নিরবচ্ছিন্নতা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করল, তার গভীরতা বৃদ্ধি করল, স্থায়িত্ব, সক্রিয়তা ও সুকৌশলী চালাচালির ক্ষমতা বাড়াল, বাড়তি ব্যবস্থা নির্মাণ করা ছাড়াই বিরাট সংখ্যক ফৌজকে গোপনে কেন্দ্রীভূত করা সম্ভবপর করে

আক্রমণাত্মক অভিযানে চলে যাওয়ার পক্ষেও অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হল।

প্রতিরক্ষার ট্রেঞ্চ ব্যবস্থার আবির্ভাব সুরক্ষিত অবস্থান তৈরিকে সরল করে দিল এবং নির্মাণের সময়টাও কমিয়ে দিল, তার আংশিক কারণ হল এগুলিতে রক্ষাকারী ভারী আচ্ছাদনের দরকার ছিল না। ছিটকে আসা টুকরো আটকাতে পারার মত সবল আশ্রয়স্থল, যা সৈন্যরা নিজেরাই তৈরি করতে পারত, তার ব্যাপক ব্যবহার সর্বত্র শুরু হয়ে গেল। অনেক উপকরণ ও পরিশ্রমসাধ্য ভারী আশ্রয়স্থল প্রধানত কম্যাণ্ড পোস্টগুলির জায়গাতেই নির্মিত হল। অবস্থা অনুযায়ী সম্ভবপর হলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুকূল হলে মাটির তলায় আশ্রয়স্থলও নির্মিত হয়েছিল। সৈন্যদেরকে কেবল দুর্গ প্রভৃতি সুরক্ষিত অবস্থান দিয়েই রক্ষা করা হত না, অন্যান্য নানা ব্যবস্থার গোটা একটা পরম্পরা দিয়েও রক্ষা করা হত, যেমন সৈন্যদের ছড়িয়ে রেখে, তাদের সুকৌশলে চালাচালির সুযোগ বৃদ্ধি করে এবং সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের জন্য আশ্রয় স্থল তৈরি করে, রণাঙ্গনের ছদ্মআকৃতি ধারণ বা লুকোনর ব্যবস্থার ভিতর দিয়েও এই একই উদ্দেশ্য সাধিত হত। কামানগুলো বসানর ব্যবস্থা এমনভাবে তৈরি হয়েছিল যাতে লড়াইয়ের ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার হতে পারে, অর্থাৎ যাতে সৈন্যগুলির উপর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত গোলাবর্ষণ বা সবদিকে অগ্নিবর্ষণ ক্ষমতা নিশ্চিত করা যায়। পর্যবেক্ষণ পোস্টগুলিও এই একইভাবে নির্মিত হয়েছিল।

ট্রেঞ্চ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এই সঙ্গে কম্যাণ্ডারদের পক্ষে তাঁদের সৈন্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিল। ডিভিশন, আর্মি ও রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডারদের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খণ্ডগুলিতে সম্মুখ রণক্ষেত্রে নিয়োজিত সৈন্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং তাতে করে কেবল সৈন্য নিয়ন্ত্রণ উন্নত হয়েছিল তাই-ই নয়, শিক্ষামূলক প্রভাবও পড়ছিল এবং লড়াইয়ে রত সৈন্যদের জয় সম্পর্কে আস্থাও বাড়ছিল।

প্রতিরক্ষা সংগঠিত করতে গিয়ে আমরা শত্রুদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আয়ত্তগত সমস্ত খবরাখবর বিবেচনা করতাম। যেই একথা জানা গেল যে শত্রুরা রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার করতে পারে, আমাদের শত্রুরা গ্যাস-প্রতিরোধী আশ্রয়স্থল নির্মাণ করতে লাগল। উদাহরণস্বরূপ, এ দিকে বিশেষ মনোযোগ

দিয়েছিলেন বেশি রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার কর্ণের জেনারেল আই. এস. কোনেভ।

একথা সুবিদিত যে কুরস্ক প্রতিরক্ষা তৈরি করা হয়েছিল প্রধানত ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে। ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী শক্ত বিন্দু ও ট্যাঙ্কের অগম্য এলাকার একটা গোটা ব্যবস্থা, শক্তিশালী প্রতিবন্ধক খাড়া করা এবং ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী গোলন্দাজ সংরক্ষিত শক্তির ও গতিশীল প্রতিবন্ধক ডিটাচমেণ্টদের ক্রিয়াকলাপ বিপুল সংখ্যক জার্মান প্যানৎসারকে সফলভাবে প্রতিহত করা সম্ভবপর করেছিল। আর একথা বলতেই হবে যে প্রতিবন্ধকগুলি এতে একটা খুব বড় ভূমিকা নিয়েছিল।

সব রকম প্রতিবন্ধক, যথা মাইন ক্ষেত্র, ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী খাত, ভাঙাচোরা লোহার গাদা, তার পাল্টা ব্যবস্থা, কাঁটাওয়ালা প্রতিবন্ধক, রাস্তা বন্ধ করার জিনিসপত্র—, যা আগেও ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি সবই কুরস্কের আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু এবার বাধা দেওয়ার ব্যবস্থাগুলিকে আরও সুকৌশলে, কাজেই আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধক ও মাইন ক্ষেত্রকে আরও বেশি করে ব্যবহার করা হয়েছিল। নানাধরনের প্রতিবন্ধকের সমন্বয়, তাদের ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক ক্রিয়া এবং অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের ক্রিয়ার সমন্বয়, আগুন লাগানর মত অস্ত্রশস্ত্র ও অগ্নিউৎক্ষেপকের ব্যবহার ব্যাপকভাবে করা হয়েছিল। শেষত, মাইন ক্ষেত্রগুলিই মৌলিক ধরনের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছিল এবং আত্মরক্ষায় সেগুলির সংগঠনই এঞ্জিনিয়ারদের প্রধান কর্তব্য ছিল। একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে সেণ্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের স্যাপাররা প্রায় ৫ লক্ষ সৈন্য-প্রতিরোধী ও ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী মাইন পুঁতেছিল, প্রায় ৭০০ কিলোমিটার কাঁটা তারের জাল লাগিয়েছিল এবং বিরাট সংখ্যায় ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী অন্য নানারকম প্রতিবন্ধক নির্মাণ করেছিল।

তিনটি প্রতিরক্ষা লাইনে মাইনক্ষেত্রের গড় ঘনত্ব দাঁড়িয়েছিল প্রতি কিলোমিটার সম্মুখভাগে ১,৫০০ ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী এবং ১,৭০০ সৈন্য-প্রতিরোধী মাইন, অর্থাৎ পূর্ববর্তী লড়াইগুলির তিন থেকে চারগুণ বেশি। প্রধান খণ্ডগুলিতে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী মাইনের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রতি কিলোমিটারে ১,৮০০ থেকে ২,০০০ করা হয়েছিল।

আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের সময়ে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশ মত

গ্রুপ ও ডিটাচমেন্টগুলির গঠন বিপজ্জনক খণ্ডগুলিতে মাইন ক্ষেত্রের ঘনত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল, তেদের এলাকাতে নতুন নতুন শক্তি আমদানি করার সময় বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং এতে শেষপর্যন্ত শত্রুর প্রতি-আক্রমণ পর্যুদস্ত করা গিয়েছিল।

এঞ্জিনিয়ার সৈন্যদের নিয়ে সুকৌশলী চালাচালির একটা ভাল রকম ধারণা নিম্নোক্ত তথ্য থেকে পাওয়া যাবে। ১৩-শ আর্মির প্রথম স্তরের ডিভিশনটির চলতি লড়াইয়ের সৈন্য গঠনের মধ্যে প্রায় ১০০ স্যাপার কম্পানি ছিল, অর্থাৎ সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের মোট সংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ। এই আর্মির খণ্ডে এঞ্জিনিয়াররা আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের পর্যায়ে ৩৫,০০০ ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী মাইন পুঁতেছিল। ভরোনেঝ রণাঙ্গনের এঞ্জিনিয়ারিং সৈন্যদের নিয়ে অত্যন্ত গতিশীল ও ফলপ্রসূ সুকৌশলী চালাচালি করা হয়েছিল, সেখানে লড়াইয়ের মধ্যে ৫৫,০০০ মাইন পোঁতা হয়েছিল। একথা উল্লেখযোগ্য যে প্রতিবন্ধকের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত সমস্ত শত্রু ট্যাঙ্কের দুই-তৃতীয়াংশ লড়াইয়ের মধ্যে পাতা মাইন ক্ষেত্রের বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়েছিল।

মাইন ক্ষেত্রের ব্যাপক ব্যবহার এবং আরও বেশি করে এগুলি ব্যবহারের ঝোঁক এমন একটা বিন্দুতে পৌছল যে স্যাপররা আর অত পোঁতার কাজের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না। কাজেই পদাতিক, গোলান্দাজ ও ট্যাঙ্ক সৈন্যরাও মাইন কিভাবে পুঁততে হয় ও সরাতে হয় তা শিখে নিতে বাধ্য হল, কারণ মাইন সমস্ত রকম স্থলসৈন্যের পক্ষে এবং গেরিলাদেরও পক্ষে একটা গণ ও অপরিহার্য অস্ত্র হয়ে উঠেছিল। গেরিলাদের পক্ষে, বিশেষত বিলম্বিত-ক্রিয়ার মাইনগুলি শত্রুর সরবরাহ পথের উপর আক্রমণের অত্যন্ত শক্তিশালী উপকরণ ছিল।

মাইন ক্ষেত্রের ব্যাপক ব্যবহার স্বভাবতই মাইন-পোঁতার পদ্ধতিতে বিবর্তন নিয়ে এল। কয়েক ডজন মাইন-ওয়ালা মাইন ক্ষেত্র থেকে সৈন্যরা ক্রমশ চলে গেল মূল মূল খণ্ডে শত্রুর প্রবেশ পথ রুদ্ধ করার জন্য ছোট ও বড় মাইন ক্ষেত্রের এক একটা ঝাঁকে এবং গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত ঘন মাইন ক্ষেত্রে। তাদের মদত দিল প্রতিবন্ধক খাড়া করার চলমান ডিটাচমেন্টগুলির দ্বারা শত্রুর অগ্রগতির জানা গতিপথ বরাবর পাতা মাইন ক্ষেত্রগুলি।

জার্মানরা যখন নতুন প্যানৎসার মাঠে নামাল, সোভিয়েত এঞ্জিনিয়াররা গগিরই এই ট্যাঙ্কগুলিতে ধ্বংস করার একটা পদ্ধতি উদ্ভাবন করে ফেলল।

এই উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী মাইন ক্ষেত্রগুলিতে মাইনগুলি দুই স্তরে পোতা হল। মাইন ক্ষেত্রগুলিকে আরও জোরদার করা হল আগুন ছোঁড়া ফাঁদ দিয়ে—এই ফাঁদে থাকত একটা করে মাইন ও অনেকগুলি পেট্রলের বোতল।

ভরোনেঝ রণাঙ্গনে স্যাপারদের ছোট ছোট গোষ্ঠী শত্রু ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকর লড়াই লড়েছিল। এই রণাঙ্গনের ট্রেঞ্চ ও গলির জাল ব্যবহার করে তারা ট্যাঙ্কের পথে আড়াআড়িভবে মাইন পেতেছিল, পশ্চাদভাগে ও রণক্ষেত্রের মধ্যে উভয় জায়গাতেই তারা মাইনের ঘনত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল। নাৎসী প্যানৎসারের সঙ্গে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক যে বিপুল ভূমিকা নিয়েছিল এসব থেকেই তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রতিরক্ষা সংগঠনে এঞ্জিনিয়ার সৈন্যদের নিয়োগ রণাঙ্গন ও আর্মির স্তরে কঠোরভাবে কেন্দ্রীকৃত ছিল। এঞ্জিনিয়ার সৈন্যদের অধিকাংশ রণাঙ্গন ও আর্মি কম্যাণ্ডারদের অধীনস্থ ছিল। সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডারের হাতে ছিল চারটি এঞ্জিনিয়ার স্যাপার এঞ্জিনিয়ার এবং পন্টুন ব্রিজ নির্মাতা ব্রিগেড। ভরোনেঝ রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডারের হাতে ছিল এই রকম পাঁচটি ব্রিগেড, আর স্তেপি রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডারের ছিল দুটি।

কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল সুকৌশলী চালাচালিতে নিরত সৈন্যদের এঞ্জিনিয়ারিং মদত দেওয়ার উপর। এখানে প্রধানত তৎকালীন রাস্তাগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। যেখানে রাস্তা ছিল না সেখানে এগোনর জায়গা, মাটির রাস্তা এবং নদীর উপর সেতু তৈরি করার দরকার হয়েছিল। সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনে এঞ্জিনিয়াররা ৩০০০ কিলোমিটার রাস্তা এবং ৬.৫ কিলোমিটার মোট দৈর্ঘ্য সম্পন্ন ২৫০টি সেতু নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছিল। প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতিতে রওনা হওয়ার এলাকায় সৈন্যদের পুনঃসংস্থানও কেন্দ্রীভবন নিশ্চিত করার জন্য ভরোনেঝ রণাঙ্গনের এঞ্জিনিয়ার সৈন্যরা ৫০০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছিল এবং ৫০টি সেতুকে জোরদার করেছিল। স্তেপি রণাঙ্গনকে তাদের এঞ্জিনিয়ারদের দুই-তৃতীয়াংশকে ওই কাজে নিয়োগ করতে হয়েছিল।

একথা বলতেই হবে যে কুরস্কে এঞ্জিনিয়ার বিভাগের সুকৌশলী চালাচালির প্রস্তুতি আগের চেয়ে বেশি অনুকূল পরিস্থিতিতে হয়েছিল। ততদিনে আমরা

সেখানে আমাদের সংরক্ষিত শক্তি তৈরি করে ফেলেছিলাম, তারফলে চালাচালির প্রধান গতিপথগুলি সম্বন্ধে আগে থেকে সিদ্ধান্ত করা ও কাজ আরম্ভ করা সম্ভবপর হয়েছিল। পরিস্থিতির সর্বতোমুখী বিশ্লেষণ এবং প্রতি-আক্রমণের সঠিক গতিমুখ সম্পর্কে জ্ঞানও এঞ্জিনিয়ার সৈন্যদের কাজ সহজতর করেছিল। কিন্তু তারা অদৃষ্টপূর্ব অসুবিধার মধ্যে পড়ল—তা হল নিজেদের মাইন-ক্ষেত্রগুলির যা একটার পর একটা গাদাগাদি হয়ে রয়েছে, সেগুলিকে অতিক্রম করার প্রয়োজন। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে সৈন্যদের সুকৌশলী চালাচালির স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য মাইন ক্ষেত্রগুলির মধ্যে ফাঁকা রাখার দরকার।

এই জায়গায় আমি জোর দিতে চাই একথার উপর যে সু-সংগঠিত এঞ্জিনিয়ার মদত আমাদের সৈন্যদের সাহায্য করেছিল লম্বা ছেদ ছাড়াই প্রতি-আক্রমণে চলে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট শক্তি বজায় রাখতে।

সোভিয়েত প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু হয়েছিল এক ব্যাপক রণাঙ্গনে, পরপর নামান হয়েছিল যে সব ইউনিট আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে অংশ গ্রহণ করেনি তাদের (ওয়েস্টার্ন ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের) তারপর নামান হয়েছিল সেই সব রণাঙ্গনের আক্রমণকারী ইউনিটগুলিকে যারা শত্রুর ধাক্কার সামনে টিঁকে ছিল (সেন্ট্রাল, ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গনের)। সেই সময়েই আমাদের সৈন্যরা প্রথম গভীর পর্যন্ত সংগঠিত প্রতিরক্ষা ভেদ করার প্রয়োজনের সম্মুখীন হল। আমরা আক্রমণাত্মক লড়াইতে যে বিপুল জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ নিয়োগ করেছিলাম তার মুখে নাৎসীরা এই পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিল। প্রস্তুতি-কর্ম ও তাতে এঞ্জিনিয়ারদের সমর্থনের উপর এর প্রভাব পড়েছিল।

কাজেই ওরেলের উপর ধাক্কার প্রস্তুতিতে ওয়েস্টার্ন ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গন আগে থেকেই এঞ্জিনিয়ার সহ প্রয়োজনীয় জনবল ও বৈষয়িক সম্পদের যোগান ভাল করে সংগঠিত করেছিল এবং নাৎসী প্রতিরক্ষার বৈশিষ্ট্যের উপর নজর রেখে এঞ্জিনিয়ারদের বন্টন ও নিয়োগের নতুন নীতি রচনা করেছিল। মেজর জেনারেল ভি. এফ. শেসতাকভ, ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের এঞ্জিনিয়ারদের প্রধান এবং কর্নেল এন. টি দেরঝিৎস্কি, ১১-শ গার্ডস আর্মির এঞ্জিনিয়ারদের প্রধান এই কর্তব্য সাধনে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। বিগত লড়াইগুলি থেকে, বিশেষত স্তালিনগ্রাদের লড়াইয়ের থেকে আলাদা রকম করে এঞ্জিনিয়ার সৈন্যদের অধিকাংশকে ব্যূহ-রচিত প্রতিরক্ষা এলাকায় কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল, যাতে

শত্রুর প্রথম লাইনের ডিভিশনগুলির জিম্মায় অবস্থিত গভীর পর্যন্ত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত প্রতিরক্ষা ভেদ করার সুবিধা হয়। আঘাতকারী শক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এঞ্জিনিয়ার স্যাপার ব্রিগেডগুলি সকল ভেদ-কর্মে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

১১-শ গার্ডস আর্মির ভেদের এলাকায় প্রতি কিলোমিটার সম্মুখ রণাঙ্গনে ৭টি করে এঞ্জিনিয়ার কম্পানি ছিল। এই আর্মির ১৮টি এঞ্জিনিয়ার কম্পানির মধ্যে কেবল ১৬টি সরাসরি কম্যাণ্ডারের হাতে ছিল।

ওরেলে আক্রমণাত্মক অভিযানে রণাঙ্গনগুলির এঞ্জিনিয়ার সৈন্যরা জার্মান প্রতিরক্ষা ভেদের কাজে উল্লেখযোগ্য সাহায্য করেছিল। মাইন পুঁতে মাইন ক্ষেত্র তৈরি করে ও বিদ্যুতান্বিত তারের বেড়া খাড়া করে তারা শত্রু প্রতি-আক্রমণ রুখতে অনেক সাহায্য করেছিল। আক্রমণাত্মক অভিযানের মধ্যে তারা আমাদের সৈন্যদের পুনর্বিন্যাসে ও বিরাট বিরাট ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলিকে লড়াইতে নামানয় সমর্থন দিয়েছিল এবং ওরেল ও অন্যান্য শহর দখলে অংশ নিয়েছিল। তাদের কাজের পরিমাণ সত্যিই বিপুল ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ৩রা আগস্ট ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের ৩য় আর্মির এঞ্জিনিয়ার সৈন্যরা ২২০ কিলোমিটার রাস্তা মাইন মুক্ত করেছিল এবং ভাল করে মেরামত করে রেখেছিল, ওপতুখা নদীর উপর ৫০০ মিটার গড় দৈর্ঘ্যসম্পন্ন ৩৮টি সেতু গড়েছিল এবং সেতুমুখগুলিতে প্রায় ১০ কিলোমিটার কাঠের বাঁধ তৈরি করেছিল। ওরেলের মুক্তির পর স্যাপাররা প্রায় ৫০০০ জায়গা পরীক্ষা করে দেখেছিল, ৪০০০ মাটিতে থাকা বোমা, শত শত বিভিন্ন ধরনের মাইন, ফাঁদপাতা মাইনকে অকেজো করেছিল।

ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গন বেলগোরোদ-খারকভ অভিযানের প্রস্তুতিতে খুব চাপের মধ্যে পড়েছিল। তা সত্ত্বেও এঞ্জিনিয়াররা তাদের উপর দেওয়া সমস্ত দায়িত্বই পালন করেছিল।

এই দুই রণাঙ্গনের এঞ্জিনিয়ার সৈন্যদের ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের সৈন্যদের থেকে পৃথকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। ভরোনেঝ রণাঙ্গনে অধিকাংশ এঞ্জিনিয়ার ইউনিটগুলি আর্মিগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট এঞ্জিনিয়ারদের ভেদ-কার্যে, গতিশীল গোষ্ঠীগুলিকে নামানয় এবং সাফল্যের পূর্ণ সদ্ব্যবহারে সাহায্য দেওয়ার জন্য আর্মিগুলির নিজেদেরই দায়িত্ব ছিল।

প্রধান প্রয়াসের ক্ষেত্রগুলিতে আক্রমণোদ্যত ইউনিটগুলির নিয়োগে সমর্থন

দানের জন্য স্তেপি রণাঙ্গনের এঞ্জিনিয়ার সৈন্যদের অধিকাংশকে রণাঙ্গন কম্যাণ্ডের হাতে দেওয়া হয়েছিল। এই অভিযানের প্রস্তুতিতে তারা ৯০টি সেতু নির্মাণ করেছিল, ৬২টি পরিখা খনন করেছিল, ৪৭ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ ও ১০০০ কিলোমিটার রাস্তা মেরামত করেছিল এবং এইভাবে সাঝনোভস্কি দনেৎস ও লিপোভি দনেৎস নদী অতিক্রম করায় প্রধান আক্রমণকারী শক্তিগুলিকে সমর্থ করেছিল। এই দুই নদীর মধ্যেকার বিপদসঙ্কুল ক্ষেত্রে আমাদের সৈন্যদলের অগ্রগতি শত্রুর কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল এবং বেলগোরোদ-খারকভ অভিযানের সাফল্যে তা অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল।

ভরোনেঝ রণাঙ্গনের এঞ্জিনিয়াররা সুদক্ষ খণ্ডে নকল কেন্দ্রীভবন এলাকা সংগঠন করে এক চিত্তাকর্ষক ও ফলপ্রদ কর্তব্য সাধন করেছিল। তারা নকল সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার করেছিল এবং শত্রুকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য নানারকম পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। সেই সঙ্গে তারা স্তেপি রণাঙ্গনে সাঝনোভস্কি দনেৎস, লিপোভি দনেৎস ও সেভেরস্কি দনেৎস নদীগুলির মধ্যেকার জলা জমিতে আমাদের সৈন্যদের অবস্থানকে ভালভাবে লুকিয়ে ফেলতে পেরেছিল। এর দরুণ শত্রুর কাছ থেকে সোভিয়েত কম্যাণ্ডের মতলব লুকিয়ে রাখা ও আক্রমণের প্রধান গতিমুখ লুকিয়ে শত্রুকে ধোঁকা দেওয়া সম্ভবপর হয়েছিল।

৩রা আগস্ট তারিখে যে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু হয়েছিল তার গতিপথে ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গনের এঞ্জিনিয়াররা আমাদের সৈন্যগঠনগুলির ব্যূহভেদের পথে শত্রুদের খাড়া করা প্রতিবন্ধকগুলিকে ভেঙে দিয়েছিল। সাহসের সঙ্গে সুকৌশলী চালাচালি করে তারা সফলভাবে শত্রু প্রতিরক্ষা ভেদের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল এবং ১ম ও ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মিগুলিকে নাৎসীদের লড়াইয়ের ক্ষেত্রের গভীর পর্যন্ত প্রবল সাহসে এগিয়ে যেতে সমর্থ করেছিল। সশস্ত্র ফৌজের অন্যান্য বাহিনীর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গেও যুদ্ধরত স্যাপারদের কাজকর্মকে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বিত করা হয়েছিল।

উত্তর-পূর্ব থেকে বেলগোরোদের দিকে অগ্রসরমান ৭ম গার্ডস আর্মির ইউনিটগুলির পক্ষে সেভেরস্কি দনেৎস নদী অতিক্রম সুগম করতে এঞ্জিনিয়ার ইউনিটগুলি বিপুল সাহস দেখিয়েছিল। নিরবচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণের মধ্যে কাজ করে স্যাপাররা দ্রুত তিনটি সেতু নির্মাণ করেছিল এবং শত্রুর দ্বারা বিধ্বস্ত দুটি

পারাপারের জায়গা পুনর্নির্মাণ করেছিল। এইভাবে তারা সুরক্ষিত বেলগোরোদ দখলের পথে আর্মি ইউনিটগুলির সামনের বাধা দূর করেছিল। স্তেপি রণাঙ্গনের এঞ্জিনিয়াররা বেলগোরোদের প্রবেশ মুখ থেকে ও খোদ শহর থেকে প্রায় ৪৮,০০০ জার্মান মাইন সরিয়ে ছিল। নানারকম প্রতিবন্ধক খাড়া করে সোভিয়েত অগ্রগতি রোধের জন্য নাৎসীদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল।

১৭ই আগস্ট যে সপ্তাহ শেষ হয়েছিল সেই সপ্তাহে বোগোদুখভ ও আখতিরকা এলাকায় জার্মানদের শক্তিশালী প্রতি-আক্রমণ এঞ্জিনিয়ারদের সক্রিয় সহযোগিতায় প্রতিহত করা হয়েছিল। প্রতি-আক্রমণকারী শত্রু গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এঞ্জিনিয়ার সৈন্যদের ব্যাপক সুকৌশলী চালাচালির ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের আরও সাক্ষ্য পাওয়া যায় এই সব লড়াইগুলি থেকে। ৬ষ্ঠ ও ১৪-শ আক্রমণকারী এঞ্জিনিয়ার-স্যাপার ব্রিগেডগুলি মাইন-ক্ষেত্র পেতেছিল, যেগুলি শত্রু প্যানৎসারগুলিকে ঠেকিয়ে ছিল ও তাদের অগ্রগতি মন্থর করে দিয়েছিল। এইভাবে ওই সব ব্রিগেড সংরক্ষিত শক্তিদের নিয়ে সুকৌশলী চালাচালির জন্য বাড়তি সময় ও পরিসর যুগিয়েছিল। সোভিয়েত সৈন্যদের প্রতিবন্ধকগুলির সুদক্ষ ব্যবহার এমনকি শত্রুদের দ্বারাও স্বীকৃত হয়েছিল। নিজেদের লড়াইয়ের মূল্যায়ন করে আর্মি গ্রুপ সাউথ-এর কাছে এক নির্দেশে মানস্টাইন লিখেছিল: "রাশিয়ানরা সুকৌশলে ও কার্যকরভাবে মাইন ব্যবহার করে। আক্রমণাত্মক অভিযান থেকে আত্মরক্ষামূলক অভিযানে চলে যাওয়ার সময়ে শত্রু স্যাপাররা অল্প সময়ের মধ্যে ভেদের এলাকায় মাইন ক্ষেত্র পেতে ফেলে। এমনকি ঘোর লড়াইয়ের মধ্যেও শেষ কয়েক সেকেণ্ডে শত্রুরা আচ্ছাদিত অবস্থান থেকে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী মাইন পুঁতে দেয়। অগ্নি উৎক্ষেপক ও মাইন অনেক সময়েই আমাদের প্রতি-আক্রমণ ব্যর্থ করার জন্য দায়ী।"

ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যরা শত্রুদের প্রতি-আক্রমণ প্রতিহত করেছিল এবং স্তেপি রণাঙ্গনের সঙ্গে একত্রে নাৎসীদের খারকভ গোষ্ঠীকে বিপর্যস্ত করেছিল। শহরের পশ্চিমে বিশাল রণভূমিতে এক শক্তিশালী আক্রমণ গোষ্ঠী গঠনে সাহায্য করায় এঞ্জিনিয়ার সৈন্যদের কৃতিত্ব স্বীকার করতে হয়। এখানে তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছিল রাস্তার পরিকল্পনা করা ও নির্মাণ করা এবং যানবাহন নিয়ন্ত্রণ সংগঠিত করা। যে রকম দক্ষতার সঙ্গে এঞ্জিনিয়াররা এই সব কর্তব্য সম্পাদন করেছিল তা সৈন্যদের আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করায় প্রকৃত সাহায্য

করেছিল। খোলা জায়গায় সৈন্য মোতায়েন লুকোনর জন্য রক্ষাকারী বনস্থল, পথের পাশের বাগান ও চাষ এবং পর্দা হিসাবে কাজ করতে পারে এমন অন্যান্য বস্তুর ব্যাপক ব্যবহার করা হয়েছিল, আর এঞ্জিনিয়ার সৈন্যদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সফলভাবে পালনে এগুলিও সাহায্য করেছিল।

খারকভে আক্রমণকারী সৈন্যদের পিছনে পিছনে ঢুকেছিল তিনটি পণ্টুন-ব্রিজ নির্মাতা ব্যাটেলিয়ন, তারা ২৪শে আগস্ট শহর সীমার মধ্যে চারটি সেতু নির্মাণ করেছিল। ওই দিনেই তিনটি এঞ্জিনিয়ার ব্রিগেড বাড়িগুলিকে মাইন-মুক্ত করতে শুরু করেছিল। খারকভ ও আশপাশ থেকে তারা ৬১,০০০ মাইন ও ৩২০টি মাটির উপরকার বোমা সরিয়েছিল। প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের গতিপথে স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্যরা ২ লক্ষ ৩৩ হাজার মাইন ও ১,৭০০ মাটির উপরকার বোমা সরিয়ে ছিল, ৫৩৪ বর্গকিলোমিটার এলাকা এবং ১,৬৪০ কিলোমিটার রাস্তা সাফ করেছিল।

কুরস্কের লড়াইতে নাৎসী সৈন্যদের বিপর্যয় সম্ভব হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব, সোভিয়েত যুদ্ধকলার উচ্চ স্তর, সোভিয়েত সৈন্যদের সাহস, শৌর্য ও বীর্য এবং পশ্চাদভাগে শ্রমিকদের অভূতপূর্ব কীর্তি ও গেরিলাদের সক্রিয় সমর্থনের কল্যাণে।

কুরস্কের যুদ্ধ জয়ে এঞ্জিনিয়ার সৈন্যরাও এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল। তারা কেবল যুদ্ধরত সৈন্যদের সমর্থনই দেয়নি, আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের পর্যায়ে এবং প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের সময়ে নাৎসী প্রতি-আক্রমণ প্রতিহত করায় নিজেরাও লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিল।

সামরিক এঞ্জিনিয়ারিং-এর বিকাশে একটা প্রধান অবদান ছিল নতুন ধরনের রণভূমি সংগঠনের উদ্ভাবন ও প্রয়োগ। এঞ্জিনিয়ারদের পরিচালনায় বিরচিত ট্রেঞ্চের ব্যাপক জাল সমন্বিত প্রতিরক্ষা লাইনগুলির একটা ব্যবস্থা প্রতিরক্ষার স্থায়িত্ব অনেক বাড়িয়েছিল। শত্রুর প্যানৎসার আঘাত প্রতিহত করায় অনেক আগে থেকে পাতা ঘন মাইন ক্ষেত্রগুলি একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিল। এগুলি বহু সংখ্যক শত্রু প্যানৎসারকে অকেজো করে দিয়েছিল, রণক্ষেত্রে তাদের সুকৌশলী চালাচালিতে বাধা দিয়েছিল এবং নাৎসী যুদ্ধশকটগুলির দুর্বল স্থানে কার্যকরভাবে আঘাত করার জন্য আমাদের ট্যাঙ্ক ও ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী অস্ত্রশস্ত্রের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। শত্রু ট্যাঙ্কসৈন্যরা আমাদের মাইনকে

ভয় করতে শুরু করেছিল।

কুরস্কের লড়াই দেখিয়ে দিয়েছিল যে প্রতিরক্ষা ভেদ করেছিল যে সব শত্রু ট্যাঙ্ক তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার শ্রেষ্ঠ পন্থা হল চলমান প্রতিবন্ধক সংস্থাপক দলগুলি ও গোলন্দাজ সংরক্ষিত শক্তিদের সংযুক্ত ক্রিয়াকলাপ। এই পদ্ধতিকে সঙ্গে সঙ্গে সামান্যীকরণ করা হয়েছিল এবং সমস্ত এঞ্জিনিয়ার সৈন্যদের জানান হয়েছিল।

শত্রুর গভীর পর্যন্ত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত প্রতিরক্ষা ভেদে এঞ্জিনিয়ার সেনাদল নিয়োগের পদ্ধতি প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের সময়ে আরও উন্নত করা হয়েছিল। লড়াইয়ের ইউনিট ও এঞ্জিনিয়ার ইউনিটের কম্যাণ্ডাররা মিলে এঞ্জিনিয়ার সৈন্যদের বণ্টন করার এবং ব্যূহভেদের পর্যায়ে তাদের প্রধান প্রয়াসকে প্রথম সারির ডিভিশনগুলিকে সমর্থন দেওয়াতেই কেন্দ্রীভূত করার সবচেয়ে উপযুক্ত পন্থা বের করেছিলেন। পরবর্তী কালে তাদেরকে রণাঙ্গনের ও আর্মির গতিশীল গোষ্ঠীগুলিকে অর্থাৎ ট্যাঙ্ক আর্মি ও কোরগুলিকে সমর্থনে লাগান হয়েছিল, তাছাড়া আর যা কিছু কর্তব্য আসতে পারে সেগুলি সম্পাদনেও লাগান হয়েছিল। এর থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণের নমনীয়তা ও নির্ভরযোগ্যতার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

শত্রু প্রতিরক্ষা ভেদের সময়ে ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গনের এঞ্জিনিয়ার সৈন্যদের এক-পঞ্চমাংশ প্রতিবন্ধক সরানর কাজে, প্রায় অর্ধেক রাস্তার কাজে নিয়োজিত ছিল, আর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জড়িত ছিল প্রতিবন্ধক নিয়ে সুকৌশলী চালাচালিতে ও এঞ্জিনিয়ারদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুসরণে।

এঞ্জিনিয়ার সৈন্যদের ব্রিগেড ধরনের সংগঠন, (বিশেষ কর্তব্যের জন্য গঠিত ব্রিগেড সহ) কুরস্কের লড়াইতে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছিল। একথাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে ক্রমশ আরও জটিল হয়ে ওঠা কর্তব্যের সঙ্গে ও কাজগুলির নানা ধরনের অদলবদলের সঙ্গে এঞ্জিনিয়ার সৈন্যরা যাতে তাল রাখতে পারে তার জন্য তাদের আরও যানবাহন দেওয়ার দরকার ছিল।

ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম এই যুদ্ধে এঞ্জিনিয়ার সৈন্যরা সকল পরীক্ষার সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিল এবং তাদের পেশাগত শিক্ষায় ও সমর নৈপুণ্যে আরও উচ্চস্তরে উঠেছিল। তাদের দ্বারা অর্জিত অভিজ্ঞতা সামরিক এঞ্জিনিয়ারিং এর আরও বিকাশের ভিত্তি পত্তন করেছিল।



কর্ণেল

ইভান গ্রিশিন এম. এস. সি.*

নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ

কুরস্কের লড়াইয়ে নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে যা বিশিষ্ট করেছিল তা হল বস্তুতপক্ষে এই প্রথম সঙ্কেত (সিগন্যাল) আদান-প্রদানকারী সৈন্যদের এত বৃহৎ পরিসরে সংগঠিত হতে হয়েছিল। অনেকগুলি রণাঙ্গনের এবং অনেক আর্মি ও ডিভিশনের ক্রিয়াকলাপের সমন্বয় সাধনের জন্য সর্বস্তরে নমনীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

যোগাযোগের সংগঠনকে প্রভাবিত করেছিল যে সব ব্যাপার তার মধ্যে একটি হল যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাট সংখ্যায় সৈন্য ও অগ্নিবর্ষী অস্ত্রশস্ত্রের অস্তিত্ব, যাকে একমাত্র সাঙ্কেতিক যোগাযোগ ইউনিটগুলি নিখুঁত ভাবে কাজ করলে তবেই ক্রমাগত নির্দেশ দেওয়া যেত। পদাতিক, গোলন্দাজ ও বিমানবাহিনীর ইউনিট-গুলির মধ্যে সমন্বয় বহুল পরিমাণে যোগাযোগ ব্যবস্থার দক্ষতার উপর নির্ভর করত।

সিগন্যাল সৈন্যদের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে নির্ভরযোগ্য যোগাযোগের নিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে হয়েছিল, আবার একই সঙ্গে আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্যও প্রস্তুতি করতে হয়েছিল, কারণ বিশেষ বিরতি না দিয়েই এই অভিযান করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। আয়ত্তগত জনবল ও বৈষয়িক সম্পদের ব্যবহারে, যোগাযোগ ব্যবস্থা সংগঠনের পদ্ধতি রচনায়, সমস্ত ইউনিটকে যোগাযোগ ব্যবস্থা যোগানয় এবং সংরক্ষিত শক্তি গড়ে তোলায় তাদের সেরা

* কুরস্কের লড়াইতে কর্ণেল গ্রিশিন ২৩৫তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের ৬৮২ তম আর্টিলারি রেজিমেন্টের একটি গোলন্দাজ ব্যাটেলিয়নের সিগন্যাল অফিসার ছিলেন।

পদ্ধতি বেছে বের করতে হয়েছিল। যথেষ্ট জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ খরচ করে এক শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও আমরা সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণকালে যাতে তা প্রসারিত করা যায় তার উপযুক্ত সংরক্ষিত শক্তিও জড়ো করেছিলাম।

ঘন অগ্নিবর্ষণ দিয়ে শত্রুর তরফ থেকে ব্যঘাত সৃষ্টি করার আশঙ্কা আমাদের হিসাবের মধ্যে রাখতে হয়েছিল কারণ তার ফলে আমাদের যোগাযোগ-ব্যবস্থা, বিশেষত, তার-যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারত। সিগন্যাল সৈন্যদের সামনে আর একটা অসুবিধা ছিল এই যে যোগাযোগ মাধ্যমের পরিমাণ কম ছিল, যদিও তার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ছিল। জনবল ও বৈষয়িক সম্পদের দিক থেকে রণাঙ্গনগুলির সিগন্যাল ইউনিটগুলি প্রতিষ্ঠিত শক্তির তুলনায় ২০-২৫ শতাংশ কম নিয়ে চলছিল, তার চলতি লড়াইয়ে ব্যবহারের জন্য স্থানান্তর-যোগ্য নানা বেতার কেন্দ্র এবং সেগুলিকে বিদ্যুত সরবরাহ করার মত বৈদ্যুতিক সম্পদেরও ঘাটতি ছিল।

অপরাপর সৈন্যদের মত সিগন্যাল সৈন্যদেরও যথেষ্ট সময় ছিল নিজেদের ও নিজেদের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করার, পরিকল্পনাগুলি তৈরি করার, যোগাযোগ ব্যবস্থা খাড়া করার ও তা পরীক্ষা করার। নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণের জন্য তাদের পরিকল্পনার উপর এসবের বেশ ছাপ পড়েছিল।

কুরস্কের লড়াইয়ে নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ কিভাবে সংগঠিত হয়েছিল তা বিস্তারিতভাবে দেখা যাক।

কম্যাণ্ড পোস্টগুলির অর্থাৎ পরিচালক ঘাঁটি বেশ শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত একটি জাল ছিল। রণাঙ্গনগুলির এবং দ্বিতীয় স্তরের কম্যাণ্ড পোস্টগুলি (সেই সময়ে পশ্চাদবর্তী কম্যাণ্ড পোস্টগুলিকে দ্বিতীয় স্তর বা অ্যাশিলনের কম্যাণ্ড পোস্ট বলা হত) ছাড়াও বিকল্প কম্যাণ্ড পোস্ট এবং একটি বা দুটি সহায়ক কম্যাণ্ড বা পর্যবেক্ষণ পোস্টও বসান হয়েছিল। ডিভিশন ও রেজিমেণ্টগুলিতেও বিকল্প কম্যাণ্ড ও পর্যবেক্ষণ পোস্ট তৈরি করা হয়েছিল। স্বভাবতই এর ফলে সিগন্যাল সৈন্যদের কাজ বেড়েছিল এবং যথেষ্ট জনবল ও বৈষয়িক সম্পদের প্রয়োজন হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যদের ছটি কম্যাণ্ড পোস্ট থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যেত—বুবাভা, মারিনো সোল্‌ন্‌ৎসেভো, ওবোইয়ান, ইভনিয়া ও মাস্তরোভা।

প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রাথমিক পর্যায়ে রণাঙ্গন ও আর্মির কম্যাণ্ডাররা প্রতিরক্ষা এলাকার মধ্যেকার কম্যাণ্ড পোস্টগুলি ব্যবহার করতেন, তারপর মুক্ত এলাকাগুলিতে নব-প্রতিষ্ঠিত কম্যাণ্ড ও পর্যবেক্ষণ পোস্টগুলিতে চলে যেতেন। রণাঙ্গনের হেডকোয়ার্টার্স ৩ বার স্থানান্তরিত হয়েছিল, প্রত্যেকবার ১০০-১৫০ কিলোমিটার দূরে, আর্মি হেডকোয়ার্টার্সগুলি স্থানান্তরিত হয়েছিল পাঁচ থেকে সাত বার। সহায়ক কম্যাণ্ড ও কম্যাণ্ড পোস্ট একই সময়ে স্থানান্তরিত হত না। সহায়ক কম্যাণ্ড প্রথমে দু এক বার সরে যেত, কিন্তু হেডকোয়ার্টার্স (কম্যাণ্ড পোস্ট) যেখানে ছিল সেখানেই থাকত কিছু পরে হেডকোয়ার্টার্স (কম্যাণ্ড পোস্ট) সৈন্যদের কাছাকাছি, সহায়ক কম্যাণ্ড পোস্টের এলাকার মধ্যে চলে যেত। যখন কম্যাণ্ড পোস্টগুলি স্থানান্তরিত হতে থাকত তখন সহায়ক কম্যাণ্ড পোস্ট থেকে সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ করা হত। এইভাবে পর পর কম্যাণ্ড পোস্ট স্থানান্তরিত করার দরুণ নিরবচ্ছিন্নভাবে সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ করা যেত।

একথা বলা উচিত যে কুরস্কের লড়াইতে সহায়ক কম্যাণ্ড পোস্টগুলি বৃহত্তর ভূমিকা নিতে শুরু করেছিল। সাধারণত রণাঙ্গন ও আর্মির কম্যাণ্ডাররা সেইখানেই থাকতেন। লড়াইয়ের লাইনগুলি থেকে রিপোর্ট ও অধিকাংশ সময়ে এইখানেই আসত আর এই সব পোস্টগুলি থেকেই সৈন্যদের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ রক্ষিত হত।

প্রথম দিকে অগ্রগতির হার উঁচু ছিলনা—দিনে ৫-১০ কিলোমিটার। কিন্তু পশ্চাদভূমিতে, যেখানে শত্রুর প্রতিরোধ বিশেষভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, সেখানে এই হার ছিল দিনে ৩৫ কিলোমিটারেরও বেশি। যোগাযোগ ব্যবস্থাকেও একই সঙ্গে তাল রাখতে হত।

লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায় ১৩-শ আর্মির যোগাযোগ ব্যবস্থার সংগঠন সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। এই আর্মির প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের ব্যাপ্তি ছিল ৩২ কিলোমিটার। দক্ষিণে এর পার্শ্ববর্তী ছিল ৪৮তম আর্মি, আর বামে ৭০তম আর্মি। ১৩-শ আর্মি গঠিত ছিল ১৭-শ ও ১৮-শ গার্ডস ইনফ্যান্ট্রি পদাতিক কোর এবং ১৫-শ ও ২৯ তম গার্ডস ইনফ্যান্ট্রি কোর নিয়ে, তাছাড়া ৪র্থ অ্যাসল্ট আর্টিলারি (আক্রমণকারী গোলন্দাজ) কোরকে দিয়ে তাকে মদত যোগান হয়েছিল। দুই স্তরে এই প্রতিরক্ষা সংগঠিত হয়েছিল। ২৯তম ও

১৫-শ কোর ছিল, প্রথম স্তরে, আর ১৭-শ গার্ডস ও ১৮-শ গার্ডস ছিল দ্বিতীয় স্তরে।

যোগাযোগ রক্ষিত হত তার, বেতার, বিভিন্ন রকমের বার্তা-বাহক মারফৎ, আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে তারের মাধ্যমে যোগাযোগই নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি রচনা করেছিল। সেগুলিকে স্থিতিশীল করার জন্য সিগন্যাল সৈন্যরা সহায়ক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র বসিয়েছিল ঝাবোলোতিয়ে-তে এবং লুকোভেৎস-এ, আর চেক পয়েন্ট (খতিয়ে দেখার কেন্দ্র; বসিয়েছিল স্মোরোদ-ভোঝি, বেরেজোভেৎস ও স্তোরোবিয়োভকায় এবং পনিরির দক্ষিণে। সহায়ক যোগাযোগ কেন্দ্র ও চেক পয়েন্টগুলি যোগাযোগের জরুরী খাত তৈরি করেছিল, বিশেষ করে করেছিল শত্রুর প্রতিরক্ষার বাম পার্শ্বদেশ জুড়ে। পাশাপাশি কোর ও ডিভিশনগুলির কাজকর্মের সমন্বয় সাধনের জন্য তাদের মধ্যে তার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

১৩-শ আর্মির কম্যাণ্ড পোস্ট ও প্রত্যেক কোরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষিত হত একটি বা দুটি টেলিগ্রাফের খাত ও একটি কি দুটি টেলিফোনের খাতের মারফৎ। আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের প্রস্তুতিপর্বে স্থাপিত স্থায়ী দণ্ডের উপর দিয়ে খাটান তার এবং যথানিয়মে তৈরি দণ্ডের উপর দিয়ে বা প্রয়োজনে অন্য একটা কিছুর সাহায্যে উপর দিয়ে নতুন করে খাটান তারের ব্যাপক ব্যবহার করা হত। এইভাবে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু হল যোগাযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের জন্য উঁচু দিয়ে ও মাটি দিয়ে নেওয়া কিছু লাইন আলাদা করে রাখা হয়েছিল। বামপার্শ্বদেশে যেখানে শত্রুর প্রধান আঘাত আশঙ্কা করা হচ্ছিল, সেখানকার কোরগুলির সঙ্গে যোগাযোগের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে ঝাবোলোতিয়ের সহায়ক যোগাযোগ কেন্দ্রকে আর্মির কম্যাণ্ড পোস্টের কেন্দ্রের সঙ্গে পাঁচটি স্থায়ী উঁচু লাইন এবং চারটি মাটি দিয়ে ও ডাণ্ডার উপর দিয়ে টানা লাইন দিয়ে সংযুক্ত করা হয়েছিল। কম্যাণ্ড পোস্টে সিগন্যাল অফিসারদের কর্মরত রাখা হত। তাদের কাছে তার যোগাযোগের সাজ-সরঞ্জাম সংরক্ষিত থাকত, যোগাযোগ কেন্দ্র অপর কোনও অংশে স্থানান্তরিত হলে নতুন লাইন টানার জন্য তা ব্যবহৃত হতে পারত। যোগাযোগ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণকারী দলগুলির হাতেও প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম রাখা থাকত। এ সব জিনিসপত্র সংরক্ষিত থাকত সহায়ক যোগাযোগ কেন্দ্র, চেক পয়েন্ট ও টেলিফোন চেক পয়েন্টগুলিতে।

পেরভোয়ে ক্রাজনোয়ে গ্রামে ১৩-শ আর্মির বিকল্প কম্যাণ্ড পোস্ট থেকে তার যোগাযোগ ছিল যেন প্রতীকের মত। কম্যাণ্ড পোস্টের সঙ্গে একটি মাত্র উঁচু তারের লাইন দিয়ে এর সংযোগ ছিল। যখন হেডকোয়ার্টার্স বিকল্প কম্যাণ্ড পোস্টে চলে গেল তখন বিভিন্ন কোরের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র সূত্র ছিল রেডিও। আর্মির বিকল্প কম্যাণ্ড পোস্টকে লুকোভেৎস-এর ও ঝাবোলোতিয়ে-র সহায়ক যোগাযোগ কেন্দ্রের সঙ্গে আরও লাইন দিয়ে যুক্ত করলে বোধহয় ভাল হত, কারণ তাতে করে তার-যোগাযোগ ব্যবস্থাটিকে আরও স্থিতিশীল করা যেত।

আর্মি কোরগুলি নিজেদের প্রতিরক্ষা এলাকায় তাদের সমর-গঠনগুলিকে দুই স্তরে বিন্যস্ত করত। তার-যোগাযোগের জালও সেখানে যথেষ্ট শাখা-প্রশাখায় বিস্তীর্ণ থাকত। উদাহরণ স্বরূপ ১৫-শ ইনফ্যান্ট্রি কোরের কম্যাণ্ড পোস্ট তার ডিভিশনগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখত পরস্পরের থেকে দূরে অবস্থিত দুটি মাটি দিয়ে টানা ও দুটি মাটি ও দণ্ড দিয়ে টানা লাইনের মারফৎ, যাতে শত্রুর অগ্নিবর্ষণে সব এক সঙ্গে অকেজো না হয়ে যায়।

পাশাপাশি ডিভিশনগুলির যোগাযোগ কেন্দ্রগুলি তার যোগাযোগ লাইনের দ্বারা সংযুক্ত থাকত। দরকার হলে কোরের যোগাযোগ কেন্দ্র এগুলিকে বিকল্প লাইন হিসাবে ব্যবহার করতে পারত।

৪র্থ অ্যাসল্ট আর্টিলারি কোর ও তার ডিভিশনগুলির (৫ম ও ১২-শ আর্টিলারি ডিভিশনের এবং ৫-ম রকেট লঞ্চার ডিভিশনের) শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত তার যোগাযোগের জাল ছিল। গোলন্দাজ ডিভিশনগুলির এবং আর্মি, কোর ও ডিভিশনের গোলন্দজ গোষ্ঠীগুলির পর্যবেক্ষণের পোস্টসমূহ পদাতিক সৈন্য গঠনের কম্যাণ্ডারদের পর্যবেক্ষণ পোস্টের সঙ্গে বা কাছাকাছি থাকত। কাজেই পদাতিক ও গোলান্দাজ ইউনিটগুলির কম্যাণ্ডাররা নিজের যোগাযোগ লাইন বিপর্যস্ত হলে অপরের যোগাযোগ লাইনকে বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করতে পারতেন।

মেজর জেনারেল আই. এফ. আখরেমেঙ্কোর নেতৃত্বে ১৩-শ আর্মির সিগন্যাল সৈন্যরা আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের সময়ে সৈন্য নিয়ন্ত্রণের স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছিল। শত্রুদের কামানের ঘন অগ্নিবর্ষণ ও বিমান আঘাত সত্ত্বেও এই তার-যোগাযোগ ব্যবস্থা বিনা ছেদে চালু রেখেছিল ও অবিরাম নিয়ন্ত্রণ বজায়

থাকার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছিল।

রেডিও এবং বিভিন্ন রকমের বার্তাবাহীদের মারফৎ ব্যাপক ও শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত এক যোগাযোগ ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৩-শ আর্মির কম্যাণ্ড পোস্ট কোরগুলির সঙ্গে একই সময়ে অনেকগুলি রেডিও জালের মারফৎ যোগাযোগ রাখত, এই সব রেডিওগুলিকে অল্প শক্তি পরিচালিত রেডিও স্টেশনের সাহায্যে চালু রাখা হত। আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের সঙ্গে ২৯তম ইনফ্যান্ট্রি কোরের ডিভিশনগুলির সরাসরি রেডিও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, কারণ এই এলাকাতেই শত্রুর প্রধান আঘাতের আশঙ্কা করা হচ্ছিল। এর দ্বারা আর্মি কম্যাণ্ড কেবল কোরের কম্যাণ্ডার ও হেডকোয়ার্টার্সের কাছ থেকেই খবর পেতে সক্ষম হয়নি, ডিভিশনগুলির কাছ থেকেও সরাসরি খবর পেতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং লড়াইকে আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

গোলন্দাজদের অগ্নিবর্ষণ পরিচালনার জন্যও রেডিও যোগাযোগ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৩-শ আর্মির গোলন্দাজদের কম্যাণ্ডার কোরের গোলন্দাজ কম্যাণ্ডারদের সঙ্গে, ৪র্থ অ্যাসল্ট আর্টিলারি কোরের কম্যাণ্ডারের সঙ্গে এবং প্রথম স্তরের গোলন্দাজ ডিভিশনগুলির কম্যাণ্ডারদের সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ রেখেছিলেন। ১৩-শ আর্মির গোলন্দাজদের কম্যাণ্ডারের ব্যবহারের জন্য তিনটি রেডিও যোগাযোগ জাল তৈরি করা হয়েছিল, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল কোর ও ডিভিশনগুলির গোলন্দাজ কম্যাণ্ডারদের রেডিও স্টেশনগুলি। আর্মির গোলন্দাজ কম্যাণ্ডারের চতুর্থ রেডিও যোগাযোগের জাল বিস্তৃত ছিল নিম্নোক্ত ইউনিটগুলির অগ্নিবর্ষণ পরিচালনার জন্য, ইউনিটগুলি হল: ৫-ম অ্যাসল্ট আর্টিলারি ডিভিশনের ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট এবং আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের অধীনস্থ ১-ম অ্যাণ্টি-এয়ারক্র্যাফট আর্টিলারি ডিভিশন এবং ২৮৭তম অ্যাণ্টি-এয়ারক্র্যাফট আর্টিলারি রেজিমেণ্ট।

রেডিও যোগাযোগের এই রকম সংগঠন গোলন্দাজ কম্যাণ্ডারকে আক্রমণকারী শত্রু গোষ্ঠীর মোকাবিলায় দক্ষতার সঙ্গে অগ্নিবর্ষণ পরিচালনায় ও গোলন্দাজ সৈন্যদের নিয়ে সুকৌশলী চালাচালি পরিচালনায় সক্ষম করেছিল।

আক্রমণকারী বিমানগুলির কার্যপরিচালনা করার জন্য আক্রমণকারী বিমান কোরগুলির কম্যাণ্ড বিমানবহরকে ডাক দিত এবং লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাদের

পরিচালিত করতে একটি বিশেষ রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থা সংগঠন করেছিল।

১৩-শ আর্মির রেডিও যোগাযোগ সংগঠনের মূল্যায়ন করে একথা বলা যায় যে এই সংগঠন আসন্ন লড়াইয়ের বৈশিষ্ট্যগুলিকে এবং সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে আর্মি কম্যাণ্ডার ও আর্মির গোলন্দাজদের কম্যাণ্ডারের হাতে কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজনীয়তাকে হিসাবের মধ্যে ধরেছিল।

সেণ্ট্রাল, ভরোনেঝ, ব্রিয়ানস্ক ও ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের অন্যান্য আর্মি ও কোরের তার ও রেডিও যোগাযোগও যথেষ্ট শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত ছিল। শত্রুর ঘন অগ্নিবর্ষণ সত্ত্বেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এগুলি বেশ নিয়মিতভাবেই কাজ করেছিল। তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে এর সংগঠনে কিছু ত্রুটি ও হিসাবের ভুলও ছিল।

আমাদের মতে ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মিতে তার-যোগাযোগ যথেষ্ট ব্যাপক ছিল না, আর্মির কম্যাণ্ড পোস্ট এবং ২২ তম গার্ডস ও ২৩ তম গার্ডস ইনফ্যাণ্ট্রি কোরগুলির মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক বিকল্প লাইন ছিল না। আর্মি কম্যাণ্ড পোস্ট ও সহায়ক কম্যাণ্ড পোস্টগুলির মধ্যে কেবল একটি স্থায়ী উঁচু দিয়ে টানা লাইনের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা হয়েছিল, আর সেটার যদি গোলমাল হয়ে যেত তো তার জায়গা নেওয়ার কিছু ছিল না। ৮৯ তম গার্ডস ইনফ্যাণ্ট্রি ডিভিশন এবং ৯৬ তম ট্যাঙ্ক ব্রিগেডের সঙ্গে যোগাযোগের লাইনেও কোনও সংরক্ষিত বিকল্প মূল সংযোগ ব্যবস্থা ছিল না।

এই আর্মির সিগন্যাল ইউনিটকে লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল। সুবিপুল ক্ষয়-ক্ষতির বিনিময়ে শত্রুরা প্রধান প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করতে এবং ৩২ কিলোমিটার দূরের পশ্চাদবর্তী প্রতিরক্ষা পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল। আমাদের বাহিনীগুলিকে ও তাদের কম্যাণ্ড পোস্টগুলিকেও স্বভাবতই পিছনে সরিয়ে নিত হয়েছিল। এর ফলে ৭ই জুলাই তার যোগাযোগ ব্যবস্থা সর্বত্র বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সিগন্যাল সৈন্যরা ৫১-তম গার্ডস ইনফ্যাণ্ট্রি ডিভিশনের সঙ্গে যোগাযোগের লাইন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল, তাদের হেডকোয়ার্টার্স আর্মির বিকল্প কম্যাণ্ড পোস্টের সঙ্গে যোগাযোগের লাইন ধরে পিছিয়ে আসছিল। ২৩ তম গার্ডস ইন্‌ফ্যাণ্ট্রি কোরের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কেবল ৯ই জুলাই থেকে, আর কম্যাণ্ড পোস্ট ও সহায়ক কম্যাণ্ড পোস্টের সঙ্গে হয়েছিল আরও

থাকায় নিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছিল।

রেডিও এবং বিভিন্ন রকমের বার্তাবাহীদের মারফৎ ব্যাপক ও শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত এক যোগাযোগ ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৩-শ আর্মির কম্যাণ্ড পোস্ট কোরগুলির সঙ্গে একই সময়ে অনেকগুলি রেডিও জালের মারফৎ যোগাযোগ রাখত, এই সব রেডিওগুলিকে অল্প শক্তি পরিচালিত রেডিও স্টেশনের সাহায্যে চালু রাখা হত। আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের সঙ্গে ২৯তম ইনফ্যান্ট্রি কোরের ডিভিশনগুলির সরাসরি রেডিও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, কারণ এই এলাকাতেই শত্রুর প্রধান আঘাতের আশঙ্কা করা হচ্ছিল। এর দ্বারা আর্মি কম্যাণ্ড কেবল কোরের কম্যাণ্ডার ও হেডকোয়ার্টার্সের কাছ থেকেই খবর পেতে সক্ষম হয়নি, ডিভিশনগুলির কাছ থেকেও সরাসরি খবর পেতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং লড়াইকে আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

গোলন্দাজদের অগ্নিবর্ষণ পরিচালনার জন্যও রেডিও যোগাযোগ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৩-শ আর্মির গোলন্দাজদের কম্যাণ্ডার কোরের গোলন্দাজ কম্যাণ্ডারদের সঙ্গে, ৪র্থ অ্যাসল্ট আর্টিলারি কোরের কম্যাণ্ডারের সঙ্গে এবং প্রথম স্তরের গোলন্দাজ ডিভিশনগুলির কম্যাণ্ডারদের সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ রেখেছিলেন। ১৩-শ আর্মির গোলন্দাজদের কম্যাণ্ডারের ব্যবহারের জন্য তিনটি রেডিও যোগাযোগ জাল তৈরি করা হয়েছিল, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল কোর ও ডিভিশনগুলির গোলন্দাজ কম্যাণ্ডারদের রেডিও স্টেশনগুলি। আর্মির গোলন্দাজ কম্যাণ্ডারের চতুর্থ রেডিও যোগাযোগের জাল বিস্তৃত ছিল নিম্নোক্ত ইউনিটগুলির অগ্নিবর্ষণ পরিচালনার জন্য, ইউনিটগুলি হল: ৫-ম অ্যাসল্ট আর্টিলারি ডিভিশনের ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট এবং আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের অধীনস্থ ১-ম অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট আর্টিলারি ডিভিশন এবং ২৮৭ তম অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট আর্টিলারি রেজিমেণ্ট।

রেডিও যোগাযোগের এই রকম সংগঠন গোলন্দাজ কম্যাণ্ডারকে আক্রমণকারী শত্রু গোষ্ঠীর মোকাবিলায় দক্ষতার সঙ্গে অগ্নিবর্ষণ পরিচালনায় ও গোলন্দাজ সৈন্যদের নিয়ে সুকৌশলী চালাচালি পরিচালনায় সক্ষম করেছিল।

আক্রমণকারী বিমানগুলির কার্য পরিচালনা করার জন্য আক্রমণকারী বিমান কোরগুলির কম্যাণ্ড বিমানবহরকে ডাক দিত এবং লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাদের

পরিচালিত করতে একটি বিশেষ রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থা সংগঠন করেছিল।

১৩-শ আর্মির রেডিও যোগাযোগ সংগঠনের মূল্যায়ন করে একথা বলা যায় যে এই সংগঠন আসন্ন লড়াইয়ের বৈশিষ্ট্যগুলিকে এবং সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে আর্মি কম্যাণ্ডার ও আর্মির গোলন্দাজদের কম্যাণ্ডারের হাতে কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজনীয়তাকে হিসাবের মধ্যে ধরেছিল।

সেন্ট্রাল, ভরোনেঝ, ব্রিয়ানস্ক ও ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের অন্যান্য আর্মি ও কোরের তার ও রেডিও যোগাযোগও যথেষ্ট শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত ছিল। শত্রুর ঘন অগ্নিবর্ষণ সত্ত্বেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এগুলি বেশ নিয়মিতভাবেই কাজ করেছিল। তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে এর সংগঠনে কিছু ত্রুটি ও হিসাবের ভুলও ছিল।

আমাদের মতে ৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মিতে তার-যোগাযোগ যথেষ্ট ব্যাপক ছিল না, আর্মির কম্যাণ্ড পোস্ট এবং ২২ তম গার্ডস ও ২৩ তম গার্ডস ইনফ্যান্ট্রি কোরগুলির মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক বিকল্প লাইন ছিল না। আর্মি কম্যাণ্ড পোস্ট ও সহায়ক কম্যাণ্ড পোস্টগুলির মধ্যে কেবল একটি স্থায়ী উঁচু দিয়ে টানা লাইনের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা হয়েছিল, আর সেটার যদি গোলমাল হয়ে যেত তো তার জায়গা নেওয়ার কিছু ছিল না। ৮৯ তম গার্ডস ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন এবং ৯৬ তম ট্যাঙ্ক ব্রিগেডের সঙ্গে যোগাযোগের লাইনেও কোনও সংরক্ষিত বিকল্প মূল সংযোগ ব্যবস্থা ছিল না।

এই আর্মির সিগন্যাল ইউনিটকে লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল। সুবিপুল ক্ষয়-ক্ষতির বিনিময়ে শত্রুরা প্রধান প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করতে এবং ৩২ কিলোমিটার দূরের পশ্চাদবর্তী প্রতিরক্ষা পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়েছিল। আমাদের বাহিনীগুলিকে ও তাদের কম্যাণ্ড পোস্টগুলিকেও স্বভাবতই পিছনে সরিয়ে নিত হয়েছিল। এর ফলে ৭ই জুলাই তার যোগাযোগ ব্যবস্থা সর্বত্র বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সিগন্যাল সৈন্যরা ৫১-তম গার্ডস ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের সঙ্গে যোগাযোগের লাইন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল, তাদের হেডকোয়ার্টার্স আর্মির বিকল্প কম্যাণ্ড পোস্টের সঙ্গে যোগাযোগের লাইন ধরে পিছিয়ে আসছিল। ২৩ তম গার্ডস ইনফ্যান্ট্রি কোরের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কেবল ৯ই জুলাই থেকে, আর কম্যাণ্ড পোস্ট ও সহায়ক কম্যাণ্ড পোস্টের সঙ্গে হয়েছিল আরও

পরে, ১১ই তারিখে।

৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মির রেডিও যোগাযোগ সংগঠনের ত্রুটি দেখা গিয়েছিল। তারের লাইনগুলি যখন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তখন সহায়ক কম্যাণ্ড পোস্ট থেকে সংবাদ আদান-প্রদানের সমস্ত ভার নিতে হয়েছিল বেতার যোগাযোগকে, অথচ এই কম্যাণ্ড পোস্টে কেবল একটিই রেডিও স্টেশন ছিল, আর তার উপর দায়িত্ব বর্তেছিল ভরোনেঝ রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার, ৬ষ্ঠ আর্মির হেড কোয়ার্টার্স ও আর্মির কম্যাণ্ডার এই তিন স্তরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার। স্বভাবতই একটা স্টেশন এত কাজ করতে পারত না, সিগন্যাল অফিসার বাধ্য হয়েছিলেন তাড়াতাড়ি সহায়ক কম্যাণ্ড পোস্টে আরও রেডিও স্টেশন বসাতে।

৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মিতে তার ও বেতার যোগাযোগ ১৩-শ আর্মির তুলনায় কম উন্নত ছিল। কাজেই আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ের লড়াইতে তাদের কাজকর্ম কম নির্ভরযোগ্য হয়েছিল। তার-যোগাযোগ বিশেষ করে অনেক দেরিতে দেরিতে পাওয়া যেত।

পদাতিক ও গোলন্দাজদের রেজিমেণ্ট ও ব্যাটেলিয়নের মত ক্ষুদ্রতর ইউনিট-গুলিকেও তার ও বেতার যোগাযোগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হত, সেখানে বেতারই প্রধান ভূমিকা নিত।

লড়াই যেহেতু অপেক্ষাকৃত খোলা জমিতে হচ্ছিল এবং শত্রুর ঘন অগ্নিবর্ষণ চালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল, তাই সিগন্যাল সৈন্যরা গিরিখাতের ঢালের উপর দিয়ে এবং ট্রেঞ্চ ও গলিগুলির ভিতর দিয়ে কেবলের লাইনগুলি বসাতে চেষ্টা করেছিল। আর যেহেতু প্রত্যেক সিগন্যাল দল তার লাইনটিকে লুকোতে এবং সহজে মেরামতযোগ্য রাখতে চেষ্টা করেছিল, কাজেই এক একটা ট্রেঞ্চে প্রায়ই ১০টা, এমনকি ১৫টা পর্যন্ত লাইন বসেছিল। এর দরুণ আবার কাকে কোনটা মেরামত করতে হবে তা বের করা সিগন্যাল দলগুলির পক্ষে কঠিন হচ্ছিল। কাজেই তারা লেবেল বা ফিতে ঝুলিয়ে সেগুলিকে চেনার ব্যবস্থা করত। কখনও কখনও রাত্রে লাইন নষ্ট হত যখন সৈন্যরা বিশ্রাম নিতে যেত। অথবা নতুন নতুন সাজ-সরঞ্জাম বা কামান বসানর সময়েও লাইনগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হত, তবে এ ক্ষতি অবশ্যই অনিচ্ছাকৃত তবু সিগন্যাল সৈন্যদের কাজতো আরও জটিল হত।

শত্রুর অগ্নিবর্ষণে যখন তার ছিঁড়ে যেত তখন বেতারের ব্যাপক ব্যবহার করা হত। সমস্ত রেজিমেণ্ট ও ব্যাটেলিয়নে প্রয়োজনীয় সংখ্যায়, অন্তত

সর্বনিম্ন প্রয়োজন মেটানর মত বেতার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা যায় তার জন্য দেশে বেতার যন্ত্রপাতির উৎপাদন করা হচ্ছিল। প্রতি-আক্রমণাত্মক পর্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা কিভাবে সংগঠিত করা হচ্ছিল তা উদাহরণ স্বরূপ দেখা যাক ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মির ক্ষেত্রে। ১২-শ ও ১৫-শ ট্যাঙ্ক কোর, ২য় মেকানাইজড কোর এবং ৯১তম পৃথক ট্যাঙ্ক ব্রিগেড নিয়ে গঠিত এই আর্মিকে নামান হয়েছিল ১৯শে জুলাই ওরেলের উত্তরে আক্রমণের সাফল্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। একে যে লাইন ধরে নামান হয়েছিল সেই লাইন ধরে যোগা-যোগ ব্যবস্থা রক্ষা করা হয়েছিল, রণক্ষেত্রে বসান কেবল ও দণ্ডের সাহায্যে কোরগুলির কম্যাণ্ড পোস্ট থেকে প্রত্যেক কোরের সঙ্গে যোগাযোগের লাইন বসানো হয়েছিল।

আক্রমণাত্মক অভিযান যখন চলতে লাগল সিগন্যাল সৈন্যরা একটি কেন্দ্রীয় লাইন বসাল, তার সামনের প্রান্তে রইল একটি সহায়ক যোগাযোগ পোস্ট। এই কেন্দ্রীয় লাইনটি ব্যবহৃত হয়েছিল কম্যাণ্ড ও সহায়ক কম্যাণ্ড পোস্ট এবং দ্বিতীয় স্তরের, আর্মির পশ্চাদভাগের হেড কোয়ার্টার্সের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য।

তার যোগাযোগ সংগঠনের এই পদ্ধতি সিগন্যাল ইউনিটগুলির পক্ষে প্রধান আক্রমণের গতিমুখে তাদের প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করা এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংযোগ গড়ে তোলা সম্ভবপর করেছিল। কিন্তু তাদের লাইনগুলি প্রায়ই শত্রুর অগ্নিবর্ষণে নষ্ট হয়ে যেত এবং নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ বজায় রাখতে পারতনা, ফলত কাজের বেশির ভাগটা পড়ত বেতারের উপর। ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মিতে সিগন্যাল সৈন্যরা জেনারেল স্টাফ এবং ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের হেড কোয়ার্টার্সের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য তিনটি বেতার যোগাযোগ জাল সংগঠিত করেছিল, আর্মির অনুসন্ধান কাজের ব্যবস্থা করেছিল একটি বেতার জাল এবং পাশাপাশি ফৌজদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য করেছিল তিনটি বেতার জাল। গোলন্দাজদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও বেতার যোগাযোগের জাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোরের প্রত্যেকের দুটি করে বেতার জাল ছিল: একটি ছিল গতিশীল রেডিও কেন্দ্রগুলিতে কোর হেডকোয়ার্টার্সের জন্য, অপরটি ছিল ট্যাঙ্ক বেতার কেন্দ্রগুলিতে কোর কম্যাণ্ডারদের জন্য। অনুরূপভাবেই অনুসন্ধানের জন্য ও গোলন্দাজদের জন্য বেতার যোগাযোগ জাল সংগঠিত হয়েছিল

আর্মিতে ও তার গঠনগুলিতে আক্রমণাত্মক অভিযানের গোটা পর্যায় জুড়ে বেতার যোগাযোগ বিনা গোলমালে চালু ছিল এবং এটাই ছিল নিয়ন্ত্রণের প্রধান মাধ্যম। অন্যান্য আর্মিতেও বিশেষত ১১-শ গার্ডস আর্মিতে এ ব্যবস্থা সমান কার্যকরভাবে চালু ছিল। ১২ই জুলাই থেকে ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত এর কম্যাণ্ড পোস্টের যোগাযোগ কেন্দ্র ৭৬৪৮টি, অর্থাৎ দিনে প্রায় ২৩০টি বেতার বার্তা প্রেরণ করেছিল। এই একই সময়ের মধ্যে ৮২টি আলাপ হয়েছিল মোট প্রায় ৭০ ঘণ্টা ধরে (দিনে প্রায় দু ঘণ্টা করে)।

রণাঙ্গন ও আর্মির যোগাযোগ কেন্দ্রগুলির সংগঠনে ততদিনে ট্রান্সমিটারের (বেতার বার্তা-প্রেরক যন্ত্র) কেন্দ্রীভূত ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত আকারে দাঁড়িয়েছিল। এক একটি বার্তা গ্রাহক কেন্দ্রে অনেকগুলি রিসিভার (গ্রাহক যন্ত্র) থাকত, সেগুলি একগুচ্ছ মাঝারি শক্তিসম্পন্ন ট্রান্সমিটারের সঙ্গে তারের লাইন দিয়ে যুক্ত থাকত, এই ট্রান্সমিটার গুচ্ছ থাকত কম্যাণ্ড পোস্টের ঘেরের বাইরে। এইভাবে বার্তাগ্রাহকযন্ত্র সংগঠিত হওয়ায় একটি ট্রান্সমিটারের অনেকগুলি বেতার যোগাযোগ জালের সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভবপর হয়েছিল। প্রতিটি জালের একটি করে ট্রান্সমিটার দিতে হলে (ট্রান্সমিটারের তথাকথিত বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবহার) প্রয়োজনীয় ট্রান্সমিটারের সংখ্যা অনেক বেড়ে যেত; আর ট্রান্সমিটারের সংখ্যা যেহেতু সীমিত ছিল, কাজেই যথোপযুক্ত রেডিও যোগাযোগ চালু রাখা যেত না।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে কুরস্কের লড়াইতে ডিভিশন স্তরে এবং অনেক কোরেরও স্তরে সিগন্যাল সৈন্যরা আয়ত্তগত বেতার ব্যবস্থাকে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে শিখেছিল।

কিন্তু ব্যূহ-রচিত প্রতিরক্ষার স্তরে তাদের যথেষ্ট অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল আক্রমণের ক্ষেত্রগুলিতে বেতার সেটের অত্যন্ত ঘন সন্নিবেশের ফলে। উদাহরণ স্বরূপ ১১-শ গার্ডস আর্মির ১৪ কিলোমিটার চওড়া ও ১০-১৫ কিলোমিটার গভীর ভেদের এলাকায় প্রায় ৫০০০ বেতার সেট ছিল (তার বেশির ভাগই ছিল শর্ট ওয়েভ), অর্থাৎ প্রতি কিলোমিটার রণাঙ্গনে প্রায় ৩৬০টি রেডিও কেন্দ্র ছিল। এর বেশির ভাগ সেটই ছিল গোলন্দাজ ও ট্যাঙ্ক কম্যাণ্ডারদের আর নীচের স্তরের হেড কোয়ার্টার্সগুলির। তখনকার দিনে বেতার যন্ত্রগুলির ফ্রিকোয়েন্সি ব্যাণ্ড সীমাবদ্ধ ছিল। অনেকবার বিভিন্ন বেতার জালকে একই

ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া হয়েছিল, এর ফলে স্বভাবতই ব্যাঘাত হত। কাজেই ওই রকম কঠিন পরিস্থিতিতে যাতে বেতার যোগাযোগ বিপর্যস্ত না হয় তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ গোলন্দাজদের কামানের অগ্নি-বর্ষণের সময়ে গোলন্দাজ কম্যাণ্ডারদের বেতার কেন্দ্রগুলিকেই কেবল বেতার বার্তা প্রদান করতে দেওয়া হত। যে সব ক্ষেত্রে তার যোগাযোগ বিনা ছেদে কাজ করতে পারত সেখানে বেতারের ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল।

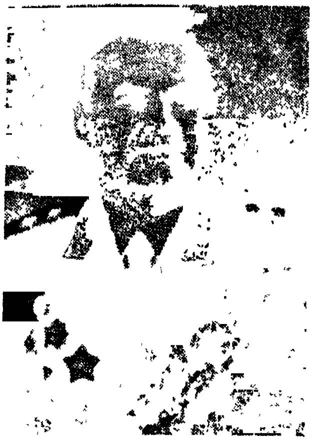
অব্যাহত বেতার যোগাযোগ বহুল পরিমাণে নির্ভর করত গাদা গাদা চালু বেতার কেন্দ্রের শব্দ ও গোলমালের মধ্যে থেকে যে কেন্দ্রটির "আওয়াজ" দরকার সেটিকে "খুঁজে বের করতে" রেডিও অপারেটদের দক্ষতার উপরে।

রেডিও অপারেটররা অনেক সময়েই নির্দিষ্ট ঠকঠক আওয়াজ দিয়ে ধরা ও পাঠানর যন্ত্র ব্যবহার করতে জানার ফলে মোর্স কোড অনুযায়ী কাজ চালাত।

অল্প ক্ষমতাসম্পন্ন শর্ট-ওয়েভ রেডিও কেন্দ্রের সাহায্যে রাত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখা কঠিন এবং অনেক সময়ে অসম্ভব ছিল। বার্তা গ্রহণ ক্ষমতা অত্যন্ত কমে যেত এবং গোলমাল বেড়ে যেত। রাত্রে কাজ করার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক ফ্রিকোয়েন্সি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল এবং সেগুলি দিনের চেয়ে অনেক বেশি ভারাক্রান্ত থাকত। ফলত রাত্রে শর্ট-ওয়েভ কেন্দ্র দিয়ে বেতার বার্তা আদান-প্রদান প্রায়ই ব্যাহত হত।

ততদিনে গোলন্দাজদের নীচের দিকের স্তরগুলি আল্ট্রাশর্ট ওয়েভ বেতার কেন্দ্র পেতে শুরু করেছিল। অনেকগুলি কাঠামোগত ও কৃৎকৌশলগত ত্রুটি থাকলেও এই কেন্দ্রগুলি অল্প ক্ষমতাসম্পন্ন শর্ট-ওয়েভ কেন্দ্রগুলির চেয়ে অনেক ভাল ছিল, দিনের ও বছরের যে কোনও সময়ে ৫-৭ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরে এরা বিনা গোলমালে বার্তা আদান-প্রদান করতে পারত।

কুরস্কের লড়াইয়ে রণাঙ্গন, আর্মি, কোর ও ডিভিশনের সিগন্যাল সৈন্যরা শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভে বিরাট অবদান করেছিল। তাদের কঠিন কাজ, যা অনেক সময়েই করতে হয়েছিল ঘন অগ্নিবর্ষণের মধ্যেই, সেই কঠোর পরিশ্রমসাধ্য কাজই বিনা ছেদে সৈন্য নিয়ন্ত্রণের নিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছিল।



লেফটেনাণ্ট জেনারেল

নিকলোই অ্যান্টিপেঙ্কো

এম. এস. সি.*

সরবরাহ ও চলাচল ব্যবস্থা

১৯৪৩ সালের বসন্তকালের মধ্যে কুরস্ক এলাকায় যে জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সমস্ত পশ্চাদবর্তী স্তরগুলির (কেন্দ্রের, রণাঙ্গনের, আর্মির ও আশু পশ্চাদভাগের) পক্ষ থেকে সরবরাহ সংগঠিত করতে, আহতদের রণাঙ্গন থেকে অন্যত্র পাঠাতে ও ক্ষতিগ্রস্ত সাজ-সরঞ্জাম মেরামত করতে বিপুল প্রয়াসের প্রয়োজন হয়েছিল। সেণ্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যরা ততদিনে কুরস্কের পশ্চিমে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল অথচ তাদের জিনিসপত্র বহনের গাড়িগুলি ভলগা ও ডনে রয়ে গিয়েছিল এবং সেখানে আবার আলাদা আলাদা করে বিভিন্ন জায়গায় পাঠানর জন্য অপেক্ষা করছিল। তাদের হাসপাতাল ও সরবরাহ কেন্দ্রগুলির একটা অল্প অংশই কেবল ইয়েলেৎস, লিভনি, ভরোনেঝ, কাস্তোরনেয় ও কুরস্ক পর্যন্ত এগিয়ে ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে রাস্তা তৈরির যন্ত্রপাতি (গ্রেডার, তুষার-লাঙ্গল, রোলার, ট্রাক্টর, বুলডোজার ও সেতু তৈরির যন্ত্রপাতি) সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ মালের গাড়িগুলিতে তোলা হয়নি। শীগগিরই এর ফলে সৈন্যদের সরবরাহ ব্যাহত হতে লাগল, কারণ ট্রেন থেকে নামবার জায়গা থেকে লড়াইয়ের জায়গায় পৌছনর জন্য তাদের ঘন তুষারের উপর দিয়ে চলতে হচ্ছিল। আর দূরত্ব কখনও কখনও শত শত কিলোমিটার পর্যন্ত হচ্ছিল। তাড়াতাড়ি শুরু হওয়া বসন্তে বরফ গলার দরুণ রাস্তাঘাট অনতিক্রম্য হয়ে গিয়েছিল। এমনকি ঘোড়াও সেই কাদার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছিল না,

* লেফটেনাণ্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) অ্যান্টিপেঙ্কো কুরস্কের লড়াইতে সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনের সরবরাহ ও চলাচলের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

মোটর গাড়ি তো দূরস্থান। আক্রমণাত্মক লড়াইতে নিজেদের ক্ষমতার উপর অতিরিক্ত চাপ দিতে গিয়ে সৈন্যরা খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, গোলা-বারুদ, জ্বালানি ও খাদ্যের প্রয়োজন তীক্ষ্ণভাবে অনুভূত হচ্ছিল।

খাদ্য সমস্যা বিশেষত কঠিন হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় সম্পদ দ্রুত ফুরিয়ে গিয়েছিল। সৈন্যদের যা দরকার তার যোগানের ব্যবস্থা তখনও তারা করেনি। সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনকে খাদ্য ও পশু খাদ্য সরবরাহ করার বোঝাটা কেন্দ্রীয় সরবরাহ ও চলাচল ব্যবস্থার উপর পড়ে গিয়েছিল। অগ্রগামী লাইন-গুলোতে খাদ্য সরবরাহ দেওয়া বিশেষ করে অত্যন্ত কঠিন হচ্ছিল। ৭০তম আর্মির কিছু কিছু ডিভিশন দৈনন্দিন পুরো রেশন পাচ্ছিল না।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সরবরাহ ও চলাচলের প্রধান জেনারেল এ. ভি খ্রুল্যাভ মার্চের মাঝামাঝি কুরস্কে পৌছেছিলেন। ওই মাসের শেষ পর্যন্ত তিনি সৈন্যদের সরবরাহ পৌছনর অত্যন্ত জরুরী সমস্যাটির সমাধান করার জন্য সাহায্য করেছিলেন। খাদ্য সরবরাহ কর্মীদের উদ্ভাবনী শক্তি ও উদ্যোগ অগ্রবর্তী লাইনগুলিতে অপরিহার্য সরবরাহ পৌছনর উপায় আবিষ্কার সম্ভব করেছিল। কুরস্কের স্থানীয় অধিবাসীরাও সাহায্য করেছিল।

সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের অবস্থার দরুণ সরবরাহ ব্যবস্থার পুনঃসংগঠন সরবরাহ ঘাঁটিগুলিতে সৈন্য বিনিয়োগের মৌলিক উন্নতি, রেলপথের পরিবহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, মোটর রাস্তাগুলির মেরামত ও নতুন মোটর রাস্তা নির্মাণ, বৈষয়িক সম্পদের মজুত গড়ে তোলা, আহতদের সরান, প্রভৃতি অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছিল।

সরবরাহ ব্যবস্থা সংগঠিত করা ও চালু রাখা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল কুরস্ক অভিক্ষেপের অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক পরিস্থিতির দ্বারা।

এই অভিক্ষেপের ভূমি ছিল ২০০ কিলোমিটার চওড়া এবং প্রায় ১৫০ কিলোমিটার গভীর, আর এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ওরেল, কুরস্ক ও বেলগোরোদ অঞ্চলের কিছু অংশ। মধ্য রুশীয় উচ্চভূমির দক্ষিণাংশ কালো মাটির এবং বন ও তৃণভূমির এলাকায় অবস্থিত। থেইম, প্সিওল, তিম ও ওস্কোল নদীর গিরিখাত ও ব্যাপক উপত্যকা এই দক্ষিণাংশের এদিকে-ওদিকে ছড়ান। নাৎসী দখলের সময়ে এই এলাকার কৃষি খামার ছাড়াও বহু খাদ্য ও হাল্কা শিল্পের কারখানাকে তারা ধ্বংস করেছিল।

রেলপথ ও মোটর রাস্তা এখানে যথেষ্ট তৈরি হয়েছিল কিন্তু মস্কো-সিম্ফেরো-পোল রেল লাইন ও মোটর রাস্তা শত্রুরা উত্তরে ও দক্ষিণে কেটে দিয়েছিল। এগুলি দুই রণাঙ্গন থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কাজেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল কাস্তোরণয়ে রেল জংশন, যেখান থেকে ট্রেনগুলি কুরস্ক ও লগোভ যেত সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের সৈন্যদের সরবরাহ দিতে, আর স্তারি ওস্কোল ও নোভি ওস্কোলে যেত ভরোনেজ রণাঙ্গনকে সরবরাহ দিতে।

কুরস্ক অভিক্ষেপের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সমগ্র আর্থিক জীবনের পুনর্বাসন এমন এক সময়ে হচ্ছিল যখন আমাদের যুদ্ধ শিল্প অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ও অপরাপর সামগ্রীর উৎপাদন বাড়াচ্ছিল। ১৯৪৩ সালে সেনাবাহিনীকে ৬০ লক্ষ ছোটখাট অস্ত্র, ৬৮ হাজার মর্টার, ৯ হাজারের বেশি বিমান-প্রতিরোধী কামান, ২১ হাজারের উপর ট্যাঙ্কের কামান এবং ৪৯ হাজার বিভিন্নরকম আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল। গোলাবারুদের পরিমাণ ১৯৪২ সালের তুলনায় দ্বিগুণ করা হয়েছিল।

জ্বালানি নিয়ে অবস্থাটার অবনতি ঘটেছিল। স্তালিনগ্রাদ থেকে নাৎসীদের বিতাড়নের ফলে বাকু ও গ্রজনি থেকে তেল পাওয়া সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু রাস্তাগুলি তখনও পুরোপুরি মেরামত হয়নি এবং তেলের ট্যাঙ্কবাহী গাড়িও যথেষ্ট ছিল না। সবচেয়ে বেশি মুস্কিল হয়েছিল বিমান চালনার জ্বালানি নিয়ে। আমাদের বেশি অকটেন সম্পন্ন ও কম অকটেন সম্পন্ন গ্যাসোলিন মেশাতে হচ্ছিল। ১৯৪৩ সালে এইভাবে নয়মাসে আমরা ২,১০,৫০০ টন বিমান চালনার জ্বালানি পেয়েছিলাম।

দেশের খাদ্য পরিস্থিতি যদিও অত্যন্ত কঠিন ছিল, তবু সশস্ত্র ফৌজ তাদের নিয়মিত রেশন পাচ্ছিল।

ভাবান্তরে বললে, কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় সোভিয়েত জনগণের বীরোচিত প্রয়াসের কল্যাণে সে বছর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমে ক্রমে উন্নত হচ্ছিল এবং ফলত কুরস্কের আগামী লড়াইয়ের জন্য সশস্ত্র ফৌজকে যথোপযুক্ত পরিমাণে সকল রকম জিনিসপত্র ও খাদ্য সরবরাহের ভাল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল।

সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য মোটর গাড়ি ও রাস্তা ঘাট ব্যবস্থার পুনঃসংগঠনের গুরুত্ব কম ছিল না। ১৯৪৩ সালের আগে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর

একটি বিশেষ সংস্থা ছিল, তার নাম ছিল সেন্ট্রাল ডিপার্টমেন্ট অব অটোমোবিল অ্যাণ্ড রোড সার্ভিসেস (মোটর গাড়ি ও রাস্তার সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় বিভাগ)। জীবনের অভিজ্ঞতা কিন্তু ক্রমাগত এটা স্পষ্ট করে তুলছিল যে ওটিকে বিভক্ত করা দরকার কারণ মোটর গাড়ি ও রাস্তা এ দুটি জিনিসই পৃথকভাবে ক্রমশ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল। কাজেই সিদ্ধান্ত হল যে এটিকে ভেঙে দুটি বিভাগ করা হবে, একটি সেন্ট্রাল অটোমোবিল ডিপার্টমেন্ট, আর একটি সেন্ট্রাল রোড ডিপার্টমেন্ট ও দুটির মধ্যেই আভ্যন্তরীণ বিষয়ের পিপলস কমিসারিয়েটের সেন্ট্রাল ডিপার্টমেন্ট অব হাইওয়েজ অন্তর্ভুক্ত রইল। এই পুনঃসংগঠনের ফলাফল সমস্ত রণাঙ্গন ও আর্মিগুলির উপর বর্তাল। এই পদক্ষেপে রাস্তা নির্মাণ ও মোটর পরিবহণ উভয়ের উপরই আরও মনোযোগ দেওয়া সম্ভবপর করল।

সেন্ট্রাল রণাঙ্গন এবং আরও বেশি করে ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সরবরাহ ব্যবস্থার সংগঠন ও পরিচালনা নতুন রিজার্ভ রণাঙ্গন (পরবর্তী কালের নাম স্তেপি রণাঙ্গন) গঠনের দ্বারা প্রভাবিত হল। শেষোক্ত রণাঙ্গনের চলাচল ও সরবরাহের প্রধান ছিলেন জেনারেল ভি আই. ভোস্ত্রুখভ। রেলপথ ও মোটর রাস্তার জাল যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত না থাকা এবং নতুন রণাঙ্গনের আবির্ভাব সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রাখায় জটিলতা সৃষ্টি করেছিল তা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গেই তার কর্তব্য পালন করেছিল।

শত্রুকে ক্লান্ত করে ফেলা ও তারপর আক্রমণাত্মক অভিযানে গিয়ে তাকে বিপর্যস্ত করার জন্য সাময়িকভাবে কুরস্ক অভিক্ষেপে আত্মরক্ষামূলক লড়াই করার যে সিদ্ধান্ত সোভিয়েত কম্যাণ্ড নিয়েছিলেন তা রণাঙ্গনগুলিতে সরবরাহ ব্যবস্থার সংগঠনের উপর একটা নির্দিষ্ট প্রভাব ফেলেছিল, প্রত্যেক রণাঙ্গনে আবার সরবরাহ ব্যবস্থার সংগঠনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল।

ভরোনেঝ রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড (চলাচল ও সরবরাহের প্রধান জেনারেল ভি এন. ক্লাসভ) সরবরাহ ব্যবস্থাকে সংগঠিত করেছিলেন একান্ত গুরুত্বপূর্ণ চলাচল ও সরবরাহের উপাদানগুলিকে (যথা, ডিপো, হাসপাতাল, মেরামত কেন্দ্রকে) গভীরে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করে। প্রধান সৈন্য ঘাঁটিগুলি ছিল কাস্তোরণয়ে-নভি ওস্কোল লাইনের স্টেশনগুলিতে সম্মুখ রণক্ষেত্র থেকে ১০০-১৫০ কিলোমিটার দূরে, ভরোনেঝ রণাঙ্গনের প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল সম্মুখ রণক্ষেত্র থেকে ৩৫০-৪০০

কিলোমিটার দূরে। সরবরাহ ও চলাচল ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানগুলির এই স্থান নির্ণয় করা হয়েছিল লড়াইয়ের পরিস্থিতির এবং ভরোনেঝ রণাঙ্গনের পশ্চাদভাগের রেলপথ ও মোটর রাস্তা ব্যবস্থার চরিত্রের মূল্যায়ন করে। শত্রু আমাদের প্রতিরক্ষার গভীরে ঢুকে আসার ক্ষেত্রে এর কতকগুলি সুবিধা ছিল।

সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনের চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা এমনভাবে সংগঠিত করা হয়েছিল যাতে শেষ লোকটি পর্যন্ত টিকে থাকার জন্য তৈরি প্রতিরক্ষাকারী সৈন্যদের সমর্থন দেওয়া যায়। সেই সঙ্গে বেশি বিরতি ছাড়াই সৈন্যবাহিনীর প্রতি-আক্রমণে চলে যাওয়া নিশ্চিত করার জন্য এই ব্যবস্থাকে তৈরি রাখার বন্দোবস্তও করা হয়েছিল।

এই উদ্দেশ্যে রণাঙ্গনের ও তাদের আর্মিগুলির সমস্ত একান্ত জরুরী সরবরাহ স্তরগুলিকে লড়াইয়ের লাইনের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সম্মুখ রণাঙ্গন থেকে আর্মিগুলির ঘাঁটি ছিল ৪০-৪৫ কিলোমিটার দূরে এবং রণাঙ্গনের ঘাঁটিগুলি ছিল ৭০-১০০ কিলোমিটার দূরে। রণাঙ্গনগুলির সরবরাহ ঘাঁটিগুলির বেশি সংখ্যক কেন্দ্রীভূত ছিল কুরস্ক এলাকায়।

সরবরাহ ব্যবস্থার এই রকম সংগঠনের মধ্যে স্বভাবতই কিছু ঝুঁকি ছিল। সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড শত্রুর পরিকল্পনা সম্বন্ধে ভালমত ওয়াকিবহাল ছিলেন। কারও সন্দেহ ছিল না যে নাৎসী আক্রমণের সূচীমুখ কুরস্কের দিকেই ছিল। আর তার সাফল্য যদি হয় তাহলে সরবরাহ ঘাঁটিগুলি বিপন্ন হয়ে পড়বে। সে পরিস্থিতিতে রণাঙ্গনের সৈন্যদের অধিকাংশই ঘেরাও হয়ে যাবে। সেই কারণে রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার রোকোসোভস্কি তাঁর নীতিবাক্যটির পুনরাবৃত্তি করতে পছন্দ করতেন :

"সৈন্যদের কাজ নয় পশ্চাদভাগের কথা ভাবা, পশ্চাদভাগের কাজ হল সৈন্যদের কথা ভাবা। সরবরাহ ব্যবস্থাকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে, পশ্চাদপসরণের কথা ভাবলে চলবেনা।"

পরবর্তী ঘটনাবলী দেখিয়ে দিল যে, ঝুঁকি নেওয়া যুক্তিযুক্তই হয়েছিল এবং সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনের সরবরাহ ব্যবস্থার সংগঠন পরবর্তী আক্রমণাত্মক অভিযানের পক্ষে অত্যন্ত ফলপ্রদ হয়েছিল।

কুরস্কের লড়াইয়ের যুদ্ধোত্তর বিশ্লেষকদের কিছু কিছু মনে করেন যে শত্রুর আক্রমণ যদি সাফল্যমণ্ডিত হত সে অবস্থায় সেণ্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনে যে

তাদের সরবরাহ ঘাঁটিগুলিকে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা ছিলনা এটি একটি বড় ভুল। আমাদের সৈন্যরা ঘেরাও হয়ে গেলে সে অবস্থার জন্য পরিকল্পনা রচনা করে না রাখার জন্য সরবরাহ ও চলাচল ব্যবস্থার, সংগঠকদেরও তিরস্কার করা হয়েছে। একথা সত্য যে এরকম কোনও পরিকল্পনা ছিল না। তত্ত্বগত দিক থেকে বললে তাদের সে রকম পরিকল্পনা করে রাখা উচিত ছিল কেবল যদি এই কারণেও হয় যে প্রত্যেক রণাঙ্গনের তরফ থেকে ২০০ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত বহু সংখ্যক ট্রেঞ্চ ও নানা রকমের প্রতিবন্ধক সমন্বিত পাঁচটি অথবা ছ'টি প্রতিরক্ষা লাইন সংগঠিত করা হয়েছিল। এই লাইনগুলি তৈরি করা হয়েছিল অনতিক্রম্য প্রতিরক্ষা সংগঠিত করার পরিকল্পনার অংশ হিসাবে।

কুরস্কের লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম হিসাবে আমি একথার উপর জোর দিতে চাই যে আমাদের সৈন্যদের সমগ্র কুরস্ক অভিক্ষেপে আমাদের প্রতিরক্ষার স্থিতিশীলতার উপর পরিপূর্ণ ও অটল আস্থা ছিল। আর এটাই হয়তো অন্যতম প্রধান কারণ যার দরুণ আমার ও আমার সহকর্মী ভাসভেরও আমাদের সরবরাহ ও চলাচল ব্যবস্থা সরিয়ে নেওয়ার কোনও "পরিকল্পনা"র কথা মনেই হয়নি।

উপরন্তু, একথা আমি আগেই বলেছি যে ভরোনেঝ রণাঙ্গনের চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থার ছক ছিল গভীর পর্যন্ত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত প্রতিরক্ষার ভিত্তিতে, আর এর থেকে বোঝা যায় যে লড়াইয়ে প্রতিকূল ধারায় চলে যাওয়ার পরিস্থিতিকেও আগে থেকে ভাবা হয়েছিল।

সেন্ট্রাল রণাঙ্গনে চলাচল ও সরবরাহের "সবচেয়ে ভারী" উপাদানগুলিও (মেরামতির ট্রেন, অপসারণের হাসপাতাল, স্টেশনারি সাজ-সরঞ্জামের ডিপো ইত্যাদি) সম্মুখ রণাঙ্গন থেকে অনেকটা দূরে কতকগুলি ক্ষেত্রে ৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরে ছিল। এই সব কারণেই সেখানে চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থার অপসারণের কোনও পরিকল্পনা ছিল না।

অতএব আর্মিগুলির সরবরাহ এলাকার গভীরতার ৮০ কিলোমিটার (সেন্ট্রাল রণাঙ্গন) থেকে ২৫০ কিলোমিটারের মধ্যে (ভরোনেঝ রণাঙ্গন) হেরফের হয়েছিল। রণাঙ্গনের সরবরাহ এলাকা বিস্তীর্ণ ছিল, সম্মুখস্থ লাইন থেকে ৫০-৪০০ কিলোমিটারের জন্য। তার জন্য যথেষ্ট জায়গা ছিল। কিন্তু রেলপথের ব্যবস্থার উপর অত্যধিক চাপ পড়ছিল। উপযুক্ত রেল স্টেশনের

ঘাটতি ছিল এবং কয়েকটি স্টেশনের (যথা রিঝকোভোর) উপর দু'টি, এমনকি তিনটি আর্মিরও ঘাঁটি বসেছিল। একই কারণে এক আর্মির সরবরাহ ঘাঁটি প্রায়ই পার্শ্ববর্তী আর্মির, এমনকি পার্শ্ববর্তী রণাঙ্গনের এলাকার মধ্যেও অবস্থিত ছিল (ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ৩৮তম আর্মির সরবরাহ ঘাঁটি ছিল সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের ৬০তম আর্মির এলাকার মধ্যে)।

ন্যারো-গেজ রেল লাইনগুলি সৈন্যদের সরবরাহ দেওয়ার একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিল (১৩-শ আর্মির খণ্ডে, যার চলাচল ও সরবরাহের প্রধান ছিলেন জেনারেল জি. এ. কুরনোসোভ, এবং ৬৫-তম আর্মির খণ্ডে, যার চলাচল ও সরবরাহের প্রধান ছিলেন জেনারেল জি. জি. পেত্রভ)। ৬৫-তম আর্মির কম্যাণ্ড রণাঙ্গনের পাশ দিয়ে চলা ন্যারো-গেজ ল্গোভ-দেরিউজিনো লাইনকে ভালভাবে ব্যবহার করেছিল। ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে ৯টি রেলসেতু মেরামত করা হয়েছিল দ্মিত্রিয়েভ, কনিশেভকা এবং ল্গোভ জেলার জনসাধারণের সাহায্যে। জোর তুষার গলার সময়েই এই লাইনে গাড়ি চলাচল ফের শুরু করা হয়েছিল। পশ্চাদপসরণের সময়ে জার্মানরা অনেকগুলি ইউরোপীয় গেজের রেলগাড়ি ফেলে গিয়েছিল, কিন্তু তারমধ্যে একটিও ইঞ্জিন ছিল না। ৬৫-তম আর্মির কোনও একজনের মাথায় এসেছিল ৩ টনের জিস-৫ ট্রাকগুলিকে রেলগাড়ি টানার ইঞ্জিন হিসাবে ব্যবহার করার কথা। সেই উদ্দেশ্যে সেগুলির রবার টায়ারের জায়গায় রেল লাইনের উপর দিয়ে চলতে পারার উপযুক্ত ব্যাণ্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী এইসব "ইঞ্জিনের" সাহায্যে ৬৫-তম আর্মি ৩৬,৪৬২ টন সরবরাহ পাঠিয়েছিল ও এইভাবে প্রতিদিন ১০০-র বেশি ট্রাককে অন্য কাজের জন্য ছেড়ে দিয়েছিল।

১৯৪৩ সালের ৬ই জুন ভরোনেঝ রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড স্টেট ডিফেন্স কমিটির কাছে স্তারি ওস্কোল থেকে র্ঝাভা পর্যন্ত ৯৫ কিলোমিটারব্যাপী একটি রেলপথ পাতার অনুমোদন চাইল। অনুমোদন পেলে ১৫ই আগস্টের মধ্যে, অর্থাৎ দু' মাসের মধ্যে এই লাইন পাতার কাজ শেষ করার পরিকল্পনা করা হল। তাতেই একে একটা বিরাট কাজ বলে গণ্য করা যেত। আসলে কিন্তু এই রেল লাইন আরও তাড়াতাড়ি শেষ করা হয়েছিল—৩২ দিনের মধ্যে। এই নতুন রেলপথ প্রতি-আক্রমণের সময়ে ভরোনেঝ রণাঙ্গনে ও পরে স্তেপি রণাঙ্গনে সরবরাহ পৌঁছে দেওয়ায় সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

কিন্তু সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডের প্রধান চিন্তা ছিল ট্রাঙ্ক রেলপথগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা, তার মধ্যে ছিল ভরোনেঝ-কাস্তোরণয়ে-কুরস্ক-ল্‌গোভ, কাস্তোরণয়ে স্তারি ওস্কল-নভি ওস্কল ও অন্যান্য রেলপথ। ওরেল ও কুরস্ক অঞ্চলের অধিবাসীরা সৈন্যদের খুব সাহায্য করেছিল। লক্ষ লক্ষ কিশোর, নারী ও বৃদ্ধ প্রতিদিন রেলপথ নির্মাতা সৈন্যদের সাহায্য করতে আসত। শত্রুর বিমান আক্রমণ সত্ত্বেও কাজ চালু থাকত। লুফৎওয়াফে কারণ কুরস্ক লাইনের উপর হাজার হাজার বোমা ফেলেছিল, সেতুগুলি বারংবার ধ্বংস হচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে আবার তৈরি করা হচ্ছিল। কুরস্ক রেল জংশনটি এমন ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যে শহরের উত্তর দিক থেকে একটি ৭ কিলোমিটার ব্যাপী ঘোরান রেল লাইন পাততে হয়েছিল। এর প্রভাব সকল প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

সৈন্যবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার ও বে-সামরিক ইঞ্জিনিয়ার উভয়েরই কৃতিত্ব স্বীকার করতে হবে, তারা বিপুল সাহস ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিল। তারা লুফৎওয়াফের কৌশল দ্রুত বুঝে ফেলেছিল এবং পরবর্তী আঘাত কোন দিক থেকে আসবে তাও অনুমান করতে শিখে গিয়েছিল। কাজেই সম্ভাব্য লক্ষ্য-বস্তুর এলাকাগুলির কাছাকাছি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতিসহ মেরামত-কারী দল জড়ো করে রাখা এবং ফলত বোমাবর্ষণের দুই বা তিন ঘণ্টার মধ্যেই গাড়ি চলাচল আবার শুরু হয়ে যেত।

বিমান-প্রতিরোধী কামানের গোলন্দাজদেরও প্রাপ্য কৃতিত্ব নিশ্চয়ই দিতে হবে। তারা যোগ্যতার সঙ্গে চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে রক্ষা করেছিল এবং এ-এ: কামানে সজ্জিত ট্রেনগুলির নকল চলাচল দিয়ে শত্রুকে ধোঁকা দিয়েছিল। জার্মান বিমান চালকেরা সেই ধোঁকায় পড়েছিল ও গুরুতর ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল।

[illegible] চমৎকার কাজের দরুন ট্রাঙ্ক লাইনগুলির পরিবহণ ক্ষমতা প্রতিদিন এক এক দিকে ছ'খানি থেকে বেড়ে ১৮ হয়েছিল, তারপর ২৪ পর্যন্ত উঠেছিল। এর কল্যাণে ১৯৪৩ সালের এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে কুরস্ক অভিক্ষেপে ৩৫৭২ খানা ট্রেন (১৭১, ৭৮৯ টি গাড়ি) পাঠান হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও জেনারেল হেড [illegible] সংরক্ষিত শক্তি বহনকারী ১৪০০ ট্রেন এবং প্রায় ১,৫০,০০০ সরবরাহবাহী গাড়ি।

মোটর রাস্তাগুলিকেও সুগম করা হয়েছিল। আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের পর্যায়ের গোড়ায় সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের প্রত্যেকের ২৫০-৩০০ কিলোমিটার দুটি করে ভাল মোটর রাস্তা ছিল। ১৫০ কিলোমিটারের বেশি লম্বা লিভনি-কাস্তেন্ন মোটর রাস্তা আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে রণাঙ্গনের রাস্তা প্রস্তুতকারীদের দ্বারা পাথর খণ্ড দিয়ে বাঁধাই করা হয়। এর ব্যবহারিক গুরুত্ব অবশ্য অল্পই ছিল, কারণ খুব কম ট্রেনই লিভনিতে মাল নামাত। লিভনি থেকে রণক্ষেত্র পর্যন্ত সামান্যই মোটর পরিবহণ হত।

প্রত্যেক আর্মির নিজের ব্যবহারের জন্য একটি কি দুটি রাস্তা ছিল। সেন্ট্রাল রণাঙ্গনে সেগুলির দৈর্ঘ্য ছিল ৫০-৭০ কিলোমিটার এবং ভরোনেঝ রণাঙ্গনে ১০০-১৫০ কিলোমিটার।

বর্ষায় মাটির রাস্তাগুলি কর্দমাক্ত হয়ে যেত। সেগুলি যাতে একেবারে ভেঙেচুরে না যায় তার জন্য মোটর গাড়িগুলি সমান্তরাল পথ দিয়ে চালান হচ্ছিল। শুকনো আবহাওয়ায় ঘন ধুলোয় মোটর চালান কঠিন ছিল। ফলত গাড়ির গতি মন্থর হয়ে যেত। রাস্তা মেরামতকারী দলগুলি যানবাহন চলা সংগঠিত করত যাতে রণাঙ্গনগামী গাড়িগুলি এক রাস্তা ও রণাঙ্গন থেকে ফিরতে গাড়িগুলি আর এক রাস্তা ব্যবহার করে। এতে করে গাড়িগুলির গতিবেগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। রাস্তার ধারে ধারে কৃৎকৌশলগত সাহায্য কেন্দ্র, তৈল সরবরাহকারী স্টেশন ও অন্যান্য সহায়ক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। আমাদের আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের সময়ে কুরস্ক বালজে মোটমাট প্রায় ২০০০ কিলোমিটার বাড়তি ও সমান্তরাল রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল এবং সর্বমোট ৪০০০ মিটারের চেয়ে বেশি দৈর্ঘ্যসম্পন্ন ৬৮৬টি সেতু তৈরি করা হয়েছিল।

সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের প্রত্যেকের মোট প্রায় ৬০০০ টন মাল বহন-ক্ষমতা সম্পন্ন একটি করে মোটর গাড়ির ঝাঁক ছিল। সেগুলি পৃথক পৃথক ট্রাক ব্যাটেলিয়নে বিভক্ত ছিল। তখন ট্রাক ব্রিগেড দূরে থাক, ট্রাক রেজিমেন্টও ছিল না। প্রত্যেক রণাঙ্গনকে তাদের লড়াই-রত ইউনিটগুলিকে প্রায় ৫০০০টন গোলাবারুদ, জ্বালানি ও যন্ত্রপাতি সচল রাখার তেল ও দৈনিক রেশন সরবরাহ করতে হত। সরবরাহ যদি ১০০-১৫০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে হত তা হলে যা গাড়ির সংখ্যা ছিল তাতে উপরোক্ত পরিমাণ সরবরাহ দেওয়া যেত।

গাড়িগুলির কৃৎকৌশলগত অবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক ছিল এবং চালকরাও যথেষ্ট সুকৌশলী ছিল।

এইভাবে কুরস্ক অভিক্ষেপের এই দুই রণাঙ্গনের রাস্তা ও মোটর গাড়িগুলিকে চালু অবস্থায় রাখা হয়েছিল ও আগামী লড়াইয়ের সর্বতোমুখী প্রস্তুতিতে তারা অবদান করেছিল।

যুদ্ধের শুরুতে তখনকার মানদণ্ড অনুযায়ী সরবরাহের ভাণ্ডার বেশ বড়ই ছিল। এই দুই রণাঙ্গনে মৌলিক ব্যাসের অস্ত্রশস্ত্রগুলির জন্য ২.৫ থেকে ৩ পর্যন্ত অগ্নি ইউনিট ছিল, ভারী ব্যাসের অস্ত্রশস্ত্রের জন্য ছিল ৫ অগ্নি ইউনিট পর্যন্ত। মোটরগাড়ি জ্বালানি সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের প্রত্যেক গাড়িকে প্রায় পাঁচ বার তেল ভরার মত ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের প্রত্যেক গাড়িতে প্রায় ছ'বার তেল ভরার মত ছিল। খাদ্যসামগ্রীর দিক থেকে ২০-২৫ দিনের পক্ষে যথেষ্ট রেশন ছিল।

সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের ১৩-শ আর্মি ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ৬ষ্ঠ আর্মির গোলাবারুদের ভাণ্ডার ছিল সব চেয়ে বেশি, ৪-৫ অগ্নি ইউনিট। তার বেশির ভাগ, অর্থাৎ ৭৫ শতাংশ সরাসরি কামানের অবস্থিতির জায়গাতেই সরবরাহ দেওয়া হয়েছিল।

অতএব এই দুই রণাঙ্গন ভাল মতই সরবরাহ পাচ্ছিল।

চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর খুব মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। প্রথমত, লড়াই হওয়ার আগেই আহতদের পশ্চাদভাগে সরিয়ে নিয়ে যেতে হত। আহতদের সংখ্যা ছিল অনেক, কারণ বসন্তকালে ভারী লড়াই হয়েছিল, রেল চলাচলও ভাল ছিলনা, কজেই আহতদের অপসারণ শম্বুকগতিতে চলছিল। এই ব্যাপারে বিমান আমাদের সাহায্য করেছিল। মার্চ থেকে মে মাসের মাঝামাঝির মধ্যে জেনারেল এন এস. স্ক্রিপকোর পরিবহণ বিমানগুলি সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ তাদের সরবরাহ করেছিল, ফেরার পথে বিমানগুলি আহতদের নিয়ে আসত; কেবল সেন্ট্রাল রণাঙ্গনেই বিমানপথে ২১,০০০ আহতকে অপসারণ করেছিল। এতবড় পরিসরে বিমানে করে আহত সরানর উদাহরণ যুদ্ধের মধ্যে আর ছিল না।

রণাঙ্গনের হাসপাতালগুলি তিনটি স্তরে অবস্থিত ছিল। প্রত্যেক রণাঙ্গনের হাসপাতালে ৯০,০০০ রোগী ধরত। প্রত্যেক রণাঙ্গন চিকিৎসা কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও পুনঃ শিক্ষার উপর খুব নজর দিয়েছিল। আর্মিগুলিতে প্রশিক্ষণ

সম্মেলন এবং প্রত্যেক হাসপাতালে ডাক্তারদের সম্মেলন হত। উপরন্তু সমস্ত আর্মিতে ও তারপর রণাঙ্গনগুলিতে বড় বড় সিম্পোসিয়াম অনুষ্ঠিত হত। তাতে সেণ্ট্রাল মেডিকেল ডিপার্টমেণ্টের ডিপার্টমেণ্ট প্রধান জেনারেল ওয়াই. আই স্মিরণভ, সোভিয়েত সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ সার্জেন ভি. এস. লেভিত, সোভিয়েত সেনাবাহিনীর চিফ থেরাপিউটিস্ট অধ্যাপক এম. এস. ভোভসি ও অপরাপর বিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণ করতেন। এই সব সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা লড়াইয়ের সময়ে অর্জিত মেডিকেল অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ করতেন, চিকিৎসা ব্যবস্থার সংগঠন সংক্রান্ত প্রস্তাবাদি আলোচনা ও অন্যান্য কাজ করতেন।

মাঝারি স্তরের চিকিৎসা কর্মীদের, বিশেষত প্ল্যাস্টার ব্যাণ্ডেজকারী, রক্ত ঢোকানর কর্মী, চিকিৎসা সংক্রান্ত শরীর চর্চা পদ্ধতির কর্মী, এবং শল্য চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট নার্সদের প্রশিক্ষণের উপর ও তাদের দক্ষতা উন্নয়নের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হত। মেডিকেল ব্যাটেলিয়ন ও আর্মির হাসপাতালগুলিতে তাদের জন্য বিশেষ স্কুল সংগঠিত করা হত।

রণাঙ্গনের প্রথম সারির হাসপাতালগুলিতে ও মেডিকেল ব্যাটেলিয়নগুলিতে ভূগর্ভস্থ অস্ত্রোপচার গৃহ এবং অস্ত্রোপচারের আগের ও পরের ব্যবহারের গৃহগুলির সংগঠনে অনেক কাজ করা হয়েছিল। এই সব ঘরগুলিতে সাধারণত চার পাঁচ স্তরের কাঠ ও দুই থেকে তিন মিটার মাটি দিয়ে বাঁধাই ছাদ থাকত। রণাঙ্গনের আর্মি ও সামরিক কাউন্সিলগুলি চিকিৎসা ব্যবস্থায় যতদূর সম্ভব সাহায্য করত, কাজেই কুরস্কের লড়াইয়ের চিকিৎসার যথোপযুক্ত প্রস্তুতি ছিল।

কুরস্কের লড়াইয়ের সমস্ত পর্যায়ে ও সর্বস্তরে চলাচল ও সরবরাহ কর্মীদের মধ্যে সি পি এস ইউ.-র সংগঠনগুলি রাজনৈতিক কাজকর্ম চালাত। উদ্দেশ্য ছিল যতখানি সম্ভব মালপত্র সংগ্রহ করে রাখা এবং শত্রু বিমানবাহিনীর কাছ থেকে তা যতখানি সম্ভব লুকিয়ে রাখা। পার্টি সংগঠনগুলি ও রণাঙ্গনের রাজনৈতিক বিভাগগুলি সবচেয়ে বেশি নজর দিয়েছিল জ্বালানি ও খাদ্যসামগ্রীর কঠোর মিতব্যয়িতার উপর। তারা আহতদের সম্বন্ধে সুগভীর বিবেচনা দেখিয়েছিল, ছোঁয়াচে রোগের বিস্তার বন্ধ করার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নিয়েছিল এবং সৈন্য ও অন্যান্য কর্মীদের পার্টির নির্দেশ ও কম্যাণ্ডারদের আদেশ মেনে চলার জন্য উদ্দীপিত করেছিল।

কুরস্কের লড়াইয়ের প্রস্তুতির সময়ে রণাঙ্গন ও আর্মিগুলির চলাচল ও

সরবরাহের প্রধানদের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সর্বদা ওয়াকিবহাল রাখা হত। এ ছাড়া চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা যথাযথভাবে চালু রাখা অসম্ভব ছিল। রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার ও চিফ অব স্টাফরা চলাচল ও সরবরাহের প্রধানদের বা তাঁদের সদর দফতরকে শত্রুর ব্যবহারের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এবং আমাদের কম্যাণ্ড কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রতিদিন এবং কখনও কখনও দিনে দুবার খবর পাঠাতেন।

আমাদের রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার জেনারেল রোকোসোভস্কি যখনই সৈন্যদের প্রস্তুতি দেখার জন্য বেরোতেন তখনই চলাচল ও সরবরাহ প্রধানকে সঙ্গে নিতেন। এতে চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থাকেও আরও সুদক্ষভাবে পরিচালনা করায় সহায়ক হত। চলাচল ও সরবরাহের সদর দফতর আবার প্রতিদিন নিজেদের বিভাগীয় প্রধানদের রণক্ষেত্রের সৈন্যগঠনগুলির পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত রাখত।

তারপর এল ১৯৪৩ সালের ৫ই জুলাইয়ের অবিস্মরণীয় দিন। অভূতপূর্বভাবে ভয়ঙ্কর এই লড়াই শুরু হল ভোর বেলায়, যখন ওরেল ও বেলগোরোদ থেকে শত শত প্যানৎসার আমাদের সৈন্যগঠনগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, বিমান থেকে আঘাত নেমে এল এবং নাৎসী সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ শুরু হল।

যুদ্ধের এই ভীষণ ঘণ্টা ও দিনগুলি আমাদের সরবরাহ ব্যবস্থার এক ধরনের পরীক্ষার কাল ছিল। আর একথা বলতেই হবে যে পরীক্ষা কঠিন হলেও সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়া গিয়েছিল। সবচেয়ে প্রথম এর তারিফ করেছিল গোলন্দাজরা। সরবরাহ ইউনিটগুলি গড়ে প্রতি কামান পিছু তিন অগ্নি ইউনিট করে অগ্নিবর্ষণের জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিল, কতকগুলি ব্যাসের কামানের জন্য গড়ে পাঁচ অগ্নি ইউনিটও পৌঁছেছিল। সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের ব্যূহ-রচিত প্রতিরক্ষা এলাকায় প্রতি কিলোমিটার সম্মুখ রণক্ষেত্রে ৯২টি ক'রে কামান ছিল, কাজেই নাৎসীদের উপর কি পরিমাণ অগ্নি ও ধাতু বর্ষিত হয়েছিল তা কল্পনা করা কঠিন নয়। শত্রুর বিরুদ্ধে জীবন-মরণ সংগ্রামে নিরত সৈন্যদের চলাচল ও সরবরাহের দিক থেকে চমৎকার সমর্থন দেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধের প্রস্তুতিতে সরবরাহ ইউনিটগুলি যে ভাল কাজগুলি করেছিল তার কল্যাণে অতি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে গোলাবারুদ সরবরাহে কোনও ছেদ পড়েনি। আমাদের গোলন্দাজরা কোনও গোলমাল ছাড়াই কাজ করতে পেরেছিল। যে কোনও

মূল্যে আমাদের প্রতিরক্ষা ভেদ করার চেষ্টায় শত্রুরা স্তূপের পর স্তূপ ধাতু খরচ করেছিল। হাজার হাজার মৃতদেহ রণক্ষেত্রে ফেলে গিয়েছিল। সোভিয়েত সৈন্যরা বীরত্বের সঙ্গে সকল আক্রমণ প্রতিহত করেছিল। ওরেল-কুরস্ক খণ্ডে ৭ দিনের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের মধ্যে জার্মানরা ১২ কিলোমিটারের বেশি এগোতে পারেনি। বেলগোরোদ ও কুরস্কের মধ্যেকার খণ্ডে পরিস্থিতি কিন্তু বেশি সঙ্কটজনক ছিল। সেখানে শত্রুরা আমাদের প্রতিরক্ষার লড়াই পরিচালনা এলাকার গভীরে ঢুকে পড়তে পেরেছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ এখানে তারা প্রবল অগ্নিবর্ষণের মুখোমুখী হয়নি, তার প্রধান প্রয়াসের গতিমুখে (৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মির খণ্ডে) কামানের ঘনত্ব ছিল কিলোমিটার পিছু ২৬, অর্থাৎ ১৩-শ আর্মির খণ্ডের ঘনত্বের এক-চতুর্থাংশ। উভয় ক্ষেত্রেই গোলাবারুদ মজুত যথেষ্ট ছিল, কিন্তু খরচ হওয়া গোলার পরিমাণে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল। ৫ই জুলাই থেকে ১২ই জুলাইয়ের মধ্যে, অর্থাৎ আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে, সেন্ট্রাল রণাঙ্গন ১,০৭৯ গাড়ি ভর্তি গোলাবারুদ খরচ করেছিল, আর ভরোনেঝ রণাঙ্গন করেছিল ৪১৭। স্পষ্টতর ছবি পাওয়ার জন্য ওই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাসের কামান থেকে গোলা নিক্ষেপের হিসাবটি দেখা যাক:

ব্যাস	সেন্ট্রাল রণাঙ্গন	ভরোনেঝ রণাঙ্গন
৩৭ মি. মি বিমান-প্রতিরোধী	১১৮,৬০০	২৪,৬০০
৮৫ মি মি বিমান-প্রতিরোধী	৮,৩০০	১,০০০
৭৬ মি মি. রেজিমেন্টাল	৬০,০০০	২৩,০০০
৭৬ মি মি ডিভিশনাল	২৭৪,০০০	১৮২,৮০০
১২২ মি. মি. হাউইৎসার	৬০,০০০	১১,৬০০
১৫২ মিমি. কামান-হাউইৎসার	৩১,৬০০	৪,০০০

আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের পর্যায়ে কুরস্কের পরিস্থিতি বিশ্লেষণের সময়ে এই অঙ্কগুলিকে অগ্রাহ্য করা মোটেই উচিত হবে না।

আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের পর্যায়ে সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের সরবরাহ চালু রাখার কাজের মধ্যে একটি শঙ্কিত মুহূর্ত সম্বন্ধে আমি দু এক কথা বলতে চাই।

জার্মান আক্রমণাত্মক অভিযানের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনে কিছু উচ্চতর

পদস্থ অফিসারের মাথায় ঢুকল যে শত্রুরা ওরেল থেকে কুরস্কের দিকে ভেঙে ঢুকতে পারে, কাজেই খাদ্য, জ্বালানি ও অন্যান্য মালপত্রের ভাণ্ডার কুরস্কের পূর্বে ইয়েলেৎসে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরিয়ে নিয়ে যাওয়া ভাল হবে। রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার রোকোসোভস্কি কিন্তু অন্যরকম সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি নির্দেশ দিলেন যে সমস্ত ভাণ্ডার সরানোর জন্য অবিলম্বে সকল চলাচল মাধ্যমকে জড়ো করা হোক, কিন্তু পূর্ব দিকে নয়, পশ্চিমদিকে ফাতেঝ এলাকায় সরানোর উদ্দেশ্যে, যে সৈন্যরা পরিবেষ্টিত হয়ে যেতে পারে মনে হয় ফাতেঝ তাদের কাছাকাছি। আমার মনে হয় এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত, এ থেকে দেখা গেল যে, যখন পরিবেষ্টিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন যে সৈন্যদের পরিবেষ্টিত হওয়ার আশঙ্কা তাদের কাছাকাছি যত বেশি সম্ভব সরবরাহ জড়ো করা উচিত। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের গতিপথে ১৩-শ ও ৬ষ্ঠ আর্মির সংবরাহ ব্যবস্থার একাংশকে সংরক্ষিত এলাকায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু পশ্চাদভাগে সাধারণ বণ্টন অপরিবর্তিত রাখা হয়েছিল।

অগ্নিবর্ষণের অবস্থানের কাছাকাছি আনা গোলাবারুদের পরিমাণ প্রতি-বোমাবর্ষণের ও আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের গোটা সময়ের জন্য যথেষ্ট ছিল। সেণ্ট্রাল রণাঙ্গন যাতে প্রত্যাঘাত করতে পারে ও বিনা ছেদে ১৫ই জুলাই প্রতি-আক্রমণে চলে যেতে পারে তার জন্য ট্রাকে করে বাড়তি গোলাবারুদ সরবরাহ নিয়ে আসা হয়েছিল। ভরোনেঝ রণাঙ্গন ৩রা আগস্ট পর্যন্ত প্রতি-আক্রমণে চলে যেতে পারেনি, কারণ তাকে সময় মত যথেষ্ট সরবরাহ দেওয়া হয়নি।

রণনৈতিক প্রতি-আক্রমণে আরও অংশ গ্রহণ করেছিল ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের ও ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের বামপক্ষের সৈন্যরা এবং স্তেপি রণাঙ্গনের ইউনিটগুলি। এই সমস্ত রণাঙ্গনের সরবরাহ ব্যবস্থাকে আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্যে পরিচালিত করা হয়েছিল। আর্মির সরবরাহ এলাকাগুলি ছিল ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর, আর রণাঙ্গনের এলাকা ছিল ১০০ থেকে ১৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর। রণাঙ্গন ও আর্মিগুলির অধিকাংশ সরবরাহের জায়গাগুলি সম্মুখ রণক্ষেত্র থেকে ৫০-১০০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত ছিল। ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের বামপক্ষ এবং ব্রিয়ানস্ক ও স্তেপি রণাঙ্গনের সরবরাহ ভাণ্ডার সেণ্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ভাণ্ডারের চেয়ে বড় ছিল। ওদের রাস্তা ও যানবাহনের বন্দোবস্তও

বেশি ছিল। ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের ১০ টি মোটর পরিবহণ ব্যাটেলিয়ন ছিল, স্তেপি রণাঙ্গনের ছিল ৬টি। কিন্তু স্তেপি রণাঙ্গনকে যেহেতু আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে এবং সাধারণ প্রতি-আক্রমণে যাওয়ার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যভার দেওয়া হয়েছিল, তাই তাদের হাতে ট্রাকের সংখ্যা কম বলে প্রমাণিত হল। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। শত্রু প্যানৎসাররা যখন প্রোখোরোভকার উপর চেপে আসছিল তখন জেনারেল পি. এ. রোতমিস্ত্রভের ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মিকে স্তেপি রণাঙ্গন থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল তাদের অগ্রগতি ঠেকানোর জন্য। বাধ্য হয়ে ৪০০ কিলোমিটার মার্চ করা সত্ত্বেও এই আর্মি তার লড়াইয়ের ক্ষমতা বজায় রেখেছিল ও নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদন করেছিল। এসবের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে প্রাপ্য এই আর্মির কম্যাণ্ডারের, তাঁর সহকারীদের এবং হেডকোয়ার্টার্সের।

আক্রমণাত্মক অভিযানের মধ্যে অনেক গভীরে পর্যন্ত ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও গাড়ি (ট্যাঙ্ক, কামানবাহী ও লরি) মেরামতের সমস্যাটি তার তাৎপর্য মোটেই হারায়নি। ফলত, উপরোক্ত তথ্য বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে।

সাধারণ আক্রমণে চলে যাওয়ার সময়ে রণাঙ্গনগুলিতে সমস্ত মালপত্রের সরবরাহ বেশ সন্তোষজনক ছিল। একথা সত্য যে ১৫ই জুলাই নাগাদ সেন্ট্রাল রণাঙ্গনে দুই অগ্নি ইউনিট গোলাবারুদ ছিল। কিন্তু এটা স্বাভাবিক বলে বিবেচনা করা যায় যদি একথা মনে রাখা যায় যে এই রণাঙ্গন লড়াইয়ের দিক থেকে কোনও ছেদ ছাড়াই আক্রমণাত্মক অভিযানে চলে গিয়েছিল।

কুরস্কের লড়াইয়ে যে আর্মিগুলি শত্রুর প্রধান আক্রমণের মোকাবিলা করেছিল তারা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কুরস্ক অভিক্ষেপ থেকে আহতদের অপসারণ মন্থর গতিতে চলছিল, কুরস্কে ও অন্যান্য শহরগুলিতে বহু আহত জমা হয়েছিল। কুরস্ক কয়েকটি রণাঙ্গনের বিরাট এক হাসপাতাল ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল।

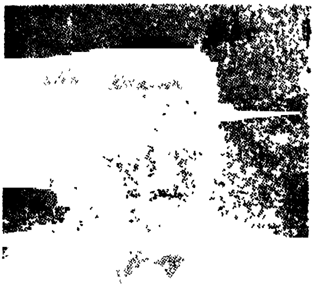
রণাঙ্গন ও আর্মিগুলির সামরিক কাউন্সিলগুলির পরিচালনায় চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা কুরস্কের মহান লড়াইতে যুদ্ধমান সৈন্যদের যা কিছু দরকার তা যোগান দেওয়ার কর্তব্য সসম্মানে সমাধা করেছিল এবং এইভাবে বিজয়লাভে বিরাট অবদান করেছিল। সরবরাহ ইউনিটগুলির অক্লান্ত অফিসার ও সৈন্যরা পরবর্তী কালে নীপার অভিমুখে ব্যাপক অগ্রগতিতে সমান দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছিল। একটা দৃষ্টান্তমূলক তথ্য হাজির করা যাক। আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের

একটা পর্যায়ে রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার রো[illegible] ওরেল অভিমুখে শত্রু সৈন্যরা সরে যাওয়ায় ন্গোভ এলাকায় যে "শূন্যতা" সৃষ্টি হয়েছিল তার সুযোগ নেওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। রণাঙ্গনের চলাচল ও সরবরাহের প্রধানকে ৩৬ ঘন্টার মধ্যে ২৫০০০ সৈন্যের সংরক্ষিত কোর ও তাদের অস্ত্রশস্ত্রকে ক্রোমি থেকে ন্গোভে (১০০-১২০ কিলোমিটার) নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হল। কম্যাণ্ডার বিশেষ করে বললেন যে এক একটা ঘন্টা বাঁচাতে পারলে কর্তব্য সমাধা করার বিশেষ সাহায্য হবে।

অভূতপূর্ব প্রয়াসের বলে ও ব্যাপক উদ্যোগ দেখিয়ে মোটর পরিবহণ কর্মীরা, বিশেষ করে চালকরা রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডারদের নির্দেশ ৩৬ ঘন্টার বদলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে পালন করেছিল। পথ কর্মীরাও তাঁদের কর্তব্য চমৎকারভাবে সম্পাদন করেছিল। তারা নিখুঁত ভাবে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করেছিল এবং যাতে দেরীর কোনও কারণ না ঘটে তার ব্যবস্থা করছিল।

এই সুকৌশলী চালাচালি অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ফল দিল। এই কোর শত্রুদের দুর্বল প্রতিরক্ষা ভেদ করল, পশ্চিমদিকে ৪০০ কিলোমিটারের বেশি এগিয়ে গেল, নীপার পার হল এবং শত্রুর কিয়েভ গোষ্ঠীর পিছনে গিয়ে হাজির হল।

কুরস্কের লড়াইতে যুদ্ধরত রণাঙ্গন, আর্মি, সৈন্যগঠন ও ইউনিটগুলির চলাচল সরবরাহ ব্যবস্থার হাজার হাজার কর্মীর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা, কর্তব্যের প্রতি তাদের প্রকৃত কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি, পার্টি সংস্থাগুলির তরফ থেকে চলাচল ও সরবরাহের কাজের প্রতি অবিশ্রান্ত মনোযোগ এবং চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থায় কমিউনিস্টদের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা—এই সমস্তই সরবরাহ ব্যবস্থাকে তাদের কর্তব্য সুসম্পন্ন করতে ও কুরস্কের লড়াইয়ে জয়লাভ অবদান করতে সাহায্য করেছিল।



কর্ণেল

বরিস ঝাবেলোক*

বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী

অপারেশন সিটাডেলের প্রস্তুতিতে নাৎসী কম্যাণ্ড শক্তিশালী সৈন্য সমাবেশের পাশাপাশি এক বিরাট বিমানবহরকে সোভিয়েত জার্মান রণাঙ্গনের মধ্যভাগের খণ্ডে জড়ো করেছিল। ১৯৪৩ সালের বসন্তকালে তারা জার্মানি, ফ্রান্স ও নরওয়ের বিমানের অনেকগুলি স্কোয়াড্রন ওরেল, বেলগোরোদ ও খারকভ এলাকায় নিয়ে গিয়েছিল, ফলত তারা কুরস্ক বালজে ব্যবহার করার ঠিক করেছিল যে ২য় ও ৪র্থ জার্মান বিমান বহরকে তাদের বিমানসংখ্যা ২০০০-এর বেশি হয়ে গিয়েছিল, আর তার মধ্যে ১০০০-এর বেশি ছিল বোমারু বিমান।

কুরস্ক বালজে এক বিপুল নাৎসী আক্রমণাত্মক অভিযান আশঙ্কা করে সোভিয়েত কম্যাণ্ড সেখানকার প্রতিরক্ষা আরও শক্তিশালী করার ব্যবস্থা করে-ছিলেন। এই সব ব্যবস্থার একটা বড় ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল বিমান প্রতিরোধী প্রতিরক্ষাকে, বিশেষত সম্মুখ রণক্ষেত্রের রেলপথগুলি, যে গুলি দিয়ে নতুন নতুন সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, জ্বালানি ও অপরাপর সামগ্রী রণক্ষেত্রে অবস্থিত আর্মিগুলিকে সরবরাহ করা হত সেগুলি রক্ষা করার জন্য। এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল কুরস্ক অভিক্ষেপের ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলির বিমানপ্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ফৌজকে, এর মধ্যে রিয়াজস্ক-তাম্বভ, ভরোনেজ-বরিসোগ্লেবস্ক এবং খারকভ এবং খারকভ ডিভিশনের বিমান প্রতিরক্ষা জেলার ফৌজদের উপরও অংশত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। রেলজংশন, সেতু ও রেল-

* কর্ণেল ঝাবেলোক মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে বিমান প্রতিরক্ষা ফৌজের কম্যাণ্ড ও স্টাফে পদাধিকারী ছিলেন। তিনি এখন সামরিক সাংবাদিক।

পথকে রক্ষার জন্য মে ও জুন মাসে এদের হাতে ৫৪৭টি মাঝারি এবং ২১৪টি হাল্কা বিমান-প্রতিরোধী কামান, ৫৫৮টি বিমান-প্রতিরোধী মেশিনগান ও ১১২টি সার্চলাইট এবং ২০০-র বেশি জঙ্গী বিমান ছিল।

সামগ্রিক রণনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী কাস্তোরণয়ে কুরস্ক রেলপথ রক্ষায় তাদের প্রধান প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করল। এই রেলপথ দিয়ে সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সরবরাহ প্রধানত নিয়ে যাওয়া হত। মার্চের মাঝামাঝি থেকে ভরোনেঝ বরিসোগ্লেবস্ক বিমান প্রতিরক্ষা জেলার (কম্যাণ্ডার মেজর জেনারেল এন. কে. ভ্যাসিলিকভ) ইউনিটগুলির দ্বারা এবং বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনীর ১০১তম ফাইটার ডিভিশনের (কমাণ্ডার : কর্ণেল এ. টি. কোস্তেকো) দ্বারা এটি রক্ষিত হচ্ছিল, তারা রণাঙ্গনের জঙ্গী বিমান শাখার সঙ্গে সহযোগিতা করছিল।

কুরস্ক অভিক্ষেপে রেলপথগুলি রক্ষাকে আর্মির বিমান প্রতিরক্ষা ফৌজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কর্মরত একটা ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছিল। এই ব্যবস্থা কখনও কখনও আর্মির বিমান প্রতিরক্ষা ফৌজের কাজেও মদত যোগাত। বিমান থেকে অনুসন্ধান এবং বিমান-প্রতিরোধী অস্ত্রশস্ত্র বসানর ব্যাপারেও এই নীতি অনুসৃত হত।

রণাঙ্গনের এলাকার মধ্যে নাৎসী বিমান খুঁজে বের করার জন্য ভরোনেঝ বরিসোগ্লেবস্ক বিমান প্রতিরক্ষা কম্যাণ্ড বিমান-পর্যবেক্ষণ পোস্টের কতকগুলি লাইন সংগঠিত করেছিল যা কুরস্কের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের বিমান পর্যবেক্ষণ পোস্টগুলির সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করেছিল। বিমান প্রতিরক্ষা জেলার প্রধান পর্যবেক্ষণ পোস্ট রণাঙ্গনগুলির প্রধান পর্যবেক্ষণ কম্যাণ্ড পোস্টগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখত, শেষোক্তগুলি পূর্বোক্তদের বিমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত রাখত। বিমান-প্রতিরোধী অবস্থানগুলি ও জঙ্গী বিমানের স্কোয়াড্রনগুলিকে শত্রুর বিমান সম্বন্ধে সাবধান করা হত রেডিও মারফৎ ও প্রধান বিমানবহরগুলিকে সাবধান করা হত টেলিগ্রাফের মারফৎ।

জঙ্গী-বিমান ছত্র ও বিমান-প্রতিরোধী রক্ষাব্যবস্থা সংগঠন বিপুলভাবে প্রভাবিত হত এই ঘটনার দ্বারা যে রেল পথ ও রেলপথ ঘটিত অন্যান্য সংস্থাপন সম্মুখ রণাঙ্গনের খুব কাছে ছিল। ফলত বিমান প্রতিরক্ষা ফৌজকে শত্রু বিমান নিকটবর্তী হওয়া সম্পর্কে সতর্কতা জ্ঞাপনের সময় অত্যন্ত কম পাওয়া যেত, কাজেই

বিমান প্রতিরোধী প্রতিরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত থাকা ছিল অন্যতম অপরিহার্য শর্ত। আর একটা ব্যাপার ছিল একে অপর থেকে বেশ দূরে অবস্থিত বহুসংখ্যক লক্ষ্যবস্তুকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা, আর তার জন্য বিমান প্রতিরক্ষা নিয়ে ব্যাপকভাবে সুকৌশলী চালাচালির দরকার হত।

এই কারণে বিমান প্রতিরক্ষার জঙ্গী বিমানগুলি তাদের বিমান ক্ষেত্রগুলিকে যে সব লক্ষ্যবস্তুর রক্ষার প্রয়োজন (রেলপথ, সেতু প্রভৃতি) সেগুলির যত কাছে সম্ভব রেখেছিল। সুকৌশলী চালাচালির সুবিধার উদ্দেশ্যে জঙ্গী বিমান রেজিমেণ্টগুলির জন্য কয়েকটি করে বিমানক্ষেত্র দেওয়া হয়েছিল।

জঙ্গী বিমান ইউনিটগুলিকে আরও সময় দেওয়ার জন্য প্রধান বিমানক্ষেত্রগুলিতে আগে থেকে সতর্কতাজ্ঞাপনের রাডার বসান হয়েছিল। প্রত্যেক বিমান রেজিমেণ্টকে তার ঘাঁটি থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি রেলপথের এক একটা অংশের ভার দেওয়া হয়েছিল যাতে জঙ্গী বিমানগুলি যে সব লক্ষ্যবস্তু রক্ষা করছিল সেগুলির কাছে পৌছতে তাদের যতটা সম্ভব কম সময় লাগে।

রেলপথে চলতি বিশেষ ট্রেনগুলিকে জঙ্গী বিমানগুলির দ্বারা আরও ভালভাবে রক্ষা করার জন্য এইসব গাড়িগুলিতে অতিরিক্ত সনাক্তকরণ চিহ্ন থাকত এবং এইসব ট্রেনের গতিবিধির খবরের জন্য স্টেশন মাস্টারদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হত।

জঙ্গী বিমানগুলির রেলপথ রক্ষা করত হয় মাটি থেকে সতর্কতাজ্ঞাপনের ভিত্তিতে, নয় আকাশপথে টহল দিয়ে। অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হত। প্রথম পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হত যখন বিমান পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা শত্রু বিমান আসা ধরতে পারত ও জঙ্গী বিমানদের এমনভাবে সতর্ক করতে পারত যাতে তাদের আকাশে ওড়ার সময়ে মিলত ও লক্ষ্যবস্তু পর্যন্ত পৌছানর আগেই তারা শত্রু বিমানকে বাধা দিতে পারত। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হত যখন লক্ষ্যবস্তুগুলি সম্মুখ রণাঙ্গনের কাছাকাছি থাকত ও লুফৎওয়াফে সক্রিয় থাকত। এইসব ক্ষেত্রে জঙ্গীবিমানগুলি হয় তাদের জন্য নির্দিষ্ট গোটা খণ্ডটাতেই টহল দিত অথবা সে সময়ে যে জায়গায় ট্রেনগুলি থাকত সেইখানে টহল দিত।

যখনই ট্রেনগুলি আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকত টহলদার জঙ্গীবিমানগুলি তখনই শত্রু বিমানের মোকাবিলায় লেগে যেত এবং রেজিমেণ্টাল অথবা

ডিভিশনাল কম্যাণ্ড পোস্টগুলির নির্দেশে টহলদারির জন্য অন্য বিমান পাঠান হত। শত্রু বিমান যদি পথ প্রদর্শক ট্রেনটিকে আক্রমণের কোনও মতলব না দেখাত তাহলে তাদের বাধা দেওয়ার জন্য অন্য বিমান পাঠান হত এবং টহলদার জঙ্গীবিমানগুলি পূর্বনির্দিষ্ট কাজ করে যেত।

পরস্পর সহযোগিতায় বিমানবাহিনীর জঙ্গী বিমান বিভাগ এবং সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের জঙ্গী বিমানগুলির জন্য লড়াইয়ের সুনির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। সম্মুখ রণাঙ্গনের কাছাকাছি স্থলবাহিনীকে ছত্রচ্ছায়া দিত বিমানবাহিনীর যে জঙ্গী বিমানগুলি, তারা শত্রু বিমানগুলির মোকাবিলা করত, স্থলসৈন্যদের ঠিক পিছনের এলাকাগুলি বিমানবাহিনীর সেই সব জঙ্গী বিমানকে দেওয়া হত যাদের কাজ হত সংরক্ষিত সামরিক সাজসরঞ্জাম ও সংস্থাপন প্রভৃতির দিকে অগ্রসরমান জার্মান বোমারু বিমানগুলিকে ধ্বংস করা। কার্যকর সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার জন্য তারা বিমান পরিস্থিতি ও তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে খবরাখবর বিনিময় করত, লক্ষ্যবস্তু সূচীত করার নিশানগুলির সমন্বয়সাধন করত এবং বিশাল বিশাল শত্রু বহরগুলিকে ধ্বংস করার জন্য যৌথ অভিযানের প্রক্রিয়া নির্ধারণ করত।

বিমান-প্রতিরোধী কামানের অধিকাংশ নিয়োজিত হয়েছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ জংশনগুলিতে যথা, তুলা, বিয়াঝস্ক, ইয়েলেৎস, গ্রিয়াঝি, কুরস্ক, কাস্তোরণয়ে, ভরোনেঝ, লিসকি ও ভালুইকি-কে এবং সেতুগুলিকে রক্ষার জন্য। উদাহরণস্বরূপ, কুরস্ক শত্রু বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষিত হচ্ছিল ৬৪টি মাঝারি ও ২৪টি হাল্কা এ-এ কামান, ৭৫টি ভারী মেশিনগান ও ২৬টি সার্চ লাইটের দ্বারা। তা ছাড়াও শহরের উপকণ্ঠে মাঝামাঝি ব্যাসের ৪ অথবা ৫টি বিমান প্রতিরোধী ব্যাটারি ছিল এবং রেলসেতুগুলিকে রক্ষার জন্য ৩টি অথবা ৪টি ছোট ব্যাসের বিমান-প্রতিরোধী মেশিনগান নিয়োগ করা হয়েছিল। এই সমস্ত শক্তি রেল জংশনগুলিকে ৭ অথবা ৮ পরতের বিমান-প্রতিরোধী কামানের অগ্নিবর্ষণ দিয়ে রক্ষা করত, এবং প্রবেশ ও প্রস্থানের সুইচগুলিকে ও রেলসেতুগুলিকেও বিমান-প্রতিরোধী মেশিনগান দিয়ে রক্ষা করা হত।

প্রধান রেল জংশন ও সেতুগুলিকে রক্ষাকারী বিমান-প্রতিরোধী কামানের ব্যাটারিগুলিকে এমন জায়গায় বসান হত যাতে সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তুগুলির পৌছানর পথে যতদূর সম্ভব ঘন বিমান-প্রতিরোধী অগ্নিবর্ষণ নিশ্চিত করা যায়। সবচেয়ে

বেশি বিপন্ন খণ্ডগুলিতে অগ্নিবর্ষণের ঘনত্ব বৃদ্ধির জন্য ব্যাটারিগুলিকে আরও কাছাকাছি বসান হয়েছিল। মাঝারি বিমান-প্রতিরোধী কামানের ব্যাটারিগুলির মধ্যে এই দূরত্ব ছিল সাধারণত ২ থেকে ৩ কিলোমিটার। বিমান-প্রতিরোধী অস্ত্রশস্ত্রের একাংশ, প্রধানত হাল্কা বিমান-প্রতিরোধী কামান ও বিমান-প্রতিরোধী মেশিনগান ব্যবহৃত হত ছোট রেল স্টেশন, সাইডিং ও চলতি ট্রেনগুলি রক্ষা করার জন্য।

কুরস্কে চলমান বিমান-প্রতিরোধী গোলন্দাজদের লড়াইয়ের গোষ্ঠীগুলিকে ছোট ছোট রেল স্টেশন, ছোট সেতু, রেলের বিভিন্নরকম সংস্থাপনকে এবং যে সব স্টেশন থেকে ট্রেনে ওঠা ও ট্রেন থেকে নামা হত সেগুলিকে রক্ষা করার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হত। সম্মুখ রণক্ষেত্রের কাছাকাছি রেলের বহু সংখ্যক সংস্থাপনের অবস্থিতির দরুন এর প্রয়োজন হয়েছিল। এই চলমান গোষ্ঠীগুলিকে যেখানে রেলপথ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সে সব জায়গায় জড়ো হয়ে পড়া সৈন্যবাহী ট্রেনগুলিকে রক্ষা করার জন্য ও গোপনে অতর্কিত আক্রমণের জন্যও ব্যবহার করা হত।

এই চলমান গোষ্ঠীগুলি সাধারণত হাল্কা বিমান-প্রতিরোধী কামান ও বিমান-প্রতিরোধী মেশিনগানের ইউনিট দিয়ে তৈরি হত, কখনও কখনও এরা মাঝারি বিমান-প্রতিরোধী কামান ও সার্চলাইটের দ্বারা সজ্জিত থাকত। তাদের সঙ্গে উচ্চ গতিবেগ সম্পন্ন ও বহুদূর চলতে সমর্থ গাড়ি ও ট্রাক্টর থাকত। উচ্চতর হেডকোয়ার্টার্সগুলি কর্তৃক রচিত পরিকল্পনা অনুযায়ী গোপনে অতর্কিত আক্রমণের পদ্ধতিতে তারা কাজ করত। তাদের অগ্নিবর্ষণ অবস্থানগুলি বাছা হত শত্রু বিমানের সবচেয়ে সম্ভাব্য পথগুলি ধ'রে। তারা সাধারণত গোপনতা ও ছদ্মবেশ সংক্রান্ত নিয়মগুলি মেনে রাত্রিতে নির্ধারিত জায়গায় বসত। দুই তিনবার সংঘর্ষের পর তারা সাধারণত নতুন অবস্থানে চলে যেত।

রেলপথে যোগাযোগকে রক্ষা করার বিমান-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল বিমান-প্রতিরোধী সাঁজোয়া ট্রেনগুলি। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে তুলা, রিয়াঝস্ক-তাম্বভ, ভরোনেঝ-বরিসোগ্লেবস্ক ও খারকভ বিমান-প্রতিরক্ষা জেলাগুলিতে ৩৫টি এরকম ট্রেন ছিল। এই ট্রেনগুলি মাঝারি ও হাল্কা এ.এ. কামান ও বিমান-প্রতিরোধী মেশিনগানে সজ্জিত ছিল। এতে করে তারা মাঝারি ও নীচু উচ্চতায় একক বিমান বা বিমানের ছোট ছোট ঝাঁকের

সফল মোকাবিলা করতে সমর্থ হত। কুরস্ক অভিক্ষেপে এগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছিল রেল স্টেশন, সাইডিং ও সেতু রক্ষার জন্য, রেলপথে চলমান গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনগুলিকে রক্ষার জন্য, গোপনে অতর্কিতে আক্রমণের জন্য এবং বড় বড় রেল জংশনে বিমান প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করার জন্য।

পথ-চলতি সৈন্যবাহী ট্রেনগুলিকে অনেক সময়েই রক্ষা করত তথাকথিত পথ-প্রদর্শক ট্রেনের বিমান-প্রতিরক্ষা গোষ্ঠীগুলি। এগুলি সাধারণত তৈরি হত হাল্কা কামান ও মেশিনগানে সজ্জিত বিমান-প্রতিরোধী মেশিন গান প্লেটুনগুলি নিয়ে। এক একটি গোষ্ঠী ট্রেনের মধ্যেকার দুটি থেকে চারটি খোলা ফ্ল্যাটগাড়িতে থাকত। প্রধান বিমান-প্রতিরক্ষী অস্ত্রশস্ত্রগুলি সাধারণত ট্রেনের সামনে থাকত. ফ্ল্যাটগাড়িগুলি একটি থেকে আর একটির সঙ্গে ও ইঞ্জিন ড্রাইভারের সঙ্গে টেলিফোনের দ্বারা সংযুক্ত থাকত। প্রধান কম্যাণ্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষিত হত রেডিওর মারফৎ।

বিমান-প্রতিরক্ষা বাহিনীর লুফৎওয়াফের সঙ্গে কুরস্ক অভিক্ষেপে কঠোর লড়াই শুরু হল ১৯৪৩-এর বসন্তকালে। লড়াইয়ের নিয়ামক পর্যায় যত কাছাকাছি এল এবং রণাঙ্গনের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলির উপর বোমাবর্ষণের জন্য শত্রু যত ক্রমশ বেশি সংখ্যায় বিমান ব্যবহার করতে লাগল, এই লড়াই তত তীব্র হয়ে উঠল। মার্চ ও এপ্রিলে নাৎসী বিমান রেলপথ ও রেলের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্থাপনের উপর ১৫০০ বার হানা দিল, আর মে - জুনে এই সংখ্যা ৪৩০০-র উপরে উঠল।

সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যদের পশ্চাদ্‌ভাগ থেকে যে কোনও মূল্যে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে শত্রু বিমান বাহিনী অসাধারণ অধ্যবসায় দেখিয়েছিল। ইয়েলেৎস ও অন্যান্য রেল স্টেশনগুলিতে ১০-১৮ বার করে হানা দেওয়া হয়েছিল। লিসকি স্টেশন ও দনের উপরকার সেতুর উপর মোট ৬০০ বিমান ১৫ বার বোমাবর্ষণ করেছিল।

শত্রুদের বোমারু বিমান বিশেষ করে তীব্র বোমাবর্ষণ করেছিল কুরস্ক-কাস্তোরণয়ে রেলপথের উপর। বড় বড় বিমান বহরের বোমাবর্ষণের মাঝে মাঝে ছোট ছোট বিমানের ঝাঁক বা এমন কি একক একটি বিমান থেকে বোমাবর্ষণ হত। এমনকি শেরেমিসিনোভো স্টেশনের তুলনামূলকভাবে ছোট্ট সেতুটির উপর ১০ বার হানা দিয়ে বোমাবর্ষণ করা হয়েছিল, আর তাতে ২০০-র উপর

বিমান অংশ নিয়েছিল। কাস্তোরণয়ে স্টেশনের উপর বোমাবর্ষণ হয়েছিল ১৬ বার, আর, আক্রমণাত্মক অভিযানের আগের পর্যায়ে কুরস্ক রেলজংশনের উপর ১৫ বার বোমাবর্ষণ হয়েছিল, তাতে মোট ১৩০০-র বেশি বিমান অংশ নিয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে কুরস্ক-কাস্তোরনয়ে লাইনকে রক্ষাকারী বিমান-প্রতিরক্ষা শক্তিগুলিকেই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রধান বোঝা বইতে হয়েছিল। এই কাজের গুরুত্ব বিবেচনা করে ভরোনেঝ-বরিসোগ্লেবস্ক-এর বিমান-প্রতিরক্ষা জেলার কম্যাণ্ড ওদেরকে একটি বিশেষ কুরস্ক টাস্ক-ফোর্স দিয়েছিলেন, তার নেতৃত্বে ছিলেন কর্নেল ভি এস গাভরিলভ, বিমান প্রতিরক্ষা জেলার চিফ অব স্টাফ। রেলপথ প্রতিরক্ষাকারী জঙ্গীবিমান বহরকেও শক্তিশালী করা হয়েছিল। টাস্ক ফোর্স এবং রণাঙ্গনের বিমান-প্রতিরক্ষা শক্তিগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা সংগঠিত করা হয়েছিল যাতে তারা টাস্ক-ফোর্স কম্যাণ্ড এবং রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডের সঙ্গে পরামর্শ করেই কেবল এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারত। টাস্ক ফোর্সের সদর দফতর ছিল কুরস্কে, তারা অধীনস্থ ইউনিটগুলির যোগাযোগের অফিসার এবং সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনের চলাচল ও সরবরাহের প্রধানের সঙ্গে তার ও বেতার যোগাযোগ রাখত; সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনের চলাচল ও সরবরাহের প্রধান টাস্ক-ফোর্সের সদর দফতরকে ট্রেন চলাচল, ট্রেন থেকে নামান, ওঠান সম্পর্কে নিয়মিত খবর সরবরাহ করতেন। ফলত স্টেশনে দাঁড়ান ও চলতি ট্রেনগুলিকে রক্ষার জন্য সময়মত ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হত। বিমান হানার সম্পর্কে আগে থেকে আন্দাজ করে গ্রুপ হেডকোয়ার্টার্স রেলওয়ে কর্মকর্তাদের ট্রেনগুলিকে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার অথবা বিপজ্জনক মালপত্রবাহী ট্রেনগুলিকে স্টেশন থেকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য সাবধান করে দিত।

আমাদের জঙ্গী বিমানগুলি এবং বিমান প্রতিরোধী কামানগুলি নাৎসী বিমানবহরকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে শত্রুরা অনেক সংখ্যক পথ প্রদর্শক জঙ্গী বিমান সঙ্গে নিয়ে বিশাল বিশাল বোমারু বিমানের ঝাঁকের দ্বারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুগুলির উপর বিপুল আক্রমণ করানর কৌশল নিল। উদাহরণ স্বরূপ, ২২শে মে ভোর বেলা শত্রুরা ৪০ টি জঙ্গীবিমান সহ ১৩০ টি বোমারু বিমানকে কুরস্ক রেলস্টেশনের উপর হানা দিতে পাঠাল। তারা যখন সম্মুখস্থ লাইনের কাছাকাছি আসতে লাগল তখন

পর্যবেক্ষণ পোস্টগুলি বুঝে ফেলল। রেলওয়ের কর্মকর্তাদের সাবধান করে দেওয়া হল যাতে তারা সমস্ত মালবাহী ট্রেনগুলিকে স্টেশন থেকে বের করে দিতে পারে। শত্রু বিমানগুলি যখন আমাদের প্রতিরক্ষার সম্মুখস্থ লাইনে পৌঁছতে যাচ্ছে তখন রণাঙ্গনের বিমান বহরের জঙ্গী বিমানগুলি তাদের আক্রমণ করল, কঠোর প্রতিরোধ সত্ত্বেও লুফৎওয়াফে বিমান ঝাঁকের বেশির ভাগ লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকল, তারা যেই কুরস্কের আরও কাছাকাছি পৌঁছল তখন ১০১ তম বিমান প্রতিরক্ষা জঙ্গী বিমান ডিভিশন তাদের মোকাবিলা করল।

আমাদের বিমানগুলি সাহসিক আক্রমণে শত্রুদের বিমান ঝাঁকগুলিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল এবং তাদের গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি ঘটাল।

বিমান পতিরোধী কামানের গোলন্দাজরাও সাহসের সঙ্গে লড়েছিল। যে সমস্ত শত্রু বিমান প্রতিরোধ ভেঙে লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগোতে পারল তাদের ভয়ঙ্কর আগুনের মুখে পড়তে হল। এই বিমান হানা থেকে নাৎসীরা তাদের ঈপ্সিত ফল পেল না, যদিও এই চেষ্টা কবতে গিয়ে আমাদের জঙ্গী বিমান ও বিমান প্রতিরোধী গোলন্দাজদের হাতে তাদের ৬৫টি বিমান খোয়াতে হল।

কুরস্ক অভিক্ষেপে বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনীর ক্রিয়াকলাপ সর্বোচ্চ শিখরে উঠল ২রা জুলাই। সেদিন কুরস্কের উপর এক অতি-বিশাল বিমান আক্রমণ রুখতে তাদের ডাক পড়ল। এ ছিল মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের কালে লুফৎওয়াফের বৃহত্তম আক্রমণগুলির অন্যতম। পুরাতন পরাজয়গুলির কথা মনে রেখে শত্রুরা এরজন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রস্তুতি করেছিল। নাৎসী কম্যাণ্ড এ দফে লক্ষ্য হিসাবে নিয়েছিল কুরস্ক জংশনকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা। সেই কারণে তারা সোভিয়েত বিমান প্রতিরক্ষাকে পরাস্ত করতে সক্ষম এমন এক বিমান বহর তৈরি করতে চাইল ও তার জন্য ওরেল ও স্তালিনো বিমান বন্দর থেকে স্কোয়াড্রনগুলির অধিকাংশকে তুলে এনে এই লড়াইতে নিয়োগ করল। আক্রমণ আগেকার মত এক দিক থেকে শুরু হল না: অনেক দিক থেকে শুরু হল এবং পাঁচটি তরঙ্গে হল। উপরন্তু ধোঁকা দেওয়ার মত সুকৌশলী চালাচালি ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হল, ১৫০০ মিটার থেকে ৭০০০ মিটার পর্যন্ত বিভিন্ন উচ্চতায় ওঠা নামা চলতে লাগল। ভোর ৪টা ৩৯ মিনিটে আক্রমণ শুরু হল। ১৩০টি বম্বার ও ৩০টি জঙ্গীবিমানের প্রথম দলটির ৬টি ঝাঁক ছিল, ৩টি ঝাঁক লক্ষ্যবস্তুর

উপর এল উত্তর দিক থেকে, আর ৩টি এল দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে। তাদের বাধা দিতে আমরা ১৬-শ এয়ার আর্মির ৫৩ টি জঙ্গীবিমান এবং ১০১ তম এয়ার ডিফেন্স ফাইটার ডিভিশনের ৪২ টি জঙ্গীবিমান পাঠালাম। সম্মুখ রণাঙ্গন থেকে কুরস্ক পর্যন্ত গোটা এলাকাটায় বিমান সজ্ঘর্ষ চলতে লাগল। রণাঙ্গনের জঙ্গী বিমানবহরের অধিকাংশ ফাতেঝ-স্বোভোদা লাইনের উত্তরে লড়ছিল, আর বিমান প্রতিরক্ষার জঙ্গীবিমানগুলি এই লাইনের দক্ষিণের লক্ষ্য বস্তুগুলির কাছাকাছি লড়ছিল। যৌথ প্রয়াসে তারা শত্রুর বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়েছিল। তা সত্ত্বেও প্রায় ৫০ টি নাৎসী বিমান লক্ষ্যবস্তুর উপর পৌছতে পেরেছিল, কিন্তু তাদেরকে ঘন বিমান প্র তরোধী গোলাবর্ষণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

পরবর্তী-তরঙ্গগুলি এসেছিল এক থেকে তিন ঘণ্টার মত সময়ের ব্যবধানে। বিমান প্রতিরক্ষা শক্তির পক্ষে সবচেয়ে কঠিন হয়েছিল চতুর্থ তরঙ্গ, যেটিতে ছিল খারকভ ও পোলটাভা থেকে ৬০০০ মিটার উঁচু দিয়ে তিনটি ঝাঁকে ওড়া ১০৬ টি বোমারু বিমান। তাদের সঙ্গে লড়তে পাঠান ২য় এয়ার আর্মি ৫৭টি জঙ্গী-বিমান ওবোইয়ান এলাকায় শত্রুকে আক্রমণ করেছিল। কুরস্কের দক্ষিণ প্রবেশ মুখে শত্রু বিমানের মোকাবিলা করেছিল ১৬-শ এয়ার আর্মির ১৩টি জঙ্গীবিমান এবং বিমান-প্রতিরক্ষার ১৫ টি জঙ্গী বিমান। এই সংজ্ঘর্ষে আমাদের জঙ্গীবিমানগুলি ২০টি শত্রু বিমানকে গুলি করে নামিয়ে ছিল, কিন্তু বাকিগুলি লক্ষ্যবস্তুর উপর পৌছে গিয়েছিল। এই অবস্থায় বিমান প্রতিরোধী গোলন্দাজরা শত্রুর আঘাতকে দুর্বল করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল। বৃহত্তম লক্ষ্যবস্তুর উপর অগ্নিবর্ষণ কেন্দ্রীভূত করেছিল বিমান-প্রতিরোধী কামানগুলি, তার ফলে তারা নাৎসীদের বাধ্য করেছিল সকৌশলী চালাচালি করে দ্রুত অগ্নিবর্ষণ এলাকার বাইরে চলে যেতে।

কুরস্কের উপর ২রা জুনের দিনের বেলাকার হানায় অংশ নিয়েছিল ৫৪৩টি বিমান (৪২৭টি বোমারু ও ১১৬টি জঙ্গী বিমান)।

প্রত্যুষে শুরু হওয়া এই বিমান লড়াই মাঝে মাঝে থেমে দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত চলেছিল, তারপর সন্ধ্যার পর থেকে নতুন করে প্রবলভাবে শুরু হয়েছিল। জার্মান বিমানগুলি ৩ থেকে ৫-এর ঝাঁকে, আবার কখনও কখনও একা একাও ক্রমাগত লক্ষ্যবস্তুর উপর এসে পড়ছিল। তারা সংখ্যায় প্রায় ৩০০ ছিল। রাত্রের হানা ঠেকানতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল বিমান-প্রতিরোধী গোল-

ন্দাজরা এরা তরঙ্গে তরঙ্গে অবিরাম প্রবল গোলাবর্ষণ করেছিল এবং তাতে করে শত্রুদের প্রতিকূল পরিবেশে লড়াইতে বাধ্য করেছিল। দিনের ও রাত্রের আক্রমণে শত্রুর প্রবল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। কুরস্কে তারা ১৪৫ টি বিমান হারিয়েছিল, তার মধ্যে ৮১ টি ধ্বংস হয়েছিল বিমান-প্রতিরক্ষা ফৌজের হাতে।

রেল জংশনের গুরুতর ক্ষতি হয়েছিল, তবে রেলপথকে মোটামুটি বাঁচান গিয়েছিল, বিমান হানার অল্প পরেই কুরস্কের মধ্য দিয়ে ট্রেন চালান সম্ভব হয়েছিল।

চলমান ট্রেনগুলিকে ধাওয়া করা বা ছোট ছোট স্টেশনের উপর আক্রমণেও শত্রু ফৌজ তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে পারেনি। এইগুলি রক্ষা করেছিল গতিশীল বিমান-প্রতিরোধী লড়াই চালানর গোষ্ঠীগুলি। এরা হঠাৎ করে হাজির হওয়ার উপাদানটিকে সুকৌশলে ব্যবহার করেছিল। এদের কার্যকলাপ খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল এবং এরা অনেক সময়ে রেলসংক্রান্ত লক্ষ্যবস্তু আক্রমণের মতলব ছেড়ে দিতে শত্রুদের বাধ্য করেছিল।

বিমান-প্রতিরোধী সাঁজোয়া ট্রেনগুলি লুফৎওয়াফের রীতিমত ক্ষতি করেছিল। আলেক্সিয়েভা স্টেশনের উপর আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে কেবল একটি লড়াইতেই ১২৯তম অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট আর্মার্ড ট্রেনে এ.এ কামানের গোলন্দাজরা ৪টি জার্মান বিমানকে গুলি করে নামিয়েছিল।

মার্চ থেকে জুন—এই চার মাসে কুরস্ক অভিক্ষেপের রেলপথ রক্ষাকারী বিমানপ্রতিরক্ষা ফৌজ শত্রুদের প্রায় ৪৭০০ বার হানা প্রতিরোধ করেছিল।

আক্রমণাত্মক অভিযানের ঠিক আগে শত্রু বিমানবাহিনী তাদের আক্রমণের ভারটা কুরস্ক অভিক্ষেপের গভীর থেকে সরিয়ে মাঝখানে নিয়ে আসতে শুরু করেছিল এবং আমাদের গোলাবর্ষণের অবস্থানগুলির উপর ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রগুলির উপর ক্রমেই আরও বেশি বেশি করে বোমা ফেলতে শুরু করেছিল। সোভিয়েত কম্যাণ্ড রণাঙ্গনগুলির বিমান-প্রতিরক্ষা শক্তিগুলিকে গভীর পশ্চাদভাগ থেকে সম্মুখস্থ লাইনগুলির কাছাকাছি সরিয়ে আনার ভিতর দিয়ে স্থলবাহিনীকে আরও বেশি রক্ষা করতে পেরেছিলেন। এর ফলে বিমান-প্রতিরক্ষা ফৌজদের ক্ষমতা বেড়েছিল কেবল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নয়, রণাঙ্গনের অন্যান্য সংস্থাপন ও ব্যবস্থাগুলিকে, যথা বিমান বন্দর, সরবরাহের রেল জংশন ও সংরক্ষিত ভাণ্ডারকেও বিমানছত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে। কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষা-

মূলক ও আক্রমণাত্মক উভয় পর্যায়েই বিমান-প্রতিরক্ষা বাহিনী এই কর্তব্য পালন করেছিল।

বিমান-প্রতিরক্ষা বাহিনীর ফলপ্রসূ ক্রিয়াকলাপ নাৎসী বিমানবাহিনীর উদ্দেশ্য সার্থক করতে দেয়নি, নাৎসী বাহিনী রেল চলাচলকে বিপর্যস্ত করতে পারেনি, এবং জুলাই ও আগস্টের নিয়ামক লড়াইয়ের জন্য কুরস্ক অভিক্ষেপে প্রয়োজনীয় জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ ভাণ্ডার জড়ো করাও বন্ধ করতে পারেনি। সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের চলাচল ও সরবরাহের হেডকোয়ার্টার্স কুরস্কে বিমান-প্রতিরক্ষা টাস্ক ফোর্সের লড়াইকে অভিহিত করেছিলেন এই বলে যে 'জঙ্গী বিমান ও বিমান-প্রতিরোধী শক্তিগুলির ফলপ্রসূ রক্ষণ ও—সবদা প্রস্তুত থাকার কল্যাণে রণাঙ্গন যাত্রী ট্রেনগুলিকে ছত্রছায়া দেওয়ার যে লক্ষ্য টাস্ক ফোর্সের ছিল তা তারা পূরণ করতে পেরেছিল। কোনও ট্রেন বিমান আক্রমণের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, সবকিছু অক্ষত অবস্থায় ও সময়মত সরবরাহ দেওয়া হয়েছিল। ৬ই জুন থেকে ২২শে জুলাইয়ের মধ্যে কুরস্ক টাস্ক ফোর্স ভরোনেঝ ও সেন্ট্রাল রণাঙ্গনে সরবরাহের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ২০০-র বেশি ট্রেনকে রক্ষা করেছিল।

দেশের বিমান-প্রতিরক্ষা বাহিনী মধ্যখণ্ডে সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনে রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিগুলিকে রক্ষা করার ব্যাপারেও অমূল্য অবদান করেছিল। যোগাযোগের লাইন ও গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাপনাগুলি রক্ষা করার প্রধান কর্তব্য পালন করা ছাড়াও তারা সাধারণ বিমান-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের সৈন্যদেরও বিমান সমর্থন দিয়েছিল যখন ওই সৈন্যরা প্রতিরক্ষা এলাকায় অবস্থিত হচ্ছিল সেই সময়ে, তাছাড়া যখন তারা লড়াইয়ে নেমে পড়ার ঠিক আগে এগিয়ে যাচ্ছিল সেই সময়েও তাদের কিছুটা বিমান-সমর্থন যুগিয়েছিল।

তবে, কুরস্কের লড়াইয়ে বিমান-প্রতিরক্ষা বাহিনীর কার্যকলাপ সাধারণত সীমাবদ্ধ ছিল অনুসন্ধানী বিমান ও বম্বারের ছোট ছোট দলগুলির মোকাবিলা করায়, কারণ লুফৎওয়াফের প্রধান কাজ ছিল তার স্থলসৈন্যদের বিমান ছত্র দেওয়া। জুলাই ও আগস্ট মাসে কুরস্ক অভিক্ষেপে এবং পার্শ্ববর্তী খণ্ডগুলিতে বিমান-প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রায় ৯৪০টি শত্রু বিমান হানা রুখেছিল।

সোভিয়েত সৈন্যরা যখন এগিয়ে যেতে লাগল মধ্যখণ্ডে বিমান-প্রতিরক্ষা

বাহিনীর একাংশের তখন ক্রমে ক্রমে মুক্ত অঞ্চলগুলিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল সম্মুখ রণাঙ্গনের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা, সেতু ও অপরাপর সংস্থাপনা, যেগুলি রণাঙ্গনকে অব্যবহিত সরবরাহ ও রণাঙ্গনগুলির আক্রমণাত্মক অভিযানে সাফল্যের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলিকে বিমানছত্র দেওয়ার জন্য।

অতএব, ১৯৪৩ সালের বসন্তে ও গ্রীষ্মকালে কুরস্ক অভিক্ষেপে বিমান-প্রতিরক্ষা বাহিনীর লড়াই কুরস্কের ঐতিহাসিক লড়াইয়ে নাৎসী ফৌজকে পর্যুদস্ত করার জন্য সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর ক্রিয়াকলাপের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।



আলেক্সান্দার ইয়েরশভ
এম.এস. সি (ইতিহাস)*

কমিউনিস্ট পার্টি কুরস্কের লড়াইতে সোভিয়েত জনগণের জয়ের সংগঠক।

নাৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের জয়লাভের পথে কুরস্কে হিটলারের বাহিনীর বিপর্যয় এক পথচিহ্ন।

এই লড়াইয়ে সোভিয়েত জনগণের ও তাদের সশস্ত্র বাহিনীর জয় কোনও হঠাৎ ঘটে যাওয়া ব্যাপার ছিলনা, যদিও ইতিহাসের বুর্জোয়া বিকৃতি তাই বলে থাকে; ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর সোভিয়েত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা এ জয় পূর্ব-নির্ধারিত ছিল এবং এ জয় অর্জিত হয়েছিল কারণ সোভিয়েত জনগণের নেতৃত্বে ছিল সংগ্রামী কমিউনিস্ট পার্টি, যে তাদের ঘৃণ্য শত্রুর বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামে সংগঠিত ও উদ্দীপিত করেছিল। ফলত, কুরস্কে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জয়লাভ মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে আমাদের জয়লাভের মত সমানই যুক্তিযুক্ত ছিল।

সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী গ্রীষ্মকালের লড়াইয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রস্তুতি করেছিল। ১৯৪৩ সালের বসন্তকালে যে সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তার দিকে নজর রেখে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত সরকার তাদের জন্য নতুন ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য নির্ধারণ করেছিল। তার মধ্যে একটি ছিল শত্রু সৈন্যদের গ্রীষ্ম ও হেমন্তকালের মধ্যে স্মোলেনস্ক, সোঝ নদী এবং নীপারের নিম্ন ও মধ্যাংশের ওপারে ঠেলে নিয়ে যাওয়া এবং কুবান এলাকায় জার্মান অভিক্ষেপকে চূর্ণ করা। সোভিয়েত বাহিনীকে বলা হয়েছিল বিপুল বাহিনীকে

* আলেক্সান্দার ইয়েরশভ সি.পি. এস. ইউ. সেন্ট্রাল কমিটির ইনস্টিটিউট অব মার্কসিজম এর প্রবীণ গবেষক।

বিচূর্ণ করে নীপারের ইউক্রাইনস্থ পূর্বপার, চাবাস ও মধ্য এলাকাগুলিকে মুক্ত করতে।

পার্টি সোভিয়েত জনগণকে উদ্দীপিত করেছিল এই কর্তব্য সম্পাদনের জন্য তাদের প্রয়াসকে দুগুণ তিনগুণ করতে। পার্টি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল ভারী শিল্প, যার উপর সমর উৎপাদন নির্ভর করত তার কাজকর্মের মৌলিক উন্নতি-বিধানের জন্য, গড়ে তুলেছিল সংরক্ষিত শক্তি, উদ্দীপিত করেছিল সোভিয়েত জনগণকে নতুন নতুন শ্রমকীর্তি প্রতিষ্ঠা করতে, শক্তিশালী করেছিল সম্মুখ রণক্ষেত্র ও পশ্চাদভাগের মধ্যেকার যোগসূত্রগুলিকে এবং সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করেছিল শক্তিশালী ও সুকৌশলী শত্রুর সঙ্গে নতুন নতুন সংগ্রামের জন্য। ১৯৪৩ সালের ৪ঠা এপ্রিলের সম্পাদকীয়তে পার্টি সংবাদপত্র প্রাভদা লিখেছিল : "আমাদের সামনে ভারী যুদ্ধ ও কঠোর পরীক্ষা রয়েছে। নাৎসী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সময় লাগবে, বহু আত্মত্যাগ লাগবে এবং সম্মুখে ও পশ্চাদভাগে প্রাণপণ প্রয়াসের ও সমস্ত সম্পদ ব্যবহারের দরকার হবে।"

সে বছরের বসন্তকালের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি দেশের সামরিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্য ক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল। পার্টির নেতৃত্বে এবং যুদ্ধ-পূর্ব পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির সময়ে তৈরি শক্তিশালী বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তির উপর নির্ভর করে সোভিয়েত জনগণ পার্টির দ্বারা নির্ধারিত কর্তব্য সাফল্যের সঙ্গে পালন করতে পেরেছিল এবং পশ্চাদভাগের ক্রিয়াকলাপে একটা মৌলিক মোড়ঘোরার অবস্থা নিয়ে এসেছিল। কিন্তু নাৎসী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান পরিসরের দরুন বিপুল পরিমাণ জিনিসপত্রের খরচ হচ্ছিল। আগামী লড়াইয়ে শত্রুকে পরাস্ত করার জন্য আরও ট্যাঙ্ক, বিমান, কামান ও গোলাবারুদের প্রয়োজন ছিল। লেনিন বলেছিলেন "এমনকি শ্রেষ্ঠতম সেনাবাহিনী, বিপ্লবী আদর্শে সবচেয়ে আন্তরিকভাবে অনুরক্ত জাতি ও শত্রুর দ্বারা অবিলম্বে নিহত হবে যদি তারা যথেষ্ট পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত না হয়, খাদ্য সরবরাহ না পায় এবং প্রশিক্ষণ না পায়।"

রণাঙ্গনের চাহিদা বিপুলভাবে বেড়ে গিয়েছিল এবং দেশ তখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের তীব্র অভাবে কষ্ট পাচ্ছিল। যথেষ্ট ধাতু পাওয়া যাচ্ছিল না। জ্বালানির ঘাটতির দরুন লোহা ও ইস্পাত কারখানাগুলি ক্ষমতার চেয়ে কম উৎপাদন করছিল। বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্রগুলি নিয়মিত কাজ করছিল না।

যুদ্ধ শিল্পের উপর এ সবের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছিল, সেগুলিও ট্যাঙ্ক, বিমান, কামান ও গোলাবারুদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুরো ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারছিল না। যুদ্ধ উৎপাদন বাড়ানর জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি প্রধানত জ্বালানি ও ধাতু শিল্পের কারখানাগুলিতে কাজ দ্রুততর করার জন্য সোৎসাহ ব্যবস্থা নিয়েছিল। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি লোহা ও ইস্পাত শিল্পকে অবিলম্বে সাহায্য করা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এতে লোহা ও ইস্পাত কারখানাগুলির কয়লা, বৈদ্যুতিক শক্তি ও কাঁচামালের চাহিদা সম্পূর্ণ পূরণের উপর এবং অন্য যে সব কারখানায় তাদের অর্ডার ছিল সেগুলি যাতে সময় মত পূরণ হয়ে যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে ভারী শিল্প ও যুদ্ধশিল্পের কারখানাগুলির কাজকমের আরও উন্নতিবিধানের জন্য পার্টি ও সরকার আরও কতকগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাষ্ট্রীয় কমিটি সমস্ত প্রজাতন্ত্রে ও সমস্ত অঞ্চলের পার্টি ও সোভিয়েত সংস্থাগুলিতে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাপনার ত্রুটি দূর করার জন্য আদেশ দিয়েছিল এবং কারখানাগুলির ম্যানেজারদের উৎপাদনের অর্ডার পূরণ করার জন্য দেশের কাছে তাদের বৃহৎ দায়িত্ব সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছিল। চেলিবিয়ানস্ক অঞ্চল সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটির সিদ্ধান্তকে নমুনাস্বরূপ বলা যায়। এ কথা সুবিদিত যে মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময়ে প্রতিরক্ষা-শিল্পকে সরবরাহ দেওয়ার ব্যাপারে উরাল অন্যতম প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল, এবং একে যথার্থভাবেই সোভিয়েত অস্ত্রাগার বলা হত। পার্টির দ্বারা নির্ধারিত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদনে চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলের কমিউনিস্টরা অনেক কিছু করেছিল। ম্যাগনিতোগোরস্ক ও ঝলতুস্ত ধাতু কারখানাগুলি উচ্চ মিশ্র-ইস্পাতের ডজন ডজন নতুন ধরনের উৎপাদন সংগঠিত করেছিল, যার ফলে বিমান ও ট্যাঙ্ক শিল্পের ধাতুর চাহিদা আরও বেশি করে মেটান সম্ভবপর হয়েছিল। ১৯৪২ সালের ১১ মাসে লোহা ও ইস্পাত শিল্পের মোট উৎপাদন ১৯৪১ সালের অঙ্কের চেয়ে ১০০·৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তা সত্ত্বেও এই অঞ্চল ধাতু উৎপাদনে ১৯৪২ সালের পরিকল্পনা পূরণ করতে পারেনি। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাসে পার্টির আঞ্চলিক কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে লোহা ও ইস্পাত শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হল। দেশ ও রণাঙ্গনগুলি কমিউনিস্টদের

কাছে যে নতুন ও বৃহত্তর দাবি রেখেছে তা পূরণে নিজেদের নির্দিষ্ট কর্তব্য তারা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত করেছিল। কিন্তু এই কর্তব্য সম্পাদন অনেকখানি মন্থরগতি হয়ে পড়েছিল কারণ লোহা ও ইস্পাত কারখানাগুলি কুজনেৎস্ক বেসিন থেকে কোকিং কয়লার ও চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চল থেকে জ্বালানি কয়লার সরবরাহ নিয়মিত পাচ্ছিল না। চেলিয়াবিনস্ক ও কোপেইস্ক-এর কয়লা খনিগুলি ভালভাবে কাজ করছিল না এবং ১৯৪৩ সালের প্রথম চারমাসে তাদের পরিকল্পনা পূরণ করতে অক্ষম হয়েছিল। উপরন্তু, কয়লা সরবরাহ নিয়মিত ছিল না। এই সমস্তই উৎপাদন ব্যাহত করছিল এবং ফলত ক্ষমতার উচ্চতম স্তর থেকে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়েছিল। ২১ শে এপ্রিল রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি এক বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল যাতে চেলিয়াবিনস্ক আঞ্চলিক পার্টি কমিটি ও কয়লাখনি ম্যানেজারদের লোহা ও ইস্পাত শিল্পকে কয়লা সরবরাহ বাড়ানর জন্য কঠোর আদেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে ওই সব কারখানা পূর্ণক্ষমতায় উৎপাদন করতে পারে।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি রেল চলাচলের প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিল। পার্টি এই অভিমত প্রকাশ করেছিল যে পরিবহণ ব্যবস্থায় সুদক্ষ কাজের জন্য কঠোর শৃঙ্খলা অপরিহার্য। পরিবহণ ব্যবস্থায় কঠোর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী ১৯৪৩ সালের ১৫ই এপ্রিল ডিক্রি জারি করে রেলব্যবস্থাকে সামরিক আইনের অধীনস্থ করেন। এইভাবে যুদ্ধের গোটা সময়কালের জন্য সমস্ত রেলকর্মীকে মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল ও তাদের কাজের নির্দিষ্ট জায়গা ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। ৮ই মে'র ডিক্রি পরিবহণকে সামরিক আইনের আওতায় এনেছিল। ২৫ শে এপ্রিল কাউন্সিল অব পিপলস্ কমিসারিয়েট রেলকর্মীদের শৃঙ্খলাসংক্রান্ত নিয়মকানুন মঞ্জুর করেছিল। গ্রীষ্মকালের লড়াইয়ের প্রস্তুতির জন্য এই সমস্ত ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রাভদা লিখেছিল, "পরিবহণ ব্যবস্থায় সামরিক শৃঙ্খলা, উচ্চ-পদস্থদের কাছে নিঃশর্ত আনুগত্য এবং রেলকর্মীদের দ্বারা সামরিক কায়দায় নির্দেশ পালন লালফৌজকে সাহায্য করবে শত্রুকে নতুন বিপর্যয়কর আঘাত দিতে এবং জার্মান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বিজয়লাভ করতে।"

ভারীশিল্পের কারখানাগুলির ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও পার্টি ও সরকার নির্মাণ কার্যের এবং ব্লাস্ট ও ওপেনহার্থ ফার্নেস,

রোলিং মিল, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, কয়লা ও আকরের খনি ও রেলপথ তৈরির এক ব্যাপক কর্মকাণ্ড শুরু করল। ১৯৪৩ সালের মোট লগ্নির প্রায় ৭৫ শতাংশ যোগান দেওয়ার ঠিক হল যুদ্ধশিল্পে, লোহা ও ইস্পাতে, এঞ্জিনিয়ারিং এবং জ্বালানির বিদ্যুতে, রাসায়নিক ও রবার শিল্পের কারখানায় এবং পরিবহণ ব্যবস্থা তৈরিতে। লোহা ও ইস্পাত কারখানা, কয়লা খনি ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ব্যয় ১৯৪২-এর তুলনায় দ্বিগুণ করা হল, পূর্বাঞ্চলে নির্মাণকার্য বিশেষ করে ব্যাপকভাবে করা হতে লাগল, এই এলাকাগুলি রণাঙ্গনগুলির ও যুদ্ধশিল্পের জন্য প্রধান সরবরাহ ঘাঁটি হয়ে দাঁড়াল। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারিতে চুসোভা কারখানায় বিশাল এক নতুন ব্লাস্ট ফার্নেস চালু করা হল এবং ফেব্রুয়ারি মাসে চেলিয়াবিনস্কের লোহা ও ইস্পাত কারখানার প্রথম অংশ চালু হল।

নাৎসী বর্বররা যেসব কারখানা ধ্বংস করেছিল সেগুলির পুনর্বাসনের জন্য পার্টি জরুরী ব্যবস্থা নিল। মুক্ত এলাকাগুলিতে কারখানাগুলির সমরোপকরণের উৎপাদন দ্রুত সংগঠিত করার জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি স্থানীয় পার্টি ও প্রশাসনিক সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দিল। স্তালিনগ্রাদ পরিবেষ্টনকারী শত্রু সৈন্য-দলকে বিপর্যস্ত করার পর এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি স্তালিনগ্রাদ ট্র্যাক্টর কারখানায় ১৯৭৩ সালের মে-জুনে ট্যাঙ্ক ও ট্র্যাক্টর উৎপাদন ফের শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল। ১৯৪৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি দনবাস কয়লাখনিগুলিকে পুনর্বাসনের উপর সিদ্ধান্ত নিল, এই সিদ্ধান্তে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হল যে ইউক্রাইন ও রস্তোভ অঞ্চলের পার্টি ও প্রশাসনিক সংস্থাগুলির এই কাজকে অন্যতম সর্বোচ্চ গুরুত্বসম্পন্ন অর্থনৈতিক কর্তব্য হিসাবে গণ্য করা উচিত। এই সিদ্ধান্ত সফলভাবে কার্যকর করা হল। দনবাসের ভরোশিলভগ্রাদ অঞ্চলের ৫২টি ছোট খনি এই অঞ্চল মুক্ত হওয়ার প্রথম দু' মাসের (১৯৪৩, মার্চ-এপ্রিল) মধ্যেই কাজ করছিল, এগুলি থেকে দৈনিক ১২০০-১৩০০ টন করে কয়লা উৎপাদন হচ্ছিল।

সংক্ষেপে বলা যায় যে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্রের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য পার্টি সব কিছু করছিল। সোভিয়েত শ্রমিকদের শ্রম উৎসাহ দেশব্যাপী সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টান্ত অনুসরণের আন্দোলনের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছিল। ১৯৪২-এর মে মাসে শুরু হয়ে এই আন্দোলন ১৯৪৩ সালের গোড়ায়, সোভিয়েত সেনাবাহিনীর ২৫তম বার্ষিকীর সম্মানে ২৩শে

ফেব্রুয়ারিতে বিশেষত ব্যাপক আকার ধারণ করল। এবারকার উদ্যোক্তা ছিল ১৭২নং কারখানা—দেশের অন্যতম বৃহত্তম আগ্নেয়াস্ত্রের কারখানার শ্রমিকেরা। পূর্ববর্তী বছরে তারা আগ্নেয়াস্ত্রের উৎপাদন সংখ্যায় দ্বিগুণ করেছিল, পরিকল্পনার চেয়ে ৪০টি বেশি রেজিমেন্টকে অস্ত্রসজ্জিত করেছিল এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জয়ন্তীর সম্মানে আরও দশটি রেজিমেন্টকে অস্ত্রসজ্জিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ১৭২নং কারখানার শ্রমিক ইঞ্জিনিয়ার ও কৃৎকুশলীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণের আবেদন সারা দেশে সাড়া জাগিয়েছিল। রেলকর্মী, শিল্প শ্রমিক এবং রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারের কর্মীরা দৃষ্টান্ত অনুসরণের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। ১৯৪৩ সালের মে মাসের মধ্যে সমস্ত কারখানার ও অফিসের কর্মীদের ৮০ শতাংশ এতে অংশ নিচ্ছিল। সোভিয়েত দেশপ্রেমের এ আর এক উজ্জ্বল অভিব্যক্তি।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মে দিবসের আবেদন শ্রম উৎসাহের আর এক তরঙ্গ সৃষ্টি করল। এই আবেদন অর্থনীতির বিভিন্ন শাখার শ্রমিকদের জন্য কাজের কর্মসূচী ছকেছিল এবং তাদের নতুন নতুন শ্রমকীর্তিতে উদ্দীপিত করেছিল। সর্বত্র শ্রমিকদের কাছে এতে আহ্বান দেওয়া হয়েছিল দেশকে আরও কয়লা ও ধাতু, ট্যাঙ্ক ও বিমান, সাবমেরিন ও মেশিনগান, রণক্ষেত্রের কামান ও মর্টার, খাদ্য ও জ্বালানি দিতে।

সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টান্ত অনুসরণের এক লক্ষ্যণীয় ফল ছিল শ্রম উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি। ১৯৪৩ সালে শ্রম উৎপাদন ক্ষমতা ৭ শতাংশ বেড়েছিল, তার মানে ছিল প্রতি ইউনিট উৎপাদনের জন্য স্বল্পতর শ্রম নিয়োগ। শিল্পজাত সামগ্রীর উৎপাদন দিনে দিনে বাড়ছিল। তার মানে ছিল শিল্পের জন্য হাজার হাজার টন বাড়তি কয়লা ও ধাতু এবং রণাঙ্গনগুলির জন্য আরও মালপত্র। ১৯৪৩ সালে উরাল ও সাইবেরিয়া ৪০ সালের তুলনায় ৩৫ শতাংশ বেশি কাঁচা লোহা এবং ৩৭ শতাংশের বেশি ইস্পাত উৎপাদন করেছিল। কুজনেৎস্ক বেসিন আগের বছরের চেয়ে ৪০ লক্ষ টন বেশি কয়লা উৎপাদন করেছিল। সে সময়ে এখান থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট কয়লা উৎপাদনের ২৬·৭ শতাংশ আসছিল। সামগ্রিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের জ্বালানি সম্পদ ১৯৪৩ সালে ২ কোটি ২০ লক্ষ টন বেড়েছিল। বিদ্যুৎ কারখানাগুলি তাদের উৎপাদন বাড়িয়ে ছিল। ১৯৪৩ সালে পূর্বাঞ্চলে যে সব টার্বাইন চালু করা

হয়েছিল সেগুলির ক্ষমতা আগের বছরের চেয়ে ৯০ হাজার কিলোওয়াট বেশি ছিল।

দেশে অধিকতর কাঁচা লোহা, ইস্পাত, কয়লা ও বিদ্যুত উৎপাদনের ফলে যুদ্ধ শিল্প, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলে, উৎপাদন বেড়েছিল। রণসম্ভার উৎপাদন ১৯৪০ সালের তুলনায় উরালে ৬ গুণ, পশ্চিম সাইবেরিয়ায় ৩৪ গুণ এবং ভলগা এলাকায় ১১ গুণ হয়েছিল। প্রতিদিন অধিকতর ও উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হচ্ছিল। বিমানের গড় মাসিক উৎপাদন ১৯৪২ সালের ২১০০ থেকে বেড়ে ১৯৪৩ সালে ২৯০০ হয়েছিল, ১৯৪৩ সালের জুলাই-এর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪২ সালের নভেম্বরের তুলনায় ২ ৩ গুণ বেশি বিমানের অধিকারী হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে বিমান বাহিনী মোট ৩৫,০০০ বিমান পেয়েছিল, অর্থাৎ আগের বছরের তুলনায় ৩৭ শতাংশ বেশি। বিমানে নাৎসী জার্মানির সংখ্যাগত প্রাধান্য লোপ করা হয়েছিল। গ্রীষ্মকালীন অভিযানের শুরুতে সোভিয়েত বিমানবাহিনী লুফৎওয়াফের তুলনায় আড়াই গুণ বেশি বিমানের অধিকারী ছিল।

সোভিয়েত বিমানবাহিনীকে লা-৫ এফ, এন, ইয়াক-৭বি, ইয়াক-৯ প্রভৃতি নতুন ধরনের বিমান সরবরাহ করা হয়েছিল। যেগুলি একই ধরনের নাৎসী বিমানের চেয়ে অনেকাংশে উন্নত ছিল। আমাদের আক্রমণকারী বিমানগুলিকে নতুন ধরনের ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী বোমায় সজ্জিত করা হয়েছিল। নতুন ফাঁকা-চার্জ বোমা কুরস্কের লড়াইয়ে সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল এবং শত্রুর কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত হয়েছিল। উত্তর ও দক্ষিণ থেকে কুরস্কের উপর অগ্রসরমান জার্মান টাইগার ও প্যান্থার ট্যাঙ্কগুলিকে এগুলি ফুটো করে দিচ্ছিল।

১৯৪৩ সালে সোভিয়েত ট্যাঙ্ক নির্মাণ শিল্প গড়ে মাসে, ১৬৭০ ট্যাঙ্ক উৎপাদন করছিল। সে সময়ে মূলত যে ধরনের ট্যাঙ্ক উৎপাদন হচ্ছিল তা হল টি-৩৪ ট্যাঙ্ক, যা জার্মানসহ সমস্ত রকম বিশেষজ্ঞদের দ্বারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ ট্যাঙ্ক বলে স্বীকৃত হয়েছে। ১৯৪৩ সালে এই ট্যাঙ্কগুলির গড় মাসিক উৎপাদন ১৯৪২ সালের তুলনায় ৪০ শতাংশ বেশি ছিল। কুরস্কে গ্রীষ্মকালীন আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতিতে নাৎসী কম্যাণ্ড প্রধানত তাদের প্যানৎসারের উপরই ভরসা করেছিল সে কথা মনে রেখে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত

সরকার স্বয়ং-চালিত কামানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা করেছিল। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে যেখানে সোভিয়েত শিল্প ৫১টি এই অস্ত্র উৎপাদন করেছিল, সেখানে ১৯৪৩ সালের জুলাইতে করেছিল ৭৬২টি এবং ১৯৪৩ সালের শেষের মধ্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী প্রায় ৪০০০ এই ধরনের কামান পেয়েছিল। কুরস্কের লড়াইতে ১৫টি স্বয়ং-চালিত গোলন্দাজ রেজিমেন্ট ছিল যারা এস ইউ-১২২ এবং এস উই-১৫২ এস পি. কামানে সজ্জিত ছিল, এরা সেন্ট্রাল, ব্রিয়ানস্ক ও ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনসমূহে লড়াই করছিল। সোভিয়েত শ্রমিকদের বীরোচিত প্রয়াসের কল্যাণে সোভিয়েত সেনা বাহিনী শত্রুর তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামানবাহী গাড়ির অধিকারী ছিল। ১৯৪৩ সালের জুলাইয়ের মধ্যে রণক্ষেত্রে সোভিয়েত বাহিনীর এগুলি ছিল ৯৫৮০, আর নাৎসীদের ছিল ৫৮৫০। পুরাণো ট্যাঙ্কের (বি.টি, টি-২৬ ও টি-৩৭) অনুপাত দ্রুত কমে আসছিল এবং কে. ভি. ও টি-৩৪ গাড়ির সংখ্যা বাড়ছিল। গ্রীষ্মকালীন অভিযানের শুরু পর্যন্ত মোট ট্যাঙ্কের ৭০ শতাংশ হয়েছিল ভারী ট্যাঙ্ক, আর ৩০ শতাংশ হাল্কা ট্যাঙ্ক।

অস্ত্রোৎপাদন কারখানাগুলি যথাসাধ্য কাজ করে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে মাসে প্রায় ১১০০০ কামান সরবরাহ করছিল। ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী কামানের উৎপাদনের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। বৃদ্ধির হার বোঝানর জন্য কিছু অঙ্ক দেওয়া যাক: ১৯৪১ সালের জুন মাসের তুলনায় ১৯৪৩ সালের জানুয়ারীতে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী কামানের উৎপাদন আটগুণ হয়েছিল এবং বছরের শেষে ছিল তের গুণ। গোলন্দাজরা শত্রুদের সুরক্ষিত অবস্থানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য ক্রমশ বেশি সংখ্যায় দূর-পাল্লার কামান পাচ্ছিল। সৈন্যবাহিনীতে যে সব কামান ব্যবহৃত হচ্ছিল তার মধ্যে ছিল ১৯৪৩-এর মডেলের ১৫২ মি.মি. কোর হাউইটজার. ১৯৪৩-এর মডেলের ৭৬ মি. মি. রেজিমেন্টাল কামান এবং উন্নত ৮২ মি মি মর্টার।

নতুন রকেট কামান ব্যবস্থা ও নতুন ধরনের গোলাবারুদ তৈরি করা হয়েছিল যাতে ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী কামানের বর্মভেদ করার ক্ষমতা দেড় থেকে দু গুণ বাড়ান গিয়েছিল। ১৯৪২ সালের এপ্রিলে ভি জি. গ্রাবিনের নক্সা অনুযায়ী নতুন, আরও শক্তিশালী ৫৭ মি মি. ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী কামানের উৎপাদন সংগঠন করা হয়েছিল। এগুলির গোলাবারুদের মধ্যে ছিল শক্ত অন্তঃসার সম্পন্ন গোলা

আর এর ফলে এই কামানগুলির পক্ষে কুরস্ক বালজে নাৎসী প্যান্থার ও টাইগারগুলিকে সফলভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছিল। সোভিয়েত সেনারা আদর করে এই কামানের নাম দিয়েছিল "শিকারী"। এর যশ এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল যে মস্কোতে ব্রিটিশ সামরিক মিশন সোভিয়েত সরকারের কাছে এই রকম কয়েকটি কামান চেয়েছিল ব্রিটিশ সেনাদের এগুলি সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য। পদাতিক সৈন্যরা গোরিয়ুনভের নক্সা অনুযায়ী তৈরী ভারী মেশিনগান এবং সুদাইয়েভের নক্সা অনুযায়ী তৈরি সাব-মেশিনগান পাচ্ছিল, যেগুলি ব্যবহার করা সহজই ছিল, অথচ রণক্ষেত্রে খুব কাযক র ছিল।

কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত সরকার গ্রীষ্মকালের লড়াইয়ের জন্য সময় থাকতে শক্তিশালী সংরক্ষিত ভাণ্ডার গড়ে তুলতে খুব চেষ্টা করেছিল। পার্টি লেনিনের এই থিসিস থেকে অগ্রসর হয়েছিল যে "যুদ্ধে বিজয় সেই পক্ষে যায় যাদের লোকেদের বৃহত্তর সংরক্ষিত ভাণ্ডার, শক্তির বৃহত্তর উৎস আছে।" যুদ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বিপুলতর সংখ্যায় নতুন নতুন গোলন্দাজ, ট্যাঙ্ক, বিমান ও অন্যান্য ইউনিট গঠন করা সম্ভবপর হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে সোভিয়েত কম্যাণ্ড গোলন্দাজ আক্রমণকারী কোর গঠন করতে শুরু করেছিল। তার প্রত্যেকটি ৭১২ টি রণক্ষেত্রের কামান ও মর্টার এবং ৮৬৪টি রকেট উৎক্ষেপকে সজ্জিত ছিল। ১৯৪৩ সালে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোরগুলির জন্য ত্রিশটি স্বাধীন ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী গোলন্দাজ ব্যাটেলিয়ন তৈরির জন্য ব্যবস্থা নিল। জুন মাসে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তির জন্য দশটি স্বাধীন ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী ব্রিগেড গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, প্রথমে প্রত্যেকটিতে ৬০ টি ও পরে ৭২ টি কামান নিয়ে। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকাল নাগাদ এরকম কুড়িটি ব্রিগেড হয়েছিল এবং সেগুলির বেশির ভাগই কুরস্ক বালজের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। শত্রুর প্যানৎসারগুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই ব্রিগেডগুলি এক প্রবল শক্তি হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের শুরুতে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত গোলন্দাজদের মোট পাঁচটি গোলন্দাজ আক্রমণকারী কোর, ৭৫ টি গোলন্দাজ, বিমান-প্রতিরোধী গোলন্দাজ ও রকেট ডিভিশন এবং ৪৭ টি স্বাধীন ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী মর্টার ও রকেট ব্রিগেড ছিল।

আগে, ১৯৪৩ সালের জানুয়ারিতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে সমান শক্তিসম্পন্ন

সম্পূর্ণ নতুন ট্যাঙ্ক সেনাবাহিনী তৈরি করা হবে। গ্রীষ্মকালের মধ্যে সেই রকম পাঁচটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল (প্রত্যেকটিতে ৬০০-৭০০ ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংক্রিয় কামান ছিল।) তাছাড়াও চারটি নতুন ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোর, ১০টি ভারী ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট এবং কতকগুলি এঞ্জিনিয়ার-ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট তৈরি হয়েছিল। গ্রীষ্মকালীন অভিযানের শুরু নাগাদ জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তির সাতটি ট্যাঙ্ক ও চারটি যন্ত্রসজ্জিত কোর ছিল।

নতুন বিমান ইউনিটও তৈরি হচ্ছিল। ১৯৪৩ সালের জুলাই পর্যন্ত জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তির জন্য ২২ টি বিমান কোর গঠিত হয়েছিল এবং কুরস্কের লড়াইতে রণাঙ্গনগুলির বিমানবাহিনীগুলিকে বাড়তি শক্তিযোগানর জন্য জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স কর্তৃক এগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল।

গোলাবারুদ, জ্বালানি, খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর বড় মজুত গড়ে তোলা হয়েছিল। কুরস্কের লড়াইতে অংশ গ্রহণকারী রণাঙ্গনগুলি জুলাই ও আগস্টে ২৬,৬১৯,০০০ কামান ও মর্টারের গোলা পেয়েছিল এবং খরচ করেছিল ৪২,১০৫,০০০ অথবা প্রায় ১৫,৫০০,০০০ বেশি। এই বেশিটা এসেছিল লড়াইয়ের আগের তৈরি মজুত থেকে, আর লড়াইয়ের সফল নিষ্পত্তিতে এরও একটা ভূমিকা ছিল।

সংরক্ষিত জনবলের প্রশিক্ষণ ছিল কমিউনিস্ট পার্টির নিরন্তর নিয়ন্ত্রণে। অঙ্গ প্রজাতন্ত্রগুলির পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিগুলির এবং আঞ্চলিক, শহরের ও জেলার পার্টিকমিটিগুলির আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সর্বজনিক সামরিক প্রশিক্ষণ সব সময়ে অন্তর্ভুক্ত থাকত। কাজ করতে করতেই লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত জনগণ সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। সংরক্ষিত রেজিমেন্টগুলি দিয়ে শূন্যস্থান পূরণের স্রোত রণাঙ্গনগুলি অভিমুখে অন্তহীনভাবে চলত। ১৯৪৩ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৫ই জুলাইয়ের মধ্যে সংরক্ষিত ইউনিটগুলি সম্মুখ রণক্ষেত্রে ২,৮৫৭, ৫০০ সৈন্য পাঠিয়েছিল।

১৯৪৩ সালের মে-জুনে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটির চলাচল ও সরবরাহ ইউনিট ও প্রতিষ্ঠানগুলির এবং প্রশাসনিক কর্মীদের মঞ্জুরিকৃত সংখ্যা কমানর সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সিদ্ধান্তের ফলে বছরের শেষ পর্যন্ত প্রায় ১৩ লক্ষ লোককে ছাড়া সম্ভব হয়েছিল ও পরে তাদের আবার সরাসরি যুদ্ধরত ইউনিটগুলিকে মদত দেওয়ার জন্য পাঠান হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের প্রথম ছয়

মাসে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তিতে ৬ লাখের বেশি লোক বেড়েছিল। ১লা মার্চ থেকে ১লা এপ্রিলের মধ্যে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তিতে ফিল্ড আর্মির সংখ্যা ৪ থেকে বেড়ে ৮ হয়েছিল।

সেনাপতিত্ব সংক্রান্ত, রাজনৈতিক ও কৃৎকৌশলগত সংরক্ষিত শক্তিও গড়ে তোলা হয়েছিল। ১৯৪২ সালের শুরু থেকে ১৯৪৩ সালের শুরুর মধ্যে নানা ধরনের স্বল্প-মেয়াদী প্রশিক্ষণ, পুনঃ প্রশিক্ষণ ও অগ্রসর শিক্ষার আয়োজন তিনগুণ বেড়েছিল, ১০৬ থেকে বেড়ে ৩১৯ হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে সোভিয়েত পদাতিক, গোলন্দাজ, সাঁজোয়া, এঞ্জিনিয়ার ও বিমান স্কুলগুলি ১৬০,০০০-এর বেশি জুনিয়ার অফিসারকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। এ ছাড়া ১০০,০০০-এর বেশি জুনিয়ার অফিসার সেনাবাহিনীতে এসেছিল জুনিয়ার অফিসার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মারফৎ। প্রাইভেট ও অন্যান্য নন কমিশনড পদের যে সব ব্যক্তিরা লড়াইয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছিল তাদেরও ব্যাপকভাবে বিভিন্ন স্তরে সেনাপতি পদে উন্নীত করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪৩ সালের প্রথম চারমাসে ১০,০০০ প্রাইভেট ও অন্যান্য নন-কমিশনড পদস্থ, যারা লড়াইয়ে দক্ষতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল, তাদের অফিসারের পদে উন্নীত করা হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি কম্পানি ও ব্যাটারির রাজনৈতিক কাজের জন্য ডেপুটি কম্যাণ্ডারের পদ তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করল। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন স্তরে সেনাপতির পদে নতুন নতুন লোক যোগানর ব্যাপারে এই সিদ্ধান্তটি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। কুরস্কের লড়াইয়ের আগে ১৩০,০০০ রাজনৈতিক কর্মীকে সেনাপতিত্বের কাজে দেওয়া গিয়েছিল।

কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের প্রচেষ্টার কল্যাণে তার ফলে সেনাবাহিনীর সেনাপতিত্বের, রাজনৈতিক কাজের ও কৃৎকৌশলগত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল সংখ্যক কর্মীর চাহিদা পুরোপুরি মেটান গিয়েছিল। উপরন্তু রণাঙ্গনগুলিতে বিভিন্ন বিভাগীয় বাহিনীর লক্ষ লক্ষ অফিসার সংরক্ষিত শক্তিতে ছিল।

যুদ্ধের কোনও বিশেষ সময়কার সামরিক, রাজনৈতিক ও রণনৈতিক কর্তব্য নির্ধারণ করতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি অবধারিতভাবে "নিয়ামক মুহূর্তে নিয়ামক বিন্দুতে শক্তির সুবিপুল প্রাধান্য"-র প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত লেনিনের থিসিস থেকে অগ্রসর হত। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে সেই "নিয়ামক বিন্দু"টি ছিল

সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের দক্ষিণ পক্ষ। সেই সময়ে সেইখানেই আমাদের জনবল ও বৈষয়িক সঙ্গতির অধিকাংশকে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল। সেই গ্রীষ্মে যুদ্ধরত ১৩টি রণাঙ্গনের মধ্যে পাঁচটিকে নিয়োগ করা হয়েছিল এই চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটিতে। এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যবর্তী সময়ে এই রণাঙ্গনগুলি-শূন্যস্থান পূরণের জন্য প্রেরিত সৈন্য সংখ্যার ৫৭ শতাংশ, মোট প্রেরিত সাব মেশিনগানের ৫৮ শতাংশ এবং মর্টারের (৮০ ও ১২০ মি. মি.) ৭৩ শতাংশ, ৭৬ মি. মি. অথবা বৃহত্তর ব্যাসের কামানের ৫২ শতাংশ, ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী কামানের (৪৫ থেকে ৫৭ মি. মি.) ৫১ শতাংশ পেয়েছিল। গ্রীষ্মকালীন অভিযানের শুরুতে এই রণাঙ্গনগুলির হাতে সমগ্র রণক্ষেত্রে নিয়োজিত সকল বাহিনীর ট্যাঙ্কের ৬৩ শতাংশের বেশি ছিল। ফিল্ড আর্মিগুলির প্রায় ৪০ শতাংশকে ও সমস্ত ট্যাঙ্ক আর্মিগুলিকে কুরস্ক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল। ভরোনেঝ ও সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের আর্মিগুলি সৈন্যবল, কামান, ট্যাঙ্ক ও বিমানে শত্রুদের উপর প্রাধান্যের অধিকারী ছিল।

প্রয়োজনীয় বৈষয়িক ও রণকৌশলগত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ছাড়াও আগামী লড়াইয়ের জন্য যথোপযুক্ত রাজনৈতিক ভিত্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেও পার্টি পদক্ষেপ নিয়েছিল। সশস্ত্র সংগ্রামের বিধানগুলি কেবল সামরিক বিবর্তনের দ্বারা পূর্ব-নির্ধারিত হয় না। যে কোনও সেনাবাহিনীর সমর-দক্ষতা বহুল পরিমাণে তার সৈন্যদের চেতনা, মনোবল ও কুশলতার স্তরের উপর নির্ভর করে। সশস্ত্র সংগ্রামে মনোবলের নিয়ামক গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে লেনিন লিখেছিলেন: "চূড়ান্ত বিশ্লেষণে যুদ্ধে জয়লাভ নির্ভর করে রণক্ষেত্রে যারা নিজেদের রক্ত ঝরাবে সেই লোকেদের উদ্দীপক মনোবলের উপর।" মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সমগ্রকালে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সৈন্যদের মধ্যে রাজনৈতিক কাজের সংগঠন ও উন্নয়নের প্রতি অবিশ্রান্ত মনোযোগ দিয়েছিল। সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের সমর দক্ষতা বাড়ানর উদ্দেশ্যে পার্টির ক্রিয়াকলাপের অন্যতম উপাদান হিসাবে একে গণ্য করা হত। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে, যখন আমাদের সেনাবাহিনী নাৎসী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে বড় লড়াইয়ের প্রস্তুতি করছিল, তখন পার্টি সেনাবাহিনীগুলির পার্টি ও কমসোমল সংগঠনগুলির ভূমিকা বাড়ানর, সাধারণ কর্মীদের উপর তাদের প্রভাব বৃদ্ধির এবং কম্যাণ্ডারদের সাহায্য করার তাদের ভূমিকাকে আরও কার্যকর ও উদ্দেশ্যমূলক করার জন্য

ব্যবস্থা নিয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে নিয়েই ১৯৪৩ সালের ২৪শে মে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টি ও কমসোমল সংগঠনগুলির পুনর্গঠন এবং রণাঙ্গন আর্মি ও ডিভিশনের সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা বৃদ্ধি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

পার্টি ও কমসোমল সংগঠনের পুরাণো কাঠামোগুলি নতুন কর্তব্য ও পরিস্থিতির উপযোগী ছিল না। একটি রেজিমেন্টের একটি পার্টি সংগঠন ছিল এবং ২৫টি কম্পানি, ব্যাটারি ও অন্যান্য অনুরূপ পার্টি সংগঠনে প্রায়ই ৩০০ পর্যন্ত পূর্ণ ও প্রার্থী সভ্য অন্তর্ভুক্ত থাকত। রেজিমেন্টাল পার্টি ব্যুরোর পক্ষে এত বেশি সংখ্যক কমিউনিস্টদের কাজকর্ম পরিচালনা করা, বিশেষত, আক্রমণাত্মক অভিযানের সময়ে, কঠিন হত। পার্টি ও কমসোমল সংগঠন-গুলির সম্পাদক নির্বাচনের নীতিও যুদ্ধের পরিস্থিতির উপযুক্ত ছিল না।

১৯৪৩ সালের ২৪শে মের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যাটেলিয়ন ও সমস্তরের অন্যান্য ইউনিটগুলিতে প্রাথমিক পার্টি ও কমসোমল গঠন করার কথা হল। রেজি-মেন্টাল পার্টি ব্যুরোকে পার্টি কমিটির ক্ষমতা দেওয়া হল। সেই সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হল যাতে কম্পানি, ব্যাটেলিয়ন ও রেজিমেন্টাল পার্টি সংগঠক নিয়োগ করা হল। ওই বছরেরই ৩রা জুন কেন্দ্রীয় কমিটি এক সিদ্ধান্ত করে ডিভিশনাল রাজনৈতিক বিভাগগুলিকে অগ্রসর অবস্থানের ইউনিটগুলির প্রাথমিক পার্টি সংগঠনগুলির ব্যুরো সভ্যদের নিয়োগ করার নির্দেশ দিল, কমিউনিস্টদের সভা করে তাদের নির্বাচন করার বদলে এই পদ্ধতির পত্তন হল।

পুনর্গঠনের ফলে সোভিয়েত সেনাবাহিনীতে প্রাথমিক পার্টি সংগঠনের সংখ্যা জুনের শেষের মধ্যে ৪০,০০০-এর জায়গায় ৬০,০০০ হল। ৪ লাখের উপর পার্টি ও কমসোমল কর্মীদের পার্টি ও কমসোমলের নেতৃস্থানীয় পদে উন্নীত করা হল। অনেক রণাঙ্গনে ব্যাটেলিয়ন ও সমস্তরকম অপরাপর ইউনিটে প্রাথমিক পার্টি সংগঠনের সংখ্যা ৫০ শতাংশের বেশি বাড়ল। নীচের অঙ্কগুলি থেকে তা বোঝা যাবে[১]।

১ পার্টি সংগঠনের বৃদ্ধি ও সংখ্যা সম্পর্কে রণাঙ্গনগুলির সংখ্যাতত্ত্বগত রিপোর্টের ভিত্তিতে লেখকের কষা হিসাব। এই তালিকার মধ্যে স্তেপি রণাঙ্গনের হিসাব নেই। এই রণাঙ্গন ৪৩-এর জুলাইতে তৈরি হয়েছিল।

রণাঙ্গন	১৯৪৩, ১লা জুন	১৯৪৩, ১লা জুলাই
ভরোনেঝ	২,০৬৩	৩,৩০
সেণ্ট্রাল	২,২০৪	৩,৮১৬
ব্রিয়ানস্ক	১,২৯৩	২,৩২০
ওয়েস্টার্ন	২,৯৪১	৫,১৬৬

কেন্দ্রীয় কমিটির ওই একই সিদ্ধান্তে রণাঙ্গনের সংবাদপত্রগুলির কাজকর্মের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাও সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। মেইন পলিটিক্যাল অ্যাড-মিনিস্ট্রেশন, অর্থাৎ প্রধান রাজনৈতিক প্রশাসনকে এতে বাধ্যতামূলক নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল "রণাঙ্গন, আর্মি ও ডিভিশনাল সংবাদপত্রগুলিকে শক্তিশালী ও উন্নত করতে এবং লাল ফৌজের লোকেদের রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষায় সর্বপ্রকার সম্ভাব্য উপায়ে প্রবর্ধিত ভূমিকা নিতে।" ১৯৪৩ সালে সোভিয়েত সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীতে ১৫০-র বেশি সংবাদপত্র নতুন বের করা হয়েছিল। সে বছরের জুলাইতে সেনা ও নৌবাহিনীর সংবাদপত্রগুলির মোট দৈনিক প্রচার সংখ্যা ১৬ লক্ষ ২৪ হাজারে দাঁড়িয়েছিল।

পার্টি ও কমসোমল সংগঠনগুলির পুনর্গঠন ইউনিটগুলিতে রাজনৈতিক কাজকে বহুল পরিমাণে আরও সজীব করে তুলেছিল, সোভিয়েত সেনাদের লড়াইয়ের দক্ষতা ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং সশস্ত্র ফৌজের মধ্যে পার্টির প্রভাব আরও শক্তিশালী করেছিল। পার্টি সদস্যের বৃদ্ধিতে এ সবচেয়ে উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের পার্টি সংগঠনগুলি ১,৩৭২,৪৬৮ জনকে প্রার্থী সভ্য হিসাবে ও ৮০৩,১৬৭ জনকে পূর্ণ সভ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিল। যুদ্ধের সব কটি বছরের মধ্যে এইবারই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোক পার্টিতে যোগ দিয়েছিল।

সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজকে কমিউনিস্ট পার্টি ক্রমাগত সর্বতোমুখী সাহায্য দিয়েছিল। জনগণের মধ্যে পার্টির সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কাজ সম্পূর্ণভাবে এই উদ্দেশ্যেই করা হচ্ছিল। রণাঙ্গন ও পশ্চাদভাগের ঐক্য শক্তিশালী করার

জন্য, রণাঙ্গনকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করার জন্য পার্টির প্রত্যেকটি আবেদনে আমাদের জনগণ সোৎসাহে সাড়া দিয়েছিল।

সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের সঙ্গে জনগণের সহায়তা বহু বিচিত্ররূপে আসত। ১৯৪৩ সালে বিশেষত সে বছরের প্রথমার্ধে অস্ত্রশস্ত্রের জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এক ব্যাপক দেশপ্রেমিক আন্দোলন হয়েছিল। চার মাসেরও কম সময়ের মধ্যে (১৯৪২ সালের ৯ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত) সোভিয়েত শ্রমিক, যৌথখামারী, সশস্ত্র ফৌজের লোকেরা ও গেরিলা যোদ্ধারা সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের তহবিলে ৭০০ কোটি রুবলেরও বেশি দান করেছিল এবং তাছাড়াও দিয়েছিল বহু মূল্যবান বস্তু, খাদ্যসামগ্রী ইত্যাদি। সোভিয়েত জনগণের অর্থ ট্যাঙ্ক, যুদ্ধ বিমান, কামানের ব্যাটারি নির্মাণে ব্যয়িত হয়েছিল।

সোভিয়েত জনগণের সুগভীর দেশপ্রেম উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল স্বেচ্ছাসেবক ইউনিট তৈরির আন্দোলনে। ১৯৪৩ সালের বসন্তকালে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমতি নিয়ে স্ভার্দ্রলভস্ক, চেলিয়াবিনস্ক ও পেরম অঞ্চলের শ্রমিকেরা উরালস স্পেশাল ভলান্টিয়ার ট্যাঙ্ক কোর গঠন করতে শুরু করেছিল। ট্যাঙ্ক, অস্ত্রশস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম ও ইউনিফর্ম সব পরিকল্পিত উৎপাদনের অতিরিক্ত হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল আর তার খরচ দিয়েছিল শ্রমিকেরা নিজেরা। এই কোরটি সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল শ্রমিক, যৌথখামারী ও বুদ্ধিজীবীরা। বহু লোক এতে যোগ দিতে চেয়েছিল। কেবল চেলিয়াবিনস্কের পার্টির শহর ও জেলা কমিটিই ৪১,৫১৭টি দরখাস্ত পেয়েছিল। এর মধ্যে থেকে ২,৯২৭ জনকে বাছা হয়েছিল ও কোরে ভর্তি করা হয়েছিল এবং তার মধ্যে ৪৪·২ শতাংশ ছিল কমিউনিস্ট পার্টি ও কমসোমলের সদস্য। ১৯৪৩ সালের ১৯শে মে কোরটীকে জেনারেল এ. জি. রোটিনের সেনাপতিত্বে রণাঙ্গনে পাঠান হয়েছিল এবং কুরস্ক বালজে এরা বীরত্বের সঙ্গে লড়েছিল।

সাইবেরিয়ান স্পেশাল ইনফ্যান্ট্রি কোর গঠনের জন্য নোভোসিবিরস্ক, ওমস্ক এবং কেমিরোভো অঞ্চলে ও ক্রাসনোয়ারস্ক টেরিটরিতে এবং একটি কসাক স্বেচ্ছাসেবক ডিভিশন গঠনের জন্য কুবানে আন্দোলন শুরু করা হয়েছিল। এই সমস্ত ইউনিটই তৈরি হয়েছিল স্থানীয় পার্টি সংগঠনের পরিচালনায় এবং

সেগুলির অফিসার ও সৈন্যরা নাৎসী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিপুল দক্ষতা ও শৌর্যের পরিচয় দিয়েছিল।

সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের কাছে বড় একটি নৈতিক সাহায্য ছিল স্বদেশবাসীর কাছ থেকে তারা যে সব যৌথভাবে লিখিত চিঠি পেত সেইগুলি। ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারি থেকে আগস্টে বিশেষ করে এমনি বহু চিঠি এসেছিল—কাজাখস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিয়া, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান এবং তাতার, দাঘেস্তান, বুরিয়াত-মোঙ্গোলিয়ান, চুভাস, মারি ও বাশকির স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলি থেকে। এর প্রত্যেকটি চিঠি দেশের দূরতম প্রান্তে পর্যন্ত ব্যাপকভাবে আলোচিত হত। এগুলিতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, যৌথখামারী ও বুদ্ধিজীবীদের স্বাক্ষর থাকত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত মানুষ ও সম্মুখ রণাঙ্গনের সমস্ত সৈন্য এগুলি পড়ত। এই অপূর্ব চিঠিগুলিতে জনগণ তাদের ঘৃণ্য শত্রুর বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে ও নির্ভীকভাবে লড়াই করার জন্য আহ্বান জানাত। আজারবাইজানের জনগণ আজারবাইজানীয় সৈন্যদের লিখেছিল "নির্ভীকতা ও সাহস, শপথের প্রতি আনুগত্য, দেশের জন্য নিজের রক্ত ও জীবন দান চিরকাল আমাদের জনগণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আমরা বহুকাল ধরে জেনেছি বীরের মত মৃত্যুবরণ হল চিরকালের জন্য বেচে থাকা।"

এই সব অনুজ্ঞা থেকে সোভিয়েত সৈন্যরা নাৎসী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শক্তি ও প্রেরণা আহরণ করত; এই সমস্ত অনুজ্ঞা তাদের জয়লাভ সম্বন্ধে বিশ্বাস বাড়িয়ে দিত।

এই সমস্ত দলিলগুলির যে বিরাট শিক্ষামূলক তাৎপর্য ছিল তা সম্মুখ রণাঙ্গনস্থ সৈন্যদের কাছ থেকে আঞ্চলিক, শহর ও জেলা পার্টি কমিটিগুলির কাছে ও প্রজাতন্ত্রগুলির সংবাদপত্রগুলির কাছে আসা হাজার হাজার চিঠি থেকে বোঝা যেত। উদাহরণস্বরূপ, কাজাখস্তানে গঠিত ও কুরস্ক বালজের লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী ৭৩তম গার্ডস ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের কমসোমল অফিসার ও সৈন্যরা কাজাখস্তানের কমসোমল সদস্য ও অন্যসব তরুণদের কাছে ১৯৪৩ সালের ৩০শে জুলাই তারিখের চিঠিতে লিখেছিল: "আমরা তোমাদের অনুজ্ঞা পালন করেছি, আমরা নাৎসীদের উপর প্রতিহিংসা নিয়েছি প্রতিটি রক্তবিন্দুর জন্য, জার্মান দখলকারীদের দ্বারা অত্যাচারিত সোভিয়েত জনগণের প্রতি বিন্দু

অশ্রুর জন্য, মায়ের বুকে বেয়নেট বিদ্ধ প্রতিটি শিশুর জন্য। কাজাখ জনগণের দ্বারা লালিত সৈন্যদের জন্য আমরা গর্বিত, জার্মান দস্যুদের বিরুদ্ধে লড়াইতে তারা নিজেদের গৌরবমণ্ডিত করেছে।"

সোভিয়েত সৈন্যদের সমরদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক গৃহীত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা ছিল সৈন্যদের পরিবারগুলিকে সাহায্য করায় প্রশাসনিক সংস্থা ও স্থানীয় পার্টি সংস্থাগুলির কাজকে উন্নত করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত। সৈন্যদের পরিবারগুলিকে বৈষয়িক চাহিদা মেটানর জন্য সোভিয়েত জনগণের প্রচেষ্টার বিপুল রাজনৈতিক গুরুত্বের উপর এই সিদ্ধান্তে জোর দেওয়া হয়েছিল। সৈন্যদের পরিবারগুলিকে রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল এবং তাদের সর্বপ্রকার সম্ভাব্য সাহায্য দেওয়া হচ্ছিল। তাদের বাসস্থান, জ্বালানি, পেনশন, ভাতা ও খাদ্য ইত্যাদির যোগান দেওয়া হচ্ছিল। এই বিষয়ে পার্টি ও সরকারের কাজের পরিসরের একটা ধারণা নিম্নোক্ত অঙ্কগুলি থেকে পাওয়া যেতে পারে। ১৯৪৩ সালের ১লা জানুয়ারির মধ্যে কাজাখ প্রজাতন্ত্রের সামাজিক বীমা সংস্থাগুলি সৈন্যদের পরিবারের ভাতার জন্য ৪৭১,০০০ দরখাস্ত পরীক্ষা করেছিল এবং ৩৮০,০০০ পরিবারের দরখাস্ত মঞ্জুর করেছিল। রাশিয়ান ফেডারেশনে রণাঙ্গনের সৈন্যদের পরিবারগুলি ১৪০,৮০০ টন খাদ্যদ্রব্য, ১৫ লক্ষ জোড়া জুতো ও আরও অনেক জিনিস পেয়েছিল। সৈন্যদের পরিবারগুলিকে সারা দেশ মনোযোগ ও সান্ত্বনা দিয়ে ঘিরে রেখেছিল। আর এতে করে সৈন্যদের মনোবল বেড়েছিল। স্থানীয় পার্টি ও প্রশাসনিক সংস্থাগুলির কাছে চিঠিতে অফিসার ও সৈন্যরা তাদের পরিবারগুলিকে সাহায্য দেওয়ার জন্য প্রীতিপূর্ণ ধন্যবাদ জানাত।

পশ্চাদভাগ ও রণাঙ্গনের মধ্যে নৈতিক ঐক্য দিনে দিনে আরও শক্তিশালী হচ্ছিল। এরই মধ্যে নিহিত ছিল সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের অপরাজেয়তার, কুরস্ক বালজের লড়াইয়ে তাদের অসামান্য সাফল্যের কারণ।

কুরস্ক বালজে ঘোর যুদ্ধ চলেছিল ৫০ দিন ধরে, আর প্রতিটি দিনের লড়াইতে সোভিয়েত সৈন্যদের বহু রক্ত ঢালতে হয়েছিল, সোভিয়েত জনগণকে পশ্চাদভাগে অবিশ্রান্ত প্রয়াস করতে হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টিকে ঘিরে সুদৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ সমগ্র সোভিয়েত জনগণ অভূতপূর্ব কঠোরতা নিয়ে লড়াই করেছিল। যুদ্ধ নিয়ামক পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল।

প্রথম শ্রেণীর অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত, সমাজতান্ত্রিক স্বদেশের প্রতি একান্ত অনুগত এবং আক্রমণকারীর প্রতি ঘৃণায় পরিপূর্ণ সোভিয়েত জনগণ তাদের জন্য নির্ধারিত কর্তব্য পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। রণক্ষেত্রে ব্যাপক বীরত্ব দেখা গিয়েছিল। লড়াইয়ে দক্ষতা, শৌর্য ও সাহস দেখিয়েছিল শত শত ও সহস্র সহস্র সোভিয়েত সৈনিক। আর, বরাবরের মত কমিউনিস্টরাই ছিল পুরোভাগে, লড়াইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে। পার্টির সদস্যদের একটা বিরাট অংশ ছিল রণক্ষেত্রে। যুদ্ধের সমগ্রকালে কেন্দ্রীয় কমিটি কমিউনিস্টদের এমনভাবে ছড়িয়ে রেখেছিল যাতে যুদ্ধের সমস্ত নিয়ামক খণ্ডগুলিতে যথেষ্ট সংখ্যায় কমিউনিস্টরা থাকে। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালীন অভিযানের সময়ে সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজে কমিউনিস্টদের সংখ্যা ছিল ১,৮১৮,৩৮৫ অর্থাৎ মোট সংখ্যার অর্ধেক। প্রায় ১,৪২৪,০০০ পার্টি সদস্য ও প্রার্থী সদস্য, অর্থাৎ ৮৩ শতাংশেরও বেশি ছিল রণক্ষেত্রের আর্মিগুলিতে। ওয়েস্টার্ন, ব্রিয়ানস্ক, সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের পার্টি সংগঠনগুলিতে মোট ৬০০,০০০ সদস্য ও প্রার্থী সদস্য ছিল, অর্থাৎ মোট ১৩টি রণাঙ্গনের কমিউনিস্টদের ৪২ শতাংশ ছিল এই রণাঙ্গনগুলিতে।[১] কমিউনিস্টদের এই বিশাল বাহিনী লড়াইয়ে নিযুক্ত সৈন্যদের দৃঢ়সংবদ্ধ করেছিল ও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে ঘিরে তাদের সমবেত করেছিল। যদিও একেবারে ঘোর লড়াইয়ের মধ্যে থাকার দরুন কমিউনিস্টদের অত্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, তবু তাদের সংখ্যা কমে যাওয়া সৈন্যদের মধ্যে তাদের প্রভাবকে কমায়নি, বরঞ্চ তা ক্রমাগত প্রবল হয়েছিল। মৃতদের স্থান নিয়েছিল লক্ষ লক্ষ অন্যান্য সৈন্য, যারা নাৎসীদের বিরুদ্ধে বীরের মত লড়েছিল। দু'মাসের (জুলাই, আগস্ট) লড়াইতে ভরোনেঝ, স্তেপি, সেন্ট্রাল, ব্রিয়ানস্ক ও ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের পার্টি সংগঠনগুলি বহু পার্টি সদস্য হারিয়েছিল, কিন্তু ওই একই সময়ে তারা প্রায়, ১১৫,০০০ জনকে পার্টিতে এনেছিল। কাজেই নাৎসী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তিক্ত সংগ্রামে লেনিনবাদী পার্টি সংখ্যায় ও শক্তিতে ক্রমাগত বেড়েছিল।

সেই দিনগুলি পশ্চাদভাগেও সোভিয়েত জনগণের পক্ষে কঠোরই ছিল। তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল কুরস্ক বালজের উপর। কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের কাছে কুরস্কের লড়াইয়ের উদ্দেশ্য এবং যুদ্ধের ফলাফলের পক্ষে

১ রণাঙ্গনগুলির রিপোর্টের ভিত্তিতে লেখকের কষা হিসাব।

তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য ক্রমাগত ব্যাখ্যা করে চলেছিল এবং নাৎসী দস্যুদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের অতি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজকে সাহায্য করার জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে বহুগুণে বাড়ানোর জন্য তাদের অনুপ্রেরিত করছিল। কারখানায় ও মিলে, খনিতে, রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারে-সর্বত্র পার্টি সংগঠনগুলি শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্য জনগণের প্রয়াসকে সমবেত করেছিল।

"রণাঙ্গনের জন্য সবকিছু, জয়লাভের জন্য সব কিছু"—এই দেশপ্রেমিক আন্দোলন সারা দেশ জুড়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৭ই জুলাইতে, কুরস্কের লড়াইয়ের একেবারে তুঙ্গে মস্কোর কিরভ ডায়নামো কারখানার শ্রমিকদের এক সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টান্ত অনুসরণের আন্দোলন শুরু করেছিল। এই উদ্যোগে সমর্থন দিয়েছিল সমস্ত সোভিয়েত শ্রমিক, যৌথ খামারী ও বুদ্ধিজীবী। কারখানাগুলি প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল বছরের শেষ চতুর্থাংশের ও সমগ্র ১৯৪৩ সালের পরিকল্পনা পূরণ করতে। যৌথখামারীরা চেষ্টা করেছিল ফসল কাটা সাফল্যের সঙ্গে সমাধা করতে এবং নির্ধারিত সময়ের আগেই খাদ্যশস্য ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী তুলে ফেলতে। সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের এমন এক পশ্চাদভাগ ছিল যার উপর তারা সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারত। কমিউনিস্ট পার্টি রণক্ষেত্র এবং পশ্চাদ-ভাগের প্রয়াসকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং একটি মাত্র উদ্দেশ্য সাধনের দিকে তাকে পরিচালিত করেছিল—সে উদ্দেশ্য হল শত্রুকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করা।

কুরস্ক বালজে সোভিয়েত জনগণ ও তাদের সশস্ত্র ফৌজের দ্বারা অর্জিত বিজয়ে নিয়ামক উপাদান ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সুবিশাল সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কাজ।



কর্ণেল জেনারেল

কনস্তানতিন ক্রাইন্যুকভ*

রাজনৈতিক কাজ

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের কঠোর পরীক্ষা প্রত্যয়জনকভাবে প্রমাণ করেছে যে সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধিতে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের শক্তিকে অনেক গুণ বাড়ানতে রাজনৈতিক কাজ এক পরাক্রান্ত অস্ত্র। কুরস্কের লড়াইয়ে রাজনৈতিক কাজের ভিতর দিয়ে একথা উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে।

ততদিনে সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। দুই বছরের যুদ্ধে তারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল এবং ক্রমশ তারা বেশি বেশি করে অস্ত্রশস্ত্র পাচ্ছিল। সৈন্যদের মনোবল উচ্চ থেকে উচ্চতর হচ্ছিল। মস্কো ও স্তালিনগ্রাদের বিজয়, লেনিনগ্রাদ, সেবাস্তোপোল ও ওদেসা রক্ষাকারীদের অমর সমর-কীর্তি—এই সব এবং রণাঙ্গনে ও পশ্চাদভাগে অপরাপর সাফল্য বিজয়ে আস্থা বাড়িয়ে ছিল, নাৎসী শক্তিদের অবধারিত ও সম্পূর্ণ বিপর্যয়ে বিশ্বাস বাড়িয়েছিল।

রাজনৈতিক কাজেও অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল। এর আধেয় আরও উদ্দেশ্যময় হয়েছিল, রূপও আরও বৈচিত্র্যময় হয়েছিল। রাজনৈতিক যন্ত্রের কাঠামো আরও সমন্বিত হয়েছিল এবং আমাদের সশস্ত্র ফৌজের কাঠামোর ও তাদের লক্ষ্যের সঙ্গেও সম্পূর্ণ সঙ্গতিপন্ন হয়েছিল।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালীন অভিযানের প্রস্তুতির সময়ে এবং কুরস্কের লড়াইতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সমস্ত সোভিয়েত সৈন্যের কাছে দাবি করেছিল

* কর্ণেল জেনারেল ক্রাইন্যুকভ কুরস্কের লড়াইতে ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ৪০ তম আর্মির সামরিক কাউন্সিল সদস্য ছিলেন।

শীতকালে অর্জিত সাফল্যকে আরও সংহত করতে হবে ও তার আরও সদ্ব্যবহার করতে হবে, পুনরধিকৃত ভূখণ্ডের এক ইঞ্চিও ছাড়া চলবেনা, যুদ্ধের স্রোতকে ঘোরানর জন্য শত্রুর সকল প্রয়াসকে ব্যর্থ করতে হবে এবং নাৎসীদের কবলে পতিত লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত জনগণকে মুক্ত করতে হবে।

কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত সৈন্যদের মধ্যে শত্রুদের প্রতি তীব্র ঘৃণা জাগানর ক্রিয়াকলাপকে বাড়িয়ে তুলেছিল, যুদ্ধ জয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায় বলে একে মনে করেছিল। কম্যাণ্ডার ও রাজনৈতিক কর্মীদের কাজকর্মের আধেয় ও রূপ নির্ধারিত হচ্ছিল পার্টির "চল পশ্চিমে" রণধ্বনির দ্বারা।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সুপ্রীম কম্যাণ্ড কুরস্ক বালজের লড়াইতে যে নির্দিষ্ট রূপ ও পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে তা নিধারিত করে দিয়েছিল সে হল : আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে শত্রুকে দুর্বল করে ফেল, তারপর প্রতি-আক্রমণে যাও। সমস্ত রাজনৈতিক কাজের এই ছিল অন্তর্নিহিত ধারণা। এ প্রধানত নির্দেশিত ছিল শক্তিশালী, স্তরে স্তরে বিন্যস্ত ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা সংগঠিত করার দিকে। সশস্ত্র ফৌজের কমিউনিস্টরা তাদের কাজকর্মে "শেষ লোকটি পর্যন্ত প্রতিরক্ষা" ও "এক পাও পিছু হটা নয়" এই রণধ্বনির দ্বারা পরিচালিত হত।

গ্রীষ্মকালীন লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সেনা ও নৌ-বাহিনীতে পার্টি সংগঠনগুলির ভূমিকা ও প্রভাব বৃদ্ধির জন্য অনেকগুলি বড় রকমের সাংগঠনিক ব্যবস্থা চালু করেছিল।

১৯৪৩ সালের ২৭শে মে কেন্দ্রীয় কমিটি পদাতিক ও গোলন্দাজ ব্যাটেলিয়নগুলিতে এবং কতকগুলি ধরনের রেজিমেন্টাল সাব-ইউনিটে পার্টি সংগঠন চালু করার সিদ্ধান্ত করেছিল। এর ফলে কমিউনিস্টরা সাধারণ সমর্থকদের অনেক কাছাকাছি এসেছিল, কম্যাণ্ডের দেওয়া কর্তব্য সম্পাদনে পার্টি সংগঠনগুলির জঙ্গীভাব বেড়েছিল এবং যে সমস্ত সৈন্যরা কৃতিত্ব দেখিয়েছিল তাদের পার্টিতে আনার প্রক্রিয়া উন্নত হয়েছিল। নীচেকার তথ্যগুলি থেকে পার্টি সংগঠনের পুনর্গঠনের পরিসর বোঝা যাবে : গ্রীষ্মকালীন অভিযানের আগে ১০ দিনের মধ্যে সেন্ট্রাল রণাঙ্গনে ১,৬১২ টি প্রাথমিক সংগঠন তৈরি করা হয়েছিল আর ভরোনেজ রণাঙ্গনে হয়েছিল ১২৪২ টি।

১৯৪৩ সালের ১লা জুলাই পর্যন্ত এই দুই রণাঙ্গনের রাজনৈতিক প্রশাসনের এক একটি প্রাথমিক সংগঠন ২৫ জনের বেশি কমিউনিস্ট নিয়ে তৈরি ছিল।

লড়াই শুরু হওয়ার মধ্যে প্রতিটি পদাতিক কম্পানি ও গোলন্দাজ ব্যাটারিতে ১০,১২ অথবা তার বেশি কমিউনিস্ট ও জঙ্গী কর্মী নিয়ে পুরো দস্তুর পার্টি সংগঠন ও ১৫-২০ জন সদস্য নিয়ে সুদক্ষ কমসোমল সংগঠন তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

কুরস্কের লড়াই যখন শুরু হল তখন ভরোনেঝ রণাঙ্গনে প্রায় ১০০,০০০ কমিউনিস্ট ও ১১৪,০০০-এর বেশি কমসোমল সদস্য ছিল, আর সেন্ট্রাল রণাঙ্গনে ছিল ১২০,০০০ কমিউনিস্ট ও ১৩২,০০০ কমসোমল সদস্য। আর অন্য তিনটি রণাঙ্গনকে (স্তেপি, ব্রিয়ানস্ক ও ওয়েস্টার্ন) যদি ধরি তাহলে দেখব কুরস্কের লড়াইতে অংশ নিয়েছিল যে সৈন্যরা তাদের মধ্যে দশ লক্ষেরও বেশি কমিউনিস্ট ও কমসোমল সদস্য ছিল। এ ছিল সত্যিই একটি প্রবল, দৃঢ়-সংবদ্ধকারী পার্টি শক্তি যা সৈন্যদের সাফল্যের সঙ্গে জয়ের পথে নিয়ে গিয়েছিল।

২৪শে মের সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় কমিটি যুদ্ধরত সৈন্যদের সামরিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষায় রণাঙ্গন, আর্মি ও ডিভিশনগুলির সংবাদপত্রের ভূমিকা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি ব্যবস্থার কথা বলেছিল। সুপরিচিত সোভিয়েত লেখক পিওতর পাভলেঙ্কো লিখেছিলেন যে "সংবাদপত্র সাব-মেশিনগান বা হাতবোমার মতই সমান অপরিহার্য। এ হল আত্মিক খাদ্যের অত্যাবশ্যক বরাদ্দ, সাহসের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার যা ছাড়া যুদ্ধের কঠোর পরীক্ষার মুহূর্তগুলিতে কোনও সোভিয়েত সৈন্য চলতে পারত না।"

সামরিক কাউন্সিল ও রাজনৈতিক সংস্থাগুলি রণাঙ্গন, আর্মি ও ডিভিশনের সংবাদপত্রগুলির কাজ উন্নত করতে পেরেছিল। কুরস্কের লড়াই শুরু হওয়ার মধ্যে সেগুলির সংখ্যাও অনেক বেড়েছিল এবং গুণগতভাবেও উন্নতিলাভ করেছিল। রাজনৈতিক সংস্থাগুলির ও কম্যাণ্ডের হাতে সংবাদপত্র ছিল এক বিরাট সংগঠনা ও শিক্ষাপ্রদ শক্তি। প্রত্যেক রণাঙ্গনে রণাঙ্গনের সংবাদপত্র—যা রুশ ভাষায় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের আরও দুটি কি তিনটি ভাষায় বের হত—তা ছাড়াও চার থেকে সাতটি আর্মির সংবাদপত্র, দশ থেকে বারোটি কোরের সংবাদপত্র এবং ৪৫ থেকে ৫০টি ডিভিশনের অথবা অনুরূপ ইউনিটের সংবাদপত্র ছিল। তাদের মোট দৈনিক প্রচার সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ। এইসব সংবাদপত্র পার্টির ভাব-ভাবনাকে প্রচার করত, তারা ছিল অফিসার ও সৈন্যদের বন্ধু ও পরামর্শদাতা এবং এদেরকে সামরিক ও রাজনৈতিক বিজ্ঞানের এক একটি পাঠ দ্রুত আয়ত্ত করতে সক্ষম করত।

একথা সুবিদিত যে নেতৃত্বের কৌশল নিহিত আছে বহু রকমের উপায়-উপকরণের ভিতর থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যেটি সবচেয়ে কার্যকর সেটিকে বেছে নেওয়ার মধ্যে। কুরস্কের লড়াইয়ের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা সম্বন্ধে একথা ভালভাবে প্রযোজ্য। মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের অন্যান্য লড়াইয়ের মতই কুরস্ক বালজের লড়াইয়েরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। সেগুলি কি রাজনৈতিক সংস্থাগুলি তা বুঝেছিল এবং নিজেদের কাজে তা খেয়াল রেখেছিল।

আমাদের সৈন্যদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযানে নাৎসী কম্যাণ্ড বিরাট সংখ্যক প্যানৎসার জড়ো করেছিল; তার মধ্যে ছিল সর্বাধুনিক মডেলের প্যানৎসার যেমন টাইগার ও প্যান্থার এবং ফার্ডিন্যাণ্ড আক্রমণকারী কামান। অনতিক্রম্য ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরোধ গঠনের ও শত্রুদের ট্যাঙ্কগুলিকে চূর্ণ করতে শেখার জন্য প্রয়োজন ছিল টাইগার ও প্যান্থারের দুর্ভেদ্যতা সম্পর্কে চালু অলীক ধারণাকে দূর করা। আর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করা হয়েছিল এই উদ্দেশ্যসাধনের দিকে লক্ষ্য রেখে। সোভিয়েত সৈন্যদের রণধ্বনিতে বলা হত "ট্যাঙ্ক কোনও সাহসী ও সুকৌশলী সৈন্যকে ঘাবড়াতে পারেনা।" আরও বলা হত যে "যেখানে সাহসী হাতে টাঙ্ক-প্রতিরোধী কামান ও রাইফেল আছে, সেখানে শত্রুর ট্যাঙ্ক জ্বলে যাচ্ছে।" বহু সংখ্যায় প্রকাশিত প্রচারপত্র সৈনিকদের কেবল শত্রু ট্যাঙ্কের সঙ্গে কি ভাবে লড়তে হবে সেই শিক্ষাই দিত না, যে সব বীরেরা শত্রুট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছিল তাদের কথা শোনাত। একটি প্রচারপত্রের শিরোনামা ছিল "সিনিয়র গানার বোগোমোলভ ও গানার কালিনকিন তিনটি টাইগার ধ্বংস করেছিল"। এতে তাঁদের বীর কীর্তি বিবৃত হয়েছিল, এবং তাদের ছবি ও ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি ট্যাঙ্কের ছবি ছাপা হয়েছিল।

আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ছিল শত্রু ট্যাঙ্ক কিভাবে ধ্বংস করতে হয় সে সম্পর্কে রণাঙ্গন ও আর্মিগুলির সামরিক কম্যাণ্ডের বিশেষ নির্দেশাবলী সৈন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করা।

মনস্তত্ত্বগত শিক্ষার আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যাতে কম্যাণ্ডারদের সাহায্য করত রাজনৈতিক বিভাগ, সে হল ট্রেঞ্চ ও ফক্সহোলগুলিতে অবস্থিত পদাতিকদের উপর দিয়ে ট্যাঙ্ক চলে যাওয়ায় অভ্যস্ত করা। গোলন্দাজ ও ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী ইউনিটগুলি যে প্যানৎসার ধ্বংস করছিল তার একটা

প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল (এখানে লক্ষ্যবস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল দখল করা শত্রুট্যাঙ্ক, যার মধ্যে টাইগারও ছিল)।

লড়াইয়ের ঠিক আগে সমস্ত প্রাথমিক পার্টি ও কমসোমল সদস্যরা সভা করত আসন্ন লড়াইয়ে কমিউনিস্ট ও কমসোমল সদস্যদের কি ভাবে ব্যবহার করতে হবে সে সম্বন্ধে নির্দেশাবলী তৈরি করতে। ১৪৮তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের ৬৫৪তম ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের ৮ম ইনফ্যান্ট্রি কম্পানির পার্টি সংগঠনের সভায় গৃহীত প্রস্তাব থেকে এইসব সভার আলোচ্য বিষয়ের আধেয় ও ফলাফল সম্বন্ধে একটা নমুনা পাওয়া যাবে। এতে বলা হয়েছিল "পার্টি সভা সমস্ত কমিউনিস্টদের আবদ্ধ করেছে কথার ভিতর দিয়ে ও ব্যক্তিগতভাবে দৃঢ়তা, অধ্যবসায় ও দক্ষতা দেখানর ভিতর দিয়ে সৈনিক ও কম্যাণ্ডারদের অনুপ্রেরিত করতে ও নির্দেশগুলি পালিত হওয়ার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে, "এক পাও পিছু হটা নয়, শেষ পর্যন্ত টিকে থাক" নির্দেশকে সকল পরিস্থিতিতে কার্যকর করতেই হবে।

রাজনৈতিক কাজকর্মের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল রণাঙ্গনগুলির জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহে পশ্চাদভাগের শ্রমিকরা যে সব সাফল্য অর্জন করেছে সে সম্পর্কে সৈন্যদের অবহিত করা। এই সব সাফল্য সত্যিই বিপুল ছিল। একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে লড়াইয়ের সময়ে কুরস্ক বালজে ৩১৩,০০০ মালগাড়ি ভর্তি সামরিক মালপত্র সরবরাহ করা হয়েছিল।

কম্যাণ্ডার ও রাজনৈতিক কর্মীরা প্রচারপত্রগুলিতে ও রণাঙ্গনের সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত সামরিক কাউন্সিলের আবেদনগুলিকে যুদ্ধরত সৈনিকদের কাছে ব্যাখ্যা করতেন, সমস্ত ইউনিটে সভা করা হত। রণাঙ্গন আর্মি, কোর ও ডিভিশনের কম্যাণ্ডাররা লড়াইয়ে রত সৈন্যদের লাইনগুলিতে পরিক্রমা করতেন ও সৈন্যদের সঙ্গে মন খুলে আলাপ-আলোচনা করতেন। সৈন্যদের মধ্যে আন্দোলনমূলক কাজ সব কমিউনিস্টরাই করত—তা সে কম্যাণ্ডার, রাজনৈতিক কর্মী, নন-কমিশনড অফিসার বা প্রাইভেট যাই হোক না কেন। প্রধান ব্যাপার ছিল যুদ্ধরত প্রত্যেক সৈনিককে একথা ভাল করে বোঝান যে এই লড়াইয়ের এবং সাধারণভাবে সকল লড়াইয়ের সফল ফলাফল নির্ভর করবে তার নির্ভীকতা, দৃঢ়তা, ও ইচ্ছাশক্তির উপর।

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে ইতিমধ্যে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার কথা ভাল করে

বিবেচনার ভিত্তিতে তৈরি নতুন নিয়মকানুনের অনুশীলন কুরস্কের লড়াইতে অনেক উন্নত করা হয়েছিল। এগুলিতে জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে লড়াইয়ে রত প্রত্যেকটি সৈন্যকে জয়লাভের জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। এছাড়া জয়লাভ হতেই পারে না, কাজেই সমস্ত প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল এই আগ্রহ জাগিয়ে তোলার উপর।

লড়াই চলার সময়ে রাজনৈতিক কাজকর্ম সংগঠন করার উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল। কুরস্কের লড়াইয়ে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ব্যপকভাবে প্রযুক্ত একটি রূপ ছিল কম্যাণ্ডার ও রাজনৈতিক কর্মীদের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কর্তব্য সুসম্পন্ন করার জন্য সৈনিকদের আবেদন জানিয়ে বার্তা প্রচার এবং ইউনিটের যুদ্ধরত সৈনিকদের বীর কীর্তি সম্পর্কে ও পার্শ্ববর্তী ইউনিটগুলির লড়াইয়ের সাফল্য সম্পর্কে বুলেটিন প্রচার।

লড়াই চলার পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক কাজ কেবল মুখের কথায় হয়না, লড়াই দিয়েও দেখাতে হয়। রাজনৈতিক কাজকর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান পার্টি প্রচারের সবচেয়ে প্রত্যয়জনক রূপ ছিল এক এক জন কমিউনিস্টের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত স্থাপন। সাহিত্যে ও সংরক্ষিত দলিলপত্রে অসংখ্য তথ্য পাওয়া যায় যা থেকে দেখা যায় কিভাবে কম্যাণ্ডাররা, লড়াইয়ের সংগঠকরা নিজেদের চালচলন ও নেতৃত্বের পদ্ধতির দ্বারা এক একটা লড়াইয়ের নির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণে সৈনিকদের মধ্যে পার্টি মনোভাব সঞ্চারিত করেছিলেন। বিপদে পড়া ইউনিট-গুলিতে সময়মত গোলন্দাজ ও ট্যাঙ্ক দিয়ে সাহায্য করা সৈন্যদের মনোবল রক্ষার দিক থেকে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল।

এক একটি রেজিমেন্ট, ডিভিশন, আর্মি ও গোটা রণাঙ্গনে অর্জিত সাফল্য সম্বন্ধে সময় মত সংবাদ প্রচারও সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করেছিল এবং শত্রুর জয়লাভ সম্বন্ধে তাদের আস্থা বাড়িয়েছিল। কুরস্ককে দখল করতে জার্মানদের ব্যর্থতা এবং সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনের প্রথম বড় সাফল্য সম্পর্কে ১৯৪৩ সালের ৯ই জুলাই সোভইনফর্মের রিপোর্ট কুরস্ক বালজে সংগ্রামরত সমস্ত রণাঙ্গনের সৈন্যদের দ্বারা সোল্লাসে অভিনন্দিত হয়েছিল। এ সংবাদ অবিলম্বে সমস্ত প্রাইভেট, নন-কমিশনড অফিসার ও অন্যান্য অফিসারদের জানান হয়েছিল।

লড়াইয়ে প্রতিষ্ঠিত বীরকীর্তিগুলি ব্যাপকভাবে প্রচার করা হত। লড়াইয়ের ময়দানে রাজনৈতিক কাজের ত্রুটি ছিল আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ। তথ্য থেকে

দেখা যায় যে ডিভিশনাল সংবাদপত্রগুলি সংগ্রামরত সৈনিকদের বীরকীর্তি প্রচারে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এর অনেকগুলি সংবাদপত্রকে যথাযোগ্যভাবেই "সংগ্রামরত ট্রেঞ্চ সংবাদপত্র" বলে অভিহিত করা হয়েছিল যা কিছু প্রশংসার যোগ্য সেগুলি সম্বন্ধে এদের রিপোর্ট সুলিখিত ও সময়মত ছিল।

কুরস্কের লড়াইয়ে রাজনৈতিক কাজের ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত আর একটি রূপ ছিল কোনও আক্রমণের আগে বা যুদ্ধের কোনও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সৈন্যদের দ্বারা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ। বহু সেনাগঠনে লড়াইয়ের আগে বিশেষ চিঠিপত্র হত যাতে সৈন্যরা প্রতিজ্ঞা করত শেষ পর্যন্ত দৃঢ় থাকার, শপথের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার এবং প্রাণের মায়া না করে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার।

লড়াইয়ের আগে সংক্ষিপ্ত উদ্দীপনাময় সভা, যেখানে সৈন্যরা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার প্রতিজ্ঞা করত, তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে অনেকখানি বল দিত। সৈন্যরা সেইসব সভায় বিপুলভাবে প্রভাবিতও উদ্দীপিত হত যেখানে তাদের কাছে রণাঙ্গন ও আর্মির সামরিক কাউন্সিলগুলির বিশেষ বার্তা পাঠ করা হত। আগেকার লড়াইগুলিতেও এই রকম সভাগুলি সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। এই সব বার্তায় নির্ধারিত কর্তব্য জীবন্ত ও সুস্পষ্টভাবে বিবৃত থাকত, সে সম্বন্ধে কমিউনিস্ট পার্টির আবেদন থাকত এবং সেই বিশেষ লড়াইটির উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা থাকত। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি এই সব বার্তার উপর অনেকখানি গুরুত্ব দিত। রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি তার প্রথম সভাগুলির একটি থেকে কম্যাণ্ডার ইন চিফদের কাছে বাধ্যতামূলক করেছিল "জার্মান দস্যু ও স্বাধীনতা-অপহরণকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের দেশকে নিঃস্বার্থভাবে রক্ষা করা ও দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানর জন্য তাঁদের ক্ষেত্রগুলিতে সৈন্যদের কাছে আরও ঘন ঘন আবেদন" করাকে। কুরস্কের লড়াইয়ে রাজনৈতিক কাজকর্মের এই পরীক্ষিত রূপটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রথম চারদিনের লড়াইয়ের পরে সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের মিলিটারি কাউন্সিল সৈন্যদের প্রতি বার্তায় ফলাফলের হিসাবনিকাশ করেছিল, দেখিয়েছিল কোথায় এবং কিভাবে শত্রুরা হিসাবের ভুল করেছিল, অগ্রগতি প্রতিরোধ করতে ও নিয়ামক প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে সৈন্যদের উদ্দীপিত করেছিল। এই বার্তায় বলা হয়েছিল "দেশ

আমাদের প্রতি প্রশংসা ও আশা নিয়ে নজর রাখছে।" যে কেউ এ বার্তা শুনেছিল এ কথাগুলি তার উপর বিপুল প্রভাব ফেলেছিল।

কিছু কিছু সৈন্যগঠন তথাকথিত "আন্দোলন থলি"র ব্যাপক ব্যবহার করেছিল। এগুলিতে সব সময়ে বই, পত্র পত্রিকা, তাজা খবরের কাগজ, প্রচারপত্রের জন্য কাগজ এবং বাড়িতে চিঠি লেখার জন্য যা কিছু দরকার তা সব থাকত। যখনই একটু ভাটা পড়ত সৈন্যদের যুদ্ধের দলিলচিত্র সহ চলচ্চিত্র দেখান হত।

চলাচল ও সরবরাহে সাহায্যও রাজনৈতিক শিক্ষাগত কাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ট্রেঞ্চগুলিতে ক্রমাগত জ্বালানি, গোলাবারুদ, রেশন ও গরম খাদ্যের সরবরাহ দেওয়ার প্রয়োজন হত। জাতীয় সংবাদপত্রগুলি বারবার স্মরণ করিয়ে দিত যে কমিউনিস্ট পার্টি একাজকে একটি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে মনে করে। ১৯৪৩ সালের ৪ঠা জুলাই ক্রাজনায়া ঝ্ভেঝদা (লাল তারা) সম্পাদকীয়তে লিখেছিল : "কোয়ার্টার মাস্টারের এবং কম্যাণ্ডারের বিবেক পরিষ্কার থাকতে পারেনা যদি তিনি নিশ্চিত না হন যে আজ লাল ফৌজের সৈন্যদের ট্রেঞ্চে, বাঙ্কারে ও ডাগ-আউটে গরম খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে।··· রান্নাঘর সম্পর্কে আগ্রহ ফ্যাশনের প্রতি শ্রদ্ধা বা একটা সামাজিক ব্যাপার নয়, যা কেউ কেউ এখনও ভাবে। এ একটি পরিবর্তনাতীত কঠোর বিধান, যা সর্বদা ও সর্বত্র অবশ্যই মেনে চলতে হবে।" আর এ বিষয়ে কমিউনিস্টদের কথা ও কাজ ছিল নিয়ামক।

কুরস্কের লড়াইয়ের রাজনৈতিক রূপের বহুবিধ চেহারার বিস্তারিত বিররণ দেওয়া অসম্ভব। তাসত্ত্বেও কয়েকটিকে আমি উল্লেখ করতে চাই। এর মধ্যে পড়ে লড়াই সংক্রান্ত চলতি বিষয় নিয়ে নানাবিধ প্রচারপত্র ও পুস্তিকার ব্যাপক প্রচার, লড়াইয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছে যে সব সৈন্য ও অফিসার তাদের সম্পর্কে রণাঙ্গন, আর্মি ও ডিভিশনের সংবাদপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ, যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মান পুরস্কার প্রদান, ইউনিটের পতাকার পটভূমিকায় বীরদের ছবি তোলা এবং সেগুলি তাদের পরিবারেরর কাছে ও যুদ্ধের আগে যেখানে কাজ করত সেই প্রতিষ্ঠানে পাঠান, প্রবীণ যোদ্ধাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও তাঁদের রণকীর্তি প্রচার। ১৯৪৩ সালের জুলাইতে ভরোনেঝ ও সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের সৈন্যরা বহু শত্রু ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছিল। তাদের মধ্যে হাজার হাজার সৈনিক সম্মানসূচক অর্ডার ও পদক পেয়েছিল,

অনেককে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। তাদের অনেকের বীরকীর্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে তাদের ছবিও ছাপা হয়েছিল।

জুলাইতে ব্যাবকভাবে প্রচারকার্য করা হয়েছিল, তাতে কেবল নিয়মিত রাজনৈতিক কর্মীরাই অংশ গ্রহণ করেনি, কম্যাণ্ডাররা এবং সাধারণ কমিউনিস্ট ও কমসোমল কর্মীরাও অংশ গ্রহণ করেছিল। সে সময়ে প্রতিটি আর্মিতে ১৫০০ থেকে ১৭০০ প্লেটুনের ও কম্পানির প্রচারবিদ ছিল। ততদিনে প্রচারকার্য যথেষ্ট উন্নত হয়ে গিয়েছিল।

সেই সময়ে কুরস্কে কঠোর লড়াইয়ের মধ্যে কমিউনিস্ট সৈন্যরা দৃঢ়তা এবং অশ্রুতপূর্ব দেশপ্রেম সাহস ও দক্ষতা দেখিয়েছিল; কমিউনিস্টদের নিঃস্বার্থতা অ-কমিউনিস্টদেব কাছে পার্টির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল। পার্টিকে তারা জনগণের জরুরী স্বার্থের রক্ষক হিসাবে দেখেছিল এবং তার প্রতি তাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ক্রমাগত বেড়েছিল। পার্টিতে যোগ দেওয়ার আগ্রহও তাতে বেড়েছিল।

১৯৪১ সালে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কুরস্ক বালজে আর্মিগুলির পার্টিসংগঠনগুলি সমাজতান্ত্রিক স্বদেশের প্রতিরক্ষায় যারা কৃতিত্ব দেখিয়েছিল তাদেরকে সভ্য হিসাবে গ্রহণ করে কর্মী সংখ্যায় অনেকখানি সংযোজন করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪৩ সালের জুলাইতে সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনে ১৩,৬৯৭ জনকে পার্টি সদস্য পদ দেওয়া হয়েছিল, ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনে হয়েছিল ১৪,৯৫১ জনকে, ভরোনেঝ রণাঙ্গনে ৯৩৯৭ জনকে, সাউথ ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনে ১৫,৮৮১ জনকে, সাদার্ন রণাঙ্গনে ৯,০৩৩ জনকে, স্তেপি রণাঙ্গনে ১২,০০০ জনকে। মে মাসে আবেদনের সংখ্যা দুগুণ হয়ে গিয়েছিল। এই সমস্তর ফলে আক্রমণাত্মক অভিযানের মধ্যে পুরোদস্তুর পার্টিসংগঠন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হয়েছিল। সেগুলি মতাদর্শগতভাবে ও সাংগঠনিকভাবে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, পার্টির কাজকে নতুন স্তরে তুলেছিল এবং সৈন্যদের মধ্যে পার্টির প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি করেছিল। নিম্নোক্ত অঙ্কগুলি থেকে পার্টির সংখ্যাগত বৃদ্ধি সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৪৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে ১লা জুলাইয়ের মধ্যে প্রত্যেকটি আর্মি গড়ে প্রতিদিন ৯ জনকে পার্টি সদস্য পদ দিয়েছিল, আর ১লা জুলাই থেকে ১লা নভেম্বরের মধ্যে

দিয়েছিল ৩১ জন করে। জুলাই থেকে অক্টোবরের মধ্যে ভরোনেঝ রণাঙ্গনে ৪৪,৪৩২ জন প্রার্থী সভ্য ও ২০,২৫৬ জন পূর্ণ সভ্য হয়েছিল। ১০ই অক্টোবর ভরোনেঝ রণাঙ্গনের প্রাথমিক পার্টি সংগঠনগুলির গড়ে ৩৩ জন করে সভ্য ছিল। অন্যান্য রণাঙ্গনেও পার্টি সংগঠনগুলি প্রায় এতটাই বেড়েছিল।

প্রত্যেক আর্মি এমন একটা লড়াই লড়েছে যা বহু দিন ধরে তাদের গৌরবের প্রতীক হয়ে থাকে। কুরস্কের লড়াই ছিল তেমনই একটি লড়াই। সোভিয়েত সৈনরা যে সাহস, শৌর্য ও দক্ষতা দেখিয়েছিল তা পার্টি ও সরকারের কাছ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদা পেয়েছিল। এই যুদ্ধের মধ্যে ১ লাখেরও বেশি সোভিয়েত সৈন্য ও অফিসারদের সম্মানসূচক অর্ডার ও পদকে ভূষিত করা হয়েছিল এবং ১৮০ জন সৈন্য, অফিসার ও রাজনৈতিক কর্মীকে অত্যন্ত বিশিষ্ট কৃতিত্বের দরুন সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধিতে অলঙ্কৃত করা হয়েছিল।

প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের ভিতরে এবং সাধারণ গ্রীষ্মকালীন প্রতি আক্রমণের সময়ে সোভিয়েত সরকার ৫৪৪ টি ইউনিটকে অর্ডার অব লেনিন এবং অর্ডার অব দা রেড ব্যানার উপাধি দেওয়া হয়েছিল এবং বহু ডিভিশনকে গার্ডস ডিভিশন হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল এবং যে শহর মুক্ত করতে তারা সাহায্য করেছিল, যথা বেলগোরোদ, ওরেল ও খারকভের নামে তাদের নামকরণ করা হয়েছিল।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালের রাজনৈতিক সংস্থা ও পার্টি সংগঠনগুলি আগেকার লড়াইগুলিতে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে আরও বিকশিত করেছিল, নতুন রূপ ও পদ্ধতি দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করেছিল। বিশেষত সমৃদ্ধ করেছিল প্রচারকার্যের ক্ষেত্রে ও পার্টি সংগঠনগত ব্যবস্থাবলীকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে, এবং উচ্চ পর্যায়ের দক্ষতা দেখিয়েছিল।

জয়লাভের অদম্য ইচ্ছাশক্তি, সাহস ও ব্যক্তিগত উদাহরণের ভিতর দিয়ে কমিউনিস্টরা সৈন্য বাহিনীকে দৃঢ়সংবদ্ধ করেছিল এবং চূড়ান্ত বিজয়ের পথে তাদের নিয়ে গিয়েছিল।

কুরস্কের লড়াই সহ যুদ্ধের সকল পর্যায়ে সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজ রাজনৈতিক কাজের স্থায়ী মূল্য ও অসামান্য তাৎপর্য এরই মধ্যে নিহিত আছে।



মেজর জেনারেল

পাভেল দোরোনিন*

আমাদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে

কুরস্ক অঞ্চলকে মুক্ত করার লড়াইয়ের শুরুতে, আমাদের সৈন্যরা যখন কুরস্ক শহরের দিকে ধেয়ে চলেছে, তখন আমি ছিলাম সাদার্ন রণাঙ্গনের রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান। দক্ষিণে ঘোর লড়াই চলছিল, আর অনেক কাজ করার ছিল। তবু আমার নজর গাঁথা হয়ে ছিল কুরস্কের উপর, আমাদের রণাঙ্গনের ঘটনাবলীর দিকে যতটা নজর ছিল তার কম নয়।

আগে এবং যুদ্ধের প্রথম বছরে আমি কুরস্ক আঞ্চলিক পার্টি কমিটির মুখ্য সম্পাদক ছিলাম। যুদ্ধ যখন কুরস্ক অঞ্চলে এসে পড়ল তখন আমি লড়াইয়ে অংশ নিলাম। ১৯৪৩ সালে প্রথম আমাদের সৈন্যরা সেই একই পথে এগোচ্ছিল যে পথ দিয়ে তারা পিছু হটেছিল।

সোভইনফর্মব্যুরোর প্রতিটি সংবাদ ঘোষণা বিপুল আনন্দ বয়ে আনছিল। মুক্ত এলাকাগুলির অনেকগুলিকে আমি ভালভাবে জানতাম, আর সেরা শ্রমিক ও যৌথখামীদের নামও আমার মনে ছিল। নাৎসী মহাযন্ত্রণার সময়টা তারা কিভাবে কাটাল? তারা কি বেঁচে বেরিয়েছে?

১৯৪৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি আমি ছিলাম সাদার্ন রণাঙ্গনের রাজনৈতিক বিভাগের অফিসে, এমন সময়ে টেলিফোন বাজল, কর্তব্যরত অফিসার জানালেন যে স্তালিন আমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

আমাকে সম্ভাষণ জানিয়ে তিনি বললেন:

---

* মেজর জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) দোরোনিন কুরস্কের লড়াইয়ের সময়ে কুরস্কের রিজিওনাল পার্টি কমিটির ফার্স্ট সেক্রেটারি ছিলেন।

"অভিনন্দন, কমরেড দোরোনিন।"

তারপর খানিকটা চুপচাপ, আমি ভাবতে লাগলাম উনি কি বলতে চাইছেন। নৈঃশব্দ্য চলতে লাগল, কাজেই আমি জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হলাম।

"কি উপলক্ষ্যে, কমরেড স্তালিন ?

"গতকাল কুরস্ক মুক্ত হয়েছে," তিনি জবাব দিলেন।

এই সুসংবাদের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম

"পরশু দিন আপনি নিশ্চয়ই কুরস্কে আসবেন।" একথাটা বলা হল নির্দেশের ভঙ্গিতে।

আমি দুরকমের অনুভূতির মধ্যে বিদীর্ণ হতে লাগলাম। এক দিকে আমি সেনাবাহিনী ছাড়তে চাইছিলাম না, স্তালিনগ্রাদে কঠোর লড়াইয়ের দিনগুলোতে যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল সেই সব কমরেডদের ছেড়ে যেতে চাইছিলাম না। অপরদিকে কুরস্কের লোক, যাদের সঙ্গে অনেক কিছুর ভিতর দিয়ে গিয়েছি তাদের দেখতেও আগ্রহ হচ্ছিল।

স্তালিন বুঝতে পারলেন যে আমি দ্বিধা করছি।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "সৈন্যবাহিনী ছেড়ে যেতে খারাপ লাগছে ?"

আমি জবাব দিলাম "হ্যাঁ"।

তিনি বুঝিয়ে বললেন কেন আমাকে পুরানো পদে ফিরে যেতে হবে।

যুক্তিগুলো যথেষ্ট ভারী, আর তার বিরুদ্ধে কিছু বলা মুস্কিল। ব্যাপারটা স্পষ্টতই পাকাপাকি হয়ে গিয়েছে। কাজেই আমি বললাম

"সব ঠিক বুঝে নিয়েছি।"

স্তালিন একটু থেমে বললেন "বেশ", তারপর আমার কাছে সাফল্য কামনা করলেন।

আমি কুরস্ক অঞ্চলের পার্টি কমিটির মুখ্য সম্পাদকের পদে ফিরে এলাম।

কুরস্কের ও এই অঞ্চলের বহু শহরের মুক্তি আঞ্চলিক সংগঠনগুলিকে অবিশ্বাস্য রকমের অসুবিধার সম্মুখীন করল। প্রথমত, নানা জেলার কারখানা, যৌথখামার ও গ্রাম সোভিয়েতগুলিতে প্রশাসনিক কর্মী পাঠানর কাজ পড়ল। আর, এদিকে, কোন কর্মী নেই। কেবল ১৭ জন আঞ্চলিক কর্মকর্তা কাজের জন্য নাম লিখিয়েছে। আমাদের একমাত্র ভাণ্ডার হল ১ম ও ২য় কুরস্ক

ব্রিগেডের গেরিলারা, যাদের এখনও সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হয়নি। লোক নিয়োগের ব্যাপারে আমাদের ঝুঁকি নিতে হল। এই জটিল পরিস্থিতিতে এমনকি অভিজ্ঞ লোকও এগোন কঠিন বলে বুঝছিল ; শহর, কল-কারখানা ও যৌথখামারগুলিকে তো ধ্বংসস্তূপ থেকে আবার দাঁড় করাতে হবে। গ্রামাঞ্চলের অবস্থা বিশেষ করে খারাপ হয়েছিল। নাৎসীরা ১ লাখের উপর কুটির, সমস্ত যৌথ-খামারের ঘর-বাড়ি এবং আমাদের মেশিন ট্রাক্টর স্টেশনের কর্মশালাটিকে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছিল। খামারের ঘর-বাড়ি আবার বানানর মালমশলা ও যন্ত্রপাতি যথেষ্ট ছিল না, আরও মুস্কিল যে বানানর লোকও ছিল না। যৌথ-খামারে ছিল কেবল বুড়ো মেয়ে ও শিশুরা।।

বহু যৌথখামারে একটাও ঘোড়া বা একটাও ষাঁড় অবশিষ্ট ছিল না। গোটা বেলগোরোদ জেলায় কেবল ৭০টি ঘোড়া ছিল। এই অঞ্চলের যৌথখামারের মোট ঘোড়া রয়ে গিয়েছিল ২২,০০০, তার বেশির ভাগকেই সৈন্যবাহিনী অনুপযুক্ত মনে করেছিল। আর, যুদ্ধের আগে এই অঞ্চলে ঘোড়া ছিল ৩৮০,০০০। এর সঙ্গে আবার যোগ দিল যে সমস্ত জেলায় টাইফাস ও ডিস্ট্রোফিয়া রোগের আক্রমণ চলছিল, তাহলেই নাৎসীদের ১৮ মাসের রাজত্ব শেষে আমরা কি উত্তরাধিকার পেলাম তার ছবি স্পষ্ট হবে।

যে মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনে মোট ২৬,৮০০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন এক ঝাঁক ট্রাক ছিল সে তো পুরো খতম। ৪০০০ হার্ভেস্টারও অদৃশ্য। মোট যা আমরা যোগাড় করতে পারলাম তা কেবল ২০০ নিতান্ত ভাঙাচোরা হেডার।

বসন্ত এসে পড়ছিল। তখন রোয়ার জন্য প্রস্তুত করার সময়, কিন্তু যৌথ-খামারে এক গ্রাম বীজও নেই। ট্রাক্টরও নেই, আর ভারবাহী জন্তুও খুবই কম। সব মিলে অবস্থা নিতান্ত কাহিল। উপরন্তু অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধানের দিকে আমরা সমস্ত মনোযোগ দিতে পারছিলাম না। অঞ্চলে লড়াই তখনও চলছিল এবং আমাদের চেষ্টাকে প্রধানত রণাঙ্গনকে সাহায্য করার দিকেই চালাতে হচ্ছিল।

কুরস্ক অভিক্ষেপে দুটি রণাঙ্গন মোতায়েন ছিল, শীতকালে দ্রুত অগ্রগতির ভিতর দিয়ে সৈন্যরা পশ্চাদভাগ থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছিল। রেল চলাচল তো বস্তুত থেমেই ছিল।

একমাত্র যে লাইন দিয়ে সরবরাহ দেওয়া যেত—একটা ট্র্যাক-ওয়ালা

কান্তোরনয়ে-কুরস্ক লাইন—সেটা তো সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য জায়গার অবস্থাও এর চেয়ে কিছু ভাল ছিল না। কান্তোরনয়ে এবং ভালুইকি অংশে ৬২টি সেতু উড়ে গিয়েছিল। রেল জংশনগুলিতে সমস্ত ইঞ্জিন ও রেল-গাড়ি, জল সরবরাহ ও সেবা ব্যবস্থার ঘরবাড়িগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কুরস্ক ও অন্যান্য রেল জংশনে এক লাইন থেকে অন্য লাইনে ট্রেন নেওয়া ও এগোন-পেছোনর ব্যবস্থা চুরমার হয়ে গিয়েছিল।

আমরা সকলেই জানতাম যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল সশস্ত্র ফৌজকে সাহায্য করা। কমিউনিস্টরা নিশ্চিত ছিল যে কুরস্কের মানুষেরা তাদের ডোবাবে না, শত্রুকে চূর্ণ করতে সাহায্য করার জন্য যা কিছু সম্ভব তারা করবে এবং শেষ রুটির টুকরোটিও লড়াইয়ে রত সৈন্যদের সঙ্গে ভাগ করে খাবে।

আমাদের আস্থা নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল—যুদ্ধের প্রথম দিকটায় মানুষের ব্যবহারের ভিত্তিতে। কুরস্কের হাজার হাজার লোক নিজেরা সৈন্যবাহিনী ভুক্তির অফিসে এসেছিল, এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনীতে স্বেচ্ছায় যোগ দিতে চেয়েছিল, তার মধ্যে বেশ কিছু নারীও ছিল। ফলত এই অঞ্চল নির্ধারিত সময়ের আগেই সেনাবাহিনী ভুক্তির কাজ সম্পন্ন করেছিল এবং সেনাবাহিনীভুক্তির পরিকল্পনার যা যা ব্যবস্থা ছিল তা সব কার্যকরী করে ছিল।

পার্টি যখন ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী ব্যাটেলিয়ান ও জনগণের মিলিশিয়া রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন জানিয়েছিল তখন কুরস্কে হাজার হাজার লোক তাতে যোগ দিয়েছিল। কুরস্কের প্রবেশ মুখেই ও খাস শহরে ২য় গার্ডস ডিভিশনের ক্ষয়প্রাপ্ত ইউনিটগুলি সঙ্গে মিলে চারটির জনগণের মিলিশিয়া রেজিমেন্ট লড়াই করেছিল। অস্ত্রশস্ত্রের ঘাটতি সত্ত্বেও এই মিলিশিয়ার লোকেরা অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে লড়ছিল।

নাৎসী অধিকারের সময়ে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বিরাট বিরাট গেরিলা ডিটাচমেন্ট তৈরি হয়েছিল এবং তারপর দুটি গেরিলা ব্রিগেডে পুনর্গঠিত হয়েছিল। আর একটা তৃতীয় ব্রিগেড তৈরি হচ্ছিল। আঞ্চলিক পার্টি কমিটি এসব জানত এবং নিশ্চিত ছিল যে লোকেরা সেনাবাহিনীকে ডোবাবে না।

জনগণ পুনর্বাসনের কাজ বিপুল উৎসাহের সঙ্গে হাতে নিয়েছিল।

শহরের মুক্তির পরদিনই কুরস্ক রেল স্টেশনে প্রায় ১০০০ লোক কাজ

করেছিল। ভালুইকি কান্তোরনয়ে ও ল্গোভ রেল স্টেশন গুলিতেও একই ছবি। রেল জংশনের শ্রমিকেরা ট্র্যাক ও ঘরবাড়ি তৈরির জন্য কাজ শুরু করল। যে কাজ তারা কখনও করেনি সেই সব কাজ করতে লেগে গেল। তারা ইট গাঁথা, প্লাস্টার করা, ছুতোর মিস্তিরিগিরি ও রঙ করার কাজ করল, রেল যাতে তাড়াতাড়ি চলতে পারে তার জন্য তারা দিনরাত কাজ করতে লাগল। ৫০,০০০ যৌথ-খামারীও রেলপথের পুনর্বাসনের জন্য কাজ করতে থাকল। কান্তোরনয়ে-কুরস্ক লাইনে রেলগাড়ির মাঝখানে না থেমে যাতায়াত ১৭ই মার্চের মধ্যে শুরু হয়ে গেল। গোড়ায় ট্রেনের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৫ কিলোমিটার ছিল, কিন্তু জুনের মধ্যে বেড়ে ৪০ কিলোমিটার হল।

কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য শত্রু বিমানবাহিনী যথা সম্ভব করল। একটার পর একটা বোমা ফেলার হানা হতে লাগল। যেদিন কান্তোরনয়ের রেলকর্মীরা আঞ্চলিক পার্টি কমিটিকে সানন্দে জানাল যে তারা ট্রেন নিতে তৈরি, তারপর দিনই ৬০ টা শত্রু বিমান বর্বরের মত জংশনটির উপর বোমাবর্ষণ করে গেল, গোটা কাজটা আবার ফের করতে হল।

সেই একই দিনে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ থেকে একটি টেলিফোন এল স্তালিনের হুকুম সহ যে কান্তোরনয়ে এলাকাতে জঙ্গীবিমানের জন্য একটা বিমানক্ষেত্র তিন দিনের মধ্যে তৈরি করে দিতে হবে। হাজার হাজার লোক এই কাজে লেগে গেল। ২৪শে মার্চ কান্তোরনয়ে জেলা পার্টি কমিটির সম্পাদক রিপোর্ট করল যে আমাদের জঙ্গীবিমানের প্রথম দল সকাল ৯টায় বিমান ক্ষেত্রে নেমেছে। শত্রুর বিমানহানা সত্ত্বেও কান্তোরনয়ের রেল জংশন কাজ করতে লাগল।

ভালুইকি রেল জংশনে লুফৎওয়াফে ৭০ বার বোমা ফেলেছিল। সবচেয়ে কঠিন হানা হয়েছিল জুলাইতে সে বোঝা যায়, কারণ শত্রু তখন আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য প্রস্তুতি করছিল। তা সত্ত্বেও মাল তোলার পরিকল্পনা ৭১ শতাংশ ও মাল নামার পরিকল্পনা ৭২ শতাংশ অতিরিক্ত পূরণ হয়েছিল।

কুরস্ক রেল জংশনের উপর হানাগুলিই ছিল বিশেষ করে ভয়ঙ্কর। ২রা জুন শত্রু বিমান এর উপর ২০০০ বোমা ফেলেছিল। এই হানায় ৫০০-র বেশি বিমান অংশ নিয়েছিল। সোভিয়েত জনগণের অধ্যবসায় ও সঙ্কল্পের জোর শত্রুদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছিল। জংশনের আবহাওয়া ছিল কর্মব্যস্ত।

বোমার গর্ত বোজানর জন্য বালিবাহী ফ্ল্যাট মালগাড়িগুলি আসতে থাকছিল। স্লিপার দিয়ে তৈরি খাঁচা বিরাট বিরাট গর্তে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, পর পর তার উপর রেল লাইন বসান হচ্ছিল ও তারপর গর্তগুলোকে বালি দিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হচ্ছিল। নাৎসীরা আশা করেছিল যে এই হানা রেল জংশনকে অনেকদিন ধরে অচল করে রাখবে, কিন্তু তার ৩৫ ঘণ্টার মধ্যেই আবার ট্রেন চলাচল শুরু হয়ে গিয়েছিল। কুরস্ক অঞ্চলের রেল জংশনগুলির উপর শত্রু সবশুদ্ধ ১১,৮০০ বোমা ফেলেছিল, কিন্তু রেলপথ তবুও চালু ছিল।

লড়াইয়ের এলাকায় বীরোচিত কাজের জন্য অনেক রেলকর্মীকে সম্মান পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। কুরস্ক স্টেশন মাস্টার শুবিনকে সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর উপাধি দেওয়া হয়েছিল। কুরস্ক ও ভালুইকি জংশনকে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটির রক্ত পতাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

নিয়ামক লড়াই যত নিকটতর হয়েছিল মালপত্র সরবরাহ তত বেড়েছিল। মালখালাস তাড়াতাড়ি করানর জন্য যা কিছু সম্ভব করা হচ্ছিল। ট্যাঙ্ক ও স্বয়ং-চালিত কামানগুলিকে তাদের ইঞ্জিন চালু অবস্থায় নামিয়ে দেওয়ার প্ল্যাটফর্মে আনা হচ্ছিল। জংশনকে পাশ কাটিয়ে যাতে ট্রেন যেতে পারে তার জন্য বাড়তি ট্র্যাক পাতা হয়েছিল।

সমস্ত গৃহীত ব্যবস্থা সত্ত্বেও একটিমাত্র ট্র্যাক-ওয়ালা কাস্তোরনয়ে-কুরস্ক লাইন মালবহনের কাজের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছিল না। অবস্থাটা সবচেয়ে কঠিন হয়েছিল ভরোনেঝ রণাঙ্গনের পক্ষে, যাদের সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনের ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে যাওয়া রেলপথ ব্যবহার করতে হচ্ছিল। আমরা জনসাধারণের সঙ্গে আলোচনা করলাম, আর তার ফলে রেল চলাচল আরও তাড়াতাড়ি করার নতুন নতুন উপায় বের করতে সাহায্য হল। কার একজনের মনে পড়ল যে যুদ্ধের আগে একটা মোটামুটি পরিকল্পনা হয়েছিল কুরস্কের লৌহ আকর ভাণ্ডার পর্যন্ত একটা রেল লাইন নিয়ে যাওয়ার। কথা ছিল যে এটি কাস্তোরনয়ে-কুরস্ক লাইনের সমান্তরাল চলবে এবং মস্কো-দনবাস ও সাদার্ন ট্রাঙ্ক লাইনের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করবে। মহাফেজখানায় পরিকল্পনাটি পাওয়া গেল এবং ভাল করে সেটিকে অধ্যয়ন করা হল। ৬ই জুন আমরা ভরোনেঝ রণাঙ্গনের হেড কোয়ার্টার্সের কাছে লাইনটি তৈরি করার প্রস্তাব দিলাম। প্রস্তাবটি সানন্দে অভিনন্দিত হল এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটির কাছে সাংকেতিক বার্তা পাঠান

হল। পরের দিন ভোর ৬টায় জবাব এসে গেল। প্রস্তাবটি গৃহীত হল।

তিনদিন পরে একটি রেলকর্মীর দল এবং ২৫,০০০ যৌথ খামারী লাইন তৈরি শুরু করল। সার্ভে ও নক্সার কাজ ওই একই সঙ্গে চলল।

রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি কাজটা শেষ করার জন্য আমাদের দুমাস সময় দিয়েছিল, ১৫ই জুন থেকে ১৫ই আগস্ট। এই সময়ের মধ্যে আমাদের বিপুল পরিমাণে মাটির কাজ, ১০টি সেতু তৈরি ও ৯৫ কিলোমিটার লাইন পাতার কাজ শেষ করতে হবে।

লোকেদের বিভিন্ন সারিতে ভাগ করা হল, প্রত্যেক সারির নেতৃত্বে রইল জেলা পার্টি কমিটিগুলির দ্বিতীয় সম্পাদকেরা। প্রত্যেক সারির মধ্যে কয়েকটি ডিটাচমেণ্ট রইল, আর প্রতি ডিটাচমেণ্টে কয়েকটি করে টিম। প্রত্যেক টিম আবার কয়েকটি করে গ্রুপ তৈরি করল। কাজের মজুরি দেওয়া হল পিস রেটের ভিত্তিতে।

আঞ্চলিক পার্টি ও কমসোমল কমিটি দুটি শ্রেষ্ঠ জেলা সারির জন্য পুরস্কার (পতাকা) ঘোষণা করল। জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির উপ-সভাপতিরা এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি তত্ত্বাবধান করতে লাগল যাতে নির্মাতাদের যা কিছু প্রয়োজন তা সরবরাহ করা হয়।

নির্মাতাদের মধ্যে নিয়মিত রাজনৈতিক কাজ চলতে লাগল। প্রথম মাসে ৪০টি বক্তৃতা, ৩৩৮৭টি রিপোর্ট ও আলোচনা সংগঠিত হল। ৫১টি চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং ৩০টি কনসার্ট সংগঠিত করা হল। ১,০০৫ জন প্রচারক ও পাঠক নির্মাতাদের সোভইনফর্মব্যুরোর প্রচারিত সংবাদ ও অন্যান্য সংবাদপত্রের চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধাদি পড়ে শোনাতে লাগল। এই মাসেই ১,৮৯,০০০ কপি জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদপত্র বিমানে করে নির্মাণস্থলে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল এবং ১০,০০০ দেওয়াল-পত্রিকা ও বুলেটিন টাঙান হয়েছিল।

সন্ধ্যাবেলায় ও কাজের ফাঁকে সভা হত, সেখানে নির্মাতারা দৃষ্টান্ত অনুসরণ অভিযানের ফলাফল বিচার করত, যারা ভাল করে কাজ করছে তাদের প্রশংসা করত, যারা পিছিয়ে থাকত তাদের নিন্দা করত এবং বিভিন্ন প্রস্তাব তৈরি করত।

নির্মাণ স্থলে প্রথম এল প্রিস্তেন জেলা থেকে ৮৭৫ জন যৌথখামারী। তাদের উচ্চস্তরের সংগঠনের জন্য আঞ্চলিক পার্টি কমিটি তাদের একটি পতাকা

উপহার দিল। এটি ছিল একটি বয়সে তরুণদের সারি, উপরন্তু আবার কেবল তরুণীদের নিয়ে তৈরি। কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করল যে মাটির কাজের পক্ষে তাদের যথেষ্ট বল আছে কিনা। আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হল। কয়েক দিনের কাজের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল যে তারা পুরুষদের টিমের স্বাভাবিক কাজের চেয়ে ২০-৫০ শতাংশ করে বেশি করছে, কিছু কিছু টিম আবার পুরো ১০০ শতাংশই বেশি করেছে।

তাদের সাফল্যে উদ্দীপিত হয়ে প্রিস্তেন যৌথখামারীদের নির্মাতাদের কাছে প্রস্তাব করল যে দুমাসের বদলে এক মাসে কাজ শেষ করা হোক। প্রস্তাবটি পূর্ণ সমর্থন পেল। আমরা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে প্রস্তাব করলাম নির্মাণের সময়সীমা কমান হোক। নতুন তারিখ ঠিক করা হল ২০শে জুলাই, অর্থাৎ সমস্ত কাজটা ৩৫ দিনে শেষ করতে হবে। কাজটা করা হল আরও তাড়াতাড়ি। ৩২ দিনের মধ্যে লাইনটি রেল চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হল।

এই সময়ের মধ্যে নির্মাতারা ৮ লাখ কিউবিক মিটার মাটি সরিয়েছিল, ৫৬টি বিভিন্ন সংস্থাপন, দুটি জলের টাওয়ার ও আটটি স্টেশন তৈরি করেছিল। নির্মাণস্থলে কর্মরত বিশেষজ্ঞরা বলল, তারা কখনও নির্মাণ কার্যের এরকম গতিবেগে গণ-উদ্যোগ দেখেনি।

নির্ধারিত সময়ের আগে নির্মিত এই রেলপথটি আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সামরিক কাউন্সিল নির্মাতাদের অভিনন্দনজ্ঞাপক চিঠি লিখেছিল। এই রকম একটি চিঠিতে বলা ছিল:

"যে সব সৈনিকেরা, রণাঙ্গনের রেলপথ ইউনিট ও বিশেষ সেবা ব্যবস্থার কম্যাণ্ডাররা ও কুরস্ক অঞ্চলের যৌথখামারীরা নির্মাণ কার্যে অংশ নিয়েছিল, নতুন প্রকল্পটির, অর্থাৎ রেলপথটির নির্মাণ সফলভাবে সমাপ্ত করার জন্য তাঁদের আমরা অভিনন্দন জানাই। সামরিক কাউন্সিলের দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে সৈনিকেরা, রেলপথ ইউনিট ও বিশেষ সেবা ব্যবস্থার কম্যাণ্ডাররা ও কুরস্ক অঞ্চলের যৌথখামারীরা নাৎসী আক্রমণকারীদের সম্পূর্ণ পরাস্ত করার জন্য তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাবে।"

রেলপথ নির্মাণ শ্রমকীর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার ৩৮৬ জনকে সম্মান পুরস্কার দিয়েছিল।

লাইন চালু করার কাজে ব্যাঘাত করার জন্য জার্মানরা কয়েক দল অন্তর্ঘাতকারী পাঠিয়েছিল। কিন্তু তাদের সকলকেই খতম করা হয়েছিল। এই ব্যাপারেও সৈন্যরা স্থানীয় লোকের, ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী ব্যাটেলিয়নগুলির ও আত্ম-রক্ষা ইউনিটগুলির সাহায্য পেয়েছিল।

বসন্তকাল আরও নতুন নতুন মাথাব্যথা নিয়ে এল। প্রতিরক্ষার দৃঢ় অবস্থান তৈরির কাজ ছাড়াও বীজ রোপনের ব্যবস্থা করার দরকার ছিল। অঞ্চলের সমস্ত কমিউনিস্ট ও শ্রমরত মানুষের কাজ যথাযথভাবে বণ্টন করার জন্য আঞ্চলিক পার্টি কমিটি এপ্রিলে একটি পূর্ণাঙ্গ সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত করল। এই সভা আর একবার জোর দিয়ে বলল যে পার্টি সংগঠনগুলির সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সোভিয়েত সেনা-বাহিনীকে সর্বাত্মক সাহায্য দেওয়া ও তাদের চাহিদা মেটান।

পূর্ণাঙ্গ সভা পার্টি সংগঠনগুলিকে আবশ্যিক নির্দেশ দিল প্রতিরক্ষা সংস্থাপন, বিমান ক্ষেত্র ও বিমান নামার জমি তৈরি করতে, সৈন্যবাহিনীর অধীনস্থ মাটির রাস্তাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করতে এবং রেলপথের পরিবহণ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে।

রণাঙ্গনের কাজ করতে পারে যে সব শিল্প ইউনিটগুলি সেগুলির পুনর্বাসনের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের এবং হাসপাতালে আহতদের যথাসম্ভব সাহায্য দেওয়া প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করা হল।

জনগণের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পার্টি কমিটি বলল: "প্রত্যেক শহরে, গ্রামে ও রেলস্টেশনে প্রতিরক্ষা লাইন ও দৃঢ় প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তোলা আমাদের অঞ্চলের সকল মানুষের দায়িত্ব। নিষ্পত্তিমূলক লড়াই কাছে এসে পড়েছে। যত তাড়াতাড়ি আমরা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলি নির্মাণ করব……লাল ফৌজের পক্ষে শত্রুর প্রতিরোধ চূর্ণ করা, তাদের ছত্রভঙ্গ করা ও আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া তত সহজতর হবে।"

পূর্ণাঙ্গ সভার সিদ্ধান্ত কার্যকর করে জনগণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। ১০৫,০০০ লোক এপ্রিলে কাজ করেছিল, জুনে করেছিল ৩০০,০০০। কেবল সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের ক্ষেত্রের মধ্যেই ৫০০০ কিলোমিটার ট্রেঞ্চ ও প্রবেশের গলি খোঁড়া হয়েছিল। কুরস্কের প্রবেশ মুখে ৯০০-র উপর বাঙ্কার ও কামান বসানর জন্য ১৩০টি বিভিন্ন ধরনের অবস্থান তৈরি করা

হয়েছিল। শহরের রাস্তাগুলিতে ব্যারিকেড বসান হয়েছিল এবং বাড়িগুলিকে প্রতিরক্ষার শক্ত বিন্দুতে পরিণত করা হয়েছিল। স্তারিওস্কল, ওবোইয়ান ও অন্যান্য শহরেও একই কাজ করা হয়েছিল।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস, বিশেষত বিমান ক্ষেত্রও তৈরী করা হয়েছিল। লড়াইয়ের শুরুতে ২য় এয়ার আর্মির ২৪টি বিমান ক্ষেত্র ছিল। সম্মুখ রণাঙ্গনের কাছাকাছি অঞ্চল থেকে ১৫,০০০ যৌথখামারী এগুলি তৈরি করেছিল।

সৈন্যবাহিনীর কম্যাণ্ড বার বার আমাদের কাছে ভারী অস্ত্রশস্ত্র মেরামতের কাজে সাহায্য চাইছিল। সংগ্রামরত বাহিনীর দেওয়া কর্তব্য শ্রমিকেরা সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছিল। কুরস্ক ডিপোতে, লগোভে এবং দিমিত্রিয়েভের চিনির কলে মেশিন শপগুলিকে ফের চালু করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে সমস্ত চাহিদা পূরণ করা যাচ্ছিল না বলে কুরস্কের পুরাণো ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্পে একটি ট্যাঙ্ক মেরামতের কারখানা খোলা হল। ওখানে যে সব কমিউনিস্টরা কাজ করত আমরা তাদের একত্র করলাম, তারা পুনর্বাসনের কাজ হাতে নিল। শহর রক্ষার লড়াইতে যে সব কারখানা ধ্বংস হয়েছিল সেগুলির থেকেই বেশির-ভাগ সাজসরঞ্জাম সংগৃহীত হয়েছিল। কারখানাটি ১৫ই এপ্রিল প্রস্তুত হয়ে গেল, যদিও কিছু কিছু লেদ-মেশিন খোলা আকাশের তলাতেই বসাতে হল। জুনের মধ্যে এমন একজন শ্রমিকও রইলনা যে তার কোটা পূরণ করেনি। বহু শ্রমিক দিনের পর দিন ধরে কারখানাতেই রয়ে গেল, কেউ কেউ আঙ্গিনায় তাঁবুর মধ্যে রইল। মেরামতির কাজ পুরো দমে চলতে লাগল। উপরন্তু সরেজমিনে ট্যাঙ্ক মেরামতের জন্যও কারখানা থেকে টিম পাঠান হতে লাগল।

২য় ও ১৬-শ এয়ার আর্মিকেও অনেক সাহায্য দেওয়া হয়েছিল। কুরস্কের একটি কারখানা তাদের মেশিনগান মেরামতের কাজ করেছিল।

১৯৪৩-এর জুলাইয়ের মধ্যে ১৫৪টি কারখানা পুনর্বাসিত হয়েছিল। আর বেশির ভাগই সশস্ত্র ফৌজের জন্য কাজ করছিল। কুরস্ক ও অন্যান্য শহরের উপর শত্রুর বহুবার হানার দরুন অনেক কারখানা দু'বার, এমনকি তিনবার পর্যন্ত নতুন করে তৈরি করতে হয়েছিল।

লোকেরা আহতদের বিশেষ যত্ন করেছিল। এই অঞ্চলে ৬৮টি হাসপাতাল তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে কুরস্কেই ছিল ১৩টি। প্রায় সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রের যোগান স্থানীয় লোকদের কাছ থেকেই এসেছিল। লোকেরা

হাসপাতালের জন্য দুধ, ডিম, মাখন ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দান করত।

কয়েকটি জেলায় রোগ থেকে যারা সেরে উঠছে তাদের দেখাশোনার জন্য লোকেরা স্বেচ্ছায় রাজী হয়েছিল। প্রিস্তেন জেলার এরকম ৪০০০ রোগী ছিল। ভরোনেঝ রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড এরজন্য স্থানীয় লোকেদের সরকারিভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।

কুরস্ক শহর পার্টি কমিটি জনগণের কাছে রক্তদানের আবেদন করেছিল। কুরস্কের রক্তদান কেন্দ্র সমস্ত ফিল্ড হাসপাতাল থেকে আসা রক্তের জন্য অনুরোধ পুরো রাখতে পেরেছিল। কুরস্ক বালজে লড়াইয়ের সময়ে আহতরা মোট ১,১৭৯ লিটার রক্ত পেয়েছিল। সামগ্রিকভাবে কুরস্কের মানুষ মহান দেশ-প্রেমিক যুদ্ধে রক্ত দিয়েছিল ৬,২৬৬ লিটার।

আমাদের অঞ্চলের লোক তাদের সশস্ত্র ফৌজকে সাহায্য করার জন্য যা যা করেছিল তার সবকিছু বর্ণনা করা অসম্ভব। আর এ ছাড়া অন্য কি হতে পারত? আমাদের দেশে জনগণ ও সশস্ত্র ফৌজ ঐক্যবদ্ধ।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য আমাদের সম্পাদন করতে হয়েছিল। শত্রুদের অগ্নিবর্ষণের মধ্যেই আমরা বসন্তকালীন বীজ বপন শেষ করেছিলাম, আর, তারপর ফসলও কেটেছিলাম। কুরস্ক অঞ্চল লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ও অন্যান্য জিনিস ঘরে তুলেছিল।

সরকার এখানকার মানুষের শ্রম-উৎসাহকে অত্যন্ত তারিফ করেছিল। গেরিলা দলগুলিতে ও গোপন সংগঠন থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে বীরোচিত সংগ্রামের জন্য এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে সাহায্য করায় নিঃস্বার্থ প্রয়াসের জন্য কুরস্ক অঞ্চলের ২০০০-এর উপর অধিবাসীকে সম্মানসূচক পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। আরও কয়েক হাজারকে দেশ প্রেমিক যুদ্ধে গেরিলা পদক ১ম ও ২য় শ্রেণীর, দেওয়া হয়েছিল।



কর্ণেল

পিওতর দেরেভিয়াঙ্কো

এম. এস. সি (ইতিহাস)*



কর্ণেল

বরিস সোলোভিয়ভ

এম. এস. সি (ইতিহাস)*

বুর্জোয়া ইতিহাস রচনায় কুরস্কের লড়াই

বুর্জোয়া ইতিহাসবিদেরা কুরস্কের লড়াইকে সেইভাবেই দেখে থাকেন যেভাবে তাঁরা নাৎসী জার্মানির ও তার তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের অন্যান্য সব লড়াইকে দেখেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত বিজয়গুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে খাটো করে দেখে পশ্চিমের অধিকাংশ সামরিক ইতিহাসবিদরা—আর কেবল সামরিক ইতিহাসবিদরাই নয়, অন্যরাও এই লড়াইকে যুদ্ধের মোড় ঘোরার বিন্দু হিসাবে স্বীকার করেন না। যদিও তাঁরা এই লড়াইয়ের কিছু অভিযানগত-রণনৈতিক ও রণকৌশলগত দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা সযত্নে চেষ্টা করেন সেই রাজনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্তগুলিকে এড়িয়ে যেতে যেগুলি ১৯৪৩ সালে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের লড়াইয়ের ঘটনাবলীর ও সেগুলির আন্ত-র্জাতিক প্রতিক্রিয়ার কমবেশি পরিমাণে বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা থেকে অবধারিতভাবে

* কর্ণেল দেরেভিয়াঙ্কো, সামরিক ইতিহাসবিদ ও সাংবাদিক, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ইনস্টিটিউট অব মিলিটারি হিস্ট্রির একটি বিভাগের প্রধান। কর্ণেল সোলোভিয়ভও সামরিক ইতিহাসবিদ ও সাংবাদিক, ওই একই ইনস্টিটিউটের একটি বিভাগের উপ-প্রধান।

আপনা থেকেই সূচীত হয়। কারণ কুরস্কে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জয়লাভ মস্কো ও স্তালিনগ্রাদে অর্জিত বিজয়গুলিকে যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণ করে, ওই জয় আকস্মিক ছিল এই অভিযোগ তাতে শেষ হয়ে যায় এবং যুদ্ধের পরবর্তী গতি-ধারাকে নতুন আলোকে দেখা সম্ভবপর করে তোলে। কুরস্কের বিজয় সোভিয়েত ধরনের সামরিক সংগঠন ও যুদ্ধ কলার সম্পূর্ণ উৎকর্ষের এবং সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ও সোভিয়েত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধ্বংসাতীত শক্তির উজ্জ্বল ও নিয়ামক প্রমাণ উপস্থিত করে।

কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশের সামরিক ইতিহাসবিদরা, বর্তমান কালের বুর্জোয়া সামরিক ইতিহাসরচনার প্রবক্তারা ঠিক জিনিসটিই দেখতে অস্বীকার করেন।

তা সত্ত্বেও কুরস্কের লড়াই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অনুশীলনকারী সামরিক বিশেষজ্ঞদের নজর এখনও আকর্ষণ করে, অনেকের মতে এই তাৎপর্য আদৌ নষ্ট হয়নি।

আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণমূলক উপায়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালীন অভিযানের সময়ে চরমে উঠেছিল। সোভিয়েত ফৌজের দ্বারা গভীর পর্যন্ত সংগঠিত ইচ্ছাকৃত আত্মরক্ষা, ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যা নাৎসী প্যানৎসার বাহিনী চূর্ণ করতে পারেনি, ট্যাঙ্ক সংঘর্ষগুলি, নাৎসী কম্যাণ্ডের আক্রমণাত্মক অভিযানে প্রস্তুতির ও আক্রমণ পরিচালনার পদ্ধতি, সোভিয়েত বাহিনীর প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযান—কুরস্কের লড়াইয়ের এইসব ও আরও অন্যান্য দিক ধনতান্ত্রিক দেশের, বিশেষত পশ্চিম জার্মানির বহু সামরিক বিশেষজ্ঞদের কাছে আগ্রহোদ্দীপক। কাজেই এই লড়াইয়ের রাজনৈতিক ও আন্ত-র্জাতিক দিকগুলিকে বিকৃত করার কাজ চালিয়ে রেখেও অনেক বিদেশী লেখক এর অগ্রগতি এবং কম্যাণ্ডারদের হেড কোয়ার্টার্সগুলির ও সৈন্যদের কাজকর্মকে বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবেই অনুশীলন করেন, দুই বিরোধী পক্ষের শক্তি ও অস্ত্রশস্ত্রের-গুণাগুণের তুলনা করেন। তাঁদের তদন্তের ফলাফল নেটোর স্থলসৈন্যদের প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা হয়। ফলত এই বিশেষ ক্ষেত্রে পশ্চিমী দেশগুলিতে কুরস্কের লড়াইয়ের অনুশীলন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক শক্তিগুলিকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য সাধন করে।

বিদেশে কুরস্কের লড়াই সম্বন্ধে আগ্রহ নিঃসন্দেহে সোভিয়েত সামরিক সাহিত্যের দ্বারা উদ্দীপিত হয়েছে। এই সাহিত্য এই লড়াইয়ের ও এর

ঐতিহাসিক তাৎপর্যের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছে। নাৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের ছয়-খণ্ড ইতিহাস, ব্রিফ হিষ্ট্রি অব দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার, নাৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে জয়লাভের বিংশতম বার্ষিকীর প্রতি উৎসর্গীকৃত আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলির দলিলপত্র, প্রখ্যাত সোভিয়েত জেনারেলদের স্মৃতিচারণা এবং এই সম্পর্কে আরও অনেক বই ইতিমধ্যেই অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কাজেই বিদেশী পাঠকদেরও একটা সুযোগ আছে বুর্জোয়া বিকৃতিকারীদের চোখে না দেখে সোভিয়েত চোখে কুরস্কের লড়াইকে দেখার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা সম্বন্ধে অনেকগুলি ধনতান্ত্রিক দেশে মূল ভাষায় সচিত্র বইপত্র সাম্প্রতিককালে বের হয়েছে। এই সমস্ত বইয়ের জন্য প্রবন্ধ ও ছবি প্রভৃতি সোভিয়েত লেখকদের দ্বারা লিখিত ও নির্বাচিত হয়েছিল।

বিখ্যাত ব্রিটিশ মিলিটারি ইতিহাসবিদ আলেক্সান্দার ওয়ের্থ বহুদেশে প্রকাশিত তাঁর 'রাশিয়া অ্যাট ওয়ার' ১৯৪১-১৯৪৫ বইতে কুরস্কের লড়াইয়ের বর্ণনা করতে প্রধানত সোভিয়েত তথ্যাদি ব্যবহার করেছেন। এই বইটিকে যা মূল্যবান করেছে তা কেবল এর দলিল-ভিত্তিক শৈলী নয়, যুদ্ধের সময়ে লেখক সোভিয়েত ইউনিয়নে ছিলেন ও নিজের চোখে দেখেছেন* তাও বটে। তিনি মোটামুটি এখানকার অত্যন্ত ঘোর যুদ্ধের ও তার ফলাফলের মোটামুটি একটা সত্য চিত্র উপস্থিত করেছেন।

একথা লক্ষ্যণীয় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বুর্জোয়া ইতিহাসবিদদের কিছু, যাঁরা ব্যাপকভাবে পাঠের জন্য যুদ্ধ সংক্রান্ত বই পত্র সম্পাদনার কাজে ব্যাপৃত আছেন, তাঁরা সোভিয়েত সামরিক ইতিহাসবিদদের বড় বড় লড়াই সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে বলেন, যাতে বইগুলিকে বৈজ্ঞানিক চরিত্র দেওয়া যায় এবং বস্তুনিষ্ঠতার একটা ভাব রাখা যায় (তা ছাড়া বইয়ের বিক্রি বাড়ানর জন্যও বটে)। এই ধরনের একটি বই প্রকাশিত হবে লণ্ডনে, প্রফেসর বি, পিট-এর সম্পাদনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস। এই বই প্রকাশনার দায়িত্ব হল ব্রিটিশ সামরিক ইতিহাসবিদ ও তত্ত্ববিদ লিডেল হার্ট-এর। কুরস্কের লড়াই সংক্রান্ত প্রবন্ধটি লিখিত হয়েছিল সোভিয়েত সামরিক ইতিহাসবিদ কর্ণেল গ্রিগরি কোলতুনভ-এর দ্বারা। একথাও সত্য যে প্রফেসর পিট সর্বরকমে চেষ্টা করেছেন সোভিয়েত

* আলেক্সান্দার ওয়ের্থ, রাশিয়া অ্যাট ওয়ার ১৯৪১-১৯৪৫, লণ্ডন, ১৯৬৪।

লেখকের প্রকৃত বিবরণ থেকে সৃষ্ট ধারণাকে দুর্বল করতে। তিনি প্রায়ই পাল্টা ভারসাম্য সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছেন প্রাক্তন হতভাগা নাৎসী যোদ্ধা পশ্চিম জার্মান লেখকদের বর্ণনার দ্বারা, ঘটনাবলী সম্বন্ধে নিজের মতামত পাঠকদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন, উদ্দেশ্যমূলকভাবে ছবি প্রভৃতির বাছাই করেছেন।

কুরস্কের লড়াই সম্পর্কে ব্রিটিশ জনগণকে অবহিত করার একটা কৌতূহলোদ্দীপক চেষ্টা হয়েছে বিখ্যাত প্রগতিশীল চিত্রপ্রযোজক এ. ফার্থের তরফ থেকে। সোভিয়েত মহাফেজ খানাগুলির চলচ্চিত্র ও ছবি ব্যবহার করে তিনি "টাইগারস অ্যাফ্লেম" নামে একটি দলিল চিত্র তৈরি করেছিলেন। এই ছবির কাজ শুরু করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন ব্রিটেন সহ পশ্চিমী দেশগুলির লোকেরা "বিশেষ জানেনা কুরস্কের লড়াই কি রকম হয়েছিল। এমনকি অনেক পশ্চিমী ইতিহাসবিদ, যাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে লিখেছেন তাঁদেরও এই লড়াইয়েব ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সঠিক ধারণা নেই।"[১] ফার্থের টেলিভিশন ফিল্ম সফল প্রমাণিত হয়েছিল এবং ব্রিটেনে ও অন্যান্য দেশে অনেকবার দেখান হয়েছিল।

বেশ কয়েকজন পশ্চিম জার্মান ই,তহাসবিদও কুরস্কের লড়াই সম্বন্ধে বই লিখতে গিয়ে সোভিয়েত সূত্রকে ব্যবহার করেছেন, যদিও যে সাধারণ সিদ্ধান্তবলী তাঁরা টেনেছেন সেগুলি স্পষ্টতই উদ্দেশ্যমূলক। এই রকম একখানি বই হল এর্নস্ট ক্লিঙ্ক-এর "ল অব অ্যাকশন। অপারেশান' সিটাডেল, ১৯৪৩।"[২] সোভিয়েত উৎস থেকে বহু উদ্ধৃতি নিয়ে ১৯৬৮ সালে ইতালিয়ান "রেভিস্তা মিলিতেয়ার-এ" 'দা সোয়ান সং অব 'প্যানৎসার ওয়াফে' ইন দা ব্যাটল অব কুরস্ক' শিরোনামায় একটি বড় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

কিছু আমেরিকান ও ব্রিটিশ লেখক, যাঁরা সাধারণত বুর্জোয়া ইতিহাসবিদদের স্বাভাবিক অবস্থান নিয়ে থাকেন, তাঁদের লেখা কিছু বই ও প্রবন্ধে কুরস্কের লড়াই ও তার ফলাফলের উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ অ্যালান ক্লার্ক তাঁরই "বারবারোসা। দা রাশিয়ান জার্মান কনফ্লিকট, ১৯৪১-১৯৪৫"[৩] বইতে একথা স্বীকার করেছেন যে যুদ্ধের উপর কুরস্কের লড়াইয়ের

১ প্রাভদা, এপ্রিল ৯, ১৯৬৫

২ এর্নষ্ট ক্লিঙ্ক, ডেস গেজেৎস ডেস হানডেলনস. ডি অপারেশিওন ৎসিটাডেল, ১৯৪৩। ষ্টুটর্গাট, ১৯৬৬।

৩ অ্যালান ক্লার্ক, বারবারোসা, দা রাশিয়ান-জার্মান কনফ্লিক্ট, ১৯৪১-১৯৪৫। লণ্ডন, ১৯৬৫।

সেই একই রকম নিয়ামক প্রভাব পড়েছিল যেমন পড়েছিল মস্কো ও স্তালিনগ্রাদের লড়াইগুলির। আর একজন ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ম্যালকম ম্যাকিনটশ ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জয়লাভের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর অন্যান্য বিচারে পক্ষপাতদুষ্ট "জাগেরনট, এ হিস্ট্রি অব দা সোভিয়েত আর্মড ফোর্সেস"[১] বইতে কুরস্ক অভিক্ষেপের লড়াই সম্পর্কে একটা গোটা অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করেছেন।

কিন্তু বুর্জোয়া সামরিক সাহিত্যে কুরস্কের লড়াইয়ের মূল্যায়নে সোভিয়েত উৎসগুলির সঠিক ব্যবহার বা এই লড়াইয়ের তাৎপর্য স্বীকার ঘন ঘন দেখা যায়না। এ লড়াইয়ের প্রকৃত চিত্র দিয়ে বই ও প্রবন্ধ কদাচিত পাওয়া যায়। বুর্জোয়া প্রকাশনীগুলির দ্বারা প্রকাশিত সামরিক বইপত্রের অধিকাংশ এর তাৎপর্যকে মিথ্যাভাবে উপস্থিত করে ও বিকৃত করে হয় নাৎসীদের পক্ষে যুক্তি দেখানর জন্য, নয় আমেরিকান ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের খুশি করার জন্য।

বুর্জোয়া ইতিহাসবিদরা কুরস্কের লড়াইয়ের ইতিহাসের মিথ্যা বর্ণনায় কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করেন?

একটা যে পদ্ধতি প্রায়ই ব্যবহৃত হয়েছে তা হল কুরস্কের লড়াইকে চেপে যাওয়া, এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে থেকে তাকে বাদ দেওয়া এবং সাধারণভাবে যুদ্ধের গতিপথ ও ফলাফলের উপর এর যে বিপুল প্রভাব পড়েছিল তাকে অগ্রাহ্য করা।

কুরস্কের লড়াই সম্বন্ধে বুর্জোয়া সামরিক ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল ধনতান্ত্রিক দেশে ব্যাপকভাবে চালু একটা ধারণার প্রভাবে সে হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের "মূল বিন্দুগুলি" সংক্রান্ত ইঙ্গ-মার্কিন ধারণা। এই ধারণা তাৎপর্য, পরিসর ও ফলাফলের দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ধরনের লড়াইগুলিকে একসঙ্গে গাদা করে। নাৎসী জার্মানির শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামের নিয়ামক রণাঙ্গনের প্রশ্নটিকে পেছনে ফেলে দেওয়া হয়। যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা সঙ্কীর্ণ স্থানীয় ধারণা পাঠকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। উপরন্তু যুদ্ধের "মূল" বিন্দুগুলি সম্বন্ধে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি এমন একটা জবড়জঙ্গ অবস্থার

১ ম্যালকম ম্যাকিনটশ, জাগেরনট। এ হিস্ট্রি অব দা সোভিয়েত আর্মড ফোর্সেস। লণ্ডন, ১৯৬৭।

সৃষ্টি করে যে সামরিক ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয় এমন লোকেদের পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ও সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে পার্থক্য করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

"মূল" বিন্দু সম্বন্ধীয় ইঙ্গ-মার্কিণ-ধারণার আবির্ভাব ও সামরিক সাহিত্য তা ব্যাপকভাবে চালু হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন শাসকবর্গ কর্তৃক প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত সোভিয়েত-বিরোধী কর্মনীতির প্রত্যক্ষ ফল। যুদ্ধ চলাকালীন লড়াইগুলির দ্বারা সদ্য প্রভাবিত আমেরিকান ও ব্রিটিশ সামরিক ইতিহাসবিদরা নাৎসী সামরিক যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিজয়গুলিকে মোটামুটি বস্তুনিষ্ঠভাবে মূল্যায়ণ করেছিলেন, যুদ্ধের পর তাঁদের অনেকের মতামত সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেল। "রাশিয়ান ক্যাম্পেনস অব ১৯৪১-৪৩"[১] বইতে ডব্লিউ ই. ডি. আলেম ও পল মুরাতফ কুরস্ক বালজে ঘোর লড়াইয়ের একটা জীবন্ত ছবি তুলে ধরেছিলেন এবং রুশদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত নাৎসী দাবিতে আপত্তি জানিয়েছিলেন। কুরস্কের লড়াইয়ে সোভিয়েত সৈন্যদের সমর দক্ষতা সামরিক লেখক হফম্যান নিকেরসন-এর "আর্মস অ্যাণ্ড পলিসি ১৯৩৯-১৯৪৪"[২] বইতে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল।

সোভিয়েত সেনাবাহিনী যে সব লড়াই করেছিল সেগুলির মূল্যায়ন করতে গিয়ে এইসব লেখক এবং মার্কিন সামরিক সাহিত্য আমেরিকান ও ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদদের বক্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলে। একথা স্মরণ করা যেতে পারে যে উইনস্টন চার্চিল কুরস্ক, ওরেল ও খারকভের লড়াইগুলিকে পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মান সেনাবাহিনীর পক্ষে বিপর্যয় বলে অভিহিত করেছিলেন। প্রেসিডেণ্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট ১৯৪৩ সালের ২৮শে জুলাই এক রেডিও বক্তৃতায় বলেছিলেন যে কুরস্কের লড়াই সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণাত্মক অভিযানের পরিকল্পনার অংশ যে পরিকল্পনা জাতিসঙ্ঘের আক্রমণাত্মক রণনীতির সঙ্গে সমন্বিত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন "রুশ জনগণ ও তাদের সেনাবাহিনীর দ্বারা যে আনুগত্য, দৃঢ়সঙ্কল্প ও আত্মবিসর্জন প্রদর্শিত হয়েছিল তার বেশি পৃথিবী কখনও দেখেনি।"[৩]

১ ডব্লিউ. ই. ডি. অ্যালেন, পল মুরাতফ, রাশিয়ান ক্যাম্পেনস অব ১৯৪১-৪৩, নিউইয়র্ক,

২ হফম্যান নিকেরসন, আর্মস অ্যাণ্ড পলিসি, ১৯৩৯-১৯৪৪, মিট

৩ নাথিং টু ফিয়ার, দা সিলেক্টেড অ্যাড্রেসেস অব ফ্র্যাঙ্কলিন ডিলানো রুজভেল্ট, ১৯৩২-১৯৪৫, লণ্ডন, ১৯৪৭, পৃষ্ঠা ৩৭৩-৭৪।

যুদ্ধ যেই শেষ হল তখন থেকেই কিন্তু নাৎসী আপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রয়াস সম্বন্ধে মূল্যায়নে একটা পরিবর্তন এল। তৎকালীন মার্কিন সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনেরাল জর্জ সি মার্শাল সেক্রেটারি অব ডিফেন্স-কে প্রদত্ত যুদ্ধের ফলাফল সংক্রান্ত তাঁর রিপোর্টে হিটলার-বিরোধী জোটের দেশগুলির প্রয়াসকে সমপর্যায়ে ফেলেন এবং স্তালিনগ্রাদ ও এল-আলামেইন উভয়কেই যুদ্ধের মোড় ঘোরার বিন্দু বলে অভিহিত করেন।

চার্চিল ও জার্মানিকে ছত্রভঙ্গ করায় সোভিয়েত রণাঙ্গনের ভূমিকা সম্পর্কে নিজের মত পরিবর্তন করেন। ১৯৫২ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত অটোয়ার এক সম্মেলনে তিনিও স্তালিনগ্রাদ ও এল-আলামেইন-এর লড়াইকে সমপর্যায়ে ফেলেন। এইভাবে যুদ্ধের "মূল" বিন্দুগুলির তত্ত্ব পশ্চিমী রাজনৈতিক কর্তাদের স্বীকৃতি ও অনুমোদন লাভ করে।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্ম ও হেমন্তের ঘটনাবলীর ব্যাপারে "মূল" বিন্দুগুলির ধারণা বুর্জোয়া ইতিহাস রচনায় প্রতিভাত হল উত্তর আফ্রিকা, সিসিলি, ইতালি ও প্রশান্ত মহাসাগরের লড়াইকে এবং জার্মানিতে বোমারু বিমান হানাকে যৎপরনাস্তি অতিরঞ্জনের মধ্যে এবং সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের ঘটনাবলীকে অগ্রাহ্য করার ও কুরস্কে আমাদের বিজয়ের পরিসর ও তাৎপর্যকে খাটো করে দেখার মধ্যে।

পশ্চিম জার্মানির, আমেরিকার ও ব্রিটেনের সাহিত্যে কুরস্কের লড়াইকে এই যুক্তিতে অগ্রাহ্য করা হল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পক্ষে এ লড়াইয়ের কোনও নিয়ামিক গুরুত্ব ছিল না।

১৯৫০-এর শেষে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য প্রাক্তন নাৎসী জেনারেলদের একটি গোষ্ঠীর লেখা "ফেটাল ডিসিশনস"[১] বইতে অপারেশন সিটাডেল-এর ব্যর্থতার কথা উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি, যদিও ভেরমাখট-এর অন্যান্য পিছুহটার বেশ কিছু বিবরণ এর মধ্যে আছে। যদিও এ বইয়ের লেখকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কুর্ট ৎসাইৎসলার, যিনি ১৯৪৩ সালে জার্মান জেনারেল স্টাফের

১ সিগফ্রিড ওয়েস্টফাল, ভের্নার ক্রাইপে, গ্র্যুয়েনথার ব্লুমেনট্রিট, ফ্রিৎস বায়ের লাইন, কুর্ট ৎসাইৎসলার, বোদো ৎসিমেরমান, হাসো এসকর্ড ফন মালটয়েফেল, ফেটাল ডিসিশনস. নিউইয়র্ক।

চিফ ছিলেন এবং হিটলারের কাছে ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালের পরিকল্পনা দাখিল করেছিলেন, তা সত্ত্বেও এই অনুল্লেখ ঘটেছে।

সুবিদিত মার্কিন সামরিক লেখক ও ইতিহাসবিদ হ্যানসান বলডউইন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৃহত্তম (তাঁর মতে) লড়াইগুলি সম্পর্কে বই[1] লিখেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ১১টি বড় লড়াইয়ের তাঁর তালিকায় তিনি সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের একটি মাত্র লড়াইকে—স্তালিনগ্রাদের লড়াইকে-অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কুরস্কে লড়াই সম্পর্কে কোন উল্লেখ পর্যন্ত নেই। অথচ পরম গম্ভীরভাবে তিনি উত্তর আফ্রিকায় এল-আলমেইনের ব্রিটিশ অভিযানগুলি, করেগিদর আইল্যাণ্ডে জাপানিদের বিরুদ্ধে আমেরিকানদের ব্যর্থ লড়াই, পার্ল হারবারে আমেরিকান পরাজয় এবং এমনকি একেবারে স্থানীয় তাৎপর্যের একটা লড়াই—দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় অ্যাটল (উপ-হ্রদ-ঘেরা প্রবাল-প্রাচীর) অব তারাওয়া জন্য লড়াই—যেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৩ সালে ও উভয়পক্ষে যাতে প্রায় ২০,০০০ সৈন্য জড়িত ছিল, সেগুলির উপরও "মহান অভিযানের" তকমা এঁটে দিয়েছেন।

নাৎসী জার্মানির ও সমরবাদী জাপানের বিরুদ্ধে জয় অর্জিত হয়েছিল কিছু নাবিয়ে দেওয়া সৈন্যদলের দ্বারা এবং রণকৌশলগত ও এমনকি বিশেষ লড়াইগত তাৎপর্যসম্পন্ন সঙ্ঘর্ষের দ্বারা, এবং বিপুল পরিমাণ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত লক্ষ লক্ষ সৈন্য জড়িত বিশালাকার লড়াইগুলির দ্বারা নয়—পাঠকদের এই কথা বোঝানর চেষ্টা কত অবাস্তব তা এই অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত সামরিক লেখক বোঝেন নি, একথা বিশ্বাস করা বাস্তবিকই কঠিন। এদিকে একটি প্রবন্ধে মার্শাল কে.কে. রোকোসভস্কির যে বর্ণনা করেছিলেন সেই অনুযায়ী পরিসর, লড়াইয়ের তীব্রতা ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের পরিমাণের দিক থেকে কুরস্কের লড়াইয়ের কোনও তুলনা ছিল না।

এ কথা সুস্পষ্ট যে বলডুইন তাঁর তালিকা থেকে এ লড়াইটিকে অজ্ঞতার দরুন বাদ দেন নি। এ কাজ তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে করেছিলেন, ইতিহাসকে মিথ্যাভাবে উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে, সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সমর দক্ষতাকে এবং নাৎসী দাসত্বের বীভৎসতা থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করায় সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকাকে খাটো করে দেখানর উদ্দেশ্যে।

১ হানসন ওব্লিউ বলডুইন, ব্যাটলস: লস্ট অ্যাণ্ড ওয়ান অ্যাণ্ড গ্রেট ক্যাম্পেনস অব ওয়ার্ল্ড ওয়ার ২, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৬।

'কম্যাণ্ড ডিসিশ্‌নস' নামক বইতেও কুরস্কের লড়াইকে নীরবে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ বইটি লিখিত হয়েছে একদল মার্কিন ইতিহাসবিদের দ্বারা, যুদ্ধের মধ্যে প্রধান প্রধান লড়াইয়ের ও রণনৈতিক পরিকল্পনাগুলি কিভাবে রচিত হয়েছিল তা দেখানর জন্য।

সুপরিচিত ব্রিটিশ সামরিক তত্ত্ববিদ জে.এস.সি ফুলার তাঁর "দা সেকেণ্ড ওয়ালর্ড ওয়ার ১৯৩৯-১৯৪৫" বইতে কুরস্ক বালজে জার্মান আক্রমণাত্মক অভিযান সম্বন্ধে কেবল একটি প্যারা সন্নিবিষ্ট করেছেন। আর, "দা স্ট্র্যাটেজি অব ইনডাইরেক্ট অ্যাপ্রোচ বইতে" লিডেল হার্টি ওখানকার ঘটনাবলীর বিবরণ কয়েক লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

আমেরিকান ও ব্রিটিশ সামরিক বিশ্লেষকরা যেখানে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে গ্রীষ্মকালীন ও হেমন্তকালীন অভিযানকে সযত্নে এড়িয়ে যান অপরাপর রণাঙ্গনে, যেখানে তাঁদের নিজেদের সৈন্যরা লড়াই করছিল, সেইদিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, সেখানে প্রাক্তন নাৎসী জেনারেল ও অফিসাররা ও সেই সঙ্গে কিছু "অপেক্ষাকৃত তরুণ" পশ্চিম জার্মান সামরিক ইতিহাসবিদেরা কুরস্কের লড়াইকে খাটো করার চেষ্টা চালিয়ে যান যাতে নাৎসী হাই কম্যাণ্ড ও জেনারেল স্টাফের রণনীতিগত ভুলগুলির বিশ্লেষণ এড়ান যায় তার জন্য।

ফিল্ড মার্শাল ফন মানস্টাইনের তাঁর "লস্ট ভিক্টরিজ"[১] বইতে অপারেশন সিটাডেল সম্পর্কে কয়েকটি পাতা মাত্র লিখেছেন, যদিও ওই যুদ্ধে তিনি ছিলেন এক প্রধান চরিত্র। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মে ও হেমন্তকালে সোভিয়েত—জার্মান রণাঙ্গনের ঘটনাবলীর প্রতি এই রকমই সামান্য মনোযোগ দেওয়া হয়েছে এক দল ভেরমাখট জেনারেল ও অফিসারদের প্রবন্ধাবলী সমন্বিত "ওয়ার্লড ওয়ার ১৯৩৯-৪৫"[২] বইতে, কুর্ট টিপেলসকিরশ-এর বিরাট বই "হিস্ট্রি অব দা সেকেণ্ড ওয়ার্লড ওয়ার", কর্ণেল জেনারেল গুদেরিয়ানের "রেমিনিসেন্সেস অব এ সোলজার"[৩]—বইতে এবং আরও অনেকগুলি পশ্চিম জার্মান "বিশ্লেষণমূলক রচনায়। ফেডারেল জার্মান রিপাবলিকের অন্যতম মুখ্য সামরিক ইতিহাসবিদ, এইচ-এ-জ্যাকবসেন, যিনি নাকি সত্যানুসন্ধানী সমালোচকের মনোভাবাপন্ন

১ ই, মানস্টাইন. ফেরলোরনে জিগে, বন, ১৯৫৫।

২ ভেলটক্রিগ, ১৯৩৯—১৯৪৫, স্টুটগার্ট, ১৯৫৫।

৩ হাইনৎস গুদেরিয়ান, এরিনেরুংগেন আইনেস জোলদাতেন, হাইডেলবার্গ, ১৯৫১।

বিশ্লেষক হিসাবে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে চান, তিনিও তাঁর বিরাট বই "দা সেকেণ্ড ওয়ার্লড ওয়ার ইন ইলাসট্রেশনস অ্যাণ্ড ডকুমেন্টস্" বইতে ওই "মূল" বিন্দুগুলি সংক্রান্ত মার্কিন ধারণারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। শুনুন একবার: "মিডওয়ে, গুয়াদাল ক্যানাল, এল-আলামিয়েন, তিউনিসিয়া ও মরোক্কো, স্তালিনগ্রাদ ও আটলান্টিকের জন্য লড়াইয়ের পঞ্চম পর্যায়ের সমাপ্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক মোড় ঘোরার বিন্দুর সূচনা করেছিল। কিছুকাল পরে ইউরোপীয়ান দুর্গ'র বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির সংযুক্ত বোমাবর্ষণও ক্রমবর্ধমান প্রভাব ফেলেছিল।"[১] জ্যাকবসেন মনে হয় "ভুলে গিয়েছিলেন" মস্কোর লড়াইকে, যেখানে নাৎসী শক্তির যুদ্ধে তাদের প্রথম বড়রকম পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিল এবং কুরস্কের লড়াইকে যেখানে নাৎসী জার্মানির আক্রমণাত্মক রণনীতির সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটেছিল। তিনি অনুগ্রহ করে স্তালিনগ্রাদের লড়াইকে স্বীকার করেছিলেন, তবে স্পষ্টতই কেবল এই কারণে যে সেখানে যে ২২টি ডিভিশন হত ও বন্দী হয়েছিল তাদের জন্য হিটলার নিজেই জাতীয় শোক ঘোষণা করেছিল। তিনি এই স্বীকারোক্তিকে অস্বীকার করতে সাহস করেননি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নিয়ামক লড়াইগুলির বিশ্লেষণে কুরস্কের লড়াইকে চেপে যাওয়া কেবল এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্বন্ধে অবহেলাই নয়, অথবা দু এক জন যথেষ্ট যোগ্যতাহীন লেখকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও নয়। এ হল ইতিহাসের বুর্জোয়া মিথ্যাচারীদের একটা ইচ্ছাকৃত ও সুচিন্তিত চাল, যার একটা "তাত্ত্বিক ভিত্তি" আছে ও নির্দিষ্ট ব্যবহারিক ফলাফল আছে।

কিছু বুর্জোয়া সামরিক ইতিহাসবিদরা, অবশ্য, সুস্পষ্ট তথ্য গুলিকে চেপে যাওয়াকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করার অতিরিক্ত "নিষ্ক্রিয়" উপায় বলে মনে করেন। তাঁরা কুরস্কের লড়াইকে নীরবে এড়িয়ে যান না, এর অগ্রগতি ও ফলাফলকে এমনভাবে বিশ্লেষণ করেন যা সত্যকে বিকৃত করে এবং ইতিমধ্যে প্রকাশিত দলিলগুলির সিদ্ধান্তগুলিকে বিকৃতভাবে হাজির করে এবং পাঠকদের উপর তাঁরা নিজেদের মত চাপিয়ে দেন।

কুরস্কের লড়াইকে মিথ্যাভাবে উপস্থিত করার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত

১ এইচ. এ. জ্যাকবসেন, এইচ ডলিঙ্গার, ডের৺ৎস্বেইটে ভেল্টক্রিগ ইন বিল্ডেন উণ্ড ডকুমেন্টেন, ভলুম ২, মিউনিখ, ভিয়েনা. বাল, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা ২৩১।

পদ্ধতিগুলির অন্যতম হল এই অভিযোগ যে নাৎসী কম্যাণ্ড অপারেশন সিটাডেল এ সীমিত লক্ষ্য অনুসরণ করেছিল, এবং ফলত তার ব্যর্থতার কোনও রণনৈতিক তাৎপর্য ছিল না। কুরস্ক বালজে নাৎসী ফৌজের লড়াই ছিল স্থানীয় চরিত্রের এই ধারণা বিশেষ সক্রিয়ভাবে প্রচারিত হয়েছে হতভাগ্য নাৎসী জেনারেলদের দ্বারা। পদাতিকবাহিনীর অন্যতম অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল টিপেলসকিরশ লিখেছেন: "এই লড়াইয়ের শেষপর্যন্ত উদ্দেশ্য ছিল অভিক্ষেপটিকে খতম করার ও কুরস্কের পূর্ব্বে একটা লাইনে অগ্রসর হওয়া।"[১]

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় হল কুরস্ক ও ওরেলে নাৎসীদের লড়াইগুলিকে বিশ্লেষণ ক'রে এর্নস্ট ক্লিঙ্ক-এর ইতিপূর্বে উল্লেখিত বইটি। তাঁর দ্বারা উদ্ধৃত দলিল এবং সৈন্যদের সামনে ধার্য লক্ষ্য সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ একটিই লক্ষ্যের অধীন: "একথা প্রমাণ করা যে ১৯৪৩ সালে নাৎসী কমাণ্ড যুদ্ধে জয়ের স্বপ্নপর্যন্ত আর দেখত না। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে ওরেল ও খারকভ থেকে নাৎসী আক্রমণাত্মক অভিযান করা হয়েছিল কুরস্ক অধিকারের জন্য, রণাঙ্গনকে ছোট করে ফেলার মারফৎ সৈন্যদের ছেড়ে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে বড় বড় শত্রুসৈন্য গঠন চূর্ণ করা যাতে ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালের আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করার সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হয়।"[২] আর একটা রকমফেরও চালু আছে যে নাৎসী নেতৃত্বের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রণাঙ্গনকে ছোট করা এবং বিরাট সংখ্যায় সোভিয়েত সৈন্যকে বন্দী করা যাতে তাদের জার্মানির যুদ্ধ শিল্পের কারখানাগুলিতে তাদের কাজ করতে পাঠান যায় এবং সেইভাবে' যে সব জার্মান শ্রমিককে বের করা যাবে তাদের গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ডিভিশনগুলিতে সৈন্য হিসাবে যোগান দেওয়া যায়।

সিটাডেল যে একটা "সহায়ক" লড়াই ছিল এই ধারণা জার্মান ৪র্থ আর্মির প্রাক্তন কম্যাণ্ডার কর্ণেল-জেনারেল ফন হাইনরিসির দ্বারাও উপস্থাপিত হয়েছিল। ফ্রিয়েডরিশ হস্ক-এর সঙ্গে মিলে তিনি পশ্চিম জার্মান সামরিক পত্রিকা ভেরভিসেনশাফটনিশে রাগুশাও-তে অপারেশন সিটাডেল সম্পর্কে একটা বড় প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে, একথা সত্য যে জেনারেল ৎসাইৎস্লারকে উদ্ধৃত করে যে ১৯৪৩ সালের

১ কুর্ট টিপেলসকিরশ, "অপারেটিভ কুয়েক্ : জেণ্টস্ যেসে ইন হোহেন পুংকটেন ডেস লাণ্ড ক্রিগেস", বিলানজ ডেস ৎসোয়াইতেন ভেল্ট ক্রিগেজ, হামবুর্গ, ১৯৫৩, পৃষ্ঠা ৫৯

২ এর্নস্ট ক্লিঙ্ক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯

গ্রীষ্মকালে হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল শীতকালে যে লোকসান হয়েছে তা পুনরুদ্ধার করার। কিন্তু এই একটি ভাবনায় নিজেরই ভিত্তি হল একটি ধারণা যা গোড়া থেকেই অপারেশন সিটাডেলের ঘটনাবলীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালের নাৎসী আক্রমণাত্মক অভিযানের উদ্দেশ্য যে কুরস্ক দখলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল পশ্চিম জার্মান ইতিহাসবিদ ম্যাক্স ডোমারুসও তা বলেছেন।

পশ্চিম জার্মান ইতিহাসবিদ ও ১৯৪৩ সালের ঘটনাবলীতে অংশগ্রহণ কারীদের এই সব প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল এটা দেখান যে নাৎসী সামরিক নেতারা ঠাণ্ডা মাথা ও সাবধানী লোক ছিলেন এবং ১৯৪৩ সালের পরিকল্পনা করার সময়ে তাঁরা অবস্থা খতিয়ে দেখেছিলেন ও ফলত—নিজেদের অনুকূলে যুদ্ধের স্রোত ফেরানর কোনও লক্ষ্য নির্ধারণ করেন নি। যে পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছিল তা জার্মানদের পক্ষে নিশ্চয়ই প্রতিকূল ছিল" তাদের সেনাবাহিনী বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, স্তালিনগ্রাদের পর শীতকালীন পশ্চাদ পসরন এবং সেখানে বিরাট শক্তিক্ষয় তাদের মনোবলকে দুর্বল করেছিল। উত্তর আফ্রিকার অবস্থানও বেদখল হয়ে গিয়েছিল। কিছু তাঁবেদারেরা স্পষ্টতই পিছিয়ে যাচ্ছিল। ভেরমাখটের ও শিল্পের পক্ষে জনবলের সমস্যাও তীব্র হয়ে উঠেছিল। দখল করা দেশগুলিতে এবং খোদ জার্মানিতে ও প্রতিরোধ আন্দোলন জোরাল হচ্ছিল। কিন্তু প্রধান ব্যাপার ছিল এই যে রণনৈতিক উদ্যোগে সোভিয়েত সেনাবাহিনী ও হিটলার-বিরোধী জোটে তাদের মিত্রদের হাতে দৃঢ়তা এসে গিয়েছিল। নাৎসী কম্যাণ্ড তা লক্ষ্য না করে পারছিল না।

নাৎসী জার্মানির রাজনৈতিক ও সামরিক রণনীতির হটকারিতা ও প্রতারণা কিন্তু এই তথ্যের মধ্যেই নিহিত ছিল যে তাদের আক্রমণাত্মক পরিকল্পনাগুলির ব্যর্থতার এইসব সুস্পষ্ট লক্ষণ সত্ত্বেও তার নেতৃত্ব ১৯৪৩ সালে আর একটা বড় রকমের আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করার পরিকল্পনা করেছিল, তারা আশা করেছিল এর ফলাফল যুদ্ধের উপর একটা সামরিক

১ ভেরভিস্কেনশাফ, টলিশে রুণ্ডশাও, নং ৮, ৯ ও ১০, ১৯৬৫।

২ এম. ডোমারুস, হিটলার, রেডেন উণ্ড প্রোক্লামাশিওনেন ১৯৩২-১৯৪৫, ভল্যুম ২ মিউনিখ, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ১৯৬১।

প্রভাব ফেলবে। ইতিহাসের মিথ্যাচারীরা উল্টোটা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে জার্মান ফৌজের কম্যাণ্ড হঠকারিতায় ভুগছিলনা, বরং হিটলারের ক্ষুধাকে সম্বরণ করানর চেষ্টা করছিল।

একথা খেয়াল রাখা দরকার, যে ১৯৪১ ও ১৯৪২-এর তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা পেয়ে নাৎসী কর্তারা তাদের ভবিষ্যত যুদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে চিৎকার করার ঝুঁকি নিচ্ছিল না। এবারেও তারা তাদের অভিযান সংক্রান্ত নির্দেশাবলীতে কেবল আশু কর্তব্য বিবৃত করায় নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখছিল। কিন্তু এ বিষয়টা প্রশ্নাতীত যে ১৯৪৩ সালের জন্য তারা সুদূরপ্রসারী মতলব পোষণ করত। অভিযানের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রস্তুতি, বিরাট শক্তির বিশেষত প্যানৎসার বহরের কেন্দ্রীভবন, সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের মধ্যাঞ্চলকে প্রতিআক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য বেছে নেওয়া ও অন্যান্য তথ্য দেখিয়ে দেয় যে নাৎসীরা আশা করেছিল অপারেশন সিটাডেল তাদের স্তালিনগ্রাদের প্রতিশোধ নিতে সক্ষম করবে, সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে "অচল" করে দেবে, সোভিয়েত ইউনিয়নকে আঘাত করে যুদ্ধ থেকে বের করে দেবে এবং ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের সঙ্গে একটা পৃথক শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালের আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য ভেরমাখট-এর প্রস্তুতি সংক্রান্ত দলিল পত্র থেকে লোকে এইরকম সিদ্ধান্তেই আসে। এই লড়াইয়ের সাফল্য অপরাপর আক্রমণাত্মক অভিযানের পথ প্রশস্ত করবে বলে ধারণা ছিল। আক্রমণাত্মক অভিযান যদি যেভাবে "পরিকল্পিত হয়েছিল" সেইভাবে এগোত তাহলে হিটলারের আশা ছিল "দক্ষিণ পূর্ব দিক অভিমুখে অবিলম্বে আক্রমণাত্মক অভিযান ('প্যান্থার') শুরু করা, যাতে শত্রু সেনাদের মধ্যে বিহ্বলতার সুযোগ নেওয়া যায়।"[১]

অপারেশন সিটাডেলের সাফল্য সমগ্র পূর্ব রণাঙ্গনের পক্ষে নিয়ামক হবে এই ধরনা হিটালারের ১৯৪৩ সালের ১লা জুলাইয়ের নির্দেশেও প্রকাশিত হয়েছে। আক্রমণাত্মক অভিযানের ঠিক আগে পূর্ব রণাঙ্গনের সৈন্যদের কাছে ভাষণ দিয়ে গিয়ে হিটলার আবার ঘোষণা করেছিলেন যে এই লড়াইয়ের ফলাফল যুদ্ধের ভাগ্য নিধারণ করতে পারে এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে আমূল নাড়িয়ে দিতে পারে।

১ এম. ডোমারুস, পূর্বোক্ত।

কিছু ইতিহাসবিদ হিটলারের নির্দেশ ও ভাষণগুলিকে প্রচারকার্য বলে মনে করেন এবং ফলত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা যোগ্য বলে মনেকরেন না। একথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে তার নির্দেশ, ভাষণ ও কোনও আক্রমণাত্মক অভিযানের আগে সৈন্যবাহিনীর কাছে প্রদত্ত বাণীর উদ্দেশ্য থাকত ভাবাবেগ সৃষ্টি করা ও একটা প্রভাব ফেলা। কিন্তু উৎস হিবাবে সেগুলিকে অবহেলা করাভুল হবে। হাজার হলেও নাৎসী জেনারেল স্টাফ তাদের লড়াইয়ে পরিকল্পনা ও ফলাফল সমন্ধে অনুমান হিটলারের নির্দেশ অনুযায়ীই করত। তার নির্দেশাবলী ও আদেশ জার্মানির রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও সিদ্ধান্তের প্রতিফলন করত।

পশ্চিম জার্মান সামরিক ইতিহাসবিদদের মধ্যেও কেউ কেউ আছেন যাঁরা ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালীন অভিযানের জন্য নাৎসী কম্যাণ্ডের পরিকল্পনাকে খাটো করে দেখাকে অতি-সরল ও অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। উদাহরণ স্বরূপ ভালটার গোয়েরলিৎস লিখেছেন যে নাৎসী কম্যাণ্ড পরিকল্পনা করেছিল গোড়ায় কুরস্ক অভিক্ষেপকে বিছিন্ন করার ও "তারপর সিদ্ধান্ত করা যে কি করা হবে—উত্তরে মস্কোর দিকে ঘোরা হবে নাকি দক্ষিণে-দনেৎস নদীর আগে ও মিউজ নদী বরাবর লাইনে রুশ সেনাবাহিনীর জন্য এক নতুন 'ক্যানে'র প্রস্তুতি করা হবে।"[১] কুরস্ক দখলের (প্যান্থার) পর আরও অভিযানের যে একটা পরিকল্পনা ছিল তা অনবধানভাবশত মানস্টাইনের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে।

পশ্চিম জার্মান ইতিহাসবিদ হেলমুথ ডাহ্‌ম্‌স্‌ ও পল কারেল[২] এ দাবি অস্বীকার করেন যে অপারেশন সিটাডেল ও নাৎসীদের সমগ্র গ্রীষ্মকালীন আক্রমণাত্মক অভিযানের উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ ছিল। ডাহ্‌ম্‌স্‌ স্বীকার করেন যে জার্মান নেতারা" জার্মানি ও তার মিত্রদের আস্থা ফের ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে একটা চাঞ্চল্যকর সামরিক সাফল্যের" জন্য সমুদ্যত হয়েছিল। কারেলও বিশ্বাস করেন যে হিটলার সব কিছুর ঝুঁকি নিয়েছিল এবং যুদ্ধের স্রোত ঘোরানর আশা করেছিল।

১ ভালটার গোয়েরলিৎস, ডেয়ার ৎসোয়াইটে ভেল্ট ক্রিগ, ১৯৩৯-১৯৪৫, ষ্টুটগার্ট, ১৯৫২, ভল্যুম ২, পৃষ্ঠা ২০০।

২ এইচ. জি. ডাহ্‌ম্‌স্‌, ডেয়ার ৎসোয়াইটে ভেল্টক্রিগ, ফ্রাঙ্কফুর্ট আম মাইন, ১৯৬৬ পৃষ্ঠা, ১২৬' পি. কারেল, ফেরব্রানটে এরডে, শাকট ৎসোয়াইশেন উণ্ড ভাইশেল-ফ্রাঙ্কফুর্ট আম মাইন ১৯৬৭।

জার্মান গ্রীষ্মকালীন অভিযানের চরিত্র "স্থানীয়" ছিল এই দাবি সম্পূর্ণ খণ্ডিত হয় এই অভিযানের জন্য শত্রুরা যে জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ নিয়োগ করেছিল সেই সংক্রান্ত অঙ্কের দ্বারা। ১৬ টি প্যানৎসার ও মোটরবাহিত ডিভিশনসহ ৫০টি ডিভিশন, প্রায় ১০,০০০ কামান ও মর্টার, প্রায় ২৭০০ ট্যাঙ্ক এবং ২০০০-এর উপর বিমান শত্রুদের চলতি লড়াইয়ে ও ব্যূহরচিত প্রতিরক্ষা এলাকায় এমন ঘন সন্নিবেশে সমর্থ করেছিল যা এর আগে কোনও একটিও লড়াইতে তাদের ছিল না।

নাৎসী কম্যাণ্ডের পরিকল্পনাগুলির, হিটলারের নির্দেশ ও আদেশ, জড়িত শক্তিগুলির ক্ষমতা ও কুরস্কে তাদের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়ে দেয় যে জার্মানি সীমিত উদ্দেশ্য নিয়ে একটা লড়াই-এর প্রস্তুতি করছিল না, সারা বছরের রণনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পন্ন একটা লড়াইয়েরই প্রস্তুতি করছিল। এই সমস্ত পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়েছিল সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রবল ও সুদক্ষ লড়াইয়ের দ্বারা। বুর্জোয়া সামরিক ইতিহাসবিদ ও আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ববিদেরা কুরস্কের জয়ের ঐতিহাসিক তাৎপর্য স্বীকার করতে ঘৃণা করে, কাজেই তারা অপারেশন সিটাডেলের সহায়ক চরিত্র সম্বন্ধে অলীক কাহিনী প্রচার করে।

করস্কের লড়াইয়ের ইতিহাসের বুর্জোয়া মিথ্যাচারীরা একথা প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে যে নাৎসী ফৌজের আক্রমণাত্মক অভিযান "চালিয়ে যাওয়া বন্ধ করা হয়েছিল" (এই কথাটাই তারা বেশি ব্যবহার করে) এই কারণে নয় যে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর শক্তিশালী আঘাতের মুখে অপারেশন সিটাডেল ধ্বসে পড়েছিল, বরং সিসিলিতে ইঙ্গ-মার্কিণ ফৌজ নামানর পর নাৎসী কম্যাণ্ডেরই উদ্যোগে আক্রমণাত্মক অভিযান বন্ধ করা হয়েছিল। এই মিথ্যা ভাষ্যের উদ্ভব হয়েছিল মার্কিন সাহিত্যে। তথ্যের বিকৃতিঘটিয়ে আমেরিকান ও ব্রিটিশ ইতিহাসবিদরা প্রমাণ করতে চায় যে কুরস্কের লড়াই সিসিলিতে সৈন্য নামাবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তা নয়, ভূমধ্যসাগরের এই অভিযানই নাৎসী জার্মানিকে বাধ্য করেছিল সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গন থেকে অনেকটা শক্তি প্রত্যাহার করতে।

আমেরিকান সামরিক ইতিহাসবিদ ব্যাসিল কোলিয়ার তাঁর ১৯৬৭ সালে নিউ ইয়র্কে প্রথম প্রকাশিত ও পরে ব্রিটেনে প্রকাশিত বই "দা সেকেণ্ড ওয়ার্লড

ওয়ার : এ মিলিটারি হিস্ট্রি ফ্রম মিউনিখ টু হিরোশিমা”—তে এতদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন যে তিনি দাবি করেছিলেন যে “সিসিলিতে অক্ষশক্তির রণাঙ্গন ধ্বসে পড়ছিল এবং ইতালিতে নতুন শক্তির যোগান অত্যন্ত জরুরী হয়েছিল এই কারণে” কুরস্কের বিরুদ্ধে আক্রমণ বাতিল করার আগে হিটলার ১৩ই জুলাই পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল। ”[১]

আলফ্রেড ফিলিপি, ফার্ডিনাণ্ড হাইম ও অন্যান্য পশ্চিম জার্মান লেখকেরাও দাবি করেন যে হিটলারের ওরেল ও খারকভ খণ্ডে আক্রমণ বন্ধ করে আত্মরক্ষায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সিসিলির ঘটনা বলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

বিভিন্ন সংস্করণে প্রকাশিত ডাহ্‌ম্‌স্‌ “দা সেকেণ্ড ওয়ার্লড ওয়ার” বইতে তিনি কুরস্কের লড়াইয়ের কাহিনী ইতালি সংক্রান্ত অংশে সন্নিবিষ্ট করেছেন—স্পষ্টতই ইতিহাসের আমেরিকান ও ব্রিটিশ ভাষ্যকারদের খুশি করতে—আর এইভাবে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের লড়াইয়ের উপরে সিসিলিতে ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্য নামানকে প্রাধান্য দিয়েছিল। আর এটি তিনি করেছেন কেবল তৃতীয় সংস্করণে। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে কুরস্কের লড়াই নিয়ে একটা গোটা পরিচ্ছেদ ছিল।

সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালিতে ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যের সফল অবতরণের দরুনই কুরস্কে জার্মান আক্রমণাত্মক অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল—কোলিয়ার, ডাহ্‌ম্‌স্‌ ও ইতিহাসের অপরাপর মিথ্যাচারীদের এই কথাবলার চেষ্টার একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল, তা হল এই অবতরণকে “দ্বিতীয় রণাঙ্গনের” পর্যায়ে তোলা। এই জিনিসটিই খুব বেশি করে করতে চেয়েছিলেন উইনস্টন চার্চিল। উদ্দেশ্য ছিল ১৯৪৩-এর গ্রীষ্মে পূর্ব রণাঙ্গনে নাৎসী কম্যাণ্ডের পরিকল্পনা ব্যর্থ করার কৃতিত্ব ব্রিটেন ও আমেরিকাকে দেওয়া।

কিন্তু তথ্য অন্য কথা বলে। কুরস্ক এলাকায় সোভিয়েত ফৌজের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতিতে নাৎসী কম্যাণ্ড অস্ত্রশস্ত্রের বেশির ভাগই সেখানে পাঠিয়েছিল। ১৯৪৩ সালে তাদের অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। অপারেশন সিটাডেলের শুরুতে পূর্বে অবস্থিত নাৎসী আর্মির ট্যাঙ্ক ও আক্রমণকারী কামানের সংখ্যা বেড়ে ৫৮৫০-এ দাঁড়িয়েছিল।

১ ব্যাসিল কোলিয়ার, দা সেকেণ্ড ওয়ার্লড ওয়ার : এ মিলিটারি হিস্ট্রি ফ্রম মিউনিখ টু হিরোশিমা, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা ৩২২।

বহু আশা করা হয়েছিল নতুন টাইগার ও প্যান্থার ট্যাঙ্ক এবং ভারী ফার্ডিনাণ্ড স্বয়ংক্রিয় কামানের কাছ থেকে। সমস্ত ভারী প্যানৎসার ইউনিটের তিন চতুর্থাংশের বেশি আর্মি গ্রুপ সেণ্টার ও সাউথকে দেওয়া হয়েছিল। নব-গঠিত প্যানৎসার ব্যাটেলিয়নগুলি পূর্ব রণাঙ্গনে এসে পৌছন পর্যন্ত হিটলার আক্রমণাত্মক অভিযানকে স্থগিত পর্যন্ত রেখেছিল।[১]

সিসিলিতে মিত্রশক্তির অবতরনের ফলাফল সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথাগুলি বলতেই হবে। ১০ই জুলাই এই দ্বীপে ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যদের অবতরণ জার্মানির সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও ঘোরাল করেছিল। কিন্তু ওই একই দিনে হিটলারের হেড কোয়র্টার্স একটা নির্দেশ জারি করে বলেছিল "অপারেশন সিটাডেল" চলতে থাকবে[২]। আর তার পরের দিন নাৎসী সৈন্যরা ভেঙে-বেরোন সম্পূর্ণ করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল।

১২ জুলাই অবস্থার বিরাট পরিবর্তন হল। ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের সৈন্যরা ও ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের বামপক্ষের সৈন্যরা শক্তিশালী প্রতি-আক্রমণ শুরু করল। কয়েকদিন পরে সেণ্ট্রাল রণাঙ্গনের সৈন্যরা প্রতি-আক্রমণ শুরু করল। প্রাখো-রোভকায় শক্তিশালি নাৎসী প্যানৎসার বাহিনী চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হল।

বহু পশ্চিমী সামরিক ইতিহাসবিদ হয় ইচ্ছাকৃতভাবে, নয় ঘটনা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকায় ব্রিয়ানস্ক ও ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গন কর্তৃক এই শক্তিশালী অতর্কিতে আক্রমণ, যার বিরুদ্ধে সে সময় নাৎসী সেনাবাহিনী কোনও আক্রমণাত্মক লড়াই করেনি, তার কথা উল্লেখ করেন না। এই আক্রমণ নির্দেশিত হয়েছিল উত্তর দিক থেকে কুরস্কের উপর অগ্রসরমান জার্মান আক্রমণকারী ফৌজের পার্শ্বদেশ ও পশ্চাদভাগের বিরুদ্ধে, আর এতে তাদের কঠিন অবস্থায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। জার্মান আক্রমণাত্মক অভিযানের মধ্যে যে সঙ্কট তৈরি হয়েছিল বিপুল ক্ষয়ক্ষতি, বিশেষত সাঁজোয়া ও বিমান বহরের ও অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষয়ক্ষতি, সংরক্ষিত শক্তির অভাব এবং ওরেল গোষ্ঠীর পশ্চাতে ওয়েস্টার্ন ও ব্রিয়নাস্ক রণাঙ্গনের আক্রমণাত্মক বিপদের দরুন— এই সমস্তই শেষ পর্যন্ত নাৎসী জেনারেলদের বাধ্য করেছিল কুরস্ক অভিক্ষেপে সোভিয়েত ফৌজকে ঘিরে ফেলা ও নিশ্চিহ্ন করার সমস্ত চেষ্টা ছেড়ে দিতো।

১ ক্রিগেস টাগেবুখ ডেস ও:কেডব্লিউ, ভল্যুম ৩, পৃষ্ঠা ৭৪৯-৫০

২ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৬৫

এতেই তাদের বাধ্য করেছিল, সিসিলিতে কয়েকটা ইঙ্গ-মার্কিন ডিভিশনের অবতরণে নয়।

জেনারেল হাইনরিসির উপরোক্ত প্রবন্ধে আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের তৎকালের এক স্টাফ অফিসারের সেই সময়কার ঘটনবলীর এক চিত্তাকর্ষক মূল্যায়ন উদ্ধৃত হয়েছেঃ "আর্মি গ্রুপ'সেণ্টারের হেড কোয়ার্টার্সে যারা আমরা সেই সময়ের ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে গিয়েছি তাদের কছে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে অপারেশন সিটাডেলের ব্যর্থতা এবং ১৯৪৩ সালের ১২ই জুলাই রাশিয়ান প্রতি আক্রমণাত্মক অভিযান রুশ-জার্মান যুদ্ধের মোড় ঘোরাল ও লড়াই শত্রুর অনুকূলে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হওয়ার সূচনা করল।"[১]

নাৎসী ফৌজ আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে চলে যাওয়ার পরে নাৎসী কম্যাণ্ড পূর্ব রণাঙ্গন থেকে ইতালিতে কোনও উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় সৈন্য স্থানান্তরের অবস্থায় ছিল না। জুলাইয়ের শেষে হিটলার আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের কম্যাণ্ডার ফন ক্লুগের কাছে ৩য় প্যানৎসার ডিভিশন ও আর কয়েকটি ইউনিটকে ইতালিতে পাঠান সাপেক্ষে এই রণাঙ্গন থেকে প্রত্যাহারের দাবি করেছিল। কনক্লুগে এ নির্দেশ মানতে একদম অস্বীকার করেছিল। হিটলারের কাছে সে নিবেদন করেছিল "আমার ফুয়েরার আমি এই বিষয়ের উপর আপনার দৃষ্টি আর্কষণ করতে চাই যে এই মুহূর্তে অমি এ রণাঙ্গন থেকে একটিও সৈন্য প্রত্যাহার করতে পারি না। একথা একেবারে ওঠেই না।"

সোভিয়েত সেনাবাহিনী যখন নাৎসী রণাঙ্গনের দক্ষিণ পক্ষ চূর্ণ করল হিটলার তখন তার ভাষায় "নাৎসীবাদের প্রতি রাজনৈতিকভাবে অনুরক্ত" কয়েকটি ইউনিটের সাহায্যে ইতালিতে পরিস্থিতি উদ্ধারের ধারণাকে স্থান দেওয়াও আর বন্ধ করে দিল। সিদ্ধান্ত হল যে দক্ষিণ ইতালি ছেড়ে এসে পূর্বের সৈন্যদলকে বাড়তি শক্তি যোগানর ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় রণাঙ্গনের অনুপস্থিতি নাৎসী কম্যাণ্ডকে ১৯৪৩ সালের শেষার্ধে পশ্চিম থেকে উল্লেখযোগ্য শক্তি সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে সরিয়ে আনতে সক্ষম করল।

ফলত, নাৎসী কম্যাণ্ড পূর্বের রণাঙ্গনকেই প্রধান ও নিয়ামক রণাঙ্গন হিসাবে

১ ভেরভিসেনশ্‌ শাফটলিশে রুণ্ডশাও, ১৯৬৫, ১০ নং, পৃষ্ঠা ৫৯৯।

২ হিটলারস লাগেবেস প্রেশুংগেন ডি প্রোটোকল ফ্রাগমেনটে জাইনার মিলিটেরিশেন কনফেরেনৎসেন ১৯৪২-১৯৪৫, ষ্টুটগার্ট, ১৯৬২, পৃষ্ঠা ৩৭৪।

গড় করতে থেকেছিল এবং অপারেশন সিটাডেলকে ইতালির পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল করেনি। কুরস্কে নাৎসীদেরশেষ বড় আক্রমণের ব্যর্থতা ভূমধ্যসাগরেও অক্ষশক্তির পরিকল্পনার ব্যর্থতা পূর্ব-নির্ধারিত করে দিয়েছিল।

অপারেশন সিটাডেলের ব্যর্থতার কারণের কথাবলতে গিয়ে পশ্চিমী বইপত্রের এই দাবি করার ঝোঁক দেখা যায় যে আক্রমণাত্মক অভিযান যদি আরও আগে, ধরা যাক বসন্তকালে, শুরু করা হত তাহলে নাৎসীদের জয় অথবা অন্তত আংশিক সাফল্য হত।

জেনারেল হানসস্পাইডেল তাঁর শিকাগোতে প্রকাশিত "ইনভেনশন ১৯৪৪" বইতে লিখেছিলেন যে অপারেশন সিটডেল সফল হত যদি তা ১৯৪৩-এর মার্চে খারকভ-বেলগোরদ প্রতি-আক্রমণের ঠিক পরেই করা হত। মানস্টাইনও "লস্ট ভিক্টারিস" বইতে লিখেছিলেন যে মে মাসে, যখনও সোভিয়েত ফৌজ কুরস্ক বালজের প্রতিরক্ষায় যথেষ্ট সুসংগঠিত হয়নি, তখন শুরু করা হলে আক্রমণাত্মক অভিযান সফল হত।

১৯৪৩ সালের শুরুতে সোভিয়েত জার্মান রণাঙ্গনের দুই পক্ষের শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে মার্চেই হোক, আর মে-তেই হোক, জার্মানদের নিয়ামক রণনৈতিক ফলাফল পাওয়ার মত যথেষ্ট জনবল ও বৈষয়িক সম্পদের অভাব ছিল। মার্চের গোড়ায় পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মানদের যে ১৫৯ ডিভিশন স্থল সৈন্য ছিল তার মধ্যে ৪৫টি ইউনিট ছিল সীমাবদ্ধ সমর-দক্ষতা সম্পন্ন—বিমানক্ষেত্রে স্থল সৈন্য, নিরাপত্তা, সংরক্ষিত ও "বিদেশী" সৈন্য। এই সমস্ত ডিভিশনই শীতকালিন অভিযানে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তাদের স্থানপূরণের মত যথেষ্ট জনবল বা বৈষায়িক সম্পদ ছিল না। দনবাস ও খারকভে নাৎসী কম্যাণ্ড ফেব্রুয়ারির মার্চে যে প্রতি-আক্রমণ করেছিল পশ্চিম থেকে পাঠান সংরক্ষিত শক্তি সেখানেই খরচ হয়ে গিয়েছিল।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালীন অভিযানের চরিত্র সম্পর্কে, অর্থাৎ আক্রমণাত্মক না আত্মরক্ষামূলক হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হিটলারের দ্বিধার যথেষ্ট ভিত্তি ছিল। ভেরমাখটের অস্ত্রশস্ত্র ও সংগঠিত শক্তির ঘাটতি ছিল। মার্চে গুদেরিয়ান জানিয়ে ছিলেন যে পূর্বরণাঙ্গনে একটিও পূর্ণশক্তি সম্পন্ন প্যানৎসার ডিভিশন ছিলনা। কাজেই বহু সংখ্যায় নতুন অস্ত্রশস্ত্র আসায় সাপেক্ষে কুরস্কের বিরুদ্ধে

আক্রমণাত্মক অভিযান মে থেকে জুনে, আবার জুন থেকে জুলাইতে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই নতুন অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন বছরের প্রথমার্ধে বৃদ্ধি পেয়েছিল দখলীকৃত দেশগুলি থেকে জবরদস্তি করে জার্মানিতে আনা বহু সংখ্যক বিদেশী শ্রমিক নিয়োগের কল্যাণে।

সোভিয়েত ফৌজের অবস্থা মার্চ থেকে মে পর্যন্ত খানিকটা কঠিন ছিল; তারা শীতকালের পরিস্থিতিতে স্তালিনগ্রাদ থেকে কুরস্কে পরিসর ও ফলাফলের দিক থেকে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণাত্মক অভিযান চালিয়েছিল, তাদের সংরক্ষিত শক্তি খরচ হয়ে গিয়েছিল ও তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সেই কারণে শত্রুরা প্রতি-আক্রমণ করতে ও আমাদের লাইনের ভিতর দিয়ে ভেঙে বেরোতে সমর্থ হয়েছিল।

সেই সঙ্গে আবার সোভিয়েত সেনাবাহিনীতে আক্রমণাত্মক মনোভাব স্তালিনগ্রাদের পর খুব প্রবল ছিল। পাউলাসের আর্মিকে খতম করতে পারার ফলে সোভিয়েত কম্যাণ্ডের পক্ষে স্তালিনগ্রাদ থেকে কুরস্কে একটা বড় শক্তিকে স্থানান্তর করা সম্ভবপর হয়েছিল।

ফলত, পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রস্তুতির পরেও নাৎসী কম্যাণ্ড যদি ১৯৪৩-এর গ্রীষ্মকালে তার বৃহদাকার প্রতি-আক্রমণে ব্যর্থ হয়ে থাকে, তাহলে বিনা প্রস্তুতিতে মে অথবা মার্চেও আক্রমণাত্মক অভিযান ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল।

ন্যায়বিচারের খাতিরে একথা বলতেই হবে যে সব পশ্চিম জার্মান ইতিহাস-বিদরাই কিন্তু মানস্টাইন ও স্পাইডেলের সঙ্গে একমত নয়। উদাহরণস্বরূপ গোয়েরলিৎস দুই পক্ষের শক্তির তুলনা করেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে-ছিলেন যে ১৯৪৩ সলের বসন্তকালে জার্মানি কোনও বৃহদাকার আক্রমণাত্মক অভিযান করতে পারত না।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালীন অভিযান সম্বন্ধে স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে প্রাক্তন ভেরমাখট জেনারেলরা অপারেশন সিটাডেলের ব্যর্থতার জন্য সাধারণত হিটলারকে দোষ দিয়ে থাকে। যদিও ফেডেরাল রিপাবলিক অব জার্মানির কিছু "অপেক্ষাকৃত তরুণ" সামরিক ইতিহাসবিদ—তার মধ্যে পড়েন হানস অ্যাডলফ জাকবসেন ও হেলমুট হাইবার—চতুর ও অভ্রান্ত জেনারেলগণ এবং নির্বোধ ও সঙ্কীর্ণমনা ফুয়েরার, যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে তাদের সুপারিশ অগ্রাহ্য করেছিল—এই গল্পের সমালোচনা করেছেন, তবু ১৯৪৩ সালের সমস্ত

বিপর্যয়ের জন্য হিটলার দায়ী ছিল এই বক্তব্য এখনও চালু আছে। ক্লিঙ্ক তাঁর বইতে লিখেছেন যে আর্মি ও আর্মি গ্রুপগুলির গোয়েন্দা সংস্থাগুলি এবং ল্যাণ্ড ফোর্সেস-এর জেনারেল স্টাফের ইস্টার্ন ডিভিশন মাথা ঠাণ্ডা রেখে ও সঠিকভাবে পরিস্থিতির ও শত্রুর উদ্দেশ্যের পরিমাপ করেছিল এবং হিটলারই সিদ্ধান্ত করার সময়ে তাদের মুল্যায়নকে হিসাবের মধ্যে নিতে রাজী হয়নি।

আর একজন ইতিহাসবিদ কার্ল হেরমান এই দাবি করেন যে জনবলে ও বৈষয়িক সম্পদে সোভিয়েত প্রাধান্যকে জার্মান কম্যাণ্ডের দক্ষতা এবং নাৎসী সৈন্যদের "উচ্চ" সমরদক্ষতা দিয়ে সামাল দেওয়া যেত যদি না হিটলারের হস্তক্ষেপ ঘটত। টিপেলকিরশ[১], মানস্টাইন ও অন্যান্য লেখকদের বইতে হিটালারের "অনমনীয়তা" ও "একগুঁয়েমি" সম্বন্ধে বক্তব্য বারবার দেখা যায়।

আসলে কিন্তু জেনারেল স্টাফের জেনারেলরা এবং সশস্ত্র বাহিনীর, আর্মি গ্রুপের, আর্মির ও অন্যান্য গঠনের কম্যাণ্ডাররা হিটলারকে পুরোপুরি সমর্থন করেছিল। অপারেশন সিটাডেল পরিকল্পনার রচয়িতা কর্ণেল জেনারেল ৎসাইৎসলার ছাড়া আর কেউ নয়। মানস্টাইন "একটা ড্র চাপিয়ে দেওয়ার" জন্য সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে রণাঙ্গনের দক্ষিণ পক্ষে লড়াইয়ের জন্য তাঁর নিজের পরিকল্পনা দাখিল করেছিলেন। হিটলার যখন তাঁর পরিকল্পনা বাতিল করে দিল তখন মানস্টাইন ৎসাইৎসালের পরিকল্পনা, যা ফুয়েরারের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল, তার সবচেয়ে সক্রিয় প্রচারক ও প্রবক্তাদের একজন হয়ে দাঁড়ালেন। মানস্টাইনের স্মৃতিচারণায় তিনি হিটলারকে দোষী করেছেন প্রতি-আক্রমণ বন্ধ করে দেওয়ার ভুল করার দোষে, কারণ সিসিলিতে ইঙ্গ-মার্কিন অবতরণে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল (আবার সিসিলিকে কুরস্কে পরাজয়ের প্রধান কারণ হিসাবে দেখান হল)। তিনি দাবী করেন যে আর্মি গ্রুপ সাউথ জয় অর্জন করার অবস্থায় ছিল—মডেলের আর্মির গতিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও।

হাইনৎস গুদেরিয়ানকেও কখনও কখনও হিটলারের সিদ্ধান্তের বিরোধী বলে বর্ণনা করা হয়। গুদেরিয়ান তাঁর "রেমিনিসেনসেস অব এ সোলজার" বইতে নিজেই ঘোষণা করেছেন যে তিনি অপারেশন সিটাডেলের বিরুদ্ধে ছিলেন।

সে কথা বিশ্বাস করা যেত যদি ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারির শেষে মনোবল-

---

১ কুর্ট টিপেলকিরশ, গেশিশটে ডেস ৎসোয়াইটেন ভেল্টক্রিগেস, বন, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ৩১৫

২ ই. মানস্টাইন, ফেরলোরনে জিগে, পৃষ্ঠা ৪৭৬

হীন জার্মান সাঁজোয়া বাহিনীর সেনাপতিত্বে নিযুক্ত এই একই গুদেরিয়ান কুরস্কের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য প্যানৎসার কোর ও ডিভিশন-গুলিতে একত্র করার জন্য এমন সোৎসাহে লেগে না পড়তেন। ফুয়েরারকে মোট যা করতে হয়েছিল তা হল তাঁকে ডাকা, আর অমনি গুদেরিয়ান সব অভিযোগ ভুলে গেলেন, প্যানৎসার সৈন্যদের ইনস্পেক্টর জেনারেল হতে রাজী হলেন এবং করুণভাবে ঘোষণা করলেন "আমার দেশের এবং বাহিনীর প্রয়োজনে আমি হিটলারের প্রস্তাব গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলাম। আর, একথা বলতেই হবে যে অপারেশন সিটাডেলের প্রস্তুতিতে তিনি অনেক কিছু করে ফেলেছিলেন, যদিও প্যানৎসার ও মোটরবাহিত ফৌজকে পুনর্গঠনের ও জোরাল করার যে পরিকল্পনার সুপারিশ তিনি করেছিলেন তা পূরণ হয়নি। আর তার কারণ জার্মান জেনারেলদের ঢিলেঢালা ভাব ততটা নয়, যতটা সোভিয়েত সেনা-বাহিনীর প্রবল লড়াই যা নাৎসী কম্যাণ্ডের আপাতদৃষ্টিতে সু-চিন্তিত পরিকল্পনা-গুলিকে বানচাল করে দিয়েছিল।

রাজনৈতিক ও সামরিক সিদ্ধান্তগুলির জন্য হিটলার ব্যক্তিগতভাবে দায়ী ছিল এই তত্ত্ব ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্রের কিছু কিছু মহল কর্তৃক পরে ভেবে বের করা হয়েছিল জার্মান একচেটিয়াদের এবং তাদের বিশ্বস্তভাবে সেবা করেছিল যারা সেই ভেরমাখট জেনারেলদের নাৎসী শাসনের দ্বারা অনুষ্ঠিত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের কলঙ্ক থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য। সশস্ত্র ফৌজের রণনৈতিক নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নাবলী সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত হিটলার একা একাই করত না। রণনৈতিক পরিকল্পনাও মতাদর্শগত ব্যবস্থা গ্রহণে এবং দখলকাররা দেশগুলিকে দখলদার কতৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাবলী রচনায় জেনারেলরা অত্যন্ত সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। নুরেমবার্গে নাৎসী অপরাধীদের বিচারের সময় একথা প্রত্যয়জনকভাবে প্রমাণিত হয়েছিল।

হালডের, ব্রাওখিটশ, ব্লাসকোভিৎস ও অন্যান্য নাৎসী জেনারেলদের শপথ নিয়ে বলা বিবৃতি উদ্ধৃত করে ইণ্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইবুনালের দলিলে পাওয়া যায়: "সামরিক পরিকল্পনা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের হালডের বলেছেন যে ও. কে. ডব্লিউ[১]-র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল আর্মড ফোর্সেস অপারেশন স্টাফ, জোডল ও ভারলিমণ্ট যথাক্রমে যার প্রধান ও উপ-প্রধান ছিলেন।

১ ও.কে. ডব্লিউ: ওবার কম্যাণ্ডো ভেরমাখটস (সশস্ত্র ফৌজের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব)।

কিন্তু কম্যাণ্ডাররাও পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করত।....পোল্যাণ্ড ও অন্যান্য দেশ আক্রমণের সামরিক পরিকল্পনা আর্মিগ্রুপের ও আর্মির কম্যাণ্ডারস-ইন-চিফদের কাছে আগে থেকে পেশ করা হয়েছিল, যাতে ও. কে. এইচ[১] তাদের পরামর্শের সুযোগ পায়। লড়াইয়ের সময়ে ও. কে. এইচ এবং আর্মি গ্রুপের ও আর্মির কম্যাণ্ডার-ইন-চিফদের সঙ্গে ক্রমাগত পরামর্শ চলত, এবং···কম্যাণ্ডার-ইন-চিফদের সঙ্গে হিটলার নিজে বারবার পরামর্শ করত।"[২]

অপারেশন সিটাডেল পরিকল্পিত হয়েছিল হিটলারের সঙ্গে মিলে নাৎসী স্টাফের দ্বারা। সোভিয়েত রাষ্ট্রকে যে কোন মূল্যে ধ্বংস করার উন্মাদ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নাৎসী জেনারেলরা তাদের ফুয়েরারের সঙ্গে একত্রে রণনৈতিক উদ্যোগ আয়ত্ত করার জন্য পন্থা খুঁজেছিল। একত্রেই তারা পরাজিতও হয়েছিল। এ কেবল নাৎসী নেতৃত্বের কর্মনীতির পতন নয়, জার্মান সামরিক নেতাদের সামরিক-রণনৈতিক পরিকল্পনারও পতন।

ইতিহাসের বুর্জোয়া মিথ্যাচারীরা কেবল এরকম সুস্পষ্ট পদ্ধতিরই আশ্রয় নেয়নি। তারা অপেক্ষাকৃত কম নজরে পড়ে এমন পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল। কিন্তু নিয়মিতভাবে নিয়োজিত হয়ে সেগুলিও পাঠকদের মনকে এইরকম খারাপ-ভাবেই বিষিয়ে দেয়।

পশ্চিম থেকে প্রকাশিত কুরস্কের লড়াইয়ের উল্লেখ সম্পন্ন প্রবন্ধ ও বইগুলি এই অভিযোগে আক্ষরিক অর্থেই ঠাসা যে কুরস্কে সোভিয়েত আর্মি জয়লাভ করেছিল কেবল মাত্র বিপুল সংখ্যাগত প্রাধান্যের জন্য। তারা প্রায়ই "শত্রুর সুবিশাল সংখ্যাগত প্রাধান্য" সংক্রান্ত মানস্টাইনের অভিযোগের ও আক্রমণকারী সোভিয়েত ফৌজ আর্মি গ্রুপ সাউথের তুলনায় একজনের জায়গায় সাতজন ছিল এই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করে থাকে। মানস্টাইন লিখেছিলেন "আমরা এক সত্যিকারের হাইড্রার মুখোমুখী হয়েছিলাম। প্রত্যেকটা মাথা কেটে ফেললেই দুটো গজায়।"[৩]

১ ও কে এইচ—ওবার কমাণ্ডো হীরেস (স্থল বাহিনীর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব)।

২ ট্রায়াল অব দা মেজর ওয়ার ক্রিমিনালস বিফোর দা ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইবুনাল, নু রেমবার্গ, ভল্যুম ২২, পৃষ্ঠা ২৭৪-৭৫।

৩ ই. মানস্টাইন, ফেরলোরনে জিগে, পৃষ্ঠা ৫০৯।

এখানেও তথ্যের বিকৃতি ঘটান হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম খণ্ডে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সঙ্গে নাৎসী ফৌজের অনুপাত ছিল ২:১ (২,৬৩৩,০০০ সোভিয়েত সৈন্য ও ১,২৪০,০০০ জার্মান সৈন্য ছিল)। প্রধান প্রয়াসের ক্ষেত্রগুলিতে সোভিয়েত আর্মির বিপুল প্রাধান্য সৃষ্টি করা হয়েছিল সৈন্যদের সুকৌশলে কেন্দ্রীভবনের মারফৎ। কিন্তু তার কৃতিত্ব প্রাপ্য প্রতিভাশালী সোভিয়েত জেনারেলদের এবং উঁচুদরের সোভিয়েত সামরিক তত্ত্ব ও আচরণের। সে সম্পর্কে বুর্জোয়া সামরিক ইতিহাসবিদরা চুপ করে থাকাই পছন্দ করে এই ভয়ে যে তাতে ১৯৪৩ সালের অভিযানে নাৎসী যুদ্ধ কলার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাদের দাবি তাসের ঘরের মত ধ্বসে পড়বে। আর, সোভিয়েত সেনাবাহিনী কোথা থেকে এত সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছিল সে বিষয়ে তারা একেবারে চুপ থাকে।

কুরস্কের লড়াইয়ের তাৎপর্য খাটো করে দেখার চেষ্টায় বুর্জোয়া ইতিহাসবিদরা নিম্নোক্ত পদ্ধতির আশ্রয় নেয়: তারা কেবল জার্মান আক্রমণাত্মক আভিযানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলির কথা লেখে, অন্যান্য ঘটনাবলী এড়িয়ে যায়, সোভিয়েত প্রতিরক্ষামূলক লড়াইগুলিকে বিশ্লেষণ করেনা এবং আমাদের পাঁচটি রণাঙ্গনে শক্তিশালী প্রতি-আক্রমণের উল্লেখ করে না। এই সব লেখায় এই ঐতিহাসিক লড়াইয়ের বিজেতা সম্বন্ধে, তাদের সামরিক দক্ষতা, বীরত্ব, সাহস ও দেশপ্রেম সম্বন্ধে একটি কথাও নেই।

ক্লিঙ্ক, ডাহ্‌ম্‌স্‌, হাইনরিসি, হাউসক্ক ও অন্যান্য পশ্চিমী ইতিহাসবিদরা ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মের লড়াইয়ের সমগ্র সমাহার থেকে কেবল অপারেশন সিটাডেলকে আলাদা করে দেখে, তাকে ৫ই জুলাই থেকে ১৬ই জুলাইয়ের মধ্যে, আবার কেউ কেউ কেবল ১৩ই জুলাইতে সীমাবদ্ধ রাখে। তারা এর অগ্রগতির বিশ্লেষণ করে ও একে "থামিয়ে দেওয়া লক্ষ্য করে, কিন্তু তারপর সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জয়যুক্ত লড়াইগুলি যার ফলে জার্মান রণাঙ্গনের দক্ষিণ পক্ষ বিচূর্ণ হয়েছিল, সেগুলি পর্যন্ত আর এগোয়না। এ সব ঘটনা তাদের দ্বিপাক্ষিক প্রক্রিয়া নয়। সোভিয়েত সেনাদের আঘাতের সামনে নাৎসীদের পশ্চাদপসরণকে প্রায়ই "পরিকল্পিত প্রত্যাহার" আখ্যা দেওয়া হয়। ভাষান্তরে বললে তারা "সম্মুখ রণাঙ্গনের লাইনকে সোজা করার" গোয়েবল্‌স্‌-এর প্রচারকে তোতাপাখীর মত পুনরাবৃত্তি করে।

মিথ্যাচারীদের ঘটনাবলীকে "টুকরো টুকরো করার" পদ্ধতি কখনও কখনও

যায় এক রূপ নেয়। দুই পক্ষের লড়াইগুলিতে তারা উত্থান ও পতন, সাফল্য ও ভ্রান্তি দুইই উল্লেখ করে। লড়াইয়ের সামগ্রিক চিত্র তার গতিশীলতা ও শেষ ফলাফলের বিশেষত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনার দ্বারা পেছনে ঠেলে দেয়। লড়াইটি কেন ওইভাবে শেষ হল ও অন্য কোনও ভাবে হল না তার কারণ থেকে পাঠকদের নজরকে এইভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়।

সোভিয়েত সেনাবহিনীর বিজয় সম্বন্ধে ও তার কারণ সম্বন্ধে যত কম সম্ভব উল্লেখ যাতে করা যায় সে উদ্দেশ্যে অভিধাগত যাদুকরগিরিও দেখা যায়। অনেক পশ্চিমী ইতিহাসবিদ নাৎসী আক্রমণাত্মক অভিযানের ব্যর্থতাকে "ধাক্কা খাওয়া" বা "বিহ্বলতা" বলে আখ্যা দেয়। আর একটা জনপ্রিয় ভাষ্য এই যে অপারেশন সিটাডেল ব্যর্থ হয়েছিল হিটলারের "ভুলের" অথবা "মারাত্মক সিদ্ধান্তের দরুণ, অথবা নাৎসী সামরিক নেতাদের মধ্যে বিরোধের দরুণ। এ সমস্তই করা হয় সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সেই বিজয়কে খাটো করে দেখানর জন্য যা মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের এবং গোটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মোড় ঘোরার সূচনা করেছিল।

এই সমস্ত মিথ্যাচার বুর্জোয়া সামরিক ইতিহাসের সরলতা নয়, দুর্বলতারই সাক্ষ্য দেয়, এবং তার ইতিহাসটি একচেটিয়া পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার বশংবদতারই সাক্ষ্য দেয়। এই সব রচনা যদিও বৈজ্ঞানিক দেখায়, কিন্তু এগুলি স্পষ্টত সোভিয়েত-বিরোধী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী এবং এদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল নাৎসী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েত জনগণের বীরত্বকে কলঙ্কিত করা ও পরে খাটো করে দেখান। কিন্তু আমাদের বিরোধীরা যত কঠিনভাবে ইতিহাসকে মিথ্যায় পর্যবসিত করতে চাক তারা তাদের প্রাথমিক লক্ষ্যে সফলতা করতে পারবে না। মস্কো এবং স্তালিনগ্রাদের সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিজয়ের মতই কুরস্কের বিজয় সম্পর্কিত সত্যও মিথ্যার বন্যা ভেদ করে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির লোকের কাছে পৌছচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ও অপরাপর সমাজতান্ত্রিক দেশের সামরিক ইতিহাসবিদ, যাঁরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ইতিহাস রচনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কুরস্কের লড়াইকে ও সাধারণভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে বিশ্লেষণ করার জন্য অনেক কাজ করেছেন, এর জন্য তাঁদের কৃতিত্ব কম নয়।

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের এবং সাধারণভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান প্রধান

লড়াইগুলির একটা পূর্ণতর চিত্র তুলে ধরার জন্য, পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ, যে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের আঘাতকারী শক্তি নাৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিপ্লবের সাফল্যগুলিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে, তার জনগণের ঐতিহাসিক কীর্তির গরিমার চিত্র তুলে ধরার জন্য সোভিয়েত ইতিহাসবিদদের এখনও অনেক কিছু করতেই হবে।



কর্নেল

গ্রিগরি কোলতুনভ

এম. এস. সি. (ইতিহাস)*

কুরস্কের লড়াই সম্বন্ধে সোভিয়েত সামরিক ও ঐতিহাসিক সাহিত্য

কুরস্কের লড়াই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে প্রদীপ্ত ও অবিস্মরণীয় ঘটনাগুলির মধ্যে একটি। এ যা আগ্রহ জাগিয়েছিল তা সত্যিই বিপুল। তিন দশকের অধিককাল ধরে এ লড়াই সামরিক বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ মানুষ উভয়েরই নজর আকর্ষণ করছিল।

সোভিয়েত ইতিহাসবিদরা কুরস্কের শিক্ষাপ্রদ অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের জন্য অনেক কাজ করেছেন। কুরস্ক বালজের লড়াই যখন চলছিল তখন থেকেই যারা এতে অংশ নিয়েছিল বা নিজের চোখে দেখেছিল এ সম্বন্ধে তাদের লেখা প্রবন্ধ ও বিশেষ আলোচনা সাময়িক পত্রিকায় বেরোতে শুরু করেছিল।[১]

১৯৪৩ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীতে লেখকেরা বিশেষ বিশেষ সংঘর্ষের বর্ণনার উপর প্রধানত লিখেছিলেন, সোভিয়েত সেনাবাহিনী কর্তৃক অর্জিত অভিজ্ঞতার কিছু সামান্যীকরণ করেছিলেন, কুরস্কের লড়াইয়ের সামরিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যের ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং সোভিয়েত সৈন্যদের বীরত্বের প্রশংসা করেছিলেন।

* কর্নেল কোলতুনভ কুরস্কের লড়াইতে ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের ৩য় আর্মির একটি সিগন্যাল ব্যাটেলিয়নের কম্যাণ্ডার ছিলেন। এখন তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের দেশরক্ষা মন্ত্রকের ইনস্টিটিউট অব মিলিটারি হিস্ট্রিতে একটি অনুশীলন গোষ্ঠীর প্রধান।

১ এম. ব্রাগিন, "জুলাই ব্যাটল", প্রাভদা, জুলাই এর। ১৯৪৩ : পি. ম্যালিনিন, "ক্যাপচার অব বোলকভ", ক্রাজনায়া ঝ্‌ভেঝদা, জুলাই ২৩, ১৯৪৩, কে. বুকেভাস্কি, "ফাইটিং জার্মান ট্যাঙ্কস ইন দা বেলগোরোদ সেক্টর," ক্রাজনায়া ঝ্‌ভেঝদা, জুলাই ৭, ১৯৪৩ : এ. কারপভ, দা ফাইট ফর দা কুরস্ক স্যালিয়েন্ট", ক্রাজনায়া ঝ্‌ভেঝদা, জুলাই ২৯, ১৯৪৩ ; বি. আস্ত্রোপভ, "দা স্ট্রাগল

১৯৪৩ সালে বলশেভিক পত্রিকা এন. এ. তালেনস্কির "দা ওরেল অপারেশন" এবং ১৯৪৪ সালে জার্নাল অব হিস্ট্রি আই. ভি. পারোতকিনের "দা ব্যাটল অব কুরস্ক" প্রকাশ করেছিল। এই দুটিই ছিল প্রথম প্রবন্ধ যাতে ঘটনাবলীকে গোছানর, তাদের মূল্যায়ণের এবং কিছু লড়াই সংক্রান্ত ও রণনৈতিক সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টা করা হয়েছিল।[১] এই প্রবন্ধগুলি আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের ও প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করেছিল, যুদ্ধকলার কতকগুলি দিক নিয়ে আলোচনা করেছিল এবং সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর ব্যাপক গণ-বীরত্বের ছবি তুলে ধরেছিল।

যুদ্ধের বছরগুলিতে ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত "ইন দি ব্যাটল ফর ওরেল" শীর্ষক একটি ছোট যৌথ রচনার বই ছাড়া কুরস্কে লড়াই সংক্রান্ত অন্য কোনও বই প্রকাশিত হয়নি।[২] এ-বইটিও কেবল ওরেলের লড়াইয়ের বর্ণনা করেছিল।

যুদ্ধের সময়ে প্রকাশিত কুরস্কের লড়াই সংক্রান্ত সমস্ত প্রবন্ধ ও বিস্তারিত নিবন্ধের বৈশিষ্ট্য যা ছিল তা এই যে সে সবগুলিই একে নাৎসী আক্রমণকারীদের সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করার পথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথচিহ্নগুলির অন্যতম হিসাবে অভিহিত করেছিল। ঘটনাবলীকে অবশ্য সাধারণভাবেই বর্ণনা করা হয়েছিল। কারণ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ইউনিটগুলির নাম করা যেত না, শক্তি সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে অঙ্ক দেওয়া যেত না, জায়গাগুলির নাম বাদ দিতে হত। লড়াইয়ের নির্দেশগুলি কি ছিল তা প্রকাশ করা হত না। যুদ্ধকলা সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির উপর অল্পই নজর দেওয়া হত।

ফর দা ওরেল স্যালিয়েন্ট," ক্রাজনায়া ঝ্ভেঝদা, আগস্ট ৬, ১৯৪৩, ভি. কোস্তিলেভ "এলিমিনেসন অব দা জার্মানস' বেলগোরোদ-খারকভ স্যালিয়েন্ট", ক্রাজনায়া ঝ্ভেঝদা, আগস্ট ২৪, ১৯৪৩ ; এন. তালেনস্কি। "দা ওরেল অপারেশন", বলশেভিক, নং ১৭, ১৯৪৩ ; ভি. মাঝিন, এ. কিসেলিয়ভ, "দা এনিমিজ ব্রিজ-বিল্ডিং অপারেশনস্ ইন দা বেলগোরোদ এরিয়া", জার্নাল অব মিলিটারি এঞ্জিনিয়ারিং নং ১১-১২, ১৯৪৩ ; এফ. আন্দ্রিয়েভ, "ফাইটিং এনিমি ট্যাঙ্কস ইন দা বেলগোরোদ কুরস্ক সেক্টর", জার্নাল অব দা আর্মড ফোর্সেস, নং ৮-৯, ১৯৪৩ ; এ. ক্রাভচেঙ্কো, "ফাইটার সাপোর্ট ফর ল্যাণ্ড ফোর্সেস", এয়ার ফোর্স হেরাল্ড, নং ২৩-২৪, ১৯৪৩ ; ওয়াই চানিক "এয়ার অ্যাকটিভিটি ইন দা বেলগোরোদ-খারকভ অফেনসিভ অপারেশন", এয়ার ফোর্স হেরাল্ড, নং ১৭-১৮, ১৯৪৩।

১ এন. তালেনস্কি, পূর্বোক্ত, আই পারোতকিন, "দা ব্যাটল অ্যাট কুরস্ক," জার্নাল অব হিস্ট্রি, নং ৭-৮, ১৯৪৪।

২ ইন দা ব্যাটল ফর ওরেল, মস্কো, ১৯৪৪।

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের পর কুরস্কের লড়াই সম্পর্কে সাধারণভাবে এবং তার কতকগুলি বিশেষ দিক সম্বন্ধে রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছিল। লড়াইয়ের পঞ্চম ও দশম বার্ষিকীতে পত্র-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ বেরিয়েছিল।[১]

উপরন্তু, মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের ইতিহাস সংক্রান্ত রচনাবলীতে এই লড়াইয়ের যথেষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছিল।[২] এই সব রচনায় কুরস্কের লড়াইয়ের বর্ণনায় আরও সব উৎস—ফলত অনেক অজানা দলিলপত্র ও জিনিসপত্র—উদ্ধৃত হয়েছিল।

সেই সময়ে প্রকাশিত সমস্ত রচনার মধ্যে বিশেষ মনোযোগের যোগাযোগ হল "দা ব্যাটল অব কুরস্ক" শীর্ষক লড়াই সংক্রান্ত ও রণনীতি সংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ যেটি যুদ্ধের সময়ে জেনারেল স্টাফের মিলিটারি হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের একদল সামরিক ইতিহাসবিদের লেখা।[৩] এই প্রবন্ধে কুরস্কের ক্রুশ ওরেল ও খারকভে জুলাই ও আগস্টের লড়াইগুলির একটা বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছিল। কুরস্কের লড়াইটি দুই পর্যায়ে বিভক্ত ছিল: কুরস্কে আত্মরক্ষামূলক লড়াই (৫-১২ জুলাই) এবং আক্রমণাত্মক অভিযান (১২ জুলাই, ২৩ আগস্ট), যা শত্রুর ওরেল বেলগোরোদ গোষ্ঠীগুলিকে স পূর্ণ বিপর্যস্ত করেছিল। এই প্রবন্ধের

---

১ ভি. ভোরোবিয়ভ, "দা ব্যাটল অব কুরস্ক", ক্রাজনায়া ঝ্‌ভেঝদা, জুলাই ২৩, ১৯৪৮, এন ঝমিয়াতিন, দা ব্যাটল অ্যাট কুরস্ক, ভারবেটিম রিপোর্ট, মস্কো, ১৯৪৮; এন দেনিসভ, "এ গ্লোরিয়াস পেজ ফ্রম দা ব্যাটল অ্যানালস অব দা সোভিয়েত এয়ার ফোর্স", এয়ার ফোর্স হেরাল্ড, নং ৭, ১৯৫৩; এ. ইয়েমেলিয়ানভ, "দা সোভিয়েত আর্মি'জ হিস্টরিক ভিক্টরি, মিলিটারি হেরাল্ড, নং ১৯, ১৯৫৩; ভি. জুবাকভ, "দা ব্যাটল অব কুরস্ক দা অ্যাজিটেটরস নোট-বুক অব দা ইউ. এস. এস. আর ডিফেন্স মিনিস্ট্রি, নং ২০, ১৯৫৩, এ. প্রোশলিয়াকভ, "দা হিস্টরিক ভিক্টরি অ্যাট কুরস্ক", জার্নাল অব মিলিটারি এঞ্জিনিয়ারিং, নং ৬, ১৯৫৩; ডি সেমিচেভ, "দা সোভিয়েত আর্মি'জ গ্লোরিয়াস ভিক্টরি", রেড সোলজার, জুলাই ২৩, ১৯৫৩; পি. সিদোরভ, "দা ব্যাটল অব কুরস্ক, মিলিটারি সায়েন্স, নং ৭, ১৯৫৩; বি. তেলপুখোভস্কি, "হিস্টরিক ব্যাটল", প্রপাগ্যাণ্ডিস্ট অ্যাণ্ড অ্যাজিটেটর অব দা ইউ এস. এস. আর ডিফেন্স মিনিস্ট্রি, নং ১২, ১৯৫৩।

২ এস. গোলিকভ, দা আউটস্টাডিং ভিক্টরিজ অব দা সোভিয়েত আর্মি ইন দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার, মস্কো, ১৯৫২; এসেজ অফ ফ্রম দা হিস্ট্রি অব দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার, ১৯৪১-৪৫ মস্কো, ১৯৫৫; টু দা ইয়ংগার জেনারেশন অ্যাবাউট দা সোভিয়েত আর্মি, মস্কো, ১৯৫৫।

৩ এন. এম. ঝামিয়াতিন, পি. এস. বোলদিরেভ, এফ. ডি. ভোরোবিয়ভ, এন. এফ. আর্তিমিয়েভ, আই. ভি. পরোতকিন, দা ব্যাটল অব কুরস্ক মস্কো, ১৯৪৫।

উপসংহারে সাধারণ সিদ্ধান্ত টানা হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি কুরস্কের লড়াইয়ের ইতিহাস সংক্রান্ত লেখকদের বেশ কিছুদিন ধরে প্রভাবিত করেছিল। অনেক লেখক এইভাবেই এই লড়াইয়ের পর্যায় ভাগ করেছিলেন এবং এতে যেভাবে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের পরিকল্পনাগুলি উপস্থাপিত আছে, নাৎসী ফৌজের শক্তি ও ক্ষয়ক্ষতি, ইত্যাদি সম্পর্কে এতে যে সব অঙ্ক দেওয়া হয়েছে অনেক লেখক সেগুলি ধার নিয়েছিলেন। ইতিহাসবিদদের এই গোষ্ঠীই "ব্যাটল অব কুরস্ক" নামক দুই খণ্ডের আর একটি বই লিখেছিলেন।[১] তাঁরা এই লড়াইয়ের ঠিক পরেই বইটি লিখতে শুরু করেছিলেন। প্রথম খণ্ডটি ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, আর এর দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল পরের বছরে। প্রত্যেক খণ্ডের সঙ্গে মানচিত্র সম্বলিত একটি করে সংযোজনী ছিল।

প্রথম খণ্ডটিতে কুরস্ক অভিক্ষেপে সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্য যে আত্মরক্ষামূলক লড়াই করেছিল তার বর্ণনা আছে। এতে সোভিয়েত ও জার্মান পরিকল্পনাগুলির, সৈন্যবিন্যাসের, আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের প্রস্তুতির ও তার অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ আছে। মূল সিদ্ধান্তগুলিকে বইয়ের শেষে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ওরেল ও খারকভ-বেলগোরোদ ক্ষেত্রগুলিতে সোভিয়েত প্রতি-আক্রমণের বর্ণনা আছে ও বিস্তারিত সিদ্ধান্ত টানা আছে। লেখক রণক্ষেত্রেই বইটি লিখেছিলেন সেই অবস্থার মধ্যে, এবং তার ফলে মৌলিক দলিলপত্রের ভিত্তিতে ও অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে লিখেছিলেন। পরবর্তী কালে বইটি ব্যবহৃত হয়েছিল প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচনার জন্য এবং সামরিক অ্যাকাডেমিগুলিতে এই বিষয়ক পাঠ্য রচনার জন্য উৎস হিসাবে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে কুরস্কের লড়াইয়ের উপর যথাযোগ্য নজর দেওয়া হয়নি। এ সম্বন্ধে বার্ষিকী উদযাপনকালের প্রবন্ধগুলিই যা প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর ১৯৫৩ সালে আই. মারকিনের লিখিত একটি বই প্রকাশিত হল যাতে বহু তথ্য সমন্বিত মালপত্র ও মহাফেজখানায় রাখা দলিলপত্র উদ্ধৃত হয়েছিল।[২]

১৯৫৬ সালের আগে কুরস্কের লড়াইয়ের প্রতি বিশেষভাবে উৎসর্গীকৃত

১ দা ব্যাটল অব কুরস্ক, ভল্যুম ১, মস্কো ১৯৪৬, ভল্যুম ২, মস্কো ১৯৪৭।

২ আই মারকিন, দা ব্যাটল অব কুরস্ক, মস্কো, ১৯৫৩।

যুদ্ধোত্তর সমস্ত রচনায় এবং নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে লেখা নিবন্ধ ও প্রবন্ধের অধ্যায়-গুলিতে এবং বিভিন্ন সংগ্রহের মধ্যেকার প্রবন্ধগুলিতে এই লড়াইয়ের প্রস্তুতির প্রকৃতি সৃজনশীল প্রক্রিয়ার, রণাঙ্গন ও আর্মির মিলিটারি কাউন্সিলগুলির ভূমিকার এবং কম্যাণ্ডার ও সৈন্যদের ক্রিয়াকলাপের ত্রুটি সম্বন্ধে যথাযোগ্য ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়নি।

পরবর্তী কালে সামরিক ইতিহাসবিদরা কুরস্কের লড়াইকে আরও গভীরতা ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন, যদিও বেশির ভাগ রচনাতেই তখনও অনেকগুলি প্রশ্নের ভুল ব্যাখ্যা দেখা যেত। বিশেষ রচনাগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলিকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা যায়: এফ. সেলিভানভের "দা ব্যাটল অব কুরস্ক" (১৯৫৬), আই মারকিনের "দা ব্যাটল অব কুরস্ক" (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৮), পি. এ. রোতমিস্ত্রভের "দা ট্যাঙ্ক এনকাউণ্টার অ্যাট প্রোখোরোভকা" (১৯৬০), এন. আর. সেনিন এবং ভি. নাজারভের "ফর্টি-নাইন ডেজ ইন ফ্লেমস" ও "হিরোজ অব দা ব্যাটল অব কুরস্ক" (১৯৬১), দুই বার সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধিপ্রাপ্ত এ. ভি. ভোরোঝেই-খিনের "ওভার দা কুরস্ক বালজ" (১৯৬২) এবং ওয়াই. এন. ব্যাবিকভ ও আই. এ. সামচুকের "দা তোমারোভকা পকেট" (১৯৬৭)। সাধারণভাবে মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের ইতিহাস বইগুলিতে[১] এবং সশস্ত্র ফৌজের বিভিন্ন বাহিনীর ও সেবা ব্যবস্থার ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা সম্বলিত বইগুলিতেও পৃথক অধ্যায়ে কুরস্কের লড়াই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

"হিস্ট্রি অব দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার অব দা সোভিয়েত ইউনিয়ন," ১৯৪১-

---

১ দা মোস্ট ইম্পরট্যাণ্ট অপারেশনস অব দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার, ১৯৪১-৪৫, কালেকশন অব আর্টিকলস, মস্কো, ১৯৫৬ ; হিস্ট্রি অব দা ইউ. এস. এস. আর দা ইপক অব সোশ্যালিজম, মস্কো, ১৯৫৭, জি. দেবোরিন, দা সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, মস্কো, ১৯৫৮ ; দা রোড অব স্ট্রাগল অ্যাণ্ড গ্লোরি, মস্কো, ১৯৬১ ; এন. আই. সুপ্রুনেঙ্কো, দা ইউক্রাইন ইন দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার অব দা সোভিয়েত ইউনিয়ন (১৯৪১-৪৫), কিয়েভ, ১৯৫৬ ; এন. আই. শাতাগিন, আই. পি. প্রসানভ, দা সোভিয়েত আর্মি—অ্যান আর্মি অব এ নিউ টাইপ, মস্কো, ১৯৫৭ ; বি. এস. তেলপুখোভস্কি, দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার অব দা সোভিয়েত ইউনিয়ন, ১৯৪১-৪৫, মস্কো, ১৯৫৯, দা কমব্যাট রেকর্ড অব দা সোভিয়েত আর্মড ফোর্সেস, মস্কো, ১৯৬০ ; এফ. ডি ভোরোবিয়' ভি. এম, ক্রভৎসভ, দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার অব দা সোভিয়েত ইউনিয়ন, ১৯৪১-৪৫, মস্কো, ১৯৬১ ; দা সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, ১৯৩৯-৪৫, মস্কো।

৪৫" বইয়ের তৃতীয় খণ্ডে কুরস্কের লড়াই সম্বন্ধে একটি অধ্যায় আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে ও বিদেশে ইতিমধ্যে প্রকাশিত রচনাগুলি ছাড়াও লেখকেরা দেশরক্ষা মন্ত্রকের মহাফেজখানায় রক্ষিত দলিলপত্রের, কুরস্কের লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারীদের স্মৃতিকথা ও চিঠিপত্রের এবং নাৎসী ফৌজের দলিলপত্রের ব্যাপক ব্যবহার করেছিলেন। নতুন জিনিসপত্র আত্মরক্ষামূলক লড়াই ও প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানকে আরও সামগ্রিকভাবে বর্ণনা করা এবং চিত্তাকর্ষক সামান্যীকরণ করা ও চিত্তাকর্ষক সিদ্ধান্ত টানা সম্ভবপর করেছিল। লেখকেরা দেখিয়েছিলেন যে সোভিয়েত পরিকল্পনা ছিল সক্রিয়তার ফল—আর্মি ও রণাঙ্গন থেকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স পর্যন্ত জেনারেল ও অফিসারদের একটি বৃহৎ দলের প্রচেষ্টার ফল। এই অধ্যায়ে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের জন্য সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রস্তুতির উপর, খোদ লড়াইয়ের উপর এবং প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের অগ্রগতির উপর খুব নজর দেওয়া হয়েছে। উপসংহারে লেখকেরা কেবল মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের নয়, সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতিপথ ও ফলাফলের পক্ষেও কুরস্কের লড়াইয়ের সামরিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যের কথা বলেছেন।

এই অধ্যায়ের লেখকেরা লড়াইয়ের পরিকল্পনায় ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সামরিক কাউন্সিলের ক্রিয়াকলাপের উপর অতিরিক্ত জোর দিয়েছেন, ফলত জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের ও অপরাপর রণাঙ্গনের ভূমিকাকে কিছুটা কম করে দেখেছেন। এই ত্রুটি ও অপরাপর ভুল "গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার অব দা সোভিয়েত ইউনিয়ন, ১৯৪১-৪৫, ব্রিফ হিস্ট্রি" এবং মৌলিক রচনা "ফিফটি ইয়ারস অব দা সোভিয়েত আর্মড ফোর্সেস"[১] শীর্ষক এক খণ্ডের বইতে সংশোধিত হয়।

আঞ্চলিক প্রকাশনীগুলি থেকে কুরস্কের লড়াই সম্বন্ধে অনেকগুলি বই প্রকাশিত হয়েছে।[২] "দা ব্যাটল অব কুরস্ক" নামে কুরস্কে প্রকাশিত কিছু

১ গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার অব দা সোভিয়েত ইউনিয়ন, ১৯৪১-৪৫। ব্রিফ হিস্ট্রি, মস্কো. ১৯৬৫ ; ফিফটি ইয়ারস অব দা সোভিয়েত আর্মড ফোর্সেস, মস্কো ১৯৬৮।

২ দা ব্যাটল অব কুরস্ক, রেমিনিসেন্সেস, কুরস্ক, ১৯৫৯ ; দা ব্যাটল অব কুরস্ক, রেমিনিসেন্সেস, ভরোনেঝ ১৯৬৮ ; কুরস্ক রিজিয়ন ইন দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার অব দা সোভিয়েত ইউনিয়ন, ১৯৪১-৪৫, ভল্যুম ১, কুরস্ক, ১৯৬০ ; ভল্যুম ২, ১৯৬২ ; ইন দা বেলগোরোড সেক্টর, রেমিনিসেন্সেস, বেলগোরোড, ১৯৬৩ ; গ্লোরিয়াস টোয়েন্টিয়েথ অ্যানিভার্সারি, ওরেল, ১৯৬৩ ; ওরেল, রিজিয়ন ইন দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার (১৯৪১-৪৫) ডকুমেন্টস অ্যাণ্ড মেটিরিয়াল্‌স,

স্মৃতিকথার একটি সঙ্কলন বিশেষ চিত্তাকর্ষক। কুরস্ক বালজের লড়াইতে এর লেখকেরা সকলে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁরা সোভিয়েত সৈন্যদের অমর বীরত্ব ও সমন্বয়কুশলতার কথা বলেছেন। ভি. এম. প্রতনিকভ, ইতিহাসের এম. এস. সি-র লেখা বইটিতে শত্রুর বিরুদ্ধে জয় অর্জনে কুরস্ক অঞ্চলের জনগণ যে ভূমিকা নিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে বলা আছে।[১] নাৎসী আক্রমণকারী দস্যুদের বিপর্যস্ত করায় সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজকে সর্বপ্রকার সাহায্য দেওয়ার জন্য পার্টির আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁরা শক্তিশালী দেশপ্রেমিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে কুরস্কের লড়াই সংক্রান্ত ইতিহাসের ছাত্ররা নিম্নোক্ত দলিলপত্রের ও জিনিসপত্রের সঙ্কলনগুলিতে আগ্রহোদ্দীপক ব্যাপার পাবেন: "কুরস্ক রিজিয়ন ইন দা পেট্রিয়টিক ওয়ার অব দা সোভিয়েত ইউনিয়ন, (১৯৪১ ৪৫)," "ওরেল রিজিয়ন ইন দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার (১৯৪১-৪৫)," "খারকভ রিজিয়ন ইন দা গ্রেট পেট্রিয়াটিক ওয়ার" এবং "ভরোনেঝ রিজিয়ন ইন দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার"। আমাদের দেশের কঠিন পরীক্ষার দিনগুলিতে কুরস্ক, ওরেল, ভরোনেঝ ও খারকভ অঞ্চলের লোকেদের বীরকীর্তিগুলি বর্ণিত করে দলিলপত্র ও জিনিসপত্রকে একত্রিত করার এই প্রথম প্রয়াস বেশ সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছে।

সশস্ত্র ফৌজের সকল বাহিনী, প্রতিরক্ষা শক্তি ও বিমান বাহিনী কুরস্কের ঐতিহাসিক লড়াইতে অংশ নিয়েছিল।

এই লড়াইতে বিমান বাহিনীর ভূমিকা আই. ভি. টিমোখোভিচের লেখা একটি বইতে এবং "দা সোভিয়েত এয়ার ফোর্স ইন দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার, ১৯৭১-৪৫" শীর্ষক একটি যৌথ রচনায় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[২]

ওরেল, ১৯৬০; খারকভ রিজিয়ন ইন দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার, খারকভ ১৯৬৫: ভরোনেঝ রিজিয়ন ইন দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার, ভরোনেঝ, ১৯৫৮; দা ব্যাটল ফর খারকভ রিজিয়ন; রেমিনিসিন্সেস: সেকেণ্ড রিভাইজড এডিশন, খারকভ ১৯৬৮; জি, রোদিন রিট্রেসিং দা পাষ্ট, তুলা, ১৯৬৮।

১ ভি. এম. প্রতনিকভ, দা রিয়ারস রোল ইন দা ভিক্টরি ইন দা কুরস্ক বালজ, খারকভ, ১৯৬৯।

২ আই, ভি. টিমোখোভিচ, দা সোভিয়েত এয়ার ফোর্সেস ইন দা ব্যাটল অব কুরস্ক, মস্কো, ১৯৫৯; দা সোভিয়েত এয়ার ফোর্স ইন দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার, ১৯৪১-৪৫, মস্কো, ১৯৬৮।

লেখকেরা রণাঙ্গনগুলির, এয়ার আর্মিগুলির ও যে সব গঠন নিয়ে সেগুলি তৈরি তাদের সংরক্ষিত দলিলপত্রকে ব্যবহার করেছেন। তবে একথা বলতেই হবে যে এই রচনায় শত্রুর সংরক্ষিত শক্তিগুলির বিরুদ্ধে, বিশেষত যেগুলিকে নাৎসী কম্যাণ্ড ১৯৪৩-এর আগস্টে আমাদের ফৌজের উপর প্রতি-আক্রমণ করার জন্য বোগোদুখভ ও আখতিরকা এলাকায় নিয়ে আসছিল, সেগুলির বিরুদ্ধে বিমান বাহিনী যে সংগ্রাম করেছিল সে সম্বন্ধে ভাল চিত্র ফুটে ওঠেনি।

সোভিয়েত গোলন্দাজবাহিনী কুরস্কের লড়াইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে সাহিত্যে এখনও কোনও বিশেষ প্রবন্ধ নেই। গোলন্দাজ নিয়োগ কেবল পৃথক পৃথক প্রবন্ধে[১] এবং সাধারণভাবে কুরস্কের লড়াই সংক্রান্ত রচনায় আলোচনা করা হয়েছে। আই. এস প্রোচকোর লেখা "আর্টিলারি ইন দা ব্যাটলস ফর দা মাদারল্যাণ্ড" বইতে কুরস্কের লড়াইতে গোলন্দাজের ব্যবহার সম্বন্ধে একটি ছোট অংশে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু এতে যে পরিমাণ জিনিসপত্র আছে তা বিষয়টির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে যথেষ্ট নয়।[২]

এ. এ. স্লোখিনের "আর্টিলারি ইন দা ডিফেন্সিভ ব্যাটল অ্যাট কুরস্ক" বইতে বিষয়টি কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, কিন্তু নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে বইটি আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে গোলন্দাজ নিয়োগ সম্বন্ধেই। যৌথ রচনা "আর্টিলারি ইন দা ডিফেন্সিভ অপারেশনস অব দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার"-এ প্রশ্নটি এই একই দিক থেকে আলোচিত হয়েছে[৩]।

ওয়াই. কে. কেকালো'র "সোভিয়েত অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গানারস" বইয়ের এবং দা কান্ট্রি'স এয়ার ডিফেন্স ফোর্সে'স শীর্ষক যৌথ রচনার কয়েকটি অংশে ছাড়া কুরস্কের লড়াইতে বিমান প্রতিরোধী গোলন্দাজ নিয়োগ সম্বন্ধে প্রায় কিছুই লেখা হয়নি।[৪] কেবল একটিই প্রবন্ধে দেশের বিমান প্রতিরক্ষা ফৌজের

১ "আর্টিলারি মেন ইন দা ফাইটিং অ্যাট কুরস্ক", জার্নাল অব আর্টিলারি নং ৬, ১৯৫৩; এ. এ. স্লোখিন, "সোভিয়েত আর্টিলারিমেন ইন দা ব্যাটল অব কুরস্ক", পূর্বোক্ত।

২ আই. এস. প্রোচকো, আর্টিলারি ইন দা ব্যাটলস ফর মাদার ল্যাণ্ড, মস্কো ১৯৫৭

৩ এ.এ. স্লোখিন, আর্টিলারি ইন দা ডিফেন্সিভ ব্যাটল অ্যাট কুরস্ক, মস্কো, ১৯৫২; আর্টিলারি ইন দা ডিফেন্সিভ অপারেশনস অব দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার, ভল্যুম ২, মস্কো, ১৯৬১।

৪ ওয়াই. কে. কেকালো, সোভিয়েত অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গানারস, মস্কো, ১৯৫৯; দা কান্ট্রি'স এয়ার ডিফেন্স ফোর্সে'স, মস্কো, ১৯৬৮।

ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।[১]

কুরস্কের লড়াইতে এঞ্জিনিয়ারদের সম্বন্ধে এবং স্যাপারদের বীরত্ব সম্বন্ধে আরও ঢের বেশি লেখা হয়েছে।[২] কিন্তু এখানেও একথা অবশ্যই বলা দরকার যে এঞ্জিনিয়ার সমর্থন সম্বন্ধে সমস্ত প্রশ্ন মোটেই আলোচিত হয়নি। স্তেপি রণাঙ্গনের আত্মরক্ষামূলক এলাকা রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা এলাকা, তাদের গভীরতা ইত্যাদি সম্বন্ধে বর্ণনা করে এখনও কোনও রচনা হয়নি। প্রকাশিত জিনিসপত্র প্রধানত সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের প্রতিরক্ষার সঙ্গেই জড়িত।

কুরস্কের লড়াইতে আত্মরক্ষামূলক ও প্রতি-আক্রমণমূলক উভয় পর্যায়েই সাঁজোয়া শক্তির ব্যাপক ব্যবহার করা হয়েছিল। বেশ কিছু পত্র-পত্রিকার প্রবন্ধে ও এই বইয়ের অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[৩]

চিফ মার্শাল অব দা আর্মার্ড ফোর্সেস পি এ. রোতমিস্ত্রভের লেখা "দা ট্যাঙ্ক এন কাউণ্টার অ্যাট প্রোখোরোভকা" বইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতে বলা হয়েছে কেবল ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোর নিয়ে গঠিত নতুন ধরনের প্রথম সোভিয়েত ট্যাঙ্ক আর্মি তৈরির কথা ও তিনি যে ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মির কম্যাণ্ডার ছিলেন তার প্রতিষ্ঠার কথা এবং প্রোখোরোভকার অতুলনীয় ট্যাঙ্ক সঙ্ঘর্ষের কথা।

১ বি. ঝাবেলোক. "দা কান্ট্রি'স এয়ার ডিফেন্স ফোর্স ইন দা ব্যাটল অব কুরস্ক" এয়ার ডিফেন্স হেরাল্ড, নং ৮, ১৯৫৮।

২ সোভিয়েত আর্মি এঞ্জিনিয়ার ট্রুপস ইন দা মোস্ট ইম্পরট্যাণ্ট অপারেশনস অব দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার। কালেকশন অব আর্টিকলস, মস্কো, ১৯৫৮, এন. লাপোতিশকিন, "স্যাপারস ইন দা ব্যাটল ইন দা কুরস্ক বালজ", জার্নাল অব মিলিটারি এঞ্জিনিয়ারিং, নং ৬, ১৯৫৩; এন. লাপোতিশকিন, "স্যাপারস অব ওয়ান ইউনিট", জার্নাল অব মিলিটারি এঞ্জিনিয়ারিং. নং ৩, ১৯৫৬।

৩ আর্মড অ্যাণ্ড মেকানাইজড ট্রুপস অব দা সোভিয়েত আর্মি, মস্কো, ১৯৫৮; এন. ক্রাসিৎস্কি "ট্যাঙ্কস ইন অপারেশনস লিডিং টু দা রাউট অব জার্মানস ইন দা কুরস্ক বালজ", জার্নাল অব দা আর্মর্ড অ্যাণ্ড মেকানাইজড ফোর্সেস; নং ৭, ১৯৫৫; আই. ক্রীসনভ, "সোভিয়েত আর্মর্ড অ্যাণ্ড মেকানাইজড ফোর্সেস ইন দা ব্যাটল অব কুরস্ক", তানাকিসৎ; নং ৭, ১৯৫৩; আই. ক্রাসনভ. "ট্যাঙ্কস অ্যাণ্ড মেকানাইজড ট্রুপস ইন দা কাউণ্টার অফেন্সিভ," তানকিসৎ, নং ৬, ১৯৪৮; পি. রাইবালকো, "আর্মার অ্যাকসনস ইন দা ওরেল এলিয়েণ্ট," জার্নাল অব দা আর্মার্ড ফোর্সেস, নং ১০, ১৯৪৩, এম. ভি. সোলোমাতিন, মেন অব ক্রাজনোগ্রাদ, মস্কো, ১৯৬৩; এফ. ৎসুকানভ, "ভরোনেঝ ফ্রণ্ট'স ম্যানুভার উইথ ম্যান পাওয়ার অ্যাণ্ড মেটিরিয়ালস ইন দা ডিফেন্সিভ অপারেশন অ্যাট কুরস্ক," জার্নাল অব মিলিটারি হিষ্ট্রি, নং ৭, ১৯৬৩।

কুরস্কের লড়াই সম্বন্ধে রচনাগুলির মধ্যে বিশেষ নজরে পড়ে এই লড়াইতে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের প্রাইভেট থেকে মার্শাল পর্যন্ত সৈন্যদের স্মৃতিকথাগুলি। এখানে আমরা কেবল সে সময়কার প্রখ্যাত সামরিক নেতাদের স্মৃতিকথা নিয়েই আলোচনা করব।[১] অত্যন্ত আগ্রহোদ্দীপক হল মার্শাল গিয়র্গি জুকভ ও মার্শাল আলেক্সান্দার ভ্যাসিলেভস্কি, যাঁরা কুরস্কের লড়াইতে রণাঙ্গনগুলির প্রয়াসের সমন্বয় সাধন করেছিলেন, তাঁদের স্মৃতিকথা। তাঁদের স্মৃতিকথায় তাঁরা সাধারণভাবে ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালীন ও হেমন্তকালীন অভিযানের পরিকল্পনার এবং কুরস্কের লড়াই, যা এই অভিযানের প্রধান ঘটনা ছিল তার পরিকল্পনার উন্মেষ ও বিস্তারিত বিবরণ সম্বন্ধে অল্পই জানা বহু ঘটনাকে তুলে ধরেছেন। এটা এখন নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে কুরস্কে ইচ্ছাকৃত আত্মরক্ষায় যাওয়ার প্রয়োজন সম্বন্ধে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে প্রথম রিপোর্ট ৮ই এপ্রিল মার্শাল জুকভই পাঠিয়েছিলেন, আগে যে মনে করা হত ভরোনেঝ রণাঙ্গনের মিলিটারি কাউন্সিল ২১শে এপ্রিল প্রথম রিপোর্ট পাঠিয়েছিল তা নয়। তাঁর স্মৃতিকথায় তিনি সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের চিফ অব স্টাফ এবং ভরোনেঝ রণাঙ্গনের মিলিটারি কাউন্সিল পরবর্তী কালে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের কাছে এ বিষয়ে যে বিবেচনা পাঠিয়েছিলেন তারও উল্লেখ করেছেন। শেষোক্তদের অপেক্ষাকৃত বেশি ঝোঁক ছিল কুরস্ক বালজে আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য তৈরি শত্রু শক্তিগুলির বিরুদ্ধে নিরোধক আক্রমণ শুরু করার দিকে।

মার্শাল ভ্যাসিলেভস্কির স্মৃতিকথা কুরস্কের লড়াইয়ের আগেকার বসন্তকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে ১৯৪৩ সালের ১২ই এপ্রিলের জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের

---

২ জি. কে. জুকভ, "ইন দা কুরস্ক বালজ", জার্নাল অব মিলিটারি হিস্ট্রি, নং ৮ ও ৯, ১৯৬৭ ; জি. কে জুকভ, রেমিনিসেনসেস অ্যাণ্ড রিফ্লেকশনস, মস্কো, ১৯৬৯ ; এ. এম. ভ্যাসিলেভস্কি, "হিস্টরিক ব্যাটল," প্রাভদা, জুলাই ৪, ১৯৬৮ ; এম. ভি. ঝাখারভ, "সোভিয়েত আর্ট অব ওয়ার ইন দা ব্যাটল অব কুরস্ক", জার্নাল অব মিলিটারি হিস্ট্রি, নং ৬ ও ৭, ১৯৬৩ ; এম. ভি. ঝাখারভ, "গোরিয়াস জুবিলি," ক্রাজনাইয়া ঝ্ভেজদা. আগস্ট ৪. ১৯৬৮ ; এস. এম. শ্তেমেঙ্কো, দা সোভিয়েত জেনারেল স্টাফ অ্যাট ওয়ার, মস্কো, ১৯৬৮ ; কে. কে. রোকোসোভস্কি এ সোলজার্স ডিউটি, মস্কো, ১৯৬৮ ; আই. এস. কোনেভ, "ইন দা খারকভ সেক্টর", জার্নাল অব মিলিটারি হিস্ট্রি, নং ৮, ১৯৬৩, আই. এস কোনেভ, "টার্নিং পয়েন্ট," ইজভেস্তিয়া, আগস্ট ৩, ১৯৬৮ , এম. এম. পোপভ, "দা ব্যাটল অব কুরস্ক, ওগোনিয়ক, নং ৩২, ১৯৬৮।

সভার এই লড়াইয়ের পরিকল্পনা সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক মালমশলা পাওয়া যায়।

মার্শাল মাতভেই ঝাখরভ তাঁর স্মৃতিকথায় আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে ও প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে স্তেপি রণাঙ্গনের ভূমিকা সম্বন্ধে বলেছেন ও কুরস্কের লড়াইয়ে প্রদর্শিত যুদ্ধকলার সর্বাত্মক বিশ্লেষণ করেছেন।

জেনারেল অব দা আর্মি, তৎকালীন চীফ অফ দা অপারেশন ডিপার্টমেন্ট অব দা জেনারেল স্টাফ স্তেমেঙ্কোর "দা সোভিয়েত জেনারেল স্টাফ অ্যাট ওয়ার" বইতে তিনি কুরস্কের যুদ্ধ পরিকল্পনার এক চিত্তাকর্ষক বিবরণ দিয়েছেন।

মার্শাল কনস্তানতিন রোকোসোভস্কির স্মৃতিকথা পাঠকদের পক্ষে নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক। এই স্মৃতিকথা থেকে উদ্ধৃতি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সংবাদপত্রে ও পত্রিকাগুলিতে, পরবর্তী কালে "এ সোলজারস ডিউটি" নামে এক বই হিসাবে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। এতে আত্মরক্ষামূলক লড়াই ও আক্রমণাত্মক অভিযানের পরিকল্পনার কথা, কুরস্ক অভিক্ষেপের উত্তরাংশে লড়াইয়ের কথা এবং সোভিয়েত সৈনিকদের বীরত্ব ও সাহসের কথা বলা হয়েছে।

মার্শাল ইভান কোনেভ অনেক কিছু লিখেছিলেন। স্তেপি রণাঙ্গন গঠন ও তার লোকজন সম্বন্ধে এবং আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে ও পরে খারকভ অভিমুখে আক্রমণাত্মক অভিযানে তার আর্মিদের বিনিয়োগ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের প্রাক্তন কম্যাণ্ডার এবং জেনারেল অব দা আর্মি এম. এম. পোপভ কুরস্কের লড়াইয়ের ২৫তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি চিত্তাকর্ষক লেখা লিখেছিলেন।

এন. পি. পুখভ, কে. এস. মস্কালেঙ্কো, পি. এ রোৎমিস্ত্রভ, আই. এম. বাগ্রামিয়ান, পি. আই. বাতভ, এল. এম. সান্দালভ, এস পি ইভানভ, এন. কে. পোপেল এবং এ. ভি. গোরবাতভ-এর স্মৃতিকথায় ইতিহাসের কিছু মূল্যবান মাল-মশলা আছে।[১]

---

১ "আর্মি কম্যাণ্ডারস স্পীক", জার্নাল অব মিলিটারি হিস্ট্রি, নং ৭, ১৯৬১; আই. কে. বাগ্রামিয়ান, "দা ইলেভেনথ গার্ডস আর্মি'জ ফ্লাকিং অ্যাটাক," পূর্বোক্ত: পি. আই. বাতভ. ক্যাম্পেনস অ্যাণ্ড ব্যাটলস. মস্কো, ১৯৬২; এল. এম. সান্দালভ, "দা ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্ট ইন দা ওরেল অপারেশনস, জার্নাল অব মিলিটারি হিস্ট্রি, নং ৮. ১৯৬৩; এস. পি. ইভানভ, "আউট-স্ট্যাণ্ডিং ভিক্টরি," ক্রাসনায়া ঝাভেঝদা, ৫ই জুলাই, ১৯৬৮; এন. কে. পোপেল, "দা ট্যাঙ্কস টার্নড ওয়েস্ট", মস্কো, ১৯৬০; এ. ভি. গোরবাতভ, "ইয়ারস অ্যাণ্ড ওয়ারস." মস্কো, ১৯৬৫।

কুরস্কের লড়াইতে সোভিয়েত বিমানবাহিনীর ভূমিকার বর্ণনা সম্বলিত স্মৃতিকথাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এ. ভি ভোরোঝাইকিন ও এস. এ. ক্রাসোভস্কির স্মৃতিচারণা এবং ১৬-শ এয়ার আর্মির নিয়োগ সম্বন্ধে এই আর্মির যথাক্রমে কম্যাণ্ডার ও চিফ অব স্টার এস. আই. রুদেঙ্কো ও পি. আই. ব্রাইকোর স্মৃতিকথায়।[১] এগুলি সোভিয়েত বিমান সেনাদের সম্বন্ধে এবং ২য় ও ১৬-শ এয়ার আর্মির কম্যাণ্ডার ও চিফ অফ স্টাফদের কাজকর্ম সম্বন্ধে জীবন্ত ছবি তুলে ধরেছে।[২]এতে সোভিয়েত বিমান সেনাদের বীরত্ব এবং ২য় ও ১৬-শ এয়ার আর্মির কম্যাণ্ডার ও চিফ অব স্টাফদের ক্রিয়াকলাপ জীবন্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যুদ্ধ কলা সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে এবং হেড কোয়ার্টার্সগুলির ও কম্যাণ্ডারদের কাজকর্মের ত্রুটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সোভিয়েত ও জার্মান বিমানবাহিনীর নিয়োগ সম্বন্ধে এগুলিতে বহু সংখ্যাতত্ত্বগত উপপাদ্য আছে।

কুরস্কের লড়াইতে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক কাজকর্মের বিষয়ে লেখা হয়েছে প্রধানত যৌথ রচনাগুলিতে। সবচেয়ে সম্পূর্ণ রচনা হল "পার্টি অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল ওয়ার্ক ইন দা সোভিয়েত আর্মড ফোর্সেস ডিউরিং দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার।"[২] ৮ম অধ্যায়ে আছে কুরস্কের লড়াইতে কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক কাজকর্মের সামরিক দিক, সৈন্যদের মনোবল, সৈন্য ও অফিসারদের টিকে থাকার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে পার্টি ও কমসোমল সংগঠনগুলির নিবিড় ক্রিয়াকলাপের বিবরণ এতে দেওয়া হয়েছে। এই বইতে কমিউনিস্ট ও কমসোমল সদস্যরা কিভাবে নিজেদের বীরত্ব, সাহস ও শৌর্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অন্যদের কাছে নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছিল তা বিবৃত হয়েছে। তবে একথা বলতেই হবে যে মোটামুটি চিত্তাকর্ষক এই বইটিতে কুরস্কের লড়াইতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আর্মিগুলির সৈন্যদের মধ্যে পার্টি ও কমসোমলের প্রসার সম্পর্কে অল্পই কথা আছে এবং এই লড়াইতে অংশগ্রহণকারী

১ এস. এ. ক্রাসোভস্কি, "লাইফ ইন দা এয়ারফোর্স", মস্কো. ১৯৬০ ; এ. ভি ভোরোঝাইকিন, "ওভার দা কুরস্ক বালজ", মস্কো. ১৯৬২ ; এস. রুদেঙ্কো, পি. ব্রাইকো "দা সিক্সটিনথ এয়ার আর্মি ইন দা ব্যাটল অব কুরস্ক," জার্নাল অব মিলিটারি হিস্ট্রি, নং ৭, ১৯৬৩।

২ "পার্টি অ্যাণ্ড পলিটিকাল ওয়ার্কস ইন দা সোভিয়েত আর্মড ফোর্সেস ডিউরিং দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার," মস্কো, ১৯৬৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, মস্কো, ১৯৬৮।

সেনাদের বীরত্বের জন্য যে সব পুরস্কার বা পদক দেওয়া হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোনও নির্দিষ্ট খবরাখবর এতে নেই।

কুরস্কের লড়াইয়ে রাজনৈতিক কাজের বিস্তৃত বিবরণ আছে এম. রুদাকভ ও ভি. লুনিনের লেখা একটি প্রবন্ধে।[১] তবে, এতে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের সময়ের রাজনৈতিক কাজের কথাই বেশি বলা আছে, প্রতি আক্রমণাত্মক অভিযানের সময় এর রূপ ও পদ্ধতির কথা কমই বলা আছে। বিমান বাহিনীর ইউনিটগুলিতে রাজনৈতিক,কাজের সম্বন্ধে আগ্রহোদ্দীপক মাল-মশলা আছে এ. পি. মারেসিয়েভের একটি প্রবন্ধে।[২]

কুরস্কের লড়াইতে সোভিয়েত সৈন্যদের সাহস ও শৌর্য সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখা হয়েছে মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে সোভিয়েত সেনাদের বীরত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলিতে ও বিশেষ রচনাগুলিতে। এইগুলিতে বহু তথ্য আছে যা সোভিয়েত সেনাদের সমাজতান্ত্রিক স্বদেশের প্রতি, জনগণ ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি অসীম ভালবাসা ও শপথের প্রতি তাদের আনুগত্যের সাক্ষ্য বহন করে।

কুরস্কে সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের বিজয়ে বিরাট অবদান করেছিল গেরিলারা। তাদের ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে লেখা হয়েছে সাধারণভাবে মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের ইতিহাস সংক্রান্ত রচনাবলীতে এবং যুদ্ধের বছরগুলিতে গেরিলা আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষভাবে রচিত বই ও প্রবন্ধে।[৪]

---

১ এম. রুদাকভ, ভি. লুনিন, "পার্টি অ্যাণ্ড পলিটিকাল ওয়ার্কস ইন দা ব্যাটল অব কুরস্ক," জার্নাল অব দা মিলিটারি হিস্ট্রি, নং ৭, ১৯৬৩।

২ এ. পি. মারেসিয়েভ ইন দা কুরস্ক বালজ "নোটস অন পালটিকাল ওয়ার্ক ইন এয়ার ফোর্সেস ইউনিটস ডিউরিং দা ব্যাটল অব কুরস্ক, মস্কো।

৩ আই. পি লারুশকিন, "ওভার দা কুরস্ক বালজ ; দি রোড অব স্ট্রাগল অ্যাণ্ড গ্লোরি, মস্কো, ১৯৬১ ; আই. আই. মারকিন, সাইবিরিয়ান হিরোজ অব দা কুরস্ক, নোভো সিবিরস্ক, ১৯৫৭ ; আই. পি. ইয়ের মেশিন, "সোভিয়েত ট্রুপস ইমমর্টাল ফিট'', জার্নাল অব আর্টিলারি, নং ৪, ১৯৫৮ ; এস. ওয়াই কুকুশকিন, "সেলফ্‌লেস ফাইটিং মেন'', জার্নাল অব দা আর্টিলারি নং ২ ১৯৫৮, এ. লুকিয়ানভ, "মাই ফ্রেণ্ড, হিরোইক এপিসোডস ইন দা ব্যাটল অব কুরস্ক, এ পাইলটস ফিট'', সোভিয়েত পেট্রিয়ট, মে ৮, ১৯৬০ ; ওয়াই স্মোত্রিৎস্কি ''সোভিয়েত এয়ার মেন ইন দা ব্যাটল অব কুরস্ক ; এয়ার ফোর্স হেরাল্ড নং ১, ১৯৫২, ইন দা বেলগোরোদ খারকভ সেক্টর হিরোজ অব দা গার্ডস, ইরেবেভান, ১৯৬১ ; কুরস্ক হিরোজ অব দা গ্রেট পেট্রিয়টির ওয়ার, কুরস্ক, ১৯৪৬।

৪ সোভিয়েত পার্টিজানস, মস্কো ১৯৬১, সেকেণ্ড এডিশন, মস্কো, ১৯৬৩, ভি. কে দোয়েঙ্কো, "সোভিয়েত পার্টিজানস অ্যাকটিভিটি ইন দা ব্যাটল অব কুরস্ক'', জার্নাল অব মিলিটারি হিস্ট্রি, নং ৭, ১৯৬৮।

কুরস্কে নাৎসী ফৌজের বিপর্যয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছিল সোভিয়েত চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা। তা সত্বেও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ[১] (তাও সংখ্যায় এমন কিছু বেশি নয়) এবং হিষ্ট্রি অব দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার অব দা সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর তৃতীয় খণ্ডে কিছু উল্লেখ ছাড়া এর কাজকর্ম সম্বন্ধে খুব সামান্যই লেখা হয়েছে। সবচেয়ে বিস্তৃত বিবরণ সম্ভবত দেওয়া হয়েছে সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের চলাচল বিভাগের প্রধান জেনারেল এন. এ. আন্তিপেঙ্কোর স্মৃতিকথায়।[২] একথা সত্য যে তিনি কেবল একটি রণাঙ্গনের চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থার কথা বলেছেন, কিন্তু কুরস্কের লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে চলাচল ও সরবরাহ সংক্রান্ত ইউনিটগুলির সামনে যে সব মুস্কিল ছিল সেগুলির বাহুল্য বর্জিত চিত্র তুলে ধরেছেন। আন্তিপেঙ্কোর বইতে সৈন্যদের সরবরাহ ও চলাচল বিষয়ক সাহায্যের, কম্যাণ্ডারদের সঙ্গে স্থানীয় পার্টির, প্রশাসনের ও জনগণের প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্কের এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনীর চলাচল ও সরবরাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বীরত্বের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

কুরস্কের লড়াইয়ে চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থার কাজকর্ম সম্বন্ধে যৌথ রচনা "দা সোভিয়েত আর্মি লজিস্টিকস"[৩] বইতে আগ্রহোদ্দীপক খবরাখবর দেওয়া হয়েছে। কুরস্ক বালজে চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থার কাজকর্ম সংক্রান্ত অংশটিতে লেখকেরা স্টেট ডিফেন্স কমিটি ও জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এই ব্যবস্থার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য যে বিপুল প্রয়াস করেছিলেন তার বিবরণ দিয়েছেন। রণাঙ্গনগুলির চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা স্থানীয় পার্টি ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান-গুলির কাছ থেকে যে বহু সাহায্য পেয়েছিল এই বইতে তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

কুরস্কের লড়াইতে রেলপথ ইউনিটগুলির ভূমিকার বিবরণ দেওয়া হয়েছে কে. পি. তেরিয়োখিন, এ. এস. ভারালভ ও এ. এ. তোমাশেভস্কির লেখা "আর্মি

১ ওয়াই পেত্রেঙ্কো, "লজিস্টিক সাপোর্ট অব আর্মি অফেনসিভস, লজিষ্টিকাল সিস্টেম ইন দা ব্যাটল অব কুরস্ক", রেড আর্মি লজিস্টিকস, নং ৪, ১৯৪৪ ; জি. আলেক্সান্দ্রভ, "দা আর্মিজ লজিস্টিকস ইন দা বেলগোরোদ-খারকভ অপারেশন", রেড আর্মি লজিস্টিকস, নং ২-৩, ১৯৪৪ ; এ. কারপেঙ্কো "টয়লার্স অব ওয়ার", মেটিরিয়াল অ্যাণ্ড আর্মস, নং ৭, ১৯৬৮।

২ এন. এ. আন্তিপেঙ্কো, "ইন দা ডাইরেকশন অব দা মেন অ্যাটাক", মস্কো, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা ৯৬-১১৯।

৩ দা সোভিয়েত আর্মি লজিস্টিকস, মস্কো, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ১৮২-৯২

রেলওয়েমেন" বইতে। কুরস্ক অভিক্ষেপে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে এবং প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের সময়ে রেলপথগুলির পুনর্বাসন ও নির্মাণ সম্পর্কে, কুরস্কের লড়াইয়ে জড়িত রণাঙ্গনগুলির রেলপথের উপর শত্রুর বিমান হানার উত্তরফল দূর করা সম্পর্কে এই লেখকেরা লিখেছেন।[১]

"টপ সিক্রেট! ফর দা কম্যাণ্ডারস ওনলি!—নাৎসী জার্মানি'জ স্ট্র্যাটেজি ইন দা ওয়ার এগেনস্ট ইউ-এস-এস-আর" শিরোনামায় প্রকাশিত জার্মান হাইকম্যাণ্ডের মাল-মশলা ও দলিলপত্রের সংগ্রহটি থেকে গবেষকরা বেশ সাহায্য পাবেন। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে এতে কুরস্ক এলাকায় নাৎসী আক্রমণাত্মক অভিযান (অপারেশন সিটাডেল) সংক্রান্ত দলিলপত্র আছে।[২]

কুরস্কের লড়াইয়ের ২৫ তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বেশ অনেকগুলি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদপত্র ও পত্রিকাগুলি এই লড়াইতে অংশ গ্রহণকারীদের স্মৃতিচারণা প্রকাশ করেছিল। তাতে তাঁরা বিভিন্ন বাহিনী ও সহায়ক ব্যবস্থার নিয়োগ, এই লড়াইতে হেড কোয়ার্টার্স ও সংরক্ষিত শক্তিগুলির ভূমিকা, সোভিয়েত সৈন্যদের বীরত্ব এবং কুরস্ক বালজের লড়াইগুলির রাজনৈতিক ও সামরিক তাৎপর্য সম্পর্কে লিখেছিলেন।

কিছু সামরিক ইতিহাসবিদের রচনাতে আগ্রহোদ্দীপক মাল-মশলা পাওয়া যায়। এই সব রচনায় উদ্ধৃত নতুন কিছু উৎস এবং অংশগ্রহণকারীদের স্মৃতিচারণা কুরস্কের লড়াইয়ের সুবিপুল তাৎপর্য সম্বন্ধে নতুন আলোকপাত করেছে।[৩] এই লড়াইয়ের ২৫তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বেশ কিছু আগ্রহোদ্দীপক

---

১ কে. পি. তেরিয়োখিন, এ. এস. তারালভ, এ. এ. তোমাশেভস্কি, আর্মি রেলওয়েমেন, মস্কো, ১৯৬৯।

২ টপ সিক্রেট ফর দা কম্যাণ্ডারস ওনলি!—নাৎসী জার্মানিজ স্ট্র্যাটেজি ইন দা ওয়ার এগেনস্ট ইউ-এস-এস. আর, ডকুমেণ্টস অ্যাণ্ড মেটিরিয়ালস্, মস্কো, ১৯৬৭।

৩ পি. আই. গ্রেখনেভ, "অ্যান্টি এয়ারক্রাফট ডিফেন্স অব দা রেলওয়েজ ইন দা কুরস্ক স্যালিয়েণ্ট", এয়ার ডিফেন্স হেরাল্ড, নং ৬, ১৯৬৮; এ. কারপেঙ্কো, "টয়লার্স অব ওয়ার", মেটিরিয়াল অ্যাণ্ড আর্মিস, নং ৭, ১৯৬৮, ভি. পি. মোরোজভ, "দা গ্রেট ব্যাটল ইন দা কুরস্ক বালজ", পলিটিক্যাল সেলফ এডুকেশন, নং ৭, ১৯৬৩; এন. জি. পাভলেঙ্কো, "দা কাউণ্টার-ব্লো স্ট্র্যাটেজি", নিউ টাইমস, নং ৩৪, ১৯৬৮; বি. সোলোভোইয়ভ "হু স্প্রেডস লাইজ অ্যাবাউট দা ব্যাটল অব কুরস্ক", ক্রাজনায়া জ্ভেজ্দা, আগস্ট ২, ১৯৬৮, এস. উশাকভ, "এয়ার স্ট্রাইকস", অ্যাভিয়েশন অ্যাণ্ড কসমোনটিকস, নং ৭, ১৯৬৮।

দলিল ও মাল-মশলা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।[১]

কুরস্কের লড়াই সম্পর্কিত সাহিত্যের এই সংক্ষিপ্ত হিসাবের সারসংক্ষেপ করে একথা বলতেই হয় যে যদিও অনেক কিছু লেখা হয়েছে তবু মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এই লড়াইয়ের উপর কোনও মৌলিক, সর্বতোমুখী সামরিক রাজনৈতিক রচনা এখনও নেই।

১ জি. ঝাসতাভেঙ্কো, বি. সোলোভিয়ভ, "নিউ নাৎসী জার্মান কম্যাণ্ড ডকুমেন্টস অ্যাবাউট দ্য ব্যাটল অব কুরস্ক", জার্নাল অব মিলিটারি হিস্ট্রি, নং ৮, ১৯৬৮। জি, কোলতুনভ, "দ্য ব্যাটল অব কুরস্ক ইন ফিগারস", জার্নাল অব মিলিটারি হিস্ট্রি, নং ৬ ও ৭, ১৯৬৮।



কর্ণেল

ভ্যাসিলি মোরোজভ

এম. এস. সি.*

কুরস্কের লড়াইয়ের আরও বিস্তারিত ইতিহাস দরকার

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের কাহিনীতে কুরস্কের লড়াইয়ের অবিস্মরণীয় অধ্যায়টি আমাদের সমসাময়িক ও পরবর্তী প্রজন্মগুলি গর্বভরে পড়বে এবং সোভিয়েত জনগণের অসাধারণ সমরকীর্তির জন্য কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হবে।

এই সুবিশাল লড়াই জার্মান ভেরমাখটের আক্রমণাত্মক রণনীতিকে কবর দিয়েছিল এবং তার আত্মরক্ষামূলক রণনীতিকে ধ্বসিয়ে দিয়েছিল—আর তার মানে দাঁড়িয়েছিল নাৎসীদের প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনার, নিজেদের অনুকূলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্রোত ঘোরানর শেষ চেষ্টায় ব্যর্থতা। নাৎসীরা সোভিয়েত কম্যাণ্ডের হাত থেকে রণনৈতিক উদ্যোগ ছিনিয়ে নিতে পারেনি, তাদের সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষে পূর্বদিকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষেও যে সব সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য অর্জনে তারা ১৯৪১ বা ১৯৪২ সালে ব্যর্থ হয়েছিল সেগুলি অর্জনের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারেনি। ফ্যাশিস্ট জোটের ক্রমশ বেশি ভেঙে.ভেঙে পড়াকেও তারা ঠেকাতে পারে নি। তাঁবেদার দেশ-গুলিতে নিজেদের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে জার্মানি ব্যর্থ হয়েছিল। নাৎসী রাজনৈতিক ও সামরিক নেতারা বাধ্য হয়েছিল সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে একটানা আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে যেতে এবং আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিচূর্ণ করার জন্য ভবিষ্যত কোনও চেষ্টার নিরর্থকতাকে

* কর্ণেল মোরোজভ, সামরিক ইতিহাসবিদ ও সাংবাদিক। তিনি সোভিয়েত প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ইনস্টিটিউট অব মিলিটারি হিস্ট্রিতে মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের ইতিহাস বিভাগের প্রধান।

স্বীকার করতে। কুরস্কে পরাজয় নাৎসী জার্মানিকে মধ্যপ্রাচ্যে আক্রমণ সম্প্রসারিত করার চিন্তা বিসর্জন দিতে বাধ্য করেছিল এবং হিটলারের বিশ্ব-জয়ের পরিকল্পনার ইতি ঘোষণা করেছিল। কুরস্ক বালজে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর জয়লাভের মধ্যে মানবজাতি ফ্যাশিষ্ট আপদ থেকে নিষ্কৃতি দেখতে পেয়েছিলেন।

কুরস্কে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর ঐতিহাসিক জয়লাভ সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুকূলে স্রোত সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিয়েছিল। যুদ্ধ একটা নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল—সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী যারা ১৯৪৩ সালের জুলাই থেকে রণনৈতিক উদ্যোগ ছাড়েনি তাদের ক্রমাগত অগ্রগতি থেকে ১৯৪৫ সালে আক্রমণকারীদের সম্পূর্ণ পরাজয়ের পর্যায়।

কুরস্ক বালজের লড়াই থেকে শুরু হওয়া মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের দ্বিতীয়ার্ধ সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের সুবিশাল আক্রমণাত্মক অভিযানের মধ্যে পর পর অনেক অত্যুজ্জ্বল জয়ের দ্বারা চিহ্নিত। কুরস্কের লড়াইয়ে আমাদের জয় বিশেষ করে নজরে পড়ে কারণ এই লড়াই সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অগ্রগতিতে এক গুণগতভাবে নতুন ও স্বাধীন পর্যায়ের সূচনা করেছিল।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে কুরস্কে জয়লাভের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্বন্ধে, মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের অন্যান্য লড়াইগুলির মধ্যে এর স্থান সম্বন্ধে এবং সোভিয়েত যুদ্ধকলার বিকাশে এর ভূমিকা সম্বন্ধে বেশ কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছে।[১] এই সমস্ত প্রশ্নই কিছু পরিমাণে বর্তমান গ্রন্থে, বিশেষত জি. কে. জুকভ, এম. ভি. ঝাখারভ, আই. এস. কোনেভ ও এস পি. ইভানভ-এর প্রবন্ধতে আলোচিত হয়েছে।

তা সত্ত্বেও একথা বলতে হবে যে কুরস্কের লড়াইয়ের ইতিহাসের যে সব দিকগুলি এই সমস্ত প্রবন্ধে ধরা হয়েছে সেগুলি আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। এর প্রয়োজন শুধু এই কারণে নয় যে ঐতিহাসিক তথ্যকে জানার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপরোক্ত প্রশ্নগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা হয়নি, এই কারণেও বটে যে এগুলি এখনও পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক রয়েছে এবং এসব নিয়ে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম চলছে।

---

১ বিস্তারিত বিবরণের জন্য জি. এ. কোলতুনভের পূর্ববর্তী প্রবন্ধ দেখুন।

একথা বলা যেতে পারে যে মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে কুরস্কের লড়াইয়ের ভূমিকার যে সংজ্ঞা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পঞ্চাশতম বার্ষিকীর থিসিসে নির্ধারণ করা হয়েছে তার আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা সোভিয়েত ইতিহাসবিদদের কর্তব্য। কুরস্কের লড়াই যুদ্ধের বিকাশে নতুন ঐতিহাসিক পর্যায়ের আধেয় পূর্ব-নির্ধারিত করে দিয়েছিল। রণনৈতিক উদ্যোগের জন্য দীর্ঘ ও তিক্ত সংগ্রামের এ জয়মুকুটে ভূষিত করেছিল, যুদ্ধের সেই মোড় ঘোরাকে সম্পূর্ণ করেছিল, যা শুরু হয়েছিল মস্কোতে বিপুল জয়ের মধ্যে দিয়ে এবং যা নিয়ামক ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল স্তালিনগ্রাদের বিজয়ের দ্বারা। জার্মানি ও তার সাকরেদদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়ের রাস্তায় এই তিনটিকে অবশ্যই ঐতিহাসিক পথচিহ্ন বলে গণ্য করতে হবে।

এই সূত্রে এ কথা উল্লেখ করতেই হবে এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত মস্কোর লড়াইয়ের মত কুরস্কের লড়াইয়ের ভূমিকা সব সময়ে তার কৃতিত্ব অনুযায়ী বিশ্লেষিত হয়নি, এবং এর ফলে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের পক্ষে এদের গুরুত্ব হ্রাস করা হয়েছে এবং হিটলার-বিরোধী জোটের দেশগুলির অনুকূলে যুদ্ধের বিকাশে তাদের নিয়ামক প্রভাবের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হয়নি।

কুরস্কের লড়াইয়ের চলতি লড়াই সংক্রান্ত ও রণনৈতিক চরিত্রের মূল্যায়নেও কিছু সংশোধন দরকার, কারণ অতীতকালের সাহিত্যে বেশ কয়েকটি ভুলও ঢুকে পড়েছিল। এ প্রধানত প্রযোজ্য লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ের ও প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের মূল্যায়ন সম্পর্কে। মার্শাল ঝাখারভ তাঁর প্রবন্ধে এ কথা যথাযথভাবে জোর দিয়েছেন যে কুরস্কের আত্মরক্ষামূলক লড়াইকে এক চিরায়ত, নমুনা স্বরূপ ব্যাপার হিসাবে, আদর্শ হিসাবে গণ্য করা উচিত হবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সঠিক ভাবনা অনেক লেখক প্রায়ই ভুলে যান, তার ফলে চলতি লড়াইগত ও কৌশলগত ক্ষেত্রে কুরস্কের আত্মরক্ষা-মূলক লড়াইকে অনুকরণযোগ্য ও ক্রিয়াশীলভাবে আত্মস্থ করার যোগ্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থিত করা হয়। একথা স্বীকার করতেই হবে যে কুরস্ক বালজে সোভিয়েত প্রতিরক্ষা সুসংগঠিত ছিল এবং তাকে শত্রুর পক্ষে অনতিক্রমনীয় করে তোলা হয়েছিল—গভীর পর্যন্ত সৈন্য গঠনগুলিকে মোতায়েন

করা হয়েছিল এবং প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাগুলিকে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল; এরা সক্রিয় ছিল এবং ট্যাঙ্ক ও বিমানের সঙ্গে এঁটে ওঠার মত করে পরিকল্পিত ছিল। কিন্তু যাঁরা এই নিঃসন্দেহে সঠিক সিদ্ধান্তগুলি টানেন তাঁরা প্রায়ই বেশ কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্যটি ভুলে যান যে কুরস্কের প্রতিরক্ষা লাইনে এক বিরাট আক্রমণাত্মক ফৌজকে নিয়োগ করা হয়েছিল। সেখানে সোভিয়েত সেনাবাহিনী আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য তৈরী করা ফৌজ দিয়ে আত্মরক্ষা করছিল। এ হল যুদ্ধকলার ইতিহাসে সেইসব বিরল দৃষ্টান্তগুলির অন্যতম যেখানে আত্মরক্ষাকারী পক্ষ জনবলে ও অস্ত্রশস্ত্রে আক্রমণকারী শত্রুর চেয়ে প্রবলতর ছিল। কুরস্ক অভিক্ষেপের উত্তর ও দক্ষিণ পক্ষের আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে প্রতিরক্ষার সংগঠন ও লড়াই চালান উভয়েরই চরিত্রের উপর স্বভাবতই এর ছাপ পড়েছিল।

কাজেই কুরস্কের লড়াইয়ের অনুশীলন করতে গিয়ে প্রত্যেককে প্রতিরক্ষার এই নির্দিষ্ট চরিত্র মনে রাখতে হবে, মনে রাখতে হবে যে প্রতিরক্ষা সংগঠিত হয়েছিল কেবল আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে জয়লাভ নিশ্চিত করার জন্য নয়, ওই একই ফৌজ ও বৈষয়িক সম্পদ নিয়েই নিয়ামক প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্যও বটে। ফলত এটা নিতান্তই স্বাভাবিক যে কুরস্ক অভিক্ষেপের সমস্ত গভীরতা জুড়ে অসংখ্য প্রতিরক্ষা লাইন সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রে একেবারে ভরপুর ছিল। কুরস্ক বালজ সোভিয়েত প্রতিরক্ষার অজেয় শক্তি এবং তার নির্দিষ্ট চরিত্র রণনৈতিক অপ্রত্যাশিততার অন্যতম প্রধান উপাদান ছিল, এই অপ্রত্যাশিততা একদিকে সোভিয়েত কম্যাণ্ডের পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণে ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছিল, অন্যদিকে নাৎসীদের অপারেশন সিটাডেল পরিকল্পনার রূপায়নের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

কুরস্কে আত্মরক্ষামূলক লড়াই অবশ্য যুদ্ধের সময়ে ও পরে সম্যকভাবে অনুশীলিত হয়েছে। এই পরবর্তী যুদ্ধের বছরগুলিতে চলতি লড়াইয়ের প্রতিরক্ষা সংগঠনে এবং আত্মরক্ষামূলক লড়াই চালনায় এ অনেক সাহায্য করেছিল। এর অনেকগুলি নীতি যুদ্ধোত্তর বিধি পুস্তক ও প্রনিয়মগুলিতে যথাযথভাবেই সন্নিবেশিত হয়েছে। এসবই বর্তমানের পক্ষেও চালু—কেবল একটিই সতর্কতাসহ কুরস্কের প্রতিরক্ষাকে একেবারে আদর্শ বলে মাতামাতি করা যাবেনা এবং সব দিকে একেই আদর্শ হিসাবে অনুসরণ করা যাবে না।

কুরস্কে প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের আলোচনার সময়ে উত্থাপিত কয়েকটা বিষয়ের আমি ব্যাখ্যা করতে চাই। কিছু ছাপা রচনায় এই প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানকে পাচটি রণাঙ্গনের একটি একক রণনৈতিক লড়াই হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছে। আমার মতে এই ভাষ্য এর পরিসর ও আকারকে সীমিত করে। আমার মনে হয় কুরস্কে প্রতি-আক্রমণকে ১৯৪৩ সালে গ্রীষ্মকালীন অভিযানে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর রণনৈতিক আক্রমণের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তার প্রথম পর্যায় বলে গণ্য করা আরও সঠিক হবে। প্রকৃত প্রস্তাবে এ দুটি স্বাধীন বৃহদাকার রণনৈতিক লড়াইতে পরিণত হয় ওরেল খণ্ডে ও বেলগোরোদ-খারকভ খণ্ডে। কুরস্কের লড়াইকে এইভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে—একটি আত্মরক্ষামূলক ও দুটি আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে বিভক্ত করা সম্পূর্ণ সঠিক হবে। ঐতিহাসিক সত্যের দিক থেকেও বটে এবং যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে তত্ত্বগতভাবে সামান্যীকরণের প্রয়োজনীয়তার দিক থেকেও বটে।

আমার মনে হয় যে কুরস্কের লড়াইয়ের বিশ্লেষকদের পক্ষে কেবল সাধারণ-ভাবে এই লড়াই সম্বন্ধে মৌলিক রচনা সৃষ্টি করা নয়, কুরস্কে আত্মরক্ষামূলক এবং ওরেল ও বেলগোরোদ-খারকভের আক্রমণাত্মক লড়াই সম্বন্ধে বিশেষ এক একটি বিষয়ে এক একটি স্বতন্ত্র রচনা তৈরি করা উপযুক্ত কাজ হবে।

"কুরস্কের লড়াইতে সোভিয়েত যুদ্ধকলার" ধারণাটির অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নগুলির সমগ্র সমাহারের আলোচনা না করে আমি আমার মতে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নের উপর জোর দিতে চাই, সে হল কেবল ইতিবাচক অভিজ্ঞতায় নয়, নেতিবাচক অভিজ্ঞতার উপরও নজর দেওয়ার প্রয়োজন। তার কারণ ব্যবহারিক শিক্ষা বের করার দিক থেকে নেতিবাচকও সমান মূল্যবান হতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমি একথা বলতে চাই যে কুরস্কের লড়াই সম্পর্কে স্মৃতিচারকদেরও বিশ্লেষকদের সেই প্রশ্নের জবাব সরবরাহ করা উচিত যেগুলি মুদ্রিত রচনায় এখনও ব্যাখ্যা করা হয়নি। এ প্রথমত প্রযোজ্য এই প্রশ্ন সম্পর্কে যে ওরেল ও বেলগোরদ-খারকভ খণ্ডে শত্রুদের কেন ছত্রভঙ্গ ও ধ্বংস করা হলনা, কেন কেবল যেন ঠেলে বের করে দেওয়া হল। আমাদের সৈন্যরা শত্রুদের বেলগোরোদ-খারকভ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাদের প্রতি-আক্রমণে লড়াইয়ের এমন একটা অকার্যকর রূপ ব্যবহার করল, যার ফলে নাৎসীদের সম্পূর্ণ পরাজয় এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হল সে প্রশ্নের একটা সুপ্রতিষ্ঠিত জবাব পাওয়াও বাঞ্ছনীয়। কুরস্ক অভিক্ষেপে

আক্রমণে 'উন্মত্ত শত্রুফৌজের উপর বিমান ও গোলন্দাজদের পাল্টা বোমাবর্ষণের সমান্য প্রভাবের কারণও ব্যাখ্যা পাওয়া প্রয়োজন। অনুরূপভাবে এ প্রশ্নেরও আরও বিস্তারিত জবাব প্রয়োজন যে কুরস্কের লড়াইয়ে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তির, বিশেষত স্তেপি রণাঙ্গনের আর্মিগুলির নিয়োগ কতটা ভালভাবে হয়েছিল। আরও কিছু প্রশ্ন উপস্থিত করা যেতে পারে যেগুলি কুরস্কের লড়াইয়ের আরও সম্যক বিশ্লেষণ ও অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের জন্য নিশ্চয়ই অপরিহার্য। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্যরা প্রোখোরোভকা এলাকায় তাদের মুখোমুখী প্রত্যাঘাতের সাফল্যকে সদ্ব্যবহার করা এবং শত্রু তার শেষের লাইন থেকে সরে যাওয়ার পর তাদের প্রতিরোধকে বিচূর্ণ করা থেকে কি কি কারণে বিরত থাকল তার ব্যাখ্যা হওয়া প্রয়োজন। কুরস্ক বালজে প্রথম লড়াইতে নামান হল আমাদের নতুন ধরনের ট্যাঙ্ক আর্মির পাঁচটিকেই, তাদের নিয়োগের ত্রুটিগুলিকে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

কুরস্কের লড়াইয়ের এবং বিগত যুদ্ধের অন্যান্য লড়াই ও অভিযানের বিশ্লেষণে ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ অনুশীলন করা এবং জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ খরচের ও সাফল্য অর্জনের মধ্যে অনুপাত দেখানও বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিস্তৃত ও বিশদ ব্যাখ্যা কুরস্কের শত্রুর পরাজয়ে বিভিন্ন রণাঙ্গনের তুলনা সম্ভবপর করবে, কুরস্কের লড়াইতে জয় অর্জনে বিভিন্ন ইউনিট ও কম্যাণ্ডারদের ভূমিকার আরও বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন সম্ভবপর করবে।

এই লড়াইয়ের বিভিন্ন দিকের মধ্যে এর ইতিহাসের লেখকদের দ্বারা স্বল্পই পরীক্ষিত হয়েছে লড়াইয়ের পূর্ব-ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে সব সমস্যা, সেগুলি হল এর রণনৈতিক পরিকল্পনা, সাধারণভাবে এবং নানাবিধ সমরক্রিয়ার জন্য প্রস্তুতি।

এই সমস্ত সমস্যা এখনও যথেষ্ট অনুশীলিত হয়নি এবং সাহিত্যেও যথেষ্ট সঠিকভাবে বিস্তারিত হয়নি। কেবল সম্প্রতিকালে পাঠকদের এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি সম্পর্কে যদিও সামগ্রিক নয় তবু কিছু ধারণা দেওয়া হয়েছে এ. এম. ভ্যাসিলেভস্কি, জি. কে. জুকভ, কে. কে. রোকোসোভস্কি এবং এস. এম. স্তেমেঙ্কোর স্মৃতিকথায়। বর্তমান গ্রন্থে মার্শাল ভ্যাসিলেভস্কির প্রবন্ধে এ বিষয়ে সাধারণ রূপ রেখা দেওয়া হয়েছে। এই প্রবন্ধটিকে যা মূল্যবান করেছে তা হল

এই যে এই বইয়ের অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে মিল।

এই লেখা কুরস্কের লড়াইয়ের পরিকল্পনার সৃজনশীল প্রক্রিয়া, ও তার লক্ষ্য সম্পর্কে, যুদ্ধের রণনৈতিক পরিকল্পনায় জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ও তার প্রতিনিধিদের, জেনারেল স্টাফের ও রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডের বিভিন্ন স্তরের প্রকৃত ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে। রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডের বিভিন্ন স্তরের ভূমিকাকে খাটো না করে এ এম. ভ্যাসিলেভস্কি একথা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে তাঁদের ভূমিকা সীমিত ছিল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের রণনৈতিক সিদ্ধান্তগুলিকে সৃজনশীলভাবে ও উদ্যোগ নিয়ে কার্যকর করা এবং লড়াইয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে জনবল ও বৈষয়িক সম্পদকে সুদক্ষভাবে নিয়োগ করার মধ্যে।

কুরস্কের লড়াইতে সমরক্রিয়ার পরিকল্পনায় এবং খোদ লড়াইয়ে সৈন্য পরিচালনায় রণাঙ্গন ও আর্মিগুলির হেডকোয়ার্টার্সগুলির ভূমিকার বিস্তৃত আলোচনা এদিক থেকে বিশেষ মনোযোগের যোগ্য।

মহান দেশ প্রেমিক যুদ্ধের অপরাপর লড়াই ও সমরক্রিয়ার মতই এই লড়াইয়ের ক্ষেত্রেও হেড কোয়ার্টার্সগুলি, চিফ অব স্টাফ ও সাধারণ স্টাফ অফিসাররা যে বিভিন্ন ধরনের ও নিবিড় ক্রিয়াকলাপ করেছিলেন সে সম্বন্ধে সামান্যই লেখা হয়েছে। তাদের কাজকর্মের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির উপর আরও আলোকপাত করা দরকার।

কুরস্কের লড়াইয়ের পটভূমিকার সঙ্গেও সম্পর্কিত অনেকগুলি নতুন ঐতিহাসিক তথ্য ভ্যাসিলেভস্কি উদ্ঘাটিত করেছেন। আমার মতে ইতিহাসবিদদের অন্যতম কর্তব্য হল এই চিত্তাকর্ষক প্রশ্নটি নিয়ে সর্বতোমুখী গবেষণা করা।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স কুরস্কের লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে কি কি করেছিলেন সে ব্যাপারটিকেও আরও পরিপূর্ণভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিশ্লেষকদের সমরক্রিয়াঘটিত ও রণনৈতিক সমস্ত ব্যবস্থার সম্যগ্র সমাহারকে এবং সেই সঙ্গে কুরস্কের লড়াইয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর রণনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, চলাচল ও সরবরাহ সংক্রান্ত ব্যবস্থাবলী ও রাজনৈতিক দিকটিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

বিশ্লেষকদের আরও নজর দেওয়া উচিত কুরস্কে প্রতি-আক্রমণ, ওরেল ও খারকভ খণ্ডে প্রতি-আক্রমণের বিশেষত্ব, এবং কুরস্কে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর

প্রতি-আক্রমণ একটা সাধারণ আক্রমণাত্মক অভিযানে পরিণত হওয়া সংক্রান্ত প্রশ্নাবলীর উপর। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স কুরস্কের লড়াইয়ের সমরক্রিয়ার সঙ্গে ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালের আক্রমণাত্মক অভিযানের কাঠামোর মধ্যে দনবাস ও স্মোলেনস্ক খণ্ডের সমরক্রিয়ার যে রণনৈতিক সমন্বয় সাধন করেছিলেন তার বিশ্লেষণ ও সামান্যীকরণের কাজ সাহিত্যে এখনও যথেষ্ট করা হয়নি।

বিশ্লেষকেরা আরও একটা কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ের উপর নজর দেননি, তা হল নীপারের ইউক্রাইনীয় পূর্বে শত্রুকে রণনৈতিক পশ্চাদ্ধাবনের সংগঠন, এই সমরক্রিয়াটি কুরস্কের লড়াইয়ের প্রত্যক্ষ উত্তরপর্ব। একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে এই বিষয়ে একটি বিশেষ স্বতন্ত্র আলোচনা খুব কাজে লাগবে।

আর একটি প্রধান বিষয় যা নিবিড় মনোযোগের দাবি রাখে তা হল কুরস্কে জয় অর্জনে গেরিলা আন্দোলনের ভূমিকা। এখানে কেবল এই জনপ্রিয় আন্দোলনের বিভিন্ন ধরনের উপাদান (গেরিলা ডিটাচমেন্টগুলির লড়াই, গোপন ক্রিয়াকলাপ এবং অধিকৃত এলাকায় গণঅন্তর্ঘাত) বর্ণনা করাই গুরুত্বপূর্ণ নয়, সেই সঙ্গে গেরিলারা ও গোপন সংগঠনের সদস্যরা কুরস্কের লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে ও লড়াইয়ের সময়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর নিয়মিত ইউনিটগুলির সঙ্গে কি কি নির্দিষ্ট রূপে সহযোগিতা করেছিল তার বর্ণনা করাও গুরুত্বপূর্ণ। গেরিলা যুদ্ধের বিভিন্ন রূপ, যথা শত্রুর পিছন দিককার সংস্থাপন ইত্যাদির উপর হানা, "রেলপথে লড়াই", শত্রুর পশ্চাদভাগের গভীরে গেরিলাঘাঁটি বসান ও সেগুলিকে রক্ষা করা, ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। গেরিলাদের‌ও গোপন সংগঠনের সদস্যদের পক্ষ থেকে সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের জন্য গোয়েন্দা কাজকর্মের বিশেষ বিশ্লেষণ করা একান্ত অপরিহার্য। আমার মনে হয় কুরস্কের লড়াই ও গেরিলা আন্দোলনের বিষয়ে একটি পৃথক গ্রন্থ প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়।

কুরস্কের লড়াইতে চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থার ভূমিকা এখনও যথেষ্ট অনুশীলিত হয়নি। এই গ্রন্থে এন. এ. আন্তিপেঙ্কোর প্রবন্ধ এই প্রশ্নে সীমিত মাল-মশলা উপস্থিত করেছে এবং এই ক্ষেত্রের গবেষণার কি প্রধান গতিমুখ হওয়া উচিত তার রূপরেখা মাত্র উপস্থিত করেছে। কুরস্কের লড়াইয়ে চলাচল ও সরবরাহ সমর্থনের পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা এই সুবিদিত তথ্য থেকেই বোঝা যায় যে এ লড়াই যে ৫০ দিন চলেছিল তাতে যত জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ জড়িত হয়েছিল তা মস্কো ও স্তালিনগ্রাদের লড়াই, যার

প্রত্যেকটা ৭ মাস করে চলেছিল, সে দুটিতে মিলে জড়িত জনবল ও বৈষয়িক সম্পদের চেয়ে বেশি।

এটা স্বাভাবিক যে এত বিশাল জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ জড়িত থাকার দরুণ কুরস্ক এলাকায় বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ, জ্বালানি, খাদ্য ও নানা ধরনের সাজসরঞ্জামের কেন্দ্রীভবনের প্রয়োজন হয়েছিল। দলিলপত্র থেকে দেখা যায় যে পরবর্তী দু বছরে কোনও প্রধান রণনৈতিক আক্রমণাত্মক অভিযানে এত মালপত্রের ভাণ্ডার তৈরি করা হয়নি।

কুরস্কের লড়াইয়ে রাজনৈতিক কাজকর্মের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে এবং মহান দেশ প্রেমিক যুদ্ধের এই নিয়ামক লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির, স্টেট ডিফেন্স কমিটির ও মেইন পলিটিকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দ্বারা গৃহীত প্রধান রাজনৈতিক ব্যবস্থাবলীর সমগ্র সমাহারের বর্ণনা দিয়ে কোনও বিশেষ গ্রন্থ এখনও লেখা হয়নি। কুরস্ক বালজে যে সব রণাঙ্গন অংশগ্রহণ করেছিল তার সামরিক কাউন্সিলগুলি যে কাজ করেছিল সে সম্বন্ধেও একটি পৃথক বইয়ের প্রয়োজন।

শত্রু যেখানে সর্বাধুনিক ধরনের ট্যাঙ্ক ও বিমান নিয়োগ করেছিল সেই পরিস্থিতিতে সৈন্যরা যে গণ বীরত্ব দেখিয়েছিল কুরস্কের লড়াইয়ে সে রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকের উপরও বিশ্লেষকদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করা উচিত। এখানে গণ বীরত্বের ও প্রত্যেক ব্যক্তির বীরত্বের উৎসকে খুঁজে বের করতে হবে, সৈন্যদের মনোবল গড়ে তোলায় রাজনৈতিক কাজ ও যুদ্ধ প্রশিক্ষণের ভূমিকার বর্ণনা দিতে হবে এবং কার্যকর রাজনৈতিক কাজের একটা মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এই সমস্ত ছাড়াও কুরস্কের লড়াইয়ের ইতিহাস সংক্রান্ত অন্যান্য প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে যার বিশ্লেষণ মোটেই করা হয়নি, তার মধ্যে রয়েছে সৈন্য নিয়ন্ত্রণ, লড়াই করার বিভিন্ন ধরনের ফৌজ ও বিমান বাহিনীর নিয়োগ, এঞ্জিনিয়ার সমর্থন, বিমান প্রতিরক্ষা সংগঠন এবং আরও কিছু বিষয়।

সামরিক ইতিহাসবিদদের কাছে সবচেয়ে জরুরী কর্তব্যের অন্যতম হল কুরস্কের লড়াই সম্পর্কে সত্যিকারের একটা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা, বিগত যুদ্ধের এই অনন্য সাধারণ সামরিক ও রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে বহু খণ্ডে বিভক্ত মৌলিক এক একটি বিষয়ে স্বতন্ত্র মৌলিক রচনা তৈরি করা।

সংযোজনী—১

কুরস্কের যুদ্ধে জড়িত রণাঙ্গন ও আর্মিগুলির কম্যাণ্ডাররা

কম্যাণ্ডার	মিলিটারি কাউন্সিল সদস্য	চিফ অব স্টাফ	রণাঙ্গনের রাজনৈতিক বিভাগের ও আর্মির রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান
সেণ্ট্রাল রণাঙ্গন			
জেনারেল অব দা আর্মি কে. কে. রোকোসোভস্কি	মেজর জেনারেল কে. এফ. তেলেগিন মেজর জেনারেল এম. এম. স্তাখোরস্কি	লেফটেনাণ্ট জেনারেল এম. এস. ম্যালিনিন	মেজর জেনারেল এস. এফ. গালাদঝেভ
ভরোনেঝ রণাঙ্গন			
জেনারেল অব দা আর্মি এন. এফ. ভাতুতিন	লেফটেনাণ্ট জেনারেল এন. এস. খ্রুশ্চভ লেফটেনাণ্ট জেনারেল এল. আর. কর্ণিয়েৎস	লেফটেনাণ্ট জেনারেল এস পি. ইভানভ	মেজর জেনারেল এস. এস. শাতিলভ
স্তেপি রণাঙ্গন			
কর্ণেল জেনারেল আই. এস. কোনেভ	লেফটেনাণ্ট জেনারেল আই জেড. সুসাইকভ মেজর জেনারেল আই. এস. গ্রুশেৎস্কি	লেফটেনাণ্ট জেনারেল এম. ভি. জাখারভ	মেজর জেনারেল এ. এন. তেভচেনকভ
ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গন			
কর্ণেল জেনারেল এম. এম. পোপভ	লেফটেনাণ্ট জেনারেল এন. জেড মেখলিস মেজর জেনারেল এস আই শাবালিন	লেফটেনাণ্ট জেনারেল এল. এম. সান্দালভ	মেজর জেনারেল এ. পি. পিগুরনভ

সংযোজনী—১

কম্যাণ্ডার	মিলিটারি কাউন্সিল সদস্য	চিফ অব স্টাফ	রণাঙ্গনের রাজনৈতিক বিভাগের ও আর্মির রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান
ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গন			
কর্ণেল জেনারেল ভি. ভি. শাকোলোভস্কি	লেফটেনাণ্ট জেনারেল এন. এ. বুলগানিন লেফটেনাণ্ট জেনারেল আই. এস. খোখলোভ	লেফটেনাণ্ট জেনারেল এ. পি. পোকবোভর্ণস্কি	মেজর জেনারেল ভি. ওয়াই. মাকারভ
৩য় আর্মি			
লেফটেনাণ্ট জেনারেল এ. বি. গোরবাতভ	মেজর জেনারেল আই. পি কোন্নভ মেজর জেনারেল আই. ভি. পিনচুক	মেজর জেনারেল এম. ভি. ইভাশেচকিন	কর্ণেল এন. এন. আমোসভ
১১-শ আর্মি			
লেফটেনাণ্ট জেনারেল আই. আই. ফেড্যুনিনস্কি	মেজর জেনারেল এস. আই. প্যানকভ কর্ণেল এফ. কে. প্রুধনিকভ	মেজর জেনারেল এন. ভি. কর্নিয়েভ	মেজর জেনারেল ভি ভি. শাবানভ
১৩-শ আর্মি			
লেফটেনাণ্ট জেনারেল এন. পি. পুখভ	মেজর জেনারেল এম. এ. কোজলভ কর্ণেল এন. জি. চেনিশেভ	মেজর জেনারেল এন. ভি. পেক্রশেভস্কি	কর্ণেল এন. এফ. ভরোনভ
২৭তম আর্মি			
লেফটেনাণ্ট জেনারেল এস. জি. ত্রফিমেঙ্কো	মেজর জেনারেল আই. পি. শেভচেঙ্কো মেজর জেনারেল ওয়াই. জি. পলিয়াকভ	কর্ণেল জি. এস. লুকিয়ানচেঙ্কো	কর্ণেল এস. এফ. খ্‌ভালেই

সংযোজনী—১

কম্যাণ্ডার	মিলিটারি কাউন্সিল সদস্য	চিফ অব স্টাফ	রণাঙ্গনের রাজনৈতিক বিভাগের'ও আর্মির রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান
	৩৮তম আর্মি		
লেফটেনাণ্ট জেনারেল এন. ওয়াই চিবিসভ	মেজর জেনারেল আই. ভি. রাইবিনস্কি কর্ণেল জেড. এফ. ওলেইনিক	মেজর জেনারেল এ. পি. পিলিপেঙ্কো	কর্ণেল পি. এ. উসভ
	৪০তম আর্মি		
লেফটেনাণ্ট জেনারেল কে. এস. মসকালেঙ্কো	মেজর জেনারেল কে. ভি. ক্রেইন্যুকভ মেজর জেনারেল এ. এ. ইয়েপিশেভ	মেজর জেনারেল এ. জি. বাত্যুনিয়া	কর্ণেল পি. ভি. সেবাস্তিয়ানভ
	৪৭তম আর্মি		
মেজর জেনারেল পি. এম. কোজলভ (১৯৪৩-এর ৩রা আগস্ট পর্যন্ত) লেফটেনাণ্ট জেনারেল পি. পি. করযুন	মেজর জেনারেল আই. এন. কোরোলিয়ভ কর্ণেল পি. ভি. কুঝমিন	কর্ণেল ওয়াই. ভি. ইভানভ	কর্ণেল এস. কে. কালাশনিক
	৪৮তম আর্মি		
লেফটেনাণ্ট জেনারেল পি. এল. রামানেঙ্কো	মেজর জেনারেল এন. এ. ইস্তোমিন কর্ণেল পি. ভি. শোবোলেভ	মেজর জেনারেল এম. ভি. বোবকভ	কর্ণেল এ. এস. মিকতাখভ

সংযোজনী—১

কম্যাণ্ডার	মিলিটারি কাউন্সিল সদস্য	চিফ অব স্টাফ	রণাঙ্গনের রাজনৈতিক বিভাগের ও আর্মির রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান
৫০তম আর্মি			
লেফটেনাণ্ট জেনারেল আই. ভি. বোনদিন	মেজর জেনারেল এল. এম. চুমাকভ কর্ণেল এন. রাসাদিন	মেজর জেনারেল এন. জি. ব্রিলেভ	কর্ণেল এন. আই. শিলভ
৫৩তম আর্মি			
লেফটেনাণ্ট জেনারেল আই. এম মানগোরভ	মেজর জেনারেল পি. আই গোরোখভ মেজর জেনারেল এ. ভি. ৎসারিয়ভ	মেজর জেনারেল কে. এন. দেরেভিয়াঙ্কো	কর্ণেল এ. আই. শ্মেলিয়ভ
৫৭তম আর্মি			
লেফটেনাণ্ট জেনারেল এন. এ. গাগেন	মেজর জেনারেল এল. পি বোচারভ কর্ণেল জি. এস. গ্যালিয়েভ	মেজর জেনারেল ভি ভি. কারপুখিন	কর্ণেল জি. কে. ৎসিনেভ
৬০তম আর্মি			
লেফটেনাণ্ট জেনারেল আই. ভি. চের্নিয়াকভস্কি	কর্ণেল ভি. এস. ওলেনিন কর্ণেল ভি. আই. রোদিয়নভ	মেজর জেনারেল জি. এ. তেরগাস-পারিয়ান	মেজর জেনারেল কে পি. ইসাইয়েভ
৬১তম আর্মি			
লেফটেনাণ্ট জেনারেল পি. এ. বেলভ	মেজর জেনারেল ভি. জি. দুভরোভস্কি কর্ণেল এন. টি. ঝেলোবানভ	কর্ণেল এম. এন. সালমিকভ	কর্ণেল কে. এ. ঝাইকভ

সংযোজনী—১

কম্যাণ্ডার	মিলিটারি কাউন্সিল সদস্য	চিফ অব স্টাফ	রণাঙ্গনের রাজনৈতিক বিভাগের ও আর্মির রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান
	৬৩তম আর্মি		
লেফটেনাণ্ট জেনারেল ভি. ওয়াই কোলপাকচি	মেজর জেনারেল কে. কে. আব্রামভ কর্ণেল এন. এ. গ্রামাঝদা	কর্ণেল এন. ভি. ইয়েরইয়োমিন	কর্ণেল এম কে. গেনঝিক
	৬৫তম আর্মি		
লেফটেনাণ্ট জেনারেল পি. আই. বাতভ	কর্ণেল এন. এ. রাদেৎস্কি কর্ণেল জি. ওয়াই. গ্রিশকো	মেজর জেনারেল আই. এস. গ্লেবভ	কর্ণেল কে. এ. গানিইয়েভ
	৬৯তম আর্মি		
লেফটেনাণ্ট জেনারেল ভি. ভি. ক্র্যুচেনকিন	মেজর জেনারেল এ. ভি. শেলাকভস্কি কর্ণেল ওয়াই. ভি. বোবরভ	কর্ণেল এস. এম. প্রোতাস (২৬শে জুলাই ১৯৪৩ পর্যন্ত) মেজর জেনারেল ভি. এস. বেনস্কি	কর্ণেল এন. এ. ভিশনেভস্কি
	৭০তম আর্মি		
লেফটেনাণ্ট জেনারেল আই. ভি. গালানিন	মেজর জেনারেল এম. এন. সাভকভ কর্ণেল এস. কে. ভাসেভ	মেজর জেনারেল ভি. এন. শারাপভ	কর্ণেল ওয়াই. ওয়াই. মাসলোভস্কি
	৪র্থ গার্ডস আর্মি		
লেফটেনাণ্ট জেনারেল জি. আই. কুলিক	কর্ণেল আই. এ. গাব্রিলভ মেজর জেনারেল ভি. এন. সেমিওনভ	মেজর জেনারেল পি. এন. ভেরখোলভিচ	কর্ণেল ভি. টি. শেশিলভ

সংযোজনী—১

কম্যাণ্ডার	মিলিটারি কাউন্সিল সদস্য	চিফ অব স্টাফ	রণাঙ্গনের রাজনৈতিক বিভাগের ও আর্মির রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান
	৫ম গার্ডস আর্মি		
লেফটেনাণ্ট জেনারেল এ. এস. ঝাদভ	মেজর জেনারেল এ. এম. ক্রিভুলিন কর্ণেল এ. এম. পেত্রভ	মেজর জেনারেল এন. আই. লিয়ামিন	কর্ণেল এফ. এ. কাটকভ
	৬ষ্ঠ গার্ডস আর্মি		
লেফটেনাণ্ট জেনারেল আই. এম. চিস্তিয়াকভ	মেজর জেনারেল পি. আই. ক্রাইনভ কর্ণেল জি. এন. কাসিয়ানেঙ্কো	মেজর জেনারেল ভি. এ. পেনকভস্কি	কর্ণেল এল. আই. সোকোলভ
	৭ম গার্ডস আর্মি		
লেফটেনাণ্ট জেনারেল এম. এস. শুমিলভ	মেজর জেনারেল জেড. টি. সের্দ্যুক কর্ণেল এফ. কে. শেচরবাক	মেজর জেনারেল জি. এস. ল্যুকিন	কর্ণেল এম. পি. স্মোলিয়ানভ
	১১-শ গার্ডস আর্মি		
লেফটেনাণ্ট জেনারেল আই কে. বাগ্রামিয়ান	মেজর জেনারেল পি এন. কুলিকভ কর্ণেল এফ. ভি. ইয়াশেচকিন	মেজর জেনারেল এন. পি. ইভানভ	কর্ণেল ডি এফ. রোমানভ
	১ম ট্যাঙ্ক আর্মি		
লেফটেনাণ্ট জেনারেল এম. ওয়াই. কাতুকভ	মেজর জেনারেল এন. কে. পোপেল	মেজর জেনারেল এম. এ. শালিন	কর্ণেল এ. জি. ঝুরাভ্লিয়ভ

সংযোজনী—১

কম্যাণ্ডার	মিলিটারি কাউন্সিল সদস্য	চিফ অব স্টাফ	রণাঙ্গনের রাজনৈতিক বিভাগের ও আর্মির রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান
	২য় ট্যাঙ্ক আর্মি		
লেফটেনাণ্ট জেনারেল এ. জি. বোদিন	মেজর জেনারেল পি. এম. লাতিশেভ মেজর জেনারেল ভি.ভি. সোস্‌নভিকভ	কর্ণেল (১৬ই জুলাই ১৯৪৩-এ মেজর জেনারেল পদে উন্নীত) জি. ওয়াই. প্রেইসমান	কর্ণেল এম. ভি. বোলেনকভ
	৪র্থ ট্যাঙ্ক আর্মি		
লেফটেনাণ্ট জেনারেল ভি. এম. বাদানভ	মেজর জেনারেল ভি. জি. গুল্যাইয়েভ	কর্ণেল (১৬ই আগস্ট, ১৯৪৩-এ মেজর জেনারেল পদে উন্নীত) পি. আই. ক্রুকভ	কর্ণেল এন. জি. ক্লাদভই
	৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মি		
লেফটেনাণ্ট জেনারেল পি. এস. রাইবালকো	মেজর জেনারেল এস. আই. মেলনিকভ	মেজর জেনারেল ভি. এ. মিত্রফানভ	কর্ণেল এ. ডি. কাপনিক
	৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মি		
লেফটেনাণ্ট জেনারেল পি. এ. রোতমিস্ত্রভ	মেজর জেনারেল পি. জি. গ্রিশিন কর্ণেল আই. এফ. ঝাথারেকো	মেজর জেনারেল ভি. এন. বাসকাকভ	কর্ণেল ভি, এম. শারভ

সংযোজনী—১

কম্যাণ্ডার	মিলিটারি কাউন্সিল সদস্য	চিফ অব স্টাফ	রণাঙ্গনের রাজনৈতিক বিভাগের ও আর্মির রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান
১ম এয়ার আর্মি[1]			
লেফটেনাণ্ট জেনারেল এম. এম. গ্রোমভ	মেজর জেনারেল আই. জি. লিতভিনেঙ্কো	মেজর জেনারেল এ. এস. প্রোনিন	কর্ণেল পি. আই. দুখনভস্কি
২য় এয়ার আর্মি			
লেফটেনাণ্ট জেনারেল এস. এ. ক্রাসকভস্কি	মেজর জেনারেল এস. এন. রোমাঝানভ	মেজর জেনারেল এফ. আই. কাচেভ	কর্ণেল এ. আই. আসাউলেঙ্কো
৫ম এয়ার আর্মি			
লেফটেনাণ্ট জেনারেল এস. কে. গোরিউনভ	মেজর জেনারেল ভি. আই. আলেক্সিয়েভ	মেজর জেনারেল এন. জি. সেলেঝনিয়ভ	কর্ণেল এন. এম. প্রোৎসেঙ্কো
৮ম এয়ার আর্মি			
লেফটেনাণ্ট জেনারেল টি. টি. খ্রুকিন	মেজর জেনারেল এ. আই. ভিয়োরেভ	কর্ণেল আই. এন. বেলভ	কর্ণেল এন. এম. শেচরবিনা
১৫-শ এয়ার আর্মি			
লেফটেনাণ্ট জেনারেল এন. এফ. নৌমেঙ্কো	কর্ণেল এম. এন. সুখাচেভ	কর্ণেল এ. এ. সাখোভনিন	লেফটেনাণ্ট কর্ণেল জি. এ. খুদ্যাকভ

১ এয়ার আর্মিতে কোনও মিলিটারি কাউন্সিল সদস্য ছিলেন না, তাঁদের স্থান নিয়েছিলেন ডেপুটি কম্যাণ্ডার ফর পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স।

সংযোজনী—১

কম্যাণ্ডার	মিলিটারি কাউন্সিল সদস্য	চিফ অব স্টাফ	রণাঙ্গনের রাজনৈতিক বিভাগের ও আর্মির রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান

১৬-শ এয়ার আর্মি

লেফটেনাণ্ট জেনারেল এস আই. রুদেঙ্কো	মেজর জেনারেল এ এস. ভিনোগ্রাদভ	মেজর জেনারেল পি. আই. ব্রেইকো	লেফটেনাণ্ট কর্ণেল ভি. আই. ভিখ্রভ

১৭-শ এয়ার আর্মি

লেফটেনাণ্ট জেনারেল ভি. এস. সুদেৎস	মেজর জেনারেল ভি. এন তোলমাচেভ	মেজর জেনারেল এন. এম. কোরসাকভ	কর্ণেল ভি. জি. তোচিলভ

১৯৪৩ সালের ৮ই এপ্রিল সুপ্রীম কম্যাণ্ডার-ইন-চিফের কাছে মার্শাল জি. কে. জুকভের রিপোর্ট

০৫৩০ ঘণ্টা, এপ্রিল ৮, ১৯৪৩

কমরেড ভ্যাসিলিয়েভের* কাছে

১৯৪৩ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে শত্রুর সম্ভাব্য ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আমার ধারণা এবং আশু ভবিষ্যতে আমাদের আত্মরক্ষামূলক লড়াই সম্বন্ধে আমার বিবেচনা এই সঙ্গে পেশ করছি।

(১) ৪২।৪৩ সালের শীতকালীন অভিযানে বিরাট ক্ষয়ক্ষতির শিকার হওয়ার দরুণ শত্রুরা ককেশাস দখল করার ও ব্যাপকভাবে মস্কোকে ঘিরে ফেলার উদ্দেশ্যে ভলগায় পৌছনর লক্ষ্য নিয়ে একটা নতুন আক্রমণ শুরু করার মত বিপুল সংরক্ষিত শক্তি বসন্তকালের মধ্যে গড়ে তুলতে স্পষ্টতই অসমর্থ হবে।

সংরক্ষিত শক্তির ঘাটতির দরুণ শত্রু ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে বসন্তকালে ও শীতকালের গোড়ায় আক্রমণাত্মক অভিযান সঙ্কীর্ণতর রণাঙ্গনে করতে বাধ্য হবে এবং ১৯৪৩ সালের তাদের অভিযানের মূল লক্ষ্য যেহেতু মস্কো দখল, তারা সে লক্ষ্য পূরণের জন্য কেবল পর্যায়ক্রমে এগোবে।

আমাদের সেন্ট্রাল, ভরোনেঝ ও সাউথওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের মুখোমুখী তাদের ফৌজের শক্তি জানার দরুণ আমার ধারণা এই খণ্ডে আমাদের সৈন্যদের পরাস্ত করার জন্য শত্রুরা প্রধান আক্রমণাত্মক লড়াই এই তিন রণাঙ্গনের বিরুদ্ধে চালাবে এবং এইভাবে সংক্ষিপ্ততম পথ ধরে মস্কো ঘিরে ফেলার সুকৌশলী চাল খেলার স্বাধীনতাকে অর্জন করতে চাইবে।

(২) এ সম্ভাবনা প্রবল যে প্রাথমিক পর্যায়ে ১৩-১৫টি প্যানৎসার ডিভিসন সহ সম্ভাব্য সমস্ত শক্তি জড়ো করার পর গোড়ার পর্যায়ে বিরাট সংখ্যক বিমানের সমর্থনে তারা কুরস্ককে উত্তর পূর্ব থেকে ঘেরার জন্য তাদের ওরেল-ক্রোমি গোষ্ঠী নিয়ে এবং কুরস্ককে দক্ষিণ পূর্ব থেকে ঘেরার জন্য তাদের বেলগোরোদ-খারকভ গোষ্ঠী নিয়ে আঘাত করবে।

* স্তালিনের সাঙ্কেতিক নাম

সংযোজনী—২

আমাদের রণাঙ্গনকে বিভক্ত করার জন্য পশ্চিম দিকে সেইস ও পসিওল নদীর মধ্যেকার ভোরোঝবা এলাকা থেকে এবং দক্ষিণ পশ্চিম থেকে কুরস্কের উপর আর একটি অপ্রধান আক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। এই আক্রমণে শত্রু আমাদের ১৩-শ, ৭০ তম, ৬৫ তম, ৬০ তম, ৩৮ তম, ৪০ তম ও ২১-শ আর্মি-গুলিকে বিচূর্ণ করার ও ঘিরে ফেলার চেষ্টা করবে।

এই পর্যায়ে শত্রুর চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়তো কোরাচা নদী-কোরাচা-তিম তিম নদী-ত্রোসকোভো লাইন ভেদ করা।

(৩) দ্বিতীয় পর্যায়ে শত্রু সাধারণ ভাবে ভালুইকি ও উরাঝোভোর গতিমুখে সাউথ ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের পার্শ্বদেশ ও পশ্চাদ্দেশে কেটে ঢুকতে চেষ্টা করবে।

এই আক্রমণকে জোরাল করার জন্য শত্রুরা বিপরীত দিক থেকে, লিসিচানস্ক এলাকা থেকে উত্তর মুখে স্তাতোভো ও উরাঝোভোর দিকে আঘাত করতে পারে।

বাকি খণ্ডে শত্রু চেষ্টা করবে লিভ্‌নি কাস্তোরনয়েস্তারি ওস্কোল-নভি ওস্কোল লাইনে পৌছানর।

(৪) তৃতীয় পর্যায়ে, প্রয়োজনীয় পুনঃসংস্থাপনের পর শত্রু খুব সম্ভব চেষ্টা করবে লিভ্নি-ভরোনেঝ-ইয়েলেৎস লাইনে পৌছানর, এবং দক্ষিণ-পশ্চিমমুখে নিজেকে রক্ষা করে নিয়ে রানেনবার্গ, রিয়াঝস্ক ও রিয়াঝানের ভিতর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে মস্কোর পাশ দিয়ে ঘেরার উদ্দেশ্যে আক্রমণ সংগঠিত করতে পারে।

(৫) আশঙ্কা করতে হবে যে এই বছরের আক্রমণাত্মক অভিযানে শত্রু প্রধানত নির্ভর করবে তার প্যানৎসার ডিভিশন ও বিমান বহরের উপর, কারণ তারপদাতিক বাহিনী গত বছরের তুলনায় এবার আক্রমণের জন্য অনেক খারাপ ভাবে তৈরি।

শত্রুদের এখন সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের মুখোমুখী বারোটি পর্যন্ত প্যানৎসার ডিভিশন আছে, আর অন্যান্য খণ্ড থেকে তিনটি অথবা চারটি প্যানৎসার ডিভিশন সরিয়ে আনলে তারা আমাদের কুরস্ক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মোট ২৫০০ গাড়ি সহ পনেরটি অথবা ষোলটি প্যানৎসার ডিভিশন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে সক্ষম হবে।

সংযোজনী—২

(৬) **শত্রুকে যদি আমাদের প্রতিরক্ষার উপরে পড়ে নিজেকে চূর্ণ করতে দিতে হয় তা হলে আমাদের সেণ্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ট্যাঙ্ক-বিরোধী প্রতিরক্ষাকে আরও জোরাল করার ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়াও যত শীঘ্র সম্ভব** নিষ্ক্রিয় খণ্ডগুলি থেকে ত্রিশটি ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী গোলন্দাজ রেজিমেণ্টকে সরিয়ে বিপজ্জনক খণ্ডগুলিতে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তির কাছে দিতে হবে এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তির মধ্যে যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব বিমান কেন্দ্রীভূত করতে হবে যাতে ট্যাঙ্ক ও পদাতিক সৈন্যগঠনগুলির সহযোগিতায় বিমান বহরের বিপুল আঘাতে শত্রুর আক্রমণকারী শক্তিকে চূর্ণ করা যায় এবং সেইভাবে শত্রুর আক্রমণাত্মক পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করা যায়। ভাতুতিন ও রোকোসোভস্কিকে অবিলম্বে কতকগুলি স্বয়ং চালিত কামানের রেজিমেণ্ট দিয়ে জোরদার করা বিধেয়।

আমি আমাদের চলতি লড়াইসংক্রান্ত সংরক্ষিত শক্তির চূড়ান্ত বণ্টন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নই, সুতরাং তাদের ইয়েফ্রেমভ, লিভনি, কাস্তোরনয়ে, নেভি ওস্কল, ভালুকি, রোসোশ, লিস্কি, ভরোনেঝ ও ইয়েলেৎস এলাকায় নিয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া উপযুক্ত মনে করছি।

উপরন্তু সংরক্ষিত শক্তির অধিকাংশকে ইয়েলেৎস ও ভরোনেঝ এলাকায় নিয়োগ করা উচিত। অবশিষ্ট সংরক্ষিত শক্তিকে পশ্চাদভাগে আরও গভীরে রিয়াঝস্ক, রানেনবার্গ, মিচুরিনস্ক ও তাম্বভ এলাকায় নিয়োগ করা উচিত।

তুলা ও স্তালিনোগোরস্ক এলাকায় একটি সংরক্ষিত আর্মি রাখা উচিত।

আমাদের সৈন্যদের পক্ষে নিরোধক আক্রমণাত্মক অভিযান অদূর ভবিষ্যতে করা অনুচিত হবে বলে আমি মনে করি। আমাদের পক্ষে তার চেয়ে ভাল হবে আমাদের প্রতিরক্ষায় তাদের ক্লান্ত করে ফেলা, তাদের ট্যাঙ্কগুলি ধ্বংস করা, তারপর তাজা সংরক্ষিত শক্তি আমদানি করা এবং শত্রুর প্রধান শক্তিকে সামগ্রিক আক্রমণাত্মক অভিযানে খতম করা।

কনস্তান্তিনভ*

* জুকভের সাঙ্কেতিক নাম।

কর্ণেল-জেনারেল আন্তোনভ,

চিফ অব দা অপারেশনস ডিপার্টমেণ্ট

জেনারেল স্টাফ, রেড আর্মি-র কাছে

সেণ্ট্রাল রণাঙ্গন থেকে, ১৯৪৩, ১০ই এপ্রিল

(৪) ১৯৪৩ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের আক্রমণাত্মক অভিযানের উদ্দেশ্য ও সবচেয়ে সম্ভাব্য গতিমুখ :

(ক) জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ কতটা পাওয়া যেতে পারে সেকথা মনে আছে, বিশেষত ১৯৪১-৪২ সালের আক্রমণাত্মক অভিযানের ফলাফলের কথা মনে রেখে ১৯৪৩ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মে শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযান কেবল কুরস্ক-ভরোনেঝ লড়াইয়ের এলাকাতেই আশঙ্কা করতে হবে।

অপরাপর খণ্ডে শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযানের সম্ভাবনা খুব কম। যুদ্ধের বর্তমান স্তরে যে সাধারণ রণনৈতিক পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে তা ক্রিমিয়া, দনবাস ও ইউক্রাইনের উপর কব্জা জোরাল করাই জনগণের পক্ষে সুবিধাজনক হবে, আর সেই উদ্দেশ্যে তাদের সম্মুখ রণক্ষেত্র এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে স্তেরোভকা-স্তারোবেস্ক রোভেঙ্কি-লিস্কি-ভরোনেঝ-লিভনি-নোভোসিল লাইনে। এই কর্তব্য সম্পাদনের জন্য শত্রুর অন্তত ষাটটি পদাতিক ডিভিশনের ও সেই অনুযায়ী যথোপযুক্ত বিমান, ট্যাঙ্ক ও গোলন্দাজ সমর্থনের প্রয়োজন।

শত্রু উপরোক্ত গতিমুখে এই জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ জড়ো করতে সমর্থ।

ফলত, কুরস্ক-ভরোনেঝ লড়াইয়ের ক্ষেত্র সর্বোচ্চ গুরুত্ব লাভ করেছে।

(খ) সমরক্রিয়া সংক্রান্ত এই সব অনুমানকে খেয়াল রাখলে এই আশঙ্কা অবশ্যই করতে হয় যে শত্রু তার প্রধান প্রয়াস নির্ধারিত করে একই আক্রমণ ভাগের ভিতরের ও বাইরের ব্যাসার্ধ উভয় বরাবর।

(১) ভিতরের ব্যাসার্ধ বরাবর-ওরেল এলাকা থেকে লিভনি হয়ে কাস্তোরনয়ে এবং বেলগোরোদ এলাকা থেকে ওবোইয়ান হয়ে কুরস্ক।

(২) বাইরের ব্যাসার্ধ বরাবর—ওরেল এলাকা থেকে ক্রোমি হয়ে কুরস্ক এবং বেলগোরোদ এলাকা থেকে স্তারি ওস্কোল হয়ে কাস্তোরনয়।

সংযোজনী—৩

(গ) আমরা যদি পাল্টা ব্যবস্থা না নিই তা হলে এই গতিমুখে শত্রুর সফল লড়াই সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যদের পরাজিত করতে পারে ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওরেল-কুরস্ক-খারকভ রেলপথ শত্রু-কবলিত হতে পারে, এবং শত্রুর সৈন্যরা সুবিধাজনক অবস্থানে যেতে পারে যা শত্রুকে ক্রিমিয়া, দনবাস ও ইউক্রাইনের উপর কব্জা বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

(ঘ) শত্রুরা তাদের সৈন্যদের পুনর্বিন্যাস করতে শুরু করতে পারে, ও এগোনর সম্ভাব্য রাস্তা বরাবর কেন্দ্রীভবন করতে পারে এবং তুষার গলা বন্যার পরে পথগুলো শুকিয়ে গেলে তারা প্রয়োজনীয় সংরক্ষিত রসদের ব্যবস্থা করতে পারে।

ফলত ১৯৪৩ সালের মে মাসের দ্বিতীয়ার্ধের কোনও সময়ে শত্রুরা এক নিয়ামক আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করবে বলে আশঙ্কা করা যেতে পারে।

(৫) লড়াইয়ের বর্তমান অবস্থায় নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি নেওয়া উপযুক্ত বলে আমি মনে করি :

(ক) ওয়েস্টার্ন, ব্রিয়ানস্ক ও সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের যৌথ প্রয়াসে শত্রুর ওরেল গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করা, এই ভাবে শত্রুকে ওরেল এলাকা থেকে লিভি হয়ে কান্তোরনয়েতে আঘাত করার ও আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় মৎসেনস্ক-ওরেল-কুরস্ক রেলপথ দখল করার সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করা যায় এবং ব্রিয়ানস্ক রেলপথ জাল ও মাটির রাস্তাগুলিকে শত্রুর ব্যবহার করার সম্ভাবনা থেকে তাকে বঞ্চিত করা যায়।

(খ) শত্রুর আক্রমণাত্মক লড়াইগুলি ঠেকানর জন্য সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যদের বিমান, প্রধানত জঙ্গীবিমান দিয়ে এবং প্রত্যেককে অন্তত দশটি করে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট দিয়ে আরও জোরাল করা দরকার ;

(গ) এই উদ্দেশ্যে লিভনি, কান্তোরনয়, লিস্কি, ভরোনেঝ ও ইয়েলেৎস এলাকায় জেনারেল হেড কোয়র্টার্সের প্রবল সংরক্ষিত শক্তি মোতায়েন করা বাঞ্ছনীয়।

লেফটেনাণ্ট জেনারেল ম্যালিনিন

সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের চিফ অব স্টাফ

জেনারেল স্টাফের কাছে

১৯৪৩,১২ই এপ্রিল

ভরোনেঝ রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডের রিপোর্ট

রেড আর্মির চিফ অব স্টাফের কাছে,

১২ই এপ্রিল, ১৯৪৩

একথা এখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে ভরোনেঝ রণাঙ্গনের মুখোমুখী নিম্নোক্ত ফৌজগুলি রয়েছে ;

(১) নয়টি প্রথম-সারির পদাতিক ডিভিশন (২৬তম, ৬৮তম, ৩২৩তম, ৭৫তম, ২৫৫তম, ৫৭তম, ৩৩২তম, ১৬৭তম এবং একটি অসনাক্ত)। এই ডিভিশনগুলি ক্রাজনো-অকতিয়াব্রস্কোয়ে-বোলশাইয়া-চেরনেৎচিনা-ক্রামনোপলিয়ে —কাঝৎস্কোয়ে লাইন ধরে আছে। যুদ্ধবন্দীদের খবর অনুযায়ী অসনাক্ত ডিভিশনটি সোলদাৎস্কোয়ে এলাকাতে ঢুকছে এবং তার ৩৩২ তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনকে স্বস্তি দেওয়ার কথা আছে।

এই খবর খতিয়ে দেখা হচ্ছে। খতিয়ে না দেখা খবর আছে যে দ্বিতীয় স্তরে ছ'টি ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন আছে, তাদের অবস্থান এখনও নির্ধারিত হয়নি। এই খবরকেও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বেতার অনুসন্ধানের খবর থেকে খারকভ এলাকায় একটি হাঙ্গেরীয় ডিভিশনের সদর দফতরের অবস্থান জানা যাচ্ছে। এ এই খণ্ডের অপ্রধান আক্রমণের জন্য নিয়োজিত হতে পারে।

(২) মোট ছটি প্যানৎসার ডিভিশন ("গ্রসডয়েটস্কালাণ্ড," "অ্যাডলফ হিটলার," "টোটেনকফ" "ডাস রাইশ", ৬ ষ্ঠ ও ১১-শ), তাদের তিনটি প্রথম লাইনে এবং তিনটি ("গ্রস ডয়েটশ লাণ্ড", ৬ ষ্ঠ ও ১১-শ) দ্বিতীয় লাইনে। বেতার অনুসন্ধানের খবর থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৭-শ প্যানৎসার ডিভিশনের হেড কোয়ার্টার্স আলেকসেইয়েভস্কোয়ে থেকে তারানোভকায় সরে গিয়েছে, আর এর থেকে ১৭-শ প্যানৎসার ডিভিশনের উত্তর মুখে এগোনর হদিশ পাওয়া যাচ্ছে। শত্রুর হাতে যে শক্তি আছে তাতে সাউথওয়েস্টার্ন রণাঙ্গন খণ্ড থেকে

সংযোজনী—৪

বেলগোরোদ এলাকায় আরও তিনটি প্যানৎসার ডিভিশন সরিয়ে আনা সম্ভব।

(৩) কাজেই এ আশঙ্কা করা যেতে পারে ভরোনেঝ রণাঙ্গনের মুখোমুখী শত্রু মোট প্রায় ১৫০০ ট্যাঙ্ক সহ দশটি পর্যন্ত ডিভিশন এবং অন্তত ছ'টি ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন সহ এক আক্রমণকারী গোষ্ঠী গড়ে তুলতে সমর্থ হবে। এগুলি বরিসোভকা, বেলগোরোদ, মুরোম ও কাঝাচিয়া লোপান এলাকায় কেন্দ্রীভূত হবে বলে আশঙ্কা করা যায়। এই আক্রমণকারী গোষ্ঠী প্রায় ৫০০ বম্বার ও অন্তত ৩০০ জঙ্গীবিমান নিয়ে গঠিত শক্তিশালী বিমান বহরের দ্বারা সমর্থিত হতে পারে।

শত্রুর উদ্দেশ্য হল এক জায়গায় এসে মিলিত হওয়ার মত বিভিন্ন ধাক্কা দেওয়া :

বেলগোরোদ এলাকা থেকে উত্তর-পূর্বে এবং ওরেল এলাকা থেকে দক্ষিণ-পূর্বে, উদ্দেশ্য বেলগোরোদ কুরস্ক লাইনের পশ্চিমে আমাদের সৈন্যদের ঘিরে ফেলা।

শত্রুর কাছ থেকে সাউথওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের পশ্চাদ্দেশে ও পার্শ্বদেশে দক্ষিণ পূর্বে আঘাতের ও পরবর্তী কালে উত্তর দিকে ঘোরার আশঙ্কা করা যেতে পারে।

এটাও একেবারে অসম্ভব নয় যে এই বছর শত্রুরা দক্ষিণপূর্ব অভিমুখে আক্রমণের পরিকল্পনা অন্য একটি পরিকল্পনার অনুকূলে বর্জন করতে পারে, তা হল : বেলগোরোদ ও ওরেল এলাকা থেকে তারা ধাক্কার পর মস্কোকে পাশ কাটানর জন্য আক্রমণকে উত্তরপূর্ব দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে। এই সম্ভাবনাকে হিসাবের মধ্যে রাখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী সংরক্ষিত শক্তি তৈরি করতে হবে।

অতএব, ভরোনেঝ রণাঙ্গনের মুখোমুখী শত্রু ফৌজ খুব সম্ভবত প্রধান আক্রমণ করবে বরিসোভকা ও বেলগোরদ এলাকা থেকে স্তারি ওস্কোল অভিমুখে, আর তাদের একটা অংশ ওবোইয়ান ও কুরস্কের উপর আঘাত করবে।

শত্রু এখনও একটা বড় আকারে আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য প্রস্তুত নয়। আক্রমণাত্মক অভিযানের শুরু হওয়ার আশঙ্কা করা যেতে পারে এ বছরের ২০ শে এপ্রিলের আগে নয়, খুব সম্ভবত মে মাসের গোড়ায়।

ইতস্তত আক্রমণ অবশ্য যে কোনও সময়ে আশঙ্কা করা যেতে পারে। কাজেই আমাদের সৈন্যদের লড়াইয়ের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে বলতে হবে।

ফিয়োদোরভ, নিকিতিন, ফেদোতভ।

যথাক্রমে এন. এফ. ভাতুতিন, এন. এস. খ্রুশ্চেভ, পি. কে. করঝেনেভিচের সাঙ্কেতিক নাম।

লড়াইয়ের শুরুতে কুরস্ক খণ্ডে জনবল ও অস্ত্রশস্ত্র

জনবল ও অস্ত্রশস্ত্র	সোভিয়েত ফৌজ	জার্মান ফৌজ	অনুপাত
	এপ্রিল ১০, ১৯৪৩		
সৈন্য	৯৫৭,৯১০	৭০০,০০০	১·৪ : ১
কামান ও মর্টার	১১,৬৯৫	৬,০০০	১৯ : ১
ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান	১,২২০	১,০০০	১·২ : ১
বিমান	১,১৩০	১,৫০০	১ : ১·৩
	জুলাই ৫, ১৯৪৩		
সৈন্য	১,৯১০,৩৫৫	৯০০,০০০	২১ : ১
কামান ও মর্টার	৩০,৮৮০	১০,০০০	৩ : ১
ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান	৫,১৩০	২,৭০০	১·৫ : ১
বিমান	৩,২০০	২,০,৫০	১·৬ : ১

টিকা : অনুপাত করার সময়ে নিম্নলিখিত ফৌজগুলিকে বিবেচনার মধ্যে নেওয়া হয়েছে।

১০ই এপ্রিলে সোভিয়েত পক্ষে—সেন্ট্রাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যরা ; শত্রুপক্ষে—২য় প্যানৎসার আর্মির অংশ, আর্মি গ্রুপ সেন্টারের ২য় আর্মি এবং আর্মি গ্রুপ সাউথের টাস্ক ফোর্স কেম্প্‌ফ্‌-এর অংশ।

৫ই জুলাইতে সোভিয়েত পক্ষে—সেন্ট্রাল, ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্যরা ; শত্রুপক্ষে—আর্মি গ্রুপ সেন্টারের ২য় ও ৯ম আর্মি, ৪র্থ প্যানৎসার আর্মি এবং আর্মি গ্রুপ সাউথের টাস্ক ফোর্স কেম্প্‌ফ।

কুরস্কের লড়াইতে জড়িত জনবল ও অস্ত্রশস্ত্র

(৫ই জুলাই—২৩শে আগস্ট, ১৯৪৩)[১]

	সৈন্য	কামান ও মর্টার	ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান	যুদ্ধরত বিমান
১. ৫ই জুলাই, ১৯৪৩-এ কুরস্ক অভিক্ষেপে সোভিয়েত ফৌজ				
সেন্ট্রাল রণাঙ্গনের (১৩ আ, ৪৮ আ, ৬০ আ, ৬৫ আ, ৭০আ, ২ ট্যাআ, ১৬ অ্যাত্রা)	৭১১,৬০০	১২,২০০	১,৮০০	১,০০০
ভরোনেঝ রণাঙ্গনের (১৬ গা-আ, ৭ গাআ, ৩৮ আ, ৪০ আ, ৬৯ আ, ১ ট্যাআ, ২ অ্যাত্রা)	৬২৫,৬০০	৯,৫০০	১,৭০০	৯০০
মোট	১,৩৩৭,২০০	২১,৭০০	৩,৫০০	১,৯০০
শত্রু ফৌজ আর্মি গ্রুপ সেন্টার (৯ আ, ২ আ, মোট : ২৪ ইনফ্যান্ট্রি, ৬ প্যানৎসার, ১ মোটর বাহিত ডিভিশন)	৪৬০,০০০	৬,০০০	১,২০০	১,০০০
আর্মি গ্রুপ সাউথ (৪ প্যাআ, টাস্ক ফোর্স কেম্প্‌ফ্‌ মোট : ১০ ইনফান্ট্রি, ৮ প্যানৎসার এবং ১ মোটরবাহিত ডিভিশন)	৪৪০,০০০	৪,০০০	১,৫০০	১,০০০
মোট	৯০০,০০০	১০,০০০	২,৭০০	২,০০০
উভয়পক্ষে মোট	২,২৩৭,২০০	৩১,৭০০	৬,২০০	৩,৯০০
২. আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে ক্ষয়-ক্ষতি পূরণে আমদানি (৫-২৩ জুলাই)				

১. মহাফেজ খানায় রক্ষিত দলিলের ভিত্তিতে হিসাব করা।

সংযোজনী-

	সৈন্য	কামান ও মর্টার	ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান	যুদ্ধরত বিমান
সোভিয়েত ফৌজ				
স্তেপি রণাঙ্গনের (৫ গাআ, ২৭ আ, ৫৩ আ, ৫ গাট্যাত্রা, ২ ট্যাকো, ১০ ট্যাকো)	২৯৫,০০০	৫ ৩০০	১,৫০০	
সাউথ ও ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের (১১৭ ত্রাআ)				৭৪০
নতুন বিমান যোগান				৪০০
মোট	২৯৫,	৫,৩০০	১,৫০	১,১৪০
শত্রু ফৌজ				
আর্মি গ্রুপ সেণ্টার ও সাউথের ইউনিটগুলি (৩ ইনফ্যান্ট্রি ও ২ প্যানৎসার ডিভিশন)	৫০,০০০	৮০০	৩০০	
নতুন বিমান যোগান	—	—	—	১,০০০
মোট	৫০,০০০	৮০০	৩০০	১,০০০
উভয় পক্ষে মোট	৩৪৫,০০০	৬,১০০	১,৮০০	২,১৪০
কুরস্কের আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে মোট জড়িত				
সোভিয়েত ফৌজ	১,৬৩২,২০০	২৭,০০০	৫,০০০	৩,০০০
শত্রু ফৌজ	৯৫০,০০০	১০,৮০০	৩,০০০	৩,০০০
উভয় পক্ষে মোট	২,৫৮২,২০০	৩৭,৮০০	৮,০০০	৬,০০০
প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে ক্ষয়ক্ষতি পূরণে আমদানি (জুলাই ১২-আগস্ট ২৩)				
সোভিয়েত ফৌজ				
ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের বামপক্ষ				

সংযোজনী—৬

	সৈন্য	কামান ও মর্টার	ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান	যুদ্ধরত বিমান
(৫০ আ, ১১ গাআ, ১ অ্যাআ	২১১,৫০০	৪,৬০০	৩০০	১,৩০০
ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনে (৩ আ, ৬১ আ, ৬৩ আ, ১৫ অ্যাআ)	৪৩৩,৬০০	৮,০০০	১,১০০	১,০০০
জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত আর্মি ও কোর (৪গাআ, ১১ আ, ৪৭ আ, ৫৭ আ, ৩ গাআ, ৪ ট্যাআ, ৫ ত্র্যাআ, ৩ গাট্যাকো, ৪ গাট্যাকো, ৩ গামেককো ১ মেককো, ২ক্যাভাকো)	৩৬৩,০০০	১২,৯০০	১,৮০০	৫৫০
নতুন বিমান যোগান	—	—	—	৬০০
দূর-পাল্লার বিমান	—	—	—	৫০০
মোট	১,০০৮,১০০	২৫,৫০০	৩,২০০	৩,৯৫০
শত্রু ফৌজ				
ও. কে. এইচ সংরক্ষিত শক্তি থেকে (২ ইনফ্যান্টি ও ১ প্যানৎসার ডিভিশন)	২২,০০০	৪২০	১৬০	—
২ প্যাআ (১৩ ইনফ্যান্ট্রি, ৩ প্যানৎসার ও ১ মোটরবাহিত ডিভিশন)	২৮৯,০০০	২,৮০০	৫০০	—
অন্যান্য খণ্ড থেকে স্থানান্তরিত এবং আর্মি গ্রুপ সেন্টার ও সাউথ রিজার্ভস (১৬ ইনফ্যান্ট্রি, ১৩ প্যানৎসার, ১ মোটরবাহিত এবং ১ ক্যাভালরি ডিভিশন)	২৫৩,০০০	২,৫৮০	১,৩৪০	
নতুন বিমান যোগান	—	—	—	২.০০০
মোট	৫৬৪,০০০	৫,৮০০	২,০০০	২,০০০
উভয় পক্ষে মোট	১,৫৭২,১০০	৩১,৩০০	৫,২০০	৫,৯৫০
কুরস্কের লড়াইয়ে উভয় পক্ষে মোট	৪,১৫৪,৩০০	৬৯,১০০	১৩,২০০	১১,৯৫০

সংযোজনী—৬

	সৈন্য	কামান ও মর্টার	ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান	যুদ্ধরত বিমান
(৫০ আ, ১১ গাআ, ১ অ্যাআ	২১১,৫০০	৪,৬০০	৩০০	১,৩০০
ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনে (৩ আ, ৬১ আ, ৬৩ আ, ১৫ অ্যাআ)	৪৩৩,৬০০	৮,০০০	১,১০০	১,০০০
জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত আর্মি ও কোর (৪গাআ, ১১ আ, ৪৭ আ, ৫৭ আ, ৩ গাআ, ৪ ট্যাআ, ৫ ত্র্যাআ, ৩ গাট্যাকো, ৪ গাট্যাকো, ৩ গামেককো ১ মেককো, ২ক্যাভাকো)	৩৬৩,০০০	১২,৯০০	১,৮০০	৫৫০
নতুন বিমান যোগান	—	—	—	৬০০
দূর-পাল্লার বিমান	—	—	—	৫০০
মোট	১,০০৮,১০০	২৫,৫০০	৩,২০০	৩,৯৫০
শত্রু ফৌজ				
ও. কে. এইচ সংরক্ষিত শক্তি থেকে (২ ইনফ্যান্টি ও ১ প্যানৎসার ডিভিশন)	২২,০০০	৪২০	১৬০	—
২ প্যাআ (১৩ ইনফ্যান্ট্রি, ৩ প্যানৎসার ও ১ মোটরবাহিত ডিভিশন)	২৮৯,০০০	২,৮০০	৫০০	—
অন্যান্য খণ্ড থেকে স্থানান্তরিত এবং আর্মি গ্রুপ সেন্টার ও সাউথ রিজার্ভস (১৬ ইনফ্যান্ট্রি, ১৩ প্যানৎসার, ১ মোটরবাহিত এবং ১ ক্যাভালরি ডিভিশন)	২৫৩,০০০	২,৫৮০	১,৩৪০	
নতুন বিমান যোগান	—	—	—	২.০০০
মোট	৫৬৪,০০০	৫,৮০০	২,০০০	২,০০০
উভয় পক্ষে মোট	১,৫৭২,১০০	৩১,৩০০	৫,২০০	৫,৯৫০
কুরস্কের লড়াইয়ে উভয় পক্ষে মোট	৪,১৫৪,৩০০	৬৯,১০০	১৩,২০০	১১,৯৫০